বিষ্ণুপুরাণ।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহর্ষি বেদব্যাস

প্রণীত।

বঙ্গানুবাদ।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী-ষ্টীম-মেসিন্ প্রেসে

শ্রীঅরুণোদয় রায় দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯৭ সাল।

সূচীপত্র।

প্রথম অংশ।

দ্বিতীয় অংশ।

তৃতীয় অংশ।

চতুর্থ অংশ।

পঞ্চম অংশ।

ষষ্ঠ অংশ।

সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীরামঃ শরণম্।

বিষ্ণুপুরাণ।

প্রথমাংশ।

বঙ্গানুবাদ।

প্রথম অধ্যায়।

হে পুণ্ডরীকাক্ষ আদিপুরুষ! তোমার জয় হউক। হে বিশ্বোৎপাদক তোমাকে নমস্কার, হে হৃষীকেশ! মহাপুরুষ! তোমাকে নমস্কার ॥ ১ ॥ যে নিত্যস্বরূপ অক্ষর ব্রহ্ম-পুরুষ ঈশ্বর-রূপে সত্ত্বাদি গুণের ক্ষোভ-জনিত সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের আশ্রয়, প্রধান বুদ্ধ্যাদি * জগৎ বিস্তৃতির প্রসবিতা, সেই বিষ্ণু আমাদিগের মতি-ভূতি-মুক্তিপ্রদ † হউন ॥ ২ ॥ বিশ্বেশ্বর বিষ্ণু, ব্রহ্মাদি দেবতা এবং গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া বেদতুল্য পুরাণ বলিব ॥ ৩ ॥ ইতিহাস-পুরাণজ্ঞ, বেদ বেদাঙ্গ-পারগ, ধর্ম্ম শাস্ত্রাদি-তত্ত্বজ্ঞ, পূর্ব্বাহ্নিক ক্রিয়া সমাপনান্তে আসীন, বসিষ্ঠ-পৌত্র মুনিশ্রেষ্ঠ পরাশরকে প্রণাম ও অভিবাদন করিয়া মৈত্রেয় বলিলেন ॥ ৪ । ৫ ॥ গুরুদেব, আপনার নিকট যথাক্রমে অখিল বেদ বেদাঙ্গ এবং সকল ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি ॥ ৬ ॥ হে মুনিবর!

---

* প্রধান (মূল প্রকৃতি মায়া) হইতে বুদ্ধি (মহত্তত্ত্ব) মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে পঞ্চতন্মাত্র (শব্দস্পর্শাদি পাঁচটী) অর্থাৎ সূক্ষ্ম ভূত, এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। সৃষ্টি প্রকরণ এইরূপ। "প্রকৃতের্মহান্ মহতোঽহঙ্কারঃ অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি পঞ্চতন্মাত্রেভ্যশ্চ পঞ্চ মহাভূতানি।"

† মতি (উত্তমাবুদ্ধি) ভূতি (ঐশ্বর্য্য) এবং মুক্তি প্রদায়ক। অথবা, মতিভূতি অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানোদ্রেকদ্বারা মুক্তি প্রদায়ক।

আপনার অনুগ্রহে "আমি শাস্ত্রে পরিশ্রম করি নাই" এ কথা পণ্ডিতেরা বলেন না, এমন কি শত্রু পক্ষেও আমাকে কৃতশ্রম বলিয়া থাকেন॥ ৭॥ হে ধর্ম্মজ্ঞ! জগৎ যেরূপে হইয়াছে পুনশ্চ যে প্রকারে হইবে তোমার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি॥ ৮॥ হে ব্রহ্মন্! জগতের উপাদান যাঁহা, এই চরাচর যাহা হইতে উৎপন্ন, যাহাতে লীন ছিল, এবং যাহাতে লয় প্রাপ্ত হইবে॥ ৯॥ আকাশাদির পরিমাণ, দেবাদির উৎপত্তি, সমুদ্র পর্ব্বত ও পৃথিবীর স্থিতি॥ ১০॥ সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহের সংস্থান ও পরিমাণ, দেবতাদির বংশ, মনু ও মন্বন্তর সকলের বিবরণ॥ ১১॥ চতুর্যুগ বিকল্পিত, কল্প, কল্প-বিকল্প, কল্পান্তের স্বরূপ, সম্পূর্ণ যুগধর্ম্ম॥ ১২॥ দেবর্ষি ও রাজাদিগের চরিত্র, ব্যাসদেব-কর্ত্তৃক বেদের শাখা প্রণয়ন॥ ১৩॥ এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয় ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমবাসিগণের ধর্ম্ম সমুদয় হে মহাভাগ শক্তি-তনয়, আপনার নিকট শুনিতে অভিলাষ হয়॥ ১৪॥ হে ব্রহ্মন্! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; যাহাতে আপনার প্রসাদে এই সকল বিষয় জানিতে পারি॥ ১৫॥

পরাশর কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ মৈত্রেয়! পুরাতন বিষয় ভাল স্মরণ করাইলে, পিতামহ ভগবান্ বসিষ্ঠ যাহা বলিয়াছিলেন সেই সকল বিষয় আমার মনে পড়িল॥ ১৬॥ মৈত্রেয়! বিশ্বামিত্রের প্রেরিত রাক্ষস, পিতাকে ভক্ষণ করিয়াছে শুনিয়া আমার অত্যন্ত ক্রোধ জন্মিল॥ ১৭॥ তখন আমি রাক্ষসদিগের বিনাশের জন্য যজ্ঞ আরম্ভ করায় তাহাতে শত শত নিশাচর ভস্মীভূত হইতে লাগিল॥১৮॥ এইরূপে অসংখ্য রাক্ষস ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে পিতামহ মহাভাগ বসিষ্ঠ আমাকে বলিয়াছিলেন॥ ১৯॥ "বৎস; অত্যন্ত কোপ করা ভাল নহে, ক্রোধ সম্বরণ কর। রাক্ষসগণের অপরাধ নাই, তোমার পিতার ভাগ্যই এইরূপ ছিল॥ ২০॥ মূঢ় ব্যক্তিদিগেরই ক্রোধ হইয়া থাকে জ্ঞানবানেরা এরূপ হয়েন না। হে প্রিয়! কেহ কাহাকে বধ করে না, কারণ সকলে আপনাপন কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ করে॥ ২১॥ আর দেখ মনুষ্য অত্যন্ত ক্লেশে যশঃ ও তপস্যা সঞ্চয় করিয়া থাকেন, কিন্তু ক্রোধে সহজেই নষ্ট হয়॥ ২২॥ এজন্য পরমর্ষিগণ স্বর্গ ও মোক্ষের প্রতিবন্ধক স্বরূপ ক্রোধকে পরিত্যাগ করেন, বৎস! ক্রোধের বশীভূত হইও না॥ ২৩॥ অনপকারী দীন নিশাচর সকলকে দগ্ধ করা বিফল, অতএব তোমার এই যজ্ঞ নিবৃত্ত হউক, কেন না ক্ষমাই

সাধুদিগের সার বস্তু” ॥ ২৪ ॥ মহোদয় পিতামহ এই প্রকারে উপদেশ করিলে আমি তাঁহার বাক্যের গৌরব জন্য তৎক্ষণাৎ যজ্ঞের উপসংহার করিলাম ॥ ২৫ ॥ তদনন্তর মুনিসত্তম বসিষ্ঠদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন, এবং ইতি মধ্যে ব্রহ্মার পুত্র পুলস্ত্য তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ২৬ ॥ পিতামহ তাঁহাকে অর্ঘ্যাদি দান করিলে হে মৈত্রেয়! মহাভাগ পুলস্ত্য আসন পরিগ্রহ করিয়া আমাকে কহিলেন ॥ ২৭ ॥ “অত্যন্ত বৈরভাব হইলেও তুমি যে গুরুজনের বাক্যে ক্ষমা অবলম্বন করিয়াছ, তাহাতে তুমি সমস্ত শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিবে ॥ ২৮ ॥ এবং ক্রুদ্ধ হইয়াও তুমি আমার বংশের উচ্ছেদ কর নাই তজ্জন্য তোমাকে অন্য এক প্রধান বর দিতেছি ॥ ২৯ ॥ বৎস! তুমি পুরাণ সংহিতার কর্ত্তা হইবে, দেবতা ও পরমার্থতত্ত্ব যথাবৎ জানিতে পারিবে ॥ ৩০ ॥ এবং আমার প্রসাদে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিধায়ক কর্ম্মে * তোমার বুদ্ধি নির্ম্মল এবং অসন্দিগ্ধ হইবে” ॥ ৩১ ॥ অনন্তর মৎপিতামহ ভগবান্ বসিষ্ঠ কহিলেন, “পুলস্ত্য তোমাকে যাহা বলিলেন, সমস্ত ঘটিবে” ॥ ৩২ ॥ হে মৈত্রেয়! পূর্ব্বে বসিষ্ঠদেব ও বুদ্ধিমান্ পুলস্ত্য এইরূপে যাহা কহিয়াছিলেন, সম্প্রতি তোমার প্রশ্নে তৎসমস্ত আমার স্মরণ হইল ॥ ৩৩ ॥ সেই আমি তোমার জিজ্ঞাসিত সেই পুরাণ সংহিতা সম্পূর্ণরূপে বলিতেছি যথাবৎ শ্রবণ কর ॥ ৩৪ ॥ বিষ্ণু হইতে জগৎ উৎপন্ন ও তাহাতেই সংস্থিত, বিষ্ণু এই জগতের স্থিতি সংযমের কর্ত্তা এবং তিনিই জগৎ ॥ ৩৫ ॥

প্রথমাংশে প্রথম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

---

* ইহ বা পরলোকের কামনা-বিষয়ক কর্ম্মকে প্রবৃত্তিজনক ও জ্ঞান-বৈরাগ্য-পূর্ব্বক কর্ম্মকে নিবৃত্তিজনক কহে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন, অবিকার শুদ্ধ কালত্রয়ে অবিনাশী, পরমাত্মা সর্ব্বদা একরূপ সর্ব্ববিজয়ী-বিষ্ণু ॥ ১ ॥ হরি, হিরণ্যগর্ভ ও শিব নামে অভিহিত সৃষ্টি স্থিতি বিনাশকারী বাসুদেব বিষ্ণুকে নমস্কার ॥ ২ ॥ একানেক-স্বরূপ, স্থূল সূক্ষ্মময় কার্য্য কারণীভূত মুক্তিদাতা বিষ্ণুকে নমস্কার ॥ ৩ ॥ এই জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও লয়ের মূলীভূত, জগন্ময় পরমাত্মা বিষ্ণুকে নমস্কার ॥ ৪ ॥ বিশ্বাধার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম, সর্ব্বপ্রাণিস্থিত, অক্ষর, পুরুষোত্তম ॥ ৫ ॥ জ্ঞানস্বরূপ বাস্তবিক অত্যন্ত নির্ম্মল কিন্তু ভ্রান্তি দর্শনে দৃশ্যরূপে প্রকাশিত ॥ ৬ ॥ কালস্বরূপ, বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিকর্ত্তা জন্মশূন্য অচ্যুত জগদীশ্বর বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া ॥ ৭ ॥ দক্ষাদি মুনিশ্রেষ্ঠগণকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পদ্মযোনি ভগবান্ ব্রহ্মা পূর্ব্বে যে প্রকার কহিয়াছিলেন, আমি তাহা যথাবৎ বলিতেছি ॥ ৮ ॥ দক্ষাদি মুনিগণ নর্ম্মদা তটে পুরুকুৎস রাজাকে পিতামহের কথা সকল বলিয়াছিলেন, তিনি সারস্বতকে কহেন, আমি আবার সারস্বতের নিকট শুনিয়াছি ॥ ৯ ॥ পরাৎপর, শ্রেষ্ঠ, আত্মসংস্থিত পরমাত্মা, রূপবর্ণাদিনির্দ্দেশ বর্জ্জিত ॥ ১০ ॥ অপক্ষয়, বিনাশ-পরিণাম,-বৃদ্ধি-জন্ম-বর্জ্জিত, যাহাকে, সর্ব্বদা আছেন এই মাত্র বলা যায় ॥ ১১ ॥ তিনি এই জগতে সর্ব্বত্র এবং সমস্তই ইহাঁতে বাস করিতেছে, এজন্য বিদ্বানেরা তাঁহাকে বাসুদেব * কহিয়া থাকেন ॥ ১২ ॥ তিনিই জন্মশূন্য, নিত্যস্বরূপ অক্ষয়, অব্যয়, পরম ব্রহ্ম; সর্ব্বদা একরূপ এবং হেয়াংশের অভাব জন্য নির্ম্মল ॥ ১৩ ॥ ব্যক্ত (মহদাদি) অব্যক্ত (মায়া) পুরুষ (বেদোক্ত ঈক্ষণাদিকর্ত্তা) ও কাল এই চতুর্ব্বিধ রূপাত্মক সেই ব্রহ্মই এই সমস্ত ॥ ১৪ ॥ হে দ্বিজ! পরব্রহ্মের প্রথম রূপ পুরুষ, দ্বিতীয় তৃতীয় রূপ ব্যক্ত ও অব্যক্ত এবং চতুর্থ রূপ কাল ॥ ১৫ ॥ জ্ঞানিগণ এই চারিটীর যে শুদ্ধ পরম বস্তু অবলোকন করেন

---

* তিনি সমুদয় বস্তুতেই বাস করেন এবং সমুদয় বস্তুই তাঁহাতে বাস করে অতএব বাসু এবং দ্যোতন অর্থাৎ প্রকাশ স্বরূপ অতএব দেব। যিনি বাসু এবং দেব তিনিই বাসুদেব অর্থাৎ ভগবান্ বিষ্ণু।

† হেয় অর্থাৎ মায়া ও তৎকার্য্য। তদভাবে।

তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ বা পরম রূপ॥১৬॥ বিভাগানুসারে পূর্ব্বোক্ত প্রধানাদিরূপ সকল সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের উদ্ভব ও প্রকাশের হেতু॥১৭॥ বিষ্ণু যে পুরুষাদিরূপে প্রকাশিত হয়েন তাহা ক্রীড়াপ্রবৃত্ত বালকের চেষ্টার ন্যায় জানিবে॥১৮॥ ঋষি-সত্তমেরা কার্য্যাকারণ শক্তিযুক্ত ও সদৈকরূপ অব্যক্তকে কারণ প্রধান এবং সূক্ষ্মা প্রকৃতি কহিয়া থাকেন॥১৯॥ সেই অব্যক্ত, অক্ষয় অনন্যাশ্রয় ইয়ত্তাশূন্য অজর নিশ্চল শব্দস্পর্শ বিহীন রূপাদি রহিত, ত্রিগুণ অনাদি এবং জগতের উৎপত্তি স্থান ও কার্য্য সকলের লয় স্থান। সৃষ্টির পূর্ব্বে অতীত প্রলয়ের পর সমস্তই তদ্দ্বারা ব্যাপ্ত ছিল॥২০। ২১॥ হে বিদ্বন্! বেদজ্ঞ ব্রহ্মবাদিগণ সেই প্রধানকেই লক্ষ্য করিয়া উহার প্রতিপাদক পশ্চাল্লিখিত শ্লোক পাঠ করেন॥২২॥ প্রলয় কালে দিবা, রাত্রি, আকাশ, ভূমি অন্ধকার আলোক বা অন্য কোনও বস্তু ছিল না, তখন কেবল প্রধান, ব্রহ্ম এবং পুরুষ মাত্র ছিলেন॥২৩॥ হে দ্বিজ! প্রধান ও পুরুষ এই দুই রূপ নিরুপাধি বিষ্ণুর স্বরূপ হইতে পৃথক্। তাঁহার অন্য যে, রূপ কর্ত্তৃক এই উভয় রূপ সৃষ্টি সময়ে পরস্পর সংযোজিত এবং প্রলয় কালে বিযুক্ত হয় তাহার নাম কাল॥২৪॥ মহা প্রলয়ের সময় বিশ্ব প্রকৃতিতে লীন থাকে এজন্য উহাকে প্রাকৃত প্রলয় বলা যায়॥২৫॥ কালরূপ ভগবান্ অনাদি ও অনন্ত বলিয়া এই সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ও অব্যুচ্ছিন্ন, অর্থাৎ প্রবাহরূপে যথাক্রমে হইতেছে॥২৬॥ হে মৈত্রেয়! প্রলয় কালে গুণ সাম্য (সত্ত্ব রজঃ তমো গুণের নিষ্ক্রিয় অবস্থা) ঘটে এবং পুরুষ প্রকৃতি হইতে পৃথক্ ভাবে অবস্থিত হয়েন। তখনও বিষ্ণুর সেই কাল স্বরূপ রূপ বর্ত্তমান থাকে॥২৭॥ তদনন্তর সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে পরমব্রহ্ম পরমাত্মা জগন্ময় সর্ব্বগামী সর্ব্বভূতেশ্বর সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর ইচ্ছানুসারে পরিণামী অপরিণামী প্রকৃতি ও পুরুষে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে ক্ষোভিত অর্থাৎ সৃষ্টিকরণে উন্মুখ করিয়া থাকেন॥২৮।২৯॥ কিন্তু ইহাতে তাঁহার কোনও ক্রিয়াবত্তা নাই যেমন গন্ধ নিকটবর্ত্তী হইবা মাত্র মনের চঞ্চলতা জন্মে পরমেশ্বরের এই ক্ষোভ (জনকতা) ও সেইরূপ॥৩০॥ সেই পুরুষোত্তমই সংকোচ ও বিকাশের দ্বারা ক্ষোভ্য ও ক্ষোভক এবং তিনিই প্রধান রূপে স্থিত॥৩১॥ আকাশাদি ভূত ও ব্রহ্মাদি জীবরূপে তিনিই ব্যক্ত স্বরূপ, এবং সর্ব্বেশ্বরের ঈশ্বর॥৩১।৩২॥

হে দ্বিজোত্তম! পরে সৃষ্টিকালে পুরুষাধিষ্ঠিত সেই গুণসাম্য হইতে গুণব্যঞ্জন অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হইল॥ ৩৩॥ মহত্তত্ত্ব ত্রিবিধ, সাত্ত্বিক রাজস ও তামস। বীজ যেমন ত্বক্ দ্বারা আবৃত থাকে, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত গুণসাম্য (প্রধান তত্ত্ব) কর্ত্তৃক এই মহত্তত্ত্ব আবৃত হইল, অর্থাৎ প্রধান তত্ত্ব মহত্তত্ত্বের ব্যাপক হইয়া থাকিল॥ ৩৪॥ মহত্তত্ত্ব হইতে বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক, তৈজস অর্থাৎ রাজস ও ভূতাদি অর্থাৎ তামস এই ত্রিবিধ অহঙ্কারতত্ত্বের উৎপত্তি॥ ৩৫॥ অহঙ্কার ত্রিগুণাত্মক বলিয়া ভূতেন্দ্রিয়-দেবতার উদ্ভবের হেতু। যেমন প্রধান তত্ত্ব দ্বারা মহত্তত্ত্ব আবৃত; মহত্তত্ত্ব দ্বারা অহঙ্কারতত্ত্বও সেইরূপ আবৃত হইল॥ ৩৬॥ তামস অহঙ্কার ক্ষুভিত অর্থাৎ কার্য্যোন্মুখ হইয়া শব্দতন্মাত্র ও শব্দতন্মাত্র হইতে শব্দগুণবিশিষ্ট আকাশের সৃষ্টি করিল, এবং উভয়কে আবৃত করিয়া থাকিল॥ ৩৭॥ আকাশ ক্ষুভিত হইয়া স্পর্শতন্মাত্রের সৃষ্টি করিল, তাহা হইতে স্পর্শগুণবিশিষ্ট বলবান বায়ু জন্মিল, এবং আকাশ বায়ুকে আবৃত করিল। তদনন্তর বায়ু ক্ষুভিত হওয়ায় রূপমাত্রও জ্যোতিঃ উৎপন্ন হয়, জ্যোতির গুণ রূপ; জ্যোতিঃ বায়ুদ্বারা আবৃত হইল॥ ৩৮। ৩৯॥ জ্যোতিঃ ক্ষুভিত হওয়ায় রসমাত্র জন্মিল, তাহা হইতে রসগুণবিশিষ্ট জলের জন্ম, ইহা জ্যোতির্দ্বারা আবৃত। জল ক্ষুভিত হইয়া গন্ধমাত্রের সৃষ্টি করিল, তাহা হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি, ইহার গুণ গন্ধ॥ ৪০॥ তত্তদ্বস্তুতে তন্মাত্রা আছে, তাহাতে উহাদের তন্মাত্রতা কহা যায়॥ ৪১॥ তন্মাত্র সকল অবিশেষ এজন্য আকাশাদিও অবিশেষ অর্থাৎ কেহই শান্ত (প্রকাশক অথবা সুখহেতু) ঘোর (প্রবৃত্তিজনক অথবা দুঃখহেতু) মূঢ় (নিয়মনকারী অথবা মোহহেতু) বিশেষণযুক্ত নহে। ইহা কেবল তামস অহঙ্কার হইতে ভূততন্মাত্রের সৃষ্টি মাত্র। দশ ইন্দ্রিয়কে তৈজস অর্থাৎ রাজস-অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন; এবং ইন্দ্রিয়-গণের দশ দেবতাকে * বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক-অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন বলিয়া থাকেন॥ ৪২। ৪৩॥ একাদশ ইন্দ্রিয় মন (অর্থাৎ মন, বুদ্ধি,

---

* দিক্, বাত, অর্ক, প্রচেতা, অশ্বিনীকুমার, বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র ও প্রজাপতি এই দশ দেবতা দশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী।

অহঙ্কার ও চিত্ত এই চারি অংশে বিভক্ত অন্তঃকরণ) এবং (চন্দ্র, ব্রহ্মা, রুদ্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ) মনের এই চারি বৈকারিক দেবতা। হে দ্বিজ! শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষু জিহ্বা ও নাসিকা এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় শব্দাদি গ্রহণের নিমিত্ত বুদ্ধিযুক্ত॥ ৪৪॥ মৈত্রেয়! পায়ু, উপস্থ, কর, পাদ, ও বাক্ এই পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য যথাক্রমে বিসর্গ (মলমূত্রাদি ত্যাগ) শিল্প গতি ও উক্তি॥ ৪৫॥ হে ব্রহ্মন্! আকাশ বায়ু তেজঃ সলিল ও পৃথিবী উত্তরোত্তর শব্দাদি গুণযুক্ত॥ ৪৬॥ ইহারা শান্ত ঘোর মূঢ় হওয়ায় ইহাদিগকে বিশেষ কহা যায়॥ ৪৭॥ ইহারা নানাবীর্য্য ও পৃথক্‌ভূত বলিয়া সংহতি বিনা সংপূর্ণ মিলন না হওয়ায় প্রজা সৃষ্টি করিতে অক্ষম॥ ৪৮॥ অন্যান্য সংযোগ এবং পরস্পর সমাশ্রয় জন্য সম্পূর্ণ ঐক্য-প্রাপ্ত এবং এক-সংঘাতের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পুরুষের অধিষ্ঠান এবং প্রধানের অনুগ্রহ বশতঃ ঐ মহদাদি ও বিশেষান্ত সকলে (অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব হইতে মহাভূত পর্য্যন্ত) মিলিত হইয়া অণ্ড (ব্রহ্মাণ্ড) উৎপাদন করে॥ ৪৯। ৫০॥ হে মহাবুদ্ধে! ব্রহ্মরূপ বিষ্ণুর (হিরণ্যগর্ভরূপীর) উত্তম সংস্থানভূত, জল-বুদ্বুদবৎ বর্ত্তুলাকার উদকেশয় ঐ বৃহৎ প্রাকৃত অণ্ড ভূতগণের সাহায্যে ক্রমে বিবৃদ্ধ হইল॥ ৫১॥ অব্যক্তরূপ জগৎপতি বিষ্ণু ব্যক্তরূপী হইয়া ব্রহ্মস্বরূপে ঐ অণ্ডে ব্যবস্থিত হইলেন॥ ৫২॥ মেরু (সুমেরু) তাঁহার উল্ব (গর্ভ বেষ্টন চর্ম্ম) অন্যান্য মহীধর জরায়ু এবং সমুদ্র সকল মহাত্মার গর্ভোদক হইল॥ ৫৩॥ হে বিপ্র! ঐ অণ্ডে সপর্ব্বত দ্বীপ সকল সমুদ্র সকল এবং সদেবাসুর মানুষ সজ্যোতিঃ লোকসংগ্রহ সমুদয়ই উৎপন্ন হইল॥ ৫৪॥ পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা দশ দশ গুণ অধিক বারি, বহ্নি, অনিল, আকাশ] ও ভূতাদি (তামস অহঙ্কারের) দ্বারা ঐ অণ্ড উত্তরোত্তর বহির্ভাগে আবৃত হইল। ভূতাদি আবার মহত্তত্ত্ব দ্বারা আবৃত॥ ৫৫॥ ব্রহ্মন্! ঐ সমস্ত সহিত মহত্তত্ত্ব অব্যক্ত দ্বারা আবৃত হইল, নারিকেল ফলের অন্তর্ব্বর্ত্তী বীজ যেমন বাহ্যদলসমূহে আবৃত থাকে সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ড ঐ সপ্ত প্রাকৃত আবরণে আবৃত॥ ৫৬॥ বিশ্বেশ্বর হরি তথায় রজোগুণাবলম্বনে স্বয়ং ব্রহ্মা হইয়া এই জগতের সৃষ্টিকার্য্যে প্রবর্ত্ত হয়েন॥ ৫৭॥ অপ্রমেয়পরাক্রম ভগবান্ বিষ্ণু সত্ত্বগুণাবলম্বন

করিয়া কল্প বিকল্পনা (ব্রহ্ম দিনাবসান) পর্য্যন্ত সৃষ্ট সকলকে যুগে যুগে পালন করেন॥ ৫৮॥ এবং হে মৈত্রেয়! কল্পান্তে তমোদ্রেকী জনার্দ্দন অতিভীষণ রুদ্ররূপী হইয়া অখিলভূতকে ভক্ষণ করেন॥ ৫৯॥ সমস্ত ভূতভক্ষণান্তে জগৎ একার্ণবীকৃত হইলে পরমেশ্বর নাগপর্য্যঙ্ক-শয়নে শয়ন করেন॥ ৬০॥ প্রবুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মরূপধারী পুনশ্চ সৃষ্টি করেন॥ ৬১॥ ঐ একমাত্র ভগবান্ জনার্দ্দনই সৃষ্টিস্থিত্যন্ত করণ জন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাত্মিকা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন॥ ৬২॥ প্রভু বিষ্ণুই স্রষ্টা হইয়া আপনাকে সৃজন, পালক ও পাল্য হইয়া আপনাকেই পালন করেন এবং শেষে সংহর্ত্তা ও উপসংহার্য্য হইয়া স্বয়ংই উপসংহৃত হয়েন॥ ৬৩॥ যেহেতু পৃথিবী অপ্ তেজ বায়ু আকাশ সর্ব্বেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ ইত্যাদি রূপ জগৎ সমস্তই পুরুষাখ্য। যখন ঐ অব্যয় হরিই সর্ব্বভূতেশ এবং বিশ্বরূপ তখন ভূতস্থ সর্গাদি তাঁহারই উপকারক (তদ্বিভূতির বিস্তারহেতু)॥ ৬৪। ৬৫॥ তিনিই সৃজ্য তিনিই সর্গকর্ত্তা তিনিই পালন ও ভক্ষণ করিতেছেন, তিনিই প্রতিপালিত হইতেছেন এবং তিনিই ব্রহ্মাদি অবস্থায় অশেষমূর্ত্তি। অতএব বিষ্ণুই বরিষ্ঠ, বরদ এবং বরেণ্য॥ ৬৬॥

প্রথমাংশে দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ।

তৃতীয় অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন; নির্গুণ, অপ্রমেয়, শুদ্ধ, ও অমলাত্মা ব্রহ্মের সর্গাদি কর্ত্তৃত্ব কিরূপে স্বীকার করা যায়॥ ১॥

পরাশর কহিলেন; যেহেতু সমস্ত ভাব পদার্থের শক্তি সকল অচিন্ত্যজ্ঞান গোচর* অতএব হে তপস্বি শ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মেরও সেই সর্গাদি শক্তি পাবকের উষ্ণতার ন্যায় স্বভাবসিদ্ধ॥ ২॥ ভগবান্ সৃষ্টিকার্য্যে যেরূপে প্রবর্ত্ত হয়েন তাহা শ্রবণ কর॥ ৩॥ হে বিদ্বন্! নারায়ণাখ্য নিত্য ভগবান্ লোক পিতামহ ব্রহ্মা

---

* যে জ্ঞানে তর্ক সহে না অর্থাৎ তর্ক চলে না তাহাকে অচিন্ত্যজ্ঞান কহে। অগ্ন্যাদি ভাব পদার্থের যে দাহকত্বাদি শক্তি আছে এবিষয়ে কিছু তর্ক নাই।

উৎপন্ন হইলেন এইরূপ যে বলা হয় ইহা উপচার অর্থাৎ স্বেচ্ছায় আবির্ভাব সত্ত্বেও উৎপত্তির সাদৃশ্য হেতু উৎপন্ন বলিয়া কথিত হন॥ ৪॥ স্বকীয় পরিমাণের শতবৎসর ব্রহ্মার পরমায়ুঃ তাহার নাম পর। তদর্দ্ধের নাম পরার্দ্ধ॥ ৫॥ হে অনঘ! তোমাকে বিষ্ণুর যে কাল স্বরূপের কথা বলিয়াছি তদ্দ্বারা ব্রহ্মা অন্যান্য জন্তু, ও ভূ, ভূভূৎ সাগরাদি সমস্ত চরাচরের পরিমাণের নিরূপণ শ্রবণ কর॥ ৬॥ হে মুনিসত্তম! পঞ্চদশ নিমেষকে কাষ্ঠা কহে, ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা হয়, ত্রিংশৎ কলাতে এক ঘটিকা ও দুই ঘটিকায় এক মুহূর্ত্ত হয়॥ ৭॥ ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে মনুষ্য লোকের অহোরাত্র হয়, ত্রিংশৎ অহোরাত্রে পক্ষদ্বয়াত্মক মাস হয়॥ ৮॥ ছয় মাসে এক অয়ন, এবং দক্ষিণ উত্তর এই দুই অয়নে এক বর্ষ, দক্ষিণায়ন দেবগণের রাত্রি ও উত্তরায়ণ দিবা॥ ৯॥ দেব পরিমাণের দ্বাদশ সহস্র বৎসরে সত্য ত্রেতাদি নামক চতুর্যুগ হইয়া থাকে। তাহাদের বিভাগ শ্রবণ কর॥ ১০॥ পুরাবিদ্‌গণ সত্যাদি চারি যুগের পরিমাণ যথাক্রমে চারি, তিন, দুই ও এক সহস্র বৎসর কহেন॥ ১১॥ প্রতি যুগের পূর্ব্ব সন্ধ্যার পরিমাণ যথাক্রমে চারি তিন দুই ও এক শত বৎসর, এবং সন্ধ্যাংশ (যুগের অনন্তরবর্ত্তী সময়) ও তৎতুল্য॥ ১২॥ সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের অন্তর্ব্বর্ত্তী যে কাল, তাহাই কৃত (অর্থাৎ সত্য) ত্রেতাদি যুগ বলিয়া জানিবে॥ ১৩॥ হে মুনে! কৃত ত্রেতা দ্বাপর ও কলি এই চতুর্যুগের সহস্র পরিমাণ (অর্থাৎ চারি সহস্র যুগে) ব্রহ্মার একদিন কথিত হয়॥ ১৪॥ ব্রহ্মার এক দিনে চতুর্দ্দশ মনু হয়েন, তাঁহাদের কালকৃত পরিমাণ শ্রবণ কর॥ ১৫॥ সপ্তর্ষি, সুরগণ, ইন্দ্র, মনু এবং তৎপুত্র নৃপ সকল এককালেই সৃষ্ট (অধিকার প্রাপ্ত) ও এককালেই সংহৃত (হৃতাধিকার) হয়েন॥ ১৬॥ হে ব্রহ্মন্! কিঞ্চিদধিক দুইশত পঞ্চাশীতি যুগ, মনু ও সুরাদিগণের কাল। ইহারই নাম মন্বন্তর॥ ১৭॥ দিব্য সংখ্যায় মন্বন্তরের পরিমাণ অষ্টলক্ষ দ্বাপঞ্চাশৎ সহস্র বৎসর॥ ১৮॥ মানুষ-বৎসরের গণনায় উহার পরিমাণ ত্রিংশৎ কোটী সপ্তষষ্টি লক্ষ বিংশতি সহস্র বৎসর॥ ১৯॥ এই কালের চতুর্দ্দশ গুণ ব্রাহ্ম্য দিন নামে কথিত। তদন্তে ব্রাহ্ম্য, নৈমিত্তিক (ব্রহ্ম নিদ্রা নিমিত্ত) প্রতিসঞ্চর অর্থাৎ প্রলয় হইয়া থাকে॥ ২০॥ তৎকালে ভূভুর্বাদি সর্ব্ব ত্রৈলোক্য দগ্ধ হইতে থাকে, মহর্লোক নিবাসিগণ তাপার্ত্ত

হইয়া জনলোকে গমন করেন॥ ২১॥ তদনন্তর ত্রৈলোক্য একার্ণব হইলে নারায়ণাত্মক ব্রহ্মা ত্রৈলোক্য-গ্রাস-বৃংহিত (প্রপঞ্চ গ্রাসে সমৃদ্ধ-ব্রহ্মানন্দ) এবং শেষ-শয্যাগত হইয়া তাহাতে শয়ন করেন॥ ২২॥ জনলোকস্থ যোগি-বৃন্দ কর্ত্তৃক চিন্ত্যমান অব্জসম্ভব (ব্রহ্মা) এইরূপে তৎপ্রমাণা (ব্রহ্মাহঃ পরিমিতা) রাত্রি যাপন করেন। তদন্তে পুনর্ব্বার সৃষ্টি হয়॥ ২৩॥ এইরূপ অহোরাত্র পক্ষমাসাদি গণনায় ব্রহ্মার বর্ষ। এইরূপ শতবর্ষ সেই মহাত্মার পরমায়ুঃ॥ ২৪॥ হে অনঘ দ্বিজ! এই ব্রহ্মার এক পরার্দ্ধ অতীত, এবং ঐ পরার্দ্ধের অন্তে পাদ্ম নামে অভিহিত মহাকল্প হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান দ্বিতীয় পরার্দ্ধের এই প্রথম কল্প বরাহ নামে পরিকীর্ত্তিত॥ ২৫॥

প্রথমাংশে তৃতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ।

চতুর্থ অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন। হে মহামুনে! এই [নারায়ণাখ্য ভগবান্ ব্রহ্মা কল্পের আদিতে যেরূপে সর্ব্বভূতের সৃষ্টি করিলেন তাহা বলুন॥ ১॥

পরাশর কহিলেন প্রজাপতিপতি দেব নারায়ণাত্মক ব্রহ্মা যে প্রকারে প্রজাসৃষ্টি করিলেন তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর॥ ২॥ অতীত কল্পের অবসানে নিশাসুপ্তোত্থিত এবং সত্ত্বোদ্রিক্ত প্রভু ব্রহ্মা, লোক শূন্য অব-লোকন করিলেন॥ ৩॥ তিনিই নারায়ণ, পর, অচিন্ত্য শ্রেষ্ঠ সকলের প্রভু, ব্রহ্মস্বরূপী, ভগবান্, অনাদি এবং সর্ব্বসম্ভব॥ ৪॥ জগতের প্রভবাপ্যয় (উৎপত্তি ও লয়স্থান) দেব ব্রহ্মস্বরূপ নারায়ণের প্রতি পণ্ডিতেরা এই শ্লোক উদাহরণ দিয়া থাকেন॥ ৫॥ অপ্‌কে নার কহা যায়, যেহেতু অপ্ (জল) নর (পুরুষোত্তম) হইতে উৎপন্ন, সেই নার তাঁহার পূর্ব্ব অয়ন (আশ্রয়) এজন্য তিনি নারায়ণ নামে স্মৃত॥ ৬॥ জগৎ একার্ণব হইলে সেই প্রভু প্রজাপতি পৃথিবীকে অনুমানে তোয়ান্তর্ব্বর্ত্তিনী জানিয়া তদুদ্ধার কামনা করিলেন। এবং অশেষ জগতের স্থিতি কার্য্যে স্থিত, স্থিরাত্মা, সর্ব্বাত্মা, পরমাত্মা আত্মাধার ধরাধর প্রজাপতি পূর্ব্বকল্পাদিতে যেমন মৎস্য কূর্ম্মাদি রূপ ধারণ

করিয়াছিলেন, সেইরূপ বেদযজ্ঞময় বরাহ দেহ অবলম্বন পূর্ব্বক জনলোকগত সনকাদি সিদ্ধ পুরুষ কর্তৃক অভিষ্টুত (সম্যক্ স্তুত) হইয়া জল মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ॥ ৭।৮।৯।১০॥ তখন বসুন্ধরা দেবী তাঁহাকে পাতালতলে আগত দেখিয়া প্রণতা ও ভক্তিনম্রা হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন॥ ১১॥

পৃথিবী কহিলেন। হে সর্ব্বভূত! তোমাকে নমস্কার, হে শঙ্খগদাধর! তোমাকে নমস্কার, আমি পূর্ব্বে তোমা হইতে উত্থিত অদ্য এই পাতালতল হইতে আমাকে উদ্ধার কর॥ ১২॥ হে জনার্দ্দন! তুমি আমাকে পূর্ব্বে উদ্ধার করিয়াছ, আমি এবং গগনাদি অন্যান্য সমস্ত বস্তুই ত্বন্ময়॥ ১৩॥ হে পরমাত্মাত্মন্! তোমাকে নমস্কার, হে পুরুষাত্মন্! তোমাকে নমস্কার, তুমি প্রধান ও ব্যক্তস্বরূপ এবং কাল স্বরূপ তোমাকে নমস্কার॥ ১৪॥ প্রভো! সৃষ্ট্যাদি বিষয়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রাত্ম রূপধৃক্ তুমিই সর্ব্বভূতের কর্ত্তা তুমিই পাতা এবং তুমিই বিনাশকারী॥ ১৫॥ হে গোবিন্দ! জগৎ একার্ণবীকৃত হইলে সকল সংভক্ষণ পূর্ব্বক তুমিই মনীষিগণ কর্তৃক চিন্ত্যমান হইয়া শয়ন করিতে থাক॥ ১৬॥ তোমার যে পরম তত্ত্ব তাহা কেহই জানে না, অবতারে যেরূপ প্রকাশিত হয় দেবতা সকলও তাহারই অর্চ্চনা করেন॥ ১৭॥ পরব্রহ্ম তোমাকে আরাধনা করিয়া মুমুক্ষুগণ মুক্তিলাভ করেন, বাসুদেবের আরাধনা না করিয়া কে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়॥ ১৮॥ যাহা কিছু মনের গ্রাহ্য, যাহা কিছু চক্ষুরাদির গ্রাহ্য এবং যাহা বুদ্ধির পরিচ্ছেদ্য (অর্থাৎ যে কিছু সম্বন্ধে বুদ্ধি খাটান যায়) তৎসমস্তই তোমার রূপ॥ ১৯॥ আমি ত্বন্ময় ত্বদাধার ত্বৎসৃষ্ট ও ত্বদাশ্রিত এজন্য লোকে আমাকে মাধবী * কহিয়া থাকে॥ ২০॥ হে অখিল-জ্ঞানময়! তোমার জয় হউক, হে স্থূলময় অব্যয়! তোমার জয় হউক, জয় অনন্ত! জয় অব্যক্ত! জয় ব্যক্তময়! প্রভো! পরাপরাত্মন্! বিশ্বাত্মন্! জয় যুক্ত হও। হে অনঘ যজ্ঞপতে! তুমি যজ্ঞ, তুমি বষট্কার, তুমি ওঙ্কার, তুমি অগ্নি স্বরূপ; হে হরে! তুমি বেদ, তুমি তদঙ্গ, তুমিই যজ্ঞপুরুষ। সূর্য্যাদি গ্রহ, তারা, নক্ষত্রাদিময় অখিল জগৎ, তুমি। হে পুরুষোত্তম!

---

* মাধবস্য ইয়ং—মাধবী। ইহা মাধবের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের, এই অর্থে—মাধবী।

আমি এস্থলে মূর্ত্তামূর্ত্ত অদৃশ্য ও কঠিন যাহা কিছু বলিলাম কিম্বা না বলিলাম, তৎসমস্তই তুমি, তোমাকে নমস্কার; হে পরমেশ্বর! ভূয়োভূয় নমস্কার॥ ২১। ২২। ২৩। ২৪॥

পরাশর কহিলেন পৃথিবী কর্ত্তৃক এইরূপে সংস্তূয়মান, সামস্বরধ্বনি শ্রীমান্ ধরণীধর পরিঘর্ঘর শব্দে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন॥ ২৫॥ তদনন্তর উৎপলপত্রসন্নিভ, (স্নিগ্ধ শ্যাম) প্রফুল্লপদ্মলোচন মহাবরাহ নিজ দন্ত দ্বারা ধরাকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া রসাতল হইতে মহান্ নীলাচলের ন্যায় উত্থিত হইলেন॥ ২৬॥ উঠিবার সময় সেই সংপ্লববারি তাঁহার মুখনিঃসৃত বায়ু দ্বারা আহত হইয়া জনলোকস্থিত সনন্দনাদি বিগত পাপ মুনিসকলকে প্রক্ষালিত করিল॥ ২৭॥ জলরাশি অধোদিকে ক্ষুরাগ্রবিক্ষত রসাতলে প্রবেশ করিল এবং জন-লোকে যে সকল সিদ্ধ বাস করেন তাঁহারা তাঁহার শ্বাসবায়ুর বেগে ক্ষিপ্ত হইয়া বিচলিত হইলেন॥ ২৮॥ মহীকে ধারণ করিয়া উত্তিষ্ঠ-মান জলার্দ্রকুক্ষি ও কম্পিতকায় সেই মহাবরাহের রোমাচ্ছাদিত হইয়া মুনিগণ তাঁহার বেদময় শরীরকে আশ্রয় করিয়াছিলেন॥ ২৯॥ আনন্দপূর্ণান্তঃকরণ জনলোকনিবাসী সনন্দনাদি যোগিগণ, নতিনম্রকন্ধরে সেই নির্ব্বিশঙ্ক উদারলোচন ধরাধরের স্তব করিতে লাগিলেন॥ ৩০॥ হে ব্রহ্মাদি ঈশ্বরের পরমেশ! গদা শঙ্খ অসিচক্রধারিন্ প্রভো! কেশব! তোমার জয় হউক। তুমিই সৃষ্টি নাশ এবং স্থিতির হেতু, ঈশ্বর; পরমপদও তোমা ভিন্ন অন্য নহে॥ ৩১॥ হে যূপদংষ্ট্র! প্রভো! তুমি যজ্ঞ পুরুষ তোমার পাদচতুষ্টয়ে বেদ, দন্তে যজ্ঞ, ও বক্ত্রে চিতি (অগ্নিস্থান) তোমার জিহ্বা হুতাশন এবং লোম সকল দর্ভ (কুশ)॥ ৩২॥ মহাত্মন্! তোমার চক্ষুর্দ্বয় রাত্রিদিবা, মস্তক সর্ব্বাশ্রয় ব্রহ্মপদ, শটাকলাপ (স্কন্ধ কেশররাজি) অশেষ সূক্ত (পুরুষ সূক্ত প্রভৃতি) এবং ঘ্রাণ সমস্ত হবিঃ॥ ৩৩॥ হে স্রুক্তুণ্ড! সামস্বর ধীরনাদ! প্রাগ্বংশকায় অখিলসত্রসন্ধে! তোমার শ্রবণ যুগল ইষ্টাপূর্ত্তধর্ম্ম, হে দেব সনাতনাত্মন্ ভগবন্! প্রসন্ন হও *॥ ৩৪॥

---

*। স্রুক্তুণ্ড—স্রুক্ (হোমের কুশী) যাঁহার তুণ্ড (ঠোঁট) সামস্বর—সাম (সাম-বেদের স্বর) যাঁহার স্বর। প্রাগ্বংশকায়—প্রাগ্বংশ (যজ্ঞাদি স্থানের অগ্রভাগ) যাঁহার কায়া

হে অক্ষয় বিশ্বমূর্ত্তে! তোমার পদক্রমে পৃথিবী ব্যাপ্ত, আমরা তোমাকে বিশ্বের আদি ও স্থিতি বলিয়া জানি॥ ৩৫॥ হে নাথ! তোমার দন্তাগ্রস্থিত এই অশেষ ভূমণ্ডল, পদ্মবন-বিলোড়নকারী গজেন্দ্রের দন্ত-সংলগ্ন পঙ্কলিপ্ত সরোজিনী-পত্রের ন্যায় প্রতীত হইতেছে॥ ৩৬॥ হে অতুলপ্রভাব! দ্যাবা ও পৃথিবীর মধ্যস্থ অন্তরীক্ষ তোমারই শরীরে ব্যাপ্ত, হে জগদ্ব্যাপ্তিসমর্থদীপ্তিবিভো! তুমি বিশ্বের হিতের নিমিত্ত হও॥ ৩৭॥ হে জগৎপতে! তুমিই একমাত্র পরমার্থ, অন্য কেহ নাই। এই চরাচর যদ্দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছে তাহা তোমারই মহিমা॥ ৩৮॥ তুমি জ্ঞানাত্মা, এই যে মূর্ত্তরূপ দৃষ্ট হইতেছে ইহা তোমার জ্ঞানময় রূপ। কিন্তু অজ্ঞেরা জগৎকে ভূতময় দেখিতেছে॥ ৩৯॥ অবুদ্ধিগণ জ্ঞান স্বরূপ এই অখিল জগৎকে অর্থরূপে (স্থূলরূপে) অবলোকন করতঃ মোহ সংপ্লবে (সংসার সাগরে) ভ্রমণ করিতেছে॥ ৪০॥ হে পরমেশ্বর! যাঁহারা জ্ঞানবিৎ শুদ্ধ-চেতা তাঁহারা অখিল জগৎকে তোমার জ্ঞানাত্মকরূপ বলিয়া দেখেন॥ ৪১॥ হে সর্ব্বাত্মন্ সর্ব্ব! প্রসন্ন হও, হে অমেয়াত্মন্! অব্জলোচন। জগতের নিবাসের নিমিত্ত এই পৃথিবীর উদ্ধার করিয়া আমাদিগকে সুখ দান কর॥ ৪২॥ হে ভগবন্ গোবিন্দ! তুমি সত্ত্বোদ্রিক্ত হইয়াছ, উদ্ভবের নিমিত্ত এই পৃথিবীকে উদ্ধার কর, হে অব্জলোচন ঈশ! আমাদিগকে কল্যাণ দাও॥ ৪৩॥ তোমার সৃষ্টি-প্রবৃত্তি জগতের উপকারিণী হউক, হে অব্জলোচন! তোমাকে নমস্কার, আমাদিগকে সুখী কর॥ ৪৪॥

পরাশর কহিলেন পরমাত্মা মহীধর এইরূপে সংস্তূয়মান হইয়া ক্ষিতিকে শীঘ্র উত্থাপিত এবং মহার্ণবে ন্যস্ত করিলেন॥ ৪৫॥ দেহের বিস্তৃতি জন্য পৃথিবী নিমগ্ন না হইয়া সেই সমুদ্রের উপর মহতী নৌকার ন্যায় ভাসিতে লাগিল॥ ৪৬॥ তদনন্তর অনাদি পরমেশ্বর পৃথিবীকে সমান করিয়া যথা বিভাগে পর্ব্বত সকল স্থাপিত করিলেন॥ ৪৭॥ সেই অমোঘ-বাঞ্ছিত অমোঘ প্রভাবে পূর্ব্ব সৃষ্টিতে দগ্ধ অখিল পর্ব্বতকে পৃথিবীতলে সৃষ্টি করিয়া-

---

(শরীরের মধ্যভাগ)। অখিল সত্র সন্ধি—সমস্ত সত্র (দ্বাদশাহাদি যজ্ঞ সকল) যাঁহার সন্ধি (শরীর গ্রন্থি বা গাঁট)। ইষ্টাপূর্ত্তকর্ম—ইষ্ট (বেদবিহিত কর্ম) পূর্ত্ত (স্মৃতিবিহিত কর্ম)।

ছিলেন ॥৪৮॥ অনন্তর সপ্তদ্বীপে যথাতথ ভূ বিভাগ করিয়া পূর্ব্ববৎ ভূরাদি চতুর্ল্লোক কল্পনা করিলেন ॥ ৪৯ ॥

এই ব্রহ্মরূপধারী দেব রজোগুণাবৃত ভগবান্ চতুর্ম্মুখ হরি তৎপরে সৃষ্টি করিলেন ॥ ৫০ ॥ তিনি সৃজ্য সকলের সৃষ্টিকর্ম্মে নিমিত্ত মাত্র হইলেন, যেহেতু সৃজ্য বস্তুর শক্তিই সৃজন বিষয়ে প্রধান কারণীভূত ॥ ৫১ ॥ হে তপস্বি শ্রেষ্ঠ! সৃজন কার্য্যে নিমিত্ত মাত্র ভিন্ন অন্য কিছুরই অপেক্ষা দেখা যায় না। বস্তু সকল স্ব শক্তি দ্বারাই বস্তুতা প্রাপ্ত হয় ॥ ৫২ ॥

প্রথমাংশে চতুর্থ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

পঞ্চম অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন—হে দ্বিজ! দেব ব্রহ্মা, যেরূপে দেবর্ষি পিতৃদানব মনুষ্য তির্য্যক্ ও বৃক্ষাদি ভূ-ব্যোম-সলিলবাসীদিগকে সৃষ্টি করিলেন এবং সর্গের আদিতে জগৎকে যদ্গুণ যৎস্বরূপ ও যৎস্বভাব করিয়া সৃজন করিয়াছেন তাহা আমাকে তত্ত্বতঃ বলুন ॥ ১।২ ॥

পরাশর কহিলেন—হে মৈত্রেয়! এই দেব প্রভু যে প্রকারে দেবাদি সকলের সৃষ্টি করিলেন তাহা বলিতেছি, সুসমাহিত হইয়া শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥ পুরাকালে কল্পাদিতে যেরূপ সৃষ্টি ছিল তিনি তাহা চিন্তা করিতে করিতে অবুদ্ধিপূর্ব্বক তমোময় সর্গ প্রাদুর্ভূত হইল ॥ ৪ ॥ অর্থাৎ তমঃ মোহ মহামোহ তামিস্র ও অন্ধতামিস্র এই পঞ্চপর্ব্বা অবিদ্যা প্রাদুর্ভূত হইল * ॥ ৫ ॥ তিনি সৃষ্টি বিষয়ে ধ্যান করায় অপ্রতিবোধবান্ বহিরন্তোঽপ্রকাশ ও সংবৃতাত্মা (মূঢ় স্বভাব) নগাত্মক সৃষ্টি পঞ্চধা অবস্থিত হইল ॥ ৬ ॥ নগ (স্থাবর) সকল মুখ্য (ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্টি)

---

* তমঃ—দেহাদিতে আত্মাভিমান। মোহ—পুত্রাদিতে স্বাম্যাভিমান। মহামোহ—শব্দাদি ভোগস্পৃহা। তামিস্র—তৎপ্রতিঘাতে ক্রোধ। অন্ধতামিস্র—বিনাশশঙ্কায় নিত্য তৎরক্ষণে অভিনিবেশ।

এজন্য ইহার নাম মুখ্য সর্গ, তাহাকে অসাধক দেখিয়া পুনঃ অন্য সর্গ ধ্যান করিলেন॥ ৭॥ তাহাতে তির্য্যক্‌স্রোতা উৎপন্ন হইল, এই সর্গ-তির্য্যক্ প্রবৃত্ত (আহার সঞ্চারে জীবিত) বলিয়া তির্য্যক্‌স্রোতা নামে খ্যাত॥ ৮॥ তাহারা সকলেই তমঃপ্রায়, অবেদী (অনুসন্ধানশূন্য) উৎপথগ্রাহী অজ্ঞানে জ্ঞানমানী, অহঙ্কৃত, অহম্মান, অষ্টাবিংশবধাত্মক অন্তঃ-প্রকাশ এবং পরস্পর আবৃত পশ্বাদি॥ ৯। ১০॥ তাহাদিগকেও অসাধক বিবেচনা করিয়া অন্য সৃষ্টি ধ্যান করিলে উর্দ্ধবাসী উর্দ্ধস্রোতা সাত্ত্বিক তৃতীয় সর্গ হইল। তাহারা সুখপ্রীতিবহুল বহিরন্তঃ অনাবৃত (অতএব) বহিরন্তঃ প্রকাশ, এই সর্গ তুষ্টাত্মা ব্রহ্মার তৃতীয় দেবসর্গ নামে স্মৃত, তাহা নিষ্পন্ন হইলে ব্রহ্মার প্রীতি জন্মিয়াছিল॥ ১১। ১২। ১৩॥ তদনন্তর তিনি মুখ্য সর্গাদি সম্ভব সকলকে অসাধক জানিয়া অপর উত্তম সাধক সর্গ ধ্যান করিলেন॥ ১৪॥ সত্যাভিধ্যায়ী তিনি এইরূপ ধ্যান করিলে অব্যক্ত (মায়া) হইতে অর্ব্বাক্‌স্রোতা সাধক (মনুষ্য) প্রাদুর্ভূত হইল॥ ১৫॥ অর্ব্বাক্ (অধঃ-প্রবিষ্ট আহারে জীবিত) বলিয়া অর্ব্বাক্ স্রোত বলা যায়, তাহারা প্রকাশ বহুল, তমোদ্রিক্ত ও রজোধিক॥ ১৬॥ এই হেতু মনুষ্যেরা দুঃখ বহুল, ভূয়োভূয়ঃ কর্ম্মকারী, বহিরন্তঃ প্রকাশ ও সাধক॥ ১৭॥ হে মুনিসত্তম! এই ষড়্‌বিধ সৃষ্টি কথিত হইল। মহত্তত্ত্ব ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্টি বলিয়া বিজ্ঞেয়॥ ১৮॥ তন্মাত্রা সকলের সৃষ্টি দ্বিতীয়, তাহা ভূতসর্গ নামে স্মৃত। বৈকারিক তৃতীয় সর্গ ঐন্দ্রিয়িক শব্দে কথিত॥ ১৯॥ এই ত্রিবিধ সর্গ অবুদ্ধি পূর্ব্বক (অবিদ্যাখ্য প্রকৃতি সম্ভূত)। মুখ্য স্থাবর সর্গ চতুর্থ। ২০॥ তির্য্যক্‌স্রোতা যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা তৈর্য্যক্ যোনি নামে কথিত পঞ্চম সর্গ, তৎপরে উর্দ্ধস্রোতা ষষ্ঠ তাহা দেব সর্গ বলিয়া খ্যাত॥ ২১॥ তদন্তর অর্ব্বাক্‌স্রোতা মানুষ সর্গ সপ্তম, অষ্টম সর্গের নাম অনুগ্রহ, ইহা সাত্ত্বিক ও তামস॥ ২২॥ এই পঞ্চ সর্গ বৈকৃত এবং পূর্ব্বোক্ত সর্গত্রয় প্রাকৃত, প্রাকৃত ও বৈকৃত যোগে সর্গ অষ্টবিধ। কৌমার (সনৎকুমারাদি) সর্গ নবম॥ ২৩॥ এই সকল সর্গ, জগতের মূল হেতু। প্রজাপতির এই নব সর্গ সমাখ্যাত হইল, জগদীশ্বরের সৃজনের বিষয় অন্য কি শুনিতে ইচ্ছা কর॥ ২৪॥

মৈত্রেয় কহিলেন। হে মুনিবরোত্তম! আপনি সংক্ষেপে দেবাদির সৃষ্টি কহিলেন কিন্তু আপনার নিকট বিস্তার রূপে শুনিতে ইচ্ছা করি॥ ২৫॥

পরাশর কহিলেন। প্রজা সকল কুশলাকুশল প্রাক্তন কর্ম্মে অভিভাবিত, এজন্য তাহারা সংহার কালে উপসংহৃত হইলেও সেই খ্যাতি (তত্তৎ কর্ম্মানুসারিণী বুদ্ধি) তাহাদিগকে একবারে পরিত্যাগ করে না॥ ২৬॥ হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্মার সৃষ্টিকালে সুরাদি ও স্থাবরান্ত চতুর্ব্বিধ প্রজা পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধি (সংস্কার) সহ উৎপন্ন হইল। ইহারা সকলেই মানস; কারণ ব্রহ্মার ধ্যানমাত্রে ইহাদের উৎপত্তি হয়॥ ২৭॥ অনন্তর তিনি দেব অসুর পিতৃ ও মানুষ অন্তঃ সংজ্ঞক এই প্রজা চতুষ্টয়ের সিসৃক্ষু হইয়া সৃষ্টিকার্য্যে স্বকীয় শরীর যোজনা করিলেন॥ ২৮॥ প্রজাপতি এইরূপে যুক্তাত্মা হইলে (সৃষ্ট সকলের অদৃষ্ট বশতঃ) তমোমাত্রা উদ্রিক্ত হইল এবং সিসৃক্ষুর জঘন হইতে প্রথমে অসুরগণ জন্মিল॥ ২৯॥ হে মৈত্রেয়! তদনন্তর তিনি সেই তমোমাত্রাত্মিকা তনু (তমোময় ভাব) ত্যাগ করিলেন, সেই তমোমাত্র পরিত্যক্ত হইয়া বিভাবরী হইয়া গেল॥ ৩০॥ হে দ্বিজ! তখন সিসৃক্ষু ব্রহ্মা অন্য দেহস্থ (সাত্ত্বিক ভাবে স্থিত) হইয়া প্রীত হইলেন। তাহাতে তাঁহার মুখ হইতে সত্ত্বোদ্রিক্ত সুরগণ সমুদ্ভূত হইল॥ ৩১॥ তৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত সেই তনু সত্ত্বপ্রায় দিন হইয়া গেল। এই জন্য অসুরেরা রাত্রিতে ও দেবতাগণ দিবায় বলবান্॥ ৩২॥ অনন্তর সত্ত্ব মাত্রাত্মিকা অন্য তনু গ্রহণ করিলেন তাহাতে তাঁহার পার্শ্ব হইতে পিতৃগণ জন্মিলেন॥ ৩৩॥ প্রভু পিতৃগণের সৃষ্টি করিয়া সেই তনু ত্যাগ করিলে উহা পরিত্যক্ত হইয়া দিবারাত্রির, অন্তবর্ত্তিনী সন্ধ্যা হইয়া গেল॥ ৩৪॥ হে দ্বিজসত্তম! তখন তিনি রজোমাত্রাত্মিকা অন্য তনু গ্রহণ করিলেন, তাহাতে রজোমাত্রোৎকট মনুষ্যেরা জন্মিল॥ ৩৫॥ প্রজাপতি সেই দেহকে সদ্য ত্যাগ করিলেন। তাহা জ্যোৎস্না হইয়া গেল, যাহাকে প্রাক্‌সন্ধ্যা (প্রাতঃকাল) বলা হয়॥ ৩৬॥ হে মৈত্রেয়! এই জন্যই মনুষ্য সকল প্রাতঃকালে ও পিতৃগণ সন্ধ্যার সময় বলশালী হয়েন॥ ৩৭॥ ত্রিগুণোপাশ্রয় জ্যোৎস্না, রাত্র্যহঃ ও সন্ধ্যা এই চারিটি প্রভু ব্রহ্মার শরীর॥ ৩৮॥ তাহার পর রজোমাত্রাত্মিকা অন্য তনু গ্রহণ করিলে ব্রহ্মার ক্ষুধা ও কোপ জন্মিল, সেই ভগবান্ ক্ষুধা ব্যাপ্ত হইয়া

অন্ধকারে ক্ষুৎক্ষামদিগের সৃষ্টি করিলেন ॥ ৩৯ ॥ তাহারা বিরূপ শ্মশ্রুল, ও প্রভুকে ভক্ষণ করিতে ধাবমান হইল ॥ ৪০ ॥ তন্মধ্যে যাহারা কহিলেন ওহে এরূপ করিও না ইহাকে রক্ষা কর, তাহারা রাক্ষস এবং যাহারা বলিল খাইতেছি, তাহারা যক্ষণ (ভক্ষণাধ্যবসায়) জন্য যক্ষনামে খ্যাত ॥ ৪১ ॥ সেই অপ্রিয় সকলকে দেখিয়া বেধার কেশ সকল শিরোহীন হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহার মস্তকে আরোহণ করিল ॥ ৪২ ॥ সর্পণ (শিরঃ সমারোহণ) জন্য তাহারা সর্প হইল এবং হীনত্ব হেতু উহাদের নাম অহি, তখন জগৎস্রষ্টা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে ক্রোধাত্মক করিলেন ॥ ৪৩ ॥ উহারা কপিশবর্ণ উগ্র ও মাংসাশী। তৎপরে তাঁহার শরীর হইতে তৎক্ষণাৎ গন্ধর্ব্বের উৎপত্তি হইল, হে দ্বিজ! ইহারা গো (বাক্য বা গীতি) ধয়ন (উচ্চারণ বা পান) করিতে করিতে জন্মিল বলিয়া গন্ধর্ব্ব নামে অভিহিত। ভগবান্ ব্রহ্মা তৎশক্তি প্রেরিত হইয়া এই সকলের সৃজন পূর্ব্বক স্বচ্ছন্দতঃ (তত্তৎকর্ম্মবশোৎপন্না বুদ্ধি দ্বারা) বয়ঃ হইতে বয়ঃ (পক্ষিজাতির) বক্ষঃ হইতে অবয় (মেষজাতির) ও মুখ হইতে অজের সৃষ্টি করিলেন ॥ ৪৬ ॥ প্রজাপতি উদর ও পার্শ্বদ্বয় হইতে গো জাতি এবং পদদ্বয় হইতে অশ্ব মাতঙ্গ শরভ গবয় মৃগ উষ্ট্র অশ্বতর ন্যঙ্কু ও অন্যান্য তির্য্যক্ জাতির সৃষ্টি করিলেন। তাহার লোম হইতে ফলমূল শালী ওষধি জন্মিল ॥ ৪৭। ৪৮ ॥ হে দ্বিজোত্তম! তিনি কল্পাদিতে পশোষধীর সৃজন করিয়া পরে ত্রেতাযুগ মুখে (আরম্ভকালে) উহাদিগকে যজ্ঞে যোজনা করিলেন ॥ ৪৯ ॥ গো, অজ, মেষ অশ্ব অশ্বতর ও খর এই সকলকে গ্রাম্যপশু কহা যায়। আরণ্য গণের নাম বলিতেছি শ্রবণ কর। শ্বাপদ (ব্যাঘ্র্যাদি) দ্বিক্ষুর, হস্তী বানর পক্ষী ঔদক (কূর্ম্মাদি) ও সরীসৃপ ॥ ৫০। ৫১ ॥ প্রথম মুখ হইতে গায়ত্র, ঋচ ত্রিবৃৎস্তোম রথন্তর ও অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ নির্ম্মাণ করিলেন ॥ ৫২ ॥ দক্ষিণ মুখ হইতে যজুঃ পঞ্চদশ ত্রৈষ্টুভছন্দস্তোম, বৃহৎসাম ও উক্থ সৃজন করিলেন ॥ ৫৩ ॥ পশ্চিম মুখ হইতে সকল সাম সপ্তদশজগতীচ্ছন্দস্তোম বৈরূপ ও অতিরাত্র সৃজন করিলেন ॥ ৫৪ ॥ উত্তর মুখ হইতে একবিংশ অনুষ্টুভ্ছন্দস্তোম, অথর্ব্ব বেদ সোম সংস্থা ও বৈরাজ সৃজন করিলেন। ৫৫ ॥ তাঁহার গাত্র হইতে সমস্ত উচ্চাবচ ভূতের উদ্ভব হইয়াছে আদিকৃদ্ভগবান্

বিভু প্রজাপতি দেব অসুর, পিতৃ মনুষ্যের সৃষ্টি করিয়া কল্পের আদিতে পুনর্ব্বার যক্ষ পিশাচ গন্ধর্ব্ব অপ্সর নর কিন্নর রাক্ষস পশু পক্ষী, মৃগ ও উরগ প্রভৃতি প্রবাহরূপে নিত্য বা অনিত্য স্থাণু জঙ্গমময় এই সমুদয় জগতের স্রজন করিয়াছেন প্রাক্ সৃষ্টিতে যাহার যাহা কর্ম্ম ছিল পুনঃ পুনঃ সৃজ্যমান হইয়াও সে তাহাই প্রাপ্ত হইতে লাগিল॥ ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯ হিংস্রাহিংস্র মৃদুক্রুর ধর্ম্মাধর্ম্ম ঋতানৃত প্রভৃতি ভাব প্রাপ্ত হইল এজন্য সেই সেই ভাবেই তাহাদের অভিরুচি॥ ৬০॥ এইরূপে সেই বিধাতাই ইন্দ্রিয়ার্থ (আহারাদি) (ভূত জীব) ও শরীরের বিষয় নানাত্ব বিনিয়োগ করিলেন॥ ৬১॥ তিনি বেদানুসারে দেবাদি ভূতের নামও কার্য্যবিভাগ নিরূপণ করিলেন ঋষি সকলকে যথা নিয়োগ যোগ্য ও যথা বেদশ্রুত নাম দিলেন॥ ৬২। ৬৩॥ ঋতুর পর্য্যয় (পুনরাবৃত্তি হইলে) যেমন পূর্ব্ববৎ ঋতু চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, যুগাদিতে দেবাদি ভাবের উৎপত্তিও সেইরূপ॥ ৬৪॥ সিসৃক্ষ শক্তিযুক্ত ব্রহ্মা কল্পাদিতে সৃজ্য শক্তি প্রেরিত হইয়া এই প্রকার সৃষ্টি করিয়া থাকেন॥ ৬৫॥

প্রথমাংশে পঞ্চম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন। হে মহামুনে ব্রহ্মন্! আপনি অর্ব্বাক্ স্রোতা মানুষের কথা কহিলেন তাহাকে ব্রহ্মা যে প্রকারে সৃষ্টি করিলেন তাহা বিস্তার পূর্ব্বক বলুন॥ ১॥ যে যে গুণ বিশিষ্ট করিয়া বর্ণ সকলের সৃজন করিয়াছেন এবং সেই বিপ্রাদি বর্ণের যাহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহা বলুন। ২॥ পরাশর কহিলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ। সত্যাভিধ্যায়ী জগৎসিসৃক্ষু ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রথমে সত্ত্বোদ্রিক্ত প্রজাগণ জন্মিয়াছে॥ ৩॥ বক্ষঃ হইতে রজোদ্রিক্ত প্রজাসকল উৎপন্ন, রজঃওতমো উদ্রিক্তেরা উরুজ॥ ৪॥ হে দ্বিজসত্তম! ব্রহ্মা পদদ্বয় হইতে তমঃ প্রধান অন্য প্রজার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাতেই এই চাতুর্ব্বর্ণ্য॥ ৫॥ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র, মুখ বক্ষঃস্থল উরু ও পাদ হইতে সম্জাত॥ ৬॥ হে মহাভাগ! ব্রহ্মা যজ্ঞ নিষ্পত্তির নিমিত্তই এই

উত্তম যজ্ঞসাধন চাতুর্ব্বর্ণ্য করিয়াছেন ॥ ৭ ॥ হে ধর্ম্মজ্ঞ! দেবগণ যজ্ঞে আপ্যায়িত হইয়া বৃষ্ট্যুৎসর্গ দ্বারা প্রজা সকলকে আপ্যায়িত করেন, যজ্ঞ কল্যাণের হেতু ॥ ৮ ॥ স্বধর্ম্ম নিরত বিশুদ্ধাচরণোপেত সন্মার্গগামী সৎ নরগণ কর্তৃক যজ্ঞ নিষ্পাদিত হয় ॥ ৯ ॥ হে মুনে! মনুষ্য হইতে স্বর্গাপবর্গ প্রাপ্ত হয়েন এবং যথাভিরুচিত স্থানে গমন করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥ হে মুনিসত্তম! ব্রহ্মা চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থিতির নিমিত্ত সম্যক্ শ্রদ্ধাচার সম্পন্ন যথেচ্ছাবাস নিরত, সর্ব্ববাধা বিবর্জ্জিত, শুদ্ধান্তঃকরণ, শুদ্ধ ও সর্ব্বানুষ্ঠানে নির্ম্মল সেই প্রজার সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ১১ । ১২ ॥ তাহাদের মন শুদ্ধ হইলে এবং শুদ্ধান্তঃকরণে হরি সংস্থিত হইলে শুদ্ধজ্ঞান জন্মে তদ্দ্বারা তাঁহারা বিষ্ণুর বিষ্ণ্বাখ্য পদ দেখিতে পান ॥ ১৩ ॥ হে মৈত্রেয়! তদনন্ত হরির যে কালাত্মক অংশের কথা বলা হইয়াছে সে এই সকল প্রজাতে, অল্পাল্পসারবৎ অধর্ম্মবীজ সম্ভূত তমো লোভ সমুদ্ভব অসাধক রাগাদি ঘোর পাপের নিক্ষেপ (সঞ্চার) করে ॥ ১৪ । ১৫ ॥ তাহাতে তাহাদের সেই সহজ সিদ্ধি এবং রসোল্লাসাদি অষ্টসিদ্ধ সম্যক্ রূপে জন্মে না ॥ ১৬ ॥ সিদ্ধি সকল ক্ষীণ ও পাতক বর্দ্ধমান হইলে প্রজা সকল দ্বন্দ্বাভিভব দুঃখে আর্ত্ত হয় ॥ ১৭ ॥ হে মহামুনে! তৎপরে তাহারা বার্ক্ষ, পার্ব্বত, ঔদক আদি স্বাভাবিক ও প্রকারাদি কৃত্রিম দুর্গপুর খর্ব্বটক প্রভৃতি স্থাপিত এবং শীতাতপাদি বাধা প্রশমের জন্য তাহাতে যথান্যায়ে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিল ॥ ১৮ । ১৯ ॥ প্রজাগণ শীতাদির এইরূপ প্রতীকার করিয়া কর্ম্মজাত বর্ত্তোপায় (কৃষ্যাদি) ও হস্তসিদ্ধি (ভৃতি জীবিকার) সৃষ্টি করিয়াছে ॥ ২০ ॥ হে মুনে! ব্রীহি, যব, গোধূম, অণু, তিল, প্রিয়ঙ্গু, উদার কোরদূষ, চীনক, মাষ, মুদ্গ, মসূর, নিষ্পাব (শিম্ব্যা) কুলত্থক, আঢ়ক্য, চণক ও শণ এই সপ্তদশ জাতীয় ওষধী গ্রাম্য। ব্রীহি, যব, মাষ, গোধূম, অণু, তিল, প্রিয়ঙ্গু, কুলত্থক শ্যামাক, নীবার, জর্ত্তিল, গবেধুক, বেণুযব, ও মর্কটক গ্রামারণ্য এই চতুর্দ্দশ ঔষধী যজ্ঞীয় (যজ্ঞনিষ্পত্তির নিমিত্ত স্মৃত) এবং যজ্ঞ ইহাদের হেতু (বৃষ্টিদ্বারা উৎপাক) ॥ ২১ । ২২ । ২৩ । ২৪ । ২৫ । ২৬ ॥ ইহারা যজ্ঞের সহিত প্রজাগণের পরম কারণ (বৃদ্ধি হেতু) এজন্য পরাবর বিদ্ প্রাজ্ঞেরা যজ্ঞ বিস্তার করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥ হে মুনিত্তম! যজ্ঞ সকলের প্রাত্যহিক

অনুষ্ঠান, মনুষ্যগণের উপকারক এবং ক্রিয়মান পঞ্চশূনারূপ পাপের শান্তিপ্রদ ॥ ২৮॥ হে মহামতে! যাহাদের অন্তঃকরণে এই কালরূপ পাপবিন্দুর বৃদ্ধি হয় তাহারা যজ্ঞে মনোযোগ করে না ॥ ২৯ ॥ বেদ, বেদবাদ ও যজ্ঞনিষ্পাদক অন্যান্য কর্ম্মের নিন্দা করতঃ তাহারা যজ্ঞ ব্যাঘতকারী প্রবৃত্তি মার্গের উচ্ছেদকর্ত্তা বেদ নিন্দক, দুরাত্মা দুরাচার এবং কুটিলাশয় হইয়াছে ॥ ৩০ ॥ প্রজা সৃষ্টি করিয়া বার্ত্তা (জীবিকা সংসিদ্ধ হইলে প্রজাপতি যথাস্থান ও যথাগুণ মর্য্যাদা স্থাপন করিলেন, হে ধর্ম্মভৃতাম্বর! বর্ণ ও আশ্রম সকলের ধর্ম্ম এবং সম্যক্ ধর্ম্মানুপালক সর্ব্ববর্ণের লোক (স্থান) ও নিরূপণ করিলেন ॥ ৩২।৩৩ ॥ প্রাজাপত্য লোক ক্রিয়াবান্ ব্রাহ্মণদিগের স্থান স্মৃত হইল। সংগ্রামে অনিবর্ত্তী ক্ষত্রিয়দিগের স্থান ঐন্দ্রলোক ॥ ৩৪ ॥ স্বধর্ম্মানুবর্ত্তী বৈশ্যদিগের স্থান দেবলোক। পরিচর্য্যানুবর্ত্তী শূদ্রজাতির স্থান গন্ধর্ব্বলোক ॥ ৩৫ ॥ মরুৎস্থান (জনলোক) অষ্টাশীতি সহস্র উর্দ্ধরেতা মুনির স্থান বলিয়া কথিত আছে, তাহাই গুরুবাসী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীদিগের স্থান হইল।৩৬। সপ্তর্ষি মণ্ডলের যেস্থান (তপোলোক) তাহাই বনৌকস্ (বানপ্রস্থ) দিগের স্থান। গৃহস্থ গণের স্থান প্রাজাপত্য লোক। ন্যাসী দিগের স্থান ব্রহ্ম সংজ্ঞিত ॥ ৩৭ ॥ যোগীদিগের স্থান অমৃত, যাহা বিষ্ণুর পরম পদ। যাহারা একান্তী সদা ব্রহ্মধ্যায়ী যোগী তাহাদের সেই পরম স্থান। যাহা জ্ঞানিগণ অবলোকন করেন। চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহ যাইতেছে ও আসিতেছে কিন্তু দ্বাদশাক্ষর (অর্থাৎ ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় এই মন্ত্র) চিন্তকগণের অদ্যাপি পুনরাবৃত্তি নাই। তামিস্র অন্ধতামিস্র মহারৌরব রৌরব অসিপত্রবন ঘোর কালসূত্র অবীচিমৎ এই সকল নরক বেদবিনিন্দক যজ্ঞব্যাঘাতকারী ও যাহারা স্বধর্ম্মত্যাগী তাহাদের স্থান বলিয়া সমাখ্যাত ॥ ৩৮।৩৯।৪০। ৪১ ॥

প্রথমাংশে ষষ্ঠ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

সপ্তম অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন তাঁহার ধ্যানে তৎশরীরোৎপন্ন কার্য্য কারণ (দেহেন্দ্রিয়) সহ মানসী প্রজা সকল জন্মিয়াছে॥ ১॥ সেই ধীমানের গাত্র হইতে ত্রৈগুণ্য বিষয়স্থিত দেবাদিও স্থাবরান্ত ক্ষেত্রজ্ঞ সকল উৎপন্ন হইয়াছে যাহাদের বিষয় আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। চরাচর সৃষ্টি এবম্ভূত॥ ২। ৩॥ যখন বুদ্ধিমানের সেই সকল প্রজা (পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল না তখন তিনি ভৃগু পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু অঙ্গীরা, মরীচি, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠ নামে আত্মসদৃশ অন্য মানস পুত্রগণের সৃজন করিলেন॥ ৪। ৫॥ এই নবজন পুরাণে ব্রহ্মা বলিয়া নিশ্চিত। বিধাতার পূর্ব্ব সৃষ্ট সনন্দনাদিসকল লোকে অনাসক্ত, প্রজাবিষয়ে নিরপেক্ষ আগত জ্ঞান (প্রাপ্তজ্ঞান) বীতরাগ এবং বিমৎসর॥ ৬। ৭॥ তাঁহারা প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে এইরূপ নিরপেক্ষ হইলে মহাত্মা ব্রহ্মার ত্রৈলোক্য দহনক্ষম মহা ক্রোধ উৎপন্ন হইল॥ ৮। হে মহামুনে! তৎকালে অখিল ত্রৈলোক্য তাঁহার ক্রোধ সমুদ্ভূত জ্বালামালায় বিদীপিত হইয়া উঠিল। ৯॥ তাঁহার ক্রোধ দীপিত ভ্রুকুটীকুটিল ললাট হইতে মধ্যাহ্নার্ক সমপ্রভ অর্দ্ধনারী নর বপু অতি শরীরবান্ প্রচণ্ড রুদ্র সমুৎপন্ন হইলেন এবং ব্রহ্মা তাঁহাকে আত্মাকে বিভাগকর বলিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন॥ ১০। ১১॥ তিনি এইরূপ উক্ত হইয়া স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্বরূপে আপনাকে দ্বিধা করিলেন এবং সৌম্যাসৌম্য, শান্তাশান্তরূপে পুরুষত্বকে একাদশ বিভাগে ও স্ত্রীত্বকে স্বকীয় সিতাসিতরূপ বহুধা বিভক্ত করিলেন॥ ১২। ১৩॥ হে দ্বিজ! তদনন্তর ব্রহ্মা প্রজাপালনার্থ আপনাকেই আত্মসম্ভূত মনু করিলেন॥ ১৪॥ বিভু, দেব স্বায়ম্ভুব মনু তপোনির্দ্ধূত কল্মষা সেই শতরূপা নারীকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিলেন॥ ১৫॥ হে ধর্ম্মজ্ঞ! শতরূপা দেবী সেই পুরুষ হইতে প্রিয়ব্রত, উত্তান পাদ নামে পুত্রদ্বয় এবং প্রসূতি, আকুতি নামে রূপৌদার্য্যগুণান্বিত কন্যাদ্বয় প্রসব করেন। দক্ষকে প্রসূতি এবং রুচিকে আকুতিকে দান করা হয়॥ ১৬। ১৭॥ রুচি আকুতিকে গ্রহণ করেন তাহাতে যজ্ঞ ও দক্ষিণা নামে দাম্পত্য মিথুন জন্মে॥ ১৮॥ দক্ষিণার গর্ভে যজ্ঞের দ্বাদশ পুত্রের জন্ম হয়। তাহারা

স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে (যাম) নামে খ্যাত দেব সকল॥ ১৯॥ দক্ষ প্রসূতিতে চতুর্ব্বিংশতি কন্যা উৎপাদন করেন আমার নিকট তাহাদের নাম শ্রবণ কর॥ ২০॥ শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপু, শান্তি, সিদ্ধি এবং কীর্ত্তি এই ত্রয়োদশ দাক্ষায়ণী (দক্ষকন্যা) কে প্রভুধর্ম্ম, পত্নার্থে গ্রহণ করিয়াছেন এবং খ্যাতি, সতী, সম্ভূতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্নিতি, অনসূয়া, উর্জ্জা, স্বাহা ও স্বধা এই একাদশ কনিষ্ঠ কন্যা তাহা দিগের অপেক্ষা শিষ্ট॥ ২১। ২২। ২৩॥ হে মুনিসত্তম! ভৃগু, ভব, মরীচি, অঙ্গীরা মুনি পুলস্ত্য পুলহ, ঋষিবর ক্রতু, অত্রি, বশিষ্ঠ, বহ্নি এবং পিতর, এই সকল মুনি যথাক্রমে খ্যাত্যাদি কন্যা গ্রহণ করেন॥ ২৪। ২৫॥ শ্রদ্ধা কামকে, চলা (লক্ষ্মী) দর্পকে প্রসব করেন। ধৃতির আত্মজ নিয়ম। সন্তোষ ও লোভের প্রসূতি তুষ্টি ও পুষ্টি। মেধায় শ্রুত, ক্রিয়ায় দণ্ড, নয় ও বিনয়ের উৎপত্তি। বোধের জননী বুদ্ধি, বিনয়ের জননী লজ্জা, বপুর আত্মজ ব্যবসায়। শান্তিতে ক্ষেম, সিদ্ধিতে সুখ, এবং কীর্ত্তিতে যশের জন্ম। ধর্ম্মের পুত্র এই সকল॥ ২৬। ২৭। ২৮॥ কামের পত্নী নন্দা ধর্ম্মের পৌত্র হর্ষকে প্রসব করেন। অধর্ম্মের ভার্য্যা হিংসা তাহাতে অনৃত ও নিকৃতি নামে পুত্র কন্যা জন্মে। এই উভয় হইতে ভয় ও নরক এবং ভয় ও নরকের পত্নী মায়া ও বেদনার জন্ম হয়। ইহার মধ্যে মায়া ভূতাপহারী মৃত্যুকে প্রসব করে॥ ২৯। ৩০॥ বেদনাও রৌরব হইতে স্বসুত দুঃখকে প্রসব করে। মৃত্যু হইতে ব্যাধি জরা শোক তৃষ্ণা ও ক্রোধ জন্মিল॥ ৩১॥ ইহারা দুঃখোত্তর বলিয়া স্মৃত যেহেতু সকলেই অধর্ম্ম লক্ষণকে ইহাদের ভার্য্যা বা পুত্র নাই সকলেই উর্দ্ধরেতা॥ ৩২॥ হে মুনি বরাত্মজ! বিষ্ণুর সেই সকল ঘোররূপ এই জগতের নিত্যপ্রলয় হেতুত্ব প্রাপ্ত হয়॥ ৩৩॥ হে মহাভাগ! দক্ষ মরীচি অত্রি ও ভৃগ্বাদি প্রজেশ্বরগণে এই জগতের নিত্য সর্গের হেতু॥ ৩৪॥ সমস্ত মনু ও মনু পুত্র রাজগণ, যাহারা বীর্য্যধন সম্মার্গাভিরত এবং শূর। তাহারা নিত্য স্থিতি কারী॥ ৩৫॥ মৈত্রেয় কহিলেন; হে ব্রহ্মন্! এই যে নিত্য স্থিতি নিত্যসর্গ ও নিত্যাভাবের কথা বলা হইল তাহাদের স্বরূপ আমাকে বলুন॥ ৩৬॥ পরাশর কহিলেন অচিন্ত্যাত্মা

ভগবান্ মধুসূদন সেই দক্ষাদি মন্বাদি রূপের দ্বারা অব্যাহত রূপে সর্গস্থিতি বিনাশ করিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥ হে দ্বিজ! সর্ব্বভূতের প্রলয় চতুর্ব্বিধ নৈমিত্তিক প্রাকৃতিক আত্যন্তিক এবং নিত্য ॥ ৩৮ ॥ ব্রাহ্ম্য প্রলয় নৈমিত্তিক। যাহাতে জগৎপতি শয়ন করেন প্রাকৃত প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৯ ॥ জ্ঞান হেতু যোগিগণের পরমাত্মাতে লয় আত্যন্তিক শব্দে প্রোক্ত, এবং জাতদিগের যে দিবানিশি সর্ব্বদা বিনাশ তাহাই নিত্য প্রলয় ॥ ৪০ ॥ প্রকৃতি হইতে যে মহদাদি প্রসূতি তাহা প্রকৃতি সৃষ্টি, অবান্তর প্রলয়ের পর যে চরাচর সৃষ্টি তাহা দৈনন্দিনী নামে কথিত ॥ ৪১ ॥ হে মুনি সত্তম! যাহাতে ভূতগণ অনুদিন জন্মায় পুরাণার্থ বিচক্ষণেরা তাহাকে নিত্য সর্গ বলেন ॥ ৪২ ॥ ভগবান্ ভূতভাবন বিষ্ণু এইরূপে সর্ব্বশরীরে সংস্থিত হইয়া উৎপত্তি স্থিতি সংযম করিয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥ বিষ্ণুর সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ শক্তি সর্ব্ব দেহীর মধ্যে অহর্নিশি সদা পরিবর্ত্তিত হইতেছে ॥ ৪৪ ॥ হে ব্রহ্মন্! যে ব্যক্তি গুণত্রয়ময় এই শক্তিত্রয় অতিক্রম করে সেই পরম পদ প্রাপ্ত হয়। পুনরাবৃত্ত হয় না ॥ ৪৫ ॥

প্রথমাংশে সপ্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

অষ্টম অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন হে মহামুনে! ব্রহ্মার তামস সর্গ তোমাকে বলা হইল, রুদ্র সর্গও বলিব তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ১ ॥ কল্পাদিতে আত্ম তুল্য পুত্র চিন্তা করিতে করিতে প্রভুর অঙ্কে কুমার নীল লোহিত প্রাদুর্ভূত হইলেন ॥ ২ ॥ হে দ্বিজ সত্তম! তিনি রোদন ও দ্রবণ করিতে করিতে জন্মিয়াছিলেন। ব্রহ্মা তদবস্থাপন্ন তাঁহাকে কহিলেন "কি জন্য রোদন করিতেছ" ॥ ৩ ॥ তিনি প্রজাপতিকে কহিলেন "আমাকে নাম দাও" তৎপরে প্রজাপতি বলিলেন "হে দেব! তুমি রুদ্রনামা হইলে, রোদন করিওনা ধৈর্য্যাবলম্বন কর" ॥ ৪ ॥ এইরূপ উক্ত হইয়া তিনি

পুনঃপুনঃ সাতবার রোদন করিয়াছিলেন তদনন্তর প্রভু তাহাকে অন্য সপ্তনাম এবং এই অষ্ট নামানুসারে স্থান পত্নী ও পুত্র প্রদান করিলেন ॥ ৫ ॥ পিতামহ তাঁহাকে ভব, সর্ব্ব, মহেশান, পশুপতি ভীম, উগ্র, ও মহাদেব এই অপর সপ্তনাম দিলেন এবং সূর্য্য, জল, মহী. বহ্নি, বায়ু, আকাশ, দীক্ষিতব্রাহ্মণ, ও সোম এই আট্‌টিকে পূর্ব্বোক্ত অষ্ট নামের স্থান (তনু স্বরূপ) করিলেন ॥ ৬। ৭ ॥ হে নর শ্রেষ্ঠ! মহাভাগ। সুবর্চ্চলা, উমা, সুকেশী, অপরা-শিবা, স্বাহা, দিক্, দীক্ষা, এবং রোহণী ইহাঁরা যথাক্রমে, রুদ্রাদি নাম যুক্ত সূর্য্যাদি তনুর পত্নী বলিয়া স্মৃত। তাহাদের অপত্যের নাম আমার নিকট শ্রবণ কর। যাহাদের সৃতি প্রসূতি দ্বারা এই জগৎ আপুরিত ॥ ৮। ৯ ॥ শনৈশ্চর, শুক্র লোহিতাঙ্গ, মনোযব স্কন্দ, সর্গ, সন্তান ও বুধ যথা ক্রমে উহাঁদের সুত ॥ ১০ ॥ এবম্প্রকার ঐ রুদ্র সতীনাম্নী ভার্য্যা প্রাপ্ত হয়েন সেই সতী, দক্ষ কোপ হেতু কলেবর ত্যাগ করিয়া মেনকার গর্ভে হিমবদ্দুহিতা হইয়াছিলেন, এবং ভগবান্ ভব অনন্যা উমাকে পুনর্ব্বার বিবাহ করেন ॥ ১১। ১২ ॥ ভৃগুর পত্নী খ্যাতি ধাতা বিধাতা নামে দুই দেব ও লক্ষ্মীকে প্রসব করেন যিনি দেবদেব নারায়ণের পত্নী ॥ ১৩ ॥ মৈত্রেয় কহিলেন লক্ষ্মী, অমৃত মন্থন সময়ে ক্ষীরাব্ধিতে উৎপন্না শুনিতে পাওয়া যায়, আপনি ভৃগু হইতে খ্যাতির গর্ভে উৎপন্না কিরূপে বলিতেছেন? ॥ ১৪ ॥ পরাশর কহিলেন হে দ্বিজোত্তম! জগন্মাতা অনপায়িনী বিষ্ণু পত্নী শ্রী নিত্যা হইলেও বিষ্ণু যেমন সর্ব্বগত ইনিও সেইরূপ ॥ ১৫ ॥ বিষ্ণু অর্থ, ইনি বাণী। ইনি নীতি হরি নয়। বিষ্ণু বোধ ইনি বুদ্ধি। বিষ্ণু ধর্ম্ম, ইনি সৎক্রিয়া ॥ ১৬ হে মৈত্রেয়! বিষ্ণু স্রষ্টা, ইনি সৃষ্টি। শ্রী ভূমি, হরি ভূধর। ভগবান্ সন্তোষ, লক্ষ্মী শাশ্বতী তুষ্টি ॥ ১৭ ॥ শ্রী ইচ্ছা, ভগবান্ কাম। ইনি যজ্ঞ, উনি দক্ষিণা। এই দেবী আদ্যাহুতি, জনার্দ্দন পুরোডাশ ॥ ১৮ ॥ হে মুনে! লক্ষ্মী পত্নী শালা, মধুসূদন প্রাগ্বংশ। লক্ষ্মী চিতি, হরিযূপ। শ্রী ইধ্যা, ভগবান্ কুশ ॥ ১৯ ॥ ভগবান্ সামস্বরূপী, কমলালয়া উদ্গীতি। লক্ষ্মী স্বাহা জগন্নাথ বাসুদেব হুতাশন ॥ ২০ ॥ হে দ্বিজোত্তম মৈত্রেয়! ভগবান্ শৌরী শঙ্কর, ভূতি গৌরী। কেশব সূর্য্য, কমলালয়া তৎপ্রভা ॥ ২১ ॥ বিষ্ণু

পিতৃগণ, পদ্মা শাশ্বত তুষ্টিদা স্বধা। শ্রী দ্যৌ (আকাশ), সর্ব্বাত্মক বিষ্ণু অতি বিস্তর অবকাশ ॥ ২২ ॥ শ্রীধর শশাঙ্ক, অনপায়িনী শ্রী তাঁহার কান্তি। লক্ষ্মী ধৃতি ও জগচ্চেষ্টা, হরি সর্ব্বত্রগ বায়ু ॥ ২৩॥ হে মহামতে দ্বিজ! গোবিন্দ জলধি, শ্রী তদ্বেলা। লক্ষ্মী স্বরূপ ইন্দ্রাণী, মধুসূদন দেবেন্দ্র ॥ ২৪ ॥ চক্রধর সাক্ষাৎ যম, কমলালয়া ধূমোর্ণা। শ্রী ঋদ্ধি দেব শ্রীধর স্বয়ং ধনেশ্বর ॥ ২৫ ॥ হে বিপ্রেন্দ্র! মহাভাগা লক্ষ্মী, গৌরী, কেশব স্বয়ম্ বরুণ। শ্রী দেবসেনা, হরি দেবসেনা পতি ॥ ২৬॥ হে দ্বিজোত্তম! গদাপাণি অবষ্টম্ভ, লক্ষ্মী শক্তি। লক্ষ্মী কাষ্ঠা উনি নিমেষ। বিষ্ণু মুহূর্ত্ত, ইনি কলা ॥ ২৭ ॥ লক্ষ্মী জ্যোৎস্না, সর্ব্বেশ্বর সর্ব্ব হরি প্রদীপ। জগন্মাতা শ্রী লতাভূতা, বিষ্ণু দ্রুম সংহিত ॥ ২৮ ॥ শ্রী বিভাবরী, চক্র গদাধর দেব দিবস। বরপ্রদ বিষ্ণু বর, পদ্মবনালয়া বধূ ॥ ২৯ ॥ ভগবান্ নদস্বরূপী, শ্রী নদীরূপসংস্থিতি। পুণ্ডরীকাক্ষ ধ্বজ, কমলালয়া পতাকা ॥ ৩০ ॥ লক্ষ্মী তৃষ্ণা, জগৎস্বামী পর নারায়ণ লোভ। হে ধর্ম্মজ্ঞ! লক্ষ্মী গোবিন্দই রতি ও রাগ ॥ ৩১ ॥ অতি বহূক্তির ফল কি সংক্ষেপে এই বলিতেছি, যে দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাদির মধ্যে পুরুষ নামে ভগবান্ হরি এবং স্ত্রীনামে লক্ষ্মী দেবী। উভয় ভিন্ন আর কিছুই নাই ॥ ৩২ ॥

প্রথমাংশে অষ্টম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

নবম অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! তুমি এস্থলে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, এই শ্রীসম্বন্ধ (ইতিহাস) আমি মরীচির নিকট শুনিয়াছি, শ্রবণ কর ॥ ১ ॥ হে ব্রহ্মন্! শঙ্করাংশ দুর্ব্বাসা ঋষি এই পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে করিতে কোন বিদ্যাধরীর হস্তে সন্তানকপুষ্পের একটি দিব্য মালা দেখিতে পাইলেন; তাহার গন্ধে বাসিত হইয়া সেইবন বনচারিগণের অতি সেব্য হইয়াছিল ॥২।৩॥ উন্মত্ত ব্রতধৃক্ বিপ্র মালাটি অতিশোভন দেখিয়া সেই বরারোহা বিদ্যাধর বধূর নিকট প্রার্থনা করেন ॥ ৪ ॥ বিশালাক্ষী তন্বঙ্গী বিদ্যাধরাঙ্গনা যাচিত হইয়া সাদরে প্রণিপাত পূর্ব্বক তাঁহাকে মালা অর্পণ করিল ॥ ৫ ॥

উন্মত্তব্রতধৃক্ সেই বিপ্র মালাগ্রহণ ও মস্তকে স্থাপন করিয়া মেদিনী পরিভ্রমণ করিতেছিলেন॥ ৬॥ এমন সময় উন্মত্ত ঐরাবত স্থিত, ত্রৈলোক্যাধিপতি দেব শচীপতিকে দেবগণের সহিত আসিতে দেখিলেন॥ ৭॥ উন্মত্তবৎ সেই মুনি স্বমস্তক হইতে ঐ উন্মত্তষট্‌পদা মালা গ্রহণপূর্ব্বক ক্ষেপণ করিয়া অমররাজকে দিলেন॥ ৮॥ মালা অমর রাজ কর্ত্তৃক ঐরাবত মস্তকে ন্যস্ত হইয়া কৈলাসশিখরে জাহ্নবীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ৯॥ মদান্ধ-কারিত চক্ষু সেই হস্তী গন্ধাকৃষ্ট শুণ্ডের দ্বারা আঘ্রাণ করিয়া সেই স্রক্ ধরণীতলে ফেলিয়া দিল॥ ১০॥ হে মৈত্রেয়! তদনন্তর মুনিসত্তম ভগবান্ দুর্ব্বাসা ক্রোধাবিষ্ট হইলেন, এবং ক্রুদ্ধ হইয়া দেবরাজকে কহিলেন॥ ১১॥ ঐশ্বর্য্য মত্ত! দুরাত্মন্! বাসব! তুমি অতি গর্ব্বিত হইয়াছ] যে, আমার দেওয়া লক্ষ্মীর নিবাসভূতা মালাকে অভিনন্দন করিতেছ না॥ ১২॥ তুমি প্রণিপাত পুরঃসর "ইহা প্রসাদ" একথা বলিলেনা এবং হর্ষোৎফুল্ল কপোলে ইহাকে মস্তকে ধারণও করিলেনা॥ ১৩॥ রে মূঢ়! তুমি মদ্দত্ত এই মালাকে বহু-বিবেচনা করিলেনা, অতএব তোমার ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী বিনাশ প্রাপ্ত হইবে॥ ১৪॥ শক্র! আমাকে নিশ্চয়ই অন্যান্য ব্রাহ্মণের সদৃশ বিবেচনা করিতেছ, এজন্যই আমার অবমান করা হইল॥ ১৫॥ মদ্দত্ত মালা মহীতলে ক্ষিপ্ত হইল, এই নিমিত্ত তোমার ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী নষ্ট হইবে॥ ১৬॥ হে দেবরাজ! আমার কোপে চরাচর ভয়প্রাপ্ত হয়, তুমি সেই আমাকে অবমাননা করিতেছ॥ ১৭॥ পরাশর কহিলেন, মহেন্দ্র ত্বরান্বিত হইয়া বারণস্কন্ধ হইতে অবতীর্ণ হওত প্রাণিপাত পুরঃসর নিষ্পাপ দুর্ব্বাসাকে অনুনয় করিতে লাগিলেন॥ ১৮॥ তখন প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রসাদ্যমান হইয়া মুনিসত্তম সেই দুর্ব্বাসা সহস্রাক্ষকে কহিলেন॥ ১৯॥ আমি কৃপালু হৃদয় নহি, ক্ষমা আমাকে ভজনা করে না; হে শক্র! (যাহারা ক্ষমা করে) তাহারা অন্য মুনি, আমাকে দুর্ব্বাসা বলিয়া জানিও॥ ২০॥ তুমি গৌতমাদি অন্যান্য মুনি কর্ত্তৃক বৃথাগর্ব্ব প্রাপিত হইয়াছ। আমাকে অক্ষান্তি-সার-সর্ব্বস্ব দুর্ব্বাসা বলিয়া জানিও॥ ২১॥ বসিষ্ঠাদি দয়াসার ঋষির উচ্চ স্তবে তুমি গর্ব্বিত হইয়াছ, তাহাতেই আমারও অদ্য অবমাননা

করিতেছ॥ ২২॥ ত্রিভুবনে এমন কে আছে যে, আমার জলজটা কলাপ, ভ্রূকুটিকুটিলমুখ নিরীক্ষণ করিয়া ভয়প্রাপ্ত না হয়॥ ২৩॥ শতক্রতো! অধিক বলিয়া কি হইবে, আমি ক্ষমা করিব না, তুমি পুনঃপুনঃ অনুনয় করিতেছ ইহা বিড়ম্বনা মাত্র॥ ২৪॥ পরাশর কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! বিপ্র ইহা কহিয়া চলিয়া গেলেন, দেবরাজও ঐরাবতে আরোহণপূর্ব্বক অমরাবতী গমন করিলেন॥ ২৫॥ হে মৈত্রেয়! তদবধি শক্র সহিত ভুবনত্রয় নিঃশ্রীক, অপধ্বস্ত এবং ওষধি ও লতা বিষয়ে সম্পূর্ণ ক্ষীণ হইল। যজ্ঞ সংপ্রবর্ত্ত হয় না, তাপসগণ তপস্যা করেন না, কোনও ব্যক্তি দানাদি ধর্ম্মে মনোযোগ করে না॥ ২৭॥ হে দ্বিজোত্তম! লোভাদি দ্বারা উপহতেন্দ্রিয় হইয়া সকল লোক নিঃসত্ত্ব এবং স্বল্প বিষয়ে সাভিলাষ হইতে লাগিল॥ ২৮॥ যেখানে সত্ত্ব অর্থাৎ ধৈর্য্য, সেই স্থানেই লক্ষ্মী, ধৈর্য্য লক্ষ্মীরই অনুগামী, যাহারা নিঃশ্রীক তাহাদের সত্ত্ব কোথায়? আর সত্ত্ব ব্যতিরেকে গুণ সকলই বা কোথা হইতে হইবে?॥ ২৯॥ গুণ ব্যতিরেকে পুরুষের বলশৌর্য্যাদির অভাব হয়, বলশৌর্য্যাদি বিবর্জ্জিত ব্যক্তি, সকলের লঙ্ঘনীয়॥ ৩০॥ প্রথিত ব্যক্তিও লঙ্ঘিত হইলে ছন্নমতি হইয়া পড়ে। ত্রৈলোক্য এইরূপ অত্যন্ত নিঃশ্রীক ও সত্ত্ব-বর্জ্জিত হইলে পর, দানবগণ দেবতাদের প্রতি বলোদ্যোগ করিতে লাগিল। তদনন্তর লোভাভিভূত নিঃশ্রীক সত্ত্ববর্জ্জিত দৈত্য সকল, শ্রীহীন নিঃসত্ত্ব দেবগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল, এবং ইন্দ্রাদি ত্রিদশেরা দৈত্য-দিগের দ্বারা বিজিত হইয়া হুতাশনকে পুরোবর্ত্তী করিয়া মহাভাগ পিতা মহের শরণ লইলেন। দেবতা সকল যথাবৎ বিবরণ কহিলে ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বলিলেন॥ ৩১।৩২।৩৩ ৩৪॥ তোমরা পরাপরেশ, অসুরার্দ্দন উৎপত্তি-স্থিতি-নাশের হেতু, স্বয়ং অহেতু, ঈশ্বর, প্রজাপতি-পতি, অনন্ত, অপরাজিত, (অজ-কার্য্যভূত-প্রধান পুরুষের) কারণ ও প্রণতার্ত্তিহর বিষ্ণুর শরণাপন্ন হও। তিনি তোমাদের শ্রেয়ঃ বিধান করিবেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা সুরবর্গকে এইরূপ কহিয়া তাঁহাদের সহিত ক্ষীরোদ সিন্ধুর উত্তর তীরে গমন করেন॥ ৩৫।৩৬।৩৭॥ সেখানে গিয়া সমস্ত ত্রিদশ সমবেত পিতামহ ইষ্টবাক্যে পরাপরপতি হরির স্তব করিতে লাগিলেন॥ ৩৮॥

ব্রহ্মা কহিলেন, সমস্ত গরীয় বস্তুর গরীয়, অনীয়ের অনীয় নারায়ণ, অভেদী, অপ্রকাশ, জগৎস্থিত প্রভাবশালীদিগের আধার, অজ, অব্যয় অনন্ত, সর্ব্বেশ সর্ব্বকে আমরা নমস্কার করি॥ ৩৯। ৪০॥ যাঁহাতে সমস্ত, যাঁহা হইতে সৎপুরঃসর সমস্ত উৎপন্ন, যে দেব সর্ব্বভূতময়, যিনি পর সকলের পর, পরপুরুষ হইতে পর ও পরমাত্মস্বরূপ ধ্রুক্। মুমুক্ষু যোগিগণ যে মুক্তি হেতুকে চিন্তা করেন এবং যে ঈশে সত্বাদি প্রাকৃত গুণ নাই, সমস্ত শুদ্ধ অপেক্ষা শুদ্ধ, সেই আদ্য পুরুষ প্রসন্ন হউন॥ ৪১। ৪২। ৪৩॥ যে শুদ্ধস্বরূপের শক্তি (লক্ষ্মী) কলাকাষ্ঠা নিমেষাদি কাল সূত্রের গোচরে নাই, সেই হরি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন॥ ৪৪॥ যিনি শুদ্ধ হইয়াও উপচারতঃ পরমেশ (লক্ষ্মীপতি) নামে কথিত হয়েন এবং যিনি সর্ব্ব দেহীর আত্মা, সেই বিষ্ণু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন॥ ৪৫॥ যিনি কারণ ও কারণেরও কারণ, যিনি কার্য্য ও কার্য্যেরও কার্য্য সেই হরি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন॥ ৪৬॥ যিনি কার্য্যকার্য্যের কার্য্য (ভূত সূক্ষ্মবর্গ) সেই কার্য্যেরও কার্য্য (মহাভূত সর্গ) তৎকার্য্য-কার্য্য-ভূত (দক্ষাদি বর্গ) এবং তৎপরবর্ত্তীও (উহাদের পুত্র পৌত্রাদিও) যিনি স্বয়ম্ তাঁহার প্রতি আমরা প্রণত হই॥ ৪৭॥ কারণেরও কারণ (ব্রহ্মাণ্ড), তাহার কারণের কারণ (ভূত সূক্ষ্ম), তাহার কারণ সকলের হেতু (প্রধান ভূত স্বরূপ) তোমাকে নমস্কার করি॥ ৪৮॥ ভোক্তা, ভোজ্যভূত, স্রষ্টা, সৃজ্য, কার্য্য, কর্ম্মস্বরূপ সেই পরম পদে আমরা প্রণত হই॥ ৪৯॥ যাহা বিশুদ্ধ, বোধন, নিত্য, অজ, অক্ষয় অব্যয়, অব্যক্ত ও অবিকার, তাহা বিষ্ণুর পরমপদ॥ ৫০॥ যাহা স্থূল নয়, সূক্ষ্ম নয় ও বিশেষণের গোচর নয়। বিষ্ণুর সদা অমল সেই পরম পদকে আমরা প্রণাম করি॥ ৫১॥ এই বিশ্বশক্তি যাঁহার (রজোগুণে) স্থিত এবং যাহা পরম ব্রহ্ম-স্বরূপ সেই অব্যয়কে প্রণাম করি॥ ৫২॥ দেবগণ, মুনিগণ, আমি বা শঙ্কর কেহই যাঁহাকে জানেন না, তাহাই পরমেশ বিষ্ণুর পরম পদ॥ ৫৩॥ সদোদ্যুক্ত যোগিগণ পুণ্যপাপক্ষয়ে প্রণবে চিন্তনীয় যে অক্ষয়কে অবলোকন করেন, তাহা বিষ্ণুর পরমপদ॥ ৫৪॥ যে অদ্ভুতপূর্ব্ব দেবের শক্তি সকলই ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদিক হয়েন, তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ॥ ৫৫॥ হে সর্ব্বেশ! সর্ব্বভূতাত্মন্! সর্ব্ব! সর্ব্বাশ্রয়াচ্যুত!

বিষ্ণো। প্রসন্ন হও আমরা তোমার ভক্ত, আমাদের দৃষ্টিগোচর হও॥ ৫৬॥ ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া ত্রিদশগণ প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন প্রসন্ন হও, আমাদের দৃষ্টিগোচর হও॥ ৫৭॥ হেসর্ব্বগতাচ্যুত! এই ভগবান্ ব্রহ্মাও যাহা জানেন না, তোমার সেই জগদ্ধাম পরমপদে আমরা প্রণত হইলাম॥ ৫৮॥ ব্রহ্মা ও দেবগণের বাক্যাবসানে বৃহস্পতি পুরোগম দেবর্ষি সকল বলিয়াছিলেন॥ ৫৯॥ যিনি আদ্য, যজ্ঞপুমান্, স্তবনীয় সকলের পূর্ব্বজ জগৎস্রষ্টার স্রষ্টা, এবং অবিশেষণ, তাঁহার প্রতি প্রণত হই॥ ৬০॥ হে ভগবন্! ভূত-ভব্যেশ! জগন্মূর্ত্তি-ধর অব্যয়! প্রসন্ন হও, সমস্ত প্রণতদিগকে দর্শন দাও॥ ৬১॥ এই ব্রহ্মা, রুদ্রগণসহ এই ত্রিলোচন, সর্ব্বাদিত্য সহ সূর্য্য, সকলাগ্নি সহিত এই পাবক, অশ্বিনীদ্বয়, বসুগণ, সমস্ত মরুৎ, সাধ্যগণ, বিশ্বগণ, দেবগণ এবং এই ঈশ্বর দেবেন্দ্র, হে নাথ দৈত্যসৈন্য পরাজিত এই সমস্ত দেবতাগণ প্রণাম-নত হইয়া তোমার শরণাগত হইয়াছেন॥ ৬২। ৬৩। ৬৪॥ পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! শঙ্খচক্রধর ভগবান্ পরমেশ্বর এইরূপে সংস্তূয়মান হইয়া তাঁহাদের দর্শন-গোচর হইলেন॥ ৬৫॥ তখন সংক্ষোভ জন্য নিস্পন্দলোচন পিতামহ-পুরোগম দেবগণ শঙ্খচক্রগদাধর, অপূর্ব্বরূপ সম্পন্ন উর্জ্জিত তেজোরাশি, সেই পুণ্ডরীকাক্ষকে দেখিয়া পূর্ব্বাবধি প্রণত হইলেও পুনর্ব্বার প্রণাম পূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন॥ ৬৬। ৬৭॥ দেবগণ কহিলেন, হে দেব! নমো নমঃ। তুমি অবিশেষ, তুমি ব্রহ্মা, তুমি পিনাকধর, তুমি ইন্দ্র, অগ্নি, পবন, মরুৎ, সবিতা ও যম॥ ৬৮॥ তুমি বসুগণ, মরুৎগণ, সাধ্যগণ ও বিশ্বেদেবগণ। এই যে দেবগণ তোমার সমীপে আগত, তাহাও তুমি। যেহেতু জগৎস্রষ্টা তুমি সর্ব্বগত। তুমি যজ্ঞ তুমি বষট্কার। তুমি ওঙ্কার ও প্রজাপতি॥ ৬৯। ৭০॥ হে সর্ব্বাত্মন্! বেদ্যাবেদ্যময় অখিল জগৎ ও তন্ময়। হে বিষ্ণো! আমরা দৈত্য দ্বারা পরাজিত হইয়া এস্থলে তোমার শরণাগত হইয়াছি॥ ৭১॥ হে সর্ব্বাত্মন্! প্রসন্ন হও, তেজোদ্বারা আমাদিগকে আপ্যায়িত কর। অর্ত্তি, বাঞ্ছা মোহ ও অসুখ সেই পর্য্যন্ত, যতক্ষণ অশেষ পাপ নাশন তোমার শরণাপন্ন না হওয়া যায়। অতএব হে প্রসন্নাত্মন্! প্রপন্ন আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ কর

হে নাথ! স্বশক্তি (লক্ষ্মী) দ্বারা সকলের তেজ বর্দ্ধনকর॥ ৭২। ৭৩। ৭৪॥ পরাশর কহিলেন, প্রণত অমরগণ কর্তৃক এইরূপ সংস্তূয়মান হইয়া সেই বিশ্বকৃৎ ভগবান্ প্রসন্ন নয়নে বলিতে লাগিলেন॥ ৭৫॥ ভগবান্ কহিলেন, হে দেব সকল! তোমাদের তেজের উপবৃংহণ (পুষ্টি-সাধন) করিব, আমি যাহা বলিতেছি, তাহা কর॥ ৭৬॥ দৈত্যগণের সহিত ক্ষীরাব্ধিতে সকল ওষধি আনিয়া (নিক্ষেপ পূর্ব্বক) এবং মন্দরকে মন্থন (মাথানি) ও বাসুকিকে নেত্র (মন্থনরজ্জু) করিয়া, আমার সাহায্যে অমৃত মন্থন কর। সাহায্যের নিমিত্ত দৈতেয়দিগকে সাম পূর্ব্বক বল যে "তোমরা সামান্য ফল ভোক্তা (সমান ফলভাগী) হইবে। সমুদ্র মথিত হইলে যে অমৃত উৎপন্ন হইবে, তাহা পানে তোমরা এবং আমরা বলবান্ হইব।" তৎপরে আমি এরূপ করিব, যাহাতে দেবদ্বেষিগণ অমৃত না পাইয়া কেবল ক্লেশভাগী হয়॥ ৭৭। ৭৮। ৭৯। ৮০॥ পরাশর কহিলেন, দেবদেব এইরূপ বলিলে সুরগণ অসুরগণের সহিত সন্ধি করিয়া অমৃতের জন্য যত্নবান্ হইলেন॥ ৮১॥ হে মৈত্রেয়! দেবদৈতেয় দানবেরা নানা ওষধী আনয়ন করতঃ শরৎকালের মেঘের ন্যায় নির্ম্মলকান্তি বিশিষ্ট ক্ষীরাব্ধি পয়োমধ্যে নিক্ষেপ পূর্ব্বক মন্দারকে মন্থান ও বাসুকিকে নেত্র করিয়া সত্বর অমৃত মন্থন আরম্ভ করিলেন॥ ৮২। ৮৩॥ কৃষ্ণ, দেবতা সকলকে পুচ্ছের দিকে এবং দৈতেয় সকলকে বাসুকির পূর্ব্বকায়ে নিযুক্ত করিলেন॥ ৮৪॥ হে মহাদ্যুতে! অসুরেরা সেই ফণীর শ্বাস বহ্নিদ্বারা নষ্টকান্তি হইয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িল. এবং তাঁহার মুখের নিশ্বাস বায়ু দ্বারা ক্ষিপ্ত (মেঘ) সকল পুচ্ছদেশে গিয়া বর্ষণ করায়, তাহাতে দেবতা সকল আপ্যায়িত হইতে লাগিলেন॥ ৮৫। ৮৬॥ হে মহামুনে! ভগবান্ হরি স্বয়ম্ কূর্ম্মরূপী হইয়া ক্ষীরোদ মধ্যে ভ্রাম্যমান মন্থানাদ্রির অধিষ্ঠান হইলেন॥ ৮৭॥ চক্র গদাধর অন্যরূপে দেবগণের মধ্যে ও অপর একরূপে দৈত্য মধ্যে থাকিয়া সর্পরাজকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন॥ ৮৮॥ হে মৈত্রেয়! কেশব সুরাসুরের অদৃষ্ট অন্য এক বৃহৎরূপে শৈলের উপরিভাগে আক্রমণ করিয়া রহিলেন॥ ৮৯॥ বিভু হরি তেজঃদ্বারা নাগরাজকে আপ্যায়িত এবং অন্য তেজঃদ্বারা দেবগণকে পুষ্ট করিলেন॥ ৯০॥ তদনন্তর দেব দানবকর্ত্তৃক ক্ষীরাব্ধি

মথ্যমান হইলে প্রথমে হরির্ধাম সুরপূজিতা সুরভি উৎপন্না হইলেন ॥ ৯১ ॥ হে মহামুনে! তখন, দেবদানব আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া ব্যাক্ষিপ্তচেতা (তল্লোভাকৃষ্টমনাঃ) এবং নিষ্পন্দলোচন হইলেন ॥ ৯২ ॥ তদনন্তর স্বর্গে সিদ্ধগণ "ইহা কি" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মদাঘূর্ণিত-লোচনা বারুণী দেবী জন্মিলেন ॥ ৯৩ ॥ তৎপরে সেই কৃতাবর্ত্ত ক্ষীরোদ হইতে দেবস্ত্রী নন্দন পারিজাত তরু গন্ধে জগৎ বাসিত করিতে করিতে উত্থিত হইল ॥ ৯৪ ॥ হে মৈত্রেয়! তদনন্তর ক্ষীর সিন্ধু হইতে রূপৌদার্য্য গুণযুক্ত পরমাদ্ভুত অপ্সরোগণ উৎপন্ন হইলেন ॥ ৯৫ ॥ তাহার পর শীতাংশু হইলেন, তাঁহাকে মহাদেব গ্রহণ করেন। এবং নাগ সকল ক্ষীরেদ-সমুত্থিত বিষ গ্রহণ করিলেন ॥ ৯৬ ॥ তদনন্তর শ্বেতাম্বরধর দেব ধন্বন্তরি স্বয়ং অমৃত কমণ্ডলু ধারণ করিয়া সমুত্থিত হইলেন ॥ ৯৭ ॥ হে মৈত্রেয়! তখন দৈতেয় দানবেরা স্বস্থমনস্ক এবং মুনিগণের সহিত সকলে আনন্দিত হইলেন ॥ ৯৮ ॥ তাহার পর দেদীপ্যমান কান্তিমতী বিকশিত কমলেস্থিতা ধৃতপঙ্কজা লক্ষ্মীদেবী সেই পয়ঃ হইতে উত্থিত হইলেন ॥ ৯৯ ॥ মহর্ষিগণ আনন্দিত হইয়া শ্রীসূক্তে তাঁহার স্তব করিলেন। বিশ্বাবসুমুখ গন্ধর্ব্ব সকল তাঁহার সম্মুখে গান করিতে লাগিলেন ॥ ১০০ ॥ হে ব্রহ্মন্! ঘৃতাচী-প্রমুখ অপ্সরোগণ নৃত্য আরম্ভ করিলেন। গঙ্গাদি সরিৎ সকল স্নানার্থ উপস্থিত হইলেন ॥ ১০১ ॥ এবং দিগ্গজগণ হেমপাত্রস্থ বিমল জল গ্রহণপূর্ব্বক সর্ব্বলোক মহেশ্বরী দেবীকে স্নান করাইলেন ॥ ১০২ ॥ ক্ষীরোদ, রূপধারী হইয়া তাঁহাকে অম্লান পঙ্কজা মালা দান করিলেন এবং বিশ্বকর্ম্মা অঙ্গে বিভূষণ করিয়া দিলেন ॥ ১০৩ ॥ তিনি স্নাতা, ভূষণ-ভূষিতা ও দিব্যমালাম্বরধরা হইয়া সর্ব্বদেবগণের সমক্ষে হরির বক্ষঃস্থল আশ্রয় করিলেন ॥ ১০৪ ॥ হে মৈত্রেয়! হরি বক্ষঃস্থল-স্থিতা সেই লক্ষ্মী দেবগণকে অবলোকন করায় তাঁহারা পরম নির্ব্বৃতি প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১০৫ ॥ হে মহাভাগ! বিষ্ণু পরাঙ্মুখ, বিপ্রচিত্ত-পুরোগম দৈত্যেরা লক্ষ্মী কর্ত্তৃক ত্যক্ত হইয়া পরম উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল ॥ ১০৬ ॥ হে দ্বিজ! তৎপরে সেই দৈত্যগণ ধন্বন্তরি হস্তস্থিত কমণ্ডলু ধারণ করিল; তাহাতে অমৃত ছিল ॥ ১০৭ ॥ তখন বিভু বিষ্ণু স্ত্রী রূপ ধারণ ও তাহাদিগকে মায়া দ্বারা প্রলোভিত করিয়া সেই অমৃত

তাও গ্রহণ করতঃ দেবতাদিগকে প্রদান করিলেন॥ ১০৮॥ তদনন্তর শক্রাদি সুরগণ অমৃত পান পূর্ব্বক উদ্যতায়ুধনিস্ত্রিংশ হইয়া দৈত্যদিগকে আক্রমণ করিলেন॥ ১০৯॥ অমৃতপানে বলবান্ দেবগণ কর্ত্তৃক দৈত্য-চমূ বধ্যমান হইয়া দিকে দিকে পলায়ন ও পাতালে প্রবেশ করিল॥ ১১০ তখন দেবতা সকল আনন্দিত হইয়া শঙ্খ চক্র গদাভৃৎকে প্রণাম পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ ত্রিপিষ্টপ (স্বর্গরাজ্য) শাসন করিতে লাগিলেন॥ ১১১॥ হে মুনিসত্তম! তৎপরে সূর্য্য প্রসন্ন দীপ্তি হইয়া স্ববর্ত্মে গমন ও জ্যোতির্গণ যথামার্গে গতি করিতে লাগিলেন॥ ১১২॥ ভগবান্ বিভাবসু চারুদীপ্তিতে জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং সকলেরই তখন ধর্ম্মে মতি হইয়াছিল॥ ১১৩॥ হে মুনিসত্তম! ত্রৈলোক্য, শ্রীযুক্ত ও ত্রিদশশ্রেষ্ঠ শক্রও পুনর্ব্বার শ্রীমান্ হইলেন॥ ১১৪॥ তদনন্তর শক্র পুনর্ব্বার ত্রিদিব প্রাপ্ত হওয়ায় দেবরাজ্যেস্থিত ও সিংহাসনগত হইয়া পদ্মহস্তা দেবী (লক্ষ্মী)কে স্তব করিয়াছিলেন॥ ১১৫॥ ইন্দ্র কহিলেন, সর্ব্বভূতের জননী, অব্জসম্ভবা, উন্নিদ্র পদ্মলোচনা, বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলস্থিতা, লক্ষ্মীকে নমস্কার করি॥ ১১৬॥ অয়ি লোকপাবনি! তুমি সিদ্ধি, তুমি সুধা, তুমি স্বাহা ও স্বধা, সন্ধ্যা, রাত্রি, প্রভা, ভূতি, মেধা শ্রদ্ধা ও সরস্বতী॥ ১১৭॥ অয়ি শোভনে দেবি! তুমি যজ্ঞবিদ্যা, মহাবিদ্যা, গুহ্যবিদ্যা এবং বিমুক্তি-ফলদায়িনী আত্মবিদ্যা॥ ১১৮॥ তুমিই আন্বিক্ষিকী (তর্কবিদ্যা) ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি। হে দেবি! তোমারই সৌম্যাসৌম্য রূপে এই জগৎ পূরিত॥ ১১৯॥ দেবি! তোমা ভিন্ন অন্য কোন্ স্ত্রী গদাভৃৎ দেবদেবের সর্ব্বযজ্ঞময় যোগিচিন্ত্য শরীরে বাস করে॥ ১২০॥ হে দেবি! তুমি পরিত্যাগ করায় সকল ভুবনত্রয় বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল। ইদানীং তোমা দ্বারাই সংবর্দ্ধিত হইল॥ ১২১॥ অয়ি মহাভাগে! তোমার দৃষ্টিমাত্রে মনুষ্যদিগের দারা, পুত্র, আগার, সুহৃদ্ ও ধন ধান্যাদি হইয়া থাকে॥ ১২২॥ দেবি! তোমার দৃষ্টি দৃষ্টপুরুষদিগের পক্ষে শরীরের আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, অরিপক্ষ ক্ষয় ও সুখ কিছুই দুর্ল্লভ নহে॥ ১২৩॥ তুমি সর্ব্বভূতের মাতা, ও দেবদেব হরি পিতা; তোমাদের উভয়ের দ্বারাই অদ্য চরাচর জগৎ ব্যাপ্ত॥ ১২৪॥ অয়ি সর্ব্ব-পাবনি! আমাদের কোশ, গোষ্ঠ, গৃহ, পরিচ্ছদ,

শরীর ও কলত্র ত্যাগ করিও না॥ ১২৫॥ অয়ি বিষ্ণুবক্ষঃস্থলাশ্রয়ে! আমার পুত্রগণ, সুহৃদ্বর্গ পশু ও বিভূষণ সকল ত্যাগ করিও না ॥ ১২৬॥ অয়ি অমলে! তুমি যাহাদিগকে ত্যাগ কর, তাহাদিগকে সত্ত্ব, সত্য, শৌচ ও শীলাদি গুণ সকলই ত্যাগ করে॥ ১২৭॥ তুমি অবলোকন করিলে নিগুণ পুরুষেরাও সদ্য শীলাদি অখিল গুণ, কুল ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হয়॥ ১২৮॥ হে দেবি! তুমি যাহাকে নিরীক্ষণ কর সে শ্লাঘ্য, সে গুণী, ধন্য, সে কুলীন, সে বুদ্ধিমান্, সে শূর এবং বিক্রান্ত॥ ১২৯॥ অয়ি জগদ্ধাত্রি বিষ্ণুবল্লভে! তুমি যাহার প্রতি পরাঙ্মুখী হও, তাহার শীলাদি সকল গুণ সদ্যই বৈগুণ্য প্রাপ্ত হয়॥ ১৩০॥ হে পদ্মাক্ষি দেবি! ব্রহ্মার জিহ্বা ও তোমার গুণ বর্ণন করিতে অশক্ত, আমাদিগকে কদাচ ত্যাগ করিও না॥ ১৩১॥ পরাশর কহিলেন হে দ্বিজ! সর্ব্বভূতস্থিতা শ্রীদেবী এইরূপে সম্যক্ সংস্তুতা হইয়া, সকল দেবের সাক্ষাতে শতক্রতুকে বলিলেন॥ ১৩২॥ শ্রী কহিলেন, হে দেবেশ হরে! তোমার এই স্তোত্রে পরিতুষ্ট হইলাম, ইষ্ট বর গ্রহণ কর, আমি তোমার বরদা হইয়া এখানে আসিয়াছি॥১৩৩॥ ইন্দ্র কহিলেন, দেবি! যদি আমার বরদা হও, যদি আমি বরের যোগ্য হই, তবে তুমি ত্রৈলোক্য ত্যাগ করিও না, এই আমার প্রধান বর॥ ১৩৪॥ অয়ি অব্জ-সম্ভবে! আমার দ্বিতীয় বর এই যে, যে ব্যক্তি এই স্তোত্রে তোমার স্তব করিবে, তাহাকে পরিত্যাগ করিও না॥ ১৩৫॥ শ্রী কহিলেন, হে ত্রিদশশ্রেষ্ঠ বাসব! স্তোত্রারাধনে তুষ্টা হইয়া আমি তোমাকে যে বর দিলাম, তাহাতে ত্রৈলোক্য ত্যাগ করিব না॥ ১৩৬॥ এবং যে এই স্তোত্র দ্বারা সায়ং ও প্রাতে আমার স্তব করিবে, তাহার প্রতি পরাঙ্মুখী হইব না॥ ১৩৭॥ পরাশর কহিলেন হে মৈত্রেয়! পুরাকালে মহাভাগা শ্রী দেবী স্তোত্রারাধনে তুষ্টা হইয়া, দেবরাজকে এইরূপ বর দিয়াছিলেন॥ ১৩৮॥ ভৃগুপত্নী খ্যাতিতে উৎপন্না শ্রী, দেব দানবের যত্নে অমৃত মন্থনে পুনর্ব্বার প্রসূতা হয়েন॥ ১৩৯॥ জগৎস্বামী দেবদেব জনার্দ্দন যেমন অবতার গ্রহণ করেন, তৎসহায়িনী লক্ষ্মীও সেইরূপ॥ ১৪০॥ হরি যখন আদিত্য (বামন) হইয়াছিলেন, তখন পুনশ্চ পদ্ম হইতে উদ্ভূতা হয়েন। যখন ভার্গব রাম হয়েন, তখন ইনি ধরণী হইয়াছিলেন॥ ১৪১॥ রাঘবত্বে সীতা, কৃষ্ণ জন্মে রুক্মিণী ও অন্যান্য অবতারেও ইনি বিষ্ণুর সহা-

য়িনী॥১৪২॥ ইনি দেবত্বে দেবদেহা ও মনুষ্যত্বে মানুষী হইয়া বিষ্ণুর দেহানুরূপ আত্মতনু করিয়া থাকেন॥১৪৩॥ যে ব্যক্তি লক্ষ্মীর এই জন্ম শ্রবণ বা পাঠ করে, যাবৎ কুলত্রয় থাকে তাহার গৃহে তাবৎ কাল শ্রী হীনতা হয় না॥১৪৪॥ হে মুনে! যে গৃহে এই শ্রীস্তব পঠিত হয়, তথায় কলহাধারা অলক্ষ্মী কদাচন থাকে না॥১৪৫॥ হে ব্রহ্মন্! শ্রী পূর্ব্বে ভৃগু-সুতা হইয়া পরে ক্ষীরাব্ধিতে যে রূপে জন্মিয়াছিলেন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা তোমাকে এই কথিত হইল॥১৪৬॥ সকল বিভূতি প্রাপ্তির হেতু, ইন্দ্রমুখোদ্গত, এই লক্ষ্মীস্তব এই পৃথিবীতে যাহারা অনুদিন পাঠ করেন, তাঁহা-দের কদাচিৎ অলক্ষ্মী থাকেন॥১৪৭॥ 26640

প্রথমাংশে নবম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

দশম অধ্যায়।

হে মহামুনে! যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সমস্তই আপনি কহিলেন। এক্ষণে ভৃগু সর্গ হইতে পুনর্ব্বার এই বংশ আমাকে বলুন॥১॥ পরাশর কহিলেন, ভৃগুর পত্নী খ্যাতির গর্ভে বিষ্ণু-পত্নী লক্ষ্মী ও ধাতৃ বিধাতৃ নামে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন॥২॥ মহাত্মা মেরুর আয়তি নিয়তি নাম্নী দুই কন্যা ধাতৃ বিধাতার ভার্য্যা। তাঁহাদের পুত্র প্রাণ ও মৃকণ্ডু। মৃকণ্ডুর পুত্র মার্কণ্ডেয় এবং প্রাণের সুত দেবশিরা॥৩।৪॥ প্রাণের দ্বিতীয় পুত্র কৃতিমান্ রাজবান্। হে মহাভাগ! তৎপরে ভার্গব বংশ বিস্তৃত হইয়া উঠিল॥৫॥ মরীচির পত্নী সম্ভূতি, পৌর্ণমাসকে প্রসব করেন, সেই মহাত্মার দুই পুত্র, বিরজাঃ ও সর্ব্বগ॥৬॥ হে দ্বিজ! বংশ সঙ্কীর্ত্তনে এই উভয়ের পুত্র সকল বলিব। অঙ্গীরার পত্নী স্মৃতি অনেক কন্যার প্রসূতি। তাঁহাদের নাম সিনীবালী, কুহূ, রাকা এবং অনুমতি। অত্রির পত্নী অনুসূয়া সোম, দুর্ব্বাসা ও যোগীদত্তাত্রেয় এই সকল অকল্মষ পুত্রকে প্রসব করেন। পুলস্ত্য ভার্য্যা প্রীতিতে তৎসুত দত্তোলির জন্ম হয়। যিনি পূর্ব্বজন্মে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অগস্ত্য নামে

স্মৃত। পুলহ প্রজাপতির ভার্য্যা ক্ষমা, কর্দ্দম, অবরীয়ান্‌ ও সহিষ্ণু এই সুতত্রয় প্রসব করেন। ক্রতুর ভার্য্যা সন্নিতি বালখিল্যদিগকে প্রসব করেন; সেই উর্দ্ধরেতা, অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বমাত্র, জগদ্‌ভাস্করতেজস্বী যতিগণের সংখ্যা ষষ্টি সহস্র ॥ ৭ । ৮ । ৯ । ১০ । ১১ । ১২ ॥ উর্জ্জার গর্ব্ভে বসিষ্ঠের সপ্তপুত্র উৎপন্ন। রজঃ, গাত্র, উর্দ্ধবাহু, বসন, অনঘ, সুতপা ও শুক্র, ইহারা সকলে অমল সপ্তর্ষি। (তৃতীয় মন্বন্তরে)। হে দ্বিজ! ব্রহ্মার অগ্রজ তনয় ঐ যে অভিমানী অগ্নি, স্বাহা তাঁহার ঔরসে উদার তেজাঃ সুতত্রয় লাভ করেন। পাবক পবমান ও জলাশী শুচি ॥ ১৩ । ১৪ । ১৫ ॥ তাঁহাদের সন্ততি পঞ্চচত্বারিংশ, এইরূপে উনপঞ্চাশৎ বহ্নি পরিকীর্ত্তিত ॥ ১৬ ॥ ব্রহ্মার স্বষ্ট যে অনগ্নিক অগ্নিস্বাত্ত ও সাগ্নিক বর্হিষদ্‌ নামক পিতৃ সকলের কথা তোমাকে বলিয়াছি, স্বধা তাঁহাদের হইতে মেনা ও বৈধারিণী নাম্নী দুই কন্যা প্রসব করেন ॥ ১৭ । ১৮ ॥ হে দ্বিজ! উত্তম জ্ঞান সম্পন্ন সমুদিত সর্ব্বগুণে তাঁহারা উভয়েই ব্রহ্মবাদিনী এবং যোগিনী ॥ ১৯ ॥ দক্ষ কন্যাদিগের অপত্য সন্ততি এই কথিত হইল, শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়া ইহা শ্রবণ করিলে অনপত্য হয় না ॥ ২০ ॥

প্রথমাংশে দশম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

একাদশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন, স্বায়ম্ভুব মনুর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে ধর্ম্মজ্ঞ সুমহাবীর্য্য দুই পুত্রের কথা তোমাকে বলিয়াছি ॥ ১ ॥ হে ব্রহ্মন্‌! তন্মধ্যে প্রিয়ব্রতের অভীষ্টপত্নী সুরুচির গর্ভে পিতার অত্যন্ত প্রিয়-পুত্র উত্তমের জন্ম হয় ॥ ২ ॥ রাজার সুনীতি নাম্নী যে মহিষী, তিনি তাঁহার প্রতি অতি প্রীতি-মান্‌ ছিলেন না, তাঁহার পুত্র ধ্রুব ॥ ৩ ॥ একদিন ভ্রাতা উত্তমকে রাজাসন-স্থিত পিতার অঙ্কাশ্রিত দেখিয়া ধ্রুব ও তাঁহার ক্রোড়ে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু ভূপতি উৎসঙ্গারোহণোৎসুক প্রণয়াগত পুত্রকে সুরুচির সাক্ষাতে অভিনন্দন করিলেন না ॥ ৫ ॥ সুরুচি, পুত্রকে পিতার

অঙ্কারূঢ় ও সপত্নীতনয়কে আরোহণোৎসুক দেখিয়া রূঢ়বাক্য, বলিতে লাগিল॥ ৬॥ বৎস! তুমি আমার উদরে না জন্মিয়া অন্য স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তবে কিজন্য বৃথা এই মহৎ অভিলাষ কর॥ ৭॥ তুমি অবিবেচক, এজন্যই তোমার অপ্রাপ্য উত্তমমোত্তম বিষয় বাঞ্ছা করিতেছ। তুমিও ইহাঁর সন্তান, সত্যবটে; কিন্তু আমি তোমাকে গর্ভে ধারণ করি নাই॥ ৮॥ সর্ব্বভূভৃৎ সংশ্রয় (চক্রবর্ত্তীর) স্থান এই রাজাসন আমার পুত্রেরই যোগ্য। তুমি কিজন্য আপনার আত্মাকে ক্লিষ্ট করিতেছ॥ ৯॥ আমার পুত্রের ন্যায় তোমার এই বৃথা উচ্চ-মনোরথ কেন, সুনীতির গর্ভে তোমার জন্ম তুমি কি জাননা?॥ ১০॥ পরাশর কহিলেন, হে দ্বিজ! বালক সেই মাতৃবাক্য শুনিয়া পিতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুপিত হইয়া, নিজ মাতার মন্দিরে গমন করিলেন॥ ১১॥ হে মৈত্রেয়! সুনীতি পুত্রকে কুপিত ও ঈষৎ প্রস্ফুরিতাধর দেখিয়া ও ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন, বৎস! তোমার কোপের হেতু কি? কে তোমার অনাদর করিয়াছে? তোমার নিকট অপরাধ করিয়া কে তোমার পিতার অবমাননা করিয়াছে॥ ১২।১৩॥ পরাশর কহিলেন, গর্ব্বিতা সুরুচি ভূপালের সাক্ষাতে যেরূপ বলিয়াছিলেন, ধ্রুব তৎসমস্ত মাতাকে কহিলেন॥ ১৪॥ পুত্র দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া এই সকল কথা বলিলে দীনা সুনীতি দুর্ম্মনা ও দীর্ঘ নিশ্বাসে ম্লান নয়না হইয়া বলিতে লাগিলেন॥ ১৫॥ সুনীতি কহিলেন, হে পুত্র! সুরুচি সত্যই বলিয়াছে যে, তুমি স্বল্পভাগ্য। বৎস! পুণ্যবান্দিগকে সপত্ন (শত্রুরা) এরূপ কথা বলে না॥ ১৬॥ হে তাত! উদ্বেগ করা কর্ত্তব্য নহে, তুমি পূর্ব্বজন্মে যাহা করিয়াছ, তাহা কে অপনয়ন করিতে পারে এবং যাহা সঞ্চয় কর নাই, তাহাই বা কে দিতে পারে॥ ১৭॥ রাজাসন, ছত্র, বরাশ্ব ও বরবারণ এই সকল, যাহার পুণ্য আছে তাহারই, হে পুত্র! ইহা বিবেচনা করিয়া শান্ত হও॥ ১৮॥ অন্য জন্মকৃত পুণ্য হেতু সুরুচির প্রতি রাজা সুরুচি হইয়াছেন, আর আমার ন্যায় ভাগ্য-বর্জ্জিত স্ত্রীলোক কেবল ভার্য্যা নামে কথিত হয় মাত্র॥ ১৯॥ তাহার পুত্র উত্তম ও সেইরূপ পুণ্যোপচয়-সম্পন্ন এবং তুমি আমার স্বল্প-পুণ্য পুত্র ধ্রুব জন্মিয়াছ॥ ২০॥ হে পুত্র! তথাপি তোমার দুঃখ করা উচিত নহে। যাহার যে পরিমাণ

থাকে, বুদ্ধিমান্ লোক তাহাতেই সন্তুষ্ট হয়॥ ২১॥ আর যদি সুরুচির বাক্যে তোমার অত্যন্তই দুঃখ হইয়া থাকে, তবে সর্ব্বফল-প্রদ পুণ্যের উপচয়ে যত্ন কর॥ ২২॥ সুশীল, ধর্ম্মাত্মা, মৈত্র, এবং প্রাণিহিতে রত হও। জল যেমন নিম্ন-প্রবণ, সম্পদ সকলও সেইরূপ পাত্র আশ্রয় করে॥ ২৩॥ ধ্রুব কহিলেন অম্ব! তুমি আমার প্রশমের জন্য যাহা বলিতেছ, তাহা বিমাতার দুর্ব্বাক্য-বিদীর্ণ এই আমার হৃদয়ে স্থান পাই-তেছে না॥ ২৪॥ তবে আমি সেই মত যত্ন করিব, যাহাতে অশেষ জগতেরও পূজিত সর্ব্বোত্তমের উত্তম স্থান পাইতে পারি॥ ২৫॥ সুরুচি রাজার দয়িতা (প্রিয়ভার্য্যা)। আমি তাহার উদরে জন্ম গ্রহণ করি নাই, কিন্তু মা! তোমার উদরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও আমার প্রভাব দেখ॥ ২৬॥ তাহাই হউক, আমার সেই ভ্রাতা উত্তম, যাহাকে তুমি গর্ভে ধারণ কর নাই, সেইই পিতৃদত্ত রাজাসন প্রাপ্ত হউক॥ ২৭॥ আমি অন্য-দত্ত স্থান অভিলাষ করি না। মাতঃ! আমি স্বকর্ম্মদ্বারা সেই স্থান ইচ্ছা করি, যাহা আমার পিতা ও প্রাপ্ত হয়েন নাই॥ ২৮॥ পরাশর কহিলেন, ধ্রুব, মাতাকে ইহা কহিয়া গৃহ হইতে নির্গত হইলেন এবং পুর হইতেও নিষ্ক্রান্ত হইয়া একটী বাহোপবনে উপস্থিত হই-লেন॥ ২৯॥ ধ্রুব তথায় গিয়া কৃষ্ণাজিন উত্তরীয়বিশিষ্ট কুশাসনে উপবিষ্ট পূর্ব্বাগত সপ্তমুনিকে দেখিতে পাইলেন॥ ৩০॥ রাজপুত্র প্রশ্রয়াবনত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রণিপাত ও সম্যক্ অভিবাদন পূর্ব্বক বলিলেন॥ ৩১॥ হে সত্তমগণ! আমাকে উত্তানপাদের তনয় জানিবেন, সুনীতির গর্ভে আমার জন্ম এবং নির্ব্বেদ হেতু আপনাদের নিকট আসিয়াছি॥ ৩২॥ ঋষিগণ কহিলেন, হে নৃপনন্দন! তুমি চারি পাঁচ বৎসরের বালক, তোমার নির্ব্বেদের কিছু কারণ নাই॥ ৩৩॥ কোনও চিন্তার বিষয় নাই, যে হেতু তোমার পিতা ভূপতি, জীবিত। হে বালক! তোমার ইষ্ট বিয়ো-গাদিও দেখিতেছি না॥ ৩৪॥ শরীরে যে কোনও পীড়া আছে, এরূপও বোধ হইতেছে না, তবে তোমার নির্ব্বেদ কেন? যদি কোন কারণ থাকে বল॥ ৩৫॥ পরাশর কহিলেন, তদনন্তর তিনি সুরুচির সকল কথা বলিলেন! তাহা শুনিয়া মুনিগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন॥ ৩৬॥ অহো!

ক্ষত্রিয়তেজ কি শ্রেষ্ঠ! যে, বালকের হৃদয় হইতেও বিমাতৃবাক্যের অক্ষমা দূর হইতেছে না॥ ৩৭॥ ভো ভো ক্ষত্রিয়দায়াদ! নির্ব্বেদ হেতু তুমি যাহা করিবার, সংকল্প করিয়াছ যদি ইচ্ছা হয় তবে, তাহা আমাদিগকে বল॥ ৩৮॥ হে অমিতদ্যুতে! আমাদিগকে তোমার কি সাহায্য করিতে হইবে বল, তোমাকে বিবক্ষু বোধ হইতেছে॥ ৩৯॥ ধ্রুব কহিলেন, হে দ্বিজসত্তমগণ! অর্থ, বা রাজ্যের অভিলাষ করি না, আমি সেই একমাত্র স্থান ইচ্ছা করিতেছি। যাহা পূর্ব্বে অন্যে ভোগ করেন নাই॥ ৪০॥ হে মুনিসত্তম সকল! আপনারা এই সাহায্য করুন্ যে, সমস্ত স্থানের শ্রেষ্ঠ সেই স্থান যেরূপে পাওয়া যায়, তাহা আমাকে বলুন॥ ৪১॥ মরীচি কহিলেন, হে নৃপাত্মজ! যাঁহারা গোবিন্দা-রাধনা করেন নাই, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ স্থান প্রাপ্ত হয় না। অতএব অচ্যুতের আরা-ধনা কর॥ ৪২॥ অত্রি কহিলেন, পর সকলের পর পুরুষ, জনার্দ্দন যাহার প্রতি তুষ্ট, সে অক্ষয় স্থান প্রাপ্ত হয়, ইহা সত্য বলিলাম॥ ৪৩॥ অঙ্গিরা কহিলেন, যদি অগ্র্য স্থান ইচ্ছা কর, তবে এই সমস্ত জগৎ যে অচ্যুত অব্যয়াত্মার অন্তর্গত, সেই গোবিন্দের আরাধনা কর॥ ৪৪॥ পুলস্ত্য কহিলেন, ঐ ব্রহ্ম, যিনি পরম ব্রহ্ম পরম ধাম ও পর, সেই হরির আরাধনা করিয়া লোকে দুর্ল্লভ মুক্তিও প্রাপ্ত হয়॥ ৪৫॥ ক্রতু কহিলেন, যিনি যজ্ঞে যজ্ঞপুরুষ ও যোগে পরম পুমান্, সেই জনার্দ্দন তুষ্ট হইলে কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না॥ ৪৬॥ পুলহ কহিলেন, হে সুব্রত! যে জগৎপতিকে আরাধনা করিয়া ইন্দ্র পরম ঐন্দ্র স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই যজ্ঞপতি বিষ্ণুর আরাধনা কর॥ ৪৭॥ বসিষ্ঠ কহিলেন, বিষ্ণু আরাধিত হইলে ত্রৈলোক্যান্তর্গত উত্তমোত্তম যে স্থান ইচ্ছা করে, লোক তাহাই প্রাপ্ত হয়, ইহাতে বক্তব্য কি?॥ ৪৮॥ ধ্রুব কহিলেন, আপনারা প্রণতকে বিষ্ণুর আরাধনা করিতে বলিলেন, এক্ষণে তৎপরিতোষের জন্য আমার যাহা জপ করা উচিত, তাহা বলুন॥ ৪৯॥ হে প্রসাদসুমুখ মহর্ষিগণ! যে প্রকারে তাঁহার আরাধনা করিতে হইবে তাহা আমাকে বলুন॥ ৫০॥ ঋষিগণ কহিলেন, হে রাজপুত্র! আরাধনাপরায়ণ-নরগণের যে প্রকারে বিষ্ণুর আরাধনা করা কর্ত্তব্য, তাহা যথাবৎ শ্রবণ কর॥ ৫১॥ মনুষ্য প্রথমে চিত্তকে অখিল বাহ্যার্থ ত্যাগ করাইবে, পরে সেই জগদ্ধামের প্রতি নিশ্চল করা উচিত॥ ৫২॥ হে

পার্থিবনন্দন! এইরূপ তন্ময় একাগ্রচিত্তে ধৃতাত্মা হইয়া যাহা জপ্তব্য তাহা আমাদিগের নিকট অবগত হও॥ ৫৩॥ "হিরণ্যগর্ভ পুরুষ প্রধানাব্যক্ত রূপিনে ওম্ নমো বাসুদেবায় শুদ্ধজ্ঞান স্বরূপিনে"॥ ৫৪॥ তোমার পিতামহ ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু পুরাকালে এই জপ্য মন্ত্র জপ করায় জনার্দ্দন তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া ত্রৈলোক্য দুর্ল্লভ যথাভিলষিত ঋদ্ধি দান করিয়াছিলেন। তুমিও ইহা সদা জপ করিয়া গোবিন্দকে তুষ্ট কর॥ ৫৫। ৫৬॥

প্রথমাংশে একাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

দ্বাদশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! নৃপতি-সুত ইহা অশেষপ্রকারে শ্রবণ করিয়া ঋষি সকলকে প্রণিপাত পূর্ব্বক সেই বন হইতে নির্গত হইয়াছিলেন॥ ১॥ হে দ্বিজ! তদনন্তর তিনি আপনাকে কৃতকৃত্য বিবেচনা করিয়া মধুসংজ্ঞক মহাপুণ্য যমুনাতটে গমন করিলেন॥ ২॥ মধুসংজ্ঞক দৈত্য দ্বারা অধিষ্ঠিত বলিয়া মহীতলে মধুবন নামে খ্যাত॥ ৩॥ শত্রুঘ্ন মধুপুত্র লবণ-রাক্ষসকে বিনষ্ট করিয়া সেখানে মথুরা নাম্নী পুরী নির্ম্মাণ করেন"॥ ৪॥ এবং যেখানে দেবদেব হরি মেধার (ভগবানের) সান্নিধ্য আছে, সেই সর্ব্বপাপহরতীর্থে তিনি তপস্যা করিয়াছিলেন॥ ৫॥ মরীচিমুখ্য মুনিগণ যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, অশেষ দেবদেবেশ বিষ্ণুকে সেইরূপ আপানাতে স্থিত বিবেচনা করেন॥ ৬॥ হে বিপ্র! তিনি অনন্যচেতা হইয়া ধ্যান করিলে, সর্ব্বভূতগত ভগবান্ হরি তাঁহার সর্ব্বভাবগত (বিশ্বরূপে তাহার চিত্তস্থগত) হইলেন॥ ৭॥ হে মৈত্রেয়! সেই যোগীর মনে বিষ্ণু অবস্থিত হইলে, ভূতধারিণী ধরা তাঁহার ভার বহন করিতে পারেন নাই॥ ৮॥ তিনি বাম পাদে স্থিত হইলে বাম দিকের অর্দ্ধমেদিনী অবনত এবং দক্ষিণ পাদস্থিত হইলে ক্ষিতির দক্ষিণার্দ্ধ অবনত হইয়া পড়ে॥ ৯॥ হে বিপ্র! যখন তিনি পাদাঙ্গুষ্ঠে বসুধা আক্রমণ করিয়া স্থিত হইলেন, তখন সকল পর্ব্বত সহ বসুধা বিচলিত হইয়াছিল॥ ১০॥ হে মহামুনে! নদী, নদ ও সমুদ্র সকল পরম সংক্ষোভ প্রাপ্ত হইল, তাহাতে অমরগণও নিতান্ত ক্ষুভিত হইয়া উঠিল॥ ১১॥ হে

মৈত্রেয়! যামনামাদেবসকল পরমাকুল হইয়া ইন্দ্রের সহিত মন্ত্রণা পূর্ব্বক ধ্যানভঙ্গের উপক্রম করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥ হে মহামুনে! আতুর, কুষ্মাণ্ডগণ (উপদেব বিশেষ) বিবিধরূপে ইন্দ্রের সহিত অত্যন্তরূপে সমাধিভঙ্গ আরম্ভ করিলেন ॥ ১৩ ॥ তখন মায়াময়ী তন্মাতী সুনীতি যেন সাশ্রু-লোচনে সম্মুখে উপস্থিত হইয়া করুণ বাক্যে "পুত্র"! এই কথা বলিয়া পরে কহিলেন ॥ ১৪ ॥ "হে পুত্র! এই শরীর ব্যয়দারুণ নির্ব্বন্ধ হইতে নিবৃত্ত হও আমি বহুমনোরথে তোমাকে লাভ করিয়াছি। ১৫ ॥ বৎস! সপত্নীর বাক্যে এই অনাথাদীনাকে একা পরিত্যাগ করা তোমার উচিত নহে, তুমি আমার অগতির গতি ॥ ১৬ ॥ কোথায় তুমি পঞ্চবর্ষীয় শিশু, কোথায় এই দারুণ তপস্যা, ফলবর্জ্জিত কষ্টকর নির্ব্বন্ধ হইতে মনকে নিবর্ত্তিত কর ॥ ১৭ ॥ এখন তোমার ক্রীড়ার কাল, তদন্তে অধ্যয়ন, তৎপরে সমস্ত ভোগের এবং অবশেষে তপস্যার সময় ॥ ১৮ ॥ হে পুত্র! তোমার যে ক্রীড়ার কাল তাহাতে তুমি কি কারণে আত্মবিনাশের জন্য এরূপ তপস্যায় রত হইয়াছ ॥ ১৯ ॥ আমার প্রীতি সাধন তোমার পরম-ধর্ম্ম, অতএব বয়োবস্থারক্রিয়াক্রমের অনুবর্ত্তনকর মোহের অনুবর্ত্তন করিও না, এই অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হও ॥ ২০ ॥ বৎস! যদি অদ্য এই তপস্যা পরিত্যাগ না করিতেছ, তাহা হইলে তোমার সাক্ষাতে আমি নিশ্চয়ই প্রাণ-ত্যাগ করিব ॥ ২১ ॥ পরাশর কহিলেন—বিষ্ণুতে সমাহিতমনা ধ্রুব বাষ্পাবিল-বিলোচনা সেই বিলাপকারিণীকে দেখিয়াও দেখিলেন না ॥ ২২ ॥ বৎস! বৎস! ভীষণবনে এই রাক্ষস সকল অভ্যুদ্যত-শস্ত্র হইয়া আসিতেছে, অপগমনকর, এই কথা বলিয়া মাতা সুনীতি চলিয়া গেলেন। অনন্তর অভ্যুদ্যতোগ্রশস্ত্র রাক্ষসগণ জালামালাকুল মুখে আবির্ভূত হইল ॥ ২৩। ২৪ ॥ পরে সেই নিশাচরেরা রাজপুত্রের সম্মুখে দীপ্ত শস্ত্র সকল ভ্রামিত করিতে করিতে অতীব উগ্রনাদ করিয়াছিল ॥ ২৫ ॥ যোগযুক্ত বালকের ত্রাস জন্মাইবার জন্য শত শত শিবা সজ্বাল কবল মুখে চারিদিকে নাদ করিতে লাগিল ॥ ২৬ ॥ নিশাচরগণ কহিল, ইহাকে বধ কর বধ কর, ছেদন কর ছেদন কর; কেহ বা কহিল ইহাকে ভক্ষণ করিয়া ফেল ॥ ২৭ ॥ তদনন্তর সিংহ উষ্ট্র ও মকরানন সেই রজনীচরেরা সেই রাজপুত্রের ত্রাসের জন্য নানাবিধ

নাদ করিল॥ ২৮॥ কিন্তু সেই সকল রাক্ষস, নাদ, শিবা ও অস্ত্রসকল গোবিন্দাসক্তচিত্তবালকের ইন্দ্রিয়গোচর হয় নাই॥ ২৯॥ পৃথিবীনাথের পুত্র একাগ্রচিত্তে আত্মসংশ্রয় বিষ্ণুকেই সতত দেখিতেছিলেন, অন্য কিছুই দেখিতে পান নাই॥ ৩০॥ তৎপরে সমস্ত মায়া বিলীন হইলে, সুরগণ তাঁহা কর্ত্তৃক পরাভূত হইবার আশঙ্কায়, পুনর্ব্বার অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন॥৩১॥ তাঁহার তপস্যায় তাপিত হইয়া তাঁহারা সকলে, জগদ্‌যোনি অনাদি-নিধ-নধন শরণ্য হরির শরণ লইলেন॥ ৩২॥ দেবগণ কহিলেন, হে দেবদেব! জগন্নাথ! পরেশ! পুরুষোত্তম! আমরা ধ্রুবের তপস্যায় তাপিত হইয়া তোমার শরণাগত হইয়াছি॥ ৩৩॥ হে দেব! শশাঙ্ক যেমন কলালেশ দ্বারা দিনে দিনে পূর্ণ হয়েন, সেইরূপ ইনি তপস্যা দ্বারা অহর্নিশ ঋদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছেন॥ ৩৪॥ হে জনার্দ্দন! আমরা ঔত্তানপাদির তপস্যায় এইরূপ ভীত হইয়া, তোমার শরণে আসিয়াছি; তাঁহাকে তপস্যা হইতে নিবর্ত্তিত কর॥ ৩৫॥ তিনি শক্রত্ব, কি সূর্য্যত্ব ইচ্ছা করিতেছেন, কিম্বা ধনাধিপ, অম্বুপ ও সোমের পদে সাভিলাষ হইয়াছেন, তাহা আমরা জানি না॥ ৩৬॥ অতএব হে ঈশ! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও, হৃদয়ের শল্য উদ্ধার কর, উত্তানপাদতনয়কে তপস্যা হইতে সংনিবর্ত্তিত কর॥ ৩৭॥ ভগবান্ কহিলেন, হে সুরসকল! এ ব্যক্তি ইন্দ্রত্ব, সূর্য্যত্ব, বরুণত্ব বা কুবেরত্ব প্রার্থনা করে না; ইহার যাহা কামনা, তাহা আমি সম্পূর্ণ করিব॥ ৩৮॥ হে দেবগণ! তোমরা বিগত-জ্বর হইয়া যথাভিলাষ স্বস্থানে গমন কর। আমি তপস্যাসক্ত বালককে নিবর্ত্তিত করিতেছি॥ ৩৯॥ পরাশর কহিলেন, দেবদেব এইরূপ কহিলে, ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতারা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্ব-স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন॥ ৪০॥ ভগবান্ সর্ব্বাত্মা চতুর্ভুজবপু হরি ধ্রুবের তন্ময়ত্বে তোষিত ও নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন॥ ৪১॥ হে ঔত্তানপাদে! তোমার মঙ্গল হউক, আমি তপস্যায় পরিতোষিত হইয়া তোমাকে বরদানের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছি, হে সুব্রত! বর প্রার্থনা কর॥ ৪২॥ তুমি চিত্তকে বাহ্যার্থ নিরপেক্ষ করিয়া যে আমাতে সমাহিত করিয়াছ, তাহাতে আমি তুষ্ট হইয়াছি; অতএব পরম বর প্রার্থনা কর॥ ৪৩॥ পরাশর কহিলেন, বালক দেবদেবের বাক্যে উন্মীলিতাক্ষ হইয়া ধ্যানদৃষ্ট হরিকে দেখিতে পাইলেন॥ ৪৪॥ শঙ্খ,

চক্র, গদা শার্ঙ্গ বরাসিধর কিরীটী অচ্যুতকে দর্শন করিয়া, ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন॥ ৪৫॥ এবং সহসা রোমাঞ্চিতাঙ্গ ও ভীত হইয়া দেবদেবের স্তব করিতে মানস করিলেন॥ ৪৬॥ পরে "কি বলিয়া ইঁহার স্তব করি, কিরূপ বাক্যেই ইঁহার স্তব হয়", এই চিন্তায় আকুল হইয়া, সেই দেবদেবেরই শরণাগত হইলেন॥ ৪৭॥ ধ্রুব কহিলেন, হে ভগবন্! যদি আমার তপস্যায় পরম সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমাকে এই বর প্রদান করুন, যে, আমি যেন আপনার স্তব করিতে ইচ্ছা করি॥ ৪৮॥ হে দেব! বেদজ্ঞ ব্রহ্মাদিও যাঁহার গতি জানেন না, আমি বালক হইয়া কিরূপে তাদৃশ তোমার স্তব করিতে পারি॥ ৪৯॥ হে পরমেশ্বর! ত্বদ্ভক্তিপ্রবণ আমার এই মন ত্বৎপাদযুগলের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সে বিষয়ে আমাকে প্রজ্ঞা দান কর॥ ৫০॥ পরাশর কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! জগৎপতি গোবিন্দ সেই কৃতাঞ্জলি উত্তানপাদতনয়কে শঙ্খপ্রান্তে স্পর্শ করিয়াছিলেন॥ ৫১॥ অনন্তর নৃপনন্দন তৎক্ষণাৎ প্রসন্নবদন ও প্রণত হইয়া ভূতধাতা অচ্যুতের স্তব করিতে লাগিলেন॥ ৫২॥ ধ্রুব কহিলেন, ভূমি, অপ্, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, ভূতাদি ও আদি-প্রকৃতি যাঁহার রূপ, তাঁহার প্রতি নত হই॥ ৫৩॥ যাঁহার রূপ শুদ্ধ সূক্ষ্ম, অখিলব্যাপী এবং প্রধান হইতে পর, সেই গুণাশী (গুণসাক্ষী) পুরুষকে নমস্কার॥ ৫৪॥ যিনি ভূরাদি, গন্ধাদি, বুদ্ধ্যাদি, প্রধান ও পুরুষের পর এবং শাশ্বত॥ ৫৫॥ সেই ব্রহ্মভূত, আত্মা, অশেষ জগতের পর, শুদ্ধ, পরমেশ্বর ত্বদ্রূপকে শরণাপন্ন হই॥ ৫৬॥ বৃহত্ত্ব ও বৃংহণত্বহেতু যে তোমার যোগিচিন্ত্য অবিকারিরূপ ব্রহ্মনামে অভিহিত হে সর্ব্বাত্মন্! তাদৃশ তোমাকে নমস্কার॥৫৭॥ হে পুরুষোত্তম! তুমি সহস্রশীর্ষা সহস্রাক্ষ ও সহস্রপাদ পুরুষ, ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়াও অতিরিক্ত ভাবে স্থিত রহিয়াছ। যাহা ভূত ও যাহা ভাব্য, তাহা নিশ্চয়ই তুমি। তোমা হইতেই বিরাট (ব্রহ্মাণ্ড), স্বরাট (ব্রহ্মা) ও সম্রাট (মনু), এবং এই সকলের অধিপুরুষ (অধিষ্ঠাতা মহাপুরুষ) ও তোমা হইতে॥ ৫৮। ৫৯॥ অতএব তুমি বিশ্বের অধঃ, ঊর্দ্ধ ও তির্য্যক্ সকলদিকেই অতিরিক্ত হইতেছ, এই বিশ্ব তোমা হইতে জাত, তোমা হইতেই ভূত ও ভবিষ্যৎ॥ ৬০। এই সমস্ত জগৎ ত্বদ্রূপধার ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভূত। যজ্ঞ, সর্ব্বহুত,

পৃষদাজ্য (দধিমিশ্রিত ঘৃত) ও দ্বিধা (গ্রাম্য ও বন্য) পশু, সমস্ত তোমা হইতে॥ ৬১॥ তোমা হইতে সকল ঋক্, সাম, ছন্দ ও যজু উৎপন্ন। অশ্ব, একদন্ত, গো, অজ, অবয় মৃগাদি তোমা হইতে জাত। তোমার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়ের জন্ম। বৈশ্য তোমার উরুজ ও শূদ্রগণ পদদ্বয় হইতে সমুদ্ভূত। তোমার চক্ষুর্দ্বয় হইতে সূর্য্য, শ্রোত্রদ্বয় হইতে অনিল, মন হইতে চন্দ্রমা, শুষির হইতে আমাদের প্রাণবায়ু জাত। মুখ হইতে অগ্নির উদ্ভব, নাভি হইতে গগন ও শিরঃ হইতে দ্যোঃ (সুরলোক) হইয়াছে॥ ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫॥ দিক্ সকল শ্রোত্র হইতে, ও ক্ষিতি পদ হইতে উৎপন্ন। এই সমস্তই তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সুমহান্ ন্যগ্রোধ যেমন অল্পবীজে ব্যবস্থিত, সংযমকালে বীজভূত তোমাতে অখিল বিশ্ব সেইরূপ থাকে। বীজ হইতে অঙ্কুর সম্ভূত ন্যগ্রোধ সমুত্থিত হইয়া যেমন বিস্তার প্রাপ্ত হয়, সৃষ্টিকালে তোমা হইতে জগৎও সেইরূপে হইয়া থাকে। হে ঈশ্বর! কদলী যেমন ত্বক্‌পত্র ব্যতীত পৃথক্ দেখা যায় না, সেইরূপ বিশ্বেরও অন্যত্ব দেখা যায় না; যেহেতু তুমিই বিশ্বাধার। সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত তোমাতেই এক৷ হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ শক্তি আছে॥ ৬৬।৬৭।৬৮।৬৯॥ তুমি গুণবর্জ্জিত, তোমাতে হ্লাদকরী তাপকরী ও মিশ্রা শক্তি নাই। পৃথক্ অথচ একভূত ও ভূতভূত তোমাকে নমস্কার॥ ৭০॥ তুমি প্রভূত-ভূতভূত ও ভূতাত্মা, তোমাকে নমস্কার। ব্যক্ত, প্রধান, পুরুষ, বিরাট স্বরাট ও সম্রাট স্বরূপ তুমি পুরুষ (ক্ষেত্রজ্ঞ) সকলের মধ্যে অক্ষয় বলিয়া অন্তঃকরণে বিভাবিত হও। তুমি সর্ব্বত্র সর্ব্বভূত সর্ব্ব ও সর্ব্বরূপধৃক্। তোমা হইতে সর্ব্ব ও (হিরণ্যগর্ভাদির পুত্রাদি রূপ) তাহা হইতে তুমি। অতএব সর্ব্বাত্মা তোমাকে নমস্কার। হে সর্ব্বেশ! তুমি সর্ব্বাত্মক, যেহেতু সর্ব্বভূতস্থিত। তবে তোমাকে আর কি বলিব, হৃদিস্থিত সমুদয়ই তুমি জানিতেছ। হে সর্ব্বাত্মন্! সর্ব্বভূতেশ! সর্ব্বসত্ত্ব সমুদ্ভব সর্ব্বভূতস্বরূপ তুমি সর্ব্বভূতমনোরথ জানিতেছ। হে নাথ! আমার যাহা মনোরথ, তাহা তুমি সফল করিয়াছ। হে জগৎপতে! আমার তপস্যাও সফল হইয়াছে, যেহেতু তোমার দর্শন পাইলাম॥ ৭১। ৭২। ৭৩। ৭৪। ৭৫॥ শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে রাজপুত্র ধ্রুব! তুমি তপস্যার ফল প্রাপ্ত হইলে,

যে হেতু আমি তোমার দৃষ্ট হইলাম, আমার দর্শন বিফল হয় না॥ ৭৬॥ অতএব আপনার অভিমত বর প্রার্থনা কর, আমি দৃষ্টিগোচর হইলে পুরুষের সমস্তই সম্পন্ন হয়॥ ৭৭॥ ধ্রুব কহিলেন, হে ভগবন্ সর্ব্বভূতেশ! তুমি সকলেরই হৃদয়ে রহিয়াছ। হে স্বামিন্! আমার যাহা মনের বাঞ্ছিত, তাহা তোমার অজ্ঞাত কি?॥ ৭৮॥ হে দেবেশ! তথাপি আমার দুর্ব্বিনীত হৃদয় যে দুর্ল্লভ বস্তুর কামনা করিতেছে, তাহা তোমাকে বলিব॥ ৭৯॥ হে জগৎশ্রেষ্ঠ! তুমি প্রসন্ন হইলে দুর্ল্লভই বা কি? ইন্দ্রও তোমার অনুগ্রহের ফলস্বরূপ ত্রৈলোক্য ভোগ করেন॥ ৮০॥ মাতার সপত্নী গর্ব্বপূর্ব্বক উচ্চ বাক্যে আমাকে বলিয়াছেন যে "যে আমার উদরে জন্মে নাই, এই রাজাসন তাহার নহে"॥ ৮১॥ হে প্রভো! এই জন্য আমি তোমার প্রসাদে জগতের আধারভূত সকলের উত্তমোত্তম অব্যয় স্থান প্রার্থনা করি॥ ৮২॥ ভগবান্ কহিলেন, হে বালক! যে স্থান তোমার প্রার্থিত, তাহা নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবে, পূর্ব্বে অন্যজন্মে তোমা কর্ত্তৃক আমি তোষিত হইয়াছি॥ ৮৩॥ তুমি পূর্ব্বে আমাতে একাগ্রমতি পিতা মাতার শুশ্রূষু ও নিজধর্ম্মানুপালক ব্রাহ্মণ ছিলে॥ ৮৪॥ কিছুকাল পরে, যৌবনে অখিল-ভোগাঢ্য, সুন্দর উজ্জ্বলাকৃতি, কোন রাজপুত্র তোমার মিত্র হন॥ ৮৫॥ তৎসঙ্গহেতু তাহার সেই অতি দুর্ল্লভ ঋদ্ধি অবলোকন করিয়া, তোমার এইরূপ বাঞ্ছা হইল যে "আমিও রাজপুত্র হইব॥ ৮৬॥ হে ধ্রুব! তদনন্তর দুর্ল্লভ উত্তানপাদগৃহে জন্মিয়া যথাভিলষিত রাজপুত্রতা প্রাপ্ত হইয়াছ॥ ৮৭॥ হে বালক! স্বায়ম্ভুবের কুলে যে জন্ম, তাহা অন্যের পক্ষে বর। কিন্তু যে আমাকে পরিতুষ্ট করিয়াছে, তাহার (তোমার) পক্ষে অবর॥ ৮৮॥ যে ব্যক্তি আমাতে মন অর্পণ করিয়াছে, সে আমার আরাধনা করিয়া অবিলম্বিত মুক্তি প্রাপ্ত হয়॥৮৯॥ হে ধ্রুব! তুমি মৎপ্রসাদে ত্রৈলোক্যাধিক স্থানে সর্ব্ব-তারা-গ্রহের আশ্রয় হইবে সন্দেহ নাই॥ ৯০॥ সূর্য্য, সোম, ভৌম, সোমপুত্র বৃহস্পতি, সিত অর্কতনয়াদি সর্ব্ব নক্ষত্র ও সপ্তর্ষি, যাহারা বিমানচারী দেবতা, হেধ্রুব! সকলেরই উপরিভাগে তোমাকে ধ্রুব স্থান দিলাম॥ ৯১। ৯২॥ কোন কোন দেবতা চতুর্যুগ পর্য্যন্ত থাকেন; কেহ কেহ বা মন্বন্তরস্থায়ী হন, কিন্তু তোমাকে আমি কল্পস্থিতি দান করিলাম॥ ৯৩॥ তোমার মাতা অতি-

নির্ম্মলা সুনীতিও বিমানে তারকা হইয়া, তাবৎকাল তোমার নিকটে বাস করিবেন॥৯৪॥ যে সকল মনুষ্য সুসমাহিত হইয়া, সায়ং প্রাতঃকালে তোমার কীর্ত্তন করিবে, তাহাদের মহৎ পুণ্য হইবে॥ ৯৫॥ পরাশর কহিলেন, হে মহামতে! দেবদেব জনার্দ্দন জগন্নাথ হইতে এইরূপে শ্রেষ্ঠ স্থান বর প্রাপ্ত হইয়া ধ্রুব বাস করিতেছেন॥ ৯৬॥ তাঁহার মানবৃদ্ধি ও মহিমা নিরীক্ষণ করিয়া দেবাসুরাচার্য্য উশনা এই শ্লোক গান করিয়াছিলেন॥ ৯৭॥ অহো! ইহাঁর কি তপস্যার বীর্য্য! অহো ইহাঁর কি তপস্যার ফল! সপ্তর্ষিমণ্ডল ইহাঁকে অগ্রে করিয়া স্থিত রহিয়াছেন॥ ৯৮॥ ইনি ধ্রুবের সুনীতি নাম্নী সুনৃতা জননী,—ইহাঁরও মহিমা বর্ণন করিতে পৃথিবীতে কে সক্ষম?॥ ৯৯॥ যিনি ধ্রুবকে গর্ভে ধারণ করিয়া, ত্রৈলোক্যের আশ্রয়তা প্রাপ্ত হইয়া স্থিরায়তি পরমস্থানকে নিবাসরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন॥ ১০০॥ যে ব্যক্তি নিত্য ধ্রুবের এই স্বর্গারোহণ কীর্ত্তন করেন, তিনি সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে বিরাজিত হন। তিনি স্বর্গে বা পৃথিবীতে স্থানভ্রষ্ট হয়েন না এবং সর্ব্বকল্যাণযুক্ত হইয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকেন॥ ১০১। ১০২॥

প্রথমাংশে দ্বাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—মঙ্গলালয় ধ্রুবের পত্নী শম্ভু, শিষ্টি ও ভব্য নামক দুই পুত্র প্রসব করেন। শিষ্টির পত্নী সুচ্ছায়া, রিপু, রিপুঞ্জয়, বিপ্র, বৃকল ও বৃকতেজা এই পঞ্চ অকল্মষ পুত্র ধারণ করেন। রিপুর স্ত্রী বৃহতী সর্ব্বাতেজা চাক্ষুষের গর্ভধারিণী। ১। ২। চাক্ষুষ, মহাত্মা অরণ্যপ্রজাপতির আত্মজা বারুণী পুষ্করিণী নাম্নী পত্নীতে (ষষ্ঠমন্বন্তর পতি) মনুকে উৎপাদন করেন। ৩। হে জগৎশ্রেষ্ঠ! বৈরাজ প্রজাপতির কন্যা নড্বলার গর্ভে মনুর মহৌজস্ দশ পুত্র জন্মিয়াছিলেন। উরু, পুরু, শতদ্যুম্ন তপস্বী, সত্যবাক্, কবি, অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, সুদ্যুম্ন এবং দশম অভিমন্যু। উরুর পত্নী আগ্নেয়ী, মহাপ্রভ অঙ্গ, সুমনস্, স্বাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা ও শিব এই ষট্ পুত্রের জননী। অঙ্গের পত্নী সুনীথা একমাত্র পুত্র বেণের প্রসূতি। ৪। ৫। ৬। ৭

হে মহামুনে! ঋষিগণ প্রজার নিমিত্ত তাঁহার দক্ষিণ কর মন্থন করেন। বেণের পাণি মথিত হইলে বৈণ্য নামে মহীপাল উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ইনি পৃথু বলিয়া পরিকীর্ত্তিত এবং প্রজাবর্গের হিতসাধন জন্য পুরাকালে মহীকে দোহন করিয়াছিলেন।৮।৯। মৈত্রেয় কহিলেন, হে মুনিসত্তম! পরম ঋষিগণ কি নিমিত্ত বেণ রাজার পাণি মন্থন করেন, কিরূপেই বা তাহাতে মহাবীর্য্য পৃথুর জন্ম হয়।১০। পরাশর কহিলেন, মৃত্যুর সুনীথা নাম্নী যে কন্যা প্রথমে হন, তাঁহাকে অঙ্গের ভার্য্যারূপে দেওয়া হয়। তাঁহাতেই বেণের জন্ম।১১। হে মৈত্রেয়!—মৃত্যুর সুতাত্মজ বেণ মাতামহদোষে স্বভাবতঃই দুষ্ট হইয়াছিলেন।১২। তিনি যখন পরম ঋষিগণকর্ত্তৃক রাজ্যে অভিষিক্ত হন, তখন তিনি পৃথিবীপতি হইয়া পৃথিবীতে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, "কেহ যজ্ঞ করিতে পাইবে না, হোম করিতে পাইবে না এবং কেহ কদাচ দান করিবে না। আমিই ত যজ্ঞপতি প্রভু, অন্য কে যজ্ঞের ভোক্তা।১৩।১৪। হে মৈত্রেয়!—তদনন্তর ঋষিগণ উপস্থিত হইয়া ঐ জগতীপতিকে সম্মানপূর্ব্বক প্রথমে সাম-মধুর বাক্য বলিয়াছিলেন।১৫। ঋষিগণ কহিলেন, ভো ভো প্রভো রাজন্! রাজ্যদেহের উপকারার্থ এবং প্রজাদের পরম হিতের জন্য যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।১৬। আমরা দেবেশ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর হরিকে দীর্ঘসত্রে পূজা করিব, তোমার মঙ্গল হউক, তাহাতে তোমার অংশ থাকিবে।১৭। হে নৃপ! যজ্ঞপুরুষ হরি আমাদের যজ্ঞে সংপ্রীত হইয়া তোমাকে সর্ব্বকামনা প্রদান করিবেন।১৮। যাঁহাদের রাষ্ট্রে যজ্ঞেশ্বর হরি যজ্ঞে সংপূজিত হন, সেই ভূভুজগণকে তিনি সর্ব্বেপ্সিত দান করেন।১৯। বেণ কহিলেন—আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য কে দ্বিতীয় আরাধ্য আছে? এই হরি কে, যে তাঁহাকে যজ্ঞেশ্বর বলা হইতেছে।২০। ব্রহ্মা, জনার্দ্দন, শম্ভু, ইন্দ্র, বায়ু, যম, রবি হুতভুক্, বরুণ, ধাতা, পূষা, ভূমি, নিশাকর এবং অন্য যে সকল দেবতা শাপানুগ্রহকারী, তাঁহারা সকলেই নৃপের শরীরস্থ। কারণ নৃপ সর্ব্ব দেবময়।২১।২২। হে দ্বিজগণ!—তোমরা ইহা বিবেচনা করিয়া যথাবৎ আমার আজ্ঞা পালন কর। তোমাদের দাতব্য, হোতব্য, যষ্টব্য কিছুই নাই।২৩। ভর্ত্তৃশুশ্রূষা যেমন স্ত্রীলোকের পরমধর্ম্ম, সেইরূপ আমার আজ্ঞা পালনই

তোমাদের ধর্ম্ম। ২৪। ঋষিগণ কহিলেন, হে মহারাজ! আজ্ঞা কর, ধর্ম্ম-সংক্ষয় না হউক, যেহেতু হবির পরিণামই এই অখিল জগৎ ২৫। পরাশর কহিলেন,—পরমর্ষিগণ কর্ত্তৃক এইরূপে বিজ্ঞাপ্যমান ও পুনঃ পুনঃ প্রোক্ত হইয়াও যখন অনুজ্ঞা দিলেন না, তখন মুনি সকল কোপামর্ষসমন্বিত হইয়া পরস্পর বলিয়া উঠিলেন, "হনন কর, এই পাপকে হনন কর" ॥ ২৬।২৭ ॥ যে অধমাচার, যজ্ঞপুরুষ দেব অনাদি-অনন্ত প্রভুকে নিন্দা করিতেছে, সে ভূপতির যোগ্য নহে ॥ ২৮ ॥ মুনিগণ এইরূপ কহিয়া ভগবন্নিন্দনাদি দ্বারা পূর্ব্ব হইতেই নিহত নৃপকে মন্ত্রপূত কুশদ্বারা নিহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৯ ॥ তদনন্তর চারিদিকে রেণু দেখিতে পাইয়া তাঁহারা নিকটস্থ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহা কি" ॥ ৩০ ॥ তাহারা আতুর ভাবে তাঁহাদিগকে কহিল, 'অরাজক রাজ্যে চৌরগণ কর্ত্তৃক পরস্ব গ্রহণ আরব্ধ হইয়াছে ॥ ৩১ ॥ হে মুনিসত্তমগণ! পরবিত্তাপহারী উদ্ধতগতি সেই চৌরদিগের এই সুমহান্ পদরেণু দেখা যাইতেছে ॥ ৩২ ॥ পরে মুনি সকল মন্ত্রণা করিয়া পুত্রের নিমিত্ত যত্নপূর্ব্বক ঐ নিঃসন্তান ভূপতির উরুমন্থন করিলেন ॥ ৩৩ ॥ মথ্যমান উরু হইতে দগ্ধ স্থূণা (স্তম্ভ বা খুঁটি) সদৃশ খর্ব্বমুখ অতিহ্রস্বকায় এক পুরুষ উত্থিত হইয়া কহিল "কি করিব"? তাহারা কহিলেন 'নিষীদ' (চলিয়া যাও) এজন্য সে নিষাদ হইল ॥ ৩৪। ৩৫ ॥ হে মুনিশার্দ্দূল! পরে তৎসন্তানেরা বিন্ধ্যশৈল নিবাসী পাপকর্ম্মোপলক্ষণ নিষাদ হইল। ৩৬। সেই নিষাদরূপে ভূপতির পাপ নির্গত হইয়াছিল, এজন্য তাহারা বেণকল্মষনাশন নামে খ্যাত। ৩৭। তদনন্তর দ্বিজগণ তাহার দক্ষিণ হস্ত মন্থন করিলে তাহাতে প্রতাপবান দীপ্যমানবপুঃ সেই বৈণ্য পৃথু সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় দীপ্তি পাইতে পাইতে জন্মিলেন। তখন আজগব নামে আদ্যধনুঃ দিব্যশর ও কবচ আকাশ হইতে পতিত হইল। তিনি জন্মিলে সকলেই আহ্লাদিত হইয়াছিল। ৩৮। ৩৯। ৪০। সেই সুমহাত্মা সৎপুত্রের জন্ম হওয়াতে বেণও পুন্নাম নরক হইতে ত্রাণ পাইয়া ত্রিদিবে গমন করিলেন। ৪১। সমুদ্র ও নদী-সকল সর্ব্বপ্রকার রত্ন ও অভিষেকার্থ জল গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। ৪২। অঙ্গিরস্ দেবগণের সহিত ভগবান্ পিতামহ ও স্থাবর জঙ্গম সকল সমাগত হইয়া নরাধিপ বৈণ্যকে স্নান করাইলেন।

পিতামহ দক্ষিণ হস্তে চক্র দৃষ্টি করিয়া, পৃথুকে বিষ্ণুর অংশ বিবেচনা করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। চক্রবর্ত্তীদিগের মধ্যে যাঁহার প্রভাব দেবতারাও খর্ব্ব করিতে পারেন না, তাঁহারই হস্তে বিষ্ণুচিহ্ন চক্র থাকে। ৪৩। ৪৪। ৪৫। বিধিবৎধর্ম্মকোবিদ্‌গণ, মহাতেজা প্রতাপবান্ সেই বৈণ্য পৃথুকে মহৎ রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। পিতার অপরঞ্জিত প্রজাবর্গ তৎকর্ত্তৃক অনুরঞ্জিত হইল। অনুরাগ হেতু তাঁহার নাম 'রাজা' হইল। ইনি সমুদ্রে গমন করিলে জল স্তম্ভিত হইত, বনযাত্রাকালে পর্ব্বত-সমুদয় পথ দিত, কখন তাঁহার পতাকাভঙ্গ হয় নাই। পৃথিবী বিনা কর্ষণেই শস্যশালিনী, সুতরাং চিন্তামাত্রেই অন্নলাভ হইতে লাগিল ॥ ৬। ৪৭।৪৮।৪৯॥ গো সকল সর্ব্বকামদুঘা, এবং পুটকে পুটকে মধু হইল। তিনি জন্মমাত্রে পৈতামহ যজ্ঞ করেন, তাহাতে সেই দিনেই সূতি (ঐ যজ্ঞের অন্তর্গত সোমযজ্ঞ ভূমিতে) মহামতি সূত ও ঐ মহাযজ্ঞে প্রাজ্ঞ মাগধ উৎপন্ন হন ॥ ৫০। ৫১॥ মুনিবরগণ উভয়কে বলিলেন, তোমরা প্রতাপবান্ বৈণ্য পৃথু নৃপতির স্তব কর ॥ ৫২॥ তোমাদের অনুরূপ কর্ম্মই এই, এবং ইনিও স্তোত্রের পাত্র। তদনন্তর ইহারা উভয়ে কৃতাঞ্জলি হইয়া বিপ্র সকলকে বলিলেন, অদ্যজাত এই মহীপতির কর্ম্ম বা গুণ জানা যাইতেছে না এবং ইহাঁর যশঃও প্রথিত নাই, অতএব কি আশ্রয় করিয়া আমরা ইহাঁর স্তব করিব বলুন॥ ৫৩। ৫৪॥ ঋষিগণ কহিলেন, এই মহাবল চক্রবর্ত্তী নৃপ যেরূপ কর্ম্ম করিবেন এবং ইহাঁর যে সকল গুণ হইবে, তদ্দ্বারা ইহার স্তব কর॥ ৫৫॥ পরাশর কহিলেন, তদনন্তর নৃপতি তাহা শুনিয়া পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন। বিবেচনা করিলেন, লোকে সদ্গুণ দ্বারা শ্লাঘ্যতা প্রাপ্ত হয় এবং ইহাঁরা আমার গুণের স্তব করিবেন, অতএব অদ্য স্তোত্রে যেরূপ গুণ-নির্ব্বর্ণন করিবেন, আমি সমাহিত হইয়া তাহাই করিব॥ ৫৭॥ যে বিষয় বর্জ্জনীয় বলিবেন, তাহা বর্জ্জন করিব। অনন্তর সেই সূত মাগধ ধীমান্ বৈণ্য পৃথুর ভবিষ্য-কর্ম্ম দ্বারা সম্যক্ সুস্বরে স্তব করিতে লাগি-লেন ॥৫৭॥ এই নরেশ্বর নৃপ সত্যবাক্, দানশীল, সত্যসন্ধ, লজ্জাশীল, মৈত্র, ক্ষমাশীল, বিক্রান্ত, দুষ্টশাসন, ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, দয়াবান, প্রিয়ভাষক, মান্যমান-য়িতা, যজ্ঞরত, ব্রহ্মণ্য, সাধুসম্মত, শত্রুমিত্রে-সমদর্শী এবং ব্যবহারে স্থিত।

তিনি সূতোক্ত এই সকল গুণ মনে করিলেন এবং সেইরূপ কর্ম্মও করিয়াছিলেন, পৃথিবীপাল এইরূপে বসুধা পালন করতঃ ভূরি দক্ষিণাযুক্ত বিবিধ মহৎ যজ্ঞদ্বারা যজন করিয়াছিলেন। অরাজক কালে সমস্ত ওষধি প্রণষ্ট হইলে প্রজাগণ ক্ষুধার্দ্দিত হইয়া সেই পৃথিবীনাথের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তৎকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তথায় গমন কারণ বলিতে লাগিলেন ॥৬০।৬১।৬২।৬৩।৬৪।৬৫॥ প্রজাগণ কহিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ প্রজেশ্বর! অরাজক হইলে ধরিত্রী সকলৌষধি গ্রাস করিয়াছে, তাহাতে সমস্ত প্রজা, ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে ॥ ৬৬ ॥ বিধাতা তোমাকে আমাদের বৃত্তিপ্রদ প্রজাপালক নিরূপণ করিয়াছেন, আমাদের ক্ষুধার্ত্তপ্রজাগণকে জীবনৌষধি দান কর ॥ ৬৭ ॥ পরাশর কহিলেন, অনন্তর নৃপতি কুপিত হইয়া দিব্য আজগব ধনুঃ ও শর সকল গ্রহণপূর্ব্বক বসুধার অনুধাবন করিলেন। বসুন্ধরা শীঘ্র গোরূপ হইয়া পলায়ন ও ত্রাসহেতু ব্রহ্মলোকাদিতে গমন করিলেন ॥ ৬৮। ৬৯ ॥ ভূতধারিণী দেবী যে যে স্থানে গমন করিলেন, সেই সেই স্থানেই উদ্যতশস্ত্র বৈণ্যকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৭০ ॥ তৎপরে বসুধা কম্পিতা ও তদ্বাণ হইতে পরিত্রাণপরায়ণা হইয়া পৃথুপরাক্রম পৃথুকে বলিলেন ॥ ৭১ ॥ হে নরেন্দ্রনৃপ! তুমি কি স্ত্রীবধে মহাপাপ দেখিতেছ না? তাই আমাকে বিনষ্ট করিবার জন্য উদ্যম করিতেছ ॥ ৭২ ॥ পৃথু কহিলেন, ওরে দুষ্টকারিণি! যেখানে একজন নিধন প্রাপ্ত হইলে অনেকের রক্ষা হয়,সেখানে সেই একেরই বধ পুণ্যপ্রদ ॥৭৩॥ পৃথিবী কহিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তুমি প্রজাগণের উপকারের নিমিত্ত যদি আমাকে বধ কর,তবে তোমার প্রজাদের আধার কে হইবে।৭৪। পৃথু কহিলেন, বসুধে! তুমি আমার শাসনপরাঙ্মুখী, তোমাকে বাণদ্বারা হত করিয়া আমি আত্মযোগ বলে এই সকল প্রজা ধারণ করিব ॥ ৭৫ ॥ পরাশর কহিলেন,— তখন বসুধা কম্পিতাঙ্গী ও পরম ভীতা হইয়া রাজাকে প্রণামপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন ॥ ৭৬ ॥ পৃথিবী কহিলেন, উপায়ানুসারে কার্য্য করিলে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হয়, অতএব তোমাকে উপায় বলিতেছি, যদি ইচ্ছা হয় কর ॥ ৭৭ ॥ হে নরনাথ! সমস্ত ওষধি জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি, যদি ইচ্ছা কর, তবে সেই সকল ক্ষীরপরিণামিনী ওষধি আমি দিব। হে ধর্ম্মভৃতাম্বর! প্রজাহিতার্থ আমাকে বৎস প্রদান কর, তাহাতে আমি বৎসলা হইয়া

করণ করি। হে বীর! আমাকে সমন্ততঃ সর্ব্বত্র সম কর, তাহাতে বনৌষধির বীজভূত ক্ষীর সর্ব্বত্র ধারণ করি॥ ৭৮।৭৯।৮০॥ পরাশর কহিলেন, তদনন্তর বৈণ্য ধনুঃ কোটীদ্বারা শতসহস্র শৈল উৎসারিত করিলেন, তাহাতেই শৈল সকল বিবর্দ্ধিত (একৈকত্র উচ্চতরকৃত) হইয়াছে॥ ৮১॥ পূর্ব্ব সৃষ্টিতে বিষম পৃথিবীতলে পুর বা গ্রামের প্রবিভাগ, শস্য, গোরক্ষ কৃষি ও বণিক্ পথ থাকে নাই। হে মৈত্রেয়! বৈণ্য হইতেই এ সকলের সম্ভব॥ ৮২।৮৩॥ ভূমির যে যে স্থল সম ছিল, নরাধিপ সেই সেই স্থানে প্রজাদিগের নিবাস কল্পনা করিলেন। ৮৪॥ ওষধি সকল প্রণষ্ট হইলে ফল মূল মাত্র তখন প্রজাদের আহার হইয়াছিল, তাহাও অতি কষ্টে॥ ৮৫॥ পৃথিবীনাথ প্রভু পৃথু স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস কল্পনা করিয়া স্বহস্তে পৃথিবী দোহন করেন, তাহাতে তাঁহার প্রজাগণের হিতকামনায় শস্য সকল জন্মিল। হে তাত! প্রজাবর্গ অদ্যাপি সেই অন্নে জীবন ধারণ করিতেছে॥ ৮৬।৮৭॥ প্রাণ প্রদান হেতু পৃথু, ভূমির পিতা হইয়াছিলেন, এ জন্য অখিলভূতধারিণী, পৃথিবী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। ৮৮॥ তৎপরে দেব, মুনি, দৈত্য, অদ্রি, গন্ধর্ব্ব, উরগ, যক্ষ ও পিতৃগণ স্বাভিমত পাত্র গ্রহণে ভূমি হইতে স্বাভিমত বস্তু দোহন করিলেন। তজ্জাতীয়েরাই তাঁহাদের বৎস ও দোগ্ধা হইয়াছিলেন॥ ৮৯।৯০॥ বিষ্ণুপাদতলোদ্ভবা সেই পৃথ্বীই সর্ব্বজগতের ধাত্রী, বিধাত্রী, ধরিণী এবং পোষণী॥ ৯১॥ এতাদৃশপ্রভাব বীর্য্যবান্ মহীপতি বেণপুত্র পৃথু জন্মিয়াছিলেন এবং জনরঞ্জন হেতু প্রথমে রাজা হন॥ ৯২॥ যে নর, বৈণ্য পৃথুর এই জন্ম কীর্ত্তন করেন, তাঁহার কিছুমাত্র দুষ্কৃত থাকে না এবং এই জন্ম কীর্ত্তন তাঁহার পক্ষে ফলদায়ী হয়॥ ৯৩॥ পৃথুর এই উত্তম জন্ম ও প্রভাব শ্রবণ করিলে সতত দুঃস্বপ্নের উপশম হয়॥ ৯৪॥

প্রথমাংশে ত্রয়োদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পৃথুর মহাবীর্য্য দুই পুত্র, অন্তর্দ্ধি ও পালী। অন্তর্দ্ধানের স্ত্রী শিখণ্ডিনী হবির্দ্ধানকে প্রসব করেন॥ ১॥ হবির্দ্ধানের ঔরসে আগ্নেয়ী ধিষণা ছয়-পুত্রের জননী। প্রাচীন বর্হিঃ, শুক্র, গয়, কৃষ্ণ, ব্রজ ও অজিন॥ ২॥ ভগবান্ প্রাচীন বর্হি মহারাজ মহান্ প্রজাপতি ছিলেন। যদ্দ্বারা প্রজাবর্গ সংবর্দ্ধিত। হে মুনে! তাঁহার সময়ে প্রাচীনাগ্র কুশে পৃথিবীতল আস্তৃত হইয়াছিল। ভগবান্ প্রাচীনবর্হি মহাবল বলিয়া খ্যাত॥ ৪॥ মহীপতি মহাতপস্যার পর সমুদ্রতনয়া সবর্ণাতে কৃতদার হন, সামুদ্রী সবর্ণা তাঁহা হইতে প্রচেতানামে ধনুর্ব্বেদপারগ দশপুত্র ধারণ করেন॥ ৫। ৬॥ যাঁহারা অপৃথক্ ধর্ম্মাচরণ ও সমুদ্রসলিলবাসী হইয়া দশসহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত মহৎ তপস্যা করিয়াছিলেন॥ ৭॥ মৈত্রেয় কহিলেন, হে মহামুনে! মহাত্মা প্রচেতসগণ যে জন্য সমুদ্রান্তঃ মধ্যে তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহা বলুন॥৮॥ পরাশর কহিলেন, প্রজাপতিনিযুক্ত অমিতাত্মা পিতা, প্রচেতসদিগকে বহুমান পুরঃসর পুত্রার্থ, বলিলেন॥ ৯॥ হে সুতগণ! প্রজাপতি আমাকে "প্রজা-সংবর্দ্ধন কর" এইরূপ আদেশ করায় আমি "তথাস্তু" বলিয়াছি॥ ১০॥ অতএব পুত্রগণ! তোমরা আমার প্রীতির নিমিত্ত অতন্দ্রিত হইয়া প্রজাবৃদ্ধি কর। প্রজাপতির সমাজ্ঞা তোমাদের মাননীয়॥ ১১॥ পরাশর কহিলেন, তদনন্তর নৃপনন্দনেরা পিতার বাক্যে তথাস্তু বলিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন॥ ১২॥ প্রচেতসগণ কহিলেন, হে তাত! যে কর্ম্ম দ্বারা আমরা প্রজাবৃদ্ধি করিতে সমর্থ হই, তাহা আমাদিগকে বলুন॥১৩॥ পিতা কহিলেন, মনুষ্যগণ বরদ বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া অসংশয় ইষ্টলাভ করে, অন্যথা নহে। আর কি তোমাদিগকে বলিব॥ ১৪॥ অতএব যদি সিদ্ধি অভিলাষ কর, তবে তোমরা প্রজাবৃদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বভূত প্রভু হরি গোবিন্দের আরাধনা কর॥ ১৫॥ অনাদি ভগবান্ পুরুষোত্তম ধর্ম্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষেচ্ছু ব্যক্তিদিগের সদা আরাধনীয়॥ ১৬॥ যাঁহার আরাধনা করিয়া প্রজাপতি, আদিকালে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই অচ্যুতের আরা-ধনা করিলে তোমাদের প্রজাবৃদ্ধি হইবে॥ ১৭॥ পরাশর কহিলেন,—হে

মুনিশ্রেষ্ঠ! পিতা এইরূপ কহিলে প্রচেতস্‌নামা সেই দশ পুত্র, সমুদ্র সলিলে মগ্ন, সমাহিত, ও সর্ব্বলোকপরায়ণ জগৎপতি নারায়ণের প্রতি ন্যস্তচিত্ত হইয়া দশ সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥ তাঁহারা সেই স্থানে থাকিয়াই একাগ্রমনে দেবদেব হরির স্তব করিয়াছিলেন, যিনি স্তুত হইয়া স্তবকর্ত্তার ইষ্টকাম প্রদান করেন॥ ২০ ॥ মৈত্রেয় কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! প্রচেতস্‌গণ সমুদ্রজলমধ্যে থাকিয়া বিষ্ণুর যে স্তব করিয়াছিলেন, সেই সুপুণ্য স্তব আমাকে বলুন॥ ২১ ॥ পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়! প্রচেতাসকল সমুদ্রসলিলবাসী ও তন্ময়ীভূত হইয়া পূর্ব্বে যেরূপে গোবিন্দের স্তব করিয়াছিলেন, শ্রবণ কর॥ ২২ ॥ প্রচেতস্‌গণ কহিলেন, যাঁহাতে সর্ব্ববাক্যের শাশ্বতী প্রতিষ্ঠা, অশেষ জগতের আদ্য, জ্যোতিঃ অনৌপম্য অনন্তর, অপারবৎ অশেষ স্থাবর অস্থাবরের যোনিভূত, আদ্য সেই পরম প্রভুর প্রতি আমরা নত হই॥ ২৩। ২৪ ॥ যে অরূপ পরমেশের প্রথমরূপ অহঃ তদনন্তর নিশা এবং সন্ধ্যা সেই কালাত্মাকে নমস্কার॥ ২৫ ॥ সকলের জীবভূত সুধাত্মকরূপ দেব ও পিতৃগণ অনুদিন ভোগ করিতেছেন, সেই সোমাত্মাকে নমস্কার॥ ২৬ ॥ যে তীব্রাত্মা স্বভাঃ-দ্বারা আকাশ প্রকাশিত করিয়া তমোবিনাশ করেন এবং যিনি ঘর্ম্ম, শীত ও জলের যোনি, সেই সূর্য্যাত্মাকে নমস্কার॥ ২৭ ॥ যিনি কাঠিন্যবান্ শব্দাদির সংশ্রয় ও ব্যাপী, এই অশেষ জগৎ ধারণ করিতেছেন সেই ভূম্যাত্মাকে নমস্কার॥ ২৮ ॥ যাহা জগতের যোনিভূত, ও সর্ব্ব দেহীর বীজ, হরিমেধার (বিষ্ণুর) সেই জলরূপকে আমরা নমস্কার করি॥ ২৯ ॥ যিনি হব্যভুক্‌রূপে দেব ও পিতৃগণের মুখ স্বরূপ, সেই পাবকাত্মা বিষ্ণুকে নমস্কার॥ ৩০ ॥ যে আকাশ-যোনি ভগবান্ দেহে পঞ্চধা অবস্থিত হইয়া অনিশ (সর্ব্বদা) চেষ্টা করিতেছেন, সেই পরমাত্মাকে নমস্কার॥ ৩১ ॥ যে অনন্ত মূর্ত্তিমান্ (অন্ত ও মূর্ত্তিরহিত শুদ্ধ, অশেষভূতের অবকাশ প্রদান করিতেছেন, সেই ব্যোমাত্মাকে নমস্কার॥ ৩২ ॥ যিনি সর্ব্বদা সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গের উত্তম স্থান, সেই শব্দাদিরূপ বেধা কৃষ্ণকে নমস্কার॥ ৩৩ ॥ যে অক্ষর ইন্দ্রিয়াত্মা নিত্য বিষয় গ্রহণ করেন, সেই জ্ঞানমূল হরিমেধার প্রতি আমরা নত হই॥ ৩৪ ॥ যিনি ইন্দ্রিয় গৃহীত বিষয় সকল আত্মাকে প্রদান করেন, সেই অন্তঃকরণভূত বিশ্বাত্মাকে নমস্কার

॥ ৩৫ ॥ সকল বিশ্ব যে অনন্তে থাকে, যাহা হইতে উদ্গত, এবং লয়স্থানও যিনি, সেই প্রকৃতি-ধর্ম্মকে নমস্কার॥ ৩৬॥ যে অগুণ ও শুদ্ধ ভ্রান্তিজ্ঞানে গুণবানের ন্যায় সংলক্ষিত হয়েন, সেই আত্মরূপী দেব পুরুষোত্তমের প্রতি নত হই॥ ৩৭ ॥ যাহা অবিকার, অজ, শুদ্ধ, নির্গুণ ও নিরঞ্জন, বিষ্ণুর পরমপদ সেই পরমব্রহ্মের প্রতি আমরা নত হই॥ ৩৮॥ যাহা অদীর্ঘহ্রস্ব, অস্থূল অনন্বগ্র্য, অলোহিত, অস্নেহচ্ছায়, অনণু, অসক্ত অশরীরী, অনাকাশ, অসংস্পর্শ, অগন্ধ ও অরস। যাহা অচক্ষুঃশ্রোত্র, অচল অবাক্ প্রাণ, অমানস, অনামগোত্র, অমুখ, অতেজস্ক, অভয়, ভ্রান্তিরহিত, অনিন্দ্য, অজরামর, অজর অশব্দ, অমৃত, অপ্লুত, অসংবৃত এবং যাহাতে পূর্ব্বাপর নাই, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ। যাহা জিহ্বাদৃষ্টির গোচর নহে, বিষ্ণুর সেই পরম ঈশিত্ব গুণবৎ সর্ব্বভূত সংশ্রয় পদে আমরা নত হইতেছি॥ ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩॥ পরাশর কহিলেন, প্রচেতসগণ তৎসমাধি হইয়া এইরূপে বিষ্ণুর স্তব করতঃ দশ সহস্র বৎসর মহার্ণবে তপশ্চরণ করিয়াছিলেন॥ ৪৪॥ তদনন্তর উন্নিদ্র নীলোৎপলদলকান্তি ভগবান্ হরি প্রসন্ন হইয়া দর্শন দিয়াছিলেন॥ ৪৫॥ প্রচেতস্ সকল তাঁহাকে পক্ষিরাজ সমারূঢ় অবলোকন করিয়া ভক্তিনম্র মস্তকে প্রণিপাত করিলেন॥ ৪৬॥ তখন ভগবান্ তাঁহাদিগকে কহিলেন, "ঈপ্সিতবর প্রার্থনা কর, আমি প্রসাদসুমুখ ও তোমাদের বরদ হইয়া সমুপস্থিত হইয়াছি" ॥ ৪৭॥ প্রচেতসগণ বরদকে প্রণিপাতপূর্ব্বক পিতার সমাদিষ্ট প্রজাবৃদ্ধির কারণ বলিলেন। সেই দেব যথাভিলষিত বর দিয়া আশু অন্তর্দ্ধান করিলেন এবং তাঁহারাও জল হইতে নির্গত হইলেন॥ ৪৮.৪৯॥

প্রথমাংশে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—প্রচেতসগণ তপশ্চরণ করিতে থাকিলে মহীরুহ সকল অরক্ষ্যমানা (কর্ষনাদি রহিতা) পৃথিবীকে আবৃত করে, এবং প্রজাক্ষয় হয় ॥ ১॥ মারুত বহন করিতে পারে নাই, আকাশ বৃক্ষ সকলে আবৃত হইয়াছিল এবং প্রজাসকল দশ সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিতে অক্ষম॥ ২॥

জল হইতে নিষ্ক্রান্ত প্রচেতসগণ তাহা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন, তাঁহারা জাত-ক্রোধ হইয়া মুখ হইতে বায়ু ও অগ্নি সৃষ্টি করিলেন॥ ৩॥ বায়ু ঐ বৃক্ষ সকলকে উন্মূলিত করিয়া শোষণ এবং অগ্নি তাহাদিগকে দগ্ধ করে, তাহাতে ঘোর বৃক্ষ সংক্ষয় হয়॥ ৪॥ অনন্তর বৃক্ষের রাজা সোম তরু সংক্ষয় দেখিয়া কিছু বৃক্ষ অবশিষ্ট থাকিতে এই সকল প্রজাপতির নিকটে গিয়া বলিলেন॥ ৫॥ হে রাজগণ! কোপ সংবরণ কর. আমার কথা শুন, আমি ক্ষিতিরুহ (বৃক্ষ) গণের সহিত তোমাদের সন্ধি করিয়া দিব॥ ৬॥ আমি পূর্ব্বে ভবিষ্যচিন্তা করিয়া রত্নভূতা এই বরবর্ণিনী বার্ক্ষেয়ী (বৃক্ষ হইতে উৎপন্না) কন্যাকে সুধাময় কিরণে বর্দ্ধিত করিয়াছি॥ ৭॥ মারীষা নাম্নী এই মহাভাগা বৃক্ষ কন্যা, নিশ্চয়ই তোমাদের বংশবিবর্দ্ধিনী ভর্য্যা হউক॥৮॥ তোমাদের ও আমার অর্দ্ধ অর্দ্ধ তেজে ইহার গর্ভে বিদ্বান্ দক্ষ প্রজাপতি উৎপন্ন হইবেন॥ ৯॥ আমার সৌম্যাংশ ও তোমাদের তেজোময় অগ্নি-যোগে অগ্নিসম হইয়া প্রজাসংবর্দ্ধন করিবেন॥ ১০॥ পূর্ব্বকালে কণ্ডু নামে বেদবিদাম্বর এক মুনি ছিলেন, তিনি সুরম্য গোমতীতীরে পরম তপস্যা করিতেছিলেন॥ ১১॥ সুরেন্দ্র প্রম্লোচা নাম্নী কোন শুচিস্মিতা বরাপ্সরাকে তাঁহার ক্ষোভ (চিত্তবিকার) উৎপাদনের নিমিত্ত নিযুক্ত করেন, সে সেই ঋষিকে ক্ষোভিত করিয়াছিল॥ ১২॥ তিনি বিকৃত ও বিষয়াশক্তমানস হইয়া তাহার সহিত কিছু অধিক শত বৎসর মন্দর পর্ব্বতের দ্রোণিতে বাস করেন॥ ১৩॥ তখন সে ঐ মহাত্মাকে বলিল? হে ব্রহ্মন্! আমি স্বর্গে যাইতে ইচ্ছা করি। প্রসন্ন হইয়া অনুজ্ঞা দাও॥ ১৪॥ সে এইরূপ বলিলে তৎপ্রতি আসক্তচিত্ত মুনি বলিলেন, "ভদ্রে! কিছুদিন থাক"॥ ১৫॥ তিনি এইরূপ কহিলে তন্বী সেই মহাত্মার সহিত আবার কিছু অধিক শত বৎসর বিষয় ভোগ করিল॥ ১৬॥ পরে কহিল হে ভগবন্! অনুজ্ঞা দাও, আমি ত্রিদিবালয়ে যাইতেছি। মুনি কহিলেন, "থাক"॥ ১৭॥ পুনশ্চ কিছু অধিক শত বৎসর গত হইলে শুভাননা প্রণয়স্মিত শোভনবাক্যে কহিল, "হে ব্রহ্মন্! আমি স্বর্গে যাই"॥ ১৮॥ এইরূপ কহিলে মুনি আয়তলোচনাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "অয়ি সুভ্রু! ক্ষণকাল থাক, চিরকালের নিমিত্ত যাইবে"॥ ১৯॥ সুশ্রেণী তাঁহার শাপভীতা হইয়া পুনশ্চ সেই

ঋষির সহিত কিঞ্চিদূন দুই শত বৎসর বাস করে॥ ২০॥ ঐ তন্বী দেবরাজ নিকেতনে গমনের নিমিত্ত বার বার বলিলেও মহাভাগ ঋষি কেবল "থাক" "থাক" এই কথাই বলিতে লাগিলেন॥ ২১॥ দাক্ষিণ্য গুণে দক্ষিণা ও প্রণয় ভঙ্গদুঃখে দুঃখিতা সেই প্রম্লোচা শাপভয়ে ভীতা হইয়া মুনিকে পরিত্যাগ করিলেন না॥ ২২॥ মন্মথাবিষ্টচিত্ত মহর্ষি তাহার সহিত অহর্নিশ রমমান হইলে নবনব প্রেমের উদ্রেক হইতে লাগিল॥ ২৩॥ মুনি একদা ত্বরাযুক্ত হইয়া উটজ (পর্ণশালা) হইতে নির্গত হইলে অপ্সরা সুন্দরী কহিল "কোথায় যাওয়া হইতেছে"॥ ২৪॥ তিনি বলিলেন "শুভে! দিবস শেষ হইল আমি সন্ধ্যোপাসনা করিব, নতুবা ক্রিয়া লোপ হইবে॥ ২৫॥ তখন সে আনন্দিত হইয়া হাস্যপূর্ব্বক বলিল "হে সর্ব্ব ধর্ম্মজ্ঞ! অদ্যই কি তোমার দিবস শেষ হইল? ॥ ২৬॥ বহু বৎসরের পর তোমার একদিন শেষ হইল, এ কথায় কাহার না বিস্ময় হয় বল"॥ ২৭॥ মুনি কহিলেন, অয়ি ভদ্রে তন্বঙ্গি॥ তুমি প্রাতঃকালে এই শুভ নদীতীরে আসিয়া আমার আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়াছ, আমি তাহা দেখিয়াছি॥ ২৮॥ আর এই সন্ধ্যা উপস্থিত, দিবসের পরিণাম হইল, তবে এ উপহাস কেন, সত্য বিবরণ বল॥ ২৯॥ প্রম্লোচা কহিল, হে ব্রহ্মন্! প্রত্যূষে আসিয়াছি, তোমার একথা সত্য নহে মিথ্যা, অদ্য কয়েকশত বৎসর গত হইল॥ ৩০॥ সোম কহিলেন, তদনন্তর বিপ্র ভীত হইয়া সেই আয়ত-নয়নাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অয়ি ভীরু! বল আমি তোমার সহিত কতকাল আনন্দ করিলাম"॥ ৩১॥ প্রম্লোচা কহিল, নয়শত সপ্তাশীতি বৎসর ছয় মাস তিন দিন অতীত হইয়াছে॥ ৩২॥ ঋষি কহিলেন, "অয়ি শুভে ভীরু! ইহা সত্য বলিতেছ না উপহাস করিতেছ;—আমার বোধ হইতেছে আমি তোমার সহিত এখানে একদিন ছিলাম"॥ ৩৩॥ প্রম্লোচা কহিল, হে ব্রহ্মন্! তোমার নিকট মিথ্যা কিরূপে বলিব, বিশেষতঃ অদ্য তুমি মার্গানুবর্ত্তী হইয়া (নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মকরণেচ্ছু হইয়া) জিজ্ঞাসা করিতেছ॥ ৩৪॥ সোম কহিলেন, হে নৃপনন্দনগণ! মুনি তাহার কথা শুনিয়া "আমাকে ধিক্ আমাকে ধিক্," বলিয়া আপনি আপনার নিন্দা করিতে লাগিলেন॥ ৩৫॥ পরে মুনি কহিলেন, আমার তপস্যা সকল নষ্ট হইল, ব্রহ্মবিদ্‌গণের ধন এবং

বিবেক হৃত হইল, কে মোহের নিমিত্ত যোষিৎ (স্ত্রী) নির্ম্মাণ করিয়াছে॥ ৩৬॥ আমি আত্মজয়ী উর্ম্মিষট্‌কাতিগ ব্রহ্ম আমার জ্ঞেয়! যে এরূপ মতিকে হরণ করিল, সেই কাম মহাগ্রাহকে ধিক্॥ ৩৭॥ নরক গ্রামের পথ স্বরূপ সঙ্গ দ্বারা আমার বেদবিদ্যা প্রাপ্তির কারণ অখিল ব্রত অপহৃত হইল! ধর্ম্মজ্ঞ এইরূপে আপনি আপনার নিন্দা করিয়া সেই আসীনা অপ্সরাকে বলিলেন॥৩৯॥ "পাপে!" যথা ইচ্ছা যাও, তুমি ভাবচেষ্টায় আমার ক্ষোভ জন্মাইয়া দেবরাজের কার্য্যসাধন করিয়াছ॥ ৪০॥ আমি ক্রোধরূপ তীব্র বহ্নিদ্বারা তোমাকে ভস্ম করিব না, কারণ আমি সতের অনুমোদিত সাপ্তপদী মৈত্রে তোমার সহিত বহুকাল বাস করিয়াছি॥ ৪১॥ অথবা তোমার দোষ কি, তোমার প্রতিই বা কুপিত হই কেন, আমারই নিতান্ত দোষ যে আমি অজিতেন্দ্রিয়॥ ৪২॥ তুমি ইন্দ্রপ্রিয়ার্থিনী হইয়া আমার তপস্যা নষ্ট করিয়াছ, অতএব মহামোহের আধার এবং অত্যন্ত জুগুপ্সিত তোমাকে ধিক্॥৪৩॥ সোম কহিলেন বিপ্রর্ষি সুমধ্যমাকে যেমন ঐ কথা বলিলেন, সে অমনি ঘর্ম্মাক্ত ও অতি কম্পান্বিতা হইয়াছিল॥৪৪॥মুনিসত্তম সদ্য, কম্পিতা ও ঘর্ম্মাক্ত কলেবরা সতীকে সক্রোধে বলিলেন "যাও যাও"॥ ৪৫॥ সেই নির্ভর্ৎসিতা অপ্সরা, তদাশ্রম হইতে বিনিষ্ক্রমণপূর্ব্বক আকাশগামিনী হইয়া তরুপল্লবে স্বেদ মার্জ্জনা করিয়াছিল॥৪৬॥ বালা বৃক্ষাগ্রবর্ত্তী অরুণ পল্লবে, গাত্রও গলৎ স্বেদ জলনিমর্জ্জন করিতে করিতে এক বৃক্ষ হইতে অন্য বৃক্ষে পুনশ্চ অন্য বৃক্ষে এইরূপে চলিয়া গেল॥ ৪৭॥ ঋষি তাহার দেহে যে গর্ভ সমাহিত করেন, তাহা তদঙ্গে রোমকূপ হইতে স্বেদরূপে নির্গত হইল॥ ৪৮॥ বৃক্ষ সকল ঐ গর্ভ গ্রহণ করে এবং মারুত একত্রিত করেন। এবং আমিও সুধাময় কিরণে উহাকে আপ্যায়িত করাতে উহা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল॥ ৪৯॥ বৃক্ষাগ্রগর্ভ সংভূতা বরাননার নাম "মারিষা," বৃক্ষেরা তোমাদিগকে ঐ কন্যা প্রদান করিবে, কোপ প্রশমিত কর॥ ৫০॥ সে এইরূপে কণ্ডুর, আমার ও বায়ুর অপত্য, এইরূপে বৃক্ষ হইতেই উৎপন্না এবং প্রম্লোচার তনয়া॥ ৫১॥ হে মৈত্রেয়! সেই সত্তম ভগবান্ কণ্ডুও তপস্যা ক্ষীণ হইলে, বিষ্ণুর পুরুষোত্তম নামক স্থানে গমন করিয়াছিলেন॥ ৫২॥ হে ভূপনন্দন সকল! ঐ মহাযোগী তথায় ঊর্দ্ধবাহু ও একাগ্রমতি হইয়া ব্রহ্মপারময় মন্ত্র জপ করতঃ

একাগ্রমানসে হরির আরাধনা করিয়াছিলেন ॥ ৫৩ ॥ প্রচেতসগণ কহিলেন, আমরা মুনির ব্রহ্মপার পরম স্তব শুনিতে ইচ্ছা করি, যাহা কণ্ডু জপ করায় কেশব আরাধিত হইয়াছিলেন ॥ ৫৪ ॥ সোম কহিলেন, বিষ্ণু পরপার (সংসার পথের আবৃত্তি শূন্য অবধি), অপার পার (দুরন্ত সংসারপথের তীর সমাপ্তি কিংবা সহজে যাঁহার পার পাওয়া যায় না তাদৃশ), পর সকল হইতে পর (আকাশাদি অপেক্ষাও অনন্ত), পরমার্থরূপী (সত্যস্বরূপ কিংবা পরম অর্থ অর্থাৎ পরমানন্দ), সব্রহ্মপার (সব্রহ্মাণ অর্থাৎ বেদ বা তপোনিষ্ঠদিগের প্রাপ্য), পরপারভূত (অনাত্মভূত আকাশাদির অবধি রূপ), পর সকলের পর (ইন্দ্রিয়াদির পর অর্থাৎ নিরুপাধি); পার-পার (ভক্তগণের পালক ও বরপূরক কিংবা পালক ও পূরক, ইন্দ্রিয়াদির পালক ও পূরক); তিনি কারণের কারণ, তাঁহার কারণ, তাঁহারও হেতু পরহেতু ॥ ৫৫ ॥ চরাচর কারণ ব্রহ্মাণ্ড আরম্ভ করিয়া মূল কারণ পর্য্যন্ত কারণমালাত্মক কার্য্যেও এইরূপ (প্রকৃতি কার্য্য মহত্তত্ত্ব আরম্ভ করিয়া চরম কার্য্য পর্য্যন্ত কার্য্যমালাত্মক); বিষ্ণুই অশেষ কর্ম্মকর্ত্তরূপ সমস্ত রক্ষা করিতেছেন ॥ ৫৬ ॥ এই অচ্যুত ব্রহ্ম হইয়া, ও প্রভু (সর্ব্বনিয়ন্তা) ব্রহ্ম হইয়াও সর্ব্বভূত, ব্রহ্ম হইয়াও প্রজাসকলের পতি (পালক), বিষ্ণু (ব্যাপনশীল) সর্ব্বাত্মক হইয়াও অক্ষয়, নিত্য, অজ এবং অপক্ষয়াদি অখিল অসৎ রহিত ॥ ৫৭ ॥ অক্ষয় অজ নিত্য ব্রহ্মই যেমন এই পুরুষোত্তম, সেইরূপ আমার রাগাদি দোষ প্রশম (বিনাশ) প্রাপ্ত হউক ॥ ৫৮ ॥ এই ব্রহ্ম-পরাখ্য পরম সংস্তব জপ করত, কেশবের আরাধনা করিয়া তিনি পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৫৯ ॥ এই মারিষা পূর্ব্বে যা ছিল, তোমাদিগকে তাহাই বলিতেছি। ইহার বিবরণ তোমাদের কার্য্যগৌরবজনক ফলদায়ী হইবে ॥৬০॥ হে সত্তমগণ! ভর্ত্তা মৃত হইলে এই মহাভাগা অপুত্রা ভূপপত্নী ভক্তিপূর্ব্বক পূর্ব্বে বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করিয়াছিল ॥ ৬১ ॥ আরাধিত বিষ্ণু তাহার প্রত্যক্ষ হইয়া বলিলেন, বর প্রার্থনা কর; সেও আত্মবাঞ্ছিত বিষয় বলিতে লাগিল ॥ ৬২ ॥ হে ভগবন্ জগৎপতে! বালবৈধব্যহেতু আমি এরূপ বৃথাজন্মা, মন্দভাগ্যা, বিফলা হইলাম ॥ ৬৩ ॥ অধোক্ষজ! আপনার প্রসাদে যেন আমার জন্মে জন্মে শ্লাঘ্য পতি হন; প্রজাপতি সম একটি পুত্র হউক; এবং আমিও যেন

রূপসম্পদ্‌সংযুক্তা সকলের প্রিয়দর্শনা এবং অযোনিজা হইয়া জন্মগ্রহণ করি॥ ৬৪ ॥ ৬৫ ॥ সোম কহিলেন, দেবেশ হৃষীকেশ বরদ পরমেশ্বর ঐ প্রণামনম্রা রমণীকে উঠাইয়া কহিতে লাগিলেন, একজন্মেই তোমার মহাবীর্য্য প্রখ্যাত উদারকর্ম্মা দশ পতি হইবেন ॥ ৬৭ ॥ শোভনে! তুমি সুমহাত্মা অতিবীর্য্যপরাক্রম প্রজাপতিগুণযুক্ত পুত্রও প্রাপ্ত হইবে ॥৬৮॥ এই জগতে তাহার বংশসকলের কর্তৃত্ব হইবে এবং তাহার সৃতি (সন্ততি), অখিল ত্রৈলোক্য পূর্ণ করিবে ॥ ৬৯ ॥ তুমিও আমার প্রসাদে অযোনিজা সাধ্বী, রূপৌদার্য্যগুণান্বিতা ও মনুষ্যদিগের মনঃপ্রীতিকরী হইবে ॥ ৭০ ॥ বিশাললোচনাকে এই কথা কহিয়া দেব অন্তর্দ্ধান করিলেন। হে নৃপাত্মজগণ! সেই এই মারিষা তোমাদের পত্নী হইল ॥ ৭১ ॥ পরাশর কহিলেন, তদনন্তর প্রচেতস্‌গণ সোমের বাক্যে কোপ সম্বরণ করিয়া, বৃক্ষদের নিকট হইতে মারিষাকে ধর্ম্মানুসারে পত্নী গ্রহণ করিলেন ॥ ৭২ ॥ দশ প্রচেতস্ হইতে মারিষার গর্ভে মহাযোগী দক্ষপ্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন; যিনি পূর্ব্বে ব্রহ্মার পুত্র হইয়াছিলেন ॥ ৭৩ ॥ হে সুমহামতে! সেই মহাভাগ দক্ষ, সৃষ্টি ও আত্মপ্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত বহুপুত্র উৎপাদন করেন ॥ ৭৪ ॥ দক্ষ, ব্রহ্মার আদেশে সৃষ্ট্যর্থ সমুপস্থিত হইয়া, মনের দ্বারা চর অচর দ্বিপদ চতুষ্পদ প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া, পশ্চাৎ ষষ্টি কন্যা সৃজন করেন। তিনি ধর্ম্মকে দশ ও কশ্যপকে ত্রয়োদশ কন্যা দিয়াছিলেন ॥ ৭৫ ॥ ৭৬ ॥ কাল পরিবর্ত্তনে নিযুক্ত কৃত্তিকাদি সপ্তবিংশতি কন্যা ইন্দুকে দেওয়া হয়। এই সকল কন্যাতে দেব, দৈত্য, নাগ, গো, খগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর ও দানবাদির জন্ম। হে মৈত্রেয়! তদবধি প্রজাসকল মৈথুনসম্ভব হইতে লাগিল; পূর্ব্বে সঙ্কল্প, দর্শন ও স্পর্শ দ্বারা এবং অত্যন্ত তপস্বীসিদ্ধগণের তপোবিশেষ দ্বারা প্রজা সৃষ্টি হইত ॥ ৭৭ ॥ ৭৮ ॥ ৭৯ ॥ মৈত্রেয় কহিলেন, মহামুনে! দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষের জন্ম হয় পূর্ব্বে শুনিয়াছি, তিনি পুনর্ব্বার প্রাচেতস্ কিরূপে হইলেন ॥ ৮০ ॥ হে ব্রহ্মন্! আমার মনের আর এক সুমহান্ সংশয় এই যে, যিনি সোমের দৌহিত্র, তিনিই আবার শ্বশুর হইলেন ॥ ৮১ ॥ পরাশর কহিলেন, হে সত্তম! ভূতগণের মধ্যে উৎপত্তি ও নিরোধ নিত্য, (প্রবাহরূপে অবিচ্ছিন্ন) দিব্য-চক্ষু ঋষিগণ এ বিষয়ে

মুগ্ধ হন না॥ ৮৩॥ এই দক্ষাদি মুনি সত্তমগণ যুগে যুগে হইয়া থাকেন এবং পুনশ্চ নিরুদ্ধ (লীন) হন। বিদ্বান্ ব্যক্তি ইহাতে মোহপ্রাপ্ত হন না। হে দ্বিজোত্তম, পূর্ব্বে ইহাঁদের জ্যৈষ্ঠ্য কনিষ্ঠ ছিল না, গুরুতর তপস্যা ও প্রবাভই জ্যৈষ্ঠ্যের কারণ হইত ॥ ৮৩। ৮৪॥ মৈত্রেয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! এ স্থলে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও যক্ষদিগের উৎপত্তি বিস্তার-পূর্ব্বক আমাকে বলুন॥ ৮৫॥ পরাশর কহিলেন, হে মহামতে! স্বয়ম্ভু পূর্ব্বে দক্ষকে "প্রজাসৃষ্টি কর," এইরূপ আদেশ করিলেন; তিনি যেরূপে প্রজাসৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর॥ ৮৬॥ দক্ষ প্রথমে মন হইতে দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও পন্নগের সৃষ্টি করেন॥ ৮৭॥ হে দ্বিজ! যখন তাঁহার ঐ সকল মানসী প্রজা পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে বর্দ্ধিত হইল না, তখন তিনি সৃষ্টির নিমিত্ত বিবেচনাপূর্ব্বক মৈথুন-ধর্ম্ম দ্বারা প্রজা-সিসৃক্ষু হইয়া বীরণ প্রজাপতির সুতা সুতপস্বিনী লোকধারিণী অসিক্নী নাম্নী মহতী কন্যাকে বিবাহ করেন। অনন্তর বীর্য্যবান্ প্রজাপতি স্বর্গহেতু বৈরিণী অসিক্নীর গর্ভে পঞ্চসহস্র পুত্র উৎপাদন করেন। প্রিয়সংবাদ বিপ্র দেবর্ষি নারদ তাহাদিগকে প্রজাসংবিবর্দ্ধনেচ্ছু দেখিয়া, নিকটে গিয়া বলিতে লাগি-লেন॥ ৮৮। ৮৯। ৯০। ৯১॥ নারদ কহিলেন, হে মহাবীর্য্য হর্য্যশ্বগণ! তোমরা প্রজাসৃষ্টি করিবে, এরূপ তোমাদের যত্ন দেখা যাইতেছে, যাহা বলি শ্রবণ কর॥৯২॥ তোমরা নিশ্চয় বালিশ (অজ্ঞ), এই পৃথিবীর (সংসারা-ঙ্কুরের প্রসবক্ষেত্র লিঙ্গ-শরীরের), অধঃ (উপক্রম), ঊর্দ্ধ (অবসান) ও অন্তঃ (মধ্য) জাননা, কিরূপে প্রজা সৃষ্টি করিবে?॥ ৯৩॥ মনুষ্যজন্মে ঊর্দ্ধ অধঃ বাহ্যক সকল বিষয়ে (তত্ত্ববিচারে) যখন তোমাদের বুদ্ধি অপ্রতিহত, তখন কি জন্য ভূ (লিঙ্গ-শরীরের) অন্ত দেখিতেছ না অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভের যত্ন করিতেছ না কেন?॥ ৯৪॥ পরাশর কহিলেন, তাঁহারা তাঁহার কথা শুনিয়া চারিদিকে চলিয়া গেলেন। নদী যেমন সমুদ্রে গিয়া আর ফিরিয়া আইসে না, সেইরূপ তাঁহারাও অদ্যাপি নিবর্ত্তিত হন নাই॥ ৯৫॥ হর্য্যশ্বনামা পুত্রেরা নিরুদ্দেশ হইলে, প্রভু প্রাচেতস্ দক্ষ বৈরিণীর গর্ভে পুনশ্চ সহস্র পুত্রের সৃজন করিলেন॥ ৯৬॥ তাহাদের নাম শবলাশ্ব। নারদ তাহাদিগকেও প্রজাবর্দ্ধনেচ্ছু দেখিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ বাক্যে বুঝাইয়া দেওয়ায়,

তাহারা পরস্পর পরস্পরকে বলিতে লাগিলেন "মহামুনি ভাল বলিতেছেন, ভ্রাতৃগণের পদবী অবলম্বন করাই আমাদের যে উচিত, তাহাতে সংশয় নাই" ॥ ৯৭। ৯৮ ॥ পৃথ্বীর প্রমাণ (লিঙ্গ-শরীরাবসান) জানিয়া, পরে প্রজা-সৃষ্টি করিব এইরূপ চিন্তা করিয়া, তাঁহারাও সেই মার্গে (মোক্ষপথে) দিকে দিকে চলিয়া গেলেন; তাঁহারাও সমুদ্রগত নদীর ন্যায় অদ্যাপি প্রত্যাগত হন নাই ॥ ৯৯ ॥ হে দ্বিজ! তদবধি ভ্রাতা, নিরুদ্দেশ ভ্রাতার অন্বেষণে যাইলে, সেও প্রায়ই নিরুদ্দেশ হয়, অতএব জ্ঞানবানের তাহা করা কর্ত্তব্য নহে ॥১০০॥ দক্ষ প্রজাপতি ঐ পুত্রদিগকে নষ্ট (নিরুদ্দেশ) জানিয়া ক্রোধ করিলেন এবং নারদকে শাপ দিলেন ॥ ১০১ ॥ হে মৈত্রেয়! সর্গকাম বিদ্বান্ প্রজাপতি দক্ষ তৎপরে বৈরিণীর গর্ভে ষষ্টি কন্যার সৃজন করেন, ইহা আমরা শুনিয়াছি ॥১০২॥ তিনি ধর্ম্মকে দশ, কশ্যপকে ত্রয়োদশ, সোমকে সপ্তবিংশতি, অরিষ্টনেমীকে চারি এবং বহুপুত্র, আঙ্গিরস ও বিদ্বান্ কৃশাশ্বকে দুই দুই কন্যা দান করিয়াছিলেন। তাহাদের নাম আমার নিকটে শ্রবণ কর ॥ ১০৩।১০৪॥ অরুন্ধতী, বসু, যামী, লম্বা, ভানু, মরুত্বতী, সংকল্পা, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা ও বিশ্বা, এই দশ কন্যা ধর্ম্মের পত্নী। ইহাদের অপত্য সকলের নাম বলিতেছি শ্রবণ কর। বিশ্বার পুত্র বিশ্বেদেবগণ, সাধ্যা সাধ্যগণকে প্রসব করে, মরুত্বৎগণ মরুত্বতীর সন্তান, বসুর সন্তান বসুগণ, ভানুর পুত্র ভানুগণ, মুহূর্ত্তার গর্ভে মুহূর্ত্তগণ উৎপন্ন, লম্বার তনয় ঘোষ এবং যামীর পুত্র নাগবীথী, সমস্ত পৃথিবী-বিষয় (চরাচর প্রাণীজাত) অরুন্ধতীতে জন্মগ্রহণ করে। সংকল্পার গর্ভে সর্ব্বাত্মা (সর্ব্ববস্তুবিষয়ক) সংকল্পের জন্ম ॥ ১০৫ ॥ ১০৬ ॥ ১০৭ ॥ ১০৮ ॥ ১০৯ ॥ অনেক-বসুপ্রাণ যে-জ্যোতি পুরোগম দেবগণ অষ্টবসু বলিয়া সমখ্যাত, তাহাদের বিস্তর বিবরণ বলিতেছি ॥ ১১০ ॥ অষ্টবসুর নাম আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল প্রত্যূষ ও প্রভাস ॥ ১১১ ॥ আপের পুত্র বৈতণ্ড্য, শ্রম, শ্রান্ত এবং ধ্বনি। ধ্রুবের পুত্র লোক-প্রকালন (সংহর্ত্তা) ভগবান্ কাল ॥ ১১২ ॥ সোমের পুত্র ভগবান্ বর্চ্চাঃ যাহাতে বর্চ্চস্বী (কান্তিমান্) পুরুষ হয়। ধরের ভার্য্যা মনোহরার পঞ্চ পুত্র, দ্রবিণ, হুত, হব্যবহ, শিশির, প্রাণ ও বরুণ ॥ ১১৩ ॥ অনিলের ভার্য্যা শিবার গর্ভে অনিলের দুই পুত্র মনোজব ও অভিজ্ঞাতগতি; অগ্নিপুত্র কুমার শরস্তম্বে জন্মগ্রহণ

করেন ॥১১৩। ॥১১৫॥ কৃত্তিকাদিগের অপত্য, এজন্য কার্ত্তিকেয় নামে স্মৃত। শাখ, বিশাখ নৈগমেয় ইহাঁর পৃষ্ঠজ (অনুজ) ॥১১৬॥ পণ্ডিতেরা দেবল ঋষিকে প্রত্যুষের পুত্র বলিয়া জানেন। দেবলেরও ক্ষমাবান্ মনীষী দুই পুত্র ॥১১৭॥ যোগসিদ্ধা ব্রহ্মচারিণী বরস্ত্রী বৃহস্পতির ভগিনী অসক্তা হইয়া; সমুদায় জগৎ বিচরণ করেন। ইনি অষ্টম বসু প্রভাসের ভার্য্যা। শিল্পসহস্রের কর্ত্তা, ত্রিদশগণের বর্দ্ধকি (সূত্রধর) সর্ব্বভূষণের নির্ম্মাতা, শিল্পগণের শ্রেষ্ঠ মহাভাগ প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাতে উৎপন্ন ॥ ১১৮ ।১১৯ ।১২০ ॥ বিশ্বকর্ম্মা দেবতাদিগের বিমান সকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং সেই মহাত্মার শিল্প অদ্যাপি মনুষ্যের উপজীবিকা ॥১২১॥ তাঁহার চারি পুত্র। তাঁহাদের নাম বলিতেছি শ্রবণ কর,—অজৈকপাদ্, অহির্ব্রধ্ন, ত্বষ্টা ও বুদ্ধিমান্‌রুদ্র,ত্বষ্টার আত্মজপুত্র মহাযশা বিশ্বরূপ ॥ ১২২ ॥ হে মহামুনে! হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৃষাকপি, শম্ভু, কপর্দ্দী, রৈবত, মৃগব্যাধ, শর্ব্ব এবং কপালী এই একাদশ ত্রিভুবনেশ্বর রুদ্র নামে প্রথিত ॥১২৩। ১২৪ ॥ হে ধর্ম্মজ্ঞ! কশ্যপের পত্নী, অদিতি, দিতি, দনু, কালা, অরিষ্টা সুরসা, সুরভি, বিনতা, তাম্রা, ক্রোধবশা, ইরা, কদ্রু ও মুনি; ইহাদের অপত্যের নাম আমার নিকট শ্রবণ কর। ১২৫। ১২৬॥ পূর্ব্ব-মন্বন্তরে অর্থাৎ অতিযশা চাক্ষুষ মনুর সময়ে, তুষিত নামে দ্বাদশ শ্রেষ্ঠ সুরোত্তম ছিলেন। বৈবস্বত মন্বন্তর উপস্থিত-প্রায় হইলে তাঁহারা পরস্পর সমাগত ও সমবায়ীকৃত (মিলিত) হইয়া পরস্পরকে বলিতে লাগিলেন। ১২৭। ১২৮॥ দেবগণ! শীঘ্র আইস, আমরা অদিতির গর্ভে প্রবেশ করিয়া বৈবস্বত মন্বন্তরে জন্ম গ্রহণ করিব; তাহাতে আমাদের শ্রেয় হইবে ॥ ১২৯ ॥ চাক্ষুষ মন্বন্তরে তাঁহারা এইরূপ স্থির করিয়া, বৈবস্বত মন্বন্তরে মারীচ কশ্যপের পত্নী অদিতিতে প্রসূত হয়েন ॥ ১৩০ ॥ ঐ মন্বন্তরে বিষ্ণু, শক্র, অর্য্যমা, ধাতা, ত্বষ্টা, পূষা, বিবস্বান্, সবিতা, মিত্র, বরুণ, অংশ এবং ভগ এই অদিতিজগণ দ্বাদশ আদিত্য বলিয়া স্মৃত ॥ ১৩১ ॥ ১৩২ ॥ যাহারা চাক্ষুষ মনুর সময়ে তুষিত-নামা দেবতা ছিলেন, তাঁহারাই বৈবস্বতের সময়ে দ্বাদশাদিত্য নামে কথিত ॥ ১৩৩ ॥ যে সপ্তবিংশতি সুব্রতা সোম পত্নীর কথা বলিয়াছি, তাঁহারা নক্ষত্র যোগিনী এবং তন্নাম্না অর্থাৎ পুনর্ব্বসু পুষ্যাদি ১৩৪ ॥ তাঁহাদের অমিততেজা দীপ্তিমান্ অনেক অপত্য হইয়াছেন।

অরিষ্টনেমি পত্নীদিগের ষোড়শ পুত্র ॥ ১৩৫ ॥ বিদ্বান্ বহুপুত্রের বিদ্যুৎনাম্নী চারি ভার্য্যা (কপিলা, অতিলোহিতা, পীতা ও সিতা)। ব্রহ্মর্ষি সংকৃত শ্রেষ্ঠ ঋক্ সকল প্রত্যঙ্গিরসজাত ॥ ১৩৬ ॥ দেবর্ষি কৃশাশ্বের পুত্রগণ দেব-প্রহরণ দেবগণ বলিয়া খ্যাত। ইহারা যুগসহস্রান্তে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করেন। ১৩৭ ॥ হে তাত! সর্ব্বদেবগণ বসু প্রভৃতি ত্রয়স্ত্রিংশৎছন্দজ (স্বেচ্ছানুসারে জন্ম গ্রহণশীল); ইহাদেরও নিরোধোৎপত্তি অর্থাৎ নিরোধের সহিত উৎপত্তি কথিত হয় ॥ ১৩৮ ॥ হে মৈত্রেয়! সংসারে সূর্য্যের উদয় অস্তের ন্যায় ঐ দেব সকল যুগে যুগে সম্ভূত হয়েন ॥ ১৩৯ ॥ কশ্যপের ঔরসে দিতির পুত্রদ্বয় দুর্জ্জয় হিরণ্যকশিপু এবং হিরণাক্ষ জন্মগ্রহণ করে ইহা আমরা শুনিয়াছি ॥ ১৪০ ॥ বিপ্রচিত্তের পত্নী সিংহিকা নাম্নী এক কন্যাও হয়। হিরণ্য-কশিপুর প্রথিতৌজস্ চারিপুত্র ॥ ১৪১ ॥ অনুহ্লাদ, হ্লাদ, বুদ্ধিমান্ প্রহ্লাদ ও সংহ্লাদ। সকলেই মহাবীর্য্য এবং দৈত্যবংশ বিবর্দ্ধন ॥ ১৪২ ॥ হে মহাভাগ! তন্মধ্যে প্রহ্লাদ সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি ও জিতেন্দ্রিয়। তিনি জনার্দ্দনে পরমভক্তি বহন করিয়াছেন ॥ ১৪৩ ॥ হে বিপ্র! দৈত্যেন্দ্র দ্বারা দীপিত-বহ্নি সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়াও, বাসুদেব হৃদয়ে অবস্থিত থাকায় তাঁহাকে দগ্ধ করিতে পারে নাই ॥ ১৪৪ ॥ যে ধীমান্ মহার্ণবের অন্তঃসলিলে স্থাপিত ও পাশবদ্ধ অবস্থায় ইতস্ততঃ চালিত হইলে, সমস্ত পৃথিবী বিচলিত হইয়াছিলেন। ১৪৫ ॥ যে সর্ব্বত্রাচ্যুত-বুদ্ধির অদ্রি, কঠিন শরীর, দৈত্যেন্দ্রপাতিত বিবিধ শস্ত্রে ভিন্ন হয় নাই ॥ ১৪৬ ॥ দৈত্য-প্রেরিত বিষানলোজ্জ্বলমুখ, সর্পপতিগণ যে উগ্রতেজস্বীর মৃত্যুর কারণ হইতে পারে নাই ॥ ১৪৭ ॥ যে বিষ্ণুস্মরণ-সন্নদ্ধ, শৈলাক্রান্তদেহেও পুরুষোত্তমকে স্মরণ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন নাই ॥ ১৪৮ ॥ স্বর্গনিবাসী দৈত্যপতি দ্বারা উচ্চ হইতে ক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতে পড়িতে যে মহামতিকে অবনী নিকট গিয়া ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১৪৯ ॥ সংশোষক বায়ু দৈত্যেন্দ্র দ্বারা যাহার দেহে যোজিত হইয়া, মধুসূদনে চিত্তস্থ থাকায়, সদ্য সংক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ১৫০ ॥ দৈত্যেন্দ্র পরিণামিত (গজ-শিক্ষাক্রমে উদ্যোজিত হইয়া) উন্মত্ত দিগ্‌গজগণ যাহার বক্ষঃস্থলে বিষাণভঙ্গ ও মদহানি প্রাপ্ত হয় ॥ ১৫১ ॥ পুরাকালে দৈত্যেন্দ্র পুরোহিতের উৎপাদিত কৃত্যা (অভিচার ক্রিয়া বা তজ্জনিত বিকটাকার পুরুষ) যে

গোবিন্দাসক্তচেতার অনন্তর নিমিত্ত হয় নাই ॥ ১৫২ ॥ অতিমায়াবী শম্বরের সহস্র মায়া যাহাতে প্রযুক্ত হইয়াও কৃষ্ণের চক্রে বিতথীকৃত হয় ॥ ১৫৩ ॥ যে অমৎসরী মতিমান্ দৈত্যেন্দ্র পাচকোপহৃত হলাহল বিষকে অবিকাররূপে জীর্ণ করিয়াছিলেন ॥ ১৫৪ ॥ যিনি এই জগতে সমস্ত জন্তুর প্রতি সমচেতা এবং যেমন আপনাতে, তেমনি অন্যত্র পরম মৈত্র গুণান্বিত ॥ ১৫৫। এবং যে ধর্ম্মাত্মা সত্য শৌচাদি গুণের আকর ও সর্ব্বদা সাধুগণের উদাহরণ স্থল হইয়াছিলেন ॥ ১৫৬ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন, মহামুনে! আপনি মানবদিগের বংশ কহিলেন এবং সনাতন বিষ্ণুই এই জগতের কারণ, ইহাও কথিত হইল ॥ ১ ॥ কিন্তু ভগবান্ (আপনি) বলিলেন যে, দৈত্যসত্তম প্রহ্লাদকে অগ্নি দগ্ধ করে নাই, অস্ত্র-ক্ষুণ্ণ হইয়াও তিনি প্রাণত্যাগ করেন নাই ॥ ২ ॥ প্রহ্লাদ, সলিলে স্থিত এবং বন্ধবদ্ধাবস্থায় বিচলিত হইলে, তদীয় বিক্ষিপ্তাঙ্গে সমাহত বসুধা ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৩ ॥ যিনি পুরাকালে শৈলাক্রান্ত দেহ হইয়া মৃত হয়েন নাই এবং আপনি যে ধীমানের অতীব মাহাত্ম্য বলিলেন ॥ ৪ ॥ মুনে! যে দীপ্ততেজার চরিত এইরূপ; সেই বিষ্ণুভক্তের অতুল প্রভাব শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ৫ ॥ মুনে! দিতিজেরা কি নিমিত্ত উহাঁকে শস্ত্রবিক্ষত করে, কি নিমিত্তই বা ধর্ম্মতৎপরকে অব্ধি-সলিলে নিক্ষিপ্ত করে? ॥ ৬ ॥ কি নিমিত্ত তিনি পর্ব্বতে আক্রান্ত হয়েন, মহোরগ সকল কি জন্য তাঁহাকে দংশন করে? কিজন্য পর্ব্বতশিখর হইতে, কেনই বা পাবক সঞ্চয়ে, ক্ষিপ্ত হন? ॥ ৭ ॥ তিনি কি নিমিত্ত দিগ্‌হস্তীদিগের দন্তভূমিতে নিরূপিত হন; মহাসুরগণ কি হেতু ইহাঁর প্রতি সংশোষক বায়ু প্রয়োগ করে ॥ ৮ ॥ মুনে! দৈত্যগুরুগণ কি জন্য তৎপ্রতি কৃত্যা নিয়োগ করিয়াছিলেন, শম্বর কি কারণে সহস্র মায়া প্রয়োগ করে? ॥ ৯ ॥ এবং দৈত্যসূদেরা মহাত্মার বিনাশের জন্য হলাহল বিষই বা দিয়াছিল কেন? সেই বিষ ধীমান্ জীর্ণ করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

হে মহাভাগ! মহাত্মা প্রহ্লাদের মহামাহাত্ম্যসূচক এই সকল চরিত শুনিতে ইচ্ছা করি॥ ১১॥ দৈত্যগণ যে তাঁহাকে নিহত করিতে পারে নাই, তাহাতে আমার কৌতূহল নাই, কারণ বিষ্ণুর প্রতি অনন্যমনা ব্যক্তির বিনাশ কে করিতে পারে॥ ১২॥ তিনি ধর্ম্মপর ও নিত্যকেশবারাধনোদ্যত ছিলেন, (এরূপ ব্যক্তির প্রতি সহজে দ্বেষ করা যায় না) তাহাতে আবার দৈত্যগণ তাঁহার স্ববংশপ্রভব। তবে দৈতেয়গণ যে জন্য ধর্ম্মাত্মা মহাভাগ বিমৎসর বিষ্ণুভক্তের প্রতি প্রহার করিয়াছিল, তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে বলুন॥ ১৩॥ ১৪॥ মহাত্মারা বিপক্ষ হইলেও ঈদৃশ গুণসমন্বিত কোনও সাধুকে প্রহার করিতে পারেন না, তবে স্বপক্ষজ এরূপ করিলেন কেন?॥ ১৫॥ অতএব হে মুনিসত্তম! এই সমস্ত বিস্তারপূর্ব্বক বলুন আমি অশেষপ্রকারে দৈত্যেশ্বরের চরিত্র শুনিতে ইচ্ছা করি॥ ১৬॥

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! সেই সদোদার-চরিত মহাত্মা ধীমান প্রহ্লাদের সম্যক্ চরিত্র শ্রবণ কর॥ ১॥ দিতির মহাবীর্য্য পুত্র হিরণ্য-কশিপু পুরাকালে ব্রহ্মার বরে দর্পিত হইয়া ত্রৈলোক্যকে বশে আনিয়াছিল॥ ২॥ ঐ দৈত্য ইন্দ্রত্ব করে এবং স্বয়ংই সবিতা, বায়ু, অগ্নি, বরুণ ও সোম এবং ধনাধিপ ও যম হইয়াছিল; আর স্বয়ং অশেষ যজ্ঞভাগ ভোগ করে॥ ৩॥ ৪॥ হে মুনিসত্তম! দেবগণ তাহার ভয়ে স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া মানুষীতনু ধারণ করতঃ অবনীতে বিচরণ করিয়াছিলেন॥ ৫॥ সে ত্রিভুবন জয় করিয়া ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্যে দর্পিত এবং গন্ধর্ব্বগণকর্ত্তৃক উপগীয়মান হইয়া প্রিয় বিষয় সকল ভোগ করিতে লাগিল॥ ৬॥ তৎকালে সমস্ত সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব পন্নগ মহাত্মা (অদ্ভুত-প্রভাবে) পানাসক্ত হিরণ্যকশিপুর উপাসনা করিতেন॥ ৭॥ কেহ কেহ দৈত্যরাজের সম্মুখে বাদ্য বাজাইয়া গান এবং সিদ্ধগণ মুদান্বিত হইয়া জয় শব্দ করিতে লাগিলেন॥ ৮॥ যে সুমনোহর প্রাসাদ স্ফটিকাভ্রময় (স্ফটিক শিলা-নির্ম্মিত) এবং যাহাতে অপ্সরীরা সুন্দর

নৃত্য করিত, তাহাতে সেই অসুর মুদান্বিত হইয়া মদিরাদি পান করিত। ৯॥ তাহার শিশুপুত্র মহাভাগ প্রহ্লাদ গুরুগৃহে থাকিয়া বালপাঠ্য সকল পাঠ করিতে লাগিলেন॥ ১০॥ তৎকালে ঐ ধর্ম্মাত্মা একদা গুরুর সহিত পানাসক্ত দৈত্যপতি পিতার নিকট গিয়াছিলেন॥ ১১॥ পিতা হিরণ্যকশিপু, পাদপ্রণামাবনত অমিতৌজস্ পুত্র প্রহ্লাদকে উঠাইয়া কহিতে লাগিল॥ ১২॥ হিরণ্যকশিপু কহিল, বৎস! তুমি এতকাল সদোদ্যুক্ত হইয়া যাহা পাঠ করিয়াছ, সেই সারভূত সুভাষিত পাঠ কর॥ ১৩॥ প্রহ্লাদ কহিলেন, হে তাত! যাহা আমার মনে অবস্থিত রহিয়াছে, সেই সারভূত কথা আপনার আজ্ঞানুসারে বলিতেছি, সমাহিতমনা হইয়া শ্রবণ করুন॥ ১৪॥ অনাদি-মধ্যান্ত, অজ, অবৃদ্ধিক্ষয়, সর্ব্বকারণের কারণ অচ্যুত মহাত্মাকে আমি প্রণাম করি॥ ১৫॥ পরাশর কহিলেন, দৈত্যেন্দ্র ইহা শ্রবণে ক্রোধসংরক্ত-লোচন ও স্ফুরিতাধর-পল্লব হইয়া গুরুর দিকে দৃষ্টিপূর্ব্বক কহিতে লাগিল॥ ১৬॥ ব্রহ্মবন্ধো! এ কি! তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া বালককে বিপক্ষ-স্তুতি-সংযুক্ত অসার বিষয় গ্রহণ করাইয়াছ!॥ ১৭॥ গুরু কহিলেন, হে দৈত্যেশ্বর! কোপের বশ হইও না; তোমার এই পুত্র আমার উপদিষ্ট বিষয় বলিতেছে না॥১৮॥ হিরণ্যকশিপু কহিল, বৎস প্রহ্লাদ! কে তোমাকে এরূপ অনুশাসন করিয়াছে বল, তোমার গুরু বলিতেছেন, ইহা আমার উপদিষ্ট নহে॥ ১৯॥ প্রহ্লাদ কহিলেন, হৃদিস্থিত বিষ্ণুই অশেষ জগতের শাস্তা, হে তাত! সেই পরমাত্মা বিনা কে কাহাকে শাসন করে॥ ২০॥ হিরণ্যকশিপু কহিল, রে দুর্ব্বুদ্ধে! জগতের ঈশ্বর আমার সম্মুখে নিঃশঙ্ক-ভাবে পুনঃ পুনঃ যাহার কথা বলিতেছিস্ সেই বিষ্ণু কে?॥ ২১॥ প্রহ্লাদ কহিলেন, যাঁহার যোগিধ্যেয় পরম পদ শব্দ-গোচরে নাই, যাঁহা হইতে বিশ্ব এবং যিনি স্বয়ং বিশ্ব, সেই পরমেশ্বর বিষ্ণু॥ ২২॥ হিরণ্যকশিপু কহিল, রে অজ্ঞ! আমি থাকিতে তোর অন্য পরমেশ্বর কে? তুই মরণেচ্ছু হইয়া পুনঃ পুনঃ বলিতেছিস্॥ ২৩॥ প্রহ্লাদ কহিলেন, হে তাত! কেবল আমার নহে, সেই ব্রহ্মভূত বিষ্ণু, সমস্ত প্রজার এবং আপনারও, ধাতা বিধাতা ও পরমেশ্বর। প্রসন্ন হউন, কিজন্য কোপ করিতেছেন॥ ২৪॥ হিরণ্যকশিপু কহিল, কোন্ অতি পাপকারী এই দুর্ব্বুদ্ধির হৃদয়ে প্রবেশ

করিয়াছে, যাহাতে আবিষ্ট-মানস হইয়া ঈদৃশ অসাধু কথা সকল বলিতেছে ॥ ২৫ ॥ প্রহ্লাদ কহিলেন, কেবল আমার হৃদয় নহে, বিষ্ণু সমস্ত লোক আক্রমণ করিয়া অবস্থিত। পিতঃ! সেই সর্ব্বজ্ঞ, আমাকে এবং আপনি প্রভৃতি সকলকেই সমস্ত চেষ্টায় নিযুক্ত করিতেছেন ॥ ২৬। হিরণ্যকশিপু কহিল, এই দুষ্টকে দূর কর এবং গুরুগৃহে শাসন করা হউক। দুর্ম্মতিকে কে বিপক্ষের মিথ্যা স্তুতি শিখাইয়াছে? ॥ ২৭ ॥ পরাশর কহিলেন, (গুরুর উপকারের জন্য) এরূপ বলিলে, তিনি দৈত্যগণ কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার গৃহে নীত এবং গুরু-শুশ্রূষণোদ্যত হইয়া অনিশ বিদ্যাধ্যয়ন করিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥ বহুকাল অতীত হইলে, অসুরেশ্বর, প্রহ্লাদকে আহ্বান করিয়া বলিল, বৎস! কোন্ গাথা পাঠ কর ॥ ২৯ ॥ প্রহ্লাদ কহিলেন, যাঁহা হইতে প্রধান ও পুরুষ এবং যাঁহা হইতে এই চরাচর সমস্ত জগতের কারণ, সেই বিষ্ণু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৩০ ॥ হিরণ্যকশিপু কহিল, এই দুরাত্মাকে বধ কর, এ জীবিত থাকায় ফল নাই, স্বপক্ষের হানি করিতেই কুলাঙ্গার হইয়াছে ॥ ৩১ ॥ পরাশর কহিলেন, তদনন্তর শত সহস্র দৈত্য এই আদেশে মহাস্ত্র সকল গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার নাশের নিমিত্ত উদ্যত হইল ॥ ৩২ ॥ প্রহ্লাদ কহিলেন, হে দৈত্যগণ! বিষ্ণু যেমন আমাতে সেইরূপ তোমাদের অস্ত্রেও স্থিত রহিয়াছেন, এই সত্যের অধিষ্ঠান হেতু অস্ত্র সকল আমাকে আক্রমণ না করুক ॥ ৩৩ ॥ পরাশর কহিলেন, পরে দৈত্যগণ শতশঃ অস্ত্রাঘাত করিলেও তাঁহার অল্পমাত্র বেদনা বোধ হয় নাই, পুনশ্চ নূতন (সুস্থ সবল) হইলেন ॥ ৩৪ ॥ হিরণ্যকশিপু কহিল, দুর্ব্বুদ্ধে! এই বৈরিপক্ষস্তব হইতে নিবৃত্ত হও, তোমাকে অভয় দিতেছি, অতি মূঢ়মতি হইও না ॥ ৩৫ ॥ প্রহ্লাদ কহিলেন, হে তাত! সমস্ত ভয়াপহারী অনন্ত হৃদয়ে থাকিতে আমার ভয় কোথায়? যাঁহাকে স্মরণ করিলে জন্মজরান্ত-কাদি সমস্ত ভয় অপগত হয় ॥ ৩৬ ॥ হিরণ্যকশিপু কহিল, ভো ভো সর্পসকল! তোমরা বিষজ্বালাকুল মুখের দ্বারা এই অত্যন্ত দুর্ম্মতি দুরাচারকে সদাই দংশন কর ॥ ৩৭ ॥ পরাশর কহিলেন, ইহা শুনিয়া কুহক, অন্ধক, তক্ষক প্রভৃতি তীক্ষ্ণবিষ সর্পেরা সমস্ত গাত্রে দংশন করিতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥ কিন্তু মহোরগগণ কর্ত্তৃক দশ্যমান হইয়াও তিনি কৃষ্ণে এরূপ আসক্তমতি

ও তৎস্মৃত্যাহ্লাদে সংহিত হইয়াছিলেন যে, আপনার শরীরের বিষয় জানিতে পারেন নাই॥ ৩৯॥ সর্প সকল কহিল, হে দৈত্যেশ্বর! আমাদের দংষ্ট্রা বিশীর্ণ ও মণি সকল স্ফুটিত হইতেছে; ফণাসমূহে তাপ এবং হৃদয়ে কম্প হইতেছে; তথাপি ইহার ত্বক্ অল্পমাত্রও ভিন্ন হইল না; আমাদিগকে অন্য কার্য্য আদেশ করুন॥৪০॥ হিরণ্যকশিপু কহিল, হে দিগ্‌গজ সকল! তোমরা সঙ্কটদন্ত মিশ্র (পরস্পরের দন্তে দন্তে মিলিত) হইয়া এই রিপুপক্ষ* ভিন্নকে হনন কর। অরণিজাত অগ্নি অরণিকেই দগ্ধ করে, সেইরূপ এ আমা হইতে উৎপন্ন হইয়া আমারই বিনাশের কারণ হইয়াছে॥৪১॥ পরাশর কহিলেন, তদনন্তর ঐ বালক ভূভৃৎশিখরের ন্যায় দিগ্‌গজগণ কর্ত্তৃক ধরণীপৃষ্ঠে পাতিত এবং দণ্ডসমূহ দ্বারা অবপীড়িত হইতে লাগিল॥৪২॥ কিন্তু গোবিন্দকে স্মরণ করায় সহস্র সহস্র হস্তিদন্ত তাঁহার বক্ষঃস্থলে বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং তিনি পিতাকে বলিতে লাগিলেন॥৪৩॥ এই কুলিশাগ্র নিষ্ঠুর গজগন্ত সকল যে বিশীর্ণ হইয়া গেল ইহা আমার বল নহে। ইহা জনার্দ্দনানুস্মরণের মহাবিপৎপাত বিনাশন প্রভাব মাত্র॥৪৪॥ হিরণ্যকশিপু কহিল, অসুরগণ! তোমরা বহ্নি প্রজ্বালিত কর, দিগ্‌গজগণ অপসৃত হও এবং হে বায়ো! তুমি অগ্নিকে সমেধিত (বর্দ্ধিত) কর, এই পাপকারীকে দগ্ধ কর ৪৫॥ পরাশর কহিলেন, তদনন্তর দানবেরা প্রভুপ্রেরিত হইয়া অসুরেন্দ্র সুতকে মহাকাষ্ঠরাশিতে আচ্ছন্ন করতঃ অগ্নি জ্বালিয়া দাহ করিতে লাগিল॥৪৬॥ প্রহ্লাদ কহিলেন, হে তাত! এই বহ্নি পবনদ্বারা প্রজ্বলিত হইয়াও আমাকে দগ্ধ করিতেছে না, আমি চারিদিক্ পদ্মাস্তরণে আস্তৃতের ন্যায় শীতল দেখিতেছি॥৪৭॥ পরাশর কহিলেন, অনন্তর ভার্গবাত্মজ (ষণ্ডামার্ক প্রভৃতি) বাগ্মী মহাত্মা দ্বিজ পুরোহিতগণ দৈত্যেশ্বরকে সামবাক্যে স্তব করিয়া বলিতে লাগিলেন॥৪৮॥ পুরোহিতগণ কহিলেন, হে রাজন্! এই অসুর বালক তনয়ের প্রতি কোপ সম্বরণ কর, তোমার কোপ দেবগণের উপর করা উচিত, কারণ সেখানে ক্রোধ সফল হয়॥৪৯॥ হে নৃপ! আমরা এই বালককে এইরূপে শাসন করিব, যে তাহাতে তোমার বিপক্ষ নাশের নিমিত্ত সে, বিনীত হইবে॥৫০॥ হে দৈত্যরাজ! শিশুত্ব সর্ব্বদোষের আস্পদ, অতএব এই বালকের

* রিপুপক্ষীয়েরা যাহাকে ভাঙ্গাইয়া লইয়াছে।

প্রতি অত্যন্ত কোপ করা উচিত হয় না ॥ ৫১ ॥ যদি আমাদের বাক্যে, হরির পক্ষ পরিত্যাগ না করে, তবে ইহার বধের নিমিত্ত আমরা নিবর্ত্তিনী (হিংস্রা) কৃত্যা করিব ॥৫২॥ পরাশর কহিলেন, পুরোহিতগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভ্যর্থিত হইয়া দৈত্যরাজ দৈত্যদিগের দ্বারা পুত্রকে পাবকসঞ্চয় হইতে বাহির করিল ॥ ৫৩ ॥ তদনন্তর বালক গুরুগৃহে বাসকরতঃ গুরুর উপদেশানন্তরে শিশু দানবদিগকে পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন ॥৫৪॥ প্রহ্লাদ কহিলেন, হে দৈতেয় এবং দিতিজাত্মজগণ! পরমার্থ শ্রবণ কর। অন্য কিছু মনে করিও না, আমি লোভাদিবশতঃ বলিতেছি না ॥ ৫৫ ॥ সর্ব্ব জন্তু; জন্ম, বাল্য, ও যৌবন প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর অনুদিবস অব্যাহতরূপে জরাবস্থা হইতে থাকে ॥ ৫৬ ॥ হে দৈত্যেশ্বরাত্মজ সকল! জন্তুগণ তৎপরে মৃত্যু প্রাপ্ত হয় ইহা আমাদের এবং তোমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে ॥ ৫৭ ॥ মৃতের পুনর্জ্জন্ম হয়, ইহারও অন্যথা নাই। আগমে আছে যে, উপাদান বিনা উদ্ভব হয় না ॥ ৫৮ ॥ পুনর্জ্জন্মোপপাদক গর্ভবাসাদি যাবৎ অবস্থা, তাবৎকেই দুঃখ বলিয়া জানিবে ॥ ৫৯॥ মূঢ় লোক; ক্ষুৎতৃষ্ণা এবং শীতাদির উপশমকে শিশুবুদ্ধিত্ব হেতু সুখ বিবেচনা করে। কিন্তু উহা দুঃখ মাত্র ॥ ৬০ ॥ অত্যন্ত স্তিমিতাঙ্গ (জড়ীভূত দেহ) ব্যক্তিরা যেমন ব্যায়ামে সুখ বোধ করে, সেইরূপ ভ্রান্তিজ্ঞানাবৃত চক্ষু কামী লোকসকলের পক্ষে, প্রহার (প্রণয়কুপিত কামিনীদিগের নূপুরঝংকার যুক্ত চরণাঘাত) ও সুখবৎ প্রতীত হয় ॥ ৬১ ॥ কিন্তু ইহা অবিধি; কোথায় অশেষ শ্লেষ্মাদির মহাচয় শরীর; আর কান্তি, শোভা, সৌরভ্য, কমনীয়াদি গুণই বা কোথায় ॥ ৬২ ॥ মাংস, অসৃক্, পূয, বিট্ মূত্র, স্নায়ু, মজ্জা ও অস্থিনির্ম্মিত দেহে যদি প্রীতিমান্ হয়, তাহা হইলে সে মূঢ় নরকেও প্রীতিমান্ হইবে ॥ ৬৩ ॥ শীত, তৃষ্ণা ও ক্ষুধার দ্বারা অগ্নি জল ও ভক্ত (অন্নের) সুখ কর্ত্তৃত্ব এবং ইতর দ্বারা তদ্বিপরীতের সুখ হেতুত্ব হইয়া থাকে ॥ ৬৪ ॥ হে দৈত্যসুতগণ! যেরূপ বিষয় গ্রহণ করা যায়, অন্তঃকরণে সেইরূপই দুঃখ হইয়া থাকে ॥ ৬৫ ॥ জন্তুগণ যে পরিমাণে মনের প্রিয় বস্তুর সহিত সম্বন্ধ করে, তাহার হৃদয়ে সেই পরিমাণেই শোকশঙ্কু প্রোথিত হয় ॥ ৬৬ ॥ লোক বিদেশে থাকিলেও তাহার গৃহস্থিত ধনাদির চিন্তা দূর হয় না। গৃহস্থিত ধনাদির নাশ, দাহ ও অপহরণ

হইতে পারে, ঘটনাক্রমে হয়ও; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, মনস্থিত ধনাদির নাশ হয় না অর্থাৎ সে ব্যক্তি তন্নাশজন্য শোক অনুভব করিতে থাকে। অতএব কোনও বস্তুতে অনুরাগ করা উচিত নহে॥ ৬৭॥ এই জন্মে মহদ্দুঃখ, ম্রিয়মাণের যমযাতনায় উগ্র দুঃখ এবং গর্ভসংক্রমণেও দুঃখ আছে॥ ৬৮॥ গতে যদি তোমাদের সুখলেশমাত্রও অনুমান হয়, তবে বল সব্ব জগৎ এইরূপ দুঃখময়॥ ৬৯॥ অতএব এরূপ অতি দুঃখাস্পদ ভবার্ণবে একমাত্র বিষ্ণুই তোমাদের পরায়ণ, ইহা সত্যই বলিতেছে॥ ৭০॥ আমরা সকলে বালক, অতএব জান না; দেহের মধ্যে দেহী (আত্মা) শাশ্বত (নিত্য) এবং রূপ যৌবন জন্মাদি ধর্ম্মদেহের, আত্মার নহে॥ ৭১॥ "আমি বালক, এখন ইচ্ছানুসারে বিচরণ করি, যুবাকালে শ্রেয়ঃকার্য্যে যত্ন করিব।" যুবা হইয়া মনে করে "বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে আত্মার হিতকর্ম্ম করিব।" বৃদ্ধ হইয়া বিবেচনা করে, "আমি বৃদ্ধ, কর্ম্ম সকল আমার ইন্দ্রিয়ায়ত্ত নহে, সমর্থ থাকিয়া যখন করি নাই, তখন এ মন্দ অবস্থায় আর কি করিব। দুরাশয়াক্ষিপ্ত মানস, পিপাসিত (বিষয়াসক্ত) পুরুষ এইরূপে জীবন অতিবাহিত করে, কদাচিৎ শ্রেয়োভিমুখে যায় না॥ ৭২। ৭৩। ৭৪॥ অজ্ঞলোকেরা ক্রীড়াসক্ত হইয়া বাল্যকালে বিষয়োন্মুখ হইয়া যৌবন এবং অশক্ত হইয়া বার্দ্ধক্য কালকে পশুবৎ যাপন করে॥ ৭৫॥ অতএব বিবেকাত্মা লোক বাল্যাবস্থাতেই শ্রেয়োলাভের যত্ন করিবে, দেহী বাল্য যৌবন বৃদ্ধাদি ভাবে যুক্ত নহে॥ ৭৬॥ আমি তোমাদিগকে এই সকল বলিলাম যদি মিথ্যা না মনে কর, তবে আমার প্রীতির নিমিত্ত বন্ধমুক্তিপ্রদ বিষ্ণুকে স্মরণ কর॥৭৭॥ ইঁহার স্মরণে আয়াস কি! স্মরণ করিলেই শুভ ফলপ্রদান করেন, যাহারা তাঁহাকে অহর্নিশি স্মরণ করেন, তাঁহাদের পাপক্ষয় হয়॥ ৭৮॥ সর্ব্বভূতহিত বিষ্ণুতে তোমাদের মতি এবং সুতরাং তদধিষ্ঠান প্রাণিসমূহে মৈত্রী হউক; এইরূপ সকল ক্লেশ ত্যাগ করিবে॥ ৭৯॥ যখন এই অখিল জগৎ তাপত্রয়ে অভিহিত অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখযুক্ত, তখন শোচনায় প্রাণিবর্গের প্রতি কোন্ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি দ্বেষ করেন॥ ৮০॥ যদি প্রাণিসকল ধন বিদ্যাদিসম্পন্ন এবং আমি হীন হই, তথাপি আনন্দিত থাকা উচিত, কেন না দ্বেষের ফল হানি॥৮১॥ আর প্রাণিগণ বদ্ধবৈর হইয়া

যদি দ্বেষ করে, তাহা হইলেও "আহা! ইহারা মোহব্যাপ্ত হইয়াছে" বিবেচনা করিয়া মনীষিগণ উহাদের নিমিত্ত শোক করিয়া থাকেন ॥ ৮২ ॥ হে দৈত্যগণ! ভিন্ন দৃষ্টিতে অর্থাৎ প্রাণিবর্গের মধ্যে পরস্পর ভেদ অঙ্গীকার করিয়া এই বিকল্প বা দ্বেষোপশমপ্রকার বলিলাম, কিন্তু উত্তম লোকদিগের সংক্ষেপ-পরামর্শ আমার নিকট শ্রবণ কর ॥৮৩॥ সর্ব্বভূতময় বিভুর বিস্তারই এই বিশ্ব জগৎ (তিনিই সর্ব্বময়) এজন্য বিচক্ষণগণ অভেদবুদ্ধিতে সকলকেই আত্মবৎ দেখিয়া থাকেন ॥ ৮৪ ॥ অতএব তোমরা এবং আমরা অসুর ভাব ত্যাগ করিয়া এরূপ যত্ন করিব, যাহাতে নির্ব্বৃতি (মুক্তি), প্রাপ্ত হইব ॥৮৫॥ অগ্নি, অর্ক, ইন্দু, বায়ু, পর্য্যন্য, বরুণ, সিদ্ধ, রাক্ষস, যক্ষ, দৈত্যেন্দ্র, উরগ, কিন্নর, মনুষ্য, পশু বা জরা, অক্ষিরোগ, অতিসার, প্লীহা, গুল্মাদি আত্মসম্ভব দোষ কিংবা দ্বেষ, ঈর্ষা, মৎসর, রাগ লোভাদি অথবা অন্য কাহারও দ্বারা যাহা (মুক্তি) ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, কেশব হৃদয়ে সংস্থিত হইলে মনুষ্য মল (পাপ) ত্যাগ করিয়া সেই অত্যন্ত নির্ম্মল এবং নিত্যমুক্তি প্রাপ্ত হন ॥ ৮৬ ॥ ॥ ৮৭ ॥ ৮৮ ॥ ৮৯ ॥ হে দৈত্যগণ! অসার সংসারের বিবর্ত্তনে (ঘূর্ণনে অর্থাৎ বারবার দেব মনুষ্য তির্য্যক প্রভৃতি দেহে জন্মমরণে) সন্তুষ্ট হইও না, সর্ব্বত্র সমদর্শী হও। আমি সাহসপূর্ব্বক বলিতেছি, সমভাবই বিষ্ণুর আরাধনা ॥ ৯০ ॥ তিনি প্রসন্ন হইলে জগতে অলভ্য কি? ধর্ম্ম কাম অর্থ ত তুচ্ছ, মোক্ষও প্রার্থনা করিতে হইবে না। অনন্ত ব্রহ্মতরুর আশ্রয় লইলে তোমরা নিঃসংশয়ই মহৎ ফল প্রাপ্ত হইবে ॥ ৯১ ॥

সপ্তদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন, দানবেরা তাঁহার এইরূপ চেষ্টা দেখিয়া ভয়ে গিয়া দৈত্যপতিকে বলিল। সেও পাচকদিগকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল ॥ ১ হিরণ্যকশিপু কহিল, ওহে সূদগণ! আমার এই দুর্ম্মতি পুত্র অন্য বালকদিগেরও কুমার্গ উপদেশক হইয়াছে, দুষ্টকে অবিলম্বে বিনষ্ট কর ॥ ২ ॥

তোমার উঁহার সমস্ত ভক্ষ্য দ্রব্যে অজ্ঞানিতরূপে হলাহল বিষ মিশ্রিত করিয়া পাপিষ্ঠকে মারিয়া ফেল, চিন্তা বা ইতস্ততঃ করিও না॥ ৩॥ পরাশর বলিলেন, তাহারা তাঁহার প্রতাপবান্ পিতার আদেশানুসারে মহাত্মা প্রহ্লাদকে ঐরূপ বিষ দান করিয়াছিল॥ ৪॥ হে মৈত্রেয়! তিনিও অনন্ত নামোচ্চারণে ঘোর হলাহল বিষ অভিমন্ত্রিত করিয়া অন্নের সহিত ভক্ষণ করিলেন॥ ৫॥ এবং ভক্ষণপূর্ব্বক অনন্ত নামোচ্চারণে নির্ব্বীর্য্য ঐ বিষকে অবিকাররূপে জীর্ণ করিয়া সুস্থ মানস থাকিলেন॥ ৬॥ তখন পাচকেরা মহৎ বিষকে জীর্ণ দর্শনে ভয়ত্রস্ত হইয়া দৈত্যেশ্বরের নিকট গিয়া প্রণিপাত-পূর্ব্বক বলিতে লাগিল॥ ৭॥ সূদগণ কহিল, হে দৈত্যরাজ! আমরা অতি ভীষণ বিষ দিয়াছিলাম, কিন্তু আপনার পুত্র প্রহ্লাদ অন্নের সহিত জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে॥ ৮॥ হিরণ্যকশিপু কহিল, হে হে দৈত্যপুরোহিতসকল! সদ্য সত্বর হও, সত্বর হও, তাহার বিনাশের নিমিত্ত অচিরে কৃত্যা উৎপাদন কর॥ ৯॥ পরাশর কহিলেন, তদনন্তর পুরোহিতগণ বিনয়ান্বিত প্রহ্লাদের নিকটে গিয়া বলিয়াছিলেন॥ ১০॥ হে আয়ুষ্মন্! ব্রহ্মার ত্রৈলোক্য-বিখ্যাত কুলে, দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর তনয় হইয়া তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ। দেবগণ, অনন্ত কিংবা অন্য কাহারও দ্বারা কি প্রয়োজন? তোমার পিতা, তোমার ও সর্ব্বলোকের আশ্রয়, তুমিও সেইরূপ হইবে॥ ১২॥ অতএব এই বিপক্ষস্তবসংযুক্ত বাক্য পরিত্যাগ কর। সমস্ত গুরুর মধ্যে পিতা পরম গুরু॥ ১৩॥ প্রহ্লাদ কহিলেন, মহাভাগসকল! এইরূপই বটে। মরীচীর সকল কুলের মধ্যে এই মহাকুল শ্লাঘ্য। ত্রৈলোক্যে কে অন্যথা বলিতে পারে। আমার পিতা সমস্ত জগতে উৎকৃষ্ট জনগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত, ইহাও আমি জানি, এ কথা সত্য, মিথ্যা নয়॥ ১৫॥ পিতা সমস্ত গুরুর পরম গুরু, আপনারা যাহা বলিলেন, সে বিষয়ে স্বল্পমাত্রও ভ্রান্তি নাই॥১৬॥ পিতা যে গুরু এবং পরমযত্নে পূজনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর তাঁহার নিকট কোনও অপরাধ করিব না, আমারও মনে এইরূপ ধারণা॥১৭॥ কিন্তু আপনারা যে বলিলেন, অনন্তে কি হয়, একথা কতদূর দোষযুক্ত কে বলিতে পারে? বস্তুতঃ এই বাক্য অর্থবৎ (যথার্থ) নহে॥ ১৮॥ ইহা বলিয়া তিনি তাঁহাদের গৌরবযন্ত্রিত (তাঁহাদের গৌরবে যন্ত্রিত অর্থাৎ তাঁহাদের

মাত্ত করিয়া) হইয়া মৌনভাব অবলম্বন করিলেন, পরে হাস্য করিয়া কহিলেন " অনন্তে কি হয় " এ কথাকে ধন্য। ভো ভো গুরুগণ অনন্তে কি হয় বলিতেছেন, ধন্য! আপনাদিগকে ধন্য! যদি খেদ প্রাপ্ত না হন, তবে অনন্তে যাহা হয় শ্রবণ করুন ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ নামক চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ কথিত হয়। যাহা হইতে এই চতুর্ব্বিধ হয়, তাহা হইতে কি হয়, একি বৃথা কথা বলিতেছেন? ॥ ২১ ॥ অনন্ত হইতে দক্ষ মরীচীমুখ্য অন্য ঋষিগণ ধর্ম্ম, অন্যেরা অর্থ এবং অপর ঋষিগণ কাম প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২২ ॥ অপর অনেকে গুরুতর জ্ঞান ধ্যান সমাধিদ্বারা তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া এবং তজ্জন্য নষ্টবন্ধন হইয়া মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ২৩ ॥ হরির একতানলভ্য আরাধনাই সম্পদ্, ঐশ্বর্য্য, মাহাত্ম্য, জ্ঞান, সন্ততি, কর্ম্ম এবং বিমুক্তির মূল ॥ ২৪ ॥ হে দ্বিজগণ! যাহা হইতে ধর্ম্মার্থ কামার্থ ফল এবং মুক্তি, সেই অনন্ত দ্বারা কি হয়, ইহা কি বলিতেছেন ॥ ২৫ ॥ এ বিষয়ে অধিক বলিবার ফল কি? আপনারা আমার গুরু। সাধু বা অসাধু যাহা ইচ্ছা বলুন আমার বিবেক অল্প ॥ ২৬ ॥ পুরোহিতগণ কহিলেন ওহে বালক! পুনর্ব্বার এরূপ বলিও না, ইহা মনে করিয়া আমরা তোমাকে অগ্নিতে দগ্ধ হইতে রক্ষা করিলাম, কিন্তু তুমি অবোধ তাহা জানিতে পারিতেছ না। ॥ ২৭ ॥ দুর্ম্মতে! আমাদের বাক্যে যদি মোহগ্রাহকে ত্যাগ না কর, তাহা হইলে তোমার বিনাশের নিমিত্ত আমরা কৃত্যা সৃজন করিব ॥ ২৮ ॥ প্রহ্লাদ কহিলেন, কে কাহাকে নষ্ট বা রক্ষা করে। অসৎ ও সৎ আচরণ করতঃ আত্মাই আত্মাকে সংহার এবং রক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥ পরাশর কহিলেন, তিনি ইহা বলিলে দৈত্যরাজের পুরোহিতেরা জ্বালামালায় উজ্জ্বলাকৃতি কৃত্যা উৎপাদন করিলেন ॥ ৩০ ॥ অতিভীষণা ঐ কৃত্যা পাদন্যাসে ক্ষিতি ক্ষত করিতে করিতে সুসংক্রুদ্ধভাবে আসিয়া শূলেরদ্বারা প্রহ্লাদকে বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল ॥ ৩১ ॥ ঐ দীপ্তিমান্ শূল তাঁহার হৃদয়ে ঠেকিয়া খণ্ড খণ্ড ও ভূমিতলে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল ॥ ৩২ ॥ অনপায়ী ঈশ্বর ভগবান্ হরি যে হৃদয়ে বিদ্যমান, তথায় বজ্রও ভগ্ন হইয়া যায়, শূলের কথা কি? ॥ ৩৩ ॥ পাপিষ্ঠ যাজকেরা ঐ অপাপের প্রতি কৃত্যা পাতিত করায় উহা তাঁহাদিগকেই সংহার করিয়া স্বয়ং বিনাশ প্রাপ্ত হইল ॥ ৩৪ ॥ তাঁহাদিগকে কৃত্যা দ্বারা

দহ্যমান দেখিয়া মহামতি প্রহ্লাদ "ত্রাহি কৃষ্ণ ত্রাহি অনন্ত" বলিতে বলিতে রক্ষণার্থ তদভিমুখে ধাবিত হইলেন॥ ৩৫॥ প্রহ্লাদ কহিলেন, হে সর্ব্বব্যাপিন্! জগদাত্মন্! জগৎশ্রেষ্ঠ! জনার্দ্দন! এই দুঃসহ মন্ত্র-পাবক হইতে এই বিপ্রগণকে রক্ষা কর॥ ৩৬॥ সর্ব্বব্যাপী জগৎগুরু বিষ্ণু সর্ব্বভূতে অবস্থিত, অতএব এই পুরোহিত সকল জীবিত হউন॥ ৩৭॥ আমি যেমন বিষ্ণুকে সর্ব্বগত মনে করিয়া পাবকে রক্ষা পাইয়াছি, শত্রু পক্ষেও আমি সেইরূপ চিন্তা করিতেছি, পুরোহিতেরা জীবিত হউন॥ ৩৮॥ যাহারা আমাকে বধ করিতে আসিয়াছিল, যাহারা বিষ দিয়াছিল, যাহারা অগ্নিতে নিক্ষেপ করে, যাহারা হস্তীদ্বারা আঘাত এবং সর্পসকলকে দংশন করায়, সে সকলেরই প্রতি আমি সম মিত্রভাবাপন্ন, কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করি নাই। অদ্য সেই সত্যে অসুর-যাজকগণ জীবিত হউন॥ ৩৯। ৪০॥ পরাশর কহিলেন, ইহা বলিয়া তিনি স্পর্শ করায় ব্রাহ্মণ সকল নিরাময় হইয়া উঠিলেন এবং প্রশ্রয়াবিত (স্নেহপূর্ণ) ভাবে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন॥ ৪১॥ পুরোহিতগণ কহিলেন,—বৎস উত্তম! তুমি দীর্ঘায়ুঃ, অপ্রতিহত-বলবীর্য্য-সম্পন্ন এবং পুত্রপৌত্রধন ঐশ্বর্য্যযুক্ত হও॥ ৪২॥ পরাশর কহিলেন, হে মহামুনে! পুরোহিতগণ তাঁহাকে ইহা বলিয়া দৈত্যরাজকে গিয়া যথাবৃত্ত সকল বিবরণ কহিলেন॥ ৪৩॥

অষ্টাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন, হিরণ্যকশিপু সেই কৃত্যা বিফল হইয়াছে শুনিয়া, পুত্রকে আহ্বান করিয়া, এই প্রভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিল॥ ১॥ হিরণ্যকশিপু কহিল,—প্রহ্লাদ! তুমি অতি প্রভাবশালী, তোমার এ কি চেষ্টা! ইহা কি মন্ত্রাদিজনিত না—তোমার স্বাভাবিক?॥ ২॥ পরাশর কহিলেন, পিতা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে অসুরবালক প্রহ্লাদ পিতার পদদ্বয়ে পনিপাত করিয়া বলিয়াছিলেন॥৩॥ প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে তাত! ইহা মন্ত্রাদি-

কৃত বা আমার নৈসর্গিক নহে, যাহার যাহার হৃদয়ে অচ্যুত বাস করেন, ইহা তাহাদের সামান্ত প্রভাব॥ ৪॥ যে ব্যক্তি আপনার ন্যায় অন্তেরও অনিষ্ট চিন্তা করে না, হে পিতঃ! কারণ-অভাবে তাহার পাপাগম (দুঃখাগম) থাকে না। ৫। যে ব্যক্তি কর্ম্ম মন বাক্য দ্বারা পরপীড়া করে, তাহার সেই পরপীড়ারূপ বীজজাত প্রভূত অশুভ ফল ফলিয়া থাকে। ৬। সর্ব্বভূতস্থিত এবং আপনাতেও স্থিত কেশবকে চিন্তা করি, আমি কাহারও অনিষ্ট ইচ্ছা করি না,—কার্য্যে করি না বা কথায় বলি না। ৭। আমি যখন সর্ব্বত্র শুভচিত্ত, তখন আমার দৈব বা ভূতোৎপন্ন শারীরিক বা মানসিক দুঃখ কোথা হইতে জন্মিবে? ॥ ৮॥ হরিকে এইরূপ সর্ব্বভূতময় জানিয়া সর্ব্বভূতের প্রতিই অব্যভিচারিণী ভক্তি করা পণ্ডিতদিগের কর্ত্তব্য॥ ৯॥ পরাশর কহিলেন, প্রাসাদশিখরস্থিত সেই দৈত্য, ইহা শুনিয়া ক্রোধে অন্ধকারিত (দুষ্প্রেক্ষ্য) মুখ হইয়া দৈত্যকিঙ্করদিগকে কহিতে লাগিল, দুরাত্মাকে এই শত যোজন প্রাসাদ হইতে নিক্ষেপ কর, গিরি-পৃষ্ঠে পতিত হউক এবং অঙ্গসন্ধিসকল শিলায় ভগ্ন হইয়া যাউক॥ ১০। ১১॥ তদনন্তর সমস্ত দৈত্যদানব বলপূর্ব্বক তাঁহাকে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তিনিও নিক্ষিপ্ত হইয়া হরিকে হৃদয়ে বহন করতঃ (চিন্তা করিতে করিতে) অধঃ পতিত হইতে লাগিলেন॥ ১২॥ জগদ্ধাতা কেশবের প্রতি ভক্তিযুক্ত পতমান প্রহ্লাদকে জগদ্ধাত্রী পৃথিবী নিকটে ধারণ করিয়াছিলেন॥ ১৩॥ তাঁহাকে অবিশীর্ণ-অস্থিপঞ্জর ও স্বস্থ দেখিয়া হিরণ্যকশিপু মায়াবিশ্রেষ্ঠ শম্বরকে কহিল॥ ১৪॥ হিরণ্যকশিপু কহিল,—আমরা এই দুর্ব্বুদ্ধি বালককে বধ করিতে পারিতেছি না, তুমি মায়া জান, ইহাকে মায়া দ্বারা বিনষ্ট কর॥ ১৫॥ শম্বর কহিল, হে দৈত্যেন্দ্র! ইহাকে বিনষ্ট করিতেছি, আমার মায়াবল দেখ, সহস্র কোটিশত মায়া আমার জানা আছে॥ ১৬॥ পরাশর কহিলেন, তদনন্তর দুর্ব্বুদ্ধি শম্বরাসুর, বিনাশ ইচ্ছা করিয়া সর্ব্বত্র সমদর্শী প্রহ্লাদের প্রতি মায়া সৃষ্টি করিল॥ ১৭॥ হে মৈত্রেয়! শম্বরের প্রতিও বিমৎসর সেই প্রহ্লাদ সমাহিতমতি হইয়া মধুসূদনকে স্মরণ করিলেন॥ ১৮॥ তখন দীপ্তিমান্ উত্তম সুদর্শন চক্র ভগবানের আদেশে তাঁহার রক্ষার্থ আসিয়া উপস্থিত হইল॥ ১৯॥ বালকের দেহ-রক্ষক সেই

দ্রুতগামী চক্র দ্বারা শম্বরের সহস্রমায়া একে একে নষ্ট হইয়া গেল॥ ২০॥ দৈত্যেন্দ্র সংশোষক বায়ুকে বলিল, আমার আজ্ঞায় শীঘ্র এই দুরাত্মাকে ক্ষয় কর॥ ২১॥ সেই লঘু শীতল অতিরুক্ষ ও তদ্দেহের পক্ষে অতিদুঃসহ পবনও "যথাজ্ঞা" এই কথা বলিয়া দেহশোষণের নিমিত্ত প্রহ্লাদের শরীরে প্রবেশ করিল॥২২॥ আপনাকে ঐ সংশোষক পবনে ব্যাপ্ত জানিতে পারিয়া দৈত্য-বালক হৃদয়ে মহাত্মা ধরণীধরকে চিন্তা করিলেন। ২৩। তাঁহার হৃদয়স্থ জনার্দ্দন ক্রুদ্ধ হইয়া সেই অতিভীষণ বায়ুকে পান করিয়া ফেলিলেন; সে পবনও ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। ২৪। মায়া সকল ক্ষীণ এবং পবন ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, ঐ মহামতি গুরুগৃহে গমন করিলেন॥২৫॥ অনন্তর আচার্য্য তাঁহাকে দিন দিন রাজাদিগের রাজ্যফলপ্রদায়িনী শুক্রাচার্য্য-প্রণীত-নীতি শিক্ষা করাইতে লাগিলেন॥ ২৬॥ গুরু যখন তাঁহাকে নীতিশাস্ত্রে পণ্ডিত এবং বিনীত বিবেচনা করিলেন, তখন তাঁহার পিতাকে "ইনি শিক্ষিত হইয়াছেন" বলিয়াছিলেন। ২৭। আচার্য্য কহিলেন, হে দৈত্যপতে! তোমার পুত্রকে নীতিশাস্ত্র শিক্ষা করান হইয়াছে, ভার্গব (শুক্র) যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রহ্লাদ যথারূপে শিখিয়াছেন।২৮। হিরণ্যকশিপু কহিল, হে প্রহ্লাদ! মিত্র, শত্রু ও মধ্যস্থের প্রতি তিন কালে (ক্ষয়, বৃদ্ধি ও তৎসাম্যসময়ে) ভূপতি কিরূপ ব্যবহার করিবেন। ২৯। মন্ত্রী (বুদ্ধি-সহায়), অমাত্য, বাহ্য, অভ্যন্তরের লোক, চার, চৌরবর্গ, শঙ্কিত (জয় করিয়া যাহাদিগকে দাসত্ব স্বীকার করান হইয়াছে), ইতর, কৃত্যাকৃত্য বিধান, দুর্গ, আটবিক (মহারণ্যবাসী) দিগের সাধন অর্থাৎ বশীকরণ এবং কণ্টকশোধন অর্থাৎ চৌর বা গূঢ়শত্রুদের প্রতিকার ইত্যাদি বিষয়েই বা কিরূপ আচরণ করা উচিত। ৩০। ৩১। এই সকল এবং অন্যান্য তুমি যেরূপ শিক্ষা করিয়াছ, তাহা আমাকে বল, আমি তোমার মনোগত ভাব জানিতে ইচ্ছা করি। ৩২। পরাশর কহিলেন, বিনয়ভূষণ প্রহ্লাদ পিতার পদযুগলে প্রণিপাতপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দৈত্যেন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন।৩৩। প্রহ্লাদ কহিলেন,—গুরু আমাকে এসকল বিষয়েই উপদেশ দিয়াছেন এবং আমিও গ্রহণ করিয়াছি, সংশয় নাই; কিন্তু আমার বিবেচনায় এই সকল নীতি ভাল নহে। ৩৪। মিত্রাদির সাধন বা বশীকরণ বিষয়ে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড, সমস্ত উপায়ই কথিত হইয়াছে॥৩৫॥ কিন্তু পিতঃ! ক্রোধ করিবেন না,

আমি সেই মিত্রদিগকে দেখিতেছি না; হে মহাবাহো! সাধ্যের অভাবে সাধনের প্রয়োজন কি? ॥ ৩৬ ॥ হে তাত! সর্ব্বভূতাত্মক জগন্নাথ জগন্ময় পরমাত্মা গোবিন্দে মিত্র অমিত্রের কথা কোথা হইতে হইবে? ॥ ৩৭ ॥ ভগবান বিষ্ণু আপনাতে, আমাতে এবং অন্যত্রও বিদ্যমান। যেখানে সেখানেই ইনি আমার মিত্র, পৃথক্ শত্রু আবার কোথায়? ॥ ৩৮ ॥ অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানের অন্তর্গত দুষ্ট উদ্যমের এই বিস্তর উক্তির ফল কি? হে তাত! শোভন (নিষ্কাম আত্মবিদ্যার) যত্ন করা কর্ত্তব্য ॥ ৩৯ ॥ অজ্ঞানতাবশতঃ অবিদ্যাতে বিদ্যা বুদ্ধি জন্মে, হে তাত! অসুরেশ্বর! বালক কি খদ্যোতকে অগ্নি মনে করে না? ॥ ৪০ ॥ যাহা বন্ধনের নিমিত্ত নহে, সেই কর্ম্মই কর্ম্ম; যাহা বিমুক্তির হেতু, সেই বিদ্যাই বিদ্যা; অপর কর্ম্ম আয়াস এবং অন্য বিদ্যা শিল্পনৈপুণ্যমাত্র ॥৪১॥ হে মহাভাগ! আমি ইহা অসার জানিয়া, উত্তম সার বিষয় প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ৪২ ॥ কে রাজ্যচিন্তা না করে, কে ধনের বাঞ্ছা না করে, তথাপি যাহা ভবিতব্য, মনুষ্য সেই পরিমাণেই এই উভয় প্রাপ্ত হয় ॥৪৩॥ এইরূপ সকলেই মহত্ত্ব লাভের উদ্যম করে, কিন্তু পুরুষের ভাগ্যই উন্নতির কারণ, উদ্যম নহে ॥ ৪৪ ॥ প্রভো! জড় (নিশ্চেষ্ট) অবিবেক অনীতিমান্ অসুরদিগেরও ভাগ্যে রাজ্যভোগ ঘটে ॥ ৪৫ ॥ এজন্য যে ব্যক্তি মহতী লক্ষ্মী বা নির্ব্বাণ ইচ্ছা করে, তাহার পুণ্যকর্ম্ম এবং সমতার জন্য যত্ন করা উচিত ॥ ৪৬ ॥ ভিন্নের ন্যায় স্থিত হইলেও "দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ ও সরীসৃপ সকলেই অনন্ত বিষ্ণুর রূপ" ইহা অবগত হইয়া সমস্ত স্থাবর জঙ্গম জগৎকে আত্মতুল্য দেখা উচিত। যেহেতু এই বিষ্ণুই বিশ্বরূপধারী ॥ ৪৭ । ৪৮ ॥ এইরূপ জানিলে সেই ভগবান্ অনাদি অচ্যুত পরমেশ্বর তাহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন, তিনি প্রসন্ন হইলে ক্লেশ সংক্ষয় হয় ॥ ৪৯ ॥ পরাশর কহিলেন, হিরণ্যকশিপু ইহা শুনিয়া ক্রোধে সিংহাসন হইতে উত্থিত হইয়া পুত্রের বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিল ॥ ৫০ ॥ এবং কোপে অসহিষ্ণু ও প্রজ্বলিতের ন্যায় হইয়া জগৎ সংহার করিবার ইচ্ছাতেই যেন হস্ত দ্বারা হস্তনিষ্পেষণপূর্ব্বক বলিতে লাগিল ॥ ৫১ ॥ হিরণ্যকশিপু কহিল,—হে বিপ্রচিত্তে! হে রাহো! হে বল! তোমরা ইহাকে দৃঢ়রূপে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া

মহাসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত কর, বিলম্ব করিও না ॥ ৫২ ॥ নতুবা সমস্ত লোক এবং দৈত্যেয় দানবেরা এই দুরাত্মার মত অবলম্বন করিবে। ৫৩ ॥ আমরা এবং অপরে বহুবার নিবারণ করিলেও এই পাপিষ্ঠ বিষ্ণুর স্তুতি করিতেছে; দুষ্টদিগের বধই উপকারক ॥ ৫৪ ॥ পরাশর কহিলেন, তদনন্তর সেই দৈত্যেরা প্রভুর আজ্ঞা পালনপূর্ব্বক তাঁহাকে সত্বর নাগবন্ধনে বদ্ধ করিয়া সলিলালয়ে (সমুদ্রে) নিক্ষিপ্ত করিল ॥ ৫৫ ॥ তদনন্তর প্রহ্লাদ বিচলিত হইলে মহাসমুদ্র চঞ্চল এবং ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়া, চতুর্দ্দিকে উদ্বেল হইয়া উঠিল ॥ ৫৬ ॥ হে মহামতে! অখিল ভূর্লোক জলপুঞ্জে প্লাবিত দেখিয়া হিরণ্যকশিপু দৈত্যদিগকে ইহা কহিতে লাগিল ॥ ৫৭ ॥ হিরণ্য-কশিপু কহিল, হে দৈত্যেয়গণ! তোমরা সকলে এই বরুণালয়ে (সমুদ্রে) নিশ্ছিদ্র পর্ব্বতসমূহ নিক্ষিপ্ত করিয়া এই দুর্ম্মতিকে সম্পূর্ণরূপে আক্রমণ কর অর্থাৎ আচ্ছাদিত করিয়া ফেল ॥ ৫৮ ॥ ইহাকে অগ্নি দগ্ধ করিতে পারিতেছে না, শস্ত্রসমূহ দ্বারা এ ছিন্ন হইতেছে না এবং সর্পদংশন, সংশোষক বায়ু, বিষ, কৃত্যা, মায়া, দিগ্‌গজসমূহ দ্বারা কিম্বা উচ্চ হইতে পতিত হইয়াও এ ক্ষয় প্রাপ্ত হইল না, এই বালক অতি দুষ্টচিত্ত; ইহার জীবিত থাকায় ফল নাই ॥ ৫৯। ৬০ ॥ অতএব পর্ব্বত সকল দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সহস্র বৎসর এই সমুদ্র মধ্যে স্থাপিত থাকুক, তাহা হইলে দুর্ম্মতি প্রাণত্যাগ করিবে ॥ ৬১ ॥ পরে দৈত্যদানবেরা তাঁহাকে আক্রমণপূর্ব্বক সহস্র-যোজন-পথ-সমুত্র পর্ব্বতে আচ্ছন্ন করিয়াছিল ॥ ৬২ ॥ সেই মহামতি সমুদ্রমধ্যে পর্ব্বতাচ্ছাদিত থাকিয়া আহ্নিক বেলায় (অহরহঃ কর্ত্তব্য ভোজনাদি সময়ে) একাগ্রচিত্তে অচ্যুতের স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৬৩ ॥ প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তোমাকে নমস্কার; হে পুরুষোত্তম! তোমাকে নমস্কার; হে সর্ব্বলোকাত্মন্! তোমাকে নমস্কার; হে তীক্ষ্ণচক্রিন্! তোমাকে নমস্কার ॥ ৬৪ ॥ গো-ব্রাহ্মণের হিতকারী ব্রাহ্মণ-দেবকে নমস্কার; জগতের হিতস্বরূপ কৃষ্ণকে নমস্কার; গোবিন্দকে নমস্কার। ৬৫ ॥ বিশ্বের সৃষ্টি বিষয়ে ব্রহ্মা, পালন বিষয়ে বিষ্ণু এবং কল্পান্ত বিষয়ে রুদ্র; এই ত্রিমূর্ত্তিমান্ তোমাকে নমস্কার ॥ ৬৬ ॥ দেব, যক্ষ, অসুর, সিদ্ধ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, পিশাচ, রাক্ষস, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, স্থাবর, পিপীলিকা, সরীসৃপ,

তুমি, জল, আকাশ, বায়ু, [শব্দ, স্পর্শ, রস, রূপ, গন্ধ, মন, বুদ্ধি, আত্মা, (অহঙ্কার) কাল এবং গুণ, হে অচ্যুত! তুমিই এই সকলের পরমার্থ অর্থাৎ তত্ত্বকারণ॥ ৬৭—৬৯]॥ তুমি বিদ্যা ও অবিদ্যা, তুমি সত্য ও অসত্য, বিষ ও অমৃত, তুমি বেদোক্ত প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত কর্ম্ম, বিষ্ণো! তুমিই সমস্ত কর্ম্মের ভোক্তা, কর্ম্মের উপকরণ, সর্ব্ব কর্ম্মের যাহা ফল, তাহাও তুমি॥ ৭০। ৭১॥ হে প্রভো! আমাতে অশেষ ভূতে এবং ভুবনে তোমারই ঐশ্বর্য্যগুণসূচক ব্যপ্তি রহিয়াছে॥ ৭২॥ যোগিগণ তোমাকে চিন্তা করেন, যাজকগণ তোমাকেই পূজা করেন এবং তুমিই দেব ও পিতৃরূপ ধারণে হব্য ও কব্য ভোগ করিয়া থাক॥ ৭৩॥ হে ঈশ! তোমার মহৎরূপ বিশ্ব (ব্রহ্মাণ্ড), অত্রস্থিত এই জগৎ তদপেক্ষা সূক্ষ্মরূপ, তদপেক্ষা সূক্ষ্মরূপ ভূতভেদ অর্থাৎ জরায়ুজাদি, তাহাদের মধ্যে তোমার অতীব সূক্ষ্মরূপ অন্তরাত্মা; এবং তদপেক্ষাও পর, সূক্ষ্মাদি বিশেষণের অগোচর যে কোনও অচিন্ত্য পরমাত্মরূপ আছে, সেই পুরুষোত্তম তোমাকে নমস্কার। ৭৪। ৭৫॥ হে উৎপত্তিস্থান! সর্ব্বাত্মন্! সুরেশ্বর! সর্ব্বভূতের মধ্যে তোমার যে গুণাশ্রয়ভূতা অপরা অর্থাৎ জড়শক্তি আছে, সেই শাশ্বতী প্রকৃতিকে নমস্কার॥ ৭৬॥ যাহা বাক্য-মনের অগোচর, অবিশেষণ অর্থাৎ জাতি-গুণাদি-বিশেষণশূন্য এবং জ্ঞানিগণের জ্ঞান-পরিচ্ছেদ্য, সেই ঈশ্বরী, পরা অর্থাৎ চিৎ শক্তিকে বন্দনা করি॥ ৭৭॥ যাঁহার ব্যতিরিক্ত কিছুই নাই এবং যিনি অখিল জগতের ব্যতিরিক্ত সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা, সেই ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার। ৭৮॥ যাঁহার নাম রূপ নাই, যিনি অস্তিত্ব মাত্রদ্বারা উপলব্ধ হয়েন, সেই মহাত্মাকে নমস্কার॥ ৭৯॥ দেবতারাও যাঁহার পরম রূপ দেখিতে না পাইয়া অবতার রূপের অর্চ্চনা করেন, সেই মহাত্মাকে নমস্কার॥৮০॥ যে ঈশ অশেষ জগতের অন্তঃকরণে থাকিয়া শুভাশুভ অবলোকন করিতেছেন, সেই সর্ব্বসাক্ষী (জ্ঞাতা) পরমেশ্বর বিষ্ণুকে নমস্কার করি॥৮১॥ এই জগৎ যাঁহা হইতে অভিন্ন, সেই বিষ্ণুকে নমস্কার; সেই জগৎকারণ ধ্যেয় অব্যয় আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ৮২॥ অক্ষয়, অব্যয় (প্রধান-মহদাদিরূপ), এই বিশ্ব যাহাতে ওতঃপ্রোত অর্থাৎ (দীর্ঘ-সূত্র ও তির্য্যক্ সূত্রদ্বারা বস্ত্রের ন্যায় গ্রথিত ও অনুস্যূত) সকলের আধারভূত সেই হরি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ৮৩। যাঁহা হইতে

সমস্ত উৎপন্ন, সেই বিষ্ণুকে নমস্কার; যিনি সর্ব্ব, তাঁহাকে নমস্কার; যাহাতে সমস্ত লীন হয়, তাঁহাকে নমস্কার ॥ ৮৪ ॥ অনন্তের সর্ব্বব্যাপিত্ব জন্য তিনিই আমি, আমা হইতে সমস্ত উৎপন্ন, আমিই সর্ব্বরূপে বর্ত্তমান এবং সনাতনরূপ আমাতেই সমস্ত লয় প্রাপ্ত হইবে ॥ ৮৫ ॥ আমিই সৃষ্টির পূর্ব্বে অক্ষয়, নিত্য ও আত্মসংশ্রয় ব্রহ্মনামক পরমাত্মা এবং আমিই শেষে পরম পুরুষ ॥ ৮৬ ॥

ঊনবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

বিংশ অধ্যায়।

হে দ্বিজ! বিষ্ণুকে এইরূপে আপনা হইতে অভিন্ন ভাবিতে ভাবিতে নিতান্ত তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া (প্রহ্লাদ) আপনাকে অচ্যুতমনে করিয়াছিলেন। ॥ ১ ॥ তৎকালে আপনাকেও বিস্মৃত হইয়াছিলেন, বিষ্ণু ব্যতীত অন্য কিছুই জানিতে পারেন নাই এবং আমিই অব্যয় অনন্ত পরমাত্মা, এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥ এইরূপ ভাবনাযোগে ক্রমে নিষ্পাপ (সমস্ত কর্ম্মবাসনারহিত) হইলে তাঁহার জ্ঞানময় শুদ্ধ অন্তঃকরণে অচ্যুতবিষ্ণু স্থিত হইয়াছিলেন ॥ ৩ ॥ হে মৈত্রেয়! অসুর প্রহ্লাদ যোগপ্রভাবে বিষ্ণুময় হইলে বিচলিত অবস্থায় ঐ নাগবন্ধনসকল ক্ষণমাত্রে ছিন্ন হইয়া গেল ॥ ৪ ॥ ভ্রমণশীল গ্রাহগণপূর্ণ ও সতরঙ্গ মহাসমুদ্র চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং শৈল-কানন সহিত সমস্ত বসুন্ধরা কম্পিত হইতে লাগিল ॥ ৫ ॥ অনন্তর মহামতি ও (প্রহ্লাদ) দৈত্যগণ কর্তৃক উপরি নিক্ষিপ্ত ঐ শৈলসমূহ ক্ষেপণ করিয়া সেই সলিল হইতে নির্গত হইলেন ॥ ৬ ॥ তিনি পুনর্ব্বার আকাশাদিরূপ জগৎ অবলোকন করিয়া পুনর্ব্বার আপনাকে "আমি প্রহ্লাদ" এইরূপ বিবেচনা করিলেন ॥ ৭ ॥ এবং বুদ্ধিমান্ (প্রহ্লাদ) একাগ্রমতি, অব্যগ্র এবং কায়মনোবাক্যে সংযত হইয়া পুনর্ব্বার অনাদি পুরুষোত্তমের স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥ প্রহ্লাদ কহিলেন, হে পরমার্থ! (জ্ঞানস্বরূপ!) সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা তোমাকে নমস্কার; হে অর্থ! (দৃশ্যরূপ!) তোমাকে নমস্কার। হে স্থূল! (জাগ্রদ্দৃশ্যরূপ!) তোমাকে

নমস্কার; হে সূক্ষ্ম! তোমাকে নমস্কার। হে ক্ষর! তোমাকে নমস্কার; হে অক্ষর! তোমাকে নমস্কার। হে ব্যক্ত! তোমাকে নমস্কার, হে অব্যক্ত! তোমাকে নমস্কার। হে কলাতীত! (নিরবয়ব) তোমাকে নমস্কার; হে সকল! (সাবয়ব!) তোমাকে নমস্কার। হে ঈশ! (নিয়ামক!) তোমাকে নমস্কার; হে নিরঞ্জন! (নির্লেপ!) তোমাকে নমস্কার ॥ ৯ ॥ হে গুণাঞ্জন! (স্বকীয় সত্তা ও প্রকাশ দ্বারা গুণ সকলের অনুরঞ্জক!) তোমাকে নমস্কার। হে গুণাধার! তোমাকে নমস্কার। হে নির্গুণাত্মন্! তোমাকে নমস্কার; হে গুণস্থির! তোমাকে নমস্কার। হে মূর্ত্ত! তোমাকে নমস্কার; হে অমূর্ত্ত! তোমাকে নমস্কার। হে মহামূর্ত্তে! তোমাকে নমস্কার; হে সূক্ষ্মমূর্ত্তে! তোমাকে নমস্কার! হে স্ফুট! (ভক্তগণের নিকট প্রকাশ-স্বরূপ!) তোমাকে নমস্কার; হে অস্ফুট! (অজ্ঞের পক্ষে অপ্রকাশস্বরূপ!) তোমাকে নমস্কার ॥১০॥ হে করালরূপ! তোমাকে নমস্কার; হে সৌম্যরূপ! তোমাকে নমস্কার। হে আত্মস্বরূপ! তোমাকে নমস্কার। হে বিদ্যাবিদ্যালয়! তোমাকে নমস্কার। হে অচ্যুত! তোমাকে নমস্কার। হে সদসদ্রূপসদ্ভাব। (কার্য্যকারণের উৎপত্তিস্থান) তোমাকে নমস্কার; হে সদসদ্ভাবভাবন! (কার্য্যকারণের পালক!) তোমাকে নমস্কার। ১১। হে নিত্যানিত্য-প্রপঞ্চাত্মন্! তোমাকে নমস্কার; হে নিষ্প্রপঞ্চ! তোমাকে নমস্কার। হে অমলাশ্রি! (জ্ঞানিগণাশ্রিত!) তোমাকে নমস্কার। হে এক! তোমাকে নমস্কার। হে অনেক! তোমাকে নমস্কার। হে বাসুদেব! তোমাকে নমস্কার। হে আদিকারণ! তোমাকে নমস্কার। ১২। যিনি স্থূল, সূক্ষ্ম প্রকট (প্রকাশিত) ও প্রকাশ (চিদ্রূপত্বহেতু); যিনি সর্ব্বভূত অথচ সর্ব্বভূত নহেন; যাহা হইতে এই বিশ্ব, কিন্তু তিনি বিশ্বের হেতু নহেন; সেই পুরুষোত্তমকে নমস্কার। ১৩। পরাশর কহিলেন, তিনি তদ্গতচিত্তে এইরূপ স্তব করিলে, দেব ভগবান্ পীতাম্বরধারী হরি আবির্ভূত হইলেন। ১৪। হে দ্বিজ! প্রহ্লাদ তাঁহাকে অবলোকনমাত্র সসম্ভ্রমে উত্থিত হইয়া গদ্গদস্বরে "বিষ্ণুকে নমস্কার," এই কথা বারম্বার বলিতে লাগিলেন।১৫। প্রহ্লাদ কহিলেন,—দেব! শরণাগতের দুঃখহারি-কেশব! প্রসন্ন হও, হে অচ্যুত! পুনশ্চ দর্শন দিয়া আমাকে পবিত্র কর। ১৬। শ্রীভগবান্ কহিলেন, প্রহ্লাদ! তুমি স্থিরতর ভক্তি-

প্রকাশ করায় আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; আমার নিকট ইচ্ছামত বর গ্রহণ কর ॥ ১৭ ॥ প্রহ্লাদ কহিলেন, হে নাথ! অচ্যুত! যে যে সহস্র যোনিতে পরিভ্রমণ (জন্মগ্রহণ) করি, সেই সেই দেহেই যেন তোমার প্রতি আমার সর্ব্বদা ঐকান্তিক ভক্তি হয় ॥ ১৮ ॥ অবিবেক (আসক্ত) লোকদিগের বিষয়ভোগে যেমন অবিচলিত প্রীতি থাকে, তোমার অনুস্মরণাসক্ত আমার হৃদয় হইতে সেইরূপ প্রীতি অপসৃত না হউক অথবা হে লক্ষ্মীপতে! তোমার অনুস্মরণাসক্ত আমার হৃদয় হইতে সেই বিষয়-প্রীতি নির্গত হউক। ১৯ ॥ শ্রীভগবান্ কহিলেন, প্রহ্লাদ! আমার প্রতি তোমার ভক্তি ত আছেই, পুনঃ পুনর্জ্জন্মেও এইরূপ থাকিবে; সম্প্রতি যেরূপ অভিলাষ হয়, আমার নিকট হইতে বর গ্রহণ কর ॥ ২০ ॥ প্রহ্লাদ কহিলেন, হে দেব! আমি তোমার স্তব করিতে উদ্যত হইলে আমার পিতা আমার প্রতি দ্বেষ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার যে পাপ হইয়াছে, তাহা নষ্ট হউক ॥ ২১ ॥ তাঁহার আদেশে আমার যে অস্ত্রাঘাত করা হয়, আমি যে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হই, সর্পেরা আমাকে দংশন করে, আমার ভোজনে যে বিষ দেওয়া হয়, আমাকে বদ্ধ করিয়া যে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত ও পর্ব্বতসমূহ দ্বারা আচ্ছন্ন করা হয় এবং আপনার প্রতি ভক্তিমান্ হইলে ঈর্ষাবশতঃ আমার প্রতি অন্যান্য যে সকল অসদ্ব্যবহার করা হইয়াছে; প্রভো! আপনার প্রসাদে যেন আমার পিতা তদুৎপন্ন পাপ হইতে সদ্যই মুক্ত হয়েন ॥ ২২—২৪ ॥ শ্রীভগবান্ কহিলেন, প্রহ্লাদ! আমার অনুগ্রহে তোমার এ সকলই সিদ্ধ হইবে। অসুরপুত্র! তোমাকে আরও এক বর দিতেছি, প্রার্থনা কর ॥ ২৫ ॥ প্রহ্লাদ কহিলেন, হে ভগবন্! এই বরেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি যে, তোমার প্রসাদে তোমার প্রতি আমার অচলা ভক্তি হইবে ॥ ২৬ ॥ ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের প্রয়োজন কি? তুমি সমস্ত জগতের মূল, তোমার প্রতি যাহার স্থির ভক্তি থাকে, মুক্তি তাহার করস্থিত ॥ ২৭ ॥ শ্রীভগবান্ কহিলেন, তোমার অন্তঃকরণ আমার প্রতি যেরূপ নিশ্চল ও ভক্তিসমন্বিত হইয়াছে, তাহাতে আমার অনুগ্রহে তুমি পরম নির্ব্বাণ (মুক্তি) প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৮ ॥ পরাশর কহিলেন, মৈত্রেয়! বিষ্ণু ইহা বলিয়া তাঁহার সাক্ষাতেই অন্তর্হিত হইলেন এবং তিনিও পুনরায় আসিয়া পিতার চরণ বন্দনা করিলেন। হে দ্বিজ! পিতা সেই পীড়িত

পুত্রকে মস্তকে আত্রাণ ও আলিঙ্গনপূর্ব্বক বাষ্পাকুললোচন হইয়া বলিল, বৎস। তুমি জীবিত আছ। ॥ ২৯। ৩০॥ মহাসুর তাঁহার প্রতি প্রীতিমান হইল এবং আপনার অসদ্ব্যবহার মনে করিয়া অনুতাপ করিতে লাগিল। সেই ধর্ম্মজ্ঞ প্রহ্লাদও গুরু এবং পিতার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ৩১। হে মৈত্রেয়! তদনন্তর বিষ্ণু নৃসিংহস্বরূপ হইয়া হিরণ্যকশিপুকে বিনষ্ট করিলে প্রহ্লাদও দৈত্যাদিগের অধিপতি হইয়াছিলেন। ৩২। অনন্তর কর্ম্ম-শুদ্ধিকরী (ভোগদ্বারা প্রারব্ধকর্ম্মক্ষয়কারিণী) রাজলক্ষ্মী, ঐশ্বর্য্য এবং বহুপুত্র পৌত্রাদি ভোগ করিয়া যখন তিনি ক্ষীণাধিকার (ক্ষীণ-প্রারব্ধ-কর্ম্ম) এবং পুণ্যপাপবিবর্জ্জিত হইলেন, তখন ভগবদ্ধ্যান জন্য পরম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। ৩৩। ৩৪। হে মৈত্রেয়! তুমি যাহার কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, এই ভগবদ্ভক্ত মহামতি দৈত্য প্রহ্লাদ এইরূপ প্রভাবসম্পন্ন ছিলেন। ৩৫। যে ব্যক্তি সেই মহাত্মা প্রহ্লাদের এই চরিত্র শ্রবণ করেন, তাঁহার সমস্ত পাপ সদ্যই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ৩৬। মৈত্রেয়! মনুষ্য প্রহ্লাদ-চরিত্র পাঠ বা শ্রবণ করিয়া অহোরাত্র-কৃত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন, সংশয় নাই। ৩৭। হে দ্বিজ! পৌর্ণমাসী, অমাবস্যা, অষ্টমী কিংবা দ্বাদশীতে পাঠ করিয়া গোপ্রদানের ফল প্রাপ্ত হন। ৩৮। হরি প্রহ্লাদকে যেমন সকল বিপদে রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি সর্ব্বদা তাঁহার চরিত্র শ্রবণ করেন, তাঁহাকেও সেইরূপ রক্ষা করেন। ৩৯।

বিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

একবিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন, সংহ্লাদের পুত্র আয়ুষ্মান্, শিবি ও বাস্কল। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন। বিরোচন হইতে বলি জন্মগ্রহণ করেন। ১। মহামুনে! বলির একশত পুত্র, তন্মধ্যে বাণ জ্যেষ্ঠ। উৎকুর, শকুনি, ভূতসন্তাপন, মহানাভ, মহাবাহু, এবং কালনাভ নামে হিরণ্যাক্ষের যে সকল পুত্র হয়, ইহারা সকলেই মহাবল। ২। ৩। দনুরও অনেকগুলি পুত্র হয়, দ্বিমূর্দ্ধা, শঙ্কর, অয়োমুখ

শঙ্কুশিরা, কপিল, শম্বর, একচক্র, মহাবাহু, তারক, মহাবল, স্বর্ভানু, বৃষপর্ব্বা, মহাবল, পুলোমা ও বীর্য্যবান্ বিপ্রচিত্তি, ইহারা দনুর পুত্র বলিয়া খ্যাত। স্বর্ভানুর কন্যা প্রভা এবং বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা, উপদানবী ও হয়শিরা; ইহারা পরম রূপবতী বলিয়া খ্যাত। বৈশ্বানরের দুই কন্যা পুলোমা ও কালকা। ৪—৭। মহাভাগা এই উভয় কন্যা, মারীচ অর্থাৎ কশ্যপের ভার্য্যা তাঁহাদের গর্ভে ষষ্টিসহস্র সন্তান জন্মে। ৮। মারীচের এই সকল দানব-শ্রেষ্ঠ পুত্রেরা পৌলোম ও কালকেয় নামে প্রসিদ্ধ। অনন্তর তদ্ভিন্ন, বিপ্রচিত্তি হইতে সিংহিকার গর্ভে মহাবীর্য্য দারুণ ও অতিনির্ঘৃণ কতকগুলি পুত্র উৎপন্ন হয়; তাহাদের নাম,—ব্যংশ, শল্য, বলবান্ নভ, মহাবল, বাতাপি নমুচি, ইম্বল, খসৃম, অঞ্জক, নরক, কালনাভ, মহাবীর্য্য স্বর্ভানু ও মহাবল চক্রযোধী। সেই এই দানবশ্রেষ্ঠসকল দনুবংশ-বর্দ্ধনকারী ॥ ৯—১২ ॥ ইহাদের শত সহস্র পুত্র পৌত্রাদি জন্মে। সুমহৎ তপস্যা দ্বারা ভাবিতাত্মা, (আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন) দৈত্য প্রহ্লাদের বংশে নিবাতকবচগণ সমুৎপন্ন হয়। তাম্রার শুকী, শ্যেনী, ভাসী, সুগ্রীবী, শুচি ও গৃধ্রী নামে সুমহাপ্রভাবা ছয় কন্যা জন্মে, তন্মধ্যে শুকী, শুক ও কাকদিগকে প্রসব করে। ১৩—১৫। শ্যেনী শ্যেন সকলকে, ভাসী ভাসগণকে, গৃধ্রী গৃধ্রসমূহকে, শুচি জলচর পক্ষীদিগকে এবং সুগ্রীবী অশ্ব, উষ্ট্র ও গর্দ্দভগণকে প্রসব করে। তাম্রার বংশ কথিত হইল। বিনতার বিখ্যাত দুই পুত্র, গরুড় ও অরুণ। ১৬। ১৭। সুপর্ণ (গরুড়) পক্ষিগণের শ্রেষ্ঠ, দারুণ ও সর্পভোজী। হে ব্রহ্মন্! সুরসার গর্ভে অমিততেজস্বী বহুমস্তকবিশিষ্ট খেচর ও মহাপ্রভাবশালী সহস্র সর্পের জন্ম হয়। কদ্রুর গর্ভেও বলবান্ অমিত-তেজস্বী সহস্র সর্প উৎপন্ন হয়। হে ব্রহ্মন্! ইহারাও অনেক মস্তকবিশিষ্ট ও গরুড়ের বশীভূত। তাহাদের মধ্যে শেষ, বাসুকি, তক্ষক, শঙ্খ, শ্বেত, মহাপদ্ম, কম্বল, অশ্বতর, এলাপত্র, নাগ, কর্কোটক এবং ধনঞ্জয় এই সকল এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক উৎকট-বিষাক্ত, দংশনশীল সর্পেরাই প্রধান। ক্রোধবশার বংশীয়দিগের নাম "ক্রোধবশ" জানিবে। সকলেই দংষ্ট্রাযুক্ত; দারুণ ও মাংসাশী স্থলজ এবং জলজ পক্ষিগণও তাহা হইতে উৎপন্ন জানিবে। ক্রোধা, মহাবল পিশাচদিগকেও প্রসব করে। সুরভি, গো-মহিষসকলকে প্রসব করেন॥

১৮—২৩॥ ইরা, বৃক্ষ, লতা, বল্লী ও সমস্ত তৃণজাতিকে,* স্বসা যক্ষ-রক্ষোদিগকে, মুনি অপ্সরোগণকে এবং অরিষ্টা মহাসত্ত্ব গন্ধর্ব্বগণকে প্রসব করেন। এই স্থাবর জঙ্গম সকলেই কশ্যপের বংশ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে॥ ২৪। ২৫॥ তাহাদের শত সহস্র পুত্র পৌত্র হইয়াছিল। হে ব্রহ্মন্! স্বারোচিষ মন্বন্তরে এইরূপ সৃষ্টি কথিত হয়॥ ২৬॥ বৈবস্বত মন্বন্তরে মহৎ বারুণ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলে ব্রহ্মা তাহার হোম কার্য্য করিয়াছিলেন, এই সময় তাঁহার যেরূপ প্রজাসৃষ্টি হয়, বলিতেছি॥ ২৭॥ পিতামহ পূর্ব্বে যে সপ্ত ঋষিকে মন হইতে উৎপাদন করেন, এক্ষণে ঐ মানস পুত্রদিগকে স্বয়ং পুত্র কল্পনা করিলেন। ২৮। হে সাধুশ্রেষ্ঠ! গন্ধর্ব্ব, সর্প, দেব ও দানবদিগের বিবাদে অনেক সন্তান বিনষ্ট হইলে দিতি কশ্যপের আরাধনা করিতে লাগিলেন। ২৯। দিতিকর্ত্তৃক সম্পূর্ণ আরাধিত হইয়া তপস্বিশ্রেষ্ঠ কশ্যপ তাঁহাকে বরগ্রহণে প্রলোভিত করিলেন এবং তিনিও ইন্দ্রকে বধ করিতে পারে, এমন একটি পুত্র প্রার্থনা করিলেন। হে মুনিসত্তম! কশ্যপও সেই ভার্য্যাকে বর দিলেন। ৩০। ৩১। এবং অতি উগ্রবর দান করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "যদি শ্রীবিষ্ণুধ্যানপরায়ণা অতি পবিত্রা ও শৌচবতী * হইয়া তুমি শত বৎসর গর্ভধারণ করিতে পার, তাহা হইলে তোমার পুত্র ইন্দ্রকে নিহত করিবে। কশ্যপ মুনি ইহা বলিয়া সেই দেবীর সহিত সঙ্গত হইলেন। ৩২। ৩৩। তিনিও ও শৌচসমন্বিতা হইয়া সেই গর্ভধারণ করিলেন। অমরাধিপতি ইন্দ্র সেই গর্ভকে আপনার বধের কারণ জানিয়াও বিনীত ও শুশ্রূষা-পরায়ণ হইয়া দিতির নিকট আগমন করিলেন এবং তাঁহার অন্তর-প্রেপ্সু (শৌচাদিশূন্য-কালদর্শনেচ্ছু অর্থাৎ ছিদ্রান্বেষণতৎপর) হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। ৩৪। ৩৫। নবনবতি বৎসর পূর্ণ হইলে পর তিনি দিতির এই দোষ দেখিতে পাইলেন যে, দিতি পাদ প্রক্ষালন না করিয়া শয়ন করি-

---

* শৌচাদি নিয়ম যথা,—সন্ধ্যয়োর্নৈব ভোক্তব্যং গর্ভিণ্যা বরবর্ণিনি! ন স্নাতব্যং ন ভোক্তব্যং বৃক্ষমূলেষু সর্ব্বদা। বর্জ্জয়েৎ কলহং লোকে গাত্রভঙ্গং তথৈব চ। নো মুক্তকেশী তিষ্ঠেচ্চ নাশুচিঃ স্যাৎ কদাচন।

লেন; নিদ্রিত হইলে, ইন্দ্র বজ্রগ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার উদরে প্রবিষ্ট হইয়া মহাগর্ভকে সপ্তধা ছেদন করিলেন। ৩৬। ৩৭। সেই গর্ভ বজ্রদ্বারা ছিদ্যমান হইয়া অতি দারুণ শব্দে রোদন করিতে লাগিল। শক্র (ইন্দ্র) তাহাকে "রোদন করিও না" এই কথা বারংবার বলিলেন। ৩৮। সেই গর্ভ সপ্ত খণ্ড হইল, ইন্দ্র কুপিত হইয়া শক্রবিদারণ বজ্রদ্বারা সেই এক এক খণ্ডকে পুনর্ব্বার সপ্ত খণ্ড করিলেন। ৩৯। তাঁহারা মরুৎনামে অতিবেগবান্ দেবগণ হইলেন, ইন্দ্র যে বলিয়াছিলেন "মারোদীঃ' অর্থাৎ রোদন করিও না, তাহাতেই তাহারা মরুৎনামে অভিহিত হইলেন, এই একোনপঞ্চাশৎ দেব, বজ্রপাণি অর্থাৎ ইন্দ্রের সহায়॥ ৪০॥

একবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

পূর্ব্বকালে মহর্ষিগণ পৃথুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন, তদনন্তর লোক পিতামহ (ব্রহ্মা) ক্রমে ক্রমে (সকলকে) রাজ্যদান করিয়াছিলেন। ১। ব্রহ্মা, চন্দ্রকে নক্ষত্র, গ্রহ, বিপ্র, নানাবিধ লতা, যজ্ঞ এবং তপস্যার রাজ্যে স্থাপিত করিলেন। ২। অনন্তর কুবেরকে রাজাদিগের, বরুণকে জলের, বিষ্ণুকে আদিত্যগণের ও পাবককে বসুগণের রাজ্যে পতি করিলেন। ৩। দক্ষকে প্রজাপতিগণের, ইন্দ্রকে মরুৎগণের প্রহ্লাদকে দৈত্য ও দানবদিগের অধিপতি করিয়াছিলেন। ৪। ধর্ম্মরাজ যমকে পিতৃগণের রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন, ঐরাবতকে অসংখ্য গজেন্দ্রের আধিপত্য দিলেন। ৫। গরুড়কে পক্ষিগণের, উচ্চৈঃশ্রবাকে অশ্বগণের, বৃষভকে গোগণের, শেষকে নাগগণের, সিংহকে মৃগগণের, প্লক্ষকে বনস্পতি-(বৃক্ষ)গণের এবং ইন্দ্রকে দেবগণেরও রাজা করিলেন। ৬। ৭। প্রজাপতি-পতি ব্রহ্মা এইরূপে রাজ্য সকল বিভাগ করিয়া অনন্তর দিক্পালগণকে সর্ব্বদিকে স্থাপিত করিলেন। ৮। তিনি বৈরাজ প্রজাপতির পূর্ব্ব

সুধাকে পূর্ব্বদিকে দিক্‌পাল নিযুক্ত করিলেন। ৯। কর্দ্দম প্রজাপতির পুত্র শঙ্খপদ রাজাকে দক্ষিণদিকে অভিষিক্ত করিলেন। ১০। রজের পুত্র অক্ষয় মহাত্মা কেতুমান্ রাজাকে পশ্চিম দিকে স্থাপন করিলেন। ১১। এবং পর্জ্জন্ত প্রজাপতির পুত্র দুর্দ্ধর্ষ রাজা হিরণ্যরোমাকে উত্তর দিকে অভিষিক্ত করিলেন। তাঁহারা অদ্যাপি এই সপ্তদ্বীপা সপত্তনা সমস্ত পৃথিবীকে যথাপ্রদেশে (পূর্ব্ব বিভাগানুসারে) ধর্ম্মতঃ পরিপালন করিতে-ছেন। ১২। ১৩। হে মুনিসত্তম! ইহাঁরা এবং অন্য যে সকল রাজা আছেন, সকলেই পালনকার্য্যে প্রবৃত্ত মহাত্মা বিষ্ণুর বিভূতি-স্বরূপ। ১৪। হে দ্বিজোত্তম! যে সকল ভূতেশ্বর (অধিপতি) হইলেন এবং যাঁহারা হইয়া-ছেন, তাঁহারা সকলে সর্ব্বভূত বিষ্ণুর অংশ। ১৫। যাঁহারা দৈত্যাধিপতি, যাঁহারা দানব ও রক্ষঃদিগের নাথ, যাঁহারা পশু ও পক্ষিগণের পতি, যাঁহারা মনুষ্য, নাগ বা সর্পগণের অধিপতি, যাঁহারা বৃক্ষ, পর্ব্বত ও গ্রহগণের অধিপ, যাঁহারা অতীত হইয়াছেন, যাঁহারা বর্ত্তমান এবং যাঁহারা ভবিষ্যতে হই-বেন, তাঁহারা সকলেই সর্ব্বভূত বিষ্ণুর অংশসম্ভূত! হে মহাপ্রাজ্ঞ! পালন কার্য্যে প্রবৃত্ত সর্ব্বেশ্বর হরি ব্যতিরেকে অন্য কাহারও পালনসামর্থ্য নাই। ১৬—২০। তিনি সত্ত্বাদিগুণ-সংশ্রয় এই সনাতন, সৃষ্টি-বিষয়ে সৃজন, স্থিতিবিষয়ে পালন এবং প্রলয়কালে সংহার করিয়া থাকেন। ২১। জনার্দ্দন সংসৃষ্টিবিষয়ে চতুর্ব্বিভাগ ও পালনবিষয়ে চতুর্দ্ধাসংস্থিত এবং অন্তেও চতুর্ভেদ হইয়া প্রলয় করেন। ২২। এই অব্যক্ত মূর্ত্তিমান্ এক অংশদ্বারা ব্রহ্মা, অন্য ভাগে মরীচিপ্রধান প্রজাপতি হয়েন, তাঁহার তৃতীয় অংশ কাল এবং অপর অংশ সর্ব্বভূত। এই রজোগুণাত্মক বিষ্ণু সংসৃষ্টিবিষয়ে এইরূপ চতুঃপ্রকারে বর্ত্তমান থাকেন। ২৩। ২৪। পুরুষোত্তম বিষ্ণু, স্থিতিবিষয়ে সত্ত্বগুণ সমাশ্রয় করিয়া এক অংশদ্বারা প্রতিপালন করেন, অন্য অংশে মন্বাদি রূপ, অপর অংশে কালরূপ এবং অন্য অংশে সর্ব্বভূতে সংস্থিত হইয়া ক্রীড়া করেন। ২৫। ২৬। এবং ভগবান্ অজ (বিষ্ণু) অন্তকালে আবার তমোবৃত্তি আশ্রয় করিয়া এক অংশ দ্বারা রুদ্ররূপ হয়েন, অন্য ভাগদ্বারা অগ্নি-অন্তকাদিরূপে বর্ত্তমান থাকেন, অন্য ভাগ কালস্বরূপ এবং অপর অংশ সর্ব্বভূত। ২৭। ২৮। হে ব্রহ্মন্! বিনাশ-

কারী সেই মহাত্মার এইরূপ সার্ব্বকালিকী (সর্ব্বকালগতা) চতুর্দ্ধা বিভাগ কল্পনা কথিত হয়। ২৯। ব্রহ্মা, দক্ষাদি, কাল এবং অখিল জন্তু, হরির এই সকল বিভূতি জগতের সৃষ্টির হেতু। ৩০। হে দ্বিজ! বিষ্ণু, মন্বাদি, কাল এবং সর্ব্বভূত, স্থিতির নিমিত্ত-ভূত বিষ্ণুর এই সকল বিভূতি। ৩১। রুদ্র, কাল, অন্তকাদি এবং সমস্ত জন্তু, জনার্দ্দনের এই চতুঃপ্রকার বিভূতি প্রলয়ের নিমিত্ত হয়েন। ৩২। হে দ্বিজ। জগতের আদিতে এবং মধ্যে ব্রহ্মা ও মরীচিপ্রধান জন্তুগণ প্রলয় পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ৩৩। আদিকালে ব্রহ্মা সৃজন করেন, তদনন্তর মরীচি-শ্রেষ্ঠ জন্তুগণ প্রতিক্ষণ অপত্য উৎপাদন করেন। ৩৪। হে দ্বিজ! ব্রহ্মা, প্রজাপতিগণ এবং অখিল জন্তু, সকলেই কাল ব্যতিরেকে সৃষ্টি-নিষ্পাদক হইতে পারেন না। ৩৫। হে মৈত্রেয়! পালন বিষয়েও দেব-দেবের এইরূপ চতুর্দ্ধা বিভাগ উপদিষ্ট (কথিত) হয় এবং প্রলয়েও সেইরূপ। ৩৬। হে দ্বিজ! যে কোন প্রাণী দ্বারা যাহা কিছু সৃষ্ট হয়, সেই সৃজ্য বস্তুর উৎপত্তি বিষয়ে তৎসমস্তই হরিরই তনু। ৩৭। কিংবা যে যাহা কিছু স্থাবর-জঙ্গম ভূতকে কোথাও সংহার করে, হে মৈত্রেয়! তাহা জনার্দ্দনেরই, অন্তকারী রৌদ্র শরীর। ৩৮। সকলের ঈশ্বর জনার্দ্দন এইরূপেই জগৎ-স্রষ্টা, জগৎপাতা এবং জগদ্ভক্ষক। ৩৯। তাঁহার অগুণ পরম পদ, গুণ-প্রবৃত্তি অর্থাৎ সত্ব, রজঃ ও তমো গুণের ক্ষোভ দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও অন্তকালে এইরূপ ত্রিধা অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপে সংপ্রবর্ত্ত হন। ৪০। পরমাত্মার স্বরূপ অনুপম, তত্ত্বজ্ঞানময় কিংবা স্বসংবেদ্য হইলেও চতুঃপ্রকার। ৪১। মৈত্রেয় কহিলেন, হে মুনে! আপনি যে পরম পদের কথা বলিলেন, সেই ব্রহ্মভূতের (পরম পদের) চতুঃপ্রকারতা আমাকে যথান্যায়ে বলুন। ৪২। পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! সর্ব্ববস্তুর যাহা কারণ, তাহাকেই সাধন বলা যায় এবং যাহা সাধন করিবার নিমিত্ত আপনার অভিমত, তাহাই সাধ্য। ৪৩। মুক্তিকাম যোগীর সাধন,—প্রাণায়ামাদি ; এবং পরম ব্রহ্ম,—সাধ্য, যাহা হইতে পুনরাবর্ত্তন হয় না। ৪৪। হে মুনে! সাধনের আলম্বন অর্থাৎ শুদ্ধ ত্বংপদার্থ-বিষয়ক যে জ্ঞান যোগীর মুক্তির কারণ হয়, তাহাই সেই ব্রহ্মভূতের প্রথম ভেদ। ৪৫। মহামুনে! ক্লেশ-মুক্তির নিমিত্ত যোগা-

ভ্যাসকারী যোগীর সাধ্য যে ব্রহ্ম, তদালম্বন অর্থাৎ তৎপদলক্ষ্য ব্রহ্ম বিষয়ের যে বিশেষ জ্ঞান, তাহা দ্বিতীয় অংশ * । ৪৬। উভয় সাধ্য-সাধনের অবিভাগে (ঐক্যে) অদ্বৈতময় অর্থাৎ ব্রহ্মই আমি, এইরূপ যে বিশেষ জ্ঞান, তাহাই অন্ত বা তৃতীয় ভাগ বলিতেছি। ৪৭। এবং এই জ্ঞানত্রয়ের যে বিশেষ (অর্থাৎ আমি দেহাদি হইতে ভিন্ন, আমি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, এইরূপ যে পার্থক্য বোধ), তাহার নিরাকরণ (অর্থাৎ পরিত্যাগ) দ্বারা জ্ঞানময় বিষ্ণুর পরমপদ-নামক যে এক প্রকার জ্ঞান, তাহাই চতুর্থ বলিয়া উক্ত। তাহা দর্শিতাত্ম-স্বরূপ-বিশিষ্ট, নির্ব্যাপার, অনাখ্যেয়, ব্যাপ্তিমাত্র, অনৌপম, আত্ম-সংবোধ-বিষয়, সত্তামাত্র, অলক্ষণ, প্রশান্ত, অভয়, শুদ্ধ, অবিভাব্য ও অসংশ্রিত। ৪৮—৫০। হে দ্বিজ! অন্তজ্ঞান-রোধ অর্থাৎ অবিদ্যানাশ দ্বারা যে যোগিগণ, তাঁহাতে (চতুর্থ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে) লীন হয়েন, তাঁহারা সংসারক্ষেত্রে বীজবপন-কর্ম্ম-বিষয়ে নির্বীজতা (নির্ব্বাসনতা) প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ তাঁহাদের পুনর্জ্জন্ম হয় না। ৫১। অমল, নিত্য, ব্যাপক, অক্ষয় ও সমস্ত-ভেদ-রহিত বিষ্ণুনামক পরমপদ এইপ্রকার। ৫২। পাপপুণ্যের বিনাশ হইলে ক্ষীণ-ক্লেশ ও অতিনির্ম্মল যোগী সেই পরম ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন, যাঁহা হইতে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না। ৫৩। সেই ব্রহ্মের দুই রূপ,—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। সেই ক্ষর ও অক্ষর স্বরূপ ঐ রূপদ্বয় সর্ব্বভূতে অবস্থিত। ৫৪। অক্ষর,—সেই পরম ব্রহ্ম; ক্ষর,—এই সমস্ত জগৎ। এক স্থানে স্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না (প্রভা) যেমন বিস্তারিণী, সেইরূপ পরব্রহ্মের শক্তি, এই অখিল জগৎ। হে মৈত্রেয়! যেমন অগ্নির নৈকট্য ও দূরত্বনিবন্ধন জ্যোৎস্নার বহুত্ব ও অল্পতাময় ভেদ হয়, সেইরূপ সেই ব্রহ্মশক্তিরও ভেদ অর্থাৎ তারতম্য বিদ্যমান আছে। হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইঁহারা প্রধান ব্রহ্মশক্তি। ৫৫—৫৭। মৈত্রেয়! দেবগণ তাহা অপেক্ষা ন্যূন, তাহা অপেক্ষা দক্ষাদি ন্যূন, মনুষ্য পশু মৃগ পক্ষী সরীসৃপ প্রভৃতি তদপেক্ষা ন্যূন ও ন্যূনতর। এবং তদনন্তর

---

* পঞ্চদশীর তত্ত্ববিবেক-নামক প্রথম পরিচ্ছেদ অধ্যয়ন করিলে সাধ্য-সাধন বা জীব-ব্রহ্মের সবিস্তার উপদেশ পাওয়া যাইবে।

বৃক্ষ গুল্মাদি। ৫৮ *। হে মুনিবর! উপাধিনিবন্ধন আবির্ভাব, তিরোভাব, জন্ম ও নাশবিশিষ্ট হইলেও সেই এই জগৎ বস্তুতঃ অক্ষয় ও নিত্য (ব্রহ্ম)। ৫৯। সর্ব্বশক্তিময় বিষ্ণু অপর ব্রহ্মের স্বরূপ, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মূর্ত্ত,—যাঁহাকে যোগিগণ সমাধির পূর্ব্বে যোগারম্ভে চিন্তা করেন। ৬০। হে মুনে! যোগিগণের মন যাঁহার প্রতি একাগ্র হইলে সালম্বন (ধ্যেয় বিষ্ণুর সহিত) এবং সবীজ (মন্ত্রজপাদি সহিত) মহাযোগ সংস্থির হয়, অর্থাৎ যোগিগণের সমাধি জন্মে। ৬১। হে মহাভাগ! ব্রহ্মের শক্তি সকলের মধ্যে সেই হরি প্রধান; যেহেতু তিনিই মূর্ত্ত, অর্থাৎ ঘনীভূত ব্রহ্ম; সুতরাং অতি নিকটবর্ত্তী; এবং সর্ব্বময় (সম্পূর্ণ ব্রহ্মরূপ) অর্থাৎ ব্রহ্মাদির ন্যায় তাঁহার অংশ নহেন। ৬২। তাঁহাতে এই সমস্ত জগৎ ওতপ্রোত অর্থাৎ তন্তুতে বস্ত্রের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে অনুস্যূত। মুনে! তাঁহা হইতে জগৎ উৎপন্ন, ও তাঁহাতে স্থিত এবং তিনিই জগৎ। ৬৩। কার্য্য-কারণাত্মক ঈশ্বর বিষ্ণু, পুরুষ-প্রকৃতিময় অখিল জগৎকে ভূষণরূপে ও অস্ত্ররূপে ধারণ করিতেছেন। ৬৪। মৈত্রেয় কহিলেন,—ভগবান্ বিষ্ণু যে ভূষণ ও অস্ত্ররূপে এই অখিল জগৎ ধারণ করিতেছেন, তাহা আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন। ৬৫। পরাশর কহিলেন,—আমি, অপ্রমেয় প্রভবিষ্ণু বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া, বশিষ্ঠ আমাকে যেরূপ বলিয়াছেন, তাহাই তোমাকে বলিতেছি। ৬৬। ভগবান হরি এই জগতের নির্লেপ, অ-গুণ ও অমল আত্মাকে অর্থাৎ শুদ্ধ ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষকে কৌস্তুভমণি-স্বরূপে ধারণ করিতেছেন। ৬৭। প্রধান (প্রকৃতি) শ্রীবৎসরূপে অনন্তের শরীরে আশ্রিত এবং বুদ্ধি মাধবের গদারূপে অবস্থিত। ৬৮। ঈশ্বর তামস ও রাজস অহঙ্কারকে যথাক্রমে শঙ্খ ও শার্ঙ্গ বর ধনুঃরূপে ধারণ করিতেছেন। ৬৯। সামর্থ্যস্বরূপ এবং বায়ু অপেক্ষাও বেগবান্ সাত্ত্বিক অহঙ্কারাত্মক মনকে বিষ্ণু হস্তস্থিত চক্রস্বরূপে ধারণ করেন। ৭০। হে দ্বিজ! গদাধরের পঞ্চরূপা অর্থাৎ মুক্তা, মাণিক্য, মরকত, ইন্দ্রনীল ও হীরক-সমবর্ণা যে বৈজয়ন্তী নাম্নী মালা আছে, তাহা পঞ্চতন্মাত্র পংক্তি এবং পঞ্চমহাভূত পংক্তি। ৭১। বুদ্ধি ও কর্ম্মাত্মক যে সকল ইন্দ্রিয়

---

* তারতম্য অর্থাৎ অবিদ্যা আবরণের অল্পতা ও আধিক্য আছে, এইজন্য ব্রহ্মাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠতা ও হীনতা বলা যায়।

আছে, জনার্দন তাঁহাদিগকে অসংখ্য শররূপে ধারণ করেন। ৭২। অচ্যুত যে অতি নির্ম্মল অসিরত্ন ধারণ করেন, তাহা অবিদ্যাকোষস্থিত বিদ্যাময় জ্ঞান। ৭৩। হে মৈত্রেয়! পুরুষ, প্রধান, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ভূতগণ, মন, সকল ইন্দ্রিয়, বিদ্যা ও অবিদ্যা এই সমস্তই এইরূপে হৃষীকেশে সমাশ্রিত। ৭৪। এই রূপ-বিবর্জ্জিত হরি, প্রাণিবর্গের মঙ্গলের নিমিত্ত মায়ারূপ হইয়া অস্ত্র ও ভূষণস্বরূপে আশ্রিত এই সমস্ত ধারণ করিতেছেন। ৭৫। অতএব পরমেশ্বর পুণ্ডরীকাক্ষ এইরূপে সবিকার প্রকৃতি, পুরুষ ও অখিল-জগৎ ধারণ করিতেছেন। ৭৬। হে মৈত্রেয়! যাহা বিদ্যা, যাহা অবিদ্যা, যাহা অসৎ, যাহা সৎ অব্যয়, সে সকলই সর্ব্বভূতের ঈশ্বর মধুসূদনে অবস্থিত। ৭৭। কলা, কাষ্ঠা, নিমেষাদি, দিন, ঋতু, অয়ন ও হায়নবিশিষ্ট কালস্বরূপ নিত্য ভগবান ও অপর হরি অর্থাৎ হরির রূপান্তর। ৭৮। মুনিসত্তম! ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক এবং মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য এই সপ্ত লোকও বিভু (বিষ্ণু)। ৭৯। পূর্ব্ববর্ত্তী সকলেরও পূর্ব্বজ, লোকাত্ম-মূর্ত্তি হরি স্বয়ংই সর্ব্ববিদ্যার আধাররূপে স্থিত। ৮০। তদনন্তর নিরাকার সর্ব্বেশ্বর অনন্ত ভূতমূর্ত্তি হইয়া দেব, মানুষ ও পশু-আদি বহুবিধ আকারে অবস্থিত। ৮১। ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস (মহাভারতাদি), উপবেদ (আয়ুর্ব্বেদাদি) বেদান্তসমূহের উক্তি সকল, সমস্ত বেদাঙ্গ, মনু-আদির কথিত অশেষ ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণসমূহ, যে কোন অনুবাক্ (কল্পসূত্র), যাহা কিছু কাব্যালাপ এবং সঙ্গীত এতৎ সমস্তই শব্দ-মূর্ত্তিধারী মহাত্মা বিষ্ণুর শরীর। ৮২—৮৪। কিংবা অন্যান্য কোন স্থানে যাহা কিছু সাকার ও নিরাকার বস্তু আছে, সে সমস্তই তাঁহার শরীর। ৮৫। "আমি হরি, এই সমস্ত জগৎ জনার্দ্দন, তদ্ভিন্ন অন্য কার্য্য কারণ নাই" যাহার মন এইরূপ হয়, তাহার আর দেহজাত রাগ-দ্বেষাদি হৃদ্রোগ উৎপন্ন হয় না। ৮৬। হে দ্বিজ! বিষ্ণুপুরাণের এই প্রথম অংশ তোমাকে বলিলাম, যাহা শ্রবণ করিলে সমস্ত পাপ মুক্ত হয়। ৮৭। দ্বাদশ বৎসর কার্ত্তিক মাসে পুষ্করতীর্থে স্নান করিলে যে ফল হয়, হে মৈত্রেয়! মানব এই পুরাণ শ্রবণে তৎসমস্ত প্রাপ্ত হয়। ৮৮। যে পুরুষ দেব, ঋষি, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব ও যক্ষাদির উৎপত্তি শ্রবণ করেন, দেবাদিগণ তাঁহাকে বরদান করিয়া থাকেন। ৮৯।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

প্রথম অংশ সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণ।

দ্বিতীয় অংশ।

প্রথম অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে ভগবন্ গুরো! আমি জগতের সৃষ্টিসম্বন্ধে আপনাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সে সকল আপনি সম্পূর্ণরূপে আমাকে বলিলেন। ১। মুনিসত্তম! আপনি জগৎসৃষ্টি-সংক্রান্ত যে অংশের কথা বলিলেন, সেই বিষয় আমি পুনর্ব্বার শুনিতে ইচ্ছা করি। ২। স্বায়ম্ভুব মনুর যে দুই পুত্র প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ, তাঁহাদের মধ্যে উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুবের বিষয় আপনি কহিলেন। ৩। হে দ্বিজ! প্রিয়ব্রতের সন্তানের কথা আপনি বলেন নাই, তাহা শুনিবার বাসনা করি, প্রসন্ন হইয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন। ৪। পরাশর কহিলেন,—প্রিয়ব্রত, কর্দ্দমের ঔরসজাতা কন্যাকে বিবাহ করেন; তাঁহার সম্রাট্ ও কুক্ষিনাম্নী দুই কন্যা এবং দশ পুত্র। ৫। প্রিয়ব্রতের পুত্রগণ অত্যন্ত জ্ঞানবান্ মহাবীর্য্য, বিনীত এবং পিতার প্রিয়পাত্র বলিয়া খ্যাত। তাহাদের নাম আমার নিকট শ্রবণ কর। ৬। আগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, বপুষ্মান্, দ্যুতিমান্, মেধা, মেধাতিথি, ভব্য, সবন, পুত্র এবং দশম পুত্র জ্যোতিষ্মান্। ইনি সত্যনামা অর্থাৎ নামের উপযুক্ত গুণবিশিষ্ট; এবং প্রিয়ব্রতের সেই সকল পুত্রের মধ্যে বলবীর্য্যে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। ৭।৮। মেধা, অগ্নিবাহু ও পুত্র এই তিন পুত্র মহাভাগ্যবান্ এবং জাতিস্মর হইয়াছিলেন, রাজ্যভোগে মনোযোগ করেন নাই,—যোগপরায়ণ হয়েন। ৯। মুনে! তাঁহারা সর্ব্বদা সকল

বিষয়ে নির্ম্মম এবং ফলের আকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া ন্যায়ানুসারে ক্রিয়া করিতে লাগিলেন। ১০। হে মুনিসত্তম মৈত্রেয়! প্রিয়ব্রত অবশিষ্ট সেই সুমহাত্মা সাত পুত্রকে সপ্তদ্বীপ বিভাগ করিয়া দিলেন। ১১। হে মহাভাগ! সেই পিতা, আগ্নীধ্রকে জম্বুদ্বীপ দিলেন এবং মেধাতিথিকে প্লক্ষদ্বীপ প্রদান করেন। অনন্তর অপর পুত্র বপুষ্মান্‌কে শাল্মলীদ্বীপে নরপতি করিয়া অভিষিক্ত করিলেন। প্রভু (পিতা প্রিয়ব্রত) জ্যোতিষ্মান্‌কে কুশদ্বীপে রাজা করিলেন। ১২।১৩। দ্যুতিমান্‌কে ক্রৌঞ্চদ্বীপে রাজত্ব করিতে আদেশ করিলেন। সেই প্রভু, ভব্যকে শাকদ্বীপের ঈশ্বর করিলেন এবং সবনকে পুষ্করদ্বীপে রাজা করাইলেন। ১৪। ১৫। হে মুনিসত্তম! জম্বুদ্বীপের ঈশ্বর যে আগ্নীধ্র, তাহার নয় পুত্র হয়; তাঁহারা সকলেই প্রজাপতি-তুল্য।১৬। তাঁহাদিগের নাম যথাক্রমে নাভি, কিম্পুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্য, ষষ্ঠ হিরণ্বান্, কুরু, ভদ্রাশ্ব এবং নবম কেতুমাল। ইহাঁরা সকলেই সাধুচেষ্ট অর্থাৎ সৎকর্ম্মশালী রাজা হইয়াছিলেন। হে বিপ্র! জম্বুদ্বীপে তাহাদের বিভাগ শ্রবণ কর। ১৭। ১৮। পিতা (আগ্নীধ্র), নাভিকে দক্ষিণ হিমবর্ষ অর্থাৎ হিমালয়ের দক্ষিণ ভারতবর্ষ দান করেন এবং তিনি কিম্পুরুষকে হেমকূটবর্ষ দিয়াছিলেন। ১৯। হরিবর্ষকে তৃতীয় নৈষধবর্ষ দান করেন, ইলাবৃতকে মেরুর চতুর্দ্দিক্‌বর্ত্তী স্থান (ইলাবৃতবর্ষ) প্রদান করিয়াছিলেন। ২০। পিতা, নীলাচলের আশ্রিত বর্ষ রম্যকে দিলেন, তদুত্তরবর্ত্তী শ্বেতবর্ষ হিরণ্বান্‌কে দেওয়া হয়। ২১। শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের উত্তরস্থ যে বর্ষ (শৃঙ্গবৎবর্ষ) তাহা কুরুকে দিলেন, মেরুর পূর্ব্বভাগে যে বর্ষ, তাহা ভদ্রাশ্বকে প্রদান করিলেন। ২২। এবং কেতুমালকে গন্ধমাদনবর্ষ দান করেন। সেই নরেশ্বর সকল পুত্রকে এইরূপে এই সকল বর্ষ বিভাগ করিয়া দিয়াছেন। ২৩। হে মৈত্রেয়! সেই ভূপতি সেই পুত্রদিগকে এই সকল বর্ষে অভিষিক্ত করিয়া তপস্যাচরণের নিমিত্ত মহাপুণ্য শালগ্রামতীর্থে গমন করেন। ২৪। মহামুনে! (ভারতবর্ষ ব্যতীত) কিম্পুরুষাদি যে আটটী বর্ষ, তথায় স্বভাবতঃ কার্য্যসিদ্ধি হয়, বিনা যত্নেই সুখভোগ ঘটে। ২৫। সেই সকল বর্ষে অসুখ, অকালমৃত্যু প্রভৃতির বিপর্য্যয় নাই এবং জরা-মৃত্যুভয়ও নাই। সে সকল স্থানে ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, উত্তম, অধম ও মধ্যম নাই। ২৬। সেই অষ্টবর্ষে

সর্ব্বদাই যুগাবস্থা অর্থাৎ যুগভেদে দেহাদির যে হ্রাস হয়, তাহা নাই। যে মহাত্মা নাভির হিমবর্ষ ছিল, মেরু দেবীর গর্ভে তাঁহার ঋষভ নামে মহাদ্যুতি পুত্র হয়েন; ঋষভ হইতে ভরত জন্মগ্রহণ করেন, তিনি ঋষভের শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। ২৭। ২৮। সেই মহাভাগ স্বধর্ম্মে রাজ্যপালন ও বিবিধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরতকে রাজা করতঃ বানপ্রস্থ-বিধানানুসারে, তপস্যাচরণের জন্য পুলস্ত্যের আশ্রমে গমন করিলেন; এবং সেখানেও কৃতনিশ্চয় হইয়া যথানিয়মে তপস্যা করিতে লাগিলেন। যখন সেই মহীপতি তপস্যা দ্বারা অত্যন্ত কর্ষিত (সুতরাং) কৃশ হইয়া পড়িলেন এবং সমস্ত শিরা দৃষ্ট হইতে লাগিল, তখন মুখে এক খণ্ড প্রস্তর দিয়া উলঙ্গবেশে মহাপ্রস্থান গমন করেন। তদনন্তর এই স্থান লোকে ভারতবর্ষনামে কথিত হইতেছে, যেহেতু পিতা (ঋষভ) বন প্রস্থান করিলে ভরতকে দিয়া যান। ভরতের সুমতি নামে একটী পরম ধার্ম্মিক পুত্র হইয়াছিল। ২৯—৩৩। পিতা (ভরত), বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান সহকারে সম্যক্ রাজ্যভোগ করিয়া তাঁহাকে (সুমতিকে) রাজ্য দিয়াছিলেন। হে মুনে! সেই মহীপতি (ভরত), পুত্রকে রাজ্য-লক্ষ্মী অর্পণপূর্ব্বক শালগ্রাম তীর্থে যোগাভ্যাসে রত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, পরে তিনি ব্রাহ্মণ হইয়া যোগিগণের শ্রেষ্ঠবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৩৪। ৩৫। হে মৈত্রেয়! তাঁহার চরিত্র তোমাকে পুনর্ব্বার বলিব। তাহার পর সুমতির ঔরসে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে পুত্র উৎপন্ন হয়। ৩৬। তদনন্তর ইন্দ্রদ্যুম্ন হইতে পরমেষ্ঠীর জন্ম হয়। তাহার পুত্র প্রতিহার। প্রতিহারের প্রতিহর্ত্তা নামে বিখ্যাত আত্মজ উৎপন্ন হন। ৩৭। প্রতিহর্ত্তা হইতে ভুব উৎপন্ন ভুবের পুত্র উদ্গীথ, উদ্গীথের পুত্র অধিপতি প্রস্তাব। তাঁহা হইতে পৃথুর জন্ম। পৃথুর পুত্র নক্ত এবং নক্তের পুত্র গয়। ৩৮। গয়ের তনয় নর, তৎপরে তাঁহার পুত্র বিরাট উৎপন্ন হন। তাঁহার পুত্র মহাবীর্য্য; মহাবীর্য্য হইতে ধীমান্ জন্ম গ্রহণ করেন। ৩৯। তাঁহার পুত্র মহান্ত, মহান্তের আত্মজ মনস্যু, মনস্যুর পুত্র ত্বষ্টা, ত্বষ্টার বিরাজ, এবং বিরাজের পুত্র রজ। ৪০। হে মুনে! রজের পুত্র শতজিৎ। শতজিতের এক-শত পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে বিশ্বগ্জ্যোতি-প্রধান যে শত পুত্র দ্বারা

এই সকল প্রজা বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। ৪১। তাঁহারা এই ভারতবর্ষকে নবভাগে অলঙ্কৃত করিয়াছেন (নবভাগে বিভক্ত করিয়া রাজ্য করিয়াছিলেন)। তাঁহাদের বংশধরগণ পূর্ব্বে সত্য ত্রেতাদিক্রমে একসপ্ততি যুগ পর্য্যন্ত এই ভারতভূমি ভোগ করেন। ৪২। ৪৩। হে মুনে! বিবাহ কল্পে স্বায়ম্ভুব মনু যখন প্রথম মন্বন্তরের অধিপতি ছিলেন, সেই সময়ে এই বংশ অর্থাৎ প্রিয়ব্রতের বংশোৎপন্নেরা রাজা হইয়াছিলেন। তদনন্তর স্বারোচিষ মন্বন্তর হইতে উত্তানপাদের বংশীয়দিগের আধিপত্য হয়। এই স্বায়ম্ভুব বংশের পুত্র-পরম্পরা দ্বারা জগৎ পূর্ণ হইয়াছে। ৪৪।

প্রথম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি আমাকে স্বায়ম্ভুব মনুর বংশ কহিলেন, এক্ষণে আমি আপনার নিকট সকল ভূমণ্ডলের বিবরণ শুনিতে বাসনা করি। ১। মুনে! যতগুলি সাগর, দ্বীপ, বর্ষ, পর্ব্বত, বন ও নদী আছে, দেবাদিগণের যত পুরী আছে; এবং এই সমস্ত ভূমণ্ডলের পরিমাণ কত, ইহার আধার কি, উপাদান কি এবং আকারই বা কিরূপ, অনুগ্রহপূর্ব্বক যথাবৎ বলুন। ২। ৩। পরাশর কহিলেন,—মৈত্রেয়! এই সকল সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর, ইহার বিস্তার বিবরণ শতবৎসরেও বলা যায় না। ৪। হে দ্বিজ! জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক এবং পুষ্কর, এই সপ্ত দ্বীপ ক্রমান্বয়ে লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ এবং জল; এই সপ্ত সমুদ্র দ্বারা সর্ব্বত্র সমভাবে পরিবেষ্টিত। ৫। ৬। হে মৈত্রেয়! জম্বুদ্বীপ এই সকলের মধ্যস্থিত। তাহারও মধ্যস্থলে সুবর্ণ পর্ব্বত মেরু অবস্থিত। ৭। ইহার উচ্চতা চতুরশীতি সহস্র যোজন। অধোদিকে ষোড়শ সহস্র যোজন প্রবিষ্ট উপরি-ভাগে দ্বাত্রিংশৎ সহস্র যোজন বিস্তৃত এবং ইহার মূলের সম্পূর্ণ বিস্তার ষোড়শ সহস্র যোজন। (সুতরাং) শৈলরাজ (সুমেরু), এই পৃথিবীরূপ পদ্মের কর্ণিকার অর্থাৎ বীজকোশ-স্বরূপে সংস্থিত। ৮। ৯। ইহার দক্ষিণে হিমবান্,

হেমকূট ও নিষধ এবং উত্তরে নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গী এই সকল বর্ষ-পর্ব্বত অর্থাৎ ভারতাদিবর্ষের সীমা নিরূপক পর্ব্বত আছে। ১০। মধ্যস্থ দুই পর্ব্বত (নীল ও নিষধ) পূর্ব্ব পশ্চিমে লক্ষ যোজন করিয়া দীর্ঘ। অপর দুই দুইটী দশাংশ দশাংশ ন্যূন, অর্থাৎ হেমকূট ও শ্বেত নবতি নবতি সহস্র যোজন এবং হিমবান্ ও শৃঙ্গী একাশীতি একাশীতি সহস্র যোজন দীর্ঘ। তাহারা প্রত্যেকে দুই দুই সহস্র যোজন উচ্চ এবং সেই পরিমাণে বিস্তৃত। ১১। হে দ্বিজ! মেরুর দক্ষিণদিকে প্রথমে (সমুদ্র তীরে) ভারতবর্ষ, তৎপরে কিম্পুরুষবর্ষ এবং তদনন্তর হরিবর্ষ কথিত হয়। ১২। উত্তর দিকে রম্যক, তৎপরে হিরণ্ময় এবং তদনন্তর ভারতের ন্যায় অর্থাৎ ধনুরাকার উত্তর কুরুবর্ষ। ১৩। হে দ্বিজসত্তম। ইহাদের এক একটী নবসহস্র যোজন বিস্তৃত। ইলাবৃতবর্ষও নবসহস্র যোজন, তাহার মধ্যে সুবর্ণ-পর্ব্বত মেরু উচ্ছ্রিত। ১৪। মহাভাগ! সেই ইলাবৃতবর্ষ মেরুর চতুর্দ্দিকে নবসহস্র যোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত। চারিদিকে চারিটি পর্ব্বত আছে। ১৫। ঈশ্বর কর্ত্তৃক মেরুর বিষ্কম্ভ অর্থাৎ ধারণার্থ শঙ্কুস্বরূপ নির্ম্মিত হইয়া উহার চারিদিকে দশ দশ সহস্র যোজন উন্নত হইয়া আছে। পূর্ব্বদিকে মন্দর, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিম পার্শ্বে বিপুল এবং উত্তরদিকে সুপার্শ্ব। ১৬। ১৭ সেই সকল পর্ব্বতে ক্রমান্বয়ে কদম্ব, জম্ব, পিপ্পল ও বট, একাদশশত যোজন উচ্চ এই চারি বৃক্ষ পর্ব্বতের ধ্বজার ন্যায় নির্ম্মিত হইয়া রহিয়াছে। ১৮। হে মহামুনে! সেই জম্বুই জম্বুদ্বীপ নাম হইবার কারণ। সেই জম্ববৃক্ষের মহাগজ পরিমিত ফল সকল পর্ব্বতপৃষ্ঠে পতিত হইয়া বিশীর্ণ হইয়া যায়, তাহাদের রসে তথায় বিখ্যাত জম্বুনদী উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯। ২০। সেই নদী গন্ধমাদন হইতে নির্গত হইতেছে, তথাকার নিবাসিগণ উহার জল পান করে, জম্বুনদীর জলে স্বেদ বা দৌর্গন্ধ্য নাই, এই জল পান করায় তথায় লোকদিগের জরা বা ইন্দ্রিয়ক্ষয় হয় না এবং অন্তঃকরণ স্বচ্ছ হয়। তীরস্থ মৃত্তিকা সুখস্পর্শ বায়ু দ্বারা বিশোষিত হইয়া জাম্বুনদ নামে সুবর্ণরূপে পরিণত হয়, ইহা সিদ্ধগণের ভূষণ। ২১। ২২। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! মেরুর পূর্ব্বদিকে ভদ্রাশ্ব এবং পশ্চিমে কেতুমালবর্ষ, তাহাদের মধ্যে ইলাবৃতবর্ষ। ২৩। সুমেরুর পূর্ব্বে চৈত্ররথ বন, দক্ষিণে গন্ধমাদন বন, পশ্চিমে বৈভ্রাজবন এবং

উত্তরে সেইরূপ নন্দন বন আছে। ২৪। অরুণোদ, মহাভদ্র, অসিতোদ এবং মানস এই চারিটী দেবভোগ্য সরোবর সর্ব্বদা মেরুর চারিদিকে রহিয়াছে।২৫ শীতান্ত, ক্রমুঞ্জ, কুররী এবং মাল্যবান্, বৈকঙ্কপ্রধান এই সকল পর্ব্বত (ভূপদ্মের কর্ণিকার রূপ) মেরুর পূর্ব্বদিকের কেসর। ত্রিকূট, শিশির, পতঙ্গ এবং রুচক, নিষধপ্রধান এই সকল পর্ব্বত তাহার দক্ষিণ দিকের কেসর। শিখিবাসা, বৈদূর্য্য, কপিল ও গন্ধমাদন, জারুধিপ্রধান এই সকল কেসর পর্ব্বত সেইরূপ পশ্চিমদিকে অবস্থিত। ২৬।২৭। এবং শঙ্খকূট, ঋষভ, হংস এবং নাগ, কালঞ্জরপ্রধান এই সকল কেসরাচল উত্তরদিকে অবস্থিত। এই সমুদায় পর্ব্বত মেরুর অন্তরঙ্গে অর্থাৎ মূল সমীপস্থ অঙ্গে এবং জঠরাদিতে অবস্থিত রহিয়াছে। ২৮। হে মৈত্রেয়! মেরুর উপরিভাগে অন্তরীক্ষে চতুর্দ্দশ সহস্র যোজন পরিমিত ব্রহ্মার বিখ্যাত মহাপুরী (ব্রহ্মপুরী) রহিয়াছে। ২৯। তাহার চারিদিকে ও চারি কোণে ইন্দ্রাদি-লোকপালগণের বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ পুর সকল আছে। ৩০। বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা চন্দ্রমণ্ডলের চতুর্দ্দিক প্লাবিত করিয়া অন্তরীক্ষ হইতে ব্রহ্মপুরীতে পতিত হইতেছেন। ৩১। সেই গঙ্গা সেখানে পতিত হইয়া চতুর্দ্দিকে চতুর্দ্ধা বিভক্ত হইতেছেন; তাঁহাদের নাম সীতা, অলকনন্দা, চক্ষু ও ভদ্রা। ৩২। তন্মধ্যে সীতা পূর্ব্ব-বাহিনী হইয়া আকাশ পথে এক পর্ব্বত হইতে অন্য পর্ব্বতে গমন করিতে-ছেন, তদনন্তর তিনি ভদ্রাশ্ব নামক পূর্ব্ববর্ষ দিয়া সমুদ্রে মিলিত হইতে-ছেন। ৩৩। মহামুনে! সেইরূপ অলকনন্দাও দক্ষিণবাহিনী হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া সপ্তভাগে বিভক্ত হওত সাগরে গমন করিতেছেন। ৩৪। চক্ষুও পশ্চিম দিকৃস্থিত পর্ব্বতসকল অতিক্রমপূর্ব্বক কেতুমাল নামক পশ্চিমবর্ষ হইয়া সাগরে মিলিত হইতেছেন। ৩৫! মহামুনে! ভদ্রা সেইরূপ উত্তরগিরি এবং উত্তরকুরু অতিক্রম করিয়া উত্তর সমুদ্রে গমন করিতেছেন।৩৬ মাল্যবান্ ও গন্ধমাদন পর্ব্বত উত্তর-দক্ষিণে নীল ও নিষধ পর্ব্বত পর্য্যন্ত দীর্ঘ। মেরু তাহাদের মধ্যে কর্ণিকাকারে সংস্থিত। ৩৭। মর্য্যাদা-শৈলের মধ্যবর্ত্তী ভারতবর্ষ কেতুমালবর্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ এবং কুরুবর্ষ. জম্বুদ্বীপরূপ পদ্মের পত্র স্বরূপ। ৩৮। জঠর ও দেবকূট এই দুইটি মর্য্যাদা-পর্ব্বত। তাহারা উত্তর-দক্ষিণে নীল ও নিষধ পর্ব্বত পর্য্যন্ত দীর্ঘ। ৩৯। পূর্ব্বপশ্চিমে আর

গন্ধমাদন ও কৈলাস, এই দুই মর্য্যাদা-পর্ব্বত অশীতি যোজন করিয়া দীর্ঘ এবং সমুদ্রের অন্তর্ভাগে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিত। ৪০। মেরুর পশ্চিম দিগ্‌ভাগে নিষধ ও পারিপাত্র নামক দুই মর্য্যাদা-পর্ব্বত, পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী দুই পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থিত অর্থাৎ তাহারা যেমন নীল নিষধ পর্য্যন্ত দীর্ঘ, সেইরূপ মেরুর উত্তরদিকে ত্রিশৃঙ্গ ও জারুধি দুই বর্ষ-পর্ব্বত আছে, এই দুইটি পূর্ব্বপশ্চিমে দীর্ঘ এবং সাগরগর্ভে প্রবিষ্ট। ৪২। হে মুনিবর! এই সকল জঠরাদি সীমা পর্ব্বতের বিষয় তোমাকে বলিলাম। তাহাদের দুই দুইটি পর্ব্বত মেরুর চতুর্দ্দিকে আছে। ৪৩। মুনে! মেরুর চতুর্দ্দিকে শীতান্ত প্রভৃতি যে সকল কেসর পর্ব্বতের কথা বলিলাম, তাহাদের মধ্যে অনেক মনোরম কন্দর আছে। সিদ্ধ-দেব-প্রায়কগণ তথায় বাস করেন। সেই সকল কন্দরে সুরম্য কানন ও পুর আছে। ৪৪। ৪৫। হে মুনিসত্তম! সেই সকল স্থানে লক্ষ্মী, বিষ্ণু, অগ্নি ও সূর্য্যাদি দেবগণের শ্রেষ্ঠ কিন্নরসেবিত আয়তন বর্ষ সকল রহিয়াছে। ৪৬। গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, দৈতেয় ও দানবসমূহ সেই সকল রমণীয় শৈলকন্দরে দিবানিশি ক্রীড়া করিতেছেন। মুনে! এই সকল স্থান ভৌম অর্থাৎ পৃথিবীর স্বর্গ বলিয়া উল্লিখিত হয়। ইহা ধার্ম্মিক লোকদিগের বাসস্থান, পাপিষ্ঠগণ শতজন্মেও এখানে যাইতে পারে না। ৪৭। ৪৮। ব্রহ্মন্! ভগবান্ বিষ্ণু ভদ্রাশ্ববর্ষে হয়শিরারূপে, কেতুমালবর্ষে বরাহরূপে এবং ভারতবর্ষে কূর্ম্মরূপে অবস্থিত আছেন। ৪৯। জনার্দ্দন গোবিন্দ, কুরুবর্ষে মৎস্যরূপে রহিয়াছেন। সর্ব্ব সর্ব্বেশ্বর হরি বিশ্বরূপে সর্ব্বত্রই বিরাজমান। তিনি সকলের আধার ও অখিলাত্মক। মহামুনে! কিংপুরুষাদি যে আটটি বর্ষ, সে সকলে শোক, শ্রম, উদ্বেগ, ক্ষুধা ও ভয়াদি নাই। ৫০। ৫১। প্রজাগণ স্বচ্ছ, নিরাতঙ্ক, সর্ব্বদুঃখ বিবর্জ্জিত এবং দশ বা দ্বাদশ সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত স্থিরায়ু হইয়া জীবিত থাকে। ৫২। সে সকল স্থানে পর্জ্জন্যদেব বর্ষণ করেন না,—পার্থিব জলই প্রচুর পরিমাণে আছে এবং সেই সকল স্থানে সত্য ত্রেতাদি কল্পনা নাই। ৫৩। হে দ্বিজোত্তম! এই সকল বর্ষে সাত সাতটি করিয়া কুলাচল এবং শত শত নদী আছে; নদীসমূহ সেই সকল কুলপর্ব্বত হইতে নিঃসৃত। ৫৪। দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ।

তৃতীয় অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন, যাহা সমুদ্রের উত্তর ও হিমালয়পর্ব্বতের দক্ষিণ, তাহার নাম ভারতবর্ষ; যেখানে ভরতের বংশ বাস করেন। ১। হে মহামুনে! ইহার বিস্তার নবসহস্র যোজন। ইহা স্বর্গগামী এবং মোক্ষগামী পুরুষদিগের কর্ম্মভূমি। ২। এখানে মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষ, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র, এই সাতটি কুলপর্ব্বত আছে। ৩। মুনে! এই স্থান হইতে স্বর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়, পুরুষেরা এই স্থান হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন এবং এখান হইতেই তির্য্যক্ জাতিত্বে ও নরকে গমন করে। ৪। এই স্থান হইতে স্বর্গ (ভৌমস্বর্গ—ইলাবৃতাদিবর্ষ), মোক্ষ (সদ্যঃমুক্তি) অন্তরীক্ষ লোক এবং পাতালাদি লোকে গমন করা যায়। অন্য কোনও স্থানে মনুষ্যদিগের কর্ম্মের বিধি নাই। ৫। এই ভারতবর্ষের নয় ভাগ আছে, শ্রবণ কর। ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরুমান, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গন্ধর্ব্ব, বারুণ এবং এই সাগরসংবৃত দ্বীপ, তাহাদের মধ্যে নবম এই দ্বীপ উত্তর দক্ষিণে সহস্র যোজন দীর্ঘ। ৬। ৭। ইহার পূর্ব্বদিকে কিরাতগণ আছে, পশ্চিমে যবনেরা অবস্থিত এবং মধ্যস্থলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ ভাগানুসারে যজ্ঞ, যুদ্ধ, বাণিজ্য প্রভৃতি অবলম্বন করত বাস করিতেছেন। শতদ্রু-চন্দ্রভাগাদি নদী হিমালয়ের মূলদেশ হইতে নির্গত হইয়াছে। হে মুনে! বেদ-স্মৃতিপ্রধানা কতকগুলি নদী পারিপাত্র পর্ব্বত হইতে উৎপন্না। নর্ম্মদা ও সুরসাদি নদী বিন্ধ্যাচল হইতে নির্গত। ৮—১০। তাপী, পয়োষ্ণী ও নির্ব্বিন্ধ্যা প্রভৃতি নদী, ঋক্ষ পর্ব্বত হইতে সমুৎপন্না। গোদাবরী, ভীমরথী ও কৃষ্ণবেণী আদি পাপভয়হারিণী সহ্য পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে উৎপন্না। কৃতমালা ও তাম্রপর্ণী প্রধানা কতকগুলি নদী মলয় হইতে উৎপন্না। ১১। ১২। ত্রিসামা আর্য্যকুল্যাদি নদী মহেন্দ্র পর্ব্বত হইতে উৎপন্না। এবং ঋষিকুল্যা ও কুমারী আদি কতকগুলি নদী শুক্তিমান্ পর্ব্বতের পাদসম্ভবা। ১৩। ইহাদের সহস্র সহস্র শাখানদী ও উপনদী আছে। কুরুপাঞ্চালবাসিগণ, মধ্যদেশাদি স্থানবাসী জনগণ,

পূর্ব্বদেশবাসিগণ, কামরূপ-নিবাসিগণ, পুণ্ড্র, কলিঙ্গ, মগধ ও সমস্ত দাক্ষিণাত্যবাসিগণ এবং অপরান্ত, সৌরাষ্ট্র, শূর, ভীর, অর্ব্বুদ, কারূষ, মালব ও পারিপাত্রনিবাসিগণ, সৌবীর, সৈন্ধব, হূণ, শাল্ব ও শাকলবাসিগণ, মদ্র, আরাম, অম্বষ্ঠ ও পারসীকাদি, এই সমস্ত লোক সেই সকল নদীর তীরে বাস করেন এবং তাহাদের জল পান করেন। এই সকল নদীর সমীপবর্ত্তী দেশ সকল হৃষ্ট পুষ্ট মনুষ্যে পরিপূর্ণ এবং মহাভাগ্যবান্। ১৪—১৮। হে মহামুনে! এই ভারতবর্ষেই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি চারিযুগ অর্থাৎ ধর্ম্মের হ্রাস বৃদ্ধি আছে,—অন্য কোথাও নাই। ১৯। এখানে মুনিগণ তপস্যা করেন, যাজ্ঞিকগণ হোম করেন এবং সেই স্থানেই লোকে পরলোকের জন্য আদর পূর্ব্বক দান করিয়া থাকেন। ২০। জম্বুদ্বীপে মনুষ্যগণ যজ্ঞময় যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুকে সর্ব্বদা যজ্ঞদ্বারা পূজা করিয়া থাকেন। অন্যদ্বীপে অন্য প্রকার, অর্থাৎ সোমসূর্য্যাদির পূজা হয়। ২১। মহামুনে! জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষেই শ্রেষ্ঠ, যেহেতু ইহা কর্ম্মভূমি, তদ্ভিন্ন অন্য স্থানগুলি ভোগ ভূমি। ২২। হে সাধুশ্রেষ্ঠ! জীবগণ সহস্র সহস্র জন্মের পর পুণ্যবলে কদাচিৎ এই ভারতবর্ষে মনুষ্য জন্ম লাভ করেন। ২৩। দেবগণ এইরূপ গীতিগান করিয়া থাকেন, "যাঁহারা স্বর্গ ও মোক্ষাস্পদের পথ-স্বরূপ ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা আমাদের অপেক্ষাও অধিক ধন্য। ২৪। সেই অমল অর্থাৎ নিষ্পাপ ব্যক্তিগণ এই কর্ম্মভূমিতে জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক নিষ্কাম কর্ম্ম করতঃ পরমাত্মভূত বিষ্ণুতে অর্পণ করিয়া তাঁহাতে লয় (ঐক্য) প্রাপ্ত হয়েন। ২৫। স্বর্গপ্রদ কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া গেলে আমরা কোথায় জন্মগ্রহণ করিব, ইহা জানি না। সেই সকল মনুষ্যই ধন্য, যাঁহারা নিতান্ত ইন্দ্রিয়-বিহীন না হইয়া ভারতে জন্ম লাভ করিয়াছেন"। ২৬। মৈত্রেয়! নববর্ষবিশিষ্ট লক্ষযোজন বিস্তৃত এই জম্বুদ্বীপের কথা তোমাকে সংক্ষেপে বলিলাম। ২৭। হে মৈত্রেয়! লক্ষ যোজন বিস্তৃত লবণ সমুদ্র জম্বুদ্বীপকে পরিবেষ্টন করিয়া বলয়াকারে বহির্ভাগে অবস্থিত রহিয়াছে। ২৮।

তৃতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ।

চতুর্থ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—জম্বুনামক দ্বীপ যেমন লবণ সমুদ্র দ্বারা অভিবেষ্টিত, সেইরূপ প্লক্ষদ্বীপ লবণ সমুদ্রকে সংবেষ্টন করিয়া অবস্থিত। ১। হে ব্রহ্মন্! জম্বুদ্বীপের বিস্তার লক্ষ যোজন পরিমিত, সেই প্লক্ষদ্বীপ এইরূপ দ্বিগুণ কথিত হয়। ২। প্লক্ষদ্বীপের অধিপতি মেধাতিথির সাতপুত্র। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম শান্তভয়। তদনন্তর যথাক্রমে শিশির, সুখোদয়, আনন্দ, শিব, ক্ষেমক; এবং ধ্রুব তাহাদের সপ্তম। তাঁহারা প্লক্ষদ্বীপে যথাক্রমে স্ব স্ব নামানুসারে কীর্ত্তিত শান্তভয়বর্ষ, শিশিরবর্ষ, সুখদবর্ষ, আনন্দবর্ষ, শিববর্ষ, ক্ষেমকবর্ষ, এবং ধ্রুববর্ষ, এই নয় বর্ষের ঈশ্বর। ৩—৫। তাহাদের মর্য্যাদাকারক অন্য সাতটি বর্ষপর্ব্বত আছে। হে মুনিসত্তম! তাহাদের নাম শ্রবণ কর। ৬। গোমেদ, চন্দ্র, নারদ, দুন্দুভি, সোমক, সুমনাঃ এবং সপ্তম বৈভ্রাজ। এই সকল রমণীয় বর্ষাচলে দেব ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত নিষ্পাপ প্রজা সকল সতত বাস করেন। ৮। সেই সকল পর্ব্বতে পবিত্র জনপদ সকল আছে। সেখানে চিরকাল (পঞ্চসহস্র বৎসর) পরে লোকের মৃত্যু হয়। তথায় আধি কিংবা ব্যাধি নাই, অতএব সর্ব্বদাই সুখ। ৯। সেই সকল বর্ষের সাতটী সমুদ্রগামিনী নদী আছে। তাহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর,—শ্রবণ করিলে পাপ নষ্ট হয়। ১০। অনুতপ্তা, শিখী, বিপাশা, ত্রিদিবা, ক্রমু, অমৃতা ও সুকৃতা, এই সপ্ত নদী আছে। ১১। এই সকল প্রধান প্রধান পর্ব্বত ও নদীর বিষয় তোমাকে বলা হইল। সেখানে আরও সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র নদী ও পর্ব্বত আছে। ১২। পূর্ব্বোক্ত জনপদবাসী হৃষ্ট লোকগণ সর্ব্বদা সেই সকল নদীর জল পান করেন। হে দ্বিজ! সেই জনপদবাসিগণের হ্রাস বৃদ্ধি নাই। ১৩। হে মহামতে! সেই সপ্ত স্থানে যুগাবস্থা নাই,—সর্ব্বদাই ত্রেতাযুগ সমান কাল, বর্ত্তমান আছে। ১৪। ব্রহ্মন্! প্লক্ষদ্বীপাদি ও শাকদ্বীপান্ত সপ্তদ্বীপে মনুষ্য সকল অনাময় হইয়া পঞ্চসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন। ১৫। এই সকল দ্বীপে বর্ণাশ্রম বিভাগানুসারে পাঁচ প্রকার ধর্ম্ম (ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ও পরিগ্রহ) আছে তথায় যে চারি বর্ণ আছে, তাহা তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। ১৬। মুনিসত্তম!

তথায় যাহারা আর্য্যক, কুরু, বিবিংশ এবং ভাবী জাতি, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। ১৭। হে দ্বিজোত্তম! তাহার (প্লক্ষদ্বীপের) মধ্যে জম্বুদ্বীপস্থ জম্বুবৃক্ষ-পরিমিত একটী সুমহান্ প্লক্ষ তরু আছে। তাহাতেই এই দ্বীপ 'প্লক্ষ' নামক হইয়াছে। ১৮। তথায় সোমরূপী জগৎস্রষ্টা সর্ব্ব সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ হরি আর্য্যকাদি ত্রিবর্ণ কর্ত্তৃক পূজিত হয়েন। ১৯। প্লক্ষদ্বীপ-প্রমাণ মণ্ডলাকার ইক্ষুসমুদ্র দ্বারা প্লক্ষদ্বীপ সমাবৃত। ২০। হে মৈত্রেয়! তোমাকে প্লক্ষদ্বীপের বিষয় এইরূপ সংক্ষেপে বলিলাম। আবার শাল্মল দ্বীপের বিষয় আমার নিকট শ্রবণ কর। ২১। শাল্মল দ্বীপের রাজা বীর বপুষ্মান্। তৎ-পুত্রগণের নাম শ্রবণ কর। যথা,—শ্বেত, হরিত, জীমূত, রোহিত, বৈদ্যুত, মানস ও সুপ্রভ। হে মহামুনে! তাঁহাদেরই নামানুসারে সেই সাতটী বর্ষের নাম হইয়াছে। ২২। ২৩। এই ইক্ষুরসোদক সমুদ্র আপনাপেক্ষা দ্বিগুণ বিস্তৃত শাল্মলদ্বীপ দ্বারা সর্ব্বতঃ আবৃত হইয়া স্থিত আছে। ২৪। সেখানেও রত্নের উৎপত্তি-স্থান ও বর্ষের সীমা-নিরূপক সাতটি পর্ব্বত এবং সাতটি নদী আছে জানিবে। ২৫। সেই পর্ব্বতগণের নাম যথাক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথম কুমুদ, দ্বিতীয় উন্নত, তৃতীয় বলাহক, চতুর্থ দ্রোণ, এই পর্ব্বতে মহৌষধি সকল আছে। ২৬। পঞ্চম কঙ্ক, ষষ্ঠ মহিষ এবং পর্ব্বতবর ককুদ্মান্ সপ্তম। এক্ষণে নদী সকলের নাম শ্রবণ কর। ২৭। যথা,—যোনী, তোয়া, বিতৃষ্ণা, চন্দ্রা, শুক্লা, বিমোচনী এবং নিবৃত্তি তাহাদের সপ্তমী। সেই সকল নদীকে স্মরণ করিলে পাপ শান্তি হয়। ২৮। তথায় অতিশোভন শ্বেত, হরিত, বৈদ্যুত, মানস, জীমূত, রোহিত ও সুপ্রভ নামক চাতুর্ব্বর্ণ্য-যুক্ত এই সাত বর্ষ আছে। হে মহামুনে! শাল্মলদ্বীপে কপিল, অরুণ, পীত ও কৃষ্ণ, এই যে পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ বাস করেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। সেই যাগশীলগণ, সকলের আত্মা, অব্যয় ও যজ্ঞের আশ্রয় ভগবান্ বায়ুভূত বিষ্ণুকে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ দ্বারা পূজা করিয়া থাকেন। ২৯—৩২। এই অত্যন্ত সুমনোহর স্থানে, দেবগণ নিকটস্থ থাকেন। শাল্মলীনামে একটি সুখদায়ক সুমহাবৃক্ষ আছে। ৩৩। এই শাল্মলদ্বীপ, শাল্মল-দ্বীপ-তুল্য-বিস্তৃত সুরা সমুদ্র দ্বারা চতুর্দ্দিকে সম্পূর্ণ আবৃত। ৩৪। সুরাসমুদ্র শাল্মলদ্বীপের দ্বিগুণ বিস্তৃত কুশদ্বীপদ্বারা চতুর্দ্দিকে সম্পূর্ণ সর্ব্বতোভাবে পরি-বেষ্টিত। ৩৫। কুশদ্বীপে জ্যোতিষ্মানের সাত পুত্র; তাহাদের নাম শ্রবণ

কর,—উদ্ভিদ, বেণুমান্, বৈরথ, লম্বন, ধৃতি, প্রভাকর এবং কপিল। তাঁহাদের নামানুসারেই বর্ষ সকলের নাম নিরূপিত হইয়াছে। সে স্থানে দৈত্যেয় দানবগণের সহিত মনুষ্যগণ এবং দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিংপুরুষাদিগণ বাস করেন। সেখানেও স্ব স্ব অনুষ্ঠান-তৎপর চারিবর্ণ আছেন। ৩৬—৩৮। হে মহামুনে! দমী, শুষ্মী, স্নেহ ও মন্দেহগণ ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। ৩৯। তাঁহারা সেই কুশদ্বীপে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করিয়া আত্মজ্ঞান দ্বারা কর্ম্মাধিকারক্ষয়ের নিমিত্ত ব্রহ্মরূপ জনার্দ্দনের আরাধনা করত অত্যুগ্র ফলপ্রদ অধিকার অর্থাৎ অহঙ্কারকে উন্মূলিত করেন। ৪০। মহামুনে! সেই দ্বীপে বিদ্রুম, হেমশৈল, দ্যুতিমান্, পুষ্পবান্, কুশেশয়, হরি এবং সপ্তম মন্দরাচল নামে এই সাতটি বর্ষপর্ব্বত আছে। ৪১। নদীও সাতটি আছে, যথাক্রমে তাহাদের নাম শ্রবণ কর। যথা,—ধূতপাপা, শিবা, পবিত্রা, সম্মতি, বিদ্যুৎ, অম্ভা ও মহী। ইহারা সর্ব্বপাপ-হারিণী। তথায় অন্যান্য সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র নদী এবং পর্ব্বত আছে। ৪২। ৪৩। কুশদ্বীপে একটি কুশ স্তম্ব আছে, তাহার নামানুসারে কুশদ্বীপ কথিত হয়। সেই দ্বীপ তৎপরিমাণ ঘৃতসমুদ্র দ্বারা সমাবৃত। ৪৪। এবং ঘৃতোদ সমুদ্র ক্রৌঞ্চ দ্বীপ দ্বারা সংবৃত। হে মহাভাগ! ক্রৌঞ্চ নামক এই অপর মহাদ্বীপের বিষয় শ্রবণ কর। ৪৫। ইহার বিস্তার কুশদ্বীপের বিস্তার অপেক্ষা দ্বিগুণ। ক্রৌঞ্চ দ্বীপে মহাত্মা দ্যুতিমানের সাত পুত্র হয়। ৪৬। মহীপতি (দ্যুতিমান্) তাহাদের নামানুসারে বর্ষসকলের নাম নিরূপণ করেন। । ৪৭। হে মুনে! কুশল, মন্দগ, উষ্ণ, পীবর, অন্ধকারক, মুনি ও দুন্দুভি, এই সাতটি তাহার পুত্র। ৪৮। হে মহাবুদ্ধে! সেখানেও দেব-গন্ধর্ব্ব-সেবিত সুমনোহর বর্ষপর্ব্বত আছে; তাহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৪৯। ক্রৌঞ্চ, বামন, অন্ধকারক, দেবাবৃৎ, অন্য পুণ্ডরীকবান্ পঞ্চম, দুন্দুভি ষষ্ঠ এবং সপ্তম মহাশৈল। তাহারা উত্তরোত্তর পরস্পর দ্বিগুণ অর্থাৎ এক দ্বীপ অপেক্ষা অপর দ্বীপ যেমন দ্বিগুণ, সেইরূপ সেই সকল দ্বীপে যে সকল পর্ব্বত আছে, তাহারাও পরস্পর দ্বিগুণ। ৫১। এই সকল রমণীয় বর্ষ ও পর্ব্বতে নিরাতঙ্ক প্রজাবর্গ দেবগণের সহিত

বাস করেন। ৫২। হে মহামুনে! এই দ্বীপে পুষ্কর, পুষ্কল, ধন্য ও তিষ্য নামক লোকেরা যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র বলিয়া কথিত হয়।৫৩। হে মৈত্রেয়! তাঁহারা তথায় যে সকল নদীর জল পান করেন, তাঁহাদের নাম শ্রবণ কর। তন্মধ্যে গৌরী, কুমুদ্বতী, সন্ধ্যা, রাত্রি, মনোজবা, ক্ষান্তি ও পুণ্ডরীকা এই সাতটী বর্ষ নদীই প্রধান। এতদ্ভিন্ন তথায় অন্যান্য শত শত ক্ষুদ্র নদী আছে। ৫৪।৫৫। সেই দ্বীপের পুষ্করাদি বর্ণ সকল রুদ্ররূপী ভগবান জনার্দ্দন বিষ্ণুকে যজ্ঞে পূজা করিয়া থাকেন। ৫৬। ক্রৌঞ্চদ্বীপের তুল্য-পরিমাণ দধিমণ্ডোদক সমুদ্র দ্বারা ক্রৌঞ্চদ্বীপ সর্ব্বতোভাবে আবৃত। ৫৭। মহামুনে! দধিসমুদ্রও ক্রৌঞ্চদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ বিস্তৃত শাকদ্বীপ দ্বারা সংবৃত।৫৮। শাকদ্বীপের ঈশ্বর সুমহাত্মা ভব্যের সাত পুত্র। তিনি তাঁহা-দিগকে সপ্ত বর্ষ বিভাগ করিয়া দেন।৫৯। তাহাদিগের নাম,—জলদ, কুমার, সুকুমার, মনীচক, কুসুমোদ, মৌদাকি এবং সপ্তম পুত্র মহাদ্রুম।৬০। তথায় যথাক্রমে তত্তৎনামক সাতটী বর্ষ আছে এবং বর্ষ-বিচ্ছেদকারী সপ্ত পর্ব্বত আছে। ৬১। হে দ্বিজ! তাহার পূর্ব্বদিকে উদয়গিরি, অপর পর্ব্বত সকলের নাম,—জলাধার, রৈবতক, শ্যাম, অস্তগিরি, আম্বিকেয়, রম্য এবং পর্ব্বতোত্তম কেসরী। তথায় সিদ্ধগন্ধর্ব্ব সেবিত একটী মহাশাক বৃক্ষ আছে। ৬২। ৬৩। এই স্থানের বায়ুস্পর্শে পরম আহ্লাদ জন্মে। সেখানে চাতুর্ব্বর্ণ্য-সমন্বিত অনেক পবিত্র জনপদ আছে।৬৪। সর্ব্বপাপ-ভয়নাশিনী অতিপবিত্র অনেক নদীও আছে। তন্মধ্যে সুকুমারী, কুমারী, নলিনী, ধেনুকা, ইক্ষু, বেণুকা, এবং গভস্তী এই সাতটিই প্রধান। মহামুনে! তথায় অন্যান্য অনেক শত ক্ষুদ্র নদী এবং শত সহস্র পর্ব্বত আছে। স্বর্গভোগানন্তর স্বর্গ হইতে মেদিনীতে আসিয়া জলদাদিবর্ষে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়া আছেন, তাঁহারা আনন্দিত হইয়া সেই সকল নদীর জলপান করেন। সেই সকল বর্ষে ধর্ম্ম-হানি এবং পরস্পর কলহ নাই। ৬৫—৬৮। সেই সপ্তদেশে মর্য্যাদা-হানি নাই। মৃগ, মাগধ, মানস এবং মন্দগ চারিবর্ণ আছে। তাহাদের মধ্যে মৃগগণ,—ব্রাহ্মণ-ভূয়িষ্ঠ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মাগধগণ,—ক্ষত্রিয়, মানসগণ,—বৈশ্য এবং মন্দগগণ—শূদ্র। ৬৯। ৭০। হে মুনে! শাকদ্বীপে পূর্ব্বোক্ত বর্ণ সকল সংযতাত্মা হইয়া যথাশাস্ত্র কর্ম্ম দ্বারা

ভগবান্ সূর্য্যরূপধারী বিষ্ণুকে পূজা করিয়া থাকেন। ৭১। হে মৈত্রেয় শাকদ্বীপ-প্রমাণ বলয়াকার ক্ষীরোদ সমুদ্র দ্বারা শাকদ্বীপ চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত। ৭২। হে ব্রহ্মন্! শাকদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমিত পুষ্কর নামক দ্বীপ ক্ষীরসমুদ্রকে চারি দিকে সর্ব্বতোভাবে বেষ্টন করিয়া আছে। ৭৩। পুষ্করদ্বীপে মহাবীর ও ধাতকি নামে সবলের দুই পুত্র হয়। তাঁহাদের নামানুসারে দুই বর্ষের নাম মহাবীর বর্ষ এবং ধাতকিখণ্ড হইয়াছে। হে মহাভাগ! এখানে মানসোত্তর নামে একটী বিখ্যাত বর্ষপর্ব্বত আছে। ৭৪।৭৫। মধ্য-ভাগে বলয়াকারে অবস্থিত, পঞ্চাশ সহস্র যোজন উচ্চ এবং সেই পরিমাণে বিস্তীর্ণ সম্পূর্ণ গোলাকার এই গিরি বলয়াকার পুষ্করদ্বীপকে মধ্যস্থলে বিভক্ত করিয়া আছে, তাহাতে সেই বর্ষদ্বয় বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রত্যেকেই সেইরূপ বলয়াকার হইয়াছে। ৭৬—৭৮। পুষ্করদ্বীপে মানবগণ নিরাময়, বিশোক এবং রাগ-দ্বেষ-বিবর্জ্জিত হইয়া দশসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন। ৭৯। হে দ্বিজ! তাহাদের মধ্যে উত্তম অধম নাই, বধ্য বধক নাই, ঈর্ষা নাই, অসূয়া, ভয়, দ্বেষ ও লোভাদি দোষ নাই। ৮০। দেব-দৈত্যাদি-সেবিত মহাবীর বর্ষ মানসোত্তর গিরির বহির্ভাগে এবং ধাতকিখণ্ড অন্তর্ভাগে অবস্থিত। ৮১। পুষ্কর দ্বীপে সত্য মিথ্যা নাই এবং বর্ষদ্বয়াম্বিত সেই দ্বীপে কোন নদী বা অন্য পর্ব্বতও নাই। ৮২। সেখানে মনুষ্যগণ ও দেবগণ তুল্যবেশ (সমানসুখী) এবং একরূপ। হে মৈত্রেয়! সেই বর্ষ দুইটী বর্ণ ও আশ্রমাচার-হীন, কাম্যধর্ম্মানুষ্ঠান-বর্জ্জিত এবং ত্রয়ী, বার্ত্তা, দণ্ডনীতি ও শুশ্রূষা-রহিত। (সুতরাং) ইহা উত্তম ভৌম স্বর্গ। ৮৩। ৮৪। মুনে! ধাতকিখণ্ডে ও মহাবীর বর্ষে কাল জরা-রোগাদি-বর্জ্জিত এবং সকলের সুখপ্রদ। ৮৫। পুষ্করদ্বীপে ব্রহ্মার উত্তম স্থান একটী ন্যগ্রোধ বৃক্ষ আছে। ব্রহ্মা সুরাসুরগণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া তাহাতে বাস করিতে-ছেন। ৮৬। পুষ্করের সমান বিস্তৃত স্বাদূদক সমুদ্র পুষ্করদ্বীপকে মণ্ডলাকারে সমভাবে পরিবেষ্টন করিয়া আছে। ৮৭। এইরূপে সপ্তদ্বীপ সপ্ত সমুদ্র দ্বারা আবৃত। দ্বীপ ও তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী সমুদ্র পরস্পর সমান এবং পরবর্ত্তী দ্বীপ ও সমুদ্র পূর্ব্ববর্ত্তী

দ্বীপ ও সমুদ্রের দ্বিগুণ। ৮৮। সকল সমুদ্রের জল সর্ব্বদা সমান থাকে, কখনও ন্যূনাধিক্য হয় না। ৮৯। হে মুনিসত্তম! স্থালীস্থিত জল অগ্নির উত্তাপে যেমন স্ফীত হয়, চন্দ্রের বৃদ্ধি হইলে সমুদ্রের জলও সেই-রূপ উদ্রিক্ত হইয়া থাকে। ৯০। অন্যূন ও অনতিরিক্ত সমুদ্রবারি চন্দ্রের উদয়াস্তময় শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষে বর্দ্ধিত ও হ্রাস হয়। ৯১। মহামুনে! সামুদ্রিক জলের বৃদ্ধি ও ক্ষয় পাঁচশত দশ অঙ্গুল দেখা যায়। ৯২। হে বিপ্র! সেই পুষ্কর দ্বীপে সমস্ত প্রজা সর্ব্বদাই স্বয়ং উপস্থিত (অযত্ন-সুলভ) ষড়্‌রস-বিশিষ্ট ভোজ্যবস্তু আহার করিয়া থাকে। ৯৩। স্বাদূদক সমুদ্রের পরে দ্বিগুণপরিমিত অলোক-সংস্থিতি এবং সর্ব্ব জন্তু-বিবর্জ্জিত কাঞ্চনী ভূমি দেখিতে পাওয়া যায় *। ৯৪। তাহার পর অযুত যোজন বিস্তৃত লোকালোক পর্ব্বত। সেই শৈল অযুত সহস্র যোজন উচ্চ। ৯৫। তদনন্তর গাঢ় অন্ধকার সেই পর্ব্বতকে সর্ব্বতঃ আবৃত করিয়া অবস্থিত। অন্ধকারও অণ্ডকটাহ দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরি-বেষ্টিত। ৯৬। মহামুনে! অণ্ডকটাহের মধ্যবর্ত্তিনী দ্বীপ, সমুদ্র ও পর্ব্বতের সহিত সেই এই পৃথিবী পঞ্চাশৎ কোটি যোজন বিস্তৃতা। ৯৭। হে মৈত্রেয়! আকাশাদি সর্ব্বভূত অপেক্ষা অধিকগুণবিশিষ্টা সেই এই পৃথিবী সমস্ত জগতের ধাত্রী (পালনকর্ত্রী), বিধাত্রী (জনয়িত্রী) এবং আধারভূতা। ৯৮।

চতুর্থ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

পঞ্চম অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন, হে দ্বিজ! পৃথিবীর এই বিস্তার তোমাকে কহিলাম। উহার উচ্চতাও সপ্ততি সহস্র যোজন কথিত হইতেছে। ১। মুনিসত্তম! অতল, বিতল, নিতল, গভস্তিমৎ, মহাতল, শ্রেষ্ঠ সুতল এবং সপ্তম পাতাল নামে সাতটি পাতালই (ভূবিবর) প্রত্যেকে দশ সহস্র যোজন পরিমিত। ২। হে মৈত্রেয়! এই সপ্ত পাতালের শ্রেষ্ঠ প্রাসাদ শোভিত ভূমিসকল যথাক্রমে

* যোগিগণ দেখিতে পান।

শুক্লা, কৃষ্ণা, অরুণা, পীতা, শর্করা, শৈলী এবং কাঞ্চনী। ৩। মহামুনে! সেই সকল স্থানে দানবগণ, দৈত্যগণ, শত শত যক্ষ এবং মহানাগজাতি সকল বাস করে।৪। নারদ, পাতালসমূহ হইতে (পাতালসকল পরিভ্রমণপূর্ব্বক) স্বর্গে গিয়া দেবগণের মধ্যে বলিয়াছিলেন যে, পাতালসকল স্বর্গলোক অপেক্ষাও রমণীয়। ৫। তথায় আনন্দজনক সুপ্রভাশালী অনেক শুভ্র মণি আছে, নাগগণ সেই সকল মণি ধারণ করেন,—সেই পাতাল কাহার সহিত সমান হইবে? অর্থাৎ অপ্রতিম সুখস্থান। ৬। দৈত্য-দানবকন্যাগণ দ্বারা ইতস্ততঃ শোভিত পাতালে কাহার না প্রীতি জন্মে? বিরাগী ব্যক্তিরও আনন্দ হয়। ৭। দিবাকররশ্মি তথায় কেবল প্রভা বিস্তার করে,—উত্তাপ বিস্তার করে না এবং রাত্রিকালে চন্দ্রের রশ্মি কেবল আলোকের কারণ হয়,—শীতের কারণ হয় না ৮। তথায় অতি ভোগ-বিশিষ্ট দনুজাদিগণ ভক্ষ্য, ভোজ্য ও মহাপানে আনন্দিত হইয়া, সময় গত হইলেও জানিতে পারেন না। ৯। অনেক বন, নদী, রমণীয় সরঃ, কমলাকর (কমলপূর্ণ সরোবর), পুংস্কোকিলের মধুর আলাপ এবং অপর অনেক মনোজ্ঞ বিষয় আছে। ১০। হে দ্বিজ! অতি রমণীয় ভূষণসকল, গন্ধপূর্ণ অনুলেপন, বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গের স্বর এবং তূর্য্য এই সকল এবং সৌভাগ্যভোগ্য অন্যান্য অনেক বিষয় পাতালবাসী দানব, দৈত্য ও সর্পগণ ভোগ করিতেছেন।১১।১২। পাতালসকলের অধোভাগে বিষ্ণুর শেষনামে যে তামসী তনু আছেন, দৈত্যদানবেরাও যাঁহার গুণ বর্ণন করিতে অশক্ত এবং যে দেবর্ষিপূজিত দেবকে সিদ্ধগণ অনন্ত বলিয়া থাকেন, তিনি সহস্র-শিরাঃ এবং ব্যক্তস্বস্তিকরূপ অমলভূষণ; অর্থাৎ মস্তকের চিহ্ন তাঁহার ভূষণস্বরূপ। ১৩। ১৪। তিনি জগতের হিতের নিমিত্ত সহস্রফণা-মণি দ্বারা দিক্ সকল সমুজ্জল করিয়া সমস্ত অসুরকে নির্বীর্য্য করিতেছেন।১৫। যিনি মদঘূর্ণিতনেত্র এবং সর্ব্বদা এক কুণ্ডল, কিরীট ও মালাধারী হইয়া অগ্নিযুক্ত শ্বেত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। ১৬। ইঁহার নীল বসন। ইনি মদোৎসিক্ত ও শ্বেত হারে উপশোভিত হইয়া কৃষ্ণ মেঘ ও গঙ্গা-প্রবাহযুক্ত কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় উন্নত হইয়া আছেন।১৭। ইঁহার এক হস্তে লাঙ্গল ও অন্য হস্তে উত্তম মুষল। স্বয়ং লক্ষ্মী এবং বারুণী দেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া যাঁহাকে উপাসনা করিতেছেন। ১৮। কল্পান্ত সময়ে তাঁহার মুখ হইতে বিষানল দ্বারা উজ্জ্বলাকৃতি সঙ্কর্ষণ নামক

রুদ্র নিক্রান্ত হইয়া ত্রিজগৎ ভক্ষণ করেন। ১৯। সেই অশেষ-দেবগণ-পূজিত শেষ মুকুটবৎ স্থিত অশেষ ক্ষিতি মণ্ডলকে ধারণ করতঃ পাতালমূলে অবস্থিত আছেন। ২০। দেবগণও তাঁহার বীর্য্য, প্রভাব, স্বরূপ (তত্ত্ব) এবং রূপ বর্ণন করিতে বা জানিতে পারেন না। ২১। এই সমগ্র পৃথিবী, যাঁহার ফণা মণি সকলের কিরণে অরুণবর্ণা হইয়া পুষ্পমালার ন্যায় মস্তকে স্থিত রহিয়াছে, তাঁহার বীর্য্য কে বর্ণন করিতে পারিবে? । ২২। মদঘূর্ণিত-লোচন অনন্ত যখন জৃম্ভণ করেন, তখন গিরি, সমুদ্র ও কাননসহ এই ভূমণ্ডল কম্পিত হইতে থাকে। ২৩। গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, সিদ্ধ, কিন্নর, উরগ ও চারণগণ গুণের অন্ত পান না, বলিয়া এই অব্যয় 'অনন্ত' নামে খ্যাত। ২৪। নাগবধূগণ তাঁহার অঙ্গে হরিচন্দনের যে অনুলেপন দিয়া থাকেন, তাহা তাঁহার নিশ্বাস বায়ু দ্বারা বারংবার বিক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে জল-সুগন্ধিকরণ চূর্ণ-স্বরূপ হয়। ২৫। পুরাতন ঋষি গর্গ যাঁহার আরাধনা করিয়া গ্রহ-নক্ষত্রাদি এবং উৎপাত-শকুনাদি বিষয়ে শুভাশুভ যথার্থরূপে অবগত হইয়াছেন। ২৬। সেই নাগশ্রেষ্ঠ কর্ত্তৃক এই পৃথিবী ধৃত হইয়া দেব, অসুর ও মনুষ্য সহিত লোকমালা (পাতালাদি লোক সকল) ধারণ করিতেছেন। ২৭।

পঞ্চম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—হে বিপ্র! তদনন্তর পৃথিবী এবং জলের নিম্নভাগে * যে নরক সকল আছে,—পাপিষ্ঠগণ যাহাতে নিক্ষিপ্ত হয়—হে মহামুনে! তাহাদের বিবরণ শ্রবণ কর। ১। রৌরব, শূকর, রোধ, তাল, বিশসন, মহাজাল, তপ্তকুম্ভ, শ্বসন, বিমোহন, রুধিরান্ধ, বৈতরণী, কৃমীশ, কৃমিভোজন, অসিপত্র-বন, কৃষ্ণ, লালভক্ষ, দারুণ, পাপ পূয়বহ, বহ্নিজ্বাল, অধঃশিরা, সন্দংশ, কালসূত্র, তম, অবীচি, শ্বভোজন, অপ্রতিষ্ঠ ও অপর অবীচি

* পৃথিবীর এবং তমোগর্ভস্থ জলের অধঃ ও ব্রহ্মাণ্ডগত গর্ভোদকের ঊর্দ্ধ।

ইত্যাদি এবং আরও অতিশয় দারুণ অনেক নরক আছে। ২—৫। শস্ত্রভয় ও অগ্নিভয় দায়ী এই সকল ঘোর নরক যমের অধিকারস্থ। যে পুরুষেরা পাপকর্ম্মে রত হয়, তাহারা সেই সকল নরকে পতিত হয়। ৬। যে ব্যক্তি কূট সাক্ষী (জানিয়াও বলে না, অথবা অন্যরূপ বলে) যে সম্পূর্ণ পক্ষপাত করিয়া বলে এবং যে মিথ্যা কহে, তাহারা রৌরব নরকে গমন করে। ৭। হে মুনিসত্তম! যাহারা ভ্রূণহত্যাকারী, পুরহরণ-কর্ত্তা ও গোঘাতক, তাহারা রোধ নরকে গমন করে; এই রোধ নরকে শ্বাসরোধ হইয়া যায়।৮। সুরাপায়ী, ব্রহ্মহত্যাকারী, সুবর্ণ-চোর এবং যাহারা এই সকলের সহিত সংসর্গ করে, তাহারা শূকর নরকে গমন করে। ৯। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-হন্তা লোক, তাল নরকে এবং গুরুপত্নীগামী তপ্তকুণ্ড নরকে যায়। ভগিনীগামী-ব্যক্তি, যে রাজদূতকে হত্যা করে, স্ত্রী-বিক্রয়ী, কারাগৃহ-রক্ষক, অশ্ব-বিক্রেতা এবং যে ভক্তব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে, ইহারা তপ্তলৌহ নরকে পতিত হয়।১০।১১। পুত্রবধূ বা কন্যা গমন করিলে মহাজ্বাল নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। যে নরাধম গুরুজনের অবমাননা বা তাঁহাদের প্রতি আক্রোশ করে, যে বেদনিন্দা বা বেদ বিক্রয় করে এবং যে অগম্যা গমন করে, হে দ্বিজ! তাহারা লবন নরকে যায়। ১২। ১৩। চোর ব্যক্তি বিমোহন নরকে পতিত হয়। শিষ্টাচার-নিন্দক, দেব ব্রাহ্মণ ও পিতৃদ্বেষ্টা এবং যে রত্নকে দূষিত করে, তাহারা কৃমিভক্ষ নরকে এবং অভিচারকারী ব্যক্তি কৃমীশ নরকে গমন করে। ১৪। যে নরাধম পিতৃদেব ও অতিথিকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্রে আহার করে, সে অতি উগ্র লালভক্ষ নরকে এবং বাণপ্রস্তুতকারী বেধক নরকে গমন করে। ১৫। যে ব্যক্তি কর্ণী নামক বাণ বা যে ব্যক্তি খড়্গাদি নির্ম্মাণ করে, তাহারা অত্যন্ত দারুণ বিশসন নরকে গমন করে। ১৬। অসৎপ্রতিগ্রাহী, অযাজ্য-যাজক এবং নক্ষত্রগণকেরা অধোমুখ নরকে যায়। ১৭। হে দ্বিজ! যে ব্যক্তি পুত্রপ্রভৃতিকে বঞ্চনা করিয়া স্বয়ং মিষ্টান্ন ভোজন করে, সে লাক্ষা, মাংস, সমস্ত রস (দুগ্ধাদি,) তিল ও লবণ বিক্রেতা ব্রাহ্মণ ইহারা কৃমিযুক্ত পূয়বহ নরকে গমন করে। ১৮। হে দ্বিজসত্তম! বিড়াল, কুক্কুট, ছাগ, কুক্কুর, বরাহ ও পক্ষী সকলকে (জীবিকার্থ) পোষণ করিলে ব্রাহ্মণ সেই (পূয়বহ) নরকেই যায়। ১৯। যে সকল ব্রাহ্মণ রঙ্গোপজীবী

(নট-মল্লাদি-বৃত্তি অবলম্বনকারী), ধীবর, কুণ্ডাশী (পতিবর্ত্তমানে উপপতির ঔরসজাত ব্যক্তির অন্নভোজী), বিষদাতা, খল, মাহিষিক, * পর্ব্বকারী (ধনলোভে অপর্ব্বে অমাবস্যাদি ক্রিয়া প্রবর্ত্তক)। গৃহদাহী, মিত্রহন্তা, শাকুনিক ও গ্রামযাজক হয় এবং সোম বিক্রয় করে, ইহারা সকলেই রুধিরান্ধ নরকে পতিত হয়। ২০। ২১। মধু ও গ্রামহন্তা মনুষ্য বৈতরণী নরকে যায়। যাহারা রেতঃপাতাদি করে, যাহারা ক্ষেত্রাদির সীমা অতিক্রম করে, যাহারা সর্ব্বদা অশুচি এবং যাহারা কুহকজীবী, তাহারা কৃষ্ণনরকে গমন করে। ২২। যে ব্যক্তি বৃথা বনচ্ছেদন করে, সে অসিপত্রবন নরকে গমন করে। মেষোপজীবী ও মৃগব্যাধগণ বহ্নিজ্বাল নরকে পতিত হয়। ২৩। হে ব্রহ্মন্! সেই সেই অসাধারণ নরক ভোগানন্তর পাপের আধিক্যবশতঃ যদি তখনও পাপ অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ও বক্ষ্যমাণ পাপিগণ এবং যাহারা, মৃদ্‌ভাণ্ড ও ইষ্টকাদি-সকয়ে অগ্নিপ্রদান করে, তাহারাও সেই নরকে যায়। যে ব্যক্তি ব্রতলোপক এবং স্বীয় আশ্রম-ভ্রষ্ট, তাহারা উভয়েই সন্দংশ নরকের যাতনামধ্যে পতিত হয়। যে সকল ব্রহ্মচারী দিবা-নিদ্রায় রেতঃ পাত করে এবং যাহারা পুত্রের নিকট অধ্যয়ন করে, তাহারা শ্বভোজন নরকে পতিত হয়। ২৪। ২৫। এই সকল এবং অন্যান্য শত সহস্র নরক আছে; উহাতে দুষ্কৃতিগণ যাতনা ভোগ করিতে থাকে। ২৬। এই সকল পূর্ব্বোক্ত পাপ যেরূপ, সেইরূপ অন্যান্য সহস্র সহস্র পাপও আছে; নরকান্তরস্থ পুরুষেরা তাহার ফল ভোগ করে। ২৭। যে সকল মনুষ্য কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা বর্ণাশ্রম-বিরুদ্ধ কর্ম্ম করে, তাহারা নিরয়ে পতিত হয়। ২৮। অধোমস্তক, নরকস্থ জীবেরা স্বর্গে দেবতা সকলকে দেখিতে পায় এবং দেবগণও অধোদিকে অধোমুখ নরকস্থ জীব-সকলকে দেখিতে পান। ২৯। পাপিগণ নরক ভোগানন্তর যথাক্রমে স্থাবর, কৃমি, জলজ মৎস্যাদি, পক্ষী, পশু, নর, ধার্ম্মিক মনুষ্য, ত্রিদশ এবং পুণ্যবিশেষে কেহ বা মুমুক্ষু হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ৩০। দ্বিতীয় স্থানীয় কৃমি বর্গ হইতে প্রথম-স্থানীয় স্থাবরগণ সহস্র গুণ অধিক। হে মহাভাগ! মুমুক্ষু জন্ম পর্য্যন্ত এই সমস্ত জন্মই সেইরূপ পরবর্ত্তী

* মহিষোপজীবী কিংবা যে ব্যক্তি স্ত্রীর অসদ্‌বৃত্তি দ্বারা উপার্জ্জিত ধনে জীবিকানির্ব্বাহ করে। মহিষী শব্দে স্ত্রীকেও বুঝায়।

অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী সহস্রগুণ অধিক।৩১। নরক-ভোগের পর এইরূপ স্থাবরাদি-ক্রমে পাপগণ পাপের ক্ষয় হইলে দেবত্ব লাভ করে এবং স্বর্গবাসিগণও পুণ্যক্ষয় হইলে পাপবশত কখন বা নরকস্থ হয়েন। পাপীর মধ্যেও আবার প্রায়শ্চিত্ত বিমুখ পাপকারী মনুষ্যই নরকে যায়। ৩২। যে পাপের অনুরূপ যে প্রায়শ্চিত্ত; বেদার্থস্মরণপূর্ব্বক (বিবেচনা করিয়া) পরমর্ষিগণ তাহাই বলিয়াছেন। ৩৩। প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্বজ্ঞ স্বায়ম্ভুব মনুপ্রভৃতি অনেকেই গুরুপাপে গুরু প্রায়শ্চিত্ত ও অল্প পাপে স্বল্প প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন।৩৪। হে মৈত্রেয়! তপস্যাত্মক ও কর্ম্মাত্মক যে অশেষ-প্রকার প্রায়শ্চিত্ত আছে, তাহার মধ্যে কৃষ্ণের অনুস্মরণই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। ৩৫। পাপ করিয়া, যে পুরুষের অনুতাপ জন্মে, তাহার পক্ষেই মন্বাদির কথিত কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত উপযুক্ত। হরি-সংস্মরণ পরম প্রায়শ্চিত্ত, কারণ অনুতাপ না হইলেও হরি-স্মরণে পাপ নষ্ট হয়; কিন্তু অন্য প্রায়শ্চিত্তে অনুতাপ ব্যতীত পাপ ক্ষয় হয় না। ৩৬ প্রাতঃকাল, রাত্রিকাল, সন্ধ্যা ও মধ্যাহ্নাদি যে কোন সময়ে নারায়ণ-কে স্মরণ করিলে। মনুষ্য তৎক্ষণাৎ পাপ-মুক্ত হয়।৩৭। এবং বিষ্ণু-সংস্মরণজন্য সমস্ত সঞ্চিত পাপ ক্ষয় হইয়া মুক্তি লাভ করে,—স্বর্গ-প্রাপ্তি তাহার পক্ষে বিঘ্ন বলিয়া অনুমিত। ৩৮। হে মৈত্রেয়! জপ, হোম ও অর্চ্চনাদি কর্ম্মে যাহার মন বাসুদেবে আসক্ত হয়, ইন্দ্রত্বাদি ফল তাহার পক্ষে অতি তুচ্ছত্বহেতু অন্তরায় অর্থাৎ বিঘ্নস্বরূপ। ৩৯। কারণ, পুনরাবর্ত্তন-বিশিষ্ট স্বর্গ-গমন, আর উত্তম মুক্তিজনক "বাসুদেব" এইরূপ জপ, কথনই তুল্য নহে। ৪০। অতএব মুনে! মরণ-ধর্ম্মশীল পুরুষ অহর্নিশ বিষ্ণুকে স্মরণ করিলে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হয়,—নরকে যায় না। ৪১। স্বর্গ, মনের প্রীতিকর এবং নরক, মনের অপ্রীতি-কর। হে দ্বিজোত্তম! পাপ ও পুণ্যের নামই নরক ও স্বর্গ। অর্থাৎ পাপ ও পুণ্য, নরক ও স্বর্গের সাধন বলিয়া এক নামে কথিত হইল। ৪২। যখন এক বস্তুই দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে সুখ, দুঃখ, ঈর্ষোৎপত্তি ও কোপের কারণ হয়, তখন বস্তুকে নিয়ত-স্বভাব কিপ্রকারে বলা যাইতে পারে? ।৪৩। যাহা প্রীতিজনক, তাহাই আবার দুঃখের কারণ হয়; তাহাই কোপের এবং প্রসন্নতারও কারণ হয়। ৪৪। অতএব কোন বস্তুই দুঃখাত্মক বা সুখাত্মক নাই। সুখ দুঃখ কেবল মনের পরিণাম অর্থাৎ অবস্থান্তর মাত্র। ৪৫। জ্ঞানই

পরম ব্রহ্ম (সুতরাং পরমার্থ;) জ্ঞানই (অবিদ্যাদ্বারা অহঙ্কারাদিরূপে পরিণত)] বন্ধনের কারণ। (এবং বিদ্যা দ্বারা অহঙ্কারাদি নাশ হইলে জ্ঞানই মোক্ষের কারণ হয়।) এই বিশ্ব, জ্ঞানাত্মক,—জ্ঞানব্যতীত অন্য কিছুই নাই। হে মৈত্রেয়! জ্ঞানকেই বিদ্যা ও অবিদ্যা বলিয়া অবধারণ কর। ৪৬। হে দ্বিজ! তোমাকে এই ভূমণ্ডলের বিষয় এইরূপ কহিলাম এবং সমস্ত পাতাল, নরক, সমুদ্র, পর্ব্বত, দ্বীপ, বর্ষ ও নদী, সকলই সংক্ষেপে বলা হইল; আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর॥ ৪৭। ৪৮॥

ষষ্ঠ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

সপ্তম অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি আমাকে এই অখিল ভূতলের বিষয় কহিলেন। মুনে! আমি ভুবর্লোকাদি সমস্ত লোকের বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করি। ১। হে মহাভাগ! গ্রহগণের সংস্থান (কাহার উপরে কোন গ্রহ অবস্থিত) এবং প্রমাণ (তাহাদের পরস্পর অন্তরাল কত যোজন) জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমাকে বলুন। ২। পরাশর কহিলেন,—সূর্য্য ও চন্দ্রের কিরণে যতদূর আলোকিত হয়, সমুদ্র, নদী ও পর্ব্বত-সমবেত ততদূর স্থান পৃথিবী বলিয়া কথিত। ৩। পৃথিবীর বিস্তার ও পরিমণ্ডল যে পরিমাণ, ভুবর্লোকের বিস্তার পরিমণ্ডলও সেই পরিমাণ। ৪। হে মৈত্রেয়! ভূমি হইতে লক্ষযোজন উর্দ্ধে সূর্য্যমণ্ডল। দিবাকরেরও লক্ষযোজন উর্দ্ধে চন্দ্রমণ্ডল স্থিত। ৫। নিশাকর হইতে পূর্ণ লক্ষযোজন উপরিভাগে সমস্ত নক্ষত্রমণ্ডল প্রকাশ পাইতেছে। ৬। হে ব্রহ্মন্! নক্ষত্রমণ্ডল হইতে দুইলক্ষ যোজন উপরে বুধ এবং বুধের দুই লক্ষ যোজন উপরিভাগে শুক্র অবস্থিত।৭। শুক্রের দুই লক্ষ যোজন উর্দ্ধে মঙ্গল। মঙ্গলের দুই লক্ষ যোজন পরে বৃহস্পতি স্থির আছেন। ৮। হে দ্বিজোত্তম! বৃহস্পতি হইতে দুই লক্ষ যোজন উর্দ্ধে শনি অবস্থিত। শনি হইতে এক লক্ষ যোজন উপরে সপ্তর্ষি মণ্ডল।৯। সপ্তর্ষি মণ্ডল হইতে লক্ষ যোজন উর্দ্ধে সমস্ত জ্যোতিশ্চক্রের মেঢীভূত (নাভিস্বরূপ) ধ্রুব ব্যবস্থিত রহিয়াছেন। ১০। হে মহামুনে! এই

ত্রৈলোক্যের উচ্চতার বিষয় কহিলাম। এই ত্রৈলোক্য, যজ্ঞাদির ফলভোগের ভূমি। এই ভারতবর্ষে যজ্ঞানুষ্ঠান হয়। ১১। যেখানে সেই ভৃগু প্রভৃতি কল্পবাসিগণ বাস করেন, সেই মহর্লোক, ধ্রুব হইতে কোটী যোজন উর্দ্ধে অবস্থিত। ১২। মৈত্রেয়! ধ্রুবলোক হইতে দুই কোটী যোজন উর্দ্ধে জন-লোক; এই লোকে অমলচিত্ত বিখ্যাত সনন্দনাদি ব্রহ্মার পুত্রগণ বাস করেন। ১৩। জনলোক হইতে অষ্টকোটী যোজন উর্দ্ধে তপোলোক কথিত হয়; এইস্থানে দাহ-বর্জ্জিত সেই বৈরাজ নামক দেবগণ অবস্থিত। ১৪। তপো-লোকানন্তর পূর্ব্বোক্ত জনলোক হইতে দ্বাদশ কোটী যোজন উর্দ্ধে সত্যলোক শোভা পাইতেছে। তাহাই ব্রহ্মলোক ও বৈকুণ্ঠ লোক বলিয়া কথিত। তথায় পুনর্মৃত্যু-শূন্য বা অমরগণ বাস করেন। ১৫। যতদূর পর্য্যন্ত পাদ-গম্য অর্থাৎ পদ-সঞ্চারের যোগ্য পার্থিব বস্তু আছে, ততদূর পর্য্যন্ত ভূর্লোক বলিয়া খ্যাত; ইহার বিস্তার আমি বলিয়াছি। ১৬। হে মুনিসত্তম! ভূমি ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী সিদ্ধাদিগণ ও মুনিগণ কর্ত্তৃক সেবিত যে স্থান, তাহা ভুবর্লোক বা দ্বিতীয় লোক। ১৭। ধ্রুব ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী যে চতুর্দ্দশ লক্ষ যোজন স্থান, তাহাকেই লোক-সংস্থান-চিন্তকগণ স্বর্লোক কহেন। ১৮। হে মৈত্রেয়! এই তিনটী (ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ) লোক 'কৃতক' নামে এবং জনঃ, তপঃ ও সত্য এই তিনটি 'অকৃতক' নামে অভিহিত হয়। কারণ, প্রথমোক্ত তিন-টির প্রতিকল্পে সৃষ্টি হয়,—অন্য তিনটির হয় না। ১৯। কৃতক ও অকৃতকের মধ্যে মহর্লোক। ইহার নাম 'কৃতাকৃতক'। কারণ, ইহা কল্পান্তে জনশূন্য হয়; কিন্তু একেবারে বিনষ্ট হয় না। ২০। মৈত্রেয়। আমি এই সপ্তলোকের বিবরণ তোমাকে বলিলাম; সপ্ত পাতালের কথাও বলিয়াছি। ব্রহ্মাণ্ডের বিবরণ এই। ২১। কপিত্থের বীজ যেমন চারি দিকে সম্পূর্ণ আবৃত থাকে, সেইরূপ এই চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক জগৎ পার্শ্বদ্বয়, উর্দ্ধ ও অধঃ, এই চারি দিকেই অণ্ডকটাহ দ্বারা সমাবৃত। ২২। মৈত্রেয়! সেই অণ্ড দশগুণ অধিক জল দ্বারা আবৃত। এই সমস্ত জলাবরণ, বহির্ভাগে অগ্নি দ্বারা বেষ্টিত। ২৩। হে মৈত্রেয়! বহ্নি, বায়ু দ্বারা ও বায়ু, আকাশ দ্বারা আবৃত। আকাশ তামস অহঙ্কার দ্বারা এবং তামস অহঙ্কারও মহত্তত্ত্ব দ্বারা পরিবেষ্টিত। ২৪। মৈত্রেয়! অসীম সপ্ত আবরণই উত্তরোত্তর দশগুণ-বৃদ্ধিভাব-প্রাপ্ত। প্রকৃতি আবার

মহত্তত্বকেও আবৃত করিয়া অবস্থিত। ২৫। সেই অনন্তের (সর্ব্বগত প্রকৃতির) অন্ত অর্থাৎ নাশ এবং সংখ্যা নাই। যেহেতু তাহা অনন্ত (নিত্য), অসংখ্যাত, অপ্রমাণ এবং সর্ব্বব্যাপী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ২৬। হে মুনে! সেই পরা প্রকৃতি সমস্ত কার্য্যের হেতুভূতা। তাহাতে এইরূপ সহস্র সহস্র অযুত এবং এইরূপ কোটি কোটি শতব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত আছে। ২৭। যেমন কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি এবং তিলের মধ্যে তৈল থাকে, সেইরূপ চেতনাত্মা স্বপ্রকাশ সর্ব্বব্যাপী, পুরুষ প্রধানে (প্রকৃতিতে) অবস্থিত। ২৮। হে মহাবুদ্ধে! সর্ব্বভূতের-আত্মা স্বরূপা বিষ্ণুশক্তি (বিষ্ণুর স্বরূপভূতা চিৎশক্তি) দ্বারা অধিষ্ঠিত প্রধান ও পুরুষ নিয়ম্য-নিয়ন্তৃত্বভাবে অবস্থিত। ২৯। হে মহামতে! সেই চিৎশক্তিই প্রলয়কালে প্রধান ও পুরুষের পৃথক্ হইবার কারণ; স্থিতিকালে সংযোগের কারণ; এবং সৃষ্টিকালে ক্ষোভের কারণ হয়। ৩০। বায়ু যেমন জলকণাগত শৈত্য ধারণ করে অথচ তাহার সহিত বাস্তবিকরূপে মিশ্রিত হয় না, সেইরূপ বিষ্ণুর চিৎশক্তি প্রধান ও পুরুষে অধিষ্ঠিত হইয়া জগৎকে ধারণ করিয়াছেন, বস্তুতঃ তাহাদের সহিত মিলিত হয়েন নাই। ৩১। মুনে! আদি-বীজ হইতে যেমন মূল, স্কন্ধ ও শাখাদি সংযুক্ত বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে আবার অন্যবীজ জন্মে, তদনন্তর সেই সকল বীজ হইতে অপর বৃক্ষসকল উৎপন্ন হয় এবং তাহারাও পূর্ব্ব বৃক্ষের সমজাতীয় আম্রাদি দ্রব্যবিশিষ্ট হয়; সেইরূপ প্রকৃতি হইতে প্রথমে মহদাদি বিশেষ পর্য্যন্ত সমস্ত উৎপন্ন হয়, তদনন্তর সেই সকল হইতে অসুরাদির উৎপত্তি হয়, তাহাদের অনেক পুত্র জন্মে এবং সেই পুত্রগণেরও আবার পুত্র উৎপন্ন হয়। বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইলেও যেমন পূর্ব্ব-বৃক্ষের অপচয় হয় না, সেইরূপ ভূতগণের সৃষ্টি হইলেও পূর্ব্বভূতগণের অপচয় হয় না। ৩২—৩৫। আকাশ ও কাল প্রভৃতি যেমন সন্নিধানহেতু বৃক্ষোৎপত্তির কারণ হয়, সেইরূপ ভগবান্ হরিও জগতের পরিণামের কারণ। ৩৬। হে মুনিসত্তম! ধান্যের মধ্যে যেমন মূল, নাল, পত্র, অঙ্কুর, কোষ, পুষ্প, ক্ষীর, তণ্ডুল, তুষ ও কণা সকল আছে এবং অঙ্কুরোৎপত্তির হেতু (ভূমি জলাদি) সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া আবির্ভূত হয়। সেইরূপ প্রাক্তন কর্ম্মসকলে অবস্থিত দেবাদি সমুদয়, বিষ্ণুশক্তি প্রাপ্ত হইয়া আবির্ভূত হয়েন। ৩৭—৩৯। যাঁহা হইতে এই সমস্ত জগৎ

উৎপন্ন, যিনি জগৎস্বরূপ যাঁহাতে জগৎ অবস্থিত এবং যাঁহাতে লয়প্রাপ্ত হইবে সেই বিষ্ণুই পরম ব্রহ্ম। ৪০। সেই শ্রুতি প্রসিদ্ধ ব্রহ্মই বিষ্ণুর পরম ধাম, অর্থাৎ স্বরূপ; যেহেতু তিনি সদসতের পরম পদ। যাহা হইতে সমস্ত এই চরাচর জগৎ অভিন্ন হইয়া জন্মিতেছে, এই বিষ্ণু আর ব্রহ্মের লক্ষণে ঐক্য হওয়ায় ব্রহ্মই বিষ্ণু। ৪১। অতএব তিনি মূল-প্রকৃতি, তিনিই ব্যক্তরূপী (ব্রহ্মাণ্ড) এবং সমস্ত জগৎ তাঁহাতেই অবস্থিত ও তাঁহাতেই লীন হয়।৪২। তিনিই ক্রিয়া সকলের কর্ত্তা, তিনিই যজ্ঞরূপে অনুষ্ঠিত হয়েন, তিনিই সেই যজ্ঞের ফল এবং যজ্ঞের স্রুক্ প্রভৃতি যে অশেষ সাধন, তাহাও তিনি; হরি-ব্যতিরিক্ত কিছুমাত্রও নাই।

সপ্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

অষ্টম অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—হে সুব্রত! তোমাকে এই ব্রহ্মাণ্ডের সংস্থান কহিলাম। তাহার পর সূর্য্যাদির সংস্থান ও প্রমাণ বলিতেছি, শ্রবণ কর।১। মুনিসত্তম! ভাস্করের রথ নবসহস্র যোজন এবং ইহার ঈষা-দণ্ড (অক্ষ ও যুগের সন্ধানার্থ দণ্ড) দ্বিগুণ (অষ্টাদশ সহস্র যোজন) *।২। তাহার অক্ষ দেড় কোটি সপ্ত নিযুত যোজন অপেক্ষা কিছু অধিক। তাহাতে চক্র প্রতিষ্ঠিত আছে।৩। পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ন, এই ত্রিনাভিবিশিষ্ট সংবৎসর (পরিবৎসরাদি পাঁচটি অর শলাকা) বিশিষ্ট, বসন্তাদি ঋতুরূপ ছয় নেমি প্রান্তবলয়বিশিষ্ট সেই অক্ষয় (সংবৎসরময়) চক্রে সমুদায় কালচক্র বা জ্যোতিশ্চক্র প্রতিষ্ঠিত আছে।৪। হে মহামতে! সূর্য্যের রথের দ্বিতীয় অক্ষ সার্দ্ধপঞ্চচত্বারিংশৎ সহস্র যোজন।৫। অক্ষের যাহা পরিমাণ, তাহাই সেই উভয় দিকে তুল্য-পরিমাণ-বিশিষ্ট যুগার্দ্ধপরিমাণ। হ্রস্ব (পূর্ব্বোক্ত-দ্বিতীয়) অক্ষ রথের যুগার্দ্ধের সহিত বায়ু রজ্জুতে বদ্ধ হইয়া ধ্রুবাধাররূপে বর্ত্তমান আছে। দ্বিতীয় অক্ষ মানসাচলে সেই চক্র সংস্থিত।৬। সাতটি ছন্দ, সূর্য্যের অশ্ব। তাহাদের নাম আমার নিকট শ্রবণ কর। গায়ত্রী, বৃহতী, উষ্ণিক্, জগতী,

---

* যুগ অর্থাৎ ঈষার অগ্রভাগে অশ্বযোজনার্থ বক্রভাবে স্থিত কাষ্ঠ। যে কাষ্ঠ দ্বারা এই উভয়ের যোগ হয় তাহার নাম ঈষা দণ্ড।

ত্রিষ্টুপ, অনুষ্টুপ ও পংক্তি এই ছন্দগুলি রবির সপ্ত অশ্ব বলিয়া কথিত।৭। মানসোত্তর শৈলে পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রের, দক্ষিণে যমের, পশ্চিমে বরুণের এবং উত্তরদিকে সোমের পুরী আছে। তাহাদের নাম বলিতেছি শ্রবণ কর।৮। ইন্দ্রের পুরী বস্বোকসারা, যমের পুরী সংযমনী, বরুণের পুরী সুখা এবং সোমের পুরী বিভাবরী।৯। হে মৈত্রেয়! জ্যোতিশ্চক্র সংযুক্ত ভগবান্ ভানু সেই সকল পুরীতে দক্ষিণায়নে প্রবিষ্ট হইয়া ক্ষিপ্তবাণের ন্যায় শীঘ্র গমন করেন।১০। ভগবান্ রবি অহোরাত্র-ব্যবস্থার কারণ হয়েন এবং তিনিই, রাগাদি ক্লেশ সকলের সম্যক্ ক্ষয় হইলে ক্রমমুক্তি ভাগী যোগিগণের দেবযান নামক শ্রেষ্ঠ (পুনরাবৃত্তিরহিত) পথ হইয়া থাকেন।১১। মৈত্রেয়! এই দ্বীপের ভারতবর্ষে মধ্যাহ্ন সময়ে সূর্য্য যেমন লক্ষ যোজন উচ্চ আকাশে তীব্রাদি প্রকাশ শুক্ল কিরণে বর্ত্তমান থাকেন, উদয়াস্তময় সমস্ত দ্বীপেই সেইরূপ। এবং যখন যে দ্বীপ-বর্ষাদিতে মধ্যাহ্নে বর্ত্তমান, থাকেন তখন তাহার সমানসূত্রে দ্বীপান্তরাদিতে যে নিশার্দ্ধ জন্মে, তাহারও সম্মুখবর্ত্তী হয়েন।১২। যেখানে মধ্যাহ্ন হয়, তাহার পার্শ্বদ্বয়ে উদয় ও অস্ত হইয়া থাকে। সেই উদয় ও অস্ত পরস্পর সম্মুখবর্ত্তী অর্থাৎ সূর্য্যের সমসূত্র পাতে হয়। হে ব্রহ্মন্! দিক্ বিদিক্ সমুদয়েই এইরূপ।১৩। যাহারা যেখানে সূর্য্যকে নিশাবসানে দেখিতে পায়, তাহাদের পক্ষে তাহা সূর্য্যোদয় এবং যেখানে সূর্য্য অদৃশ্য হয়েন, সেই স্থলেই তাঁহার অস্ত কথিত হয়।১৪ সর্ব্বদা বর্ত্তমান সূর্য্যের উদয় ও অস্ত নাই; রবির দর্শন ও অদর্শনই উদয় ও অস্ত নামে কথিত।১৫। ইনি মধ্যাহ্নে ইন্দ্রাদির মধ্যে কাহারও পুরে থাকিয়া, সেই পুর তাহার সম্মুখবর্ত্তী দুই পুর ও পার্শ্বস্থ দুই কোণকে স্পর্শ করেন অর্থাৎ স্বরশ্মি দ্বারা আলোকময় করেন; এবং মধ্যাহ্নকালে অগ্ন্যাদি কোনও কোণে থাকিয়া সেই কোণ, সম্মুখস্থ দুই কোণ ও তন্মধ্যবর্ত্তী দুই পুরকে স্পর্শ করেন *।১৬। । রবি

* যখন ইন্দ্রপুরে মধ্যাহ্নে থাকেন, তখন চন্দ্রলোকস্থদিগের পক্ষে অস্তময়, ঈশানকোণস্থদিগের তৃতীয় প্রহর, অগ্নিকোণস্থদিগের প্রথম প্রহর, দক্ষিণস্থদিগের পক্ষে সূর্য্যের উদয়। এইরূপ যখন দক্ষিণদিকে মধ্যাহ্নে থাকেন, তখন ইন্দ্রপুরে অস্ত, অগ্নিকোণে তৃতীয় প্রহর, নৈর্ঋতকোণে প্রথম প্রহর, পশ্চিমদিকে উদয়। যখন পশ্চিমে মধ্যাহ্ন হয় তখন দক্ষিণে

উদিত হইয়া মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান এবং তাহার পর ক্ষীয়মাণ কিরণ দ্বারা তাপ বিস্তার করতঃ অস্ত গমন করেন। ১৭। উদয় ও অস্ত দ্বারাই পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিক্ নিরূপিত হয়। সূর্য্য, সম্মুখে যতদূর পর্য্যন্ত কিরণ বিস্তার করেন, পশ্চাৎ এবং দুই পার্শ্বেও ততদূর বিস্তার করিয়া থাকেন। ১৮। অমর গিরির (সুমেরুর) উপরিভাগে ব্রহ্মসভা ব্যতীত সর্ব্বত্রই আলোকময় করেন। সূর্য্যের যে সকল কিরণ ব্রহ্মসভায় যায়, তাহারা তাহার প্রভায় নিরস্ত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়। ১৯। সুমেরু, সমস্ত দ্বীপ ও সমস্ত বর্ষের উত্তরদিকে এবং লোকালোক পর্ব্বত, সকলের দক্ষিণে অবস্থিত; সেই জন্য মেরুর উত্তরদিকে নিরন্তর রাত্রি ও দক্ষিণদিকে নিরন্তর দিন। ২০। সূর্য্য অস্তগত হইলে রাত্রিকালে তাঁহার প্রভা অগ্নিতে অনুপ্রবেশ করে; এই নিমিত্ত দূর হইতেও অগ্নি দৃষ্ট হয়। ২১। হে দ্বিজ! এইরূপে, দিবসে অগ্নির চতুর্থাংশ সূর্য্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়; এই অগ্নি-সংযোগ-হেতু সূর্য্য অত্যন্ত প্রখররূপে প্রকাশ পান। ২২। সূর্য্য ও অগ্নির প্রকাশ ও উষ্ণস্বরূপ তেজ পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট হইয়া দিবারাত্রি পরস্পরকে আপ্যায়িত অর্থাৎ পরস্পরের উৎকর্ষ বিধান করে।২৩। সূর্য্য, সুমেরুর দক্ষিণ ভূম্যর্দ্ধে গমন করিলে দিনে তমঃশীল রাত্রি এবং উত্তর ভূম্যর্দ্ধে গমন করিলে রাত্রে প্রকাশশীল দিবা, জলে প্রবেশ করে। ২৪। দিবায়, জলে রাত্রি প্রবেশ করে বলিয়া জল সকল ঈষৎ তাম্রবর্ণ হয় এবং সূর্য্য অস্ত হইলে জলে দিন প্রবেশ করে, এজন্য রাত্রিকালে জল সকল শুক্লবর্ণ হয়। ২৫। এইরূপ দিবাকর যখন পুষ্কর দ্বীপে পৃথিবীর ত্রিংশত্তমভাগে গমন করেন, তখন তাঁহার মৌহূর্ত্তিকা (মুহূর্ত্তসম্বন্ধিনী) গতি হয়। ২৬। হে ব্রহ্মন্! এই দিবাকর কুলালচক্রের প্রান্তস্থিত জন্তুর ন্যায় ভ্রমণ করত পৃথিবীর ত্রিংশৎ ভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিবা ও রাত্রি করিয়া থাকেন, অর্থাৎ এক এক মুহূর্ত্তে এক এক অংশ অতিক্রম করিতেছেন,এইরূপে ত্রিংশৎ ভাগ অতিক্রান্ত হইলে এক অহোরাত্র হয়। ২৭। হে দ্বিজ! ভাস্কর উত্তরায়ণের প্রথমে মকররাশিতে গমন করেন, তদনন্তর কুম্ভ ও তৎপরে মীনরাশিতে

অস্ত, নৈঋতকোণে তৃতীয় প্রহর, বায়ুকোণে প্রথম প্রহর, চন্দ্রলোকে উদয়। যখন চন্দ্রলোকে মধ্যাহ্ন, তখন পশ্চিমে অস্ত, বায়ুকোণে তৃতীয় প্রহর, ঈশানকোণে প্রথম প্রহর, ইন্দ্রলোকে উদয়। যখন অগ্নিকোণে মধ্যাহ্ন, তখন ঈশানে অস্ত, ইন্দ্রপুরে তৃতীয় প্রহর, যমপুরে প্রথম প্রহর এবং নৈঋতকোণে উদয় ইত্যাদি।

গমন করেন। ২৮। এই তিন রাশি ভুক্ত হইলে পর সূর্য্য অহোরাত্র সমান করতঃ বৈষুবতী গতি অবলম্বন করেন অর্থাৎ বিষুব রেখায় গমন করেন। তদনন্তর প্রত্যহ রাত্রি ক্ষয় ও দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ২৯। তদনন্তর (মেষ বৃষ অতিক্রমের পর) মিথুন রাশির অন্তে উত্তরায়ণের শেষ সীমায় উপস্থিত হয়েন। পরে কর্কট রাশিতে গমন করিয়া দক্ষিণায়ন করিতে থাকেন। ৩০। কুলাল চক্রের প্রান্তবর্ত্তী জন্তু যেমন শীঘ্র গমন করে, সূর্য্য দক্ষিণায়নে সেইরূপ শীঘ্র গমন করেন। ৩১। বায়ু-বেগবলে অতিদ্রুত গমন করত অল্পকালেই এক স্থান হইতে অন্য প্রকৃষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়েন। ৩২। হে দ্বিজ! দক্ষিণায়নে সূর্য্য দিবসে শীঘ্রগামী হইয়া দ্বাদশ মুহূর্ত্তে জ্যোতিশ্চক্রের এবং রাত্রিকালে মৃদুগামী হইয়া অষ্টাদশ মুহূর্ত্তে অপরার্দ্ধ গমন করেন। ৩৩। কুলালচক্রের মধ্যস্থ জন্তু যেমন মন্দ মন্দ গমন করে, সূর্য্য উত্তরায়ণে দিবসে সেইরূপ মন্দগামী হইয়া গমন করেন। ৩৪। এজন্য দীর্ঘকালে অল্পমাত্র স্থান গমন করেন। উত্তরায়ণের শেষ দিনে জ্যোতিশ্চক্রের অর্দ্ধবৃত্ত গমন করিতে মন্দগামী সূর্য্যের যে অষ্টাদশ মুহূর্ত্ত গত হয়, তাহাই দীর্ঘ দিবস হইয়া থাকে। ৩৫। রবি দিবসে অষ্টাদশ মুহূর্ত্তে যেমন অর্দ্ধ বৃত্ত অর্থাৎ সার্দ্ধত্রয়োদশ নক্ষত্র গমন করেন, রাত্রিকালে দ্বাদশ মুহূর্ত্তে সেইরূপ অপর অর্দ্ধ বৃত্ত অর্থাৎ অবশিষ্ট সার্দ্ধত্রয়োদশ নক্ষত্র গমন করেন। ৩৬। অনন্তর, কুলালচক্রের নাভি এবং নাভিস্থিত মৃৎপিণ্ড যেমন মন্দতর বেগে ভ্রমণ করে, জ্যোতিশ্চক্রের নাভি এবং তত্রস্থ ধ্রুবও সেইরূপ মন্দ মন্দ ভ্রমণ করিতে থাকে। ৩৭। হে মৈত্রেয়! কুলালচক্রের নাভি এবং নাভিস্থ মৃৎপিণ্ড যেমন স্বস্থান পরিত্যাগ না করিয়া সেই স্থানেই পরিভ্রমণ করে, ধ্রুবও সেইরূপ স্বস্থান পরিত্যাগ করে না,—সেই স্থানেই পরিভ্রমণ করিতে থাকে। ৩৮। উভয় অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণদিকে মণ্ডলসমূহ ভ্রমণ করিতে করিতে সময়ানুসারে সূর্য্যের, দিবা এবং রাত্রিতে গতি শীঘ্র এবং মন্দ হইয়া থাকে। ৩৯। যে অয়নে দিবসে সূর্য্যের মন্দগতি হয়, তাহাতে রাত্রিকালে শীঘ্রগতি হয়; এবং যখন নিশাকালে শীঘ্রগতি হয়, তখন ইঁহার দিবসে মন্দগতি হয়। ৪০। এই দিবাকর, এক-প্রমাণ অর্থাৎ দিবা এবং রাত্রিতে তুল্য-পরিমাণ পথ অতিক্রম করেন; হে দ্বিজ! তিনি অহোরাত্রে সমস্ত রাশি-ভোগ

করিয়া থাকেন।৪১। রাত্রিকালে ছয় রাশি এবং দিবসে অপর ছয় রাশি ভোগ করেন (সুতরাং দ্বাদশরাশিময় পথের অর্দ্ধ অর্দ্ধ করিয়া দিবা-গন্তব্য ও রাত্রি-গন্তব্য পথ তুল্য হইল) ; দিবসের হ্রাসবৃদ্ধি রাশিসমূহের প্রমাণানুসারে হইয়া থাকে এবং রাত্রিরও হ্রাসবৃদ্ধি রাশি-প্রমাণানুসারে হয়। ৪২। (যেহেতু) রাশি-ভোগবশতই দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি হয়। উত্তরায়ণে রাত্রিকালে সূর্য্যের শীঘ্র-গতি এবং দিবসে মন্দগতি হয় এবং দক্ষিণায়নে তাহার বিপরীত অর্থাৎ দিবসে শীঘ্রগতি এবং রাত্রিতে মন্দগতি হয় (তাহার কারণ, উত্তরায়ণে রাত্রি ভোগ্য রাশির পরিমাণ অল্প ও দিনভোগ্য রাশির পরিমাণ অধিক ; এবং দক্ষিণায়নে বিপরীত)। ৪৩। উষাকাল, রাত্রি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ও ব্যুষ্টি অর্থাৎ প্রভাত, দিন বলিয়া উক্ত হয় ; এবং যাহা উক্ত উষা ও ব্যুষ্টির অন্তর্বর্ত্তী কাল, তাহা সন্ধ্যা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।৪৪। (সন্ধ্যা উপাসনা না করিলে সূর্য্য-হত্যা দোষ হয় ; অতএব দ্বিজগণের সন্ধ্যোপাসনা কর্ত্তব্য, ইহা বুঝাইবার জন্ম কএকটি শ্লোক উক্ত হইতেছে ;) যথা—পরম দারুণ রৌদ্রমুহূর্ত্তাত্মক সন্ধ্যা-কাল প্রাপ্ত হইলে মন্দেহ নামে ভয়ানক রাক্ষসগণ সূর্য্যকে ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করে। ৪৫। হে মৈত্রেয় ! সেই সকল রাক্ষসের শরীরের অক্ষয়তা এবং প্রত্যহ মরণ হইবে, প্রজাপতিদত্ত এই শাপ আছে। ৪৬। অনন্তর তাহাদিগের সহিত সূর্য্যের অতি দারুণ যুদ্ধ হয় ! হে মহামুনে ! তৎপরে দ্বিজোত্তমগণ ব্রহ্মরূপী ওঁকার ও গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রিত যে জল নিক্ষেপ করেন, সেই বজ্ররূপী বারি দ্বারা সেই সকল পাপাচারী রাক্ষসগণ দগ্ধ হইয়া যায়। ৪৭।৪৮। অগ্নি-হোত্র-কালে "সূর্য্যো জ্যোতিঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত যে প্রথম আহুতি প্রদত্ত হয়, তাহা দ্বারা সহস্র-কিরণ, প্রভাকর, ওঙ্কাররূপী, ঋগ্‌যজুঃ-সাম-তেজাঃ, বেদাধিপতি ভগবান্ বিষ্ণুস্বরূপ সূর্য্য, দীপ্তিমান্ হয়েন ; এবং সেই আহুতি-মন্ত্র উচ্চারণমাত্রে সেই সকল রাক্ষস বিনষ্ট হয়। ৪৯।৫০। সূর্য্য, বৈষ্ণব-অংশ। যিনি নির্ব্বিকার উৎকৃষ্ট ও অন্তর্জ্যোতিঃ অর্থাৎ পরমাত্ম স্বরূপ, পরম ওঁকার তাঁহার বাচক এবং রাক্ষসবধে তাঁহাকে প্রবর্ত্তিত করেন। ৫১। সেই ওঁকার প্রবর্ত্তিত প্রদীপ্ত জ্যোতিঃ, মন্দেহ নামক সেই সমস্ত রাক্ষসকে দগ্ধ করেন। ৫২। অতএব সন্ধ্যাকালীন উপাসনাকার্য্যের লঙ্ঘন করা উচিত নহে। যে, সন্ধ্যাকালে উপাসনা না করে, সে সূর্য্যহত্যা করে। ৫৩। অন-

ত্তর জগৎপালনে উদ্যুক্ত ভগবান্ সূর্য্য, বালখিল্যাদি ব্রাহ্মণসমূহ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া গমন করেন। ৫৪। পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিংশৎ কাষ্ঠাকে এক কলা বলিয়া গণনা করিবে। ত্রিংশৎকলাতে এক মুহূর্ত্ত হইবে; এবং ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে সম্পূর্ণ অহোরাত্র। ৫৫। দিবসাংশ অর্থাৎ প্রাতঃকাল মধ্যাহ্ন-কাল ইত্যাদি এবং সম্পূর্ণ দিবসের (এইরূপ রাত্রির) হ্রাসবৃদ্ধি আছে। কিন্তু সন্ধ্যা (সকল সময়েই) মুহূর্ত্তাত্মিকা; দিবারাত্রের হ্রাস ও বৃদ্ধিতেও তুল্য অর্থাৎ হ্রাসবৃদ্ধি-শূন্য বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। ৫৬। আদিত্য (লেখ অর্থাৎ) অর্দ্ধোদয় হইতে তিন মুহূর্ত্ত গমন করিলে, ঐ গমন কাল, অর্থাৎ তিন মুহূর্ত্ত, প্রাতঃ-কাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়; * ইহা সম্পূর্ণ দিনের পঞ্চম ভাগ অর্থাৎ পাঁচ ভাগের এক ভাগ। ৫৭। সেই প্রাতঃকালের পর তিন মুহূর্ত্ত "সঙ্গব" এবং সেই সঙ্গবকালের পর তিন মুহূর্ত্ত মধ্যাহ্ন। ৫৮। সেই মধ্যাহ্নকালের পর তিন মুহূর্ত্ত "অপরাহ্ন" বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। অপরাহ্ন অতীত হইলে সায়াহ্ন কাল। ৫৯। পঞ্চদশ মুহূর্ত্তাত্মক অর্থাৎ ত্রিংশদ্দণ্ডাত্মক দিবসে এই সকল মুহূর্ত্ত অন্যনাতিরিক্ত-ভাবে পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়; কিন্তু অন্য সময়ে তিন মুহূর্ত্ত হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। বৈষুবত দিন (অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ে ১০ চৈত্র ও ১০ আশ্বিন) পঞ্চদশ মুহূর্ত্তাত্মক। ৬০। উত্তরায়ণে দিবসের বৃদ্ধি এবং দক্ষিণায়নে হ্রাস হয়, এই উভয় অয়নে যথাক্রমে দিন, রাত্রিকে গ্রাস করে এবং রাত্রি, দিবসকে গ্রাস করে ৬১। শরৎ ও বসন্ত ঋতুর মধ্যে ভানু, তুলা বা মেষরাশি গত হইলে যথা-ক্রমে তুলাখ্য ও মেষাখ্য "বিষুব" হয়; তাহা সমরাত্রিন্দিব অর্থাৎ তৎকালে (অয়নাংশবিশেষে পূর্ব্বাপর ৫৪ দিনের মধ্যে এক এক দিন) রাত্রি ও দিবসের পরিমাণ সমান হইয়া থাকে। ৬২। সূর্য্য, কর্কট রাশিতে অবস্থিত হইলে, দক্ষিণায়ন উক্ত হয় এবং মকরস্থ হইলে উত্তরায়ণ হয়। (সূর্য্যের কর্কট হইতে ধনুঃ পর্য্যন্ত রাশি-স্থিতিকাল দক্ষিণায়ন এবং মকর হইতে মিথুন রাশি-স্থিতি-

---

* উপরে যে অর্থ লিখিত হইল তাহা স্বামিসম্মত। অন্যবিধ অর্থ যথা—লেখশব্দে দ্বিমুহূর্ত্তাত্মক অরুণোদয় কালের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত। ঐ সময় হইতে সূর্য্য তিন মুহূর্ত্ত গমন করিলে তদনন্তর প্রাতঃকাল। তাহা দিবসের পাঁচ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ত্রিমুহূর্ত্তাত্মক।

কাল উত্তরায়ণ, ইহা তাৎপর্য্য)। ৬৩। হে ব্রহ্মন্! ত্রিংশৎ-মুহূর্তাত্মক যে অহোরাত্র ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, সেই পঞ্চদশ অহোরাত্র পক্ষ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ৬৪। দুই পক্ষে এক মাস উক্ত হইয়াছে; দুই সৌর মাসে এক ঋতু; তিন ঋতুতে এক অয়ন এবং দুই অয়নের সংজ্ঞা "বৎসর"*। ৬৫। চতুর্ব্বিধ অর্থাৎ সৌর, সাবন, চান্দ্র ও নাক্ষত্র মানানুসারে বিবিধরূপে কল্পিত সংবৎসরাদিপঞ্চক, সকল কালের অর্থাৎ মলমাসাদির নির্ণয়ের কারণ; এবং তাহা যুগ নামে উক্ত হইয়াছে। ৬৬। প্রথম—সংবৎসর, দ্বিতীয়—পরিবৎসর, তৃতীয়—ইদ্বৎসর, চতুর্থ—অনুবৎসর, পঞ্চম—বৎসর, এই কাল "যুগ" নামে খ্যাত। ৬৭। শ্বেত বর্ষের উত্তর-দেশবর্ত্তী "শৃঙ্গবান" নামে যে পর্ব্বত আছে তাহার তিনটী শৃঙ্গ আছে; এই সকল শৃঙ্গের অস্তিত্বে এই পর্ব্বত "শৃঙ্গবান" নামে খ্যাত হইয়াছে।৬৮। একটী শৃঙ্গ দক্ষিণ, একটী শৃঙ্গ উত্তর এবং অপরটী মধ্য; এই মধ্য শৃঙ্গটীই "বৈষুবত।" সূর্য্য, শরৎ এবং বসন্ত কালের মধ্যে সেই বৈষুবত শৃঙ্গে গমন করেন। ৬৯। হে মৈত্রেয়! তিমিরাপহ অর্থাৎ সূর্য্য মেষের প্রথম দিনে এবং তুলার প্রথম দিনে (প্রথম দিন শব্দের তাৎপর্য্য—অয়নাংশ-ভেদে তত্তন্মাসীয় পূর্ব্ব ২৭ দিন ও উত্তর ২৭ দিন এই ৫৪ দিনের মধ্যে কোন এক দিন) বিষুবৎ নামক শৃঙ্গে অবস্থিত হইয়া তৎকালে অহোরাত্র সমপরিমাণ করিয়া থাকেন। সেই সময় এই উভয় অর্থাৎ দিবা ও রাত্র প্রত্যেক পঞ্চদশ-মুহূর্ত্ত যুক্ত হইয়াছে। ৭০। হে মুনে! সূর্য্য যৎকালে কৃত্তিকার প্রথম ভাগে অর্থাৎ মেষান্তে অবস্থিত; তখন চন্দ্র বিশাখার চতুর্থ ভাগে বৃশ্চিকাদ্যন্তে নিশ্চয়ই অবস্থান করেন। ৭১। এবং সূর্য্য যখন বিশাখার তৃতীয় অংশ অর্থাৎ তুলার অন্তভাগ ভোগ করেন, তখন চন্দ্রকে কৃত্তিকার প্রথম পাদে অর্থাৎ মেষান্তভাগে স্থিত বলিয়া জানিবে। ৭২। তখনই পবিত্র বিষুবনামা কাল অভিহিত হইয়াছে, সেই কালে পবিত্রাত্মা ব্যক্তিগণ দেব

---

* পক্ষ, মাস ও বর্ষ, সৌর সাবন চান্দ্র ইত্যাদি নানাবিধ আছে; কিন্তু ঋতু এবং অয়ন কেবল সৌরই হইয়া থাকে এবং সৌর (দুই) মাস হইলেই যে ঋতু হইবে, তাহা নহে; কিন্তু নির্দ্ধারিত দুই সৌর মাসে এক ঋতু; যথা,—অগ্রহায়ণ ও পৌষ হেমন্ত ঋতু ইত্যাদি।

গণের উদ্দেশে প্রযত-স্বভাবে দান করা কর্ত্তব্য। ৭৩। ও পিতৃগণ এবং ব্রাহ্মণগণকে দান করা উচিত। এইকালে দেবাদির মুখ, দান-গ্রহণের জন্য বিবৃত হয়। এই বিষুব কালে দান করিলে মনুষ্য কৃতকৃত্য হয়। ৭৪। যাগাদিকালের নির্ণয়ার্থে অহোরাত্র অধিমাস, কলা, কাষ্ঠা ও ক্ষণাদির বিষয় উত্তমরূপে জানা আবশ্যক। পৌর্ণমাসী দুইপ্রকার—রাকা ও অনুমতি, * এইরূপ অমাবস্যারও দুই নাম,—সিনীবালী ও কুহূ † ।৭৫। মাঘ ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় এই ছয় মাসে উত্তরায়ণ ও ইহা ভিন্ন আর ছয় মাসে দক্ষিণায়ন হয়। ৭৬। পূর্ব্বে তোমার নিকট যে লোকালোক পর্ব্বতের বিষয় বলিয়াছি, সেই লোকালোক পর্ব্বতে চারি জন সুব্রত, লোকপাল বাস করেন। ৭৭। হে দ্বিজ! ইহাঁদের নাম সুধামা, কর্দ্দমাত্মজ শঙ্খপাৎ, হিরণ্য রোমা, ও কেতুমান্। ৭৮। ইহাঁরা চারি জন লোকালোক পর্ব্বতের চারিদিক অবস্থিতি করেন, ইহাঁদের সুখ দুঃখ জ্ঞান, অভিমান অধীনতা বা আসক্তি কিছুই নাই। ৭৯। অগস্ত্যের উত্তর, ও অজবীথির দক্ষিণে, বৈশ্বানর পথ ভিন্ন মৃগবীথি নামে যে পথ আছে, সেই পথে পিতৃগণ গমন করিয়া থাকেন। ৮০। সেই পিতৃপথে যে সকল অগ্নিহোত্রি ঋষি আছেন, তাঁহারা প্রবৃত্তিমার্গানুসারী বেদের স্তুতি করেন এবং কালান্তরে যজ্ঞ-বিচ্ছেদ হইলে, যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া কর্ম্ম সকল করিয়া থাকেন। ৮১। যাঁহারা আরম্ভকর্ত্তা রূপে দক্ষিণপথে অবস্থিতি করেন, তাঁহারা যুগে যুগে বেদের সম্প্রদায় বিনষ্ট হইলে, পুত্রাদির ঔরসে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করত বংশ-প্রবর্ত্তন, বর্ণাশ্রমাদি ব্যবস্থা, শাস্ত্রপ্রবর্ত্তন প্রভৃতি উপায় দ্বারা বৈদিকসম্প্রদায়ের পুনঃপ্রবর্ত্তন করেন। ৮২—৮৩। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকগণের নিধনে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারেই আবার উত্তর-কালীন সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকগণ জন্ম গ্রহণ করেন। এবম্প্রকারে, যতদিন চন্দ্র-তারা প্রভৃতি থাকিবে, ততদিন পূর্ব্বোক্ত, সূর্য্যের দক্ষিণ মার্গে স্থিত নিয়ত-

---

* যে তিথিতে পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান তাহাকে রাকা কহে; আর যাহাতে চন্দ্র এককলা হীন, তাহাকে অনুমতি কহে।

† দৃষ্টচন্দ্রা অমাবাস্যার নাম সিনীবালী ও নষ্টচন্দ্রা অমাবস্যার নাম কুহূ।

ব্রত মহর্ষিগণ, বার-বার প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন এবং বেদের বিনষ্ট সম্প্রদায়ের পুনরুদ্ধার করিতেছেন। ৮৪। নাগবীথির উত্তরে ও সপ্তর্ষিগণের দক্ষিণে সূর্য্যের উত্তরবর্ত্তী, যে পথ আছে, তাহাকে দেবযান কহে॥ ৮৫॥ সেই পথে প্রসিদ্ধ নির্ম্মলস্বভাব, ও জিতেন্দ্রিয় যে সকল সিদ্ধ-ব্রহ্মচারিগণ বাস করেন, তাঁহারা সন্তান-কামনা করেন না, এবং মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন॥ ৮৬। সূর্য্যের উত্তরমার্গে, প্রলয়কাল পর্য্যন্ত, ঊর্দ্ধরেতা অষ্টাশীতি সহস্র সংখ্যক মুনিগণ বাস করেন॥ ৮৭। তাঁহারা লোভের অসংযোগ, মৈথুন বর্জ্জন, ইচ্ছা ও দ্বেষে অপ্রবৃত্তি, কর্ম্মে অনুষ্ঠান ত্যাগ, যোগ হইতে অস্খলনহেতু এবং শব্দ স্পর্শাদি বিষয়ে দোষ-দর্শন-প্রযুক্ত, তমো মোহ হইতে শুদ্ধিলাভ করিয়া অমৃতত্ব (প্রলয়কাল পর্য্যন্ত স্থিতি) লাভ করিয়াছেন॥ ৮৮-৮৯ ব্রহ্মার একদিন পর্য্যন্ত অবস্থানকে অমৃতত্ব বলে, এবং ত্রৈলোক্যের স্থিতি পর্য্যন্ত কালকে অপুনর্ম্মার (পুনর্মৃত্যুরহিত) কহে॥ ৯০। ব্রহ্মহত্যা বা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে, যে পাপ বা পুন্য হয়, প্রলয় পর্য্যন্ত তাহার ফল ভোগ হয়॥ ৯১॥ হে মৈত্রেয়! যেপ্রদেশ মাত্রে ধ্রুব অবস্থিতি করিতেছেন, ভূমি হইতে সেই প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রলয়কালে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ৯২। দেবযানের ঊর্দ্ধ ও উত্তরে এবং ঋষিদিগের উত্তরভাগে যে স্থলে ধ্রুব অবস্থিত, সেই দীপ্তিমৎ স্থানকে ভূমি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তৃতীয় বিষ্ণুপদ বলে। ৯৩। পুণ্য ও পাপ উভয়েই পরিক্ষীণ হইলে, দোষরূপ-পঙ্কলেপ-শূন্য সংযতাত্মা যতিগণ সেই বিষ্ণুর পরমপদে অবস্থিতি করিতে পারেন॥ ৯৪॥ পাপ ও পুণ্য ও অশেষবিধ পীড়ার কারণ নিবৃত্ত হইলে, প্রাণিগণ যেখানে গমন করিয়া আর শোক করেন না, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ॥ ৯৫॥ ধ্রুব প্রভৃতি লোকসাক্ষিগণ, ইন্দ্রিয়বশীকারাদি লব্ধ যোগবলে দীপ্তিমান্ হইয়া যেস্থলে ধর্ম্মাচরণ করেন, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ॥ ৯৩॥ এই বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ সচরাচর জগৎ যেখানে ওতপ্রোত রহিয়াছে, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ। ৯৭॥ যাহা আকাশে প্রকাশমান সূর্য্যরূপ চক্ষুর ন্যায় সর্ব্বভাসক, তন্ময়াত্মা যোগিগণ বিবেকজ্ঞান-বলে যাহা অপরিচ্ছিন্নরূপে পরিজ্ঞাত, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ। ৯৮। ধ্রুব নক্ষত্রে সকল নক্ষত্র আকৃষ্ট; নক্ষত্রগণে মেঘগণ আকৃষ্ট; মেঘ সমূহ হইতে নিবিড় বর্ষণ; বর্ষণ হইতে জলসমূহ; সেই

বৃষ্টিদ্বারা লোক সকল পুষ্ট ও তৃপ্ত হয়, এবং দেবপ্রভৃতিও তৃপ্ত হন। কারণ সে জলপান দ্বারা জীবিত, গবাদির দুগ্ধোৎপন্ন ঘৃত দ্বারা তাঁহারা পরিপুষ্ট, সুতরাং তাঁহারাই ভূতাদির স্থিতির নিমিত্ত বৃষ্টির হেতুভূত হন। এবম্প্রকারে সর্ব্ব-প্রকার নক্ষত্রাদির আকর্ষক, পরম্পরায় বৃষ্টির কারণ ধ্রুবনক্ষত্র ও দীপ্তিমান ভাস্কর যাহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তাহাই অমলাত্মক, সকলের আধারভূত, লোকত্রয়ের বৃদ্ধিকারণ, বিষ্ণুর পরমপদ ॥ ৯৯—১০২ ॥ হে ব্রহ্মন্! সেই বিষ্ণুপদ হইতেই স্বর্গ-নারীগণের অঙ্গরাগ সম্পর্কে পিঙ্গবর্ণা সর্ব্বপাপ-হরা মন্দাকিনী প্রকাশ পান ॥ ১০৩ ॥ সেই গঙ্গা, বিষ্ণুর বামপাদ-পদ্মের অঙ্গুষ্ঠ-নখ হইতে স্রোতঃস্বরূপে নির্গত ও ধ্রুব দিবারাত্র তাঁহাকে ভক্তিভাবে মস্তকে ধারণ করিতেছেন ॥ ১০৪ ॥ হে মৈত্রেয়! প্রাণায়ামপরায়ণ সপ্তর্ষিগণ তরঙ্গমালা-বিচলিত-জটাভার হইয়া, যে গঙ্গার জলে, অঘমর্ষণ মন্ত্রজপ করেন। ১০৫। যাঁহার নিবিড়-বারি-প্রবাহে প্লাবিত চন্দ্রমণ্ডল, কলাহীন হইলে, পুনরায় অধিকতম শোভা বহন করে। ১০৬। যিনি শশিমণ্ডল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, মেরুপৃষ্ঠে পতিত হন ও জগতের পবিত্রতার জন্য চতুর্দ্দিকে প্রয়াণ করেন। ১০৭। যিনি এক হইয়াও চারিদিক-ভেদে গতির নিমিত্ত, সীতা, অলকনন্দা, চক্ষুঃ, ভদ্রা, এই চারি নামে লক্ষিত হইয়া স্থিতি করেন। ১০৮। যাঁহার দক্ষিণদিক-গত, অলক-নন্দাখ্য সমুদয় প্রবাহ, শত বর্ষেরও অধিককাল, ভগবান শম্ভু, অতিপ্রীতির সহিত মস্তকে ধারণ করেন ॥ ১০৯ ॥ যিনি শম্ভুর জটা-কলাপ-নিষ্ক্রান্ত হইয়া পাপপূর্ণ সগর-তনয়গণের অস্থিচূর্ণ সমূহকে প্লাবিত করত, তাহাদিগকে স্বর্গে প্রেরণ করেন। ১১০। হে মৈত্রেয়! যাঁহার সলিলে স্নান করিলে তৎক্ষণাৎ সকল পাপ নষ্ট হয় ও অপূর্ব্ব পুণ্য লাভ হয়। ১১১। শ্রদ্ধা-সমন্বিত পুত্রগণ, স্বর্গীয় পিতৃগণের উদ্দেশে যাঁহার প্রবাহে একদিনও জলতর্পণ করিলে পিতৃগণ তিন বৎসর পরিতৃপ্ত থাকেন ॥ ১১২ ॥ ব্রাহ্মণগণ যাঁহার তীরে পুরুষোত্তম যজ্ঞে-শ্বরকে মহাযজ্ঞের দ্বারা যজন করিয়া ইহকাল ও পরকালে অতুল সমৃদ্ধি ভোগ করিয়াছেন ॥ ১১৩ ॥ যতিগণ যাঁহার জলে স্নানান্তে বিনষ্টপাপ হইয়া কেশবে মন অর্পণ পূর্ব্বক সর্ব্বোত্তম মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১১৪ ॥ প্রতিদিন, যাঁহার নাম শ্রবণে, দর্শনাভিলাষে, দর্শনে, স্পর্শনে, পানে, অবগাহনে, বা কীর্ত্তনে,

প্রাণিগণ পবিত্র হয়॥ ১১৫॥ প্রাণিগণ শতযোজন দূরে থাকিয়া গঙ্গা, গঙ্গা, যাঁহার—এই নাম উচ্চারণ করিলে জন্মত্রয়ার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্ত হয়॥ ১১৬॥ সেই গঙ্গা, যাহা হইতে, ত্রিলোক পাবনের জন্য উৎপত্তিলাভ করিয়াছেন, তাহাই, ভগবান্ বিষ্ণুর পরম তৃতীয় পদ। ॥ ১১৭॥

অষ্টম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

নবম অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন, আকাশে শিশুমারাকৃতি, * তারা-পুঞ্জময় প্রভু ভগবান্ বিষ্ণুর যে রূপ দেখা যায়, তাহার পুচ্ছাগ্রভাগে, ধ্রুব অবস্থিত॥ ১॥ সেই ধ্রুব নিজে ভ্রমণ করত চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণকে পরিভ্রমণ করাইতেছে। নক্ষত্রগণও সেই ভ্রমণশীল ধ্রুবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চক্রবৎ পরিভ্রমণ করিতেছে॥ ২॥ সেই সকল ভ্রমণশীল সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্রগণ ও অন্যান্য গ্রহগণ, বাত-সমূহরূপ-বন্ধন-রজ্জুদ্বারা ধ্রুবে আবদ্ধ রহিয়াছে॥ ৩॥ নক্ষত্রাদি ও সূর্য্যাদিগ্রহের অন্তরীক্ষে যে শিশুমার সদৃশ আকারের কথা বলিলাম, সেই শিশুমারাকৃতি গ্রহগণের আশ্রয়স্থানকে ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন॥ ৪॥ উত্তানপাদ নামে রাজার পুত্র ধ্রুব, প্রজাপতি নারায়ণের আরাধনা করিয়া তারাময় সেই শিশুমারের পুচ্ছে অবস্থিতি করিতেছেন॥ ৫॥ সর্ব্বাধ্যক্ষ জনার্দ্দনই শিশুমাররূপে, সকল গ্রহগণের ও ধ্রুবের আধার; এই ধ্রুবে সূর্য্য অবস্থিতি করেন॥৬॥ এই দেবাসুর-মানুষ-পরিবৃত জগতের সূর্য্যই একমাত্র আধার। কেন তাঁহাকে এপ্রকার আধার বলে, তাহা বলিতেছি অনন্যচিত্তে শ্রবণ কর॥ ৭॥ সূর্য্য স্বকীয় কিরণ সমূহদ্বারা আটমাস ক্রমান্বয়ে ষড়রসাত্মক জল গ্রহণ করিয়া, পুনর্ব্বার চারি মাসে তাহা বর্ষণ করেন। সেই জল-বৃষ্টি দ্বারা অন্ন উৎপন্ন হয় এবং অন্নের দ্বারা এই জগৎ রক্ষিত হয়॥ ৮॥ সূর্য্য, প্রখর কিরণদ্বারা জগতের জল

---

* শিশুমার জলজন্তু বিশেষ।

সকল গ্রহণ করিয়া চন্দ্রকে পোষণ করেন; চন্দ্রও অন্তরীক্ষে বায়ুনাড়ীময়-নাল দ্বারা, সেই সূর্য্য হইতে প্রাপ্ত জলসমূহ মেঘে নিক্ষেপ করেন। এই মেঘ, ধূম-অগ্নি ও বায়ুময়। ওই চন্দ্রনিক্ষিপ্ত জলসমূহ তৎকালে মেঘ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়েনা বলিয়া মেঘের নাম অভ্র. ॥ ৯—১০॥ হে মৈত্রেয়! সেই সকল মেঘস্থিত জল কালবশে সংস্কার প্রাপ্ত ও নির্ম্মল হয়। তখন, সেইজল বায়ুবেগে উদীরিত হইয়া ভূমিতে পতিত হয় ॥ ১১॥ হে মুনে! সরিৎ সমুদ্র ভূমি ও প্রাণিগণের দেহ হইতে চারি প্রকার জল, ভগবান্ সূর্য্য গ্রহণ করেন॥ ১২॥ সূর্য্য, সেই প্রসিদ্ধ আকাশ-গঙ্গার অমেঘ-সম্ভূত জল, কিরণ দ্বারা গ্রহণ করিয়া সদ্য নিক্ষেপ করেন॥ ১৩॥ হে দ্বিজোত্তম! সেই জলের সংস্পর্শে মনুষ্য পাপপঙ্ক হইতে মুক্ত হয় এবং নরকে গমন করে না; কারণ তাহা দিব্য-স্নান বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ১৪॥ সূর্য্য প্রকাশ থাকিলে, মেঘ ব্যতিরেকে আকাশ হইতে যে জল পতিত হয়, তাহাই আকাশ-গঙ্গার সলিল। ঐ জল, সূর্য্যকিরণ-প্রক্ষিপ্ত ॥ ১৫॥ কৃত্তিকাদি নক্ষত্রগণ বিষম অবস্থায় থাকিলে, সূর্য্য প্রকাশ থাকিতে যে বারি আকাশ হইতে পতিত হয়, তাহা দিগ্গজগণ-প্রক্ষিপ্ত আকাশ-গঙ্গার জল॥ ১৬॥ রোহিণী আদি সমান নক্ষত্র স্থিতিকালে, সূর্য্য আকাশ হইতে যে জলক্ষেপ করেন, সেই জল, সূর্য্যকিরণ কর্তৃক গৃহীত হইয়া নিরস্ত হয় ॥ ১৭॥ হে দ্বিজ! হে মহামুনে! আকাশ-গঙ্গার জল ও দিব্য-স্নান এই উভয় অতিশয় পুণ্যজনক ও পাপাবনাশক ॥ ১৮॥ হে দ্বিজ! মেঘ সকল যে জল নিক্ষেপ করে, সেই জল প্রাণিগণের জীবনদায়ি এবং ওষধিগণের পোষণকারি ॥ ১৯॥

সেই মেঘ-সমুৎসৃষ্ট সলিলের দ্বারা ওষধিগণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, ফল পরিমাণে প্রজাগণের ঐহিক ও পারলৌকিক শুভের কারণ হয়॥ ২০॥ শাস্ত্র-চক্ষু মানবগণ তাহার দ্বারা যথাবহিত যজ্ঞ সকল অহরহ সম্পাদন করিয়া, দেবগণের তুষ্টিসাধন করেন॥ ২১॥ এই প্রকারে যজ্ঞ বেদ, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ, সর্ব্ব প্রকার দেবমূর্ত্তি এবং পশুভূতাদি প্রাণিগণ - এই সকলই বৃষ্টিদ্বারা প্রতিপালিত, কারণ বৃষ্টিই অন্নের নিষ্পাদক, আর সেই বৃষ্টিকে সূর্য্য নিষ্পন্ন করেন॥ ২২-২৩॥ হে মুনিবরোত্তম! আবার সেই সূর্য্যের আধার ধ্রুব, এবং ধ্রুবের আধার শিশুমার, আর সেই শিশুমারও নারায়ণের আশ্রিত,॥ ২৪॥ সেই শিশু-

মারের হৃদয়দেশে সর্ব্বভূতের আদিভূত, সনাতন, নারায়ণ অবস্থিতি করিয়া সকল প্রাণিগণকে ভরণ করিতেছেন॥ ২৫॥

নবম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

দশম অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন, প্রতি বৎসর উত্তর ও দক্ষিণদিকের মধ্যে, আরোহণ ও অবরোহণ দ্বারা, একশত অশীতি মণ্ডলব্যাপী সূর্য্যের যে গন্তব্য পথ আছে, ॥ ১॥ তাহাতে যে রথ গমন করে, তাহাতে প্রতিমাসেই ভিন্ন ভিন্ন আদিত্য, দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষসগণ অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন॥ ২॥ এই সূর্য্যরথে, চৈত্রমাসে সাতজন মাসাধিকারি সর্ব্বদা বাস করেন; তাহাদিগের নাম, ধাতা, ক্রতুস্থলা, পুলস্ত্য, বাসুকি, রথকৃৎ নামক, গ্রামণী, যক্ষ, হেতি ও তুম্বুর॥ ৩॥ ৪॥ হে মৈত্রেয়! ইহাঁরা সপ্ত মাসের অধিকারী হইয়া মধুসংজ্ঞ বা চৈত্রমাসে সূর্য্যের রথে সর্ব্বদা অবস্থিতি করেন। বৈশাখমাসে রবিরথে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের নাম অর্যমা, পুলহ, রথৌজা পুঞ্জিকস্থলা, প্রাহতি কঙ্গনীর, ও নারদ। সূর্য্যরথে যাঁহারা জৈষ্ঠ্যমাসে অধিষ্ঠান করেন, তাঁহাদের নাম বলিতেছি শ্রবণ কর,—মিত্র, অত্রি, তক্ষক, পৌরুষেয় রাক্ষস, মেনকা, হাহা, ও রথস্বন-যক্ষ॥৫-৬॥ আষাঢ় মাসে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের নাম, বরুণ, বসিষ্ঠ, রম্ভা, সহজন্যা, হুহু, বুধ ও রথচিত্র॥ ৭॥ ইন্দ্র, বিশ্বাবসু, স্রোতঃ, এলাপত্র, অঙ্গিরা প্রম্লোচা ও সর্পাখ্যরাক্ষস,—ইহাঁরা শ্রাবণ মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন॥ ৮॥ বিবস্বান্, উগ্রসেন, ভৃগু, আপূরণ, অনুম্লোচা, শঙ্খপাল ও ব্যাঘ্র,—ইহাঁরা ভাদ্র মাসে, সূর্য্যরথে বাস করেন॥ ৯॥ পূষা, সুরুচি, ধাতা, গৌতম, ধনঞ্জয়, সুষেণ ও ঘৃতাচী ইহাঁরা আশ্বিন মাসে রবিরথে বাস করেন॥ ১০॥ বিশ্বাবসু, ভরদ্বাজ, পর্জ্জন্য, ঐরাবত, বিশ্বাচী, সেনজিত্ ও চাপ,—ইহাঁরা কার্ত্তিক মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন॥ ১১॥ অংশু (সূর্য্য), কাশ্যপ, তার্ক্ষ্য (যক্ষ), মহাপদ্ম (সর্প), উর্ব্বশী, চিত্রসেন (গন্ধর্ব্ব), বিদ্যুৎ (রাক্ষস), ইহাঁরা অগ্রহায়ণ

মাসে সূর্য্যরথে, বাস করেন॥ ১২॥ ক্রতু (ঋষি), ভগ (সূর্য্য), উর্ণায়ুঃ (গন্ধর্ব্ব), স্ফূর্য্য (রাক্ষস), কর্কোটক (নাগ), অরিষ্টনেমি (যক্ষ) ও পূর্ব্বচিত্তি নামে অপ্সরা, হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! ইহাঁরা সাতজন, লোক-প্রকাশের নিমিত্ত, পৌষ মাসে, ভাস্কর-মণ্ডলে বাস করেন। ১৩—১৪। ত্বষ্টা (সূর্য্য), জমদগ্নি, কম্বল (সর্প), তিলোত্তমা ব্রহ্মাপেত (রাক্ষস), ঋতজিত্ (যক্ষ), ও ধৃতরাষ্ট্র (গন্ধর্ব্ব), ইহাঁরা মাঘ মাসে, সূর্য্যরথে বাস করেন। যাঁহারা ফাল্গুন মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন, তাহাদের নাম শ্রবণ কর,—হে মহামুনে! বিষ্ণু (সূর্য্য), অশ্বতর (সর্প), রম্ভা, সূর্য্যবর্চ্চা (গন্ধর্ব্ব), সত্যজিৎ (যক্ষ), বিশ্বামিত্র, যজ্ঞাপেত (রাক্ষস),—এই সাত জনেই বাস করেন॥ ১৫—১৭॥ হে ব্রহ্মন্! মাসে, মাসে, যথাক্রমে সাত জন করিয়া পূর্ব্বোক্ত আদিত্য প্রভৃতি, বিষ্ণুশক্তি দ্বারা বর্দ্ধিততেজঃ হইয়া সূর্য্যরথে বাস করিয়া থাকেন॥ ১৮॥ এই রথাধিষ্ঠিত, মুনিগণ সূর্য্যের স্তব করেন, গন্ধর্ব্বগণ পুরোভাগে গান করিতে থাকেন, অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে করিতে গমন করেন, ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাক্ষসগণ গমন করেন॥ ১৯॥ পন্নগগণ, রথকে সজ্জিত করেন। যক্ষগণ অশ্বের অভীষু (অশ্বরজ্জু) ধারণ করেন, এবং নিত্যসেবক বালখিল্যগণ সূর্য্যদেবকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করেন॥ ২০॥ হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এই সূর্য্যের সপ্তগণের বিবরণ এই; সপ্তগণ, স্বসময়ে আগমন করিয়া যথাক্রমে, হিম, উষ্ণ, বারি বর্ষণের কারণ হন॥ ২১॥

দশম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

একাদশ অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন, আপনি রবিমণ্ডলে হিমতাপাদির কারণ যে, সপ্তবিধগণের বিষয় বলিলেন, তাহা আমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ করিলাম। ১। হে গুরো! গন্ধর্ব্ব, সর্প, রাক্ষস, ঋষি, বালখিল্য, অপ্সরা ও যক্ষগণ বিষ্ণুশক্তির প্রভাবে, সূর্য্যরথে যে যে কর্ম্ম করিতেছেন, তাহাও বলিয়াছেন, কিন্তু হে মুনে! আপনি সূর্য্যদেবের কোন কর্ম্মই এখানে বলিলেন না। ২।৩।

যদি সপ্তগণই বারি, হিম, ও আতপ-বর্ষণ করিয়া থাকে, তবে, আপনি, "সূর্য্য হইতে বৃষ্টি"—এই কথা কেন কহিলেন? ।৪। যদি বলেন, সূর্য্য ও সপ্তগণের ইহা সাধারণ কর্ম্ম, তাহা হইলে "সূর্য্য উদিত, হইলেন" "সূর্য্য গগন মধ্যবর্ত্তী", "সূর্য্য অস্ত যাইলেন,"—কেবল মাত্র সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া মনুষ্যগণ এ প্রকার বাক্য প্রয়োগ কেন করে? ।৫। পরাশর কহিলেন, মৈত্রেয়! তুমি যে প্রশ্ন করিলে, তাহার উত্তর শ্রবণ কর;—এই সপ্তগণের সকলের প্রাধান্য হইতেই ভগবান্ সূর্য্যের প্রাধান্য অধিক, ।৬। বিষ্ণুর ঋক্ যজুঃ সাম লক্ষণা ত্রয়ী রূপা যে সর্ব্বার্থ প্রকাশিকা শক্তি আছে,—সূর্য্য সেই শক্তি স্বরূপ; এই সূর্য্যই তাপ প্রদান করেন ও উপাসিত হইয়া জগতের পাপ বিনষ্ট করেন ।৭। এই শক্তিই বিষ্ণু; তিনি, জগতের স্থিতি ও পালনের জন্য ঋগ যজুঃ-সামরূপে, সূর্য্যের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন ।৮। মাসে মাসে যিনি সূর্য্য হন, তাঁহাতেই সেই ত্রয়ী-ময়ী পরমা বিষ্ণুশক্তি অবস্থিতি করেন ।৯। ঋক্ সকল পূর্ব্বাহ্ণে তাপ প্রদান করেন। বৃহদ্রথন্তরাদি যজুঃ সকল মধ্যাহ্নে, ও সাম সকল সায়াহ্নে তাপ প্রদান করেন ।১০। বিষ্ণুর ঋক্ যজুঃ-সাম-স্বরূপা ত্রয়ী মূর্ত্তিই সূর্য্য রূপে অবস্থিতা সেই অচিন্তনীয় প্রভাবা বিষ্ণু-শক্তি সর্ব্বদাই সূর্য্যে অবস্থিতি করিতেছেন ।১১। সেই বৈষ্ণবী শক্তি কেবল সূর্য্য-মাত্রেরই যে অধিষ্ঠাত্রী তাহা নহে, কারণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র তিনজনই সেই ত্রয়ীময়ী শক্তি-দ্বারা অধিষ্ঠিত ।১২। সৃষ্টির প্রাক্কালে ব্রহ্মা ঋগ্ময়, স্থিতিকালে বিষ্ণু যজুর্ম্ময়, রুদ্র জগতের অন্তের জন্য, বেদান্তর পাঠের প্রতিবন্ধকত্ব রূপ অশুচিময় সাম স্বরূপে অবস্থিত ।১৩। সেই ত্রয়ীময়ী সাত্ত্বিক বিষ্ণুশক্তি, সপ্তগণে অধিষ্ঠিত হইয়া, সূর্য্যে অবস্থিতি করিতেছেন।১৪। সেই বিষ্ণুশক্তির অধিষ্ঠানেই সূর্য্য অতিশয় প্রকাশ পান, ও সমস্ত জগতের অখিল অন্ধকার বিনাশ করেন ।১৫। মুনিগণ তাঁহার স্তব করিতেছেন, গন্ধর্ব্বগণ গান করিতেছেন, অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে করিতে অগ্রে গমন করিতেছেন, এবং পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিশাচরগণ গমন করিতেছে।১৬। সর্পগণ রথসজ্জা করিতেছেন, যক্ষগণ অশ্বরজ্জু গ্রহণ করিতেছেন, ও বালখিল্যগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন॥ ১৭॥ শক্তিরূপধারী বিষ্ণু উদিত

হন্ না বা অস্তও গমন করেন না, কিন্তু তদ্ভিন্ন আর আর সপ্তগণই যথাসময়ে উদয় বা অস্ত গমন করেন ॥ ১৮ ॥ স্তম্ভস্থিত অতিনির্ম্মল দর্পণের নিকটে আসিলে, পদার্থ যে প্রকার আপনার ছায়া যোগ প্রাপ্ত হয়, সেই সূর্য্যরথে স্থিত দর্পণ-স্থানীয় বিষ্ণুশক্তির সান্নিধ্যেই মাসে, মাসে, পৃথক্ পৃথক্ সূর্য্য স্ব স্ব শক্তিদ্বারা অধিষ্ঠিত হন ॥ ১৯—২০ ॥ সেই বিষ্ণুশক্তিরই প্রভাবে সূর্য্য, অহোরাত্রের কারণরূপে, পিতৃদেব ও মনুষ্য প্রভৃতির তৃপ্তি সাধন করতঃ পরিবর্ত্তন করিতেছেন ॥ ২১ ॥ সূর্য্যরশ্মিই সুষুম্নাদ্বারা শুক্লপ্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া চন্দ্রকে পোষিত করে। আবার কৃষ্ণপক্ষে, অমরগণ সেই সুধাময় চন্দ্রের এক এক কলা পান করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥ দ্বিজ! এই প্রকারে দেবগণ কৃষ্ণচতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত চন্দ্রের এক এক কলা পান করিলে পর, অবশিষ্ট কলাটুকু অমাবস্যাতে পিতৃগণ পান করেন। এক প্রকারে সূর্য্য স্বরশ্মি-যোগে অমৃতী-কৃত চন্দ্রদ্বারা দেব ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥ সূর্য্য, কিরণসমূহ দ্বারা পৃথিবীস্থিত যে রস গ্রহণ করেন, তাহাই আবার পরিত্যাগ করেন; সেই রসের দ্বারা শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া প্রাণিদিগকে পোষণ করে ॥ ২৪ ॥ এই প্রকারেই ভগবান সূর্য্য অশেষ প্রকার জীবের তৃপ্তি সাধন এবং পিতৃদেব মনুষ্যাদিরও তর্পণ করিতেছেন ॥ ২৫ ॥ হে মৈত্রেয়! পূর্ব্বদর্শিত রীতিক্রমে সূর্য্য দেবগণকে একপক্ষ, পিতৃগণকে মাসে একদিন এবং মর্ত্ত্যদিগের প্রতিদিনই তৃপ্তি সাধন করিতেছেন ॥ ২৬ ॥

একাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

দ্বাদশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন, চন্দ্রের রথ ত্রিচক্র। তাহার বাম ও দক্ষিণ ভাগে কুন্দ-পুষ্পের ন্যায় শ্বেতবর্ণ দশ অশ্বযুক্ত থাকে। এই চন্দ্র, সেই বেগবান্ ধ্রুবরূপ আধারের আকর্ষণে, নাগবীথ্যার আশ্রয় অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রে বিচরণ করেন। সূর্য্যের কিরণ-সমূহের হ্রাস বৃদ্ধির যে প্রকার রীতি, চন্দ্রকিরণেরও সেই প্রকার ॥ ১। ২ ॥ হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সূর্য্যের ন্যায় চন্দ্রের অশ্বগণ জলগর্ভ-

সমুদ্ভব ; এবং একবার যুক্ত হইয়া এককল্প পর্য্যন্ত বহন করিয়া থাকে ॥ ৩ ॥ হে মৈত্রেয়! সুরগণ চন্দ্রের কলা সমূহ পান করিলে, তিনি যখন কলামাত্রে পর্য্যবসিত হন, তখন দীপ্তিমান্ সূর্য্য তাঁহাকে একরশ্মি দ্বারা পুনর্ব্বার পোষিত করেন॥ ৪ ॥ কৃষ্ণপ্রতিপদ আরম্ভ করিয়া সুরগণ, চন্দ্রকে যে পরিমাণ ক্ষীণ করেন, সূর্য্যও সেই পরিমাণে শুক্লপ্রতিপদ হইতে চন্দ্রকে কিরণ-গৃহীত বারিদ্বারা আপূরিত করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥ এইরূপে অর্দ্ধ মাসে সঞ্চিত চন্দ্রস্থ সুধা দেবগণ পান করেন। হে মৈত্রেয়! এ কারণ অমরগণ সুধামাত্রই আহার করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥ ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র, ত্রয়স্ত্রিংশৎ শত ও ত্রয়স্ত্রিংশৎ সংখ্যক দেবগণ চন্দ্রস্থিত সুধা পান করেন ॥ ৭ ॥ কলাদ্বয়াবশিষ্ট চন্দ্র যে তিথিতে সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়া অমা-নামক সূর্য্যকিরণে বাস করেন, সেই তিথির নাম অমাবস্যা ॥ ৮ ॥ সূর্য্য প্রবেশের পূর্ব্বে, চন্দ্রমা অহোরাত্র জলে বাস করিয়া পরে লতাসমূহে বাস করেন, তৎপরে সূর্য্যে গমন করেন ॥ ৯ ॥ যখন নিশাকর লতামধ্যে অবস্থান করেন, সেইকালে যে লতা চ্ছেদকরে বা তাহার একটিও পত্র পাতিত করে, সে ব্রহ্মহত্যা নামক পাতক প্রাপ্ত হয় ॥১০ কলাত্মক কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট জঘন্য চন্দ্রের শেষভাগ পিতৃগণ অপরাহ্ণে পানের জন্য সেবন করেন ॥ ১১ ॥ পরে দ্বিকলাবশিষ্ট চন্দ্রের পঞ্চদশী যে কলা, সেই অমৃত-কলা পিতৃগণ পান করেন ॥ ১২ ॥ অমাবস্যার চন্দ্রকিরণ-নিঃসৃত সুধাপান করিয়া সৌম্য, বর্হিষদ ও অগ্নিস্বাত্তা নামক পিতৃগণ অতিশয় তৃপ্তিলাভ-করতঃ একমাস নির্ব্বৃত থাকেন ॥১৩॥ এইরূপে চন্দ্রমা শুক্লপক্ষে পিতৃগণের ও শীতল জলীয় পরমাণু দ্বারা লতাসমূহের পোষণ করিয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥ শীতাংশু,— বীরুধ ও ওষধিগণকে নিষ্পন্ন করিয়া এবং প্রকাশদ্বারা আহ্লাদ উৎপাদন করত মনুষ্য-পশু-কীট প্রভৃতির তৃপ্তি সাধন করিতেছেন ॥ ১৫ ॥

বুধগ্রহের রথ,—বায়ু অগ্নি দ্বারা সম্পাদিত এবং তাহাতে বায়ুবেগশালি পিষঙ্গবর্ণ আটটী অশ্বযুক্ত থাকে ॥ ১৬ ॥ শুক্রগ্রহের রথ অতি প্রকাণ্ড, তাহাতে বরূথ,* অনুকর্ষ † উপাসঙ্গ ‡ ও পতাকা আছে। এবং তাহতে পৃথিবী সমুৎপন্ন অশ্ব সকল যুক্ত রহিয়াছে ॥ ১৭ ॥ মঙ্গল গ্রহের রথ, প্রকাণ্ড অষ্টকোণ কাঞ্চন নির্ম্মিত এবং শ্রীমান্ ; তাহাতে বহ্নিসম্ভব পদ্মরাগের ন্যায় অরুণবর্ণ অশ্ব

---

* রথগুপ্তি। † রথের নিম্নস্থিত কাষ্ঠ। ‡ রথের উপরিস্থিত কাষ্ঠবিশেষ।

সকল যুক্ত রহিয়াছেন ॥ ১৮ ॥ আটটী পাণ্ডরবর্ণশালী অশ্বযুক্ত কাঞ্চননির্ম্মিত রথে, বর্ষান্তে প্রতিরাশিতে বৃহস্পতি অবস্থান করেন ॥ ১৯ ॥ আকাশসম্ভব বিচিত্রবর্ণ অশ্বসমূহ-যুক্ত রথে আরোহণ করিয়া মন্দগামী শনৈশ্চর ধীরে ধীরে গমন করিতেছেন ॥ ২০ ॥ রাহুর রথ, ধূসরবর্ণ। তাহাতে ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ আটটী অশ্বযুক্ত আছে। হে মৈত্রেয়! সেই সকল অশ্ব একবার মাত্র যোজিত হইয়া সর্ব্বদা সেই রথকে বহন করিতেছে ॥ ২১ ॥ এই রাহুগ্রহ, চন্দ্রপর্ব্বে সূর্য্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চন্দ্রে গমন করিতেছে এবং সৌরপর্ব্বে চন্দ্র হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সূর্য্যে গমন করিতেছে ॥ ২২ ॥ পলাল হইতে উৎপন্ন ধূমের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বায়ুবেগশালী আটটী অশ্ব, কেতুগ্রহের রথ, বহন করিতেছে। ইহাদের অঙ্গ কেবল ধূমবর্ণ নহে,পরন্তু মধ্যে মধ্যে লাক্ষারসের ন্যায় অরুণবর্ণও আছে ॥ ২৩ ॥ হে মহাভাগ! আমি নবগ্রহগণের এই নয়খানি রথের বিষয় তোমার নিকট বর্ণন করিলাম; এই নয়খানি রথই বায়ুরূপ রজ্জুদ্বারা ধ্রুব নক্ষত্রে আবদ্ধ রহিয়াছে ॥ ২৪ ॥

অনন্ত গ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডল, ধ্রুব নক্ষত্রে বায়ু-রজ্জু-দ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছে। হে মৈত্রেয়! তাহারা অতি বেগে পরিভ্রমণ করিতেছে ॥ ২৫ ॥ যত সংখ্যক তারা আছে, তত সংখ্যক বায়ু-রজ্জু আছে। এই বায়ু-রজ্জুদ্বারা নিবদ্ধ সকল গ্রহাদি ভ্রমণ করিতেছে এবং ধ্রুবকে ভ্রমণ করাইতেছে ॥ ২৬ ॥ তৈল-কারীগণ যেমন আপনারা ঘুরিয়া তৈলচক্রকে ঘুরাইয়া থাকে, তদ্রূপ সকল জ্যোতিষ্কগণ, আপনারা ঘুরিতেছে এবং ধ্রুবকে ঘুরাইতেছে ॥ ২৭ ॥ যে পথ, বায়ু-চক্রের দ্বারা প্রেরিত অলাত-চক্রের ন্যায় ঘূর্ণমাণ জ্যোতিষ্ক-গণকে বহন করিতেছে, তাহার নাম প্রবহ ॥ ২৮ ॥ যাহাকে শিশুমার বলিয়া পূর্ব্বে কীর্ত্তন করিয়াছি এবং ধ্রুব যেখানে অবস্থিতি করিতেছে, তাহার সন্নিবেশ প্রকার, তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ২৯ ॥ এই শিশুমারকে রাত্রিকালে দর্শন করিলে, দিবাকৃত সমুদয় পাপ নষ্ট হয়। এই শিশুমারে যতগুলি তারা দৃশ্য হয়, তাবৎ-সংখ্যক বর্ষ বা তাহার অধিক বর্ষ, দর্শনকারী পুণ্যলোকে জীবিত থাকে ॥ ৩০ ॥ উত্তানপাদ,—সেই শিশুমারের উত্তর হনূস্বরূপ; আর যজ্ঞ, তাহার নিম্ন হনূ। ধর্ম্ম তাহার মস্তক স্থান অধিকার করিয়াছেন ॥ ৩১ ॥ তাহার হৃদয়ে স্বয়ং নারায়ণ

অবস্থিত, পূর্ব্বপাদদ্বয়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয় অবস্থিত। বরুণ ও সূর্য্য তাহার পশ্চিম-উরুদ্বয়রূপে অবস্থিতি করিতেছেন॥ ৩২॥ সম্বৎসর তাহার শিশ্ন, ও মিত্র তাহার অপান স্থান অধিকার করিয়াছেন। অগ্নি, মহেন্দ্র, কশ্যপ ও ধ্রুব,—ইহাঁরা সেই শিশুমারের পুচ্ছদেশে ন্যস্ত রহিয়াছেন, ইহাঁরা কথনই অস্তগমন করেন না॥ ৩৩॥ মৈত্রেয়! তোমার নিকট এই পৃথিবী, জ্যোতির্ম্মণ্ডল, দ্বীপগণ, সমুদ্রগণ, পর্ব্বতগণ, বর্ষগণ ও নদীগণের সন্নিবেশ কীর্ত্তন করিলাম এবং ঐ সকল স্থানে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদেরও স্বরূপবর্ণন করিলাম; এক্ষণে ইহার সংক্ষেপ বলিতেছি শ্রবণ কর॥ ৩৫॥ হে বিপ্র! বিষ্ণুর মূর্ত্তিস্বরূপ যে জল, তাহা হইতেই এই পর্ব্বত-সমুদ্রাদিযুক্তা পদ্মাকৃতি বসুন্ধরা উৎপন্ন হইয়াছে॥ ৩৬॥ বিষ্ণুই সকল জ্যোতিষ্ক, বিষ্ণুই সকল ভুবন, বিষ্ণুই সকল বন, বিষ্ণুই সকল পর্ব্বত ও সকল দিক্; বিষ্ণুই সমুদ্র ও নদী। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! জগতে ভাব বা অভাবরূপ যত পদার্থ আছে, সকলই বিষ্ণু॥ ৩৭॥ অনন্তমূর্ত্তি ভগবান বিষ্ণু জ্ঞানস্বরূপ; তিনি জড় নহেন; সুতরাং জগতে যতকিছু পর্ব্বত সমুদ্র পৃথিব্যাদি নানাপ্রকার পদার্থভেদ আছে, তাহা কেবল জ্ঞান-বিজৃম্ভণ মাত্র, জানিবে॥ ৩৮॥ কর্ম্ম সকলের ক্ষয় হইলে, যখন, শেষরহিত-সর্ব্বব্যাপক জ্ঞানময় বিষ্ণু নিজরূপে অবস্থিতি করেন, তখন, সংকল্পরূপ বৃক্ষের ফলসমূহ-স্বরূপ নানা বস্তুসমূহে নানাভেদ লক্ষিত হয় না। সকলই এক সনাতন বিষ্ণুতে একাকারে পরিণত হয়॥ ৩৯॥ যাহা পূর্ব্বে ছিল না ও পরে থাকিবে না, - এক্ষণে মাত্র দেখা যাইতেছে, এইরূপ বস্তু (ঘটাদি) কখনই বাস্তব নহে; কারণ একটী পদার্থ একরূপই থাকে,—বাস্তব পদার্থের রূপান্তর লক্ষিত হয় না। পুনর্ব্বার এই ঘটাদি পদার্থ অন্যরূপে পরিণত হইবে। তখন ইহার কোন্‌টী বাস্তব-রূপ বলিব? কি প্রকারেইবা ইহাতে বাস্তব-রূপ থাকিতে পারে?॥ ৪০॥ দেখ, পৃথিবী ঘট বলিয়া প্রথিত হইলে, তখন তাহাকে আর মহী বলা যায় না। সেই ঘট কপালিকাতে পর্য্যবসিত হইলে, কপালিকা চূর্ণরূপে পর্য্যবস্থিত হইলে এবং চূর্ণও অণুরূপে পরিণত হইলে, তাহাকে, কি বলিয়া নিশ্চয় করিব?—তাহা মাটী? অথবা ঘট? অথবা কপাল? কিন্তু মনুষ্যগণ স্বকর্ম্মবশে আত্মজ্ঞান হারাইয়া ঐ সকল বস্তুকে কেমন ঘটাদিরূপ নির্দ্দেশ করিতেছে। মূঢ় মনুষ্যগণ কি বলিতে পারে, এই

ঘটাদির যাথার্থ্য কোথায় পর্য্যবসিত ? ॥ ৪১ ॥ বস্তুগণের এই প্রকার অনিয়ত-রূপ পরিণাম ও অযাথার্থ্য-প্রযুক্ত, জানা যাইতেছে, যে বিজ্ঞান ব্যতিরিক্ত জগতে আর কোন পদার্থ বিদ্যমান নাই, হয় নাই, বা হইবে না, সকলই জ্ঞান-বিজৃম্ভণ। এই বিজ্ঞানময় আত্মা,—অনাদি কর্ম্ম-বশে বিভিন্ন-চিত্ত-জনগণের দ্বারা নানাপ্রকারে অভ্যুপেত। কিন্তু বাস্তব-জ্ঞানময়-আত্মা এক,তাহার দ্বিতীয় নাই ॥৪২॥ বিশুদ্ধ,বিমল,বিশোক, প্রকৃতি-সংজ্ঞ-বিমুক্ত,-- সেইজ্ঞান, পরমপুরুষ সনাতন বাসুদেব হইতে ভিন্ন নহে। কারণ, বিষ্ণু ব্যতিরিক্ত আর কোন বস্তুই নাই ॥৪৩॥এই আমি তোমার নিকট পরমার্থ বলিলাম ; জ্ঞানই সত্য,তদ্ব্যতিরেকে সকলই অসত্য। যে সকল ত্রিভুবনের বিষয় তোমার নিকট বলিলাম, ইহা ব্যবহার মাত্র। বাস্তবিক এসকলই সেই সনাতন একজ্ঞান-স্বরূপ ভগবানের সংকল্প মাত্র রচিত, ইহাতে পরমার্থ সত্তা নাই ॥ ৪৪ ॥ ইহা কেবল জ্ঞানমার্গের কথা ; ইহা ছাড়া তোমার নিকট কর্ম্মমার্গানুসারে, যজ্ঞ পশু বহ্নি ঋত্বিক সোম, দেবগণ ও স্বর্গময় অভিলাষ,—এ সকল বিষয়ও বলিয়াছি। এই মার্গানুসারে কর্ম্ম করিলে, তাহার ফল ভূরাদি লোকের ভোগ হইয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥ এই তোমার নিকট ত্রিভুবনের যতপ্রকার স্থানের কথা বলিলাম ; জীবগণ কর্ম্মবশে নানা যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া সেই সকল লোকে পরিভ্রমণ করে,—ইহা স্থির জানিয়া এমন কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য যাহার বলে, সেই সর্ব্বদা একরূপে-বর্ত্ত-মান, অচল বাসুদেবকে জ্ঞান দ্বারা লাভ করা যায়।

দ্বাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন, হে ভগবন্! আপনাকে গ্রহাদির সংস্থিতি ও পৃথিবী সমুদ্র ও নদী প্রভৃতির সংস্থান-বিষয়ে যে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, আপনি তাহার সম্যক্ উত্তর প্রদান করিয়াছেন। ১। এই ত্রৈলোক্য বিষ্ণুর আশ্রয়েই অবস্থিতি করিতেছে,ইহাও বলিয়াছেন। এবং সেই প্রসঙ্গে পরমার্থভূত জ্ঞানই যে প্রধান, ইহাও সম্যক প্রকার বর্ণন করিয়ছেন। ২। পূর্ব্বে আপনি বলিয়াছেন, যে, ভরত নামক নৃপতির চরিত আমি বলিব। এইক্ষণে তাহা

আমার নিকটে বলিতে আরম্ভ করুন, ।৩। আমার শুনা আছে, সেই ভরত-নামা নৃপতি, শালগ্রাম নামক প্রদেশে যোগযুক্ত হইয়া অনন্য মনে ভগবান বাসুদেবের চিন্তা করত কাল যাপন করিতেন। ৪। কিন্তু পুন্যদেশে বাস, অবিরত হরিরধ্যানেও তাঁহার মুক্তি না হইবার কি কারণ? এবং তিনি পুনর্ব্বার কেন ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন? ।৫। এবং সেই সুমহাত্মা ভরত, ব্রাহ্মণ হইয়া পুনর্ব্বার যে সকল কর্ম্ম করেন, হে মুনি-শ্রেষ্ঠ! আপনি তাহাও আমার নিকট বলুন। ৬। পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! সেই ভরত নামক মহাভাগ ভূপতি, ভগবানে চিত্ত অর্পণ করিয়া সেই শালগ্রামে বহুকাল বাস করেন। ৭। সেই গুণিশ্রেষ্ঠ রাজা অহিংসা প্রভৃতি গুণে ও চিত্তের সংযমে পরম উৎকর্ষ লাভ করেন ।৮। তিনি সর্ব্বদাই কেবল, হে "যজ্ঞেশ! হে অচ্যুত! হে গোবিন্দ! হে মাধব! হে অনন্ত! হে কেশব! হে কৃষ্ণ! হে বিষ্ণো!" এই কথাই বলিতেন। ৯। হে মৈত্রেয়! তিনি স্বপ্নাবস্থায়ও ইহা ছাড়া কোনবাক্য ব্যবহার করিতেন না। কেবল উক্ত বাক্য কথন, এবং তাহার অর্থ চিন্তা করিতেন, তাঁহার অন্য চিন্তা ছিল না। ১০। সেই যোগতাপস রাজা, সঙ্গপরিত্যাগ পূর্ব্বক, ভগবানের পূজাদি ক্রিয়ার জন্য, সমিধ্ পুষ্প, ও কুশ প্রভৃতির আহরণ করিতেন,। এতদ্ভিন্ন তাঁহার অন্য কর্ম্ম ছিল না। ১১। একদিবস রাজা, অভিষেকের নিমিত্ত মহানদীতে গমন পূর্ব্বক, স্নানান্তে অনন্তর-কর্ত্তব্য কর্ম্মাদি করিতেছিলেন, এমত সময়ে বনমধ্য হইতে একটী আসন্নপ্রসবা হরিণী পিপাসাতুর হইয়া জলপানার্থে সেই স্থানে আগমন করিল। ১২।—১৩। অনন্তর সেই হরিণীর জলপান, প্রায়-শেষ হইলে, সর্ব্বপ্রাণির ভয়জনক সুমহান্ এক সিংহের নাদ শুনা গেল। ১৪। তখন সেই হরিণী, ত্রাসে নদীতটে একটী লম্ফ প্রদান করিল। তট অতি উচ্চ থাকায় তাহাতে আরোহণ করিবার কালে, হরিণীর নদীতে গর্ভপাত হইল। ১৫। তখন সেই গর্ভ হইতে পতিত মৃগপোত, তরঙ্গমালা-বেষ্টিত হইয়া বেগে ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়া নৃপতি, তাহাকে ধারণ করিয়া তীরে উঠাইলেন। ১৬। হে মৈত্রেয়! অনন্তর, গর্ভপাত-পীড়া ও অতি উচ্চতটে উল্লম্ফন-প্রযুক্ত, সেই হরিণী পড়িয়া গেল, এবং তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। ১৭। পরে নৃপতাপস ভরত,

সেই হরিণীকে মৃতা দেখিয়া, সেই মৃগশাবকে গ্রহণ পূর্ব্বক, স্বকীয় আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ১৮। হে মুনে! অনন্তর রাজা, প্রতিদিন সেই মৃগপোতকে পোষণ করিতে লাগিলেন। মৃগপোত এই প্রকারে পুষ্যমাণ হইয়া ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৯। এই মৃগশাবক, প্রথমে আশ্রমের প্রান্তভাগেই বিচরণ করত, তৃণ সকল আহার করিত; আবার কখন কখন দূরে গিয়া ব্যাঘ্রভয়ে পুনর্ব্বার আশ্রমে পলাইয়া আসিত। ২০। কোন কোন দিন সেই মৃগ প্রাতঃকালে আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, পুনর্ব্বার সায়াহ্নকালে প্রত্যাবর্ত্তন করিত, কোন দিন বা ভরত রাজার আশ্রমস্থ পর্ণশালার প্রাঙ্গণেই বিচরণ করিত। ২১। হে দ্বিজ! এবম্প্রকারে কখনও দূরবর্ত্তী, কখনও নিকটবর্ত্তী সেই মৃগের উপর ভরতের চিত্ত সর্ব্বদাই আসক্ত থাকিত; তিনি অন্য সব চিন্তা ভুলিয়া যাইলেন ॥২২॥ ভরত,পূর্ব্বে রাজ্য তনয়, ও অশেষ বান্ধবগণকে পরিতাগ করিয়াও অবশেষে সেই হরিণ-বালকের উপর অতিশয় মমতা করিতে লাগিলেন ॥২৩॥ সেই মৃগপোত নিষ্ক্রান্ত হইয়া যদি আসিতে বিলম্ব করিত, তাহা হইলে তিনি চিন্তা করিতেন,—আহা! সেই মৃগপোতকে বৃক বা ব্যাঘ্র ভক্ষণ করিল, অথবা সিংহ তাহার বিনাশ করিল ॥ ২৪ ॥ তিনি আবার চিন্তা করিতেন, আহা! এই তাহার ক্ষুরাগ্রের আঘাতে পৃথিবী কর্ব্বুর হইয়াছে। সেই হরিণ-বালক আমার প্রীতির জন্যই জন্মিয়াছিল। আহা! সে এক্ষণে কোথায়? কখন্ সে, বন হইতে কুশলে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক শৃঙ্গের অগ্রভাগদ্বারা আমার বাহু কণ্ডূয়ন করিয়া আমাকে সুখী করিবে। অহো! এই তাহার অচিরোদ্গত দন্ত সকল দ্বারা অগ্রভাগে ছিন্ন হইয়া কুশ ও কাশ সকল শিখাহীন সামাধ্যায়ী দ্বিজবালকগণের ন্যায় শোভা পাইতেছে॥ ২৫-২৭॥ সেই মুনি, মৃগটী দূরগত হইলে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নানাবিধ চিন্তা করিতেন; আবার সেই মৃগ নিকটে আসিলে তাঁহার বদন আহ্লাদে প্রসন্ন হইত ॥ ২৮ ॥ ভূপতি ভরত, রাজ্যভোগ ঋদ্ধি ও বন্ধুবান্ধব পরিত্যাগ করিলেও কেবল মাত্র সেই মৃগপোতের চিন্তায় অবিরত আসক্তি বশতঃ সমাধি হইতে বিচ্যুত হইলেন ॥ ২৯ ॥ সেই মৃগপোত চপল হইলে তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইত; সেই মৃগ দূরে গমন করিলে তাঁহার চিত্ত সঙ্গে সঙ্গে যেন দূরে গমন করিত। এই প্রকার ভূপতির চিত্ত মৃগবালকেই একান্ত স্থিরভাবে আসক্ত হয় ॥ ৩০ ॥

অনন্তর, কাল অতিক্রান্ত হইলে সেই মহীপতি ভরত, পুত্রসদৃশ মৃগপোত কর্তৃক অশ্রুপূর্ণ নয়নে বীক্ষিত হইতে হইতে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। হে মৈত্রেয়! রাজা প্রাণত্যাগ কালেও সস্নেহে সেই মৃগকে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন এবং তাহার চিন্তাতেই মগ্ন থাকিয়া অন্য কোন চিন্তা করেন নাই॥ ৩১—৩২॥ তাহার পর, তিনি মৃত্যুকালে নিরবচ্ছিন্ন মৃগবিষয় চিন্তা করেন বলিয়া, কালঞ্জর পর্ব্বতে জাতিস্মর মৃগরূপে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করেন। ৩৩।পূর্ব্বজন্মের সকল বিষয় তাঁহার জ্ঞান ছিল বলিয়া নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া মৃগজন্মেও তিনি মাতাকে পরিত্যাগ করত পুনর্ব্বার শালগ্রামে গমন করিলেন॥ ৩৪॥ অনন্তর শুষ্কপর্ণ ও শুষ্কতৃণ মাত্র দ্বারা তিনি আত্মপোষণ করিয়া মৃগ-জন্ম লাভের কারণ স্বকীয় কর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন॥ ৩৫॥ অনন্তর কালক্রমে সেই মৃগদেহ ত্যাগ করিয়া,সদাচারবিশিষ্ট যোগীদিগের নির্ম্মলকুলে জাতিস্মর ব্রাহ্মণদেহ পরিগ্রহ করিলেন॥ ৩৬॥ হে মৈত্রেয়! এইজন্মে,তিনি সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানবান্ হইলেন; সকল শাস্ত্রের অর্থ তাঁহার জ্ঞাত ছিল। তিনি আত্মাকে প্রকৃতি হইতে পর দেখিতেন॥ ৩৭॥ হে মহামুনে! সেই সম্প্রাপ্ত-চৈতন্য মহামতি ব্রাহ্মণ, দেবাদি সকল ভূতকেই আপনা হইতে অভিন্নরূপে দর্শন করিতে লাগিলেন॥ ৩৮॥ উপনয়ন হইলেও তিনি গুরুকথিত বেদপাঠ করিতেন না; কোন কর্ম্মও দর্শন করিতেন না; ও কোন শাস্ত্রও গ্রহণ করিতেন না॥৩৯॥ বহুবাক্য তাঁহাকে বলিলে, তিনি জড়ের ন্যায়, অস্পষ্ট অল্প বাক্য বলিতেন। সেই বাক্য, ব্যাকরণাদি দুষ্ট হইত, কখন বা গ্রাম্য বাক্যের সহিত যুক্ত থাকিত॥ ৪০॥ সর্ব্বদা তাঁহার দেহমলিন, ও বস্ত্র অপরিষ্কার ও দন্ত সকল অমার্জ্জিত থাকিত; এইজন্য নগরবাসিগণ সর্ব্বদাই তাঁহার অপমান করিত॥ ৪১॥ হে মৈত্রেয়! সম্মাননাই যোগসম্পত্তির বিঘ্ন করিয়া থাকে। এই কারণে, যোগীগণ অবনত হইয়াই যোগসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন॥ ৪২॥ "মনুষ্যগণ যে প্রকারে অবমাননা করিয়া থাকে এবং সম্পর্ক ও সঙ্গতি করে না, সেই প্রকারেই যোগী, সন্মার্গে বিচরণ করিবে";—হিরণ্যগর্ভের এই সারযুক্ত বাক্য স্মরণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণ জনগণের নিকটে সর্ব্বদাই আপনাকে জড় ও উন্মত্তের ন্যায় দেখাইতেন॥ ৪৩॥ যাবক, ব্রীহি, শাক, বন্যফল ও কণ প্রভৃতি যাহাই সম্মুখে দেখিতে পাইতেন, তাহাই কোনরূপে কাল কাটাইতে পারিলে হয়,

এই প্রকার ভাবনায়, ইচ্ছানুসারে আহার করিতেন ॥ ৪৪ ॥ অনন্তর তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে,ভ্রাতা ভ্রাতুষ্পুত্র ও বান্ধবগণ তাঁহাকে কুৎসিত অন্নের দ্বারা পোষণ করতঃ কৃষিকর্ম্মাদি করাইতে লাগিল ॥ ৪৫ ॥ তিনি বৃষভের ন্যায় পীন-শরীর; ও কর্ম্মে জড়ের ন্যায় ব্যবহার করিতেন, সুতরাং লোকগণ, আহার-মাত্র দিয়া যখন যে কর্ম্ম পড়িত, তাহা তাঁহার দ্বারাই সাধন করিয়া লইত ॥ ৪৬ ॥ তাঁহাকে তাদৃশ অসংস্কৃত, অব্রাহ্মণের ব্যবহারকারি অবলোকন করিয়া সৌবীর-রাজের সারথি, বিনামূল্যে কর্ম্মকরণের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিল ॥ ৪৭ ॥ একদিন সৌবীর-রাজ শিবিকায় আরোহণ করতঃ ইক্ষুমতী-তীরস্থ কপিল-ঋষির আশ্রমে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ৪৮ ॥ দুঃখপূর্ণ সংসারে মনুষ্যগণের কি শ্রেয়ঃ,—ইহাই জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তিনি মোক্ষধর্ম্মজ্ঞ কপিলমুনির নিকট যাইতেছিলেন ॥ ৪৯ ॥ অনন্তর পূর্ব্বোক্ত সারথির বাক্যানুসারে, বিনামূল্যে শিবিকা-বাহনকারী অন্যান্য অনেক ব্যক্তির সহিত, সেই ব্রাহ্মণরূপী ভরত সেই নৃপতির শিবিকা বহন করিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥ সেই জাতিস্মর সর্ব্বজ্ঞানবান্ বিপ্র, এই প্রকারে বিনা-মূল্যে গৃহীত হইয়া, কেবল পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের ক্ষয়ের জন্যই শিবিকা বহন করিলেন ॥ ৫১ ॥ অনন্তর মতিমান্‌দিগের শ্রেষ্ঠ সেই ব্রাহ্মণ যুগমাত্র অবলোকন করতঃ জড়গতিতে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অন্যান্য শিবিকা-বাহকগণ, শীঘ্র শীঘ্র গমন করিতে লাগিল ॥৫২॥

সৌবীর-নৃপতি শিবিকার এই প্রকার বিষম-গতি অবলোকন করিয়া কহিলেন, "আঃ ইহা কি হইতেছে? শিবিকা-বাহিগণ! তোমরা সকলে সমান ভাবে গমন কর" ॥ ৫৩ ॥ নৃপতি, তথাপি শিবিকার সেই বিষমগতি দেখিয়া কহিলেন, "তোমরা কি করিতেছ? কেন এপ্রকার বিষম-ভাবে গমন করিতেছ?" নৃপতির অনেকবার এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া অন্যান্য শিবিকাবাহীগণ সেই ব্রাহ্মণকে দেখাইয়া বলিল, এই ব্যক্তিই ধীরে গমন করিতেছে, তাহাতেই শিবিকার এপ্রকার বিষম গতি হইতেছে ॥ ৫৪—৫৫ ॥

তখন রাজা কহিলেন,—অহে! তুমি অল্প পথই আমার শিবিকা বহন করিয়াছ; তবে কেন এপ্রকার শ্রান্ত হইলে? তুমি কি আয়াস সহ্য করিতে পারনা? তোমাকে ত বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট দেখিতেছি ॥ ৫৬ ॥

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে মহীপতে! আমি স্থূল নহি, তোমার শিবিকাকেও বহন করিতেছি না,আমি শ্রান্ত হই নাই, আমার আয়াসও সহনীয় নহে॥ ৫৭॥

রাজা কহিলেন,—কি আশ্চর্য্য! প্রত্যক্ষ তোমায় স্থূল দেখিতেছি। এখ ও শিবিকা তোমার স্কন্ধে রহিয়াছে; আর দোহগণের ভারবহনে শ্রমও অবশ্যম্ভাবী; অথচ তুমি সকলই বিপরীত কেন বলিতেছ? ॥ ৫৮॥

ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজন্! প্রত্যক্ষ আমার যাহা দেখিলেন, তাহা অগ্রে বলুন, পরে বলাবলাদি বিশেষণের কথা বলিবেন॥ ৫৯॥ আপনি পূর্ব্বে কহিলেন, যে, "তুমি শিবিকা বহন করিতেছ, ও শিবিকা তোমার উপর রহিয়াছে,"—এ কথাও মিথ্যা, শ্রবণ করুন॥ ৬০॥ পাদদ্বয় ভূমিতে রহিয়াছে, পাদদ্বয়ের উপর জঙ্ঘাদ্বয় অবস্থিত, উরুদ্বয়ের উপর উদর অবস্থিত॥ ৬১॥ ও উদরের উপর যথাক্রমে বক্ষঃস্থল, বাহুদ্বয় ও স্কন্ধ অবস্থিতি করিতেছে; সেই স্কন্ধের উপর শিবিকা রহিয়াছে; তবে আপনি আমার উপর ভারোপন্যাস কেন করিতেছেন?॥ ৬২॥ এবং স্বদুপলক্ষিত শরীর মাত্রই শিবিকাতে রহিয়াছে; তবে আপনি কি প্রকারে বলিলেন, আমি শিবিকাতে রহিয়াছি, তুমি ভূমিতে রহিয়াছ? ইহা কি মিথ্যা বলা হইল না?॥৬৩॥ রাজন্! তুমি আমি ও অন্য সকল জীবকেই পঞ্চভূতগণ বহন করিতেছে। ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতও,—সত্ত্ব-রজ-তমঃ স্বরূপ ত্রিগুণ প্রবাহে পতিত হইয়া কালসাগরে বহিয়া যাইতেছে॥ ৬৪॥

হে পৃথিবীপতে! এই সত্ত্বাদি গুণত্রয়ও কর্ম্মের অধীন; সেই কর্ম্ম, অবিদ্যা-সঞ্চিত এবং সর্ব্বজীবেই বর্ত্তমান॥৬৫॥ রাজন্! আত্মা—এক, বিশুদ্ধ, ক্ষয়রহিত, শান্তিময়, গুণহীন এবং প্রকৃতি হইতে পর। তিনি অখিল জন্তুতে একরূপে রহিয়াছেন, তাঁহার বৃদ্ধি বা ক্ষয় নাই। ॥৬৬॥ হে নৃপ! আত্মার যদি ক্ষয় ও বৃদ্ধি না রহিল, তবে আপনি আমাকে কোন্ যুক্তিবলে স্থূল কহিলেন?॥ ৬৭॥ যথাক্রমে ভূমি, পাদ, জঙ্ঘা, উরু, কটি ও জঠরাদিতে অবস্থিত স্কন্ধের উপর শিবিকা থাকাতে, যদি আমার ভারবোধ হয়, তবে তোমার ভারবোধ কেন না হইল?॥ ৬৮॥ হে মহারাজ! যে যুক্তি অনুসারে আমার উপর শিবিকার ভারোপন্যাস করিলে, সেই যুক্তি-বলে, অন্য প্রাণিগণের উপর শুধু শিবিকাভার কেন,—পর্ব্বত, বৃক্ষ, গৃহ অথবা

পৃথিবীর-ভার উপন্যাস কেন করিতেছেনা? ॥৬৯॥ হে মহারাজ! প্রাকৃত ভার কারণ, বস্তুগণের সহিত যদি আত্মার সম্পূর্ণ পার্থক্য রহিল, তবে আমার সহনীয় আয়াস, ইহা কিপ্রকারে সম্ভবে? ॥ ৭০ ॥ হে নৃপ! যে দ্রব্য হইতে শিবিকা উৎপন্ন হইয়াছে, সে দ্রব্য হইতেই এই দেহাদিও উৎপন্ন হইয়াছে; সুতরাং যে যুক্তিবলে, ইহা তোমার জিনিষ বলা যায়; সেই যুক্তিবলে, আমার অথবা সকল প্রাণির ইহার উপর মমতাজ্ঞান প্রকাশ পাইতে পারে। ৭১ ।

পরাশর কহিলেন,—সেই শিবিকাবাহী ব্রাহ্মণ এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার মৌনি হইলেন। তখন রাজাও শীঘ্র শিবিকা হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার পাদদ্বয় ধারণ করিলেন। ॥ ৭২ ॥

রাজা কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি শিবিকা পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। এপ্রকার ছদ্মবেশধারী আপনি কে? ॥ ৭৩। আপনি কে? কেনই বা এবম্প্রকার বেশ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন? এবং এখানে আসিবারই বা কারণ কি? হে বিদ্বন্! এ সকল আপনি প্রকাশ করিয়া বলুন; আমার শ্রবণ করিতে অতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে ॥ ৭৪ ॥

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে নৃপ! শ্রবণ কর। আমি কে, একথা বলা যায় না। তবে উপভোগের জন্য সর্ব্বত্র আমার গমন-ক্রিয়া হইয়া থাকে। ৭৫। ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন দেহাদির উপপাদক—সুখ ও দুঃখরূপ উপভোগকে ভোগ করিবার জন্য জীব, দেহাদি গ্রহণ করে ॥ ৭৬। হে ভূপাল! ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম—সকল জীবের সকল অবস্থার প্রতি কারণ; তুমি ইহা ছাড়া অন্য কারণের কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? ॥ ৭৭। রাজা কহিলেন, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সকল কার্য্যেরই কারণ ইহার সন্দেহ নাই। এবং উপভোগের জন্যই দেহের দেশান্তরে গমন ইহাও নিশ্চয়। ৭৮॥ কিন্তু আপনি পূর্ব্বে বলিলেন যে, "আমি কে" একথা বলিয়া উঠিতে পারা যায় না,—আমার তাহাই শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হইতেছে ॥ ৭৯ ॥ হে ব্রহ্মন্! যিনি নিত্য অবস্থিত,—"আমি সেই" এই প্রকার বাক্য বলিতে কিহেতু সমর্থ হইবেন না? এবম্প্রকার শব্দের দ্বারা তাহার বর্ণনা কেন করা যায় না? হে দ্বিজ! অহং এই শব্দ আত্মার উদ্দেশে প্রয়োগ করিলে কোন দোষ হয় না ॥ ৮০ ॥

ব্রাহ্মণ কহিলে,—হে নৃপ! তুমি বলিলে যে অহং শব্দ আত্মাতে প্রয়োগ

করিলে দোষ নাই, তাহা সত্য বটে; কিন্তু অহংশব্দে প্রায়ই আত্মভিন্নে আত্ম-জ্ঞান হয়। এই অহংশব্দের আত্ম-উদ্দেশে প্রয়োগ ভ্রান্তি-মূলকই হইয়া থাকে॥ ৮১॥ হে নৃপ! জিহ্বা "অহং" এই বাক্য বলিয়া থাকে, এবং দন্ত-ওষ্ঠ-তালুও এই শব্দের যথাসম্ভব উচ্চারণ করে, কিন্তু মহারাজ! এই জিহ্বা প্রভৃতি অহংশব্দের প্রতিপাদ্য নহে, কেবল তাহারা "অহং"—এই শব্দের উচ্চারণের কারণ মাত্র॥ ৮২॥ বাগিন্দ্রিয় কি তবে উক্ত কারণ দ্বারা অহং শব্দ উচ্চারণ করিতেছে? ও তাহার প্রতিপাদ্য হইতেছে?—একথাও বলা যায় না। কারণ তাহা হইলে, "আমি বাক্য নহি" এপ্রকার প্রয়োগ হইতে পারে না॥ ৮৩॥ পাণি ও পাদাদিস্বরূপ দেহপিণ্ড, আত্মা হইতে ভিন্ন। হে রাজন্! তবে, এই অহং সংজ্ঞা কাহার উপর প্রযুক্ত হয়?॥ ৮৪॥ হে পার্থিবসত্তম! আরও যদি আমা হইতে ভিন্ন, আর কোন সজাতীয় পুরুষ বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে নয় বলা যাইত,—এই আমি এবং ঐ ব্যক্তি আমা হইতে ভিন্ন॥ ৮৫॥ মহারাজ! সেই এক পুরুষ যখন সকল দেহে একভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, তখন আপনি কে? আমি কে? এসকল বাক্য বিফল॥ ৮৬॥ তুমি রাজা, এই তোমার শিবিকা, এই অগ্রসর তোমার বাহক-বৃন্দ, এই তোমার ভৃত্যাদি, ইহারা কেহই, পরমার্থ সত্য নহে,॥ ৮৭॥ হে মহারাজ! বৃক্ষ হইতে কাষ্ঠ, আর সেই কাষ্ঠ হইতে শিবিকা, তুমি ইহাতে অধিষ্ঠিত; বল দেখি, ইহাকে শিবিকা বলিব কি কাষ্ঠ বলিব?॥ ৮৮॥ জনগণ তোমাকে, বৃক্ষারূঢ় একথা বলিতেছে না; কিম্বা শিবিকাস্থিত তোমাকে কেহই কাষ্ঠস্থিত বলিতেছে না॥ ৮৯॥ হে নৃপ। শ্রেষ্ঠ-রচনা-বিশেষ সংস্থিত দারু সমূহই শিবিকা; যদি শিবিকা অন্য পদার্থ হয়, তবে ঐ কাষ্ঠগুলিকে ভেদ করিয়া শিবিকাখানি অন্বেষণ কর দেখি, পাও কি না?॥ ৯০॥ এই-প্রকার তোমার ছত্রস্থিত শলাকাগুলি পৃথক্ করিয়া দেখ, ছত্র কোথায় গিয়াছে। এই প্রকার তোমার বা আমার দেহে অন্বেষণ কর, দেখিবে, হস্ত বা পদ, তুমি বা আমি নহি॥ ৯১॥ এইরূপে কাষ্ঠাদিতে শিবিকা ব্যবহারের ন্যায়—পুরুষ, স্ত্রী, গো, অজ, অশ্ব, হস্তী, হবি, হরি, বৃক্ষ প্রভৃতি ব্যবহার কর্ম্ম-হেতুক, দেহেতে হইয়া থাকে, ইহা জানিবে॥ ৯২॥ রাজন্! আত্মা,—দেব নহেন, মনুষ্য নহেন, পশু নহেন বা বৃক্ষাদিও নহেন; কেবল মাত্র কর্ম্মভেদে

তাঁহার শরীরাদির ভেদ হইয়া থাকে। তিনি চিরকালই একরূপে অবস্থিত ॥৯৩॥ লোকে ধন, রাজা, রাজার যোদ্ধা এবং অন্যান্য যাহা ব্যবহার করে, তাহা এই প্রকার সত্য নহে, কেবল কল্পনা মাত্র॥ ৯৪॥ মহারাজ! যে পদার্থের কোনকালে সংজ্ঞান্তর হয় না, তাহাই সত্য বস্তু, সেই আত্ম-পদার্থ কি প্রকার?—তাহা তোমাকে কি প্রকারে বুঝাইব? ॥ ৯৫॥ হে মহারাজ! তুমি সকল লোকের রাজা, আবার তুমি তোমার পিতার পুত্র, শত্রুর শত্রু, স্ত্রীর স্বামী এবং তোমার পুত্রের পিতা;—এক্ষণে তোমাকে কি বলিয়া ডাকা যায়? ॥ ৯৬॥ আমার সম্মুখে তুমি অবস্থিত, অথবা তোমার মস্তক ও উদর অবস্থিতি করিতেছে; তুমি কি চরণ প্রভৃতি স্বরূপ?—অথবা এই চরণাদি তোমার, হে মহীপতে! এস্থলে কি বলা উচিত?॥ ৯৭॥ রাজন্! তুমি সকল অবয়ব হইতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত, তুমি এক্ষণে নৈপুণ্য সহকারে চিন্তা কর দেখি,—"আমি কে?" ॥ ৯৮॥ মহারাজ! আত্মতত্ত্ব এই প্রকারে ব্যবস্থিত; সুতরাং অন্য হইতে পৃথক্ করিয়া উচ্চার্য্য "আমি এই" এই প্রকার শব্দ আমি কি প্রকারে বলিব? ॥ ৯৯ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—রাজা সৌবীর, সেই ব্রাহ্মণের এই প্রকার পরমার্থ-সমন্বিত বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক, বিনয়াবনত হইয়া, তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১॥ রাজা কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি যে পরমার্থময় বাক্য বলিলেন, তাহার শ্রবণ করিয়া আমার মনের বৃত্তি সকল যেন পরিভ্রমণ করিতেছে॥ ২॥ অশেষ জন্তুতেই যে একপরম বিজ্ঞানময় আত্মা আছেন, তিনি নিরবচ্ছিন্ন, এবং প্রকৃতি হইতে পর,—ইহা আপনি বুঝাইয়াছেন॥ ৩॥ আমি শিবিকা বহন করিতেছি না, এবং শিবিকাও আমার উপর নাই। এই শিবিকা যাহাতে রহিয়াছে, তাহাও আমা হইতে ভিন্ন। গুণের (সত্ত্ব রজঃ তমঃ) প্রবৃত্তি দ্বারা জন্তুগণ প্রবর্ত্তিত হইতেছে।

আবার সেই ত্রিগুণও কর্ম্ম-প্রেরিত হইয়াই প্রবর্ত্তিত হইতেছে। এই যে সকল কথা বলিলেন, ইহা কি? ॥ ৪—৫ ॥ হে পরমার্থজ্ঞ! এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া পরমার্থ-জিজ্ঞাসু আমার মন, অতিশয় বিহ্বল হইতেছে ॥৬॥ আমি ইহার পূর্ব্বে এই "সংসারে মনুষ্যগণের শ্রেয়ঃ কি",—এই কথা কপিল মহর্ষির নিকট জিজ্ঞাসা করিবার জন্য গমন করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম ॥ ৭ ॥ ইহার মধ্যে আপনি যে সকল বাক্য বলিলেন, তাহা শুনিয়া আমার চিত্ত, পরমার্থ শ্রবণেচ্ছায়, আপনার নিকট প্রার্থি হইতেছে ॥ ৮ ॥ সর্ব্বভূতময় ভগবান বিষ্ণুর অংশে কপিলমহর্ষি জগতের মোহ-বিনাশের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে দ্বিজ! আমি নিশ্চয়ই বিবেচনা করিতেছি, আপনি যে প্রকার বাক্য বলিতেছেন, তাহাতে সেই মহর্ষিই আমার মঙ্গলের জন্য, আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছেন; আপনি নিশ্চয় কপিল মহর্ষি ॥ ৯—১০ ॥ আমি প্রণাম করিতেছি। হে দ্বিজ! যাহা শ্রেয়ঃ তাহা আমাকে বলুন। আপনি সকল প্রকার জ্ঞান-তরঙ্গের আশ্রয় জলনিধি স্বরূপ ॥ ১১ ॥

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে ভূপতে! তুমি শ্রেয় ও পরমার্থ কি,—তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ? কিন্তু শ্রেয়ঃ ও পরমার্থ অশেষবিধ ॥১২॥ হে নৃপ! যে ব্যক্তি দেবা-রাধনা করিয়া ধনসম্পদ পুত্র ও রাজ্য ইচ্ছা করে, তাহার নিকট পুত্রাদিই শ্রেয়ঃ ॥ ১৩ ॥ সংকল্প রহিত, যজ্ঞাদি কর্ম্মই মুখ্য শ্রেয়ঃ। আবার কেহ বা সংকল্প পূর্ব্বক যজ্ঞাদি করিয়া তাহার ফল স্বর্গাদিকেই শ্রেয়ঃ কহে ॥ ১৪ ॥ কেহ বা যোগযুক্ত হইয়া আত্মার ধ্যান করে; তাহার পক্ষে আত্মধ্যানই শ্রেয়ঃ; কিন্তু সেই পরমাত্মার যে সংযোগ তাহাই পরম-শ্রেয়ঃ ॥ ১৫ ॥ এইরূপ অনেক, শত সহস্র প্রকার শ্রেয় বিদ্যমান রহিয়াছে। একণে পরমার্থ কি? তাহার তত্ত্ব আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ১৬ ॥ ধনই যদি পরমার্থ হয়, তবে লোকে কামপ্রাপ্তির উপলক্ষে সেই ধনের ব্যয় কিপ্রকারে করে? সুতরাং ধন, পরমার্থ নহে ॥ ১৭ ॥ পুত্রকে যদি পরমার্থ বল, তাহা হইলে তাহার পিতাও পরমার্থ, কেননা তাহার পিতার সে পুত্র; এইরূপ আবার তাহার পিতাও পরমার্থ হইয়া উঠে; কাযে-কাযে তাহা হইলে পরমার্থ, সাধারণ-বস্তু হইয়া উঠিল; অতএব পুত্রাদিও পরমার্থ নহে ॥ ১৮ ॥ এই চরাচর জগতে

এই প্রকার পুত্রাদিকে পরমার্থ বলা যায় না; কারণ পুত্ররূপ-কার্য্য যদি তাহার কারণ পিতার পরমার্থ হয়, তবে জগতে, অনন্ত পুত্ররূপ-কার্য্য, অনন্ত পিতার পরমার্থরূপে বিদ্যমান; সুতরাং পুত্র পরমার্থ নহে। ॥ ১৯ ॥ রাজ্যাদি প্রাপ্তিই পরমার্থ,—ইহা নানা স্থলে উক্ত হয়। এই বলিয়া যদি "রাজ্যই পরমার্থ হয়" ইহা বল; তাহাও বলা যায় না, কারণ রাজ্যাদির উৎপত্তি, এবং বিনাশ রহিয়াছে, সুতরাং তাহাও পরমার্থ নহে ॥ ২০ ॥ ঋগ্ যজুঃ সামদ্বারা সম্পাদনীয় যজ্ঞাদি কর্ম্মই যদি তোমার মতে পরমার্থ হয়, তবে তাহার বিষয়ে আমি যাহা বলি, শ্রবণ কর ॥ ২১ ॥ হে নৃপ! প্রত্যক্ষই দেখিতে পাওয়া যায় মৃত্তিকা-রূপ কারণ হইতে নিষ্পন্ন—যে ঘটাদিকার্য্য, তাহা কারণানুগত বলিয়া মৃত্তিকাময়ই হইয়া থাকে। ২২ ॥ এইরূপ, অনিত্য সমিদ্ ঘৃত ও কুশ প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা নিষ্পাদিত যে স্বর্গাদি কার্য্য, তাহা অনিত্য হইবে, তাহার সন্দেহ কি? ॥ ২৩ ॥ সেই স্বর্গাদি ফল, বিনাশী কারণ; তাহার কারণ-সকল বিনাশি দ্রব্য! সুতরাং স্বর্গাদি পরমার্থ নহে, যেহেতু পণ্ডিতগণ অবিনাশী পদার্থকেই পরমার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, ॥ ২৪ ॥ যদি ফলহীন কর্ম্মই তোমার মতে পরমার্থ বল, তাহাও অসম্ভব; কারণ তাদৃশ কর্ম্ম, মুক্তিরূপ ফলের সাধন, সুতরাং অফলদ কর্ম্মই তাহা হইল না, এবঞ্চ তাহা নিরপেক্ষও নহে; সুতরাং তাহাও পরমার্থ নহে ॥ ২৫ ॥ হে ভূপ! যদি বল, দেহাদি হইতে ভিন্ন-রূপে আত্মার বিচার করিয়া তাঁহার ধ্যানই পরমার্থ; তাহাও হইতে পারে না; কারণ এবম্প্রকার ধ্যান, দেহ হইতে আত্মার ভেদকারি; কিন্তু পরমার্থ ভেদবিশিষ্ট নহেন। কারণ শ্রুতি বলিতেছেন, এক মেবাদ্বিতীয়ম্ (অর্থাৎ তিনি একই এবং সজাতীয় বিজাতীয় স্বগত ভেদ শূন্য) ॥ ২৬ ॥ উপাসনা দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদস্বরূপ যোগই পরমার্থ,—এই কথা যদি বল, তাহাও নয়। কারণ পূর্ব্ববাক্যটী মিথ্যাভূত, অন্যবস্তু অপরবস্তুর সহিত মিলিত হইয়া এক হয় না; এইহেতু জীবত্মা যদি পরমাত্মা হইতে ভিন্ন হয়, তবে উভয়ে একতা অসম্ভব ॥২৭॥ এই যে সকল বিষয় তোমার নিকট বলিলাম, ইহা আপেক্ষিক শ্রেয় হইতে পারে বটে, কিন্তু পরমার্থ নহে। হে ভূপাল! এক্ষণে পরমার্থ কি, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর ॥২৮॥

আত্মা,—সর্ব্বত্রেই অবস্থিত, অদ্বিতীয়, সর্ব্বকালেই একরূপ বিশুদ্ধ, নির্গুণ,

এবং প্রকৃতি হইতে পৃথক। তাঁহার জন্ম বা বৃদ্ধি নাই, তিনি অবিনাশী॥ ২৯॥ তিনি পরম জ্ঞানস্বরূপ, এবং সর্ব্বব্যাপক্। অবিদ্যা প্রপঞ্চ নাম জাত্যাদির সহিত তাঁহার যোগ হয় নাই, হইবে না, ও হইতেছে না॥ ৩০॥ তিনি, আত্মদেহে ও পরদেহে অবিচ্ছিন্ন ভাবে বিদ্যমান,—এই প্রকার যে বিশেষরূপে জ্ঞান, তাহাই পরমার্থ। মহারাজ! যাহারা দ্বৈতবাদী, তাহারা ভ্রান্ত॥ ৩১॥ অভিন্ন এবং ব্যাপক—একবায়ু যেরূপ বেণুগত রন্ধ্রাদিভেদে ষড়জ্ ঋষভ গান্ধারাদি উপাধি প্রাপ্ত হইলেও, বস্তুত অভিন্ন—একই থাকে, সেইরূপ পরমাত্মাও ভিন্ন ভিন্ন দেহাদি উপাধি বিশিষ্ট হইলেও, এক এবং সর্ব্বব্যাপক ভাবেই অবস্থিত॥ ৩২॥ আত্মার যেরূপ ভেদ কল্পিত হয়, তাহা কেবল আত্মভিন্ন দেহাদির কর্ম্মপ্রবৃত্তি হইতেই উৎপন্ন। আবার দেহাদি ভেদ অপধ্বস্ত হইলে, সে বহুরূপত্ব থাকে না, কারণ তাহা মায়ার আবরণ-মন্ত্রে অবস্থিত, তৎকালে মায়ার আবরণ থাকে না॥ ৩৩॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—এই কথা বলায়, মহীপতি মৌনী হইয়া, চিন্তা করিতেছেন দেখিয়া, ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধিনী কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন॥ ১॥ ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ! পুরাকালে ঋভু মহাত্মা নিদাঘের জ্ঞান জন্মাইবার জন্য যে সকল কথা বলেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর॥ ২॥ পরমেষ্ঠি ব্রহ্মার ঋভুনামে এক পুত্র হয়। হে ভূপতে! ঐ ঋভু স্বভাবতই, সকল তত্ত্বের যথার্থ্য জ্ঞান লাভ করেন॥ ৩॥ পূর্ব্বে পুলস্ত্যতনয় নিদাঘ তাঁহার শিষ্য হন। তিনিও অতিশয় আনন্দের সহিত নিদাঘকে অশেষবিধ জ্ঞান প্রদান করেন॥ ৪॥ হে নরেশ্বর! নিদাঘ সকল বিষয়ে জ্ঞানবান্ হইলেও তাঁহার এখনও অদ্বৈত-বাসনা হয় নাই, ঋভু, ইহা জানিতে পারিলেন॥ ৫॥ পুলস্ত্য-প্রতিষ্ঠিত, বীরনগর নামে এক পুর ছিল। ঐ পুর অতি মনোহর ও সমৃদ্ধিশালি, এবং দেবিকা নামে নদীতটে অবস্থিত

ছিল ॥ ৬ ॥ সেই মনোহর উপবনযুক্ত বীর-নগরের প্রান্তভাগে যোগজ্ঞ, ঋভুশিষ্য নিদাঘ পূর্ব্বে বাস করিতেন ॥ ৭ ॥ দিব্য সহস্র বৎসর অতীত হইলে, একদিন সেই ঋভু,—শিষ্য-নিদাঘ কি ভাবে অবস্থান করিতেছেন, ইহা দেখিবার জন্য অতিথিরূপে বীরনগরে গমন করিলেন। ॥ ৮ ॥ বৈশ্যদেব-কর্ম্ম সমাপনান্তে, নিদাঘ দ্বারদেশে অতিথি প্রত্যাশায়, অবলোকন করিতে গিয়া, তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন, এবং অর্ঘ্য-প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করাইলেন ॥ ৯ ॥ ঋভু, হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন, দেখিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিদাঘ আদরের সহিত তাঁহাকে বলিলেন "আপনি আহার করুন" ॥ ১০ ॥

তখন ঋভু কহিলেন, হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! আপনার গৃহে ভোক্তব্য যে অন্ন আছে তাহা বর্ণন কর; কারণ কুৎসিত অন্নে আমার কখনই প্রীতি হয় না ॥ ১১ ॥ নিদাঘ কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমার গৃহে ভক্ত, যাবক, (যবনির্ম্মিত খাদ্য বিশেষ কন্দ-ফলমূলাদি) এবং অপূপাদি আছে; ইহার মধ্যে আপনার যাহাতে রুচি হয়, আপনি তাহাই ভোজন করুন ॥ ১২ ॥ ঋভু কহিলেন, হে দ্বিজ! তুমি যাহার নাম করিলে, ঐ সকল অন্ন কদন্ন, আহার-যোগ্য নহে। তুমি আমাকে মিষ্ট অন্ন, সংযাব পায়স, ঘন ভিন্ন দধি এবং ফাণিত (গৌড়ী) প্রভৃতি দান কর ॥ ১৩ ॥ নিদাঘ তখন নিজ স্ত্রীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে শোভনে! আমার যাহা কিছু অতিশোভন, মধুর, ভক্ষ্যোপসাধন আছে, তাহা দ্বারা ইঁহার অন্ন প্রস্তুত করিয়া দাও ॥ ১৪ ॥

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে রাজন! নিদাঘ, গৃহিণীকে এই কথা বলিলে, তাঁহার গৃহিণী ভর্ত্তার বাক্যে গৌরবপ্রযুক্ত সেই ব্রাহ্মণের যথোক্ত অন্নসমূহ প্রস্তুত করিয়া দিলেন ॥ ১৫ ॥ হে নৃপ! অনন্তর মহামুনি স্বীয় ইচ্ছানুসারে সেই মিষ্ট-অন্ন আহার করিলে পর, নিদাঘ বিনয়ানত হইয়া তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন, ॥ ১৬ ॥

নিদাঘ কহিলেন, হে দ্বিজ! আহার করিয়া আপনার পরমতৃপ্তি হইয়াছে ত? আপনি তুষ্ট হইয়াছেন ত? আর আপনার মন সুস্থ হইয়াছে ত? ॥ ১৭ ॥ হে বিপ্র! আপনার নিবাস কোথা? আপনি কোথায় বা যাইতে উদ্যত

হইয়াছেন? হে দ্বিজ! এখানেই বা আপনি কিনিমিত্ত আগমন করিয়াছেন? ॥১৮॥

ঋভু কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ! যাহার ক্ষুধা হয়, তাহারই আহার করিলে তৃপ্তি হইয়া থাকে। আমার ক্ষুধাও নাই, সুতরাং তন্নিবৃত্তি-জন্য তৃপ্তও হয় নাই। তবে কেন, এই বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ? ॥ ১৯ ॥ অগ্নি, পার্থিব-ধাতু ক্ষয় করিলে, ক্ষুধার উৎপত্তি হয়, এবং জল ক্ষয় হইলে, মনুষ্যদিগের তৃষ্ণা হইয়া থাকে ॥২০॥ ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দেহেরই ধর্ম্ম,—ইহা আমার নহে; সুতরাং ক্ষুধার সম্ভাবনা না থাকায় আমি সর্ব্বদাই পরিতৃপ্ত * আছি॥ ২১॥ এই চিত্তধর্ম্ম স্বস্থতা এবং তুষ্টি, ইহারা মনে থাকে; সুতরাং যাহার ধর্ম্ম তাহাকে জিজ্ঞাসা কর; পুরুষের (আত্মার) সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ নাই; আত্মা ইহাতে যুক্তও নন্॥ ২২॥ তুমি যে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে তোমার গৃহ কোথায়? কোথায় যাইতেছ? এবং কোথা হইতে বা এখানে আসিলে?—এই তিন কথারই উত্তর আমার কাছে শ্রবণ কর॥ ২৩॥ পুরুষ আকাশের ন্যায় যখন সকল স্থলই ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, তখন তাঁহার উদ্দেশে, কোথা হইতে আসিয়াছ, কোথা যাইবে, এই সকল প্রযুক্ত-বাক্যের কি কোন প্রকার অর্থ সম্ভব হয়? ॥ ২৪ ॥ আমি কোন স্থলেই গমন, বা কোন স্থল হইতে আগমন, করি না,—একটিমাত্র নির্দ্দিষ্ট স্থলে আমার স্থিতি নহে। যাহাদের একদেশস্থ বলিয়া বিবেচনা কর, তাহারা বা তুমি বাস্তবিক তাদৃশ নও। তুমি আমাকে যে প্রকার দেখিতেছ, বা আমি তোমাকে যে প্রকার দেখিতেছি, বাস্তবিক তুমি বা আমি সে প্রকার নহি॥ ২৫ ॥ আমি বাস্তবিক তোমার নিকট মধুর অন্নের প্রার্থনা করি নাই; কেবল আমি মধুর প্রার্থনা করিলে, তুমি কি উত্তর দাও, তাহা শুনিবার জন্য ঐ প্রকার বলিয়াছিলাম॥ ২৬॥ ভোজনকারীর স্বাদু বা অস্বাদু অন্নে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, কিন্তু তোমাদের মধুর রসই অস্বাদু হয়,—ইহাই উদ্বেগের কারণ॥ ২৭॥ আশ্চর্য্য দেখ, কালবশে, কুৎসিত অন্নই মধুর হয়; আবার কালক্রমে, মধুর অন্নের দ্বারাই মনুষ্যের উদ্বেগ জন্মে। বল দেখি,

* এস্থলে, ক্ষুধাজন্য দুঃখাভাব, পরিতৃপ্তি পদের লক্ষ্য কারণ; আত্মার তৃপ্তির কোন গুণ এই মতে স্বীকৃত নহে।

এমন কোন্ অন্ন আছে, যাহা প্রথমে, মধ্যে, ও শেষে রুচিকারক? ॥ ২৮ ॥ মৃণ্ময়গৃহে যেমন মৃত্তিকা-লেপ করিলে, ঐ গৃহ স্থিরভাবে থাকে, সেইরূপ পার্থিবদেহ পার্থিব-পরমাণু সমষ্টিদ্বারা আলিপ্ত হইয়া স্থির হয় ॥ ২৯ ॥ যব, গোধূম, মুদ্গ, আদি, ঘৃত, তৈল, পয়ঃ, দধি, গুড় ও ফল প্রভৃতি ইহারা সকলই পার্থিব পরমাণু সমষ্টি, সুতরাং স্বাদুত্ব বা অস্বাদুত্ব সকলেরই সমান ॥৩০॥ তুমিও এইসকল জানিয়া মিষ্টামৃষ্ট বিচারকারি মনকে, সমতাবলম্বি কর। কারণ সাম্য-জ্ঞানই মুক্তির কারণ ॥ ৩১ ॥

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে নৃপ! মহাভাগ নিদাঘ, এই প্রকার পরমার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋভুকে প্রণামপুরঃসর বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥৩২॥ নিদাঘ কহিলেন, হে দ্বিজ! আপনি প্রসন্ন হউন, মঙ্গলের জন্য আপনি এখানে আসিয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই। আপনি কে? আপনার এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার মোহ নষ্ট হইল ॥ ৩৩ ॥ ঋভু কহিলেন,— হে দ্বিজ! আমার নাম ঋভু, আমি তোমার আচার্য্য। তোমার প্রজ্ঞা-দানের জন্য এখানে আসিয়াছি। এই তোমার নিকট পরমার্থও কহিলাম ॥ ৩৪ ॥ এই নিখিল জগতকে, এক এবং বাসুদেবাখ্য পরমাত্মার স্বরূপ বলিয়া জানিও; ইহাতে ভেদ জ্ঞান করিওনা ॥ ৩৫ ॥

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—তখন নিদাঘ পরম ভক্তিসহকারে তাহাই করিব, এই কথা বলিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিলে, সেই ঋভু ইচ্ছাক্রমে, সেখান হইতে গমন করিলেন ॥ ৩৬ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

শোড়ষ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে নরেশ্বর! এক সহস্র বৎসর অতীত হইলে, ঋভু, নিদাঘকে জ্ঞান-দানের জন্য, পুনর্ব্বার সেই নগরে গমন করিলেন ॥ ১ ॥ মুনি ঋভু দেখিলেন, যে তৎকালে মহতী-সেনা সমভিব্যাহারে নরপতি, নগরে প্রবেশ করিতেছেন; কিন্তু নিদাঘ নগরের বহির্ভাগে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ২ ॥ আরও দেখিলেন, নিদাঘ, লোকসমূহের সংমর্দ্দ পরিহারপূর্ব্বক দূরে গিয়াছিলেন, কিন্তু সমিৎকুশাদি আহরণ পূর্ব্বক, একণে ক্ষুধায় ক্ষীণকণ্ঠ

হইয়া আগমন করিতেছেন॥ ৩॥ তখন ঋভু এই প্রকার অবলোকন করতঃ, নিদাঘের নিকট উপস্থিত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন, হে দ্বিজ! তুমি কেন একান্তে (নির্জ্জনে) অবস্থান করিতেছ? ॥ ৪॥

নিদাঘ কহিলেন,—হে বিপ্র! এই নৃপতি, নগরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, এই জন্য বহুলোকের সংমর্দ্দ উপস্থিত, সেই কারণে আমি এখানে অবস্থিতি করিতেছি॥ ৫॥ ঋভু কহিলেন ইহার মধ্যে রাজাই বা কে? আর কোন্ ব্যক্তি বা ইতর?—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তুমি ইহার উত্তর দাও; আমার বোধ হইতেছে তুমি সকল জান॥ ৬॥ নিদাঘ কহিলেন এই উন্নতপর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত, গজেন্দ্রের উপর যিনি অধিরূঢ় তিনিই নরেন্দ্র; আর অপর যাহারা রহিয়াছে, তাহারা রাজা নয় ॥ ৭॥ ঋভু কহিলেন, গজ এবং রাজাকে, তুমি এককালে দর্শন করাইলে, কিন্তু এই উভয়ের, বিশেষরূপে কোন পৃথক্‌চিহ্ন দেখাইলে না॥ ৮॥ হে মহাভাগ! সেইজন্য এই দুয়ের মধ্যে বিশেষ করিয়া বল, ইহার মধ্যে, রাজাই বা কে? হস্তীই বা কে? ॥৯॥ নিদাঘ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! যে নিম্নে রহিয়াছে উহা গজ, আর ঐ উপরে যিনি রহিয়াছেন,—তিনি ভূপতি। হে দ্বিজ! এ বাহ্য এবং বাহকের সম্বন্ধ কে না জানে? ॥ ১০॥ ঋভু কহিলেন, হে ব্রহ্মন! আমি যে প্রকারে জানিতে সক্ষম হই, সেইরূপেই আমাকে বুঝাইয়া দাও যে, অধঃ শব্দে বা কি বুঝায়, আর ঊর্দ্ধ শব্দেই বা কি বুঝায়? ॥ ১১॥

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—ঋভু এই কথা বলিলে, নিদাঘ সহসা তাঁহার উপর আরোহণ করিয়া কহিলেন, আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার উত্তর শ্রবণ কর॥ ১২॥ এই উপরে যেন আমি রাজা, আর অধোদেশে তুমি যেন হস্তী। হে ব্রহ্মন্! তোমাকে বুঝাইবার জন্য আমি এই দৃষ্টান্ত দেখাইলাম॥ ১৩॥ তখন ঋভু কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তুমি যদি রাজার সদৃশই হইলে, আর আমি যদি গজের তুল্য হইলাম,—তবে আমার নিকট বল, তুমিই বা কে? আর আমি বা কে? ॥ ১৪॥

ব্রাহ্মণ কহিলেন,— ঋভু এই কথা বলিলে, নিদাঘ, স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার চরণ-ধারণপূর্ব্বক কহিলেন, আপনি নিশ্চয়ই আমার আচার্য্য ভগবান্ ঋভু॥ ১৫॥ আমার আচার্য্যের মন যেমন অদ্বৈত-সংস্কারে

সংস্কৃত, এমন আর কাহারও নয়; অতএব আমি বিবেচনা করিতেছি, আপনি আমার গুরুই উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ১৬ ॥

ঋভু কহিলেন,—হে নিদাঘ! পূর্ব্বে তোমার সেবায় অত্যন্ত আদরযুক্ত ছিলাম, এ নিমিত্ত তোমাকে উপদেশ দিবার জন্যই আসিয়াছি, আমি বাস্তবিকই তোমার গুরু ঋভু ॥ ১৭ ॥ হে মহামতে! এই সংক্ষেপে তোমার প্রতি উপদেশ, যে, "সকল বস্তুতেই পরমাত্মার অভেদ-জ্ঞানই পরমার্থ এবং সারভূত ॥" ১৮ ॥

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে রাজন! গুরু ঋভু, নিদাঘকে এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন, নিদাঘও সেই উপদেশ-বলে, অদ্বৈতভাব প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৯ ॥ যেমন ব্রহ্মপর দ্বিজ নিদাঘ সকল ভূতকে, আত্মা হইতে অভিন্ন দেখিয়া পরম মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ২০ ॥ হে অবনী-পতে! হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমিও সেইরূপ আত্মা, রিপু ও বান্ধবাদিতে সমজ্ঞান করতঃ, সর্ব্বগত-আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া মুক্ত হও ॥ ২১ ॥ আকাশ যেমন এক হইলেও, কখন নীল কখন বা সিতরূপ দৃশ্যমান হয়, সেইরূপ ভ্রান্তদর্শীগণও এক আত্মাকে উপাধি-ভেদে পৃথক্ পৃথক্ দর্শন করিয়া থাকে ॥ ২২ ॥ সেই অচ্যুতস্বরূপ আত্মা এক; জগতে যাহা কিছু আছে, তিনি তৎসকলেরই স্বরূপ; সেই আত্মা ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই। তুমি এবং আমি সেই আত্মস্বরূপ; যাহা কিছু পদার্থ আছে সকলই আত্মস্বরূপ; ভেদ-মোহ পরিত্যাগ কর ॥ ২৩ ॥

পরাশর কহিলেন—সেই ব্রাহ্মণ, রাজশ্রেষ্ঠ সৌবীরকে এই প্রকার জ্ঞানোপদেশ করিলে পর, রাজা পরমার্থ দর্শনপূর্ব্বক ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ করিলেন। আর সেই ব্রাহ্মণও পূর্ব্বজন্ম-স্মরণে জ্ঞান-লাভ করিয়া সেই জন্মেই মোক্ষলাভ করিলেন ॥ ২৪ ॥ এই ভরত নরপতির সার বৃত্তান্ত, যিনি ভক্তি সহকারে পাঠ বা শ্রবণ করিবেন, তাঁহার মতি প্রসন্ন হইবে, কখন আত্মমোহ উপস্থিত হইবে না, এবং সেই ভক্তপ্রধান ব্যক্তি, লোকের স্মরণীয় হইবেন ॥ ২৫ ॥

দ্বিতীয় অংশ সম্পূর্ণ।

বিষ্ণুপুরাণ।

তৃতীয় অংশ।

প্রথম অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন,—আপনি মদীয় গুরু-স্বরূপ; আপনি আমার সকাশে পৃথিবী-সমুদ্রাদির সংস্থিত, সূর্য্য-চন্দ্রাদির এবং জ্যোতির্মণ্ডলের সংস্থান বিস্তারিতরূপে বলিয়াছেন॥ ১॥ দেব প্রভৃতির ও ঋষিগণের সৃষ্টি, চাতুর্বর্ণ্যের ও তির্য্যক্-যোনিগত প্রাণিসমূহের উৎপত্তি॥ ২॥ এবং ধ্রুব-প্রহ্লাদচরিত, আপনি বিস্তারিতরূপে বলিয়াছেন॥ ৩॥ হে গুরুদেব! ইচ্ছা করি যে, আপনি অশেষ মন্বন্তর, এবং শক্রদেব প্রভৃতি সমুদায় মন্বন্তরাধিপের বিবরণ অনুক্রমে বলেন, আমি শ্রবণ করি॥ ৪॥ পরাশর কহিলেন, যেসকল মন্বন্তর অতীত হইয়াছে ও যেসকল মন্বন্তর উপস্থিত হইবে, সেই সকল আমি তোমার নিকট যথাক্রমে বলিতেছি॥ ৫॥ প্রথম স্বায়ম্ভুব মনু, দ্বিতীয় স্বারোচিষ মনু, তৃতীয় ঔত্তমি মনু, চতুর্থ তামস মনু, পঞ্চম রৈবত মনু এবং ষষ্ঠ চাক্ষুস মনু॥৬॥ এই ছয় জন মনু অতীত হইয়াছেন। এক্ষণে সূর্য্য-তনয় বৈবস্বত নামে সপ্তম মনুর অধিকার॥ ৭॥ কল্পের আদিতে স্বায়ম্ভুব-নামে যে প্রথম মনু হন, তাঁহার অধিকার এবং অধিকার-কালে যাঁহারা দেব ও ঋষি হন, তাহাও যথাক্রমে আমি বলিয়াছি॥ ৮॥ অতঃপর স্বারোচিষ মনুর অন্তর এবং সেই সময়ের মন্বন্তরাধিপ-সমূহ দেব ও ঋষিগণ এবং তৎপুত্রাদির বিষয় বলিতেছি॥ ৯॥ মৈত্রেয়! স্বারোচিষ মন্বন্তরকালে, পারাবতগণ এবং তুষিতগণ দেবতা হয়েন; এবং মহাবল বিপশ্চিৎ দেবেন্দ্র হয়েন॥ ১০॥ তৎকালে, ঊর্জ্জ, স্তম্ভ, প্রাণ, দত্তোলি, ঋষভ, নিশ্চর ও ঊর্ব্বরীবান্,—ইহাঁরা সপ্তর্ষি হয়েন॥ ১১॥ স্বারোচিষের তনয়গণের নাম চৈত্র, কিম্পুরুষ আদি। তোমার নিকট এই দ্বিতীয় মন্বন্তরের কথা কহিলাম।

এখন ঔত্তমীয় তৃতীয় মন্বন্তরের কথা শুন॥ ১২॥ হে ব্রহ্মন্! তৃতীয় মন্বন্তরে ঔত্তমি নামে মনু ছিলেন। মৈত্রেয়! তৎকালে সুশান্তি নামে ইন্দ্র. দেবগণের রাজা হয়েন॥ ১৩॥ সে সময় সুধাম, সত্য, শিব, প্রতর্দ্দন ও বশবর্ত্তি—এই দ্বাদশাত্মক পঞ্চপ্রকার ছিলেন॥ ১৪॥ এই মন্বন্তরে সপ্তজন বসিষ্ট-তনয় সপ্তর্ষি হয়েন। এই ঔত্তমি মনুর পুত্রদিগের নাম অজ, পরশু, দিব্য ইত্যাদি। তামস-নামক মন্বন্তরে সুরূপগণ, হরিগণ, সত্যগণ, ও সুধীগণ দেবতা হয়েন। ইঁহারা প্রত্যেকে সপ্তবিংশতি সংখ্যক॥ ১৬॥ এই সময় শিবি রাজা, শত যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্র হয়েন। এই সময়ে যাঁহারা সপ্তর্ষি হয়েন, তাঁহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর॥ ১৭॥ জ্যোতির্দ্ধামা, পৃথু, কাব্য, চৈত্র, অগ্নি, বনক ও পীবর; ইঁহারা তামস-মন্বন্তরে সপ্তর্ষি হন॥ ১৮॥ নর, খ্যাতি, শান্তহয়, জানুজঙ্ঘ আদি তামস-মনুর সুমহাবল পুত্রেরা রাজা হয়েন॥ ১৯॥

মৈত্রেয়! পঞ্চম মন্বন্তরে রৈবতনামে মনু হয়েন। তৎকালে বিভু, ইন্দ্র হন; সেসময় যাঁহারা দেবতা হয়েন, তাঁহাদের নাম শ্রবণ কর॥ ২০॥ অমিতাভ, ভূতরজো, সুমেধোগণ, ইহাঁরা দেবগণ ছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে প্রত্যেক-গণে চতুর্দ্দশ করিয়া দেবতা॥ ২১॥ হিরণ্যরোমা, দেবশ্রী, ঊর্দ্ধবাহু, বেদবাহু, সুধামা, পর্জ্জন্য এবং মহামুনি॥ ২২॥ রৈবত মন্বন্তরে ইহাঁরা সপ্তর্ষি ছিলেন। রৈবত মনুর পুত্রগণের নাম বলবন্ধু, সুসম্ভাব্য এবং সত্যক প্রভৃতি॥ ২৩॥ হে মুনিসত্তম! ইহাঁরা সুমহাবীর্য্য রাজা হন॥ ২৪॥ স্বারোচিষ, ঔত্তম, তামস ও রৈবত,—এই চারিজন মনু প্রিয়ব্রতের বংশে জন্ম গ্রহণ করেন॥ রাজর্ষি প্রিয়ব্রত তপস্যা দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া স্বীয়বংশে এই মন্বন্তরে অধিপতিগণকে লাভ করেন॥ ২৬॥ ষষ্ঠ মন্বন্তরকালে চাক্ষুষ নামে মনু হন। চাক্ষুষ মনুর অধিকারে মনোজব—ইন্দ্র হন; এবং যাঁহারা দেবতা হন, তাঁহাদের নাম শ্রবণ কর॥ ২৭॥ আদ্য, প্রসূত, ভব্য, পৃথুগ ও লেখগণ—এই. মহানুভব পঞ্চগণ তখন দেবতা হন। ইঁহাদের প্রত্যেক আট ব্যক্তিতে একএক গণ॥ ২৮॥ সেই সময়ে সুমেধা, বিরজ, হবিষ্মান্, উত্তম, মধু, অতিনামা ও সহিষ্ণু, ইঁহারা সপ্তর্ষি হন॥ ২৯॥ ঊরু, পুরু, শতদ্যুম্ন প্রমুখ সুমহাবল, চাক্ষুষ-মনু পুত্রগণ রাজা হয়েন॥ ৩০॥

হে বিপ্র! এক্ষণে সপ্তম মন্বন্তর বিদ্যমান। এক্ষণে সূর্য্যের পুত্র দীপ্তিশালী ও বুদ্ধিমান্ শ্রাদ্ধদেব মনু হইয়াছেন ॥ ৩১ ॥ হে মহামুনে! এই বৈবস্বত মন্বন্তরকালে আদিত্য, বসু ও রুদ্রগণ দেবতা আছেন। হে মৈত্রেয়! সপ্তম মন্বন্তরে পুরন্দর দেবগণের অধিপতি ॥ ৩২ ॥ বসিষ্ঠ, কাশ্যপ, অত্রি, জমদগ্নি, গৌতম, বিশ্বামিত্র ও ভরদ্বাজ—ইঁহারা সপ্তর্ষি ॥ ৩৩ ॥ ইক্ষাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, বিখ্যাত নরিষ্যন্ত, নাভ, করূষ, পৃষধ্র ও লোকবিশ্রুত বসুমান্—এই নয়টী বৈবস্বত মনুর পুত্র। ইঁহারা পরম ধার্ম্মিক ॥ ৩৪-৩৫ ॥ এক্ষণে বিষ্ণুশক্তি, উপমারহিত ও সত্বোদ্রিক্ত। বিষ্ণুশক্তি হইতেই লোক সকল রক্ষিত হইতেছে এবং বিষ্ণুশক্তিই অশেষ মন্বন্তরে দেবরূপে অধিষ্ঠান করেন ॥ ৩৬ ॥ প্রথম স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরকালে আকুতির গর্ভে বিষ্ণুর অংশে মানসদেব যজ্ঞ উৎপন্ন হন ॥ ৩৭ ॥ স্বারোচিষ মন্বন্তর কালে উক্ত অজিত মানসদেব তুষিতগণের সহিত তুষিতার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন ॥৩৮॥ পরে ঔত্তম-মন্বন্তরকালে ঐ তুষিত, সুরোত্তম সত্যগণের সহিত সত্যার গর্ভে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করত সত্য নামে বিখ্যাত হন ॥ ৩৯ ॥ পরে তামস-মন্বন্তর উপস্থিত হইলে, ঐ সত্য হরিগণের সহিত হরি নাম গ্রহণপূর্ব্বক হর্য্যার গর্ভে উৎপন্ন হন ॥ ৪০ ॥ রৈবত-মন্বন্তর সময়ে রাজসগণের সহিত দেবতাশ্রেষ্ঠ হরি সম্ভূতির গর্ভে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক মানস নামে বিখ্যাত হন ॥ ৪১ ॥ চাক্ষুস-মন্বন্তরে পুরুষোত্তম, বৈকুণ্ঠনামক দেবগণের সহিত বিকুণ্ঠার গর্ভে বৈকুণ্ঠনাম ধারণপূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ৪২ ॥ হে দ্বিজ! বৈবস্বত মন্বন্তর উপস্থিত হইলে, ঐ মহাত্মা বৈকুণ্ঠ বিষ্ণু,কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে বামনরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন ॥ ৪৩ ॥ ত্রিপদ দ্বারা ত্রিভুবন জয় করিয়া নিষ্কণ্টক করতঃ দেবরাজকে তাহা প্রদান করেন ॥৪৪॥ হে বিপ্র! সপ্ত মন্বন্তরে বিষ্ণুর এই সপ্তমূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া প্রজা রক্ষণ করিয়াছেন ॥ ৪৫ ॥ সেই মহাত্মা নারায়ণের শক্তি হইতে এই বিশ্ব-উৎপন্ন এবং সেই শক্তি সকল বিশ্বেই প্রবিষ্ট,—এইজন্য তিনি বিষ্ণু বলিয়া অভিহিত; প্রবেশার্থক বিশধাতু হইতেই বিষ্ণু এই পদটী সাধিত ॥৪৬॥ সকল দেবতা, সমস্ত মনু, সমস্ত সপ্তর্ষি, সমুদায় মনুপুত্র, সমুদায় দেবরাজ ইন্দ্র,—ইঁহারা সকলেই বিষ্ণুর প্রসিদ্ধ বিভূতি ॥৪৭॥

প্রথম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন, হে বিপ্রর্ষে! আপনি আমার নিকট অতীত সপ্ত-মন্বন্তরের বিষয় কহিলেন, এখন ভবিষ্য সপ্ত-মন্বন্তরের আখ্যান কীর্ত্তন করুন॥ ১॥ পরাশর কহিলেন,—বিশ্বকর্ম্মার সংজ্ঞা নামে এক তনয়াকে, সূর্য্য, পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। হে মুনে! এই সংজ্ঞার গর্ভে, সূর্য্যের ঔরসে মনু, যম ও যমী নামে তিনটী পুত্র উৎপন্ন হয়॥ ২॥ কিছুদিন পরে সংজ্ঞা ভর্ত্তার তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া ছায়ানাম্নী একটী কন্যাকে স্বামি-শুশ্রূষায় নিযুক্ত করতঃ স্বয়ং তপস্যার্থ অরণ্যে গমন করিলেন॥ ৩॥ ঐ ছায়া সংজ্ঞার অনুরূপ ছিল। দিবাকর, ঐ ছায়ানাম্নী কন্যাকে সংজ্ঞা জ্ঞান করিয়া, তাহার গর্ভে দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা উৎপাদন করিলেন। প্রথম পুত্রটীর নাম শনৈশ্চর, দ্বিতীয়টীর নাম সাবর্ণি মনু। কন্যাটীর নাম তপতী॥ ৪॥ অনন্তর একদা ছায়া কুপিতা হইয়া কোন কারণে যমকে শাপ দিলেন। তখন যম ও সূর্য্য উভয়েই বুঝিলেন যে, তিনি যমজননী সংজ্ঞা নহেন, আর কোন নারী হইবেন॥ ৫॥ তখন ছায়া, প্রকৃত ব্যাপার প্রকাশ করিলে সূর্য্য সমাধি-দৃষ্টি দ্বারা জানিতে পারিলেন যে, সংজ্ঞা অশ্বরূপ ধারণ করিয়া অরণ্যে অবস্থান পূর্ব্বক তপস্যা করিতেছেন॥ ৬॥ অনন্তর সূর্য্যও অশ্বরূপ ধারণপূর্ব্বক সেই অশ্বরূপিণী সংজ্ঞাতে তিনটী পুত্র উৎপাদন করিলেন। তন্মধ্যে দুইটী পুত্র দেব অশ্বিনীকুমার বলিয়া কীর্ত্তিত হইলেন; তৃতীয় পুত্রটী রেতের অবসানকালে জন্মগ্রহণ করাতে রেবন্ত নামে কীর্ত্তিত॥ ৭॥ ভগবান্ রবি সংজ্ঞাকে পুনর্ব্বার স্বস্থানে আনয়ন করিলেন। তখন বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্যের তেজের প্রশমন করিলেন॥ ৮॥ তিনি সূর্য্যকে ভ্রমি-যন্ত্রে আরোপণ পূর্ব্বক তাঁহার তেজ চাঁচিয়া ফেলিলেন; কিন্তু সূর্য্য-তেজের অক্ষয় অষ্টমাংশ চাঁচিয়া ফেলিতে পারিলেন না॥ ৯॥ হে মুনিশ্রেষ্ঠ! বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্য হইতে যে বৈষ্ণব-তেজ চাঁচিলেন, সেই জাজ্বল্যমান তেজঃ ভূতলে পতিত হইল॥ ১০॥ তখন বিশ্বকর্ম্মা, ভূপতিত সেই সূর্য্যতেজ দ্বারা বিষ্ণুর চক্র, রুদ্রের ত্রিশূল, কুবেরের শিবিকা নামে অস্ত্র প্রস্তুত করিলেন॥ ১১॥ এবং তিনি ঐ তেজ দ্বারা কার্ত্তিকেয়ের শক্তি ও অন্যান্য

দেবতাগণের অস্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন॥ ১২॥ ছায়ার গর্ভে সূর্য্যের যে দ্বিতীয় পুত্র মনু বলিয়া কথিত হইয়াছেন, তিনি জ্যেষ্ঠের সমান-বর্ণ-প্রযুক্ত সাবর্ণি নামে অভিহিত হন॥ ১৩॥ সাবর্ণি মনুর অন্তরের নাম সাবর্ণক মন্বন্তর। মহাভাগ! এক্ষণে সেই সাবর্ণক অষ্টম মন্বন্তরের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর॥ ১৪॥ হে মৈত্রেয়! সপ্তম মন্বন্তর শেষ হইলে সাবর্ণি নামে যে মনু হইবেন, তাঁহার অধিকার-কালে সুতপ, অমিতাভ ও মুখ্যগণ দেবতা হইবেন॥ ১৫॥ ইহাঁদের প্রত্যেকগণে একবিংশতি করিয়া দেবতা থাকিবেন। হে মুনিসত্তম! সেই সময় যাঁহারা সপ্তর্ষি হইবেন, তাঁহাদের নাম বলিতেছি,॥ ১৬॥ দীপ্তিমান্ গালব, রাম, কৃপ, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, মৎপুত্র ব্যাস, ঋষ্যশৃঙ্গ, পাতাল-মধ্যবাসী বিরোচন-তনয় পাপহীন বলি, বিষ্ণুর কৃপায় তখন ইন্দ্র হইবেন॥ ১৭-১৮॥ বিরজা আর্ব্বরীবান্ ও নির্ম্মোহাদি সাবর্ণ মনুর পুত্রগণ রাজা হইবেন॥ ১৯॥ হে মৈত্রেয়! দক্ষ-সাবর্ণ নবম মনু হইবেন। পার, মরীচিগর্ভ ও সুধর্ম্ম,—এই ত্রিবিধগণ তৎকালে দেবতা হইবেন। ইহাঁদের প্রত্যেকগণে দ্বাদশ দেবতা থাকিবেন। হে দ্বিজ! এই সময় মহাবীর্য্য অদ্ভুত নামা ইন্দ্র হইবেন॥ ২০-২১॥ এই মন্বন্তরে সবন, দ্যুতিমান্ ভব্য, বসু, মেধা, ধৃতি, জ্যোতিষ্মান্ ও সত্য,—ইহাঁরা সপ্তর্ষি হইবেন॥ ২২॥ ধৃতকেতু, দীপ্তিকেতু, পঞ্চহস্ত, নিরাময় ও পৃথুশ্রবা ইত্যাদি,—দক্ষ-সাবর্ণের পুত্রগণের নাম॥ ২৩॥ হে মুনে! ব্রহ্মসাবর্ণি দশম মনু হইবেন। এই সময় সুধাম ও বিরুদ্ধগণ দেবতা হইবেন। ইহাঁদের প্রত্যেকগণে একশত করিয়া সংখ্যা॥ ২৪॥ মহাবল শান্তি, দেবগণের ইন্দ্র হইবেন। এই সময় যাঁহারা সপ্তর্ষি হইবেন, তাঁহাদের নাম শ্রবণ কর॥ ২৫॥ হবিষ্মান্, সুকৃতি, সত্য, পাম্মূর্ত্তি, নাভাগ, অপ্রতিমৌজা ও সত্যকেতু, সুক্ষেত্র, উত্তমৌজা ও হরিসেন আদি করিয়া ব্রহ্মসাবর্ণের দশ পুত্র পৃথিবী পালন করিবেন॥ ২৬-২৭॥ ধর্ম্মসাবর্ণি একাদশ মনু হইবেন। তৎকালীন বিহঙ্গমগণ, কামগমগণ ও নির্ম্মাণরতিগণ,—ইহাঁরা দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবেন। এই সকল দেবগণের প্রত্যেকগণে ত্রিশজন করিয়া দেবতা। এই সময় বৃষ, ইন্দ্র হইবেন॥ ২৮-২৯॥ এই মন্বন্তরে নিশ্চর, অগ্নিতেজা, বপুষ্মান্, বিষ্ণু, আরুণি, হবিষ্মান্ ও অনঘ,—ইহাঁরা সপ্তর্ষি

হইবেন ॥ ৩০ ॥ সর্ব্বগ সর্ব্বধর্ম্মা ও দেবানীক প্রভৃতি এই মনুর সন্তানগণ রাজা হইবেন ॥ ৩১ ॥ অনন্তর রুদ্রপুত্র সাবর্ণ দ্বাদশ মনু হইবেন। সে সময় ঋতধামা ইন্দ্র হইবেন। এইকালে যাঁহারা দেবতা, তাঁহাদের নাম শ্রবণ কর ॥ ৩২ ॥ হে দ্বিজ! হরিতগণ, লোহিতগণ, সুমনোগণ, সুকর্ম্মগণ, ও তারগণ —এই পঞ্চগণ, দেবতা হইবেন। ইহাঁদের প্রতিগণেই দশ জন করিয়া দেবতা ॥ ৩৩ ॥ তপস্বী, সুতপা, তপোমূর্ত্তি তপোরতি, তপোধৃতি, দ্যুতি ও তপোধন—ইহাঁরা সপ্তর্ষি হইবেন ॥ ৩৪ ॥ দেববান্ উপদেব, ও দেবশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি উক্ত মনুর মহাবলশালী পুত্রেরা রাজা হইবেন ॥ ৩৫ ॥ হে মুনে! রৌচ্য ত্রয়োদশ মনু হইবেন। এই মন্বন্তরে সূত্রামগণ, সুকর্ম্মগণ ও সুধর্ম্মগণ দেবতা হইবেন ॥ ৩৬ ॥ ইহাঁদের প্রত্যেক গণে তেত্রিশ জন করিয়া দেবতা। মহাবীর্য্য দিবস্পতি ইহাঁদের ইন্দ্র হইবেন ॥ ৩৭ ॥ নির্ম্মোহ, তত্ত্বদর্শী নিষ্প্রকম্প নিরুৎসুক, ধৃতিমান্, অব্যয় ও সুতপা,—ইহাঁরা সপ্তর্ষি হইবেন। এই মনুর পুত্রগণের নাম শ্রবণ কর; চিত্রসেন ও বিচিত্র আদি ইহাঁরা সকলেই পৃথিবীপতি হইবেন ॥ ৩৮৩৯ ॥ হে মৈত্রেয়! যিনি চতুর্দ্দশ মনু হইবেন তাঁহার নাম ভৌত্য। এই মন্বন্তরে শুচি,—ইন্দ্র হইবেন। এইসময় যে পঞ্চগণ হইবেন, তাহাদিগের নাম শ্রবণ কর ॥ ৪০ ॥ চাক্ষুষগণ পবিত্রগণ, কনিষ্ঠগণ, ভ্রাজিরগণ ও বচোবৃদ্ধগণ,—ইহাঁরাই দেবতা হইবেন। এই মন্বন্তরে যাহারা সপ্তর্ষি হইবেন, তাঁহাদের নামও আমার নিকটে শ্রবণ কর ॥ ৪১ ॥ অগ্নিবাহু শুচি শুক্র, মাগধ অগ্নিধ্র, যুক্ত ও অজিত;—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এই মন্বন্তরীয় মনুপুত্রগণের নাম শ্রবণ কর ॥ ৪২ ॥ উরু, গম্ভীর, ব্রধ্ন ইত্যাদি ইহাঁরা সকলে পৃথিবীপাল হইবেন ॥ ৪৩ ॥ প্রত্যেক চতুর্যুগাবসানে বেদবিপ্লব হয়; অনন্তর সপ্তর্ষিগণ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার বেদ প্রবর্ত্তিত করেন ॥ ৪৪ ॥ হে বিপ্র! মনু প্রত্যেক সত্যযুগে ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রণেতা হয়েন। এক মন্বন্তর-কাল পর্য্যন্ত দেবতারা যজ্ঞভুক্ হয়েন ॥ ৪৫ ॥ মনুপুত্র ও তদ্বংশীয়েরা এক মন্বন্তর-কাল পর্য্যন্ত পৃথিবীপালন করিয়া থাকেন ॥ ৪৬ ॥ মনু, সপ্তর্ষি, দেবরাজ, দেবগণ ও মনুপুত্র ভূপালগণ,—ইহাঁরা প্রতি মন্বন্তরে উৎপন্ন হন ॥ ৪৭ ॥ হে দ্বিজ! এইরূপ চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে সহস্র চতুর্যুগ অতীত হইলে এক কল্প কথিত হয় ॥ ৪৮ ॥

অনন্তর ঐ কল্প পরিমিত রাত্রি হয়। হে সাধুশ্রেষ্ঠ! সেই রাত্রিকালে ব্রহ্মরূপী হরি জলবিপ্লবে অনন্তশয্যায় শয়ন করেন ॥ ৪৯ ॥ হে বিপ্র! ভগবান্ আদি-বিভু সর্ব্বভূতাধার জনার্দ্দন কল্পান্তে সকল ত্রৈলোক্য গ্রাস করিয়া আপনার মায়াতে অবস্থিতি করেন ॥ ৫০ ॥ অনন্তর তাদৃশ নিশাবসানে প্রতিকল্পেই অব্যয়াত্মা ভগবান্ প্রবুদ্ধ হইয়া রজোগুণাশ্রয়ে পূর্ব্বের ন্যায় পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিয়া থাকেন ॥ ৫১ ॥ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! মনুগণ, মনুপুত্র ভূপালগণ, ইন্দ্রগণ দেবগণ ও সপ্তর্ষিগণ,—ইহাঁরা সকলেই বিষ্ণুর ভুবন-স্থিতিকারক সাত্বিক অংশ ॥ ৫২ ॥ হে মৈত্রেয়! জগতের রক্ষার নিমিত্ত বিষ্ণু চারিযুগে যে প্রকার যুগানুসারী ব্যবস্থা করেন, তাহা শ্রবণ কর ॥ ৫৩ ॥ তিনি সত্যযুগে সর্ব্বভূত-হিতার্থে মহর্ষি কপিলাদিরূপ অবলম্বন করিয়া সকল প্রাণীকে উৎকৃষ্ট সত্যজ্ঞান-প্রদান করেন ॥ ৫৪ ॥ ত্রেতাযুগে সেই প্রভু চক্রবর্ত্তি-স্বরূপে দুষ্টগণের নিগ্রহ করত ত্রিভুবন রক্ষা করেন ॥ ৫৫ ॥ তিনি দ্বাপরযুগে বেদব্যাস রূপ ধারণপূর্ব্বক এক বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া, পশ্চাৎ শত শাখায় বহুলীকৃত করেন এবং পুনর্ব্বার উহা অনেক অংশে বিভক্ত করিয়া থাকেন ॥ ৫৬ ॥ সেই হরি এইপ্রকার বেদব্যাস-রূপে বেদ বিভাগ করিয়া, পশ্চাৎ কলির শেষে কল্কিরূপ গ্রহণ করত দুর্বৃত্তদিগকে সৎপথে আনয়ন করিবেন ॥ ৫৭ ॥ অনন্তস্বরূপ বিষ্ণু এইরূপে নিখিল জগৎ সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং অন্তকালে ধ্বংস করিয়া থাকেন, সেই বিষ্ণু ব্যতীত দ্বিতীয় আর কেহই নাই ॥ ৫৮ ॥ হে বিপ্র! ইহলোকে বা পরলোকে, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, যত পদার্থ আছে, তাহা সকলই ভগবান্ মহাত্মা বিষ্ণু হইতেই উৎপন্ন ইহা তোমাকে বলিয়াছি। অশেষ মন্বন্তর ও মন্বন্তরাধিপতিগণের বৃত্তান্ত, তোমায় বলিলাম এক্ষণে আর কি বলিব?

দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ।

তৃতীয় অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন, এই জগৎ বিষ্ণুস্বরূপ; বিষ্ণুতেই ইহা অবস্থিতি করিতেছে; এবং সেই বিষ্ণু ব্যতিরিক্ত আর কোন পদার্থই নাই; এবিষয়

পূর্ব্বে আপনার নিকট জ্ঞাত হইয়াছি। মহাত্মা বিষ্ণু বেদব্যাসরূপে যুগে যুগে যে প্রকারে বেদ বিভাগ করিয়াছেন এক্ষণে তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি॥ ১-২॥ পরন্তু হে ভগবন্ মহামুনে! কোন্ কোন্ যুগে কে কে বেদব্যাস হন এবং শাখা সকলের কয়প্রকার ভেদ, তাহা বলুন। পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! বেদরূপ বৃক্ষের সহস্র-প্রকার শাখা-ভেদপ্রযুক্ত সেই সমুদায় শাখার বিষয় বিস্তারিত রূপে বর্ণন করিতে অসমর্থ, অতএব সংক্ষেপে তাহার বিষয় শ্রবণ কর॥ ৪॥

হে মহামুনে! ব্যাসরূপী বিষ্ণু, প্রতি দ্বাপরযুগেই জগতের মঙ্গলের জন্য এক বেদ বহুভাগে বিভাগ করেন॥ ৫॥ তিনি মানবগণের বীর্য্য তেজ ও বলের অল্পতা দেখিয়া সর্ব্বভূতের হিতের জন্য বেদ বিভাগ করিয়া থাকেন॥ ৬ সেই প্রভু বিষ্ণু যে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া বেদ বিভাগ করেন, সেই মূর্ত্তির নামই বেদব্যাস॥ ৭॥ হে মুনে! যে যে মন্বন্তরে যিনি যিনি বেদব্যাস হইয়া যে প্রকারে বেদের শাখাভেদ করেন, তাহা আমার নিকটে শ্রবণ কর॥ ৮॥ এই বৈবস্বত মন্বন্তরে সকল দ্বাপর যুগেই মহর্ষিগণ পুনঃপুনঃ অর্থাৎ অষ্টাবিংশতিবার বেদ বিভাগ করিয়াছেন॥ ৯॥ হে সজ্জনশ্রেষ্ঠ! প্রতিদ্বাপরযুগে বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া যে অষ্টাবিংশতিসঙ্খ্যক বেদব্যাস অতীত হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলের পরিচয় বলিতেছি॥ ১০॥ এই মন্বন্তরের প্রথম দ্বাপরে ভগবান্ স্বয়ম্ভু স্বয়ং বেদ বিভাগ করেন। দ্বিতীয় দ্বাপরে প্রজাপতি মনু বেদব্যাস হন॥ ১১॥ এই প্রকার তৃতীয় দ্বাপরে উশনাঃ, চতুর্থে বৃহস্পতি, পঞ্চমে সবিতা, ষষ্ঠে মৃত্যু,॥ ১২॥ সপ্তমে ইন্দ্র, অষ্টমে বসিষ্ঠ, নবমে সারস্বত, দশমে ত্রিধামা॥ ১৩॥ একাদশে ত্রিবৃষা, দ্বাদশে ভরদ্বাজ, ত্রয়োদশে অন্তরীক্ষ, চতুর্দ্দশে বপ্রী॥ ১৪॥ পঞ্চদশে ত্রয্যারুণ, ষোড়শে ধনঞ্জয়, সপ্তদশে কৃতঞ্জয়, অষ্টাদশে ঋণজ্য॥ ১৫॥ উনবিংশে ভরদ্বাজ, বিংশে গৌতম, একবিংশে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হর্য্যাত্মা॥ ১৬॥ দ্বাবিংশে রাজশ্রবার কুলজাত বেণ, ত্রয়োবিংশে সোমশুষ্মার গোত্রীয় তৃণবিন্দু॥ ১৭॥ চতুর্ব্বিংশে ভার্গবান্বয় ঋক্ষ—যিনি বাল্মীকি বলিয়া অভিহিত হয়েন, পঞ্চবিংশে মৎপিতা শক্তি, ষড়্‌বিংশে আমি॥ ১৮॥ সপ্তবিংশে জাতুকর্ণ, অষ্টাবিংশে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। এই অষ্টাবিংশতি পুরাতন বেদব্যাস॥১৯॥

ইহারাই প্রত্যেক দ্বাপর যুগের প্রথমে এক বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করেন। মৎপুত্র কৃষ্ণদ্বৈপানাখ্য বেদব্যাস মুনি অতীত হইলে, ভবিষ্য দ্বাপর যুগে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা বেদব্যাস হইবেন॥ ২০॥ ওঁ এই একাক্ষরই ব্রহ্মস্বরূপে ব্যবস্থিত; এই ওঁকার, বেদের কারণ ও অপরিচ্ছিন্ন পুরাতন, এইজন্যই ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে॥ ২১॥ ভূর্লোক ভুবর্লোক ও স্বর্লোক, ইহারা প্রণবরূপ ব্রহ্মেতে নিয়ত অবস্থিতি করিতেছে। ওঙ্কার—ঋক্ যজু সাম ও অথর্ব্ব বেদস্বরূপ, এইহেতু ওঙ্কাররূপী ব্রহ্মকে নমস্কার॥ ২২॥ যিনি জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়ের কারণ, যিনি মহৎ হইতে ও মহৎ ও পরম গুহ্য, সেই ওঙ্কারস্বরূপ পরম ব্রহ্মকে নমস্কার করি॥ ২৩॥ তিনি আদ্যন্ত-শূন্য, তিনি অপার, তিনি জগতের সম্মোহন তমোগুণের আধার, তিনি সংপ্রকাশ (সত্ত্বগুণ) ও প্রবৃত্তি (রজোগুণ) দ্বারা পুরুষগণের ভোগ ও মোক্ষরূপ প্রয়োজন সাধিত করিতেছেন॥ ২৪॥ তিনি সাঙ্খ্যদর্শনজ্ঞ জনদিগের পরমনিষ্ঠা; অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়, যাহাদের সংযত, তিনি তাহাদিগের বিবেকজ্ঞানের হেতু। তিনি বহিরিন্দ্রিয়ের অপ্রাপ্য, তিনি বিনাশ-রহিত। তিনি সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াও পরিণামরহিত নিত্য ব্রহ্ম॥ ২৫॥ তিনি বিশ্বের আশ্রয় ও কারণ; তিনি আপনা হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ অন্য কেহই তাঁহার উৎপত্তির কারণ নাই। তিনি অতি নিভৃত প্রদেশে বিদ্যমান্; তিনি বিভাগ রহিত; তিনি দীপ্তিশালী, ক্ষয় শূন্য এবং বহুস্বরূপ॥ ২৬॥ পরমাত্ম-স্বরূপ বাসুদেবের প্রতিকৃতি সেই পরমব্রহ্মকে নিত্য নমস্কার॥ ২৭॥ এই ওঙ্কাররূপ ব্রহ্ম অভিন্ন হইয়াও গুণত্রয় বিভাগ দ্বারা তিন প্রকারে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। সেই প্রভু অভিন্ন ভাবে সর্ব্বভূতে অবস্থিতি করিতেছেন, তথাপি ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হন॥ ২৮॥ তিনি ঋক্‌বেদ সামবেদ ও যজুর্ব্বেদ স্বরূপ; তিনি ঋক্, যজুঃ ও সামবেদের সার স্বরূপ; তিনি শরীরিগণের আত্মাস্বরূপ॥ ২৯॥ তিনি একমাত্র বেদস্বরূপ, অথচ শাখাদিভেদে নানাভাগে বিভক্ত হইয়া থাকেন। তিনিই বেদকে বহু শাখায় বিভক্ত করেন। তিনিই বেদের শাখা রচয়িতা, তিনিই সমস্ত শাখাস্বরূপ। তিনি জ্ঞানস্বরূপ ভগবান এবং অনন্ত॥ ৩০॥

তৃতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ।

চতুর্থ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন, ঈশ্বর হইতে আবির্ভূত ঋক্ যজুঃ প্রভৃতি ভেদ-সমন্বিত বেদ, লক্ষ শ্লোক পরিমিত। এই বেদ হইতেই সর্ব্বপ্রকার অভিলাষ প্রদানকারী অগ্নিহোত্র প্রভৃতি দশ যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে॥ ১॥ তৎপরে অষ্টাবিংশতিতম দ্বাপর যুগে সেই চতুষ্পাদ বেদকে, একীভূত দেখিয়া মৎপুত্র ধীমান্ ব্যাসদেব, পূর্ব্বের ন্যায় পুনর্ব্বার চারিভাগে বিভাগ করেন। এই প্রকার অন্যান্য বেদব্যাসগণ, আমিও পূর্ব্বে বিভাগ করিয়াছিলাম॥ ২॥ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এইরূপেই সমস্ত চতুর্যুগে বেদ সকলের শাখা ভেদ হইয়াছে, তুমি অবগত হও॥ ৩॥ হে মৈত্রেয়। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে সাক্ষাৎ প্রভু নারায়ণ বলিয়া বিবেচনা করিবে॥ ৪॥ নারায়ণ ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি মহাভারত রচনা করিতে পারে॥ ৫॥ মৈত্রেয়! দ্বাপর যুগে আমার পুত্র মহাত্মা ব্যাস, যেরূপে বেদ বিভাগ করিয়াছেন, তাহা যথাযথ আমার নিকটে শ্রবণ কর॥ ৬॥ ব্রহ্মা বেদ-ব্যাসকে আজ্ঞা করিলে তিনি বেদ বিভাগ করিতে আরম্ভ করিয়া প্রথমতঃ বেদপারগ চারি জন শিষ্য গ্রহণ করিলেন॥ ৭॥ সেই মহামুনি,—পৌল, বৈশম্পায়ন, ও জৈমিনিকে, যথাক্রমে, ঋক্ যজুঃ ও সামবেদের শ্রাবক রূপ গ্রহণ করেন। অথর্ব্ববেদজ্ঞ সুমন্তুও সেই ধীমান্ বেদব্যাসের শিষ্য হইলেন॥ ৯॥ অনন্তর তিনি সূতজাতীয় মহাবুদ্ধি মহামুনি রোমহর্ষণকে ইতিহাস ও পুরাণপাঠের শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন॥ ১০॥ পূর্ব্বে যজু-র্ব্বেদ একপ্রকার ছিল। বেদব্যাস ঐ যজুঃপ্রধান বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করিলেন। তাহাতে চাতুর্হোত্র হইল। তিনি তদ্দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিলেন॥ ১১॥ এই চাতুর্হোত্রের মধ্যে যজুর্ব্বেদ দ্বারা অধ্বর্য্যব, ঋক্‌বেদ দ্বারা হোত্র, সামবেদ দ্বারা ঔদ্গাত্র ও অথর্ব্ববেদ দ্বারা মুনি বেদব্যাস ব্রহ্মত্ব সংস্থাপন করেন॥ ১২॥ তৎপরে তিনি ঋক্‌বেদ সকল উদ্ধার করিয়া ঋক্‌বেদ সংহিতা, যজুঃ সমুদায় উদ্ধার করিয়া যজুর্ব্বেদ সংহিতা, ও সাম সমুদায় উদ্ধার করিয়া সামবেদ সংহিতা রচনা করিলেন॥ ১৩॥ হে মৈত্রেয়! অথর্ব্ববেদ রাজগণের কর্ম্ম সমুদয় ও যথারীতি ব্রহ্মত্বের ব্যবস্থা

করিলেন ॥ ১৪ ॥ বেদব্যাস, এইরূপে মহাবেদ-বৃক্ষকে বিভক্ত করিলে, ওই বেদ সকল নানা বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়া কাননরূপে পরিগণিত হইল ॥ ১৫ ॥ হে বিপ্র ! অগ্রে পৈল নামক বেদব্যাস-শিষ্য ঋক্‌বেদরূপ বৃক্ষ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া, ইন্দ্রপ্রমতি ও বাস্কল নামক শিষ্যদ্বয়কে দুই সংহিতা অধ্যয়ন করাইলেন ॥১৬॥ হে দ্বিজ ! মহামুনি বাস্কলিও ঋক্‌বেদ সংহিতার প্রথম শাখা চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া বৌধ্য আদি শিষ্যগণকে অধ্যয়ন করাইলেন ॥১৭॥ বৌধ্য, আগ্নিমাঠর, যাজ্ঞবল্‌ক্য ও পরাশর নামক শিষ্য চতুষ্টয়ও উক্ত শাখার প্রতিশাখা অধ্যয়ন করিলেন ॥ ১৮ ॥ হে মৈত্রেয় ! ইন্দ্র প্রমতি যে সংহিতা অধ্যয়ন করেন, তিনি তাহার একাংশ স্বীয় তনয় মহাত্মা মাণ্ডুকেয়কে অধ্যয়ন করাইলেন ॥ ১৯ ॥ ইন্দ্র প্রমাতির শিষ্য-প্রশিষ্য হইতে তাহাদিগেরও শিষ্য-পুত্রাদিতে ঐ শাখা ক্রমশ বিস্তারিত হইল। এইরূপে শিষ্য প্রশিষ্যে বেদমিত্রনামক সাকল্প ও উক্ত সংহিতা অধ্যয়ন করিলেন ॥ ২০ ॥ পরে তিমি ঐ শাখা হইতে পাঁচখানি সংহিতা প্রণয়ন করিয়া পাঁচ জন শিষ্যকে অধ্যয়ন করাইলেন। ঐ পঞ্চ শিষ্যের নাম আমার নিকট শ্রবণ কর;—মুদ্গল, গালব, বাৎস, শালীয় ও শিশির। এই পাঁচ জন মহামুনিই বেদমিত্রের শিষ্য ॥ ২১-২২ ॥ ইন্দ্রপ্রমতির দ্বিতীয় শিষ্য শাকপূর্ণি অধীত ঋককে বিভক্ত করিয়া তিনখানি সংহিতা করিলেন। পরে তিনি একখানি নিরুক্তও প্রণয়ন করেন ॥ ২৩ ॥ ক্রোঞ্চ বেতালিক ও মহামতি বলাক,—এই তিন মহর্ষি উক্ত তিন খানি পাঠ করিলেন। যিনি নিরুক্ত অধ্যয়ন করেন, তিনি নিরুক্তকৃৎ নামে প্রথিত হইলেন ॥ ২৪ ॥ হে দ্বিজ ! এই নিরুক্তকৃৎ, বেদ ও বেদাঙ্গ সমূহে পারগ ছিলেন। এইরূপে বেদবৃক্ষের প্রতিশাখা হইতে অনুশাখা সকল উৎপন্ন হইল ॥২৪॥ হে দ্বিজ ! বাস্কলিও অপর তিনটী সংহিতা করিলেন ॥২৫॥ তিনি কালায়নি, গার্গ্য ও কথাজব নামক তিন জন শিষ্যকে ঐ তিন সংহিতা অধ্যয়ন করাইলেন। এইরূপে অনেক মহর্ষি কর্তৃক বহুপ্রকারে বেদের সংহিতা সকল প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

পঞ্চম অধ্যায়।

পরাশর বলিলেন,—মহামতি ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন, যজুর্বেদরূপ বৃক্ষের সপ্তবিংশতি শাখা প্রণয়ন করিলেন॥ ১॥ তিনি সেই সমুদায় শাখা বহু শিষ্যকে দিলেন। শিষ্যগণও অনুক্রমে উহা গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মরাত-পুত্র পরম ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ যাজ্ঞবল্ক্য নামা শিষ্য সর্ব্বদা গুরুসেবা-পরায়ণ ছিলেন॥ ২॥

হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে ঋষিগণ একদা সকলে একত্র হইয়া নিয়ম করিলেন যে, আমাদের এই মহামেরুস্থিত সমাজে অদ্য যিনি আসিবেন না, সেই ঋষি সপ্ত-রাত্রির পর ব্রহ্মহত্যা-পাতকে লিপ্ত হইবেন॥ ৩॥ সকল ঋষিই এই নিয়ম, পালন করেন; কিন্তু একা বৈশম্পায়ন ইহার ব্যতিক্রম করেন॥৪॥ পরে তিনি ঐ শাপক্রমে স্বকীয় ভাগিনেয় বালককে মাড়াইয়া বিনাশ করিলেন॥ ৫॥ তখন তিনি শিষ্যগণকে ডাকিয়া কহিলেন,—হে শিষ্যগণ! তোমরা সকলে আমার জন্য ব্রহ্মহত্যা-পাতক-বিনাশক ব্রত অনুষ্ঠান কর, বিচার করিও না॥ ৬॥ এই কথা শুনিয়া যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, ভগবন্! এই সকল ব্রাহ্মণ অধিক তেজস্বী নহেন, অতএব ইহাঁদিগকে বৃথা ক্লেশ দিবার প্রয়োজন নাই। আমিই একাকী এই ব্রতাচরণ করিব॥ ৭॥ মহামতি গুরু বৈশম্পায়ন এই কথা শ্রবণ করিয়া, রোষ-পূর্ব্বক যাজ্ঞবল্ক্যকে কহিলেন, অরে বিপ্রগণের অবমাননাকারিন্! তুমি আমার নিকটে যাহা অধ্যয়ন করিয়াছ, তাহা সমুদায় পরিত্যাগ কর॥ ৮॥ যে শিষ্য তুমি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ-গণকে নিস্তেজ বলিতেছ সেই আমার-আজ্ঞা-লঙ্ঘনকারী তোমার ন্যায় শিষ্যে আমার প্রয়োজন নাই॥ ৯॥ অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে দ্বিজ! আপনাতে ভক্তি আছে বলিয়া আমি আপনাকে ঈদৃশ বাক্য কহিয়াছি। আমারও আপনকার মত গুরুতে প্রয়োজন নাই। আপনকার নিকট আমি যাহা অধ্যয়ন করিয়াছি, এই গ্রহণ করুন॥ ১০॥

পরাশর কহিলেন, অনন্তর মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এই বলিয়া রুধিরাক্ত সাকার যজুর্বেদ উদ্গীরণ করিয়া দিলেন॥ ১১॥ তখন ব্রাহ্মণেরা তিত্তির পক্ষীরূপী হইয়া তাহা গ্রহণ করিলেন। এইজন্য উক্ত যজুর্বেদ-শাখা তৈত্তিরীয় নামে

অভিহিত হয়॥১২॥ হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যাঁহারা গুরুকর্তৃক আজ্ঞপ্ত হইয়া ব্রহ্মহত্যা পাপনাশক ব্রত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অবলম্বিত শাখা চরকাধ্বর্য্যু নামে বিখ্যাত হইল॥১৩॥ হে মৈত্রেয়! অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য যজুর্বেদ পাইবার অভিলাষে প্রাণায়াম পরায়ণ হইয়া দিবাকরের স্তুতি করিতে লাগিলেন॥১৪॥ যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, মোক্ষের দ্বারস্বরূপ শুভ্রদীপ্ত সবিতাকে নমস্কার। বেদ যাঁহার তেজঃস্বরূপ, সেই ঋক্ যজুঃ ও সামময় সবিতাকে নমস্কার॥১৫॥ যিনি অগ্নীষোমীয় যজ্ঞমূর্ত্তি এবং জগতের কারণস্বরূপ, যিনি সুষুম্ননামক মহৎ তেজ ধারণ করেন, সেই ভাস্করকে নমস্কার॥১৬॥ সেই কলাকাষ্ঠা নিমেষাদির জ্ঞান, কারণ, ধ্যেয়, বিষ্ণুস্বরূপ, পরমাক্ষররূপী দিবাকরকে নমস্কার॥১৭॥ যিনি নিজ কিরণ দ্বারা চন্দ্রকে পরিবর্দ্ধিত করতঃ সুধারূপ অমৃত দ্বারা পিতৃগণের পরিতুষ্টি করেন, সেই পরিতৃপ্তাত্মা সূর্য্যকে নমস্কার॥১৮॥ যিনি যথাসময়ে হিম, বৃষ্টি ও গ্রীষ্ম বিতরণ করেন, ও সমুদায় সংহার করিয়া থাকেন, সেই ত্রিকালস্বরূপ বিধাতা প্রভু সূর্য্যকে নমস্কার॥১৯॥ যিনি একাকী এই জগতের তিমিরসমূহ দূর করেন, যিনি সত্বগুণের আধার ও জগতের অধিপতি, সেই দেব দিবাকরকে নমস্কার॥২০॥ যিনি উদিত না হইলে জনসমূহ সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারে না, জলও শৌচের কারণ হয় না, সেই দেব দিবাকরকে নমস্কার॥২১॥ মানবগণ যাঁহার অংশু দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া ক্রিয়ানুষ্ঠানের যোগ্য হয়, পবিত্রতার কারণ শুদ্ধ-স্বভাব, সেই দিবাকরকে নমস্কার॥২২॥ সবিতাকে নমস্কার, সূর্য্যকে নমস্কার, ভাস্করকে নমস্কার, বিবস্বান্‌কে নমস্কার, দেবগণের আদিভূত আদিত্যকে নমস্কার॥২৩॥ যাঁহার চক্ষুঃ সমুদায় ভুবন অবলোকন করিতেছে, যাঁহার রথ হিরণ্ময়, অমৃতাহারী বেদময় অশ্বগণ যাঁহাকে বহন করিতেছে, সেই সূর্য্যকে নমস্কার॥২৪॥

পরাশর কহিলেন,—যাজ্ঞবল্ক্য, এই প্রকারে স্তব করিলে পর, সূর্য্য, অশ্বরূপ ধারণ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে কহিলেন,—"তোমার অভিলাষানুরূপ বর প্রার্থনা কর"॥২৫॥ তখন যাজ্ঞবল্ক্য দিবাকরকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, আমার গুরুও যাহা জানেন্ না, ঈদৃশ যজুর্ব্বেদ আমাকে দান করুন্॥২৬॥ পরাশর কহিলেন;—যাজ্ঞবল্ক্য প্রার্থনা করিলে, ভগবান্ সূর্য্য, যাহা যাজ্ঞবল্ক্য-গুরু বৈশম্পায়নও জানেন না, তাদৃশ অযাত-

যাম নামক যজুর্ব্বেদ তাঁহাকে দান করিলেন ॥ ২৭ ॥ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যে সকল ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক এই অযাত-যাম নামক যজুর্ব্বেদ অধীত হয় তাঁহারা বাজিরূপ সূর্য্য-প্রোক্ত সংহিতাধ্যয়নকারী বলিয়া বাজিশব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন, কারণ এই বেদ দান কালে, ভগবান্ সূর্য্য স্বয়ং বাজিরূপ ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥ মহাভাগ! এই বাজি-প্রোক্ত যজুর্ব্বেদের কাণ্বপ্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চদশ শাখা আছে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যই ঐ শাখা সকলের প্রবর্ত্তক ॥ ২৯ ॥

পঞ্চম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—মৈত্রেয়! ব্যাস-শিষ্য সেই জৈমিনি, যে প্রকারে সামবেদরূপ বৃক্ষের শাখা সকলের বিভাগ করিয়াছেন, তাহা আমার নিকটে শ্রবণ কর ॥ ১ ॥ জৈমিনির সুমন্ত নামে এক পুত্র ও সুকর্ম্মা নামে এক পৌত্র ছিলেন। এই মহামুনি দ্বয় জৈমিনি সকাশে এক এক সামবেদ শাখা অধ্যয়ন করিলেন। সুমন্ত ও তৎপুত্র সুকর্ম্মা ঐ শাখা দ্বয়কে সহস্র প্রকার সংহিতায় বিভাগ করিলেন হে দ্বিজোত্তম! পরে সুমন্ত পুত্র সুকর্ম্মার শিষ্যদ্বয়, মহামতি কৌশল্য, হিরণ্যনাভ ও পৌষ্পিঞ্জি, ঐ সহস্র প্রকার সংহিতা অধ্যয়ন করিলেন ॥ ২ ॥ হিরণ্যনাভের পঞ্চদশসংখ্য শিষ্য ছিলেন। এই পঞ্চদশ শিষ্য হইতে পঞ্চদশ সংহিতা হইয়াছে। ইহাঁরা উদীচ্যসামগ নামে বিখ্যাত ॥ ২—৪ ॥ এইরূপ ঐ হিরণ্যনাভের আরও পঞ্চদশ শিষ্য ছিলেন। ঐ শিষ্যেরাও পঞ্চদশ সংহিতা অধ্যয়ন করেন। পণ্ডিতেরা এই পঞ্চদশ শিষ্যকে প্রাচ্য-সামগ বলিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥ লোকাক্ষি, কুথুমি, কুসীদি ও লাঙ্গলি, ইহাঁরা পৌষ্পিঞ্জির শিষ্য। ইহাঁদের হইতে ভিন্ন ভিন্ন অনেক সংহিতা হইয়াছে ॥ ৬ ॥ কৃতি নামে হিরণ্যনাভের এক জন মহাবুদ্ধিমান্ শিষ্য, চতুর্ব্বিংশতি শিষ্যকে চতুর্ব্বিংশতি সংহিতা অধ্যয়ন করান ॥ ৭ ॥ কৃতির এই সকল শিষ্যগণও সামবেদের অনেক শাখার বিস্তার করেন ॥ ৮ ॥ এক্ষণে অথর্ব্ববেদের শাখা

সকল বলিতেছি॥ ৯॥ অমিতদ্যুতি মুনি সুমন্ত, কবন্ধনামক শিষ্যকে অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করাইলেন। কবন্ধও অথর্ব্ববেদকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, দেবদর্শ ও পথ্য নামক দুই জন শিষ্যকে অধ্যয়ন করান॥ ১০॥ মৌদ্গা, ব্রহ্মবলি, শৌক্তায়নি ও পিপ্‌পলাদ, ইহাঁরা দেবদর্শের শিষ্য॥ ১১॥ পথ্যের তিন জন শিষ্য—জাজলি, কুমুদাদি ও শৌনক॥ ১২॥ তন্মধ্যে শৌনক আপনার অধীত সংহিতা দুই ভাগ করিয়া, একটী শাখা বভ্রুকে ও একটী শাখা সৈন্ধবায়নকে পাঠ করান॥ ১৩॥ সৈন্ধব ও মুঞ্জকেশ স্ব স্ব সংহিতা দুই দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। নক্ষত্রকল্প, বেদকল্প, সংহিতা-কল্প, আঙ্গিরসকল্প ও শান্তিকল্প; এই পাঁচ ভাগ সংহিত, সকলের বিকল্পক ও অথর্ব্ববেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ॥ ১৪—১৫॥ তৎপরে পুরাণার্থ-বিশারদ ভগবান্ বেদব্যাস, আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্পশুদ্ধির সহিত, পুরাণ-সংহিতা রচনা করিলেন॥ ১৬॥ বেদব্যাসের সূতজাতীয় লোমহর্ষণ নামে বিখ্যাত অপর একজন শিষ্য ছিলেন। মহামুনি ব্যাস, তাঁহাকে পুরাণ-সংহিতা অধ্যয়ন করাইলেন॥ ১৭॥ লোমহর্ষণের ছয় জন শিষ্য। তাঁহাদের নাম—সুমতি, অগ্নিবর্চ্চা, মিত্রয়ু, শাংশপায়ন, অকৃতব্রণ ও সাবর্ণি॥ ১৮॥ কাশ্যপ-বংশীয় অকৃতব্রণ, সাবর্ণি ও শাংশপায়ন, ইহাঁরা রোমহর্ষণ হইতে অধীত মূল সংহিতা অবলম্বনে, প্রত্যেকে এক একখানি পুরাণসংহিতা রচনা করেন॥ ১৯॥ হে মুনে! ঐ চারি সংহিতার সার-গ্রহণ করিয়া আমি এই বিষ্ণুপুরাণসংহিতা রচনা করিয়াছি॥ ২০॥

ব্রাহ্মপুরাণ, সমুদায় পুরাণের আদি বলিয়া কীর্ত্তিত। পুরাণবিৎ ব্যক্তিরা বলেন, পুরাণ সকল অষ্টাদশ সংখ্যায় বিভক্ত॥ ২১॥ তন্মধ্যে প্রথম ব্রাহ্মপুরাণ, দ্বিতীয় পদ্মপুরাণ, তৃতীয় বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থ শিবপুরাণ, পঞ্চম ভাগবতপুরাণ, ষষ্ঠ নারদীয়পুরাণ, সপ্তম মার্কণ্ডেয়পুরাণ, অষ্টম অগ্নিপুরাণ, নবম ভবিষ্যপুরাণ॥ ২২॥ দশম ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, একাদশ লিঙ্গপুরাণ, দ্বাদশ বরাহপুরাণ, ত্রয়োদশ স্কন্দপুরাণ॥২৩॥ চতুর্দ্দশ বামন-পুরাণ, পঞ্চদশ কূর্ম্মপুরাণ, ষোড়শ মৎস্যপুরাণ, সপ্তদশ গরুড়পুরাণ, অষ্টাদশ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ॥ ২৪॥ এই সকল পুরাণেই সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত, এই পঞ্চ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে॥ ২॥ হে মৈত্রেয়! এই আমি

তোমার নিকট যে পুরাণ বলিতেছি, ইহার নাম বিষ্ণুপুরাণ। ইহা পদ্মপুরাণের শেষে রচিত হইয়াছে ॥ ২৬ ॥ হে সত্তম। এই বিষ্ণুপুরাণে সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ ও মন্বন্তর প্রভৃতি সকল ভাগেই ভগবান্ বিষ্ণুর মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে ॥ ২৭ ॥ চারি বেদ, ছয় বেদাঙ্গ, মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র, এই চতুর্দ্দশ প্রকার বিদ্যা ॥ ২৮ ॥ আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ অর্থাৎ সঙ্গীতবিদ্যা, অর্থশাস্ত্র অর্থাৎ নীতিশাস্ত্র, এই বিদ্যা-চতুষ্টয় মিলাইয়া অষ্টাদশ বিদ্যা হয় ॥ ২৯ ॥ ঋষি-প্রধান তিন প্রকার; প্রথম ব্রহ্মর্ষি, দ্বিতীয় দেবর্ষি, তৃতীয় রাজর্ষি। ৩০ ॥

এই তোমার নিকট বেদের শাখা, সংখ্যা, শাখাভেদ, শাখাকর্ত্তা ও শাখাভেদের কারণ বলিলাম॥ ৩১ ॥ প্রত্যেক মন্বন্তরেই এইরূপে বেদের শাখাভেদ হয়। প্রাজাপত্য, শ্রুতি অর্থাৎ সৃষ্টির প্রাক্কালে, প্রজাপতি ব্রহ্মা যাহা প্রকাশ করেন, তাহা নিত্য। এই সমুদায় শাখাদিভেদ তাহার বিকল্পমাত্র ॥৩২ হে মৈত্রেয়! তুমি বেদসম্বন্ধে আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তৎসমুদায় বলিলাম, এক্ষণে তোমাকে আর কি বলিব? ॥ ৩৩ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

সপ্তম অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে দ্বিজ! আমি আপনকার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, আপনি তাহা সকলই যথাযথরূপে বলিয়াছেন। এক্ষণে আমি একটী বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি তাহা বলুন্॥ ১ ॥ হে মহামুনে! সপ্তদ্বীপ, পাতালবীথি সপ্তলোক প্রভৃতি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত সকল স্থানই সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম, স্থূল ও স্থূলতর জীবগণ দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছে ॥ ২।৩॥ মুনিশ্রেষ্ঠ! এমন যবোদর প্রমাণ স্থানও দেখা যায় না, যেখানে স্বকীয় ভাগ্যের ফলভোগার্থ জীবগণ বিচরণ না করিতেছে ॥ ৪ ॥ ভগবন্! আয়ুঃশেষ হইলে সকল জীবগণই যমের বশ হয়, ও পরে যমের আদেশে নরকে অশেষবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥ অনন্তর, পাপভোগ শেষ হইলে তাহারা দেবাদি শরীর গ্রহণ করে। শাস্ত্রের ইহাই নিশ্চয়। মনুষ্যগণ

যে, কিপ্রকার কর্ম্ম করিলে আর যমের অধীন হয় না; আমি সেই কর্ম্ম জানিতে ইচ্ছুক, আপনি শীঘ্র বলুন॥ ৭॥

পরাশর কহিলেন,—মুনে! মহাত্মা নকুল, পিতামহ ভীষ্মের নিকট এই বিষয় প্রশ্ন করেন। তদুত্তরে ভীষ্ম যাহা বলেন, তাহা আমার নিকটে শ্রবণ কর॥ ৮॥ ভীষ্ম কহিলেন,—বৎস! কলিঙ্গ দেশোদ্ভব আমার সখা একজন ব্রাহ্মণ, একদিন আমার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, আমি কোন জাতিস্মর মুনিকে জিজ্ঞাসা করাতে॥ ৯॥ তিনি বলিলেন, ইহা বর্ত্তমানে এইরূপ আছে, ভবিষ্যৎকালে এইরূপ হইবে। বৎস নকুল! সেই জ্ঞানী ব্যক্তি যাহা বলিলেন, তাহাই হইল॥ ১০॥ আমি শ্রদ্ধাযুক্ত অন্তঃকরণে পুনর্ব্বার সেই কলিঙ্গ দেশোদ্ভব ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি জাতীস্মরোক্ত যে সকল কথা আমাকে বলিলেন,তাহা সকলেই অব্যভি-চারী (অর্থাৎ সম্পূর্ণ সত্য)॥ ১১॥ এক্ষণে তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, একদা আমি ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে সেই কালিঙ্গক ব্রাহ্মণ, জাতিস্মর মুনির বাক্য স্মরণ পূর্ব্বক বলিলেন॥ ১২॥ পূর্ব্বে যম ও যমকিঙ্করের পরস্পর যে অত্যন্ত গোপনীয় কথোপকথন হইয়াছিল, সেই বিষয় জাতিস্মর ব্রাহ্মণ আমার কাছে বলেন। এক্ষণে আমি তাহা বলিতেছি॥ ১৩॥ কালিঙ্গ কহিলেন, পাশহস্ত স্বীয় দূতকে দেখিয়া যম তাহার কর্ণমূলে কহিলেন, মধুসূদনের শরণাগত ব্যক্তিগণকে পরিত্যাগ করিও যেহেতু আমি বৈষ্ণব ভিন্ন অন্য সকল জীবের প্রভু॥ ১৪॥ দেবগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত বিধাতা, লোকের পাপ-পুণ্য-বিচারের জন্য 'যম' এই নাম দিয়া আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। আমি গুরু স্বরূপ হরির অধীন কিন্তু স্বাধীন নহি, যেহেতু হরি আমারও দণ্ডবিধান করিতে সমর্থ॥ ১৫॥ সুবর্ণ যেমন একরূপ হইয়াও বলয় মুকুট কর্ণভূষণ প্রভৃতি অলঙ্কারভেদে নানারূপে নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই প্রকার একমাত্র হরি, দেব, মনুষ্য, পশু প্রভৃতি নানাপ্রকার কাল্পনিক রূপভেদে বহু-রূপে কীর্ত্তিত॥ ১৬॥ বায়ুর স্বপ্রকৃতিতে যখন তিরোভাব হয়, সেই সময় যে প্রকার পার্থিব ও জলীয় পরমাণু সমষ্টি পৃথিবী মাত্রাদিতে মিশিয়া যায়, সেইরূপ গুণ ক্ষোভজনিত সুরাসুর মনুজাদিও প্রলয় কালে সেই সর্ব্বগুণ প্রভু সনাতন বিষ্ণুতেই বিলীন হয়॥ ১৬॥ দেবগণ যাঁহার পাদপদ্ম পূজা

করিয়া থাকেন, সেই হরিকে যিনি সকল বস্তুর আত্মা ভাবিয়া নমস্কার করেন, সেই অপগত পাপ পুরুষকে, ঘৃতাহুতি দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় স্পর্শ করিও না, দূর হইতে সরিয়া যাইও॥ ১৮॥ পাশহস্ত যমদূত ধর্ম্মরাজ যমের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিল, বিভো! কিরূপে কোনপ্রকার ব্যক্তি হরির ভক্ত হন তাহা বলুন॥ ১৯॥ যম কহিলেন,—যিনি নিজ বর্ণের ধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হন, যিনি নিজ সুহৃদ্বর্গে ও বিপক্ষ পক্ষে সমভাবে দেখিয়া থাকেন; যিনি পরদ্রব্য অপহরণ করেন না, কোন জীব হিংসা করেন না, যাঁহার অন্তঃকরণ রাগাদি শূন্য ও অতি নির্ম্মল, তাঁহাকেই বিষ্ণুভক্ত বলিয়া জানিবে॥ ২০॥ যাঁহার নির্ম্মল অন্তঃকরণ কলিকলুষ দ্বারা সমল না হয়, যিনি মোহশূন্য হৃদয়ে সর্ব্বদা জনার্দ্দনকে চিন্তা করেন, তাঁহাকেই হরির পরম ভক্ত বলিয়া জানিবে॥ ২১॥ যিনি নির্জ্জনে পরস্ব সুবর্ণ দেখিয়াও তৃণের ন্যায় বুঝিয়া উপেক্ষা করেন, যিনি অন্য চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভগবানের চিন্তা করেন, সেই পুরুষ প্রধানকে বিষ্ণুভক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে॥ ২২॥ স্ফটিক গিরির ন্যায় নির্ম্মল বিষ্ণু বা কোথায় ও মনুষ্যের মাৎসর্য্যাদি দোষ কলুষিত হৃদয়ই বা কোথায়, এ উভয়ের অনেক অন্তর। চন্দ্র কিরণ-সমূহে কখনই হুতাশন দীপ্তি জাত উগ্রতা থাকেন। অর্থাৎ রাগদ্বেশাদি-যুক্ত মনুষ্য কখনই হরিকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে না, সুতরাং বিষ্ণুভক্তই হইতে পারে না॥ ২৩॥ যে ব্যক্তি নির্ম্মল-চিত্ত, মাৎসর্য্য-রহিত, প্রশান্ত, বিশুদ্ধচরিত, সকল জীবেরই মিত্র, প্রিয়বাদী ও হিতবাদী, এবং অভিমান ও মায়া রহিত, তাঁহার হৃদয়েই বাসুদেব বাস করেন॥ ২৪॥ সেই সনাতন বিষ্ণু হৃদয়ে বাস করিলে, মনুষ্য সকল লোকেরই প্রিয়দর্শন হয়। রমণীয় নবীন বৃক্ষ দেখিলেই লোকে বুঝিয়া থাকে যে, ইহার অভ্যন্তরে রমণীয় পার্থিব রস আছে॥২৫॥ হে দূত! যম ও নিয়ম দ্বারা যাঁহাদের পাপরাশি দূর হইয়াছে, যাঁহাদের হৃদয় সর্ব্বদা অচ্যুতেই আসক্ত থাকে, যাঁহাদের অভিমান, অহঙ্কার ও মাৎসর্য্য নাই, এবম্বিধ মনুষ্যকে দেখিয়া দূর হইতেই পলায়ন করিও॥ ২৬॥ শঙ্খখড়্গ গদাধারী অব্যয়াত্মা ভগবান্ হরি যদি হৃদয়ে বাস করেন, তাহা হইলে সকল পাপই পাপবিনাশী ভগবান্ দ্বারা নষ্ট হয়, কারণ সূর্য্য থাকিতে কখন

অন্ধকার থাকিতে পারে না ॥ ২৭ ॥ যিনি পরধন হরণ করেন, যিনি অন্য গণের হিংসা করেন, যিনি মিথ্যা বাক্য ব্যবহার করেন, যিনি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করেন, যাঁহার মন নির্ম্মল নহে, অমঙ্গল কার্য্যে যাঁহার হৃদয় আসক্ত হইয়াছে,—ঈদৃশ ব্যক্তির হৃদয়ে ভগবান বাস করেন না ॥ ২৮ ॥ যিনি পরের ঐশ্বর্য্য সহ্য করিতে পারেন না, যাঁহার মতি কলুষিত, যিনি সাধুদিগের নিন্দা করেন, যে অসাধু, যিনি যাগ করেন না, সাধুকে দান করেন না,—ঈদৃশ অধম ব্যক্তির হৃদয়ে জনার্দ্দন বাস করেন না ॥ ২৯ ॥ যে ব্যক্তি প্রিয়-সুহৃদের নিকট, বন্ধুর নিকট, স্ত্রীর নিকট, পুত্র বা কন্যার নিকট, পিতামাতার নিকট, ভৃত্য সকলের নিকট, শঠতা অবলম্বন করিয়া অর্থতৃষ্ণা করে, সেই অধম স্বভাব ব্যক্তি, বিষ্ণুভক্ত নহে, জানিবে ॥ ৩০ ॥ যে ব্যক্তির মন গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকে, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, যে ব্যক্তি দীর্ঘকাল অতি নীচসংসর্গে মত্ত থাকে, যে ব্যক্তি নিয়ত পাপরাশিতেই লিপ্ত হইতে যত্ন করে,—সেই পুরুষ-পশু, বাসুদেবের ভক্ত নয় ॥ ৩১ ॥ ভগবান্ বাসুদেব পরমপুরুষ পরমেশ্বর এবং এক, অর্থাৎ তাঁহার সদৃশ আর কেহই নাই, এই সকল জগৎ এবং আমিও, বাসুদেব ভিন্ন নহি। হৃদয়স্থিত সেই অনন্ত-দেবের প্রতি যাহার এইরূপ অচলমতি হয়, ঈদৃশ জনকে দূর হইতেই পরি-হার করিবে ॥ ৩২ ॥ হে কমলনয়ন! হে বাসুদেব! হে বিষ্ণো! হে ধরণী-ধর! হে অচ্যুত! হে শঙ্খচক্রপাণে! আমার আশ্রয় হও; যে সকল ব্যক্তি এইরূপ বাক্য বলেন, সেই পাপ-রহিত ব্যক্তিগণের দূর হইতেই পলায়ন করিও ॥ ৩৩ ॥ যে পুরুষশ্রেষ্ঠের অন্তঃকরণে সেই অব্যয় হরি বাস করেন, সেই পুরুষ যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত করিবেন, ততদূর পর্য্যন্ত বিষ্ণুচক্র-প্রভাবে তোমার ও আমার বলবীর্য্য বিনষ্ট হইবে, সুতরাং তুমি বা আমি ঈদৃশ পুণ্যাত্মার নিকটেও গমন করিতে পারি না, তিনি বৈকুণ্ঠধামে বাস করিবার যোগ্য ॥ ৩৪ ॥

কালিঙ্গ কহিলেন,—হে কুরুবর! দেব রবিতনয় ধর্ম্মরাজ, নিজ দূতকে এইরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন। সেই জাতিস্মর মুনি আমাকে ঐ কথা বলিয়া-ছেন। এক্ষণে আমি তোমার নিকট ইহা কহিলাম ॥ ৩৫ ॥ ভীষ্ম কহিলেন,—হে নকুল! পূর্ব্বে কলিঙ্গদেশ হইতে অভ্যাগত সুমহাত্মা ব্রাহ্মণ

করিয়া থাকেন ...গ্না আমাকে এই বিষয় বলিয়াছেন॥ ৩৬॥ বৎস! অধুনা আমি সেই অ... ...েই বৃত্তান্ত যথারীতি তোমার নিকট কহিলাম। এই সংসার-সাগরে বিষ্ণু ব্যতীত আর পরিত্রাণ নাই॥ ৩৭॥ যাঁহার হৃদয়, সকল সময়ই কেশব-প্রিয় রহিয়াছে, তাঁহার যম, যম-কিঙ্কর, যম-দণ্ড, যম-পাশ বা যম-যাতনার ভয় নাই॥ ৩৮॥ পরাশর কহিলেন,—এই নকুল-প্রশ্ন-প্রসঙ্গে, ভীষ্মকীর্ত্তিত, যমগীতা তোমার নিকট বলিলাম, এক্ষণে আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর॥৩৯॥

সপ্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

অষ্টম অধ্যায়।

মৈত্রেয় বলিলেন,—হে ভগবন্! যাঁহারা সংসারকে জয় করিতে বাসনা করেন, তাঁহারা কিরূপে ভগবান্ দেব জগন্নাথ বিষ্ণুর আরাধনা করেন॥ ১॥ এবং হে মহামুনে! ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া, মনুষ্যগণ কোন্ ফল লাভ করেন, তাহাও আপনকার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি॥ ২॥

পরাশর কহিলেন,—তুমি যে কথা জিজ্ঞাসা করিলে, পূর্ব্বে মহাত্মা সগর কর্ত্তৃক এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া ঔর্ব্ব যাহা প্রত্যুত্তর দেন, আমি বলি শ্রবণ কর॥ ৩॥ হে মুনিসত্তম! সগর ভৃগুবংশীয় ঔর্ব্বকে প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করেন, যে কি উপায়ে বিষ্ণুর আরাধনা হইতে পারে?॥ ৪। এবং বিষ্ণুর আরাধনা করিলে মনুষ্যগণের কি ফল হয়? হে মৈত্রেয়! ঔর্ব্ব এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া যে উত্তর প্রদান করেন, তাহা শ্রবণ কর॥ ৫। ঔর্ব্ব কহিলেন, বিষ্ণুর আরাধনা করিলে ভূমিসম্বন্ধি সমুদায় মনোরথ সফল হয়, স্বর্গ ও ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্তি হয় এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নির্ব্বাণ-মুক্তিও পাওয়া যায়॥ ৬॥ হে রাজেন্দ্র! যে যে ফল যে পরিমাণে ইচ্ছা করা যায়, তাহা অল্পই হউক্, আর অধিকই হউক, অচ্যুতের আরাধনা করিলে নিশ্চয়ই পাওয়া যায়॥ ৭॥ ভূপতে! কিরূপে বিষ্ণুর আরাধনা করিতে হয়? এই কথা যে তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ, সেই সম্বন্ধে আমি তোমাকে সকল বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর॥৮॥ স্বকীয় বর্ণোক্ত আচার সমূহের অনুষ্ঠানপর হইলেই, পুরুষ বিষ্ণুর আরাধনা

করিতে সমর্থ হন, যেহেতু স্বস্ব-বর্ণ-সম্মত, আচার-অনুষ্ঠান ভিন্ন অন্য কোন পথই বিষ্ণুর তোষজনক নহে॥ ৯॥ হে নৃপ! বিধি অনুসারে যজ্ঞ করিলেই বিষ্ণুর যজন হয়, বিধিপূর্ব্বক জপ করিলেই বিষ্ণুরই জপ হয়, অন্য কোন প্রাণিরও হিংসা করিলে বিষ্ণুর হিংসা করা হয়, কারণ সেই বিষ্ণু সর্ব্বভূতময়॥ ১০॥ অতএব সদাচারযুক্ত হইয়া স্ব স্ব বর্ণোচিত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই, ভগবান্ জনার্দ্দনের আরাধনা করা হয়॥ ১১॥ হে ধরণীপতে! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র ইহাঁরা স্ব স্ব ধর্ম্মে রত থাকিলেই ইহাঁদের বিষ্ণুর আরাধনা করা হয়, ইহা নিশ্চয়॥ ১২॥ যিনি সমক্ষে বা পরোক্ষে পরনিন্দা বা শঠতাচরণ বা মিথ্যা কথা ব্যবহার করেন না, যিনি এমন কোন কার্য্যই না করেন যে, তদ্দ্বারা কোন জীবের উদ্বেগ হইতে পারে, তাঁহার উপরই ভগবান্ বিষ্ণু সন্তুষ্ট হন॥ ১৩॥ হে রাজন্! যিনি পরপত্নী-হরণে, পরদ্রব্য-গ্রহণে বা পরহিংসা-করণে মতি না করেন, তিনিই ভগবান বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন॥ ১৪॥ যিনি কোন জীবকে বা উদ্ভিদ্‌কে বিনষ্ট বা প্রহার না করেন, সেই পুরুষই ভগবান্ বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন॥ ১৫॥ যিনি দেবতা ব্রাহ্মণ ও গুরুর সেবাতে সর্ব্বদা উদ্‌যোগী থাকেন, হে নরেশ্বর! তিনিই ভগবান বিষ্ণুর পরিতোষ করিতে পারেন; তাঁহার প্রতিই ভগবান্ বিষ্ণু পরিতুষ্ট হন॥ ১৬॥ যিনি সর্ব্বভূতেরই স্বকীয় পুত্রের ন্যায় মঙ্গল কামনা করেন, তিনি সুখে হরির সন্তোষ জন্মাইতে পারেন॥ ১৭॥ হে রাজন্! যাঁহার মন হৃদয় রাগাদি দোষে দূষিত নহে, সেই বিশুদ্ধচিত্ত মনুষ্যের উপর বিষ্ণু সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট থাকেন॥ ১৮॥ হে নৃপ! শাস্ত্রে যে সমুদায় বর্ণাশ্রমের ধর্ম্ম উক্ত আছে, যে ব্যক্তি তাহাতে প্রবৃত্ত থাকেন, সেই ব্যক্তিই বিষ্ণুর আরাধনা করিতে পারেন, ইহা নিশ্চয়॥ ১৯॥ সগর কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে আমি আশ্রমধর্ম্ম ও বর্ণধর্ম্ম সকল শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, সেই সমুদায় বলুন॥ ২০॥ ঔর্ব্ব কহিলেন,—আমি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রদিগের ধর্ম্ম যথাক্রমে বলিতেছি, তুমি একাগ্রমনা হইয়া শ্রবণ কর॥ ২১॥ ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য এই যে, দান করিবে, যজ্ঞদ্বারা দেবতার আরাধনা করিতে থাকিবে, বেদাদি অধ্যয়ন করিবে, নিত্য স্নান-তর্পণাদি কর্ম্মে রত থাকিবে এবং অগ্নি পরিগ্রহ করিবে॥ ২২॥ ব্রাহ্মণ

জীবিকার নিমিত্ত অন্য ব্রাহ্মণাদির যাজন করিবে, ও অধ্যয়ন করাইবে, বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, বা গুরুদক্ষিণার সময় উপস্থিত হইলে ন্যায়ানুসারে প্রতিগ্রহ করিবে ॥ ২৩ ॥ ব্রাহ্মণ সর্ব্বপ্রাণির হিতসাধন করিবে, কখন কাহারো অনিষ্ট করিবে না, কারণ সর্ব্বপ্রাণির প্রতি মৈত্রীই ব্রাহ্মণের উত্তম ধন ॥ ২৪ ॥ ব্রাহ্মণ পরকীয় রত্নকে প্রস্তর তুল্য বিবেচনা করিবে! হে রাজন! ঋতুকালে পত্নীগমন করাও ব্রাহ্মণের প্রশস্ত কর্ম্ম ॥ ২৫ ॥ ক্ষত্রিয় ইচ্ছানুসারে ব্রাহ্মণকে দান করিবে, বিবিধ যজ্ঞ দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করিবে এবং অধ্যয়ন করিবে ॥ ২৬ ॥ শস্ত্রধারণ করা ও পৃথিবী রক্ষা করাই ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ জীবিকা। ইহার মধ্যে পৃথিবী-পালন করাই প্রথম কল্প ॥ ২৭ ॥ ক্ষত্রিয় পৃথিবী-পালন দ্বারাই কৃতকৃত্য হন, যেহেতু পৃথিবীতে সম্পন্ন যজ্ঞাদি কর্ম্মের অংশ ভূপতিগণ প্রাপ্ত হন।২॥ বর্ণস্থিতি-সম্পাদক রাজা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন দ্বারা আপনার অভীষ্ট-লোক প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২৯ ॥ হে মনুজেশ্বর! লোকপিতামহ ব্রহ্মা বৈশ্যজাতির এইরূপ জীবিকা স্থির করিয়াছেন যে, তাহারা পশুপালন করিবে, বাণিজ্য করিবে ও কৃষিকর্ম্ম করিবে ॥ ৩০ ॥ অধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, এই তিন প্রকারও বৈশ্যের প্রশস্ত ধর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত তাহারা অন্যান্য নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপও করিবে ॥ ৩১ ॥ শূদ্রের কর্ত্তব্য এই যে, দ্বিজগণের সেবা করিবে, দ্বিজগণের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য কর্ম্মাচরণ করিবে, তদ্দ্বারা আত্ম-পোষণ হইবে, যদি পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মদ্বারা আত্মপোষণ না হয়, তবে বাণিজ্য দ্বারা বা কারুকরের ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে ॥ ৩২ ॥ এতদ্ব্যতীত শূদ্রেরা দ্বিজসেবার্জ্জিতধন দ্বারা বৈশ্বদেব নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে, দানাদি সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিবে এবং পিতৃশ্রাদ্ধাদি করিয়া নৈমিত্তিক ক্রিয়াসমূহ করিতে প্রবৃত্ত হইবে ॥ ৩৩ ॥ ভৃত্যাদির ভরণের জন্য সকল বর্ণেরই অর্থোপার্জ্জন করা এবং ঋতুকালে স্বস্ত্রীতে গমন করা কর্ত্তব্য ॥ ৩৪ ॥ সমস্ত প্রাণীর প্রতি দয়া, ক্লেশসহিষ্ণুতা, অভিমানশূন্যতা, সত্য, বাহ্যশুদ্ধি ও অন্তঃশুদ্ধি পরিমিত পরিশ্রম মঙ্গল, প্রিয়বাদিতা মৈত্রী, অস্পৃহা অকার্পণ্য, অনসূয়া, হে রাজন্! এই সমুদায় সমস্ত বর্ণেরই গুণ বলিয়া অভিহিত ও সাধারণ লক্ষণ ॥ ৩৫। ৩৬ ॥

অতঃপর ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চতুর্বর্ণের আপদ্ধর্ম্ম অর্থাৎ স্ব স্ব বৃত্তিদ্বারা জীবিকা না চলিলে, কিরূপ বৃত্তি অবলম্বন করা উচিত, তাহা শ্রবণ কর॥ ৩৭॥ যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ না হইলে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম শস্ত্র ধারণাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। তদভাবে বৈশ্যকর্ম্মে পশুপালন কৃষি-বাণিজ্যাদিতে রত হইবে। ক্ষত্রিয়ও আপৎকালে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবে, পরন্তু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় কখনও শূদ্রের বৃত্তি দাসত্বে রত হইবে না॥ ৩৮॥ হে রাজন্! যদি কোন রূপে কোন উপায় থাকে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়, শূদ্রের কর্ম্ম অবলম্বন করিবে না; কিন্তু বিপৎকালে উপায়ান্তর বিদ্যমান না থাকিলে কাযে কাযেই শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবে। যাহাতে চতুর্বর্ণের বৃত্তি পরস্পর মিশ্রিত না হয়, সেই বিষয়ে সকলেই প্রযত্নপর থাকিবে॥ ৩৯॥ রাজন্! এই আমি তোমার নিকট বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম্ম সকল কহিলাম। এক্ষণে আশ্রম চতুষ্টয়ের ধর্ম্ম বলিতেছি, শ্রবণ কর॥ ৪০॥

অষ্টম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

নবম অধ্যায়।

ঔর্ব্ব কহিলেন,—হে নৃপতে! বালক, উপনয়নান্তে বেদপাঠে তৎপর হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক, সমাহিতচিত্তে গুরুগৃহে বাস করিবে॥ ১॥ সেখানে শৌচ ও আচারানুষ্ঠান করত গুরুশুশ্রূষা করিবে, এবং ব্রতসমূহের আচরণ করত বুদ্ধি স্থির করিয়া বেদ অধ্যয়ন করিবে॥ ২॥ হে রাজন্! দুই সন্ধ্যা সমাহিত হইয়া রবি ও অগ্নির উপাসনা করিবে, এবং উপাসনানন্তর গুরুকে অভিবাদন করিবে, গুরু গমন করিলে গমন করিবে, গুরু উপবেশন করিলে উপবিষ্ট হইবে, কখনো প্রতিকূলাচরণ করিবে না॥ ৪॥ গুরু অনুজ্ঞা করিলে, তাঁহার সম্মুখে বসিয়া অনন্যচিত্তে বেদ অধ্যয়ন করিবে; পরে গুরুর আজ্ঞা অনুসারে ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করিবে॥ ৫॥ আচার্য্য অগ্রে অবগাহন করিলে, শিষ্য পশ্চাৎ অবগাহন করিবে এবং প্রতিদিন প্রাতঃকালে

কুশ জল ও পুষ্প গুরুর জন্য আহরণ করিবে॥৬॥ শিষ্য এইরূপে আপনার অধ্যয়নোচিত বেদপাঠ সমাপ্ত করত কৃতবিদ্য হইয়া গুরুকে দক্ষিণা প্রদান-পূর্ব্বক গুরুর অনুমতি অনুসারে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে॥৭॥

রাজন্! গুরুগৃহে বাস সমাপ্ত হইলে, যথাবিধানে বিবাহ করিবে। পরে অধ্যাপনাদি দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিয়া যথাশক্তি অনুসারে সমুদায় গৃহস্থ-কার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকিবে॥৮॥ পিণ্ডদানাদিদ্বারা পিতৃগণের, যজ্ঞদ্বারা দেবগণের, অন্নদ্বারা অতিথিগণের, স্বাধ্যায়দ্বারা ঋষিগণের, অপত্য-জননদ্বারা প্রজাপতির বলিকর্ম্মদ্বারা ভূতগণের এবং সত্য বাক্যদ্বারা সমুদায় লোকের অর্চ্চনাকারী গৃহস্থ, স্বকীয় সৎকর্ম্মার্জ্জিত উত্তম স্বর্গাদিলোকে গমন করেন॥৯-১০॥ যে সকল পরিব্রাজক বা ব্রহ্মচারী ভিক্ষাদ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, গৃহস্থই তাঁহাদের আশ্রয়; সেইজন্য গার্হস্থ্য আশ্রমই শ্রেষ্ঠ॥১১॥ ব্রাহ্মণেরা বেদসংগ্রহের জন্য কিম্বা পৃথিবী-দর্শনের জন্য পৃথিবী বিচরণ করিয়া থাকেন॥১২॥ ইহাঁদের মধ্যে অনেকেরই আহার-সংস্থান বা গৃহ প্রভৃতি নাই। তাঁহারা ভ্রমণক্রমে সায়ংকালে যেস্থলে উপস্থিত হন, তাহাই তাঁহাদের গৃহ। গৃহস্থ এই সকল ব্যক্তির আশ্রয়কারণ॥১৩॥ রাজন্! এই সকল ব্যক্তি যখন গৃহে উপস্থিত হইবেন, তখন গৃহস্থ, কুশল জিজ্ঞাসা-পূর্ব্বক মধুর-বাক্য কহিবে, এবং সামর্থ্যানুসারে আহার আসন ও শয্যা প্রদান করিবে॥১৪॥ অতিথি হতাশ হইয়া, যাহার গৃহ হইতে ফিরিয়া যায়, সে ব্যক্তি অতিথির দুষ্কৃত গ্রহণ করে; এবং অতিথি, গৃহস্থের সঞ্চিত পুণ্য লইয়া গমন করে॥১৫॥ অতিথির প্রতি অবজ্ঞা, অহঙ্কার-প্রকাশ, দম্ভ, দান করিয়া পরিতাপ, প্রত্যাখ্যান ও নিষ্ঠুরতা, এই সমুদায় গৃহস্থের উচিত নহে॥১৬॥ যে গৃহস্থ এই সমুদায় উত্তম বিধির অনুষ্ঠান করেন, তিনি সমুদায় সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরকালে উত্তম স্বর্গাদি লোক প্রাপ্ত হন॥১৭॥ রাজন্! গৃহস্থ এইরূপ গৃহস্থের কর্ত্তব্যকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া বয়ঃপরিণতি হইলে পত্নীকে পুত্রের নিকট রাখিয়া অথবা পত্নীকে সঙ্গে লইয়া বনগমন করিবে॥১৮॥ হে নৃপ! অনন্তর বনে বাস করিয়া, কেশ শ্মশ্রু ও জটা ধারণ করত, ফল মূল ও বৃক্ষের পত্র আহার পূর্ব্বক ভূমিতে শয়ন করিবে। এবং মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সকল প্রকার অতিথি-

পূজা করিবে॥ ১৯॥ চর্ম্ম, কাশ ও কুশ দ্বারা পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্র নির্ম্মাণ করিবে হে নরেশ্বর! এইরূপ ত্রিসন্ধ্যা স্নানও বনবাসীর প্রশস্ত কর্ম্ম॥ ২০॥ রাজন্! দেবতাপূজা, হোম, অভ্যাগত ব্যক্তি সকলের পূজা, ভিক্ষুককে ভিক্ষা দান, দেবতোদ্দেশে পুষ্পোপহার প্রদানও বনবাসীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম॥ ২১॥ হে রাজেন্দ্র! গাত্রে বন্য স্নেহ মাখিবে, এবং শীত-গ্রীষ্ম সহ্য পূর্ব্বক তপস্যা করিবে॥ ২২॥ যে ব্যক্তি সমাহিত-চিত্তে বানপ্রস্থাশ্রমে মুনি ব্যবহার করেন, তিনি হুতাশনের ন্যায় আত্ম-দোষ সমুদায় দগ্ধ করত, অন্তে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন॥ ২৩॥ হে নৃপ! পণ্ডিতেরা যে চতুর্থ আশ্রমকে ভিক্ষুর আশ্রম বলেন, এক্ষণে সেই ভিক্ষুর আশ্রমের লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর॥২৪॥ হে নরাধিপ! তৃতীয় আশ্রমান্তে পুত্র কলত্র ও সমুদায় দ্রবে স্নেহশূন্য হইয়া মাৎসর্য্য পরিত্যাগ করত চতুর্থ আশ্রমে প্রবেশ করিবে॥২৫॥ হে অবনীপতে! ভিক্ষু,—ধর্ম্ম-অর্থ ও কামরূপ ত্রিবর্গসাধন সমুদায় যাগাদির অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিবেন, এবং শত্রু, মিত্র ও ক্ষুদ্র বৃহৎ সমুদায় প্রাণীরই সমান মিত্র হইবেন॥ ২৬॥ বাক্য, মন বা কর্ম্ম দ্বারা জরায়ুজ অণ্ডজ প্রভৃতি কোন জীবেরই কখন অনিষ্টাচরণ করিবেন না। সর্ব্বদা যোগরত থাকিবেন এবং সকলের সহিত সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন॥ ২৭॥ গ্রামে এক রাত্রি ও নগরে পঞ্চ রাত্রি বাস করিবেন; ইহার অধিককাল থাকিবেন না। ইহার মধ্যেও যেখানে প্রীতি জন্মে ও দ্বেষ না হয়, এরূপ স্থানে থাকিবেন॥ ২৮॥ যে সময় গৃহস্থের পাকাদির অগ্নি নির্ব্বাণ হইবে, যে সময় সকলেরই আহার নিষ্পন্ন হইয়া যাইবে, সেই সময়ে ভিক্ষার জন্য ব্রাহ্মণাদির গৃহে উপস্থিত হইবেন॥২৯॥ পরিব্রাট্ জন, কামক্রোধলোভমোহ অহঙ্কার প্রভৃতি দোষ সকল পরিত্যাগ করিয়া মমতাশূন্য হইবেন॥ ৩০॥ যে মুনি সর্ব্বজীবকে অভয় দান করিয়া বিচরণ করেন, সকল জীব হইতেও তাঁহার ভয় উৎপন্ন হয় না॥ ৩১॥ যে ব্রাহ্মণ, চতুর্থ আশ্রমে শারীরিক অগ্নিকে অগ্নিহোত্ররূপে স্বশরীরে সংস্থাপন পূর্ব্বক, ভিক্ষান্নরূপ হবিঃসমূহ, দ্বারা নিজ মুখে হোম করত চৈতন্য অগ্নি দ্বারা কর্ম্ম সকল,দহন করেন তিনি উত্তম লোক (ব্রহ্মলোক—মুক্তি) প্রাপ্ত হন॥ ৩২॥ যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মভিন্ন সকল মিথ্যা, সমুদায় জগৎ ব্রহ্মেরই সংকল্প রচিত

এইরূপ জ্ঞান করিয়া যথোক্ত বিধানে পরম পবিত্র মোক্ষের কারণ চতুর্থ আশ্রমের অনুষ্ঠান করিবেন, তিনি অনিন্ধন জ্যোতিঃস্বরূপ এবং প্রশান্ত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবেন ॥ ৩৩ ॥

নবম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

দশম অধ্যায়।

সগর কহিলেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি চতুরাশ্রমের কর্ম্ম ও চতুর্বর্ণের ক্রিয়া সকল বলিলেন, এক্ষণে আপনার নিকট মনুষ্যের জাতকর্ম্ম আদি ক্রিয়া শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ॥ ১ ॥ ভৃগুশ্রেষ্ঠ! আমি জানি যে, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, অতএব আপনি মানবগণের নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্ম সমুদায় অশেষ প্রকারে বলুন ॥ ২ ॥ ঔর্ব্ব কহিলেন, নৃপ! আপনি যে নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ বিষয়ক প্রশ্ন করিলেন, তাহা আমি বলিতেছি, একমনা হইয়া শ্রবণ করুন ॥ ৩ ॥ পুত্র জন্মাইলে পিতা তাহার জাতকর্ম্ম প্রভৃতি অশেষ ক্রিয়াকাণ্ড ও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবেন ॥ ৪ ॥ আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ সময়ে দুই জন ব্রাহ্মণকে পূর্ব্বমুখে বসাইয়া স্বকীয় কুল-ব্যবহার ক্রমে দেবপক্ষের ও পিতৃপক্ষের শ্রাদ্ধকর্ম্ম করিতে হইবে ॥ ৫ ॥ রাজন্! সন্তুষ্ট চিত্তে দধি যব ও বদর মিশ্রিত পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া, দৈবতীর্থ দ্বারা (অঙ্গুলির অগ্রভাগকে দৈবতীর্থ বলা যায়,) নান্দীমুখ পিতৃগণকে প্রদান করিবে ॥ ৬ ॥ অথবা প্রজাপতিতীর্থ অর্থাৎ কনিষ্ঠাঙ্গুলি-মূল দ্বারাই সমুদায় উপচারদ্রব্য প্রদান করিবে। ভূপতে! সমুদায় বৃদ্ধিশ্রাদ্ধই প্রাদক্ষিণ্য ক্রমে করা কর্ত্তব্য ॥ ৭ ॥ অনন্তর পুত্রোৎপত্তি দিনাবধি দশম দিবস অতীত হইলে, পিতা পুত্রের নামকরণ করিবেন। পুরুষের নাম পুরুষ-বাচক হইবে। নামের প্রথম দেবতার নাম ও শেষে শর্ম্মা বর্ম্মা প্রভৃতির যোগ করিবে ॥ ৮ ॥ ব্রাহ্মণের নামের শেষে শর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের নামের শেষে বর্ম্মা ও বৈশ্য শূদ্রের নামের শেষে গুপ্ত দাস প্রভৃতি যোগ করা উচিত ॥ ৯ ॥ অর্থহীন, অপ্রশস্ত অপশব্দ যুক্ত অমঙ্গল্য ও নিন্দিত নাম ব্যবহার করিবে না। নামের অক্ষরগুলি

সম হওয়া উচিত ॥১০॥ পিতা,—অনতিদীর্ঘ, অনতিহ্রস্ব, অনতি সংযুক্তবর্ণ বিশিষ্ট, সুখোচ্চার্য্য, মধুর-অক্ষর নাম রক্ষা করিবেন॥ ১১॥ অনন্তর বালক সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া গুরুগৃহে গমনপূর্ব্বক যথোক্ত বিধি অবলম্বন করত বিদ্যা পরিগ্রহে রত হইবে॥ ১২॥ হে ভূপাল! পাঠ সমাপ্ত করিয়া গুরুদক্ষিণা প্রদান করত গৃহস্থ হইবার ইচ্ছায় দারপরিগ্রহ করিবে॥ ১৩॥ অথবা সংকল্পপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করত জীবন অতিবাহিত করিবেএবং গুরুর বা গুরুপুত্রাদির শুশ্রূষা করিবে॥ ১৪॥ কিংবা পূর্ব্বে যে প্রকার সংকল্প থাকে, তদনুসারে বনবাসী হইবে; অথবা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া যথা ইচ্ছা ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে॥ ১৫॥ যিনি গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবেন, তিনি বিবাহ্য কন্যার বয়ঃক্রম আপনার বয়ক্রমের তৃতীয়াংশ হওয়া উচিত জানিয়া এবং অতিকেশা বা অল্পকেশা, অতিকৃষ্ণবর্ণা বা অতিপিঙ্গলবর্ণা ॥১৫॥ স্বভাবতঃ বিকলাঙ্গী, অধিকাঙ্গী, অবিশুদ্ধা, রুগ্নশরীরা, মন্দকুলোৎপন্না ॥১৬॥ দুষ্টা, কটু-ভাষিণী, পিতামাতা অনুসারে বিকলাঙ্গী, শ্মশ্রুচিহ্ন-বিশিষ্টা, পুরুষাকারা,॥ ১৮॥ ঘর্ঘরস্বরা, অতিক্ষীণবচনা, কাকস্বরা, পক্ষশূন্য-নেত্রা, বৃত্তনয়না কন্যাকে বিবাহ করিবে না॥ ১৯॥ যাহার জঙ্ঘাদ্বয় লোমশ, যাহার গুল্ফ উন্নত, হাস্য করিবার কালে যাহার গণ্ডদ্বয়ে গর্ত্ত হয়, তাহাকে বিবাহ করিবে না॥ ২০॥ যাহার আকার কোমল নহে, যাহার নখ পাণ্ডুবর্ণ; যাহার নয়ন অরুণ, এবম্বিধ কন্যাকে কার্য্যবিশারদ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বিবাহ করিবেন না ॥২১॥ যাহার হস্ত ও পদ ঈষৎ স্থূল, ঈদৃশ কন্যা বিবাহের যোগ্য নহে; যাহার শরীর অতি খর্ব্ব বা অতি দীর্ঘ, যাহার ভ্রূযুগল পরস্পর মিলিত, পণ্ডিত ঈদৃশ কন্যা বিবাহ করিবেন না ॥২২॥ যাহার দন্তমধ্যে অধিক ছিদ্র আছে, যাহার মুখ করাল,—ঈদৃশ কন্যাকে, এবং মাতৃপক্ষে পঞ্চমী ও পিতৃপক্ষে সপ্তমী কন্যাকেও বিবাহ করিবে না ॥২৩॥ হে রাজন্! গৃহস্থ ব্যক্তি যথাশাস্ত্র ন্যায়ানুগত বিধিঅনুসারে বিবাহ করিবে ॥২৪॥ ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও সর্ব্বাধম পৈশাচ এই আট প্রকার বিবাহ আছে ॥ ২৫ ॥ এই সকল বিবাহের মধ্যে যে বর্ণের যে বিবাহ ধর্ম্মসম্মত বলিয়া মহর্ষিরা কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই বিবাহ-বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক দার পরিগ্রহ করিবে, কিন্তু পৈশাচ বিবাহ করা উচিত নহে॥ ২৬॥ এইরূপে গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক সহধর্ম্ম

এইরূপী পত্নী পরিগ্রহ করিবে; যথাশাস্ত্র বিবাহিতা পত্নী মহাফল প্রদান করে। ২৭ ॥

দশম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

একাদশ অধ্যায়।

সগর কহিলেন, হে মুনে! যে সদাচার অনুষ্ঠান করিলে গৃহস্থ ইহলোকে ও পরলোকে সুখহীন এবং ধর্ম্মচ্যুত না হয়, তাদৃশ্ সদাচার শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ॥১॥ ঔর্ব্ব কহিলেন,—হে পৃথিবীপাল! সদাচারের লক্ষণ শ্রবণ করুণ। সদাচারপরায়ণ মনুষ্য ইহলোক ও পরলোক জয় করিতে পারেন ॥২॥ সৎশব্দের অর্থ সাধু। যাঁহারা দোষশূন্য, তাঁহাদিগকেই সাধু বলা যায়। সাধুদিগের যে আচার, তাহারই নাম্ সদাচার ॥ ৩ ॥ হে মহীপতে! সপ্তর্ষিগণ মনুষ্যগণ ও প্রজাপতিগণ, এই সদাচারের বক্তা ও কর্ত্তা ॥ ৪ ॥ হে নৃপ! ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে সুস্থ ও প্রশান্ত অন্তঃকরণ বুদ্ধিমান্ জাগরিত হইয়া ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মাবিরোধী অর্থ চিন্তা করিবে ॥ ৫ ॥ ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ের অবিরোধে কাম চিন্তাও করিবে। ধর্ম্ম অর্থ ও কামের মধ্যে কাহার দৃষ্ট বা অদৃষ্টরূপে হানি না হয়, এই জন্য ত্রিবর্গের প্রতিই সমদর্শন রাখা কর্ত্তব্য ॥ ৬ ॥ হে নৃপ! ধর্ম্মবিরুদ্ধ অর্থ ও কাম পরিত্যাগ করিবে। যে ধর্ম্ম অসুখকর বা সমাজবিরুদ্ধ, তাদৃশ ধর্ম্মও অনুষ্ঠান করিবে না; হে নরেশ্বর! প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করতঃ গ্রামের নৈর্ঋত কোণে বাণ বিক্ষেপের-সীমা অতিক্রম করিয়া বাসস্থান হইতে দূরদেশে মল মূত্র ত্যাগ করিবে; যে স্থলে পদচিহ্ন থাকিবে তাদৃশ স্থানে বা গৃহপ্রাঙ্গণে মূত্র বা পুরীষ ত্যাগ করিবে না; আত্মচ্ছায়ার উপর গৃহচ্ছায়ার উপর এবং গো ব্রাহ্মণ ও তরুচ্ছায়ার উপর, বায়ু বা অগ্নির সম্মুখে, অথবা সূর্য্যাভিমুখে, পণ্ডিত প্রস্রাব করিবেন্ না ॥ ৮-১০ ॥ পুরুষশ্রেষ্ঠ! হলাদিদ্বারা কৃষ্ট-ভূমিতে, শস্যক্ষেত্র মধ্যে, গোষ্ঠ মধ্যে, জনসমাজে, পথিমধ্যে, নদ্যাদি তীর্থে, জলমধ্যে, তীরে অথবা শ্মশানে মূত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ করিবে না ॥ ১১-১২ ॥ রাজন্! কোন ব্যাঘাত না থাকিলে পণ্ডিত, দিবাভাগে উত্তর-মুখ ও রাত্রিকালে দক্ষিণমুখ হইয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবেন ॥ ১৩ ॥ পুরীষোৎ-

সর্গকালে মৃত্তিকার উপর কতকগুলি তৃণ বিছাইবে; বস্ত্রদ্বারা মস্তক আবৃত করিবে; সেস্থানে অধিক সময় বসিয়া থাকিবে না; কথা কহিবে না॥ ১৪॥ অনন্তর, শৌচকালে বল্মীক মূষিকমৃত্তিকা আর্দ্র মৃত্তিকা শৌচাবশিষ্ট মৃত্তিকা ও গৃহলেপ মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে না। ১৫॥ কীটযুক্ত মৃত্তিকা এবং হলোৎখ্যাত মৃত্তিকা পরিত্যাগ করিবে। এই সকল ভিন্ন আর আর সকল মৃত্তিকা দ্বারা শৌচনির্ব্বাহ হইতে পারে॥ ১৬॥ লিঙ্গে একবার, গুহ্যদেশে তিনবার, বাম হস্তে দশবার, হস্তদ্বয়ে সাতবার, মৃত্তিকা লেপকরিলে শৌচ-নির্ব্বাহ হয়॥ ১৭॥ অনন্তর গন্ধশূন্য ফেনশূন্য নির্ম্মল জলে আচমন করিবে। আচমনের পূর্ব্বে সমাহিত হইয়া পুনর্ব্বার মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া, পাদ শৌচ করতঃ পাদপ্রক্ষালন করিবে। পরে তিনবার মুখমধ্যে জল গ্রহণ করিয়া দুই বার মুখমার্জ্জন করিবে॥ ১৮।১৯॥ তৎপরে মস্তক ইন্দ্রিয় সকল ব্রহ্মরন্ধ্র, বাহুদ্বয়, নাভি ও হৃদয়, এই সমুদয় স্থান যথাক্রমে সজলহস্ত দ্বারা স্পর্শ করিবে॥ ২০॥ এইরূপে শৌচ সাধনপূর্ব্বক স্নানান্তে আচমন করিয়া কেশসংস্কারে প্রবৃত্ত হইবে, আদর্শ অঞ্জন দূর্ব্বা প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য সমূহের যথারীতি ব্যবহার করিবে॥ ২১॥ হে ভূপতে! এই সমস্ত কার্য্য হইলে গৃহস্থ জীবিকা জন্য জাতীয় ধর্ম্মানুসারে ধনোপার্জ্জন করিবে, শ্রদ্ধা-সহকারে যাগানুষ্ঠানেও প্রবৃত্ত হইবে॥ ২২॥ অগ্নিষ্টোমাদি সোমসংস্থা, অগ্ন্যাধেয়াদি হবিঃ সংস্থা, অষ্টকাদি পাকসংস্থা,—এই সমুদায় ধর্ম্ম্য কর্ম্ম ধন দ্বারাই সম্পন্ন হয়; সুতরাং মনুষ্য ধনউপার্জ্জন করিতে যত্ন করিবে॥২৩॥ অনন্তর নিত্যক্রিয়ার জন্য নদী নদ তড়াগ কিম্বা দেবখাতে কিম্বা পর্ব্বতপ্রস্রবণে স্নান করা উচিত॥ ২৪॥ এই সকলের অভাবে কূপ হইতে জল তুলিয়া ভূমিতে অথবা কূপোদক গৃহে আসিয়া স্নান করিবে॥ ২৫॥ এই সকল পদার্থের কোন কারণ সমাবেশ না ঘটিলে, শুক্লবস্ত্র পরিধান করত শুচি হইয়া সমাহিতমানসে তত্তত্তীর্থে দেব ঋষি ও পিতৃতর্পণ করিবে॥ ২৬॥

দেবগণের প্রীতির নিমিত্ত তিনবার, ঋষিগণের প্রীতির নিমিত্ত তিনবার, প্রজাপতির প্রীতির নিমিত্ত একবার জল প্রদান করিবে॥ ২৭॥ পৃথিবীপতে! এইরূপ পিতৃলোকের তৃপ্তির নিমিত্ত তিনবার জল প্রদান করিবে। পিতামহ প্রপিতামহ মাতামহ প্রমাতামহ বৃদ্ধপ্রমাতামহ ইহাদিগকে

পিতৃতীর্থ দ্বারা জল প্রদান করিবে। পরে কাম্য তর্পণ বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ২৮।২৯ ॥ এই জল মাতার, ইহা প্রমাতার, ইহা বৃদ্ধপ্রমাতার ইহা গুরুপত্নীর, ইহা গুরুর, ইহা মাতুলমিত্রগণের, ইহা রাজার —এই রূপে মন্ত্র পাঠ করিয়া ইচ্ছাক্রমে অভিলষিত বন্ধুগণকে জল প্রদান করিবে। পরে সকল জীবগণের উপকারার্থ দেবাদি তর্পণ করিবে ॥ ৩০।৩১ ॥ তাহার মন্ত্র,—দেবগণ অসুরগণ নাগগণ গন্ধর্ব্বগণ রাক্ষসগণ পিশাচগণ গুহ্যক-গণ সিদ্ধগণ কুষ্মাণ্ডগণ বৃক্ষগণ পক্ষিগণ জলজন্তুগণ ভূতলস্থ কীটাদি-পবনাহারী প্রাণিগণ, ইহারা সকলে জল দ্বারা শীঘ্র পরিতৃপ্ত হউন ॥ ৩২।৩৩ ॥ যে সকল প্রাণী বিবিধ নরকে অশেষবিধ যাতনা দিতেছে, তাহাদের তৃপ্তির নিমিত্ত আমি জল প্রদান করিতেছি ॥ ৩৪ ॥ যাঁহারা আমার বান্ধব, যাঁহারা আমার বান্ধব নহেন, যাঁহারা অন্য জন্মে আমার বান্ধব ছিলেন এবং যিনি যিনি আমার নিকট হইতে জল প্রার্থনা করেন, তাঁহারা সকলেই মদ্দত্ত জল দ্বারা তৃপ্তিলাভ করুন, ॥ ৩৫ ॥

হে নৃপ! কাম্যজল প্রদানের পর আমি যে জল প্রদানের কথা বলিলাম, ইহা প্রদত্ত হইলে অখিললোক প্রীত হন। হে অপাপ! ইহার প্রদাতাও জগতের তৃপ্তি-সম্পাদন জন্য পরম পুণ্য লাভ করেন ॥ ৩৭ ॥ পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদিগের উদ্দেশে কাম্যোদক প্রদানানন্তর শ্রদ্ধান্বিত হইয়া, আচমন পূর্ব্বক, সূর্য্যকে সলিলাঞ্জলি প্রদান করিবে। তাহার এই মন্ত্র,— নমো বিবস্বতে ইত্যাদি। অনন্তর জলাভিষেক, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নিবেদন দ্বারা গৃহদেবতা ও স্বকীয় ইষ্ট দেবতার পূজা করিবে ॥ ৪০ ॥ পরে প্রোক্ষণ-পূর্ব্বক অগ্নিহোত্র নির্ব্বাহ করিয়া প্রথমতঃ ব্রহ্মাকে, পরে প্রজা-পতিকে যত্নের সহিত আহুতি প্রদান করিবে ॥ ৪১ ॥ তৎপরে গুহ্য কশ্যপ ও অনুমতিকে যথাক্রমে জল প্রদান করিয়া তদবশিষ্টজল, জলাশয় নিকটে জল ও মেঘকে উদ্দেশ করিয়া নিক্ষেপ করিবে ॥ ৪২ ॥ পুরুষশ্রেষ্ঠ! দ্বারের দুই পার্শ্বে ধাতা ও বিধাতার উদ্দেশে ও মধ্যদেশে ব্রহ্মের উদ্দেশে জল প্রদান করিবে। পরে দিক্‌পালদিগের পূজা বলিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ৪৩ ॥ গৃহের পূর্ব্বে ইন্দ্রকে, দক্ষিণে ধর্ম্মরাজকে, পশ্চিমে বরুণকে, উত্তরে চন্দ্রকে হুতশেষ অন্নরূপ বলি প্রদান করিবে। ॥ ৪৪ ॥ পূর্ব্ব উত্তর দিকে ধন্বন্তরি-

বলি ও বৈশ্বদেব-বলি প্রদান করিবে, তৎপরে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবে॥ ৪৫॥ হে রাজন্! বায়ুকোণে বায়ুকে তৎপরে সমস্ত দিকে ব্রহ্ম অন্তরিক্ষ ও ভানুকে বলি প্রদান করিবে॥ ৪৬॥ পরে বিশ্বদেবগণ, বিশ্বভূতগণ, ভূতপতিগণ, পিতৃগণ ও যক্ষগণকে উদ্দেশ করিয়া বলি প্রদান করিবে॥ ৪৭॥ অনন্তর পণ্ডিত ব্যক্তি স্বেচ্ছানুসারে অন্য অন্ন লইয়া সমাহিত মানসে পবিত্র ভূমিতে অশেষ প্রাণীকে প্রদান করিবেন॥ ৪৮॥ তাহার মন্ত্র—"দেবগণ, মনুষ্যগণ, পশুগণ, পক্ষিগণ, সিদ্ধগণ, যক্ষগণ, উরগগণ, দৈত্যগণ, প্রেতগণ, পিশাচগণ, তরুগণ ও অন্যান্য যে সকল জীব মদ্দত্ত অন্ন ইচ্ছা করে, তাহারা এবং পিপীলিকা কীট পতঙ্গ প্রভৃতি যাহারা কর্ম্ম-বন্ধনে আবদ্ধ ও বুভুক্ষিত আছে, আমি তাহাদের জন্য এই অন্ন প্রদান করিতেছি, ইহাতে সকলেই পরিতৃপ্ত ও সুখী হউন॥ ৪৯। ৫০॥ যাঁহাদের মাতা নাই, পিতা নাই, বন্ধু নাই, অন্ন প্রস্তুত করিবার সাধ্য নাই এবং অন্নও নাই, আমি তাঁহাদের তৃপ্তির জন্য পৃথিবীতে এই অন্ন প্রদান করিলাম; এক্ষণে তাঁহারা এই অন্নে তৃপ্তি ও হর্ষ লাভ করুন। ৫১॥ নিখিল জীব, এই অন্ন, এবং আমি, সকলই বিষ্ণুস্বরূপ; কারণ বিষ্ণু ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই। এই জন্য সমুদায় ভূতসমূহ আমা হইতে ভিন্ন নহে; আমি সমুদায় জীব স্বরূপ; সুতরাং আমি সমুদায় প্রাণিবর্গের তৃপ্তির জন্য অন্ন প্রদান করিলাম॥ ৫২॥ চতুর্দশ প্রকার প্রাণীর অন্তর্গত সকল প্রাণিকেই তৃপ্তির জন্য আমি অন্ন প্রদান করিলাম, এক্ষণে তাঁহারা সকলেই প্রমোদ লাভ করুন॥ ৫৩॥ গৃহস্থ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে ভূতগণের উপকারের নিমিত্ত পৃথিবীতে অন্ন প্রদান করিবে; যেহেতু গৃহস্থই সকলের আশ্রয়॥ ৫৪॥ অনন্তর কুক্কুর, চাণ্ডাল, বিহঙ্গ এবং যে কোন পতিত ও অপাত্র মনুষ্য আছে, তাহাদিগের তৃপ্তির নিমিত্ত ভূমিতে অন্ন প্রদান করিবে॥ ৫৫॥ পরে অতিথির জন্য, গোদোহন কালমাত্র অপেক্ষা করিবে; অথবা ইচ্ছানুসারে তাহা অপেক্ষা অধিক কাল গৃহের প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান থাকিবে॥ ৫৬॥ যদি অতিথি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে স্বাগত জিজ্ঞাসা, আসন প্রদান, পাদ প্রক্ষালন শ্রদ্ধার সহিত অন্ন দান, প্রিয় প্রশ্ন ও প্রিয় উত্তর দ্বারা ও গমনকালে অনুগমন দ্বারা তাহার প্রীতি উৎপাদন করিবে॥ ৫৭। ৫৮॥

যাঁহার কুল ও নাম অজ্ঞাত অন্যদেশ হইতে যিনি সমাগত, ঈদৃশ অতিথির পূজা করিবে, কিন্তু একগ্রামবাসী ব্যক্তিকে অথিতি বলিয়া পূজা করা উচিত নহে॥ ৫৯॥ যিনি অন্য দেশ হইতে সমাগত, যাঁহার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, যিনি পাথেয়াদি রহিত, ঈদৃশ ভোজনার্থী অতিথির পূজা না করিয়া স্বয়ং গৃহস্থ যদি আহার করেন তাহা হইলে তিনি নরকগামী হন। ॥ ৬০॥ গৃহস্থ ব্যক্তি অভ্যাগত ব্যক্তির গোত্র শাখা কুল বিদ্যা প্রভৃতির বিষয় জিজ্ঞাসা না করিয়া হিরণ্যগর্ভ বিবেচনায় তাঁহার পূজা করিবে। ॥ ৬১॥ নৃপ! অনন্তর পিতৃলোকের তৃপ্তির উদ্দেশে, পঞ্চ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান-কারী ও তদ্দেশীয় অন্য একটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। এই ব্রাহ্মণের আচার ও কুল পরিজ্ঞাত থাকা উচিত॥ ৬২॥ রাজন্! এই মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত ও পৃথক্ স্থাপিত অন্নাগ্র উদ্ধৃত করিয়া শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে ॥ ৬৩॥ গৃহস্থ এইরূপে তিন প্রকার ভিক্ষা প্রদান করিয়া যদি ঐশ্বর্য্য থাকে, তাহা হইলে ইচ্ছানুসারে পরিব্রাট্ ও ব্রহ্মচারীদিগকে অবারিত দান করিবে॥ ৬৪॥ শেষোক্ত এই তিন প্রকার অতিথি ও পূর্ব্বোক্ত ভিক্ষুগণ, সমুদায়ে চারি প্রকার অতিথির অর্চ্চনাকারী-গৃহস্থ, নৃযজ্ঞ-রূপ ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারেন।। ৬৫॥ যাহার গৃহ হইতে অতিথি নিরাশ হইয়া গমন করেন, সেই গৃহস্বামী অতিথির পাপ সকল গ্রহণ করেন; আর অতিথি গৃহস্বামীর সঞ্চিত পুণ্য হরণ করিয়া গমন করেন। ॥ ৬৬॥ নরপতে! ধাতা প্রজাপতি ইন্দ্র অগ্নি সূর্য্য ও বসুগণ, অতিথিশরীরে প্রবেশ করিয়া অন্ন ভোজন করেন॥ ৬৭॥ অতএব অতিথি-পূজা বিষয়ে সকলেই যত্ন করিবে। যে ব্যক্তি অতিথির অপেক্ষা না করিয়া একাকী ভোজন করে, সে কেবল পাপ ভোজন করে॥ ৫৮॥ অতিথিসেবার পর গৃহস্থ ব্যক্তি, সুবাসিনী গর্ভিনী দুঃখার্ত্ত বালক ও বৃদ্ধদিগকে সুসংস্কৃত অন্ন ভোজন করাইয়া পশ্চাৎ স্বয়ং ভোজন করিবে॥ ৬৯॥ এই সকল ব্যক্তির ভোজন না হইলে, সেই আহার তাঁহার দুষ্কৃতাহার বলিয়া গণ্য এবং পর-কালে নরকে গমন করিয়া তিনি শ্লেষ্ম-ভুক্ হয়েন। যে ব্যক্তি স্নান না করিয়া ভোজন করে, সে মল ভক্ষণ করে। যে ব্যক্তি জপ না করিয়া আহার করে, সে ব্যক্তি রক্ত ও পূয পান করে। যে ব্যক্তি অসংস্কৃত অন্ন ভোজন করে, সে মূত্র

পান করে। যে ব্যক্তি বালক বৃদ্ধ প্রভৃতির অগ্রে আহার করে সে বিষ্ঠা ভক্ষণ করিয়া থাকে॥ ৭১॥ রাজেন্দ্র! যেরূপে গৃহস্থ ব্যক্তির ভোজন করা কর্ত্তব্য ও যেরূপ ভোজনে পাপ না জন্মায় তাহা শ্রবণ কর॥ ৭২॥ বক্ষ্যমাণ বিধি অনুসারে আহার করিলে ইহলোকে সমধিক আরোগ্য, বলবৃদ্ধি, অনিষ্টশান্তি, ও শত্রুপক্ষের অভিচার হয়॥ ৭৩॥ গৃহস্থ ব্যক্তি স্নানানন্তর যথাবিধানে দেবঋষি ও পিতৃতর্পণ করিয়া হস্তে প্রশস্ত রত্নাঙ্গুরীয়ক ধারণপূর্ব্বক প্রযত হইয়া আহার করিবে॥ ৭৪॥ প্রথমতঃ বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক জপ ও হোম করিয়া, অতিথি ব্রাহ্মণ গুরু ও আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে আহার করাইবে॥ ৭৫॥ অনন্তর পবিত্র গন্ধদ্রব্য ও প্রশস্ত মাল্য ধারণপূর্ব্বক প্রীতিযুক্ত ও বিশুদ্ধবদন আর্দ্রপাণি আর্দ্রপদ হইয়া পূর্ব্ব বা উত্তরদিকে মুখ করিয়া ভোজন করিবে; ভোজনকালে একবস্ত্রধারী বিদিঙ্মুখ বা অন্যমনা হওয়া উচিত নহে॥ ৭৭॥ অন্ন প্রশস্ত পথ্য ও প্রোক্ষণোদকদ্বারা প্রোক্ষিত হইবে। কুৎসিত ব্যক্তি যে অন্ন আনিয়াছে, যাহা কদর্য্য বা অসংস্কৃত,—এতাদৃশ অন্ন আহার করিবে না॥ ৭৮॥ অন্নের কিয়দংশ শিষ্য ও ক্ষুধিত ব্যক্তিদিগকে দান পূর্ব্বক অকুপিত হইয়া প্রশস্ত ও বিশুদ্ধ পাত্রে আহার করিবে॥ ৭৯॥ কাষ্ঠময় ত্রিপদাদির উপরিস্থিতপাত্রে অযোগ্য স্থানে, অতিসঙ্কীর্ণ স্থানে বা অসময়ে ভোজন করিবে না। অন্নের অগ্রভাগ অগ্নিকে প্রদান না করিয়া ভোজন করা উচিত নহে॥ ৮০॥ রাজন্! প্রশস্ত অন্ন মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবে। পর্য্যুষিত অন্ন ভোজন করিবে না। ফল মাংস ও শাক শুষ্ক হইলে অভোজ্য॥ ৮১॥ বদরিকাখিকার এবং গুড়পক্ব দ্রব্য শুষ্ক হইলে ভক্ষণ করিবে না। যাহার সার উদ্ধার করিয়া লওয়া হইয়াছে ঈদৃশ বস্তুও কখন ভক্ষণ করিবে না॥ ৮২॥ হে জগতীপতে! বিবেকী ব্যক্তি, মধু অন্ন দধি ঘৃত ও শক্তু ভিন্ন আর কোন দ্রব্য নিঃশেষ করিয়া ভক্ষণ করিবে না॥ ৮৩॥ তন্মনা হইয়া ভোজন করিবে, প্রথমতঃ মধুর, মধ্যে লবণ ও অম্ল, শেষে কটুতিক্তাদি রস আহার করিবে॥ ৮৪॥ যে ব্যক্তি প্রথমতঃ দ্রবদ্রব্য, মধ্যে কঠিন, শেষে আবার দ্রবদ্রব্য ভোজন করে, তাহার বল ও আরোগ্য নষ্ট হয় না॥ ৮৫॥ এই প্রকার রীতিতে অনিষিদ্ধ অন্ন আহার করিবে। প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর তৃপ্তির নিমিত্ত আহার

সময়ে বাগ্‌যত হইয়া থাকিবে,এবং ভোজ্য অন্নের নিন্দা করিবে না। ভোজনা-রম্ভ সময়ে মহামৌনী হুঙ্কারাদিবর্জ্জিত হইয়া পঞ্চ গ্রাস ভক্ষণ করিবে॥ ৮৬॥ আহারান্তে আচমন করিয়া পূর্ব্ব বা উত্তরমুখে যথাবিধানে মূলদেশ পর্য্যন্ত হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করত পুনর্ব্বার আচমন করিবে॥ ৮৭॥ অনন্তর আসন পরিগ্রহ পূর্ব্বক সুস্থ ও প্রশান্তচিত্ত হইয়া অভীষ্টদেবগণের স্মরণ করিবে॥৮৮॥ বায়ু কর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত অগ্নি, আকাশ কর্ত্তৃক দত্তাবকাশ মদীয় অন্নকে জীর্ণ করুন। পরে সেই জীর্ণ অন্ন হইতে আমার শরীরস্থিত পার্থিব ধাতু পরিপুষ্ট হউক, এবং আমার সুখ হউক॥ ৮৯॥ অন্ন হইতে আমার শরীরস্থিত পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু. এ সমুদায়ের শক্তি বর্দ্ধিত হউক্ এবং অন্নই ঐ ধাতু-চতুষ্টয়রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হউক, আমার নিরবচ্ছিন্ন সুখ হউক্॥ ৯০॥ এই অন্ন প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান, এই পঞ্চ প্রাণের পুষ্টিকর হউক্, আমারও ব্যাঘাত-রহিত সুখলাভ হউক্॥ ৯১॥ আমি যে সমুদায় অন্ন ভোজন করিয়াছি তাহা, অগস্তি নামক অগ্নি ও বড়বানল দ্বারা সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ হউক এবং আমি অন্ন পরিপাক জন্য সুখও লাভ করি, আমার শরীরও রোগহীন হউক॥ ৯২॥ একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণুকে সমস্ত ইন্দ্রিয় দেহ ও আত্মার শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমি যে উপাসনা করি, সেই সত্য উপাসনার বলে এই মদ্ভুক্ত নানাবিধ অন্ন, আরোগ্য-প্রদ হইয়া পরিপাক প্রাপ্ত হউক। আমার নিরবচ্ছিন্ন সুখ হউক॥ ৯৩॥ বিষ্ণু ভোক্তা; অন্ন বিষ্ণুর পরিণাম,—এই প্রকার ভাবনাময় সত্য উপাসনা বলে আমার এই ভুক্ত অন্ন জীর্ণ হউক॥ ৯৪॥ গৃহস্থ ব্যক্তি এই সকল পূর্ব্বলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক উদর মার্জ্জন করিয়া, আলস্য পরিত্যাগ করত অনায়াস-সাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে॥ ৯৫॥ সাধুসমাদৃত পথের অবিরোধী সৎশাস্ত্রাদি পর্য্যালোচনার দ্বারা দিবসের শেষভাগ অতি-বাহিত করিবে। অনন্তর সায়ংকাল উপস্থিত হইলে সমাহিত মানসে সন্ধ্যাবন্দনে প্রবৃত্ত হইবে। ৯৬॥ হে নৃপ! নক্ষত্র থাকিতে প্রাতঃসন্ধ্যা ও সূর্য্য অর্দ্ধাস্তমিত হইলে সায়ংসন্ধ্যা আরম্ভ করিবে। সন্ধ্যোপাসনা সময়ে যথাবিধি আচমন করিবে॥ ৯৭॥ হে নৃপ! সূতকাশৌচ, মৃতকাশৌচ বিভ্রম, পীড়া, ভয়, এই কয়েকটী বাধা না থাকিলে প্রতিদিনই সন্ধ্যোপাসনা করিতে

ক্রিয়া করিবে। নৃপ! প্রতি বৎসর মৃত তিথিতে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের রীতি ক্রমে স্ত্রী পুরুষ সকলেরই অন্তিম ক্রিয়া করা উচিত ॥ ৩৮ ॥ হে পার্থিব যাহাকে অন্তিম ক্রিয়া কহে, তাহা যে যে সময় যে যে বিধি অনুসারে করিবে, তাহা শ্রবণ করুন ॥ ৩৯ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ঔর্ব্ব কহিলেন,—শ্রদ্ধাসহকারে শ্রাদ্ধ করিলে, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র, অশ্বিনী-কুমার, সূর্য্য, অগ্নি, বসু, মরুদ্, বিশ্বদেব, ঋষি, পক্ষি, মনুষ্য, পশু, সরীসৃপ ও পিতৃগণ এবং অন্যান্য সমুদায় ভূতগণ তৃপ্তিলাভ করেন ॥ ২ ॥ হে নৃপ! প্রতি মাসে অমাবস্যা তিথিতে এবং অষ্টকাতে শ্রাদ্ধ করিবে। ইহা নিত্য শ্রাদ্ধকাল, শ্রাদ্ধের কাম্যকাল আমার নিকটে শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥ যখন শ্রাদ্ধের যোগ্য দ্রব্য গৃহে উপস্থিত হইবে, অথবা যখন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পাওয়া যাইবে কিংবা যখন উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়নের শেষ হইবে, তখন কাম্য শ্রাদ্ধ করিবে ॥ ৪ ॥ বিষুব-সংক্রান্তিতে সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণকালে, প্রত্যেক সংক্রান্তি দিবসে গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি জন্য পীড়া উপস্থিত হইলে, দুঃস্বপ্ন দর্শন করিলে ও নূতন শস্য গৃহে আসিলে, কাম্য শ্রাদ্ধ বিধেয় ॥ ৬ ॥ যে অমাবস্যা তিথি, অনুরাধা বিশাখা বা স্বাতী নক্ষত্র যুক্তা হয়, সে অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ করিলে, পিতৃগণ আট বৎসর পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন ॥ ৭ ॥ যে অমাবস্যা তিথি পুষ্যা আর্দ্রা বা পুনর্ব্বসু নক্ষত্র যুক্তা হয়, সেই অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন ॥ ৮ ॥ যিনি দেব-গণের ও পিতৃগণের তৃপ্তি করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে জ্যেষ্ঠা, পূর্ব্বভাদ্র-পদ ও শতভিষা যুক্তা অমাবস্যা অতীব দুর্লভ, অর্থাৎ তাদৃশ অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ করিলে, পিতৃগণ ও দেবগণ অতিশয় তৃপ্তি লাভ করেন ॥৯॥ হে অবনী-পতে! অমাবস্যা, পূর্ব্বোক্ত নয়টী নক্ষত্রযুক্তা হইলে, তাহাতে কৃত শ্রাদ্ধ, পিতৃলোককে অতিশয় তৃপ্ত করিয়া থাকে, এতদ্ভিন্ন অন্য যে দিনে শ্রাদ্ধ

করিলে পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হন, তাহা শ্রবণ কর॥ ১০॥ পিতৃভক্ত শ্রদ্ধাবনত মহাত্মা পুরূরবা সনৎকুমারের সমীপে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহিয়াছিলেন যে বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া, কার্ত্তিক শুক্লা নবমী, ভাদ্র মাসের ত্রয়োদশী এবং মাঘ মাসের অমাবস্যা॥ ১১-১২॥ এই চারি মাসের চারিটী তিথির নাম যুগাদ্যা। পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, এই চারি দিবস শ্রাদ্ধাদি করিলে, অনন্ত ফল লাভ হয়॥ ১৩॥ বৈশাখ মাসের অমাবস্যা, দিনক্ষয়যুক্ত বিষুব-সংক্রান্তিদ্বয়, মন্বন্তরের আদ্য তিথি সকল ছায়াগত ব্যতিপাতযোগ॥ ১৪॥ চন্দ্র সূর্য্যগ্রহণ, অষ্টকাত্রয়, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন আরম্ভ সময়, এই সকল সময়ে যে ব্যক্তি প্রযত হইয়া, পিতৃগণকে সতিল জল প্রদান করে, তাহার সহস্র বৎসর শ্রাদ্ধ করণ জন্য ফল লাভ হয়। সকলের অবিদিত এই দিবস সকলের কথা পিতৃগণই বলিয়া থাকেন॥ ১৫॥ যদি কদাচিৎ মাঘ মাসের অমাবস্যা তিথি, শতভিষা নক্ষত্র যুক্তা হয়, তবে সেই তিথি পিতৃগণের উৎকৃষ্ট সময়। হে নৃপ! অল্প পুণ্যে মনুষ্যগণ এবম্বিধ যোগ প্রাপ্ত হয় না॥১৬॥ রাজন্! ঐ মাঘমাসের অমাবস্যা তিথিতে যদি ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের যোগ উপস্থিত হয়, তবে সেই দিবস সৎকুলোৎপন্ন মনুষ্যেরা পিতৃগণের উদ্দেশে অন্ন জল প্রদান করিলে, সেই পিতৃগণ দশসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন॥ ১৭॥ মাঘ মাসের অমাবস্যা যদি পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্র যুক্তা হয়, তবে ঐ তিথিতে শ্রাদ্ধ করিলে, পিতৃগণ সম্পূর্ণ এক যুগ তৃপ্তির সহিত নিদ্রা যান॥ ১৮॥ গঙ্গা, শতদ্রু, বিপাশা, সরস্বতী ও নৈমিষারণ্যস্থ গোমতী, এই সকল নদীতে অবগাহন করিয়া, আদরের সহিত পিতৃলোকের অর্চ্চনা করিলে, সমুদায় পাপ বিনষ্ট হয়॥ ১৯॥ পিতৃগণ সর্ব্বদাই এই গান করেন যে, বর্ষাকালের, মঘাতৃপ্তি (অপর পক্ষীয় মঘাযুক্ত ত্রয়োদশীতে বিহিত-শ্রাদ্ধ-সম্পাদিত) লাভ করিয়া, পুনর্ব্বার মাঘমাসে অমাবস্যাতে পুত্রপৌত্রাদি প্রদত্ত মঙ্গলময় তীর্থজলদ্বারা তৃপ্তি লাভ করিব॥ ২০॥ বিশুদ্ধ চিত্ত, বিশুদ্ধ মন, প্রশস্ত কাল, কথিত বিধি, যথোক্ত ও পরম ভক্তি, শ্রাদ্ধ সময়ে এই সকলের সমাবেশ হইলে, মনুষ্যগণ বাঞ্ছিত ফল লাভ করেন॥২১॥ এ স্থলে কতকগুলি পিতৃগীতা শ্লোক আমার নিকটে শ্রবণ করুন;—আপনি তাহা শ্রবণ করিয়া আদরের সহিত তদনুরূপ

ব্যবহার করিবেন॥ ২২॥ যিনি বিত্তশাঠ্য পরিহার করতঃ আমাদিগকে পিণ্ডদান করেন, এরূপ ধন্য কোন মতিমান্ ব্যক্তি যদি আমাদের বংশে জন্মগ্রহণ করেন॥ ২৩॥ সেই সন্তানের যদি বিভব থাকে, তবে তিনি আমাদের উদ্দেশে ব্রাহ্মণ সকলকে রত্ন, বস্ত্র, ভূমি, যান, ধন ও সর্ব্ব প্রকার ভোগ্যদ্রব্য দান করিবেন॥ ২৪॥ তাদৃশ ঐশ্বর্য্য না থাকিলে, শ্রাদ্ধকালে ভক্তিনম্রবুদ্ধি হইয়া, স্বকীয় সামর্থ্যানুসারে অন্নদ্বারা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ গণকে ভোজন করাইবেন॥২৫॥ যদি অন্নদানেও শক্তি না থাকে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণকে স্বশক্তি অনুসারে আম-ধান্য অথবা যৎকিঞ্চিন্মাত্র দক্ষিণা প্রদান করিবেন॥ ২৬॥ হে নৃপ! যদি কোন ব্যক্তি এ প্রকার করিতেও অশক্ত হয়, তাহা হইলে করাগ্রে কতকগুলি তিল লইয়া কোন দ্বিজশ্রেষ্ঠকে প্রণিপাত করতঃ অর্পণ করিবে॥ ২৬॥ অথবা ভক্তিনম্র হইয়া আমাদের উদ্দেশে ভূমিতে সাতটী আটটী তিলমিশ্রিত জলাঞ্জলি নিক্ষেপ করিবে॥ ২৮॥ অথবা যদি ইহাতেও অসমর্থ হয় তাহা হইলে কোন স্থান হইতে গবাহ্নিক (গাভীর একাহভক্ষ্য) তৃণ আহরণ করতঃ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আমাদের প্রীতির জন্য গাভীকে প্রদান করিবে॥ ২৯॥ যদি ইহার মধ্যে কোন দ্রব্য সংগ্রহ করিতে না পারে, তাহা হইলে, বনমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক কক্ষামূল প্রদর্শন করত সূর্য্যাদি লোকপালগণের সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে এই মন্ত্র পাঠ করিবে যে আমার বিত্ত নাই, ধন নাই, পিতৃশ্রাদ্ধোপযোগী আর কোন বস্তু নাই, এইজন্য আমি পিতৃগণকে প্রণাম করিতেছি। আমার ভক্তিদ্বারা পিতৃগণ তৃপ্তি লাভ করুন, আমি এই বাহুদ্বয় গগণে উত্থিত করিলাম॥ ৩০।৩১॥

ঔর্ব্ব কহিলেন। হে নৃপ! ধন, থাকুক বা না থাকুক উভয় অবস্থাতে যে প্রকারে শ্রাদ্ধাদি করিতে হয় পিতৃগণ তাহা বলিয়াছেন সেই বিধি অনুসারে যিনি কার্য্য করেন তাঁহার যথাবিহিত শ্রাদ্ধই করা হয়॥ ৩২।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ঔর্ব্ব কহিলেন,—শ্রাদ্ধকালে যাদৃশ গুণশালী ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে, তাহা শ্রবণ কর। ত্রিণাচিকেত, ত্রিমধু, ত্রিসুপর্ণ, ষড়ঙ্গ-বেদাধ্যায়ী ॥১॥ বেদবিৎ, শ্রোত্রিয়, যোগী ও জ্যেষ্ঠসামগ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে; ঋত্বিক, ভাগিনেয়, দৌহিত্র, জামাতা, শ্বশুর, মাতুল, তপস্যা-পরায়ণ, পঞ্চাগ্নি-নিরত, শিষ্য, সম্বন্ধী, মাতা পিতার সেবাপরায়ণ এই সমুদয় ব্রাহ্মণকে পিতৃলোকের তৃপ্তির জন্য শ্রাদ্ধে নিযুক্ত করিবে॥ ২।৩॥ শ্রাদ্ধ-কালে, পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ না থাকিলে, যথাক্রমে তদনুকল্প শেষোক্ত ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে॥ ৪ ॥ মিত্রদ্রোহী, কুনখী, ক্লীব, শ্যাবদন্ত, কন্যাদূষক, অগ্নি ও বেদত্যাগী, সোমবিক্রয়ী, মহাপাতকী বলিয়া জনসমাজে প্রসিদ্ধ॥ ৫ ॥ চৌর, পিশুন, গ্রামযাজক, বেতন গ্রহণপূর্ব্বক অধ্যাপন বা অধ্যয়নকর্ত্তা, পরপূর্ব্বাপতি, মাতাপিতার পরিত্যাগকারী, শূদ্রসন্তান প্রতিপালক, শূদ্রাণীর ভর্ত্তা ও দেবল এই সকল ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে স্থান পাইতে পারেন না॥ ৬।৭ ॥

বিজ্ঞব্যক্তি শ্রাদ্ধের পূর্ব্ব দিনে প্রশস্ত শ্রোত্রিয় প্রভৃতিকে, আপনি দেব পক্ষের ব্রাহ্মণ ও আপনি পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণ, ইহা নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে বলিয়া দিবে॥ ৮॥ শ্রাদ্ধের দিবস শ্রাদ্ধকর্ত্তা, ব্রাহ্মণগণের সহিত কলহাদি, ক্রোধ, স্ত্রীসহবাস এবং পরিশ্রম করিবে না, কারণ তাহা মহাদোষ॥ ৯॥ পূর্ব্বদিন শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিয়া বা নিমন্ত্রিত হইয়া, পর দিন শ্রাদ্ধে ভোজন করাইয়া বা ভোজন করিয়া মৈথুন করিলে, মৈথুনকর্ত্তা নিজ পিতৃগণকে রেতঃকুণ্ডে নিমগ্ন করিয়া থাকে॥ ১০॥ এই কারণে শ্রাদ্ধের পূর্ব্ব দিন প্রধান ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিবে। অনিমন্ত্রিত যতিগণ গৃহে উপস্থিত হইলে, শ্রাদ্ধে তাঁহাদিগকে ভোজন করাইবে॥ ১১॥ ব্রাহ্মণ-গণ গৃহে আগমন করিলে, শৌচাদি দ্বারা তাঁহাদিগকে পূজা করিবে। পরে সেই ব্রাহ্মণগণ আচমন করিলে, পবিত্রপাণি হইয়া তাঁহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট আসন সমূহে উপবেশন করাইবে॥ ১২॥ সামর্থ্যানুসারে পিতৃপক্ষে অযুগ্ম ও দেবপক্ষে যুগ্ম ব্রাহ্মণ, নিযুক্ত করিবে; নিতান্ত অসমর্থকল্পে পিতৃপক্ষে

একটী ও দেবপক্ষে একটী ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিবে॥ ১৩॥ এইরূপ ভক্তি-সহকারে বিশ্বদেব ব্রাহ্মণযুক্ত মাতামহ শ্রাদ্ধ করিবে। কিম্বা পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে একটী বিশ্বদেব নিয়োগ করিবে॥ ১৪॥ দেবপক্ষের ব্রাহ্মণগণকে পূর্ব্বমুখে বসাইয়া ভোজন করাইবে। পিতৃপক্ষের ও মাতামহ-পক্ষের ব্রাহ্মণদিগকে উত্তরমুখে বসাইয়া ভোজন করাইবেন॥ ১৫॥ হে নৃপ! কোন কোন মহর্ষিগণ বলেন যে, পিতামহবর্গের ও মাতামহবর্গের পৃথক্ শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। কাহারও বা মতে একত্র এক পাকেই উভয়বর্গের শ্রাদ্ধ করা যায়॥ ১৬॥ বিজ্ঞ ব্যক্তি প্রথমতঃ ব্রাহ্মণগণকে আসনের জন্য কুশ সমূহ প্রদান করিয়া,অর্ঘ্য বিধানানুসারে অর্চ্চনা করত তাঁহাদের অনুমতি লইয়া দেবগণের আবাহন করিবে॥ ১৭॥ পরে বিধানজ্ঞ ব্যক্তি যব-সহিত উদকদ্বারা যথাবিধানে দেবগণের অর্ঘ্য প্রদান করিবে ও মাল্য, গন্ধ, ধূপ, দীপ দান করিবে॥ ১৮॥ অনন্তর বামভাগে পিতৃগণকেও অর্ঘ্যাদি প্রদান করিবে। তৎপরে ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞা গ্রহণ করতঃ দুইভাগে দর্ভ প্রদান করিবে॥১৯ পরে পণ্ডিত ব্যক্তি, পিতৃগণের আবাহন করিবে। রাজন্! পরে বামভাগে সতিলোদকদ্বারা অর্ঘ্যাদি প্রদান করিবে॥ ২০॥ এই সময় অন্নলাভের ইচ্ছায় কোন পথিক অতিথি উপস্থিত হইলে, ব্রাহ্মণদিগের অনুমতি গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহার যথেষ্ট পূজা করিবে॥২১॥ অবিজ্ঞাত স্বরূপ যোগীগণ লোকের উপকার করিবার জন্য নানারূপ ধারণ করিয়া, এই পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেন॥২২॥ হে নরেন্দ্র! এই কারণে জ্ঞানী, শ্রাদ্ধকালে উপস্থিত অতিথির পূজা করিয়া থাকেন, অতিথি অপূজিত হইলে, শ্রাদ্ধফলকে বিনষ্ট করেন॥ ২৩॥ হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণগণের অনুজ্ঞা লইয়া, লবণ রহিত শাক প্রভৃতি ব্যঞ্জন ও অন্নদ্বারা তিনবার অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে॥ ২৪॥ রাজন্! তন্মধ্যে 'অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহা' এই মন্ত্র বলিয়া প্রথম আহুতি, 'সোমায় পিতৃমতে স্বাহা' এই মন্ত্র বলিয়া, দ্বিতীয় আহুতি, 'বৈবস্বতায় স্বাহা' এই মন্ত্র পাঠ করতঃ তৃতীয় আহুতি প্রদান করিবে॥ ২৫॥ তৎপরে হুতা-বশিষ্ট অন্ন লইয়া, অল্প অল্প পিতৃপাত্র সমুদায়ে নির্ব্বপন করিবে। অনন্তর অত্যন্ত অভীষ্ট অতিসংস্কৃত মিষ্ট অন্ন॥ ২৬॥ নিমন্ত্রিত দ্বিজগণকে দান করিয়া কোমল ভাবে বলিবে যে, আপনারা যথেচ্ছারূপে ভোজন করুন।

ব্রাহ্মণগণও তদ্গতচিত্ত হইয়া মৌনাবলম্বনে প্রসন্ন মুখে ভোজন করিবেন॥ ২৭॥ শ্রাদ্ধকর্ত্তা ক্রোধ ও ত্বরাহীন হইয়া, ভক্তিসহকারে ভক্ষ্যদ্রব্য প্রদান করিবেন। অনন্তর রক্ষোঘ্ন ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ ও ভূমিতে তিল ছড়াইয়া, সেই সকল দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে আপনার পিতৃলোকস্বরূপ চিন্তা করিবে॥ ২৮॥ আমার পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ, ব্রাহ্মণশরীরে অধিষ্ঠান করতঃ তৃপ্তি লাভ করুন॥ ২৯॥ আমার পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহ, অগ্নিতে হোমদ্বারা আপ্যায়িত মূর্ত্তি হইয়া, পরিতৃপ্তি লাভ করুন॥ ৩০॥ আমার পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ, ভূতলে মদ্দত্ত পিণ্ডদ্বারা তৃপ্তিলাভ করুন॥ ৩১॥ এই শ্রাদ্ধে আমি যাহা করিতে অসমর্থ হইলাম তাহাও পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ, আমার ভক্তিদ্বারা সম্পন্ন জ্ঞানে পরিতৃপ্ত হউন॥ ৩২॥ আমার মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধ প্রমাতামহ এবং বিশ্বদেবগণ, পরিতৃপ্ত হউন, রাক্ষস সকল প্রনষ্ট হউক॥ ৩৩॥ সমস্ত হব্য কব্য ভোক্তা অব্যয়াত্মা যজ্ঞেশ্বর হরি এখানে রহিয়াছেন। তাঁহার সন্নিধানহেতু এইক্ষণেই সমুদায় রাক্ষস ও সমুদায় অসুর পলায়ন করুক, এই মন্ত্র কয়টী ভক্তিভাবে পাঠ করিতে হইবে॥ ৩৪॥ পরে ব্রাহ্মণগণ পরিতৃপ্ত হইলে, কতক অন্ন ভূতলে ছড়াইয়া দিবে। পরে আচমনের জন্য ব্রাহ্মণগণকে, এক এক গণ্ডূষ জল প্রদান করিবে॥ ৩৫॥ অনন্তর পরিতৃপ্ত ব্রাহ্মণগণ অনুজ্ঞা প্রদান করিলে, সমাহিত মানসে তিল ও ব্যঞ্জনাদিসহিত উত্তম অন্নদ্বারা ভূমির উপর পিণ্ড দিবে॥ ৩৬॥ অনন্তর পিতৃতীর্থ দ্বারা তিলসহিত সলিলাঞ্জলি প্রদান করিবে। মাতামহদিগকেও পিতৃতীর্থদ্বারা পিণ্ড প্রদান করা উচিত॥ ৩৭॥ এই সকল কার্য্যে যত্নপূর্ব্বক দক্ষিণা প্রদান করিবে। ইহার মধ্যে জলতীরে বা অন্য কোন উত্তম পরিষ্কৃত স্থানে॥ ৩৮॥ কিম্বা ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্টের নিকটে দক্ষিণাগ্র কুশ সকল বিস্তার করিয়া, প্রথমে পিতাকে পুষ্প, ধূপ, দীপাদিদ্বারা অর্চ্চিত পিণ্ড প্রদান করিবে॥৩৯॥ তৎপরে পিতামহকে একটী ও প্রপিতামহকে একটী পিণ্ড দিবে। অনন্তর হস্ত-লিপ্ত অন্ন ঘর্ষণপূর্ব্বক লেপভোগী পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিবে॥ ৪০॥ অনন্তর গন্ধমাল্য প্রভৃতি সংযুক্ত পিণ্ড সকলদ্বারা মাতামহগণের পূজা করিয়া দ্বিজ সমূহকে আচমনীয় জল প্রদান করিবে॥ ৪১॥ হে নরেশ্বর! অনন্তর

তন্মনা হইয়া, ভক্তিপূর্ব্বক "সুস্বধা" এই আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া, পিতৃসম্বন্ধী ব্রাহ্মণগণকে সামর্থ্যানুসারে দক্ষিণা প্রদান করিবে ॥ ৪২ ॥ অনন্তর দক্ষিণা-প্রদান করিয়া, বৈশ্বদেবিক ব্রাহ্মণগণের নিকট বলিবে যে, এই দক্ষিণা প্রদান দ্বারা বিশ্বদেবগণ প্রীত হউন। ঐ ব্রাহ্মণদিগের নিকট ইহার উত্তর গ্রহণ করিবে ॥ ৪৩ ॥ হে মহামতে! ব্রাহ্মণেরা "তথাস্তু" এই কথা বলিলে, তাঁহাদের নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিবে, প্রথমতঃ পিতৃ-সম্বন্ধী ব্রাহ্মণদিগকে, পশ্চাৎ দেবপক্ষের ব্রাহ্মণগণকে বিসর্জ্জন করিবে ॥ ৪৪ ॥ দেবগণের সহিত মাতামহের শ্রাদ্ধ করিবার কালেও এইরূপ বিধান অব-লম্বনীয়। ভোজন, যথাশক্তি দান ও বিসর্জ্জন পিতৃশ্রাদ্ধের ক্রমেই করিবে ॥৪৫॥ উভয় পক্ষের শ্রাদ্ধ স্থলেই অগ্রে দেবপক্ষীয় ব্রাহ্মণের পাদশৌচ প্রভৃতি কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে, পরন্তু পিতৃপক্ষীয় ও মাতামহপক্ষীয় ব্রাহ্মণের বিসর্জ্জন অগ্রে করিতে হইবে ॥ ৪৬ ॥ অনন্তর প্রীতিবাক্য ও সম্মান পূর্ব্বক পূজিত ব্রাহ্মণগণকে বিসর্জ্জন করিবে। বিসর্জ্জনকালে দ্বারপর্য্যন্ত পশ্চাৎ গমন করিয়া, তাঁহাদের অনুমতি অনুসারে প্রতিনিবৃত্ত হইবে ॥ ৪৭ ॥ তৎপরে বিজ্ঞ ব্যক্তি বৈশ্বদেব নামক নিত্যক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে। অনন্তর সংযতচিত্তে মান্য ব্যক্তি, বন্ধু ও ভৃত্য প্রভৃতির সহিত একত্র ভোজন করিবে ॥ ৪৮ ॥ বিজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপে পিতৃশ্রাদ্ধ ও মাতামহশ্রাদ্ধ করিবেন, পিতামহগণ শ্রাদ্ধদ্বারা তৃপ্তিলাভ করিলে, সমুদায় কামনা পরিপূর্ণ করেন ॥৪৯॥ শ্রাদ্ধস্থলে দৌহিত্র, (খড়্গাপাত্র) কুতপ ছাগলোম রচিত কম্বল তিল, রজত গ্রহণ, রজত দর্শন ও রজত কথা শ্রবণ, এতৎসমুদায় পবিত্রতাজনক ॥৫০ হে রাজেন্দ্র! যিনি শ্রাদ্ধকর্ত্তা তাঁহার ক্রোধ, পথগমন ও কোন বিষয়ে ত্বরা পরিত্যাগ করা উচিত। যিনি শ্রাদ্ধে ভোজন করেন, তাহার পক্ষেও ঐ তিনটী কার্য্য কর্ত্তব্য নহে ॥ ৫১ ॥ মহারাজ! সমুদায় শ্রাদ্ধকর্ত্তার প্রতি বিশ্বদেব পিতৃ মাতামহগণ ও তদ্বংশীয় সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন ॥৫২॥ হে ভূপতে! চন্দ্র পিতৃগণের আধার এবং চন্দ্র যোগাধার অতএব শ্রাদ্ধকালে শ্রেষ্ঠ যোগীকে নিয়োগ করা উচিত ॥৫৩॥ হে রাজন্! সহস্র শ্রাদ্ধভোজী ব্রাহ্মণের অগ্রে যদি একজন মাত্র যোগী অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে তিনি সমুদায় ভোক্তা এবং যজমানকে উদ্ধার করেন ॥ ৫৪ ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

ঔর্ব্ব কহিলেন,—শ্রাদ্ধের দিনে ব্রাহ্মণদিগকে হবিষ্য করাইলে পিতৃগণ একমাস পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন, মৎস্য প্রদানে দুই মাস, শশকমাংস প্রদানে তিন মাস, পক্ষিমাংস প্রদানে চারি মাস, শূকর মাংস প্রদানে পাঁচ মাস, ছাগমাংস প্রদানে ছয় মাস, এণমাংস দিলে সাত মাস, রুরুমৃগমাংস প্রদান করিলে আট মাস, গবয়মাংস প্রদানে নয় মাস, মেষমাংস প্রদানে দশ মাস, গোমাংস প্রদান করিলে এগার মাস পর্য্যন্ত পিতৃগণ পরিতৃপ্ত থাকেন। পরন্তু যদি বাধ্রীণসমাংস দেওয়া যায়, তাহা হইলে পিতৃলোক চিরদিন তৃপ্ত থাকেন॥ ২॥ হে রাজন্! গণ্ডারের মাংস, কৃষ্ণশাক ও মধু, এই সমুদায় দ্রব্য শ্রাদ্ধকর্ম্মে অত্যন্ত প্রশস্ত ও অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক॥ ৩॥ পৃথিবীপতে! যে ব্যক্তি গয়াতে গমন পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করে, তাহার জন্ম সফল হয়। তাহার পিতৃগণ পরিতুষ্ট থাকেন॥ ৪॥ হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! দেবধান্য, নীবারধান্য, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ এই দুই প্রকার শ্যামাক ধান্য ও পশ্চাদুক্ত প্রধান বন্যোষধি, এই সমুদায় দ্রব্য শ্রাদ্ধের উপযুক্ত॥ ৫॥ যব, প্রিয়ঙ্গু, মুদ্গ, গোধূম, ব্রীহি, তিল, শিম্বী, কোবিদার ও সর্ষপ, এই সমুদায় ওষধি শ্রাদ্ধে প্রশংসনীয়॥ ৬॥ হে নরেশ্বর! অকৃতাগ্রয়ণ ধান্য, রাজ মাস, সূক্ষ্ম শারী ধান্য ও মসূর-বিদল॥ ৭॥ অলাবু, গৃঞ্জন, পলাণ্ডু, পিণ্ডাকৃতি মূলক, গান্ধার, করম্ভ, ঊষর-ভূমিতে উৎপন্ন লবণ॥ ৮॥ স্বভাবতঃ ঈষৎ রক্তবর্ণ বৃক্ষনির্যাস, প্রত্যক্ষ লবণ ও অপ্রশস্ত দ্রব্য শ্রাদ্ধকালে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য॥ ৯॥ রাত্রিতে আনীত জল, অপ্রতিষ্ঠিত দীর্ঘিকাদির জল, গোসমূহে অতৃপ্তি কারক জল দুর্গন্ধ জল ও ফেনিল জল, শ্রাদ্ধযোগ্য নহে॥ ১০॥ একশফ জন্তুর দুগ্ধ, উষ্ট্রদুগ্ধ, মৃগদুগ্ধ, মহিষদুগ্ধ, শ্রাদ্ধকর্ম্মে পরিত্যাগ করিবে॥ ১১॥ যণ্ড, অপবিদ্ধ, চাণ্ডাল, পাষণ্ড, উন্মত্ত, চিররোগী, কুক্কুর, নগ্ন, বানর, গ্রামশূকর॥ ১২॥ রজস্বলা নারী, জননাশৌচ ও মরণাশৌচবিশিষ্ট ও মৃতহারক, শ্রাদ্ধ দর্শন করিলে দেবগণ ও পিতৃগণ শ্রাদ্ধ ভোজন করেন না॥ ১৩॥ অতএব সাবধানে সদাচার পরায়ণ লোকগণের সম্মুখে শ্রদ্ধা সহকারে শ্রাদ্ধ করিবে।

ভূমিতে তিল নিক্ষেপ করিয়া, নিশাচরগণকে দূর করিবে ॥ ১৪ ॥ দুর্গন্ধি, কেশযুক্ত, কীটযুক্ত, কাঞ্জিক-মিশ্রিত ও পর্য্যুষিত অন্ন, শ্রাদ্ধে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে ॥ ১৫ ॥ শ্রদ্ধাসহকারে নামগোত্র উল্লেখ করিয়া, পিতৃগণকে অন্ন দান করিলে, পিতৃগণ যদাহার যোগ্য হইয়া, অবস্থিতি করেন শ্রাদ্ধকর্ত্তা তদাহার প্রাপ্ত হন। কলাপ নামক উপবনে পিতৃগণ মনুপুত্র ইক্ষ্বাকুকে এই গীতা বলিয়াছিলেন যে, আমাদের বংশে সন্মার্গগামী এমত কোন সন্তান জন্মে যে, সে পুত্র গয়ায় গিয়া সমাদরের সহিত আমাদের উদ্দেশে পিণ্ডদান করে ॥ ১৭।১৮ ॥ আমাদের কুলে এমন কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে যে, সে আমাদের উদ্দেশে ভাদ্রমাসের মঘাসংযুক্ত ত্রয়োদশী তিথিতে, ঘৃত-মধু-সংযুক্ত পায়স প্রদান করে ॥ ১৯ ॥ আমাদের বংশে এমন কোন পুত্র জন্মে, গৌরী কন্যা বিবাহ বা বৃষ উৎসর্গ করে, অথবা যথাবিধি দক্ষিণা দান করত অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হয় ॥ ২০ ॥

ষোড়শ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

সপ্তদশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়। পূর্ব্বকালে, সদাচার সমূহের বিষয়, মহাত্মা সগর জানিতে ইচ্ছা করিলে, ভগবান্ ঔর্ব্ব এই সকল কথা বলিয়াছিলেন। আমি তোমার কাছে অশেষ প্রকারে সেই সদাচারের বিষয় বলিলাম। হে দ্বিজ! সদাচার লঙ্ঘন করিয়া কেহই মঙ্গল লাভ করিতে পারে না ॥ ১।২ ॥

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে ভগবন্! ক্লীব, অপবিদ্ধ ও উদকী কাহাকে বলে, তাহা আমার বিদিত আছে, কিন্তু নগ্ন কাহাকে, বলে তাহা আমি জানি না, এক্ষণে জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩ ॥ নগ্ন কে? মনুষ্য কিরূপ আচরণ করিলে, নগ্ন সংজ্ঞা লাভ করে? নগ্নের স্বরূপ বা কি? এ সমুদায় আপনি যথাবিধি বলুন, আমি শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ৪ ॥ পরাশর কহিলেন,—দ্বিজ! বর্ণত্রয়ের আবরণ স্বরূপ ঋগ্ যজুঃ সাম সংজ্ঞক, ত্রয়ীকে যে ব্যক্তি মোহবশত পরিত্যাগ করে, সেই পাতকীর নাম নগ্ন ॥ ৫ ॥ হে ব্রহ্মন্! ত্রয়ীই সমস্ত

বর্ণের সংবরণ, অতএব এই ত্রয়ীরূপ সংবরণ পরিত্যাগ করিলে, নগ্ন হয় ইহাতে সংশয় নাই। ৬। আমার ধর্ম্মজ্ঞ পিতামহ বসিষ্ঠ, মহাত্মা ভীষ্মকে এই বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর॥ ৭। হে মৈত্রেয়! তুমি যে আমার নিকট নগ্ন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছ, ইহা মহাত্মা মৎপিতামহ যখন ভীষ্মের নিকট বলেন, তখন শুনিয়াছি॥ ৮। হে দ্বিজ! পূর্ব্বকালে কোন সময় দিব্য এক বৎসর ব্যাপিয়া দেবগণ ও অসুরগণের পরস্পর যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে হ্রাদ-প্রমুখ দৈত্যগণ দেবগণকে পরাজয় করেন। ৯॥ অনন্তর দেবগণ ক্ষীর-সমুদ্রের উত্তর কূলে গমনপূর্ব্বক বিষ্ণুর আরাধনার জন্য তপস্যা আরম্ভ করিলেন ও এই স্তব করিতে লাগিলেন। ১০॥ দেবগণ কহিলেন, আমরা লোকপ্রভু বিষ্ণুর আরাধনার নিমিত্ত যে সকল বাক্য বলিব তদ্দ্বারা সেই আদিভূত ভগবান্ বিষ্ণু প্রসন্ন হউন॥ ১১। যে মহাত্মা হইতে অনন্ত ভূতনিবহ উৎপন্ন হইয়াছে ও যাঁহাতে সকলেই বিলীন হইবে, কোন্ ব্যক্তি তাঁহার স্তব করিতে সমর্থ হইবে॥ ১২। হে প্রভো! তোমার স্তবোক্তির বিষয় যদিও আমাদের বাক্য ও মনের অগোচর, তথাপি আমরা শত্রুকৃত পরাজয় দ্বারা হীনবীর্য্য হইয়া, আপনাদের মঙ্গলার্থে তোমার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলাম॥ ১৩ তুমি পৃথিবী, তুমি সলিল, তুমি অগ্নি, তুমি বায়ু, তুমি আকাশ, তুমি সমুদায় অন্তঃকরণ, তুমি প্রকৃতি, তুমি প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র পুরুষ॥ ১৪॥ হে ভূতাত্মন্! তোমার একমাত্র মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তময় শরীর আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তও সমুদায় স্থান ও কালের বিচ্ছেদ করিতেছে।১৫ হে ঈশ্বর! সৃষ্টি করিবার জন্য তোমার নাভিকমল হইতে সমুৎপন্ন যে প্রথম মূর্ত্তি, তিনিই ব্রহ্মা, তুমিই সেই ব্রহ্মা-স্বরূপ। আমরা ব্রহ্মরূপী তোমাকে নমস্কার করি॥ ১৬। আমরা ইন্দ্র, সূর্য্য, রুদ্র, বসু, অগ্নি, মরুৎ, সোম প্রভৃতি বিবিধ ভেদে যাঁহার স্বরূপ হইতেছি, সেই সমুদায় দেবতাস্বরূপ তোমাকে নমস্কার। ১৭॥ হে গোবিন্দ! তোমার যে মূর্ত্তি দম্ভময় বিবেক শূন্য, ক্ষমা ও দান্ততা-বিবর্জ্জিত, সেই দৈত্যরূপী তোমাকে নমস্কার॥ ১৮॥ হৃদয়রূপ নাড়ী সকল সমধিক জ্ঞানের আধার বলিয়া যাহাদের তেজ স্তিমিত, শব্দরূপ রস প্রভৃতি বিষয়ে যাহাদের আসক্তি, তাদৃশ যক্ষরূপী তোমাকে নমস্কার॥ ১৯॥ হে পুরুষোত্তম! ক্রূরতা ও মায়ার অদ্বিতীয়

আধার, যে মূর্ত্তি ঘোর তমোময় বলিয়া খ্যাত তুমি সেই নিশাচর স্বরূপ তোমাকে নমস্কার॥ ২০॥ হে জনার্দ্দন! স্বর্গস্থিত ধার্ম্মিকগণের উত্তম ধর্ম্মের ফলস্বরূপ অদৃষ্ট, তোমারই রূপভেদ সেই অদৃষ্টরূপী তোমাকে নমস্কার॥ ২১॥ যাঁহারা অগ্নি জল প্রভৃতি গমনীয় স্থানে গমন করেন, অথচ কিছুতেই লিপ্ত হন না, যাঁহারা সর্ব্বদা প্রসন্নতাময়, তাদৃশ সিদ্ধগণ স্বরূপ তোমাকে নমস্কার॥ ২২॥ হে হরে! অক্ষমাই যাহাদের সর্ব্বস্ব, যাহারা ক্রূর যাহাদের উপভোগে পরিতৃপ্তি হয় না, ঈদৃশ দ্বিজিহ্বগণরূপী তোমাকে নমস্কার॥ ২৩॥ তোমার যে মূর্ত্তি জ্ঞানময়, প্রশান্ত, দোষহীন ও পাপরহিত, সেই ঋষিরূপ তোমার মূর্ত্তিকে নমস্কার॥ ২৪॥ হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তোমার যে মূর্ত্তি, কল্পান্তে অবারিত রূপে সমুদায় ভূতকে ভক্ষণ করে, সেই কালরূপী তোমাকে নমস্কার॥ ২৫॥ তোমার যে মূর্ত্তি দেব, মনুষ্য প্রভৃতি সমুদায় জীবসমূহকে নিঃশেষ-রূপে ভক্ষণপূর্ব্বক নৃত্য করে, তোমার সেই রুদ্রমূর্ত্তিকে নমস্কার॥ ২৬॥ হে জনার্দ্দন! যাহারা রজোগুণের পরিচালন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তুমি সেই মনুষ্যস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার॥ ২৭॥ হে সর্ব্বাত্মন্! যাহারা অষ্টাবিংশতি প্রকার বধোপেত তমোময় ও উন্মার্গগামী, সেই পশুমূর্ত্তি স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার॥ ২৮॥ তোমার যে মূর্ত্তি, জগতের সিদ্ধি সাধন যজ্ঞাঙ্গ-স্বরূপ, বৃক্ষলতাদি ভেদে বিভিন্ন প্রকার, সেই উদ্ভিদাত্মক তোমাকে নমস্কার॥ ২৯॥ তুমি সকলের আদি কারণ। তির্য্যক্, মানুষ, দেব, আকাশ, শব্দ প্রভৃতি সকলই তোমার মূর্ত্তি, অতএব সর্ব্বস্বরূপী তোমাকে নমস্কার॥ ৩০॥ হে পরমাত্মন্! তোমার যে মূর্ত্তি প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার প্রভৃতি প্রপঞ্চময় অশেষ জগৎ হইতে পৃথক্ সৃষ্ট, সকলের আদি, যাহার সদৃশ অন্য কোন রূপ নাই, সেই কারণ, কারণ মূর্ত্তিস্বরূপ তোমাকে নমস্কার করি॥ ৩১॥ হে ভগবন্! তোমার যে মূর্ত্তি, শুক্ল কৃষ্ণ প্রভৃতি রূপ রহিত, যে মূর্ত্তির হ্রস্বতা দীর্ঘতা প্রভৃতি পরিমাণ নাই যে মূর্ত্তি ঘনাদি গুণশূন্য, যাহা সমুদায় বিশেষণের অগোচর, যাহা পবিত্র হইতেও পবিত্রতর, মহর্ষিরা যে মূর্ত্তি দর্শন করিয়া থাকেন, সেই মূর্ত্তিকে নমস্কার করিতেছি॥ ৩২॥ যিনি আমাদের শরীরে অন্যান্য সমুদায় শরীরে ও সমুদায় পদার্থে অবস্থান করেন, যিনি জন্ম ও ক্ষয়রহিত, যাঁহা হইতে ভিন্ন

আর কোন বস্তুই নাই, সেই ব্রহ্মস্বরূপ, বিষ্ণুকে নমস্কার ॥ ৩৩ ॥ যিনি উৎপত্তিহীন এই সমুদায় প্রপঞ্চ যাঁহার রূপভেদ, পরমপদ ব্রহ্মই যাঁহার আত্মা, যিনি নিত্য অক্ষয় নির্ম্মল প্রভু, যিনি নিখিল জগতের কারণীভূত, সেই বাসুদেবকে নমস্কার করি ॥ ৩৪ ॥ পরাশর বলিলেন,—স্তবের অবসান হইলে দেবগণ শঙ্খচক্র-গদা-পাণি গরুড়ারূঢ় পরমেশ্বর হরিকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৩৫ ॥ তখন সমুদায় দেবগণ তাঁহাকে নমস্কারপূর্ব্বক কহিলেন, নাথ! প্রসন্ন হও আমরা শরণাপন্ন, আমাদিগকে দৈত্যগণ হইতে রক্ষা কর ॥ ৩৬ ॥ হে পরমেশ্বর! হ্রাদ প্রভৃতি দৈত্যগণ ব্রহ্মার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া, আমাদের ত্রিলোক ও যজ্ঞভাগ হরণ করিয়াছে ॥ ৩৭ ॥ যদিও তুমি অশেষ জীবস্বরূপ ও আমরা তাহারা তোমার অংশ তথাপি আমরা অবিদ্যাভেদে জগত সমুদায় পরস্পর ভিন্ন দেখিতেছি ॥ ৩৮ ॥ আমাদের শত্রুগণ স্বস্ববর্ণধর্ম্মে প্রভূও বেদমার্গানুসারী ও তপঃসম্পন্ন, সুতরাং আমরা তাহাদিগকে বধ করিতে সমর্থ হইতেছি না ॥ ৩৯ ॥ অমেয়াত্মন্ ভগবন্! যাহাতে আমরা সেই সমুদায় অসুরকে নষ্ট করিতে পারি, তুমি আমাদের এরূপ কোন উপায় করিয়া দাও ॥ ৪০ ॥ পরাশর কহিলেন,—দেবগণ কর্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া, ভগবান্ বিষ্ণু স্বীয় শরীর হইতে মায়ামোহ উৎপাদন করিয়া সুরশ্রেষ্ঠগণকে প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন্ ॥ ৪১ ॥ শ্রীভগবান্ কহিলেন,—এই মায়ামোহ, সমুদায় দৈত্যকে মোহিত করিবে, পরে তাহারা বেদমার্গবিহীন হইলে, তোমরা অনায়াসে তাহাদিগকে বিনাশ করিতে পারিবে ॥ ৪২ ॥ হে দেবগণ! সৃষ্টিরক্ষার জন্য ব্রহ্মা নিযুক্ত আছেন। যে সকল দৈত্য বা দেবতা ব্রহ্মার অধিকারের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহারা আমারই বধ্য ॥ ৪৩ ॥ হে দেবগণ! এক্ষণে তোমরা গমন কর, ভয় করিও না; এই মায়ামোহ অগ্রে অগ্রে তোমাদের উপকারের জন্য গমন করুক ॥ ৪৪ ॥ পরাশর কহিলেন,—বিষ্ণু এইরূপ কহিলে, দেবগণ তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক গমন করিলেন। যেখানে অসুরগণ অবস্থিতি করিতেছে, মায়ামোহও তাঁহাদের সহিত সেই স্থানে গমন করিলেন ॥ ৪৫ ॥

সপ্তদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—মৈত্রেয়! অনন্তর মায়ামোহ, সেই স্থান হইতে গমন করিয়া দেখিলেন সেই মহাসুরগণ নর্ম্মদাতীরে তপস্যা করিতেছে। ১। হে দ্বিজ! তখন মায়ামোহ দিগম্বর, মুণ্ডিতমস্তক ও বর্হিপত্রধারী হইয়া অসুরগণকে এইরূপ মধুর বাক্য বলিতে আরম্ভ করিল। ২। মায়ামোহ কহিল,—দৈত্যপতিগণ! তোমরা কেন তপস্যা করিতেছ তাহা বল। এই তপস্যাদ্বারা তোমরা ঐহিক না পারলৌকিক ফল ইচ্ছা কর॥ ৩। অসুরগণ কহিল, মহামতে! পারত্রিক-ফল লাভের জন্য আমরা তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছি এ বিষয়ে তুমি কি বলিতে ইচ্ছা কর। ৪॥ মায়ামোহ কহিল যদি তোমরা মুক্তির ইচ্ছা কর তাহা হইলে আমার বাক্যানুসারে কর্ম্ম কর এবং মুক্তির অসংবৃত দ্বার স্বরূপ মদুক্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। ৫॥ এই ধর্ম্মই মুক্তির উপযোগী ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কোন ধর্ম্ম নাই। এই ধর্ম্মে অবস্থান করিলে স্বর্গ বা মুক্তি, যাহাতে অভিরুচি তাহা পাইতে পারিবে। তোমরা সকলেই মহাবল। তোমরা এই ধর্ম্ম গ্রহণ কর। ৬। পরাশর কহিলেন,—এইরূপে মায়ামোহ নানাপ্রকার যুক্তি প্রদর্শনদ্বারা পরিবর্দ্ধিত বাক্যসমূহদ্বারা দৈত্যগণকে বেদমার্গ হইতে অপাকৃত করিল॥ ৭। ইহাতে ধর্ম্ম হয়, ইহাতে অধর্ম্ম হয় এইটী সৎ, এইটী অসৎ ইহা মুক্তির কারণ, ইহাতে মুক্তিলাভ হয় না, । ৮॥ ইহা অত্যন্ত পরমার্থ, এই কার্য্য পরমার্থ নহে, এইটী সৎকার্য্য এইটী অকার্য্য এই বিষয় এরূপ নহে, ইহা স্পষ্ট এই প্রকার ইহা দিগম্বরদিগের ধর্ম্ম, ইহা বহুবস্ত্র মনুষ্যের ধর্ম্ম। ৯। হে দ্বিজ! এইরূপ অনেকপ্রকার সংশয় জনকবাক্য বলিয়া মায়ামোহ, দৈত্যগণকে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইল। ১০। মায়ামোহ দৈত্যদিগকে বলিয়াছিল যে, তোমরা এই মহাধর্ম্ম অর্হত মান্য কর। এই জন্য যাহারা এই ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহারা আর্হত নামে বিখ্যাত হয়। ১১। মায়ামোহ, এইরূপে অসুরগণকে বেদধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইল অসুর সমূহও মায়ামোহ প্রভাবে মূঢ় হইয়া অন্যান্য জনকে ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করাইতে লাগিল। ১২॥ অসুর দীক্ষিত ব্যক্তিগণ

ও অন্য দৈত্যদিগকে, অন্য দৈত্যেরাও অপর দৈত্যদিগকে, তাহারা আবার আর আর ব্যক্তিকে, আর ব্যক্তিরাও অন্যান্য দৈত্যগণকে ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করাইল; অল্প দিনের মধ্যেই বৈদিক-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল ॥ ১৩ ॥ অনন্তর মায়ামোহ রক্তাম্বর পরিধানপূর্ব্বক চক্ষুতে অঞ্জন রাগ করিয়া অন্য অসুরগণের নিকট গমনপূর্ব্বক মৃদু মধুর বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ১৪ ॥

মায়ামোহ কহিল,—হে অসুরগণ! যদি নির্ব্বাণ মুক্তি বা স্বর্গ তোমাদের কামনা থাকে, তাহা হইলে পশুহিংসাপ্রভৃতি দুষ্ট ধর্ম্মে কোন ফল হইবে না, জানিবে ॥ ১৫ ॥ এই সমুদায় জগৎ বিজ্ঞানময় বলিয়া অবগত হও। আমার বাক্য ভাল করিয়া বুঝ, এবিষয়ে পণ্ডিতগণ এইরূপ বলিয়াছেন যে। এই জগৎ অনাধার। ইহা ভবসঙ্কটে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। ইহা ভ্রম জ্ঞানগোচর অর্থান্বেষণে তৎপর ও রাগাদি দোষে সাতিশয় দূষিত ॥১৭॥১৬॥

পরাশর কহিলেন,—মায়ামোহ, এইরূপ জ্ঞাত হও, এইরূপ বুঝিবে, এইরূপ বুঝিয়া রাখ, এই কথা বলিয়া দানবগণকে নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইল ॥ ১৮ ॥ মায়ামোহ, দৈত্যগণের নিকট এইরূপে নানাপ্রকার যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিতে লাগিল যে, তাহারা সেই বাক্যানুসারে স্ব স্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল ॥ ১৯ ॥ ধর্ম্মত্যাগিগণ অন্যের নিকট কহিল। অন্যেও পরের নিকট প্রচার করিতে লাগিল। হে মৈত্রেয়! দৈত্যেরা এইরূপে বেদোক্ত ও স্মৃত্যুক্ত পরম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল ॥ ২০ ॥ হে দ্বিজ! অতিশয় মোহজনক মায়ামোহ, অন্যান্য বহুবিধ পাষণ্ডরূপ ধারণ করিয়া, অন্যান্য অসুরগণকে মোহিত করিল ॥ ২১ ॥ এইরূপে মায়ামোহ মোহপ্রভাবে অসুরগণ অল্প কালে বেদমার্গাশ্রিত সমুদায় কথা পরিত্যাগ করিল ॥ ২২ ॥ হে দ্বিজ! তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বেদের নিন্দা করিল। কেহ কেহ বা দেবগণের নিন্দা আরম্ভ করিল, কেহ বা যজ্ঞাদি কর্ম্মকলাপের, কেহ বা ব্রাহ্মণের নিন্দা করিতে লাগিল ॥ ২৩ ॥ যে কার্য্যে কোন প্রাণীর হিংসা হয়, ঈদৃশ কার্য্যে ধর্ম্ম হয়, এই বাক্য কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে! ঘৃত সমূহ অনলে দগ্ধ হইলে ফল প্রদান করে, ইহা বালকের-যোগ্য বাক্য ॥ ২৪ ॥ অনেক যজ্ঞদ্বারা দেবতা হইয়া, ইন্দ্রের সহিত যদি শমী প্রভৃতি কাষ্ঠ ভোজন করিতে হয়, তবে দেবতা অপেক্ষা পশুও শ্রেষ্ঠ; যেহেতু পশু পত্রশস্য

ভক্ষণ করে॥ ২৫॥ যজ্ঞস্থলে পশুবধ করিলে, যদি সেই পশু স্বর্গ গমন করে, তবে যজমান কেন আপনার পিতাকে বধ করেন না?॥ ২৬॥ শ্রাদ্ধকালে এক ব্যক্তি ভোজন করিলে যদি অন্য ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, তাহা হইলে প্রবাস গমন কালে সঙ্গে খাদ্য দ্রব্য লইবার কি প্রয়োজন (পুত্রগণ শ্রদ্ধায় গৃহে আহার করালেই প্রবাসীর তৃপ্তি হইতে পারে)॥ ২৭॥ অতএব ইহা কেবল লোকের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিতেছে। তোমরা ইহা বিবেচনা করিয়া দেখ। ইহাতে উপেক্ষা করাই শ্রেয়ঃ হইতেছে আমি যাহা কহিলাম, তাহাতে তোমাদের রুচি হউক॥ ২৮॥ অসুরগণ! আপ্তবাক্য কিছু আকাশ হইতে পতিত হয় না। তোমরা আমি বা অন্য ব্যক্তি, সকলেরই যুক্তিসঙ্গত বাক্য গ্রহণ করা উচিত॥ ২৯॥ মায়ামোহ, এইরূপে বহুবিধ উপায় দ্বারা দৈত্যগণকে ঈদৃশ বিকৃতিভাবাপন্ন করিয়া দিল যে, তাহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিরই আর বেদে রুচি রহিল না॥ ৩০॥

এইরূপে দৈত্যগণ কুপথগামী হইলে, দেবগণ পরম উদ্যোগ করিয়া তাহাদের নিকট যুদ্ধ করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন॥ ৩১॥ হে দ্বিজ! অনন্তর পুনর্ব্বার দেবাসুরের সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তখন দেবতারা সন্মার্গ বিভ্রষ্ট অসুরগণকে বিনাশ করিলেন॥ ৩২॥ পূর্ব্বে অসুরগণের স্বধর্ম্ম রূপ যে কবচ ছিল, তদ্দ্বারাই তাহারা রক্ষিত ছিল, এক্ষণে সেই ধর্ম্মরূপ কবচ নষ্ট হওয়াতে তাহারা বিনষ্ট হইল॥ ৩৩॥

হে মৈত্রেয়! এই সময় অবধি যে সকল মনুষ্য মায়ামোহ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহারাই নগ্ন। কারণ তাহারা বেদরূপ আবরণ পরিত্যাগ করিয়াছে॥ ৩৪॥ ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও পরিব্রাট, এই চতুর্ব্বিধ আশ্রম আছে। পঞ্চম আশ্রম নাই॥ ৩৫॥ হে মৈত্রেয়! যে ব্যক্তি গার্হস্থ আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া, বানপ্রস্থ বা পরিব্রাট্ না হয়, সেই পাপাত্মা ও নগ্ন বলিয়া গণ্য॥৩৬॥ হে দ্বিজ! যে ব্যক্তি সমর্থ হইয়া একদিনমাত্র বিধিবিহিত ক্রিয়া না করে, সে তদ্দিনেই পতিত হয়, তাহার পূর্ব্বকৃত সমুদায় নিত্য কর্ম্মও বিনষ্ট হয়॥ ৩৭॥ হে মৈত্রেয়! বিপৎকাল ব্যতীত যে এক পক্ষ নিত্যক্রিয়ার অনুষ্ঠান না করে, সেই ব্যক্তি মহৎ প্রায়শ্চিত্ত করিলে শুদ্ধ হইতে পারে॥৩৮॥ এক বৎসর কাল যে মনুষ্যের নিত্যক্রিয়া না হয়,

তাহাকে দর্শন করিলে সাধুদিগের সূর্য্য দর্শন করা কর্ত্তব্য ॥৩৯॥ হে মহামতে! ঈদৃশ ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলে, বস্ত্রের সহিত স্নান করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে পারা যায়। কিন্তু সেই পাতকীর শুদ্ধি কিছুতেই হইতে পারে না ॥ ৪০ ॥ এই পৃথিবী মধ্যে যাহার গৃহে দেবগণ পিতৃগণ ও ভূতগণ, পূজা না পাইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র প্রতিগমন করেন, তাহা হইতে আর পাপাচারী নাই ॥ ৪১ ॥ যাহার শরীর ও গৃহ, দেবগণ, পিতৃগণ ও ভূতগণের নিশ্বাসদ্বারা মলিন হয়, তাহার সহিত এক গৃহ, এক আসন বা এক পরিচ্ছদ দ্বারা সম্পর্ক করিবে না ॥ ৪২ ॥ যে ব্যক্তি উক্তপ্রকার পাতকীর সহিত একবৎসরকাল সম্ভাষণ, কুশল প্রশ্ন বা একত্র উপবেশন করে সে তৎসদৃশ পাতকী হয় ॥ ৪৩ ॥ যে ব্যক্তি ঈদৃশ পাতকীর গৃহে ভোজন করে, বা তাহার সহিত একাসনে উপবেশন করে কিম্বা এক শয্যায় শয়ন করে, সে তৎক্ষণাৎ তৎসদৃশ হয় ॥ ৪৪ ॥

যে ব্যক্তি দেবগণের পিতৃগণের, ভূতগণের ও অতিথিগণের পূজা না করিয়া স্বয়ং ভোজন করে, সে পাতক ভোজন করে এবং তাহার নিষ্কৃতি নাই ॥ ৪৫ ॥ ব্রাহ্মণ-প্রভৃতি বর্ণ চতুষ্টয় যদি স্ব স্ব ধর্ম্ম পরাঙ্মুখ হয়, কিম্বা হীনবৃত্তি অবলম্বন করে, তাহা হইলে, নগ্ন-সংজ্ঞা লাভ করে ॥ ৪৬ ॥ হে মৈত্রেয়! এক গৃহে যদি বর্ণচতুষ্টয় অত্যন্ত সংসর্গ করে তাহা হইলে, সেই গৃহবাসে সাধু ব্যবহারের উপঘাত হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥ যে ব্যক্তি ঋষিগণকে, দেবগণকে, পিতৃগণকে, ভূতগণকে ও অতিথিকে পূজা না করিয়া স্বয়ং ভোজন করে, তাহার সহিত সংভাষণ করিলে লোকে নরকে গমন করে ॥৪৮॥ এই সকল কারণে বিজ্ঞ ব্যক্তি, বেদ পরিত্যাগ দূষিত এই সমস্ত নগ্ন ব্যক্তির সহিত কখন আলাপাদি বা তাহাদিগকে স্পর্শ করিবেন না ॥ ৪৯ ॥ শ্রদ্ধাবান্ লোকে, যখন যত্নপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করেন, সেই সময় নগ্নগণ যদি অবলোকন করে তাহা হইলে শ্রাদ্ধকর্ত্তাদেরও সেইশ্রাদ্ধ পিতৃপিতামহগণের তৃপ্তি সাধন করিতে পারেন না ॥ ৫০ ॥

শুনিয়াছি, পূর্ব্বকালে শতধনুনামে পৃথিবীতে বিখ্যাত এক রাজা ছিলেন। অতি ধর্ম্মপরায়ণা শৈব্যা নাম্নী তাঁহার এক পত্নী ছিলেন ॥ ৫১ ॥ ঐ শৈব্যা পতিব্রতা মহাভাগ্যবতী সত্যনিষ্ঠা শৌচপরায়ণা দয়াপরতন্ত্রা সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না

ও বিনয়ান্বিতা ছিলেন। ৫২। সেই রাজা, শৈব্যার সহিত পরম সমাধি দ্বারা দেবদেব বিভু জনার্দ্দনের আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হন। ৫৩। তিনি প্রতি দিন তন্মনা হইয়া, ভক্তি সহকারে হোম, জপ, দান, উপবাস ও পূজাদ্বারা আরাধনা করিতেন, অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করিতেন না। ৫৪। একদা তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে উপবাস করিয়া, একত্রে ভাগীরথী-সলিলে স্নানপূর্ব্বক উত্থান করিলেন। ৫৫। এমন সময়ে সম্মুখে সমাগত এক পাষণ্ডকে অবলোকন করিলেন। হে দ্বিজ! এই পাষণ্ড, মহাত্মা রাজার চাপাচার্য্যের সখা। ৫৬। রাজা আচার্য্যগৌরব স্মরণ করিয়া, সেই পাষণ্ডের সহিত আলাপ করিলেন, পরন্তু তাঁহার পত্নী আরব্ধব্রতা দেবী শৈব্যা বাগ্যতা হইয়া থাকিলেন। ৫৭। তিনি উপোষিতা ছিলেন, বিবেচনা করিয়া সেই পাষণ্ডের দর্শন হওয়াতে সূর্য্য দর্শন করিলেন। ৫৮।

হে দ্বিজোত্তম! অনন্তর সেই দম্পতী, যথারীতি আগমনপূর্ব্বক বিধানানুসারে বিষ্ণুপূজা প্রভৃতি সমুদায় কর্ম্ম করিলেন। ৫৯। কিছুকাল পরে শত্রুজিৎ রাজা মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। দেবী শৈব্যাও চিতারূঢ় পতির অনুগমন করিলেন। ৬০। রাজা উপোষিত হইয়া যে, পাষণ্ডের সহিত সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, সেই জন্য কুক্কুরযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিলেন। ৬১ তাঁহার পত্নীও কাশীরাজের দুহিতা রূপে জন্মিলেন। এবং সর্ব্ব-বিজ্ঞান-সম্পন্না, সর্ব্ব-সুলক্ষণ-সম্পন্না, শোভনা ও জাতিস্মরা হইলেন। ৬২। অনন্তর কাশীরাজ, কোন বরে কন্যা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলে ঐ কন্যাই তাঁহাকে বিবাহের আরম্ভ হইতে নিষেধ করাতে রাজা বিরত হইলেন। ৬৩। পরে কাশীপতি তনয়া শৈব্যা দিব্য চক্ষুর্দ্বারা দেখিলেন যে, তাঁহার পতি কুক্কুর হইয়া বিদিশা নগরীতে অবস্থান করিতেছেন। তখন তিনি সেই স্থানে গিয়া তদবস্থ ভর্ত্তাকে দেখিতে পাইলেন। ৬৪। হে মহাভাগ! ভর্ত্তাকে তাদৃশ কুক্কুর হইতে দেখিয়া, কাশীরাজ-দুহিতা আদর পূর্ব্বক তাঁহাকে উত্তম আহার প্রদান করিলেন। ৬৫। তাঁহার ভর্ত্তাও তৎপ্রদত্ত অভিলষিত অভিমিষ্ট অন্ন ভোজন করিতে করিতে স্বজাতি-যোগ্য চাটু প্রকাশ করিতে লাগলেন। ৬৬। স্বামীর চাটু দর্শনে বালা কাশীরাজদুহিতা অতীব লজ্জিতা হইলেন। তিনি কুযোনিজাত ভর্ত্তাকে প্রণামপূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করি-

লেন ॥ ৬৭ ॥ পত্নী কহিলেন, মহারাজ! আপনি গুরুর সখা বোধে গৌরব প্রকাশপূর্ব্বক যে প্রীতি-মধুর বাক্য ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহার ফলে অদ্য কুক্কুর জন্ম গ্রহণ করিয়া এই প্রকার চাটু করিতেছেন; তাহা স্মরণ করুন ॥ ৬৮ ॥ প্রভো! আপনি তীর্থস্নানের পর পাষণ্ড দর্শনে সম্ভাষণ করিয়া এই কুৎসিত যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন, ইহা কেন স্মরণ করিতেছেন না? ॥ ৬৯ ॥

পরাশর কহিলেন,—কাশীরাজদুহিতা এইরূপ স্মরণ করিয়া দিল, কুক্কুর পূর্ব্ব জন্মের জন্য অনেকক্ষণ চিন্তা করিল ও পরে অতিদুর্লভ নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইল ॥ ৭০ ॥ অনন্তর সেই কুক্কুর নির্ব্বিণ্ণ-হৃদয় হইয়া সেই নগরী হইতে নির্গমনপূর্ব্বক পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে মরুভূমিতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করতঃ শৃগাল যোনিতে জন্মগ্রহণ করিল ॥ ৭১ ॥ পরে দ্বিতীয় বৎসর সেই শৈব্যা দিব্য চক্ষুদ্বারা পতি শৃগাল যোনিতে উৎপন্ন হইয়াছেন দেখিয়া, তাহাকে দেখিবার জন্য কোলাহল পর্ব্বতে গমন করিলেন ॥ ৭২ ॥ রমণীয়াকৃতি রাজকুমারী সেখানে শৃগাল যোনি প্রাপ্ত ভর্ত্তাকে দেখিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ৭৩ ॥

পত্নী কহিলেন,—রাজেন্দ্র! কুক্কুর যোনিতে অবস্থানকালে পূর্ব্বে, পাষণ্ডের সহিত আলাপ বিষয়ক যে পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত আপনাকে বলিয়াছিলাম, তাহা কি স্মরণ করেন? ॥ ৭৪ ॥

পরাশর কহিলেন,—পরম সত্যনিষ্ঠ রাজা শতধনু, পত্নীর নিকট তাদৃশ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক সমুদায় বুঝিতে পারিলেন এবং অনাহারে সেই কানন মধ্যেই শৃগাল দেহ পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৭৫ ॥ অনন্তর তিনি বৃক হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন, অনিন্দিতা কাশীরাজতনয়া নির্জ্জন অরণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বৃকরূপী ভর্ত্তাকে পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া দিলেন ॥ ৭৬ ॥ মহাভাগ! আপনি বৃক নহেন। আপনি শতধনু নামক রাজা। আপনি পূর্ব্বে কুক্কুর, পরে শৃগাল হইয়া জন্মান; এক্ষণে বৃক হইয়া জন্মিয়াছেন ॥ ৭৭ ॥ কাশীরাজদুহিতা এই কথা স্মরণ করাইয়া দিলে রাজা বৃকদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃধ্র হইয়া জন্মিলেন। রাজকুমারী পুনর্ব্বার গৃধ্রের নিকট গিয়া সমুদায় পূর্ব্ববৃত্তান্ত জানাইয়া বলিলেন ॥ ৭৮ ॥ কহিলেন, রাজন্! আপনি গৃধ্রের ন্যায় চেষ্টা করিবেন না, আপনি কে? তাহা স্মরণ করিয়া দেখুন। পাষণ্ডালাপ-জনিত

দোষে আপনি গৃধ্র হইয়াছেন ॥ ৭৯ ॥ পরে রাজা গৃধ্র-শরীর পরিত্যাগ করিয়া কাক হইলেন। তন্বী কাশীরাজ দুহিতা যোগবলে কাকরূপী ভর্ত্তাকে জানিয়া কহিলেন ॥ ৮০ ॥ প্রভো! পূর্ব্বে অশেষ ভূপ বশীভূত হইয়া যাঁহাকে বলি প্রদান করিত, এক্ষণে সেই আপনি কাক হইয়া বলিভুক্ হইলেন ॥৮১॥

পরাশর কহিলেন,—কাক জন্মেও রাজা এই প্রকার পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত স্মারিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন ও পরে ময়ূর হইয়া জন্মিলেন ॥ ৮২ ॥ তখন কাশীরাজতনয়া ভর্ত্তাকে ময়ূর হইয়া জন্মিতে দেখিয়া প্রতিক্ষণে ময়ূর-জাতির ভক্ষ্য পরম রমণীয় বিবিধ দ্রব্য প্রদান দ্বারা তৃপ্তি সম্পাদনপূর্ব্বক তাঁহাকে অনুগত করিতে লাগিলেন ॥ ৮৩ ॥

অনন্তর জনক রাজা অশ্বমেধ নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন, সেই যজ্ঞে সেই ময়ূরটীকে স্নান করাইলেন ॥ ৮৪ ॥ কাশীরাজনন্দিনী স্নান করিয়া রাজা কিরূপে কুক্কুর শৃগাল প্রভৃতির যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করাইয়াদিলেন ॥ ৮৫ ॥ ময়ূররূপী রাজাও ক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। সেই মহাত্মা জনক রাজারই পুত্ররূপে উৎপন্ন হইলেন ॥ ৮৬ ॥

অনন্তর তন্বী কাশীরাজ-কন্যা পিতাকে বিবাহের আয়োজন করিতে বলিলেন। কাশীরাজও কন্যার নিমিত্ত স্বয়ম্বর সভা করিলেন ॥ ৮৭ ॥ যখন স্বয়ম্বর সভা হইল, তখন, রাজকন্যা, স্বীয় ভর্ত্তাকে সমাগত দেখিয়া পুনর্ব্বার ভর্ত্তৃভাবে বরণ করিলেন ॥ ৮৮ ॥ জনক রাজার পুত্রও কাশীরাজ-তনয়ার সহিত বিবিধ ভোগ করিতে লাগিলেন। পরে জনক রাজার মৃত্যুর পর তিনি বিদেহ দেশে রাজ্য করিতে লাগিলেন ॥৮৯॥ তিনি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন ও যাচকগণকে বহুসংখ্য ধন দান করিতে লাগিলেন। কালক্রমে তাঁহার বহু পুত্র জন্মিল; তিনি শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিলেন ॥৯০॥ তিনি ন্যায়ানুসারে রাজ্য ভোগ ও পৃথিবী পালন করিয়া, ধর্ম্মযুদ্ধে প্রিয় জীবন পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৯১ ॥ সুলোচনা সতী রাজকন্যা, আনন্দের সহিত পূর্ব্বের ন্যায় পুনর্ব্বার যথাবিধানানুসারে চিতাশায়ী মৃতপতির অনুগমন করিলেন ॥ ৯২ ॥ অনন্তর রাজা সেই রাজকন্যার সহিত, ইন্দ্রলোক অতিক্রম-পূর্ব্বক বিবিধ কামপ্রদ অক্ষয় লোক গমন করিলেন ॥৯৩॥ হে দ্বিজোত্তম!

তিনি পরিতুষ্ট হইয়া অতুলনীয় অক্ষয় স্বর্গ দুর্লভ দাম্পত্যসুখ ও পূর্ব্বার্জ্জিত সমুদায় পুণ্যের ফল ভোগ করেন॥ ৯৪॥

হে দ্বিজ! এই আমি তোমার সমীপে পাষণ্ডের সহিত সম্ভাষণের দোষ ও অশ্বমেধ যজ্ঞে স্নানের মাহাত্ম্য বলিলাম॥ ৯৫॥ অতএব পাষণ্ড পাপাচারী দিগের সহিত আলাপ বা তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে না, বিশেষতঃ কোন নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া ও যজ্ঞে দীক্ষিত হইবার সময় তাহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করা অতীব কর্ত্তব্য॥ ৯৬। যাহার গৃহে এক মাস কাল নিত্য ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না হয়, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাদৃশ ব্যক্তির দর্শনে শুদ্ধির জন্য সূর্য্য দর্শন করিবেন॥ ৯৭॥ বিশেষতঃ পরান্নভোজী বেদবিরোধী যে সকল পাপাত্মা, বেদ পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাদিগকে দর্শন করিলে সূর্য্য দর্শন করা অতীব কর্ত্তব্য॥ ৯৮॥ পাষণ্ড, বিকর্ম্মস্থ, বিড়ালব্রতী, শঠ, হৈতুকা ও বক-বৃত্তি, এই সকল মনুষ্যকে বাক্যমাত্র দ্বারাও অর্চ্চনা করিবেন না॥ ৯৯॥ সম্পর্কের কথা দূরে থাকুক, একত্রে পাপীদিগের সহিত অবস্থানেও দোষ স্পর্শ, এই জন্য তাদৃশ ব্যক্তিগণের সঙ্গ যত্নপূর্ব্বক পরিহার করিবে॥ ১০০॥

নগ্ন কাহাকে কহে তাহা তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। ইহারা শ্রাদ্ধ দর্শন করিলে শ্রাদ্ধ বিনষ্ট হয়। ইহাদের সহিত সম্ভাষণ করিলে এক দিনের পুণ্য প্রনষ্ট হয়॥ ১০১॥ এই পাপাত্মাদিগের নাম পাষণ্ড। পণ্ডিত ব্যক্তি ইহাদের সহিত আলাপ করিবেন না। ইহাদের সহিত সম্ভাষণ করিলে সেই দিনের উপার্জ্জিত পুণ্য ক্ষয় হয়॥ ১০২॥ নিরর্থকরূপধারী, বিনাকারণে মুণ্ডিতমুণ্ড, দেবাতিথি পূজা ব্যতিরেকে আহারকারী, সর্ব্বপ্রকার শৌচহীন, তর্পণ কিম্বা পিতৃপিণ্ডদানে পরাঙ্মুখ; এই সকল ব্যক্তির সম্ভাষণমাত্র করিলেও মনুষ্যগণ নরকে গমন করে॥ ১০৩॥

অষ্টাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

তৃতীয় অংশ সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণ।

চতুর্থ অংশ।

প্রথমাধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে ভগবন্ গুরুদেব! সন্মার্গানুসারী মনুষ্যগণের, নিত্য ও নৈমিত্তিক যে সকল কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, আপনি তাহা আমাকে বলিয়াছেন॥ ১ হে গুরো! আপনি আশ্রম-সমূহের ও বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম্মও বলিয়াছেন। এক্ষণে আমি বংশ সকলের বিবরণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। আপনি তাহা বলুন॥ ২॥

পরাশর কহিলেন,—মৈত্রেয়! এক্ষণে মনুর বংশ শ্রবণ কর; নানা যজ্ঞ-কর্ত্তা বীর শূর ভূপালগণ উৎপন্ন হইয়া এই বংশকে, অলঙ্কৃত করিয়াছেন। এই ভূপালগণের আদি পুরুষ ব্রহ্মা। এই প্রকার উক্ত আছে যে "যে ব্যক্তি আদিপুরুষ ব্রহ্মা হইতে সমগ্র মনুবংশ প্রতিদিন স্মরণ করে, কখনও তাহার বংশ সমুচ্ছেদ হয় না" ॥ ৩॥ হে মৈত্রেয়! পূর্ব্বোক্ত কারণে অশেষবিধ পাপ প্রক্ষালনের জন্য এই মনুর বংশ যথানুক্রমে শ্রবণ কর। সেই বংশের বিবরণ এই প্রকার;—পূর্ব্বে সৃষ্টির প্রাক্কালে, ভগবদ্বিষ্ণুময় পরমব্রহ্মের মূর্ত্তি স্বরূপ অনাদি, সকল জগতের আদিভূত ঋগ্-যজুঃ-সামময় হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ড হইতে আবির্ভূত হন॥ ৪॥ ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ প্রজাপতি জন্ম-গ্রহণ করেন। দক্ষের অদিতিনাম্নী কন্যা, অদিতির পুত্র সূর্য্য, সূর্য্যের পুত্র মনু। মনুর যে কয়জন পুত্র হয়, তাঁহাদের নাম ইক্ষ্বাকু, নৃগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, প্রাংশু, নাভাগ, নেদিষ্ট, করূষ, পৃষধ্র *॥৫॥ মনু, পুত্রোৎপত্তির পূর্ব্বে

---

* কেহ কেহ অর্থ করেন ইক্ষ্বাকু পুত্র নৃগ, নৃগ পুত্র ধৃষ্ট ইত্যাদি।

পুত্র কামনায় মিত্রাবরুণ নামক দেবদ্বয়ের প্রীতির জন্য যজ্ঞ করেন ॥ ৬ ॥ মনুপত্নীর প্রার্থনানুসারে হোতা কন্যা, লাভের সংকল্প করাতে, ঐ বৈকল্পিক যজ্ঞে ইলানাম্নী কন্যা উৎপন্ন হইল ॥ ৭ ॥ হে মৈত্রেয়! মিত্রাবরুণদেবের অনুগ্রহে সেই ইলানাম্নী মনুর কন্যাই সুদ্যুম্ননামক হইল। পুনর্ব্বার ঈশ্বরকোপে ঐ সুদ্যুম্ন কন্যা হইয়া, চন্দ্রপুত্র বুধের আশ্রম সমীপে ভ্রমণ করিতে লাগিল ॥ ৮ ॥ বুধ সেই কন্যাতে অনুরক্ত হইয়া তাহাতে পুরূরবা-নামক পুত্রকে উৎপাদন করিলেন ॥ ৯ ॥ পুরূরবা জন্মগ্রহণ করিলে পর, অমিত তেজা পরমর্ষিগণ সুদ্যুম্নের পুংস্ত্ব অভিলাষে ঋঙ্‌ময়, যজুর্ম্ময়, সামময়, অথর্ব্ব-ময়, সর্ব্বময় ও মনোময় কিন্তু পরমার্থতঃ অকিঞ্চিন্ময়, ভগবান্ যজ্ঞপুরুষ-রূপী শিবের আরাধনা করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ ভগবানের প্রসাদে ইলা পুনর্ব্বার পুরুষ, সুদ্যুম্ন হইলেন ॥ ১১ ॥

সেই সুদ্যুম্নের তিন পুত্র হয়; তাঁহাদের নাম উৎকল, গয় ও বিনত। সুদ্যুম্ন পূর্ব্বে স্ত্রী ছিলেন বলিয়া রাজ্যভাগ প্রাপ্ত হইলেন না ॥ ১২ ॥ সুদ্যুম্নের পিতা বসিষ্ঠ বাক্যানুসারে সুদ্যুম্নকে প্রতিষ্ঠান নামক নগর প্রদান করেন। সুদ্যুম্নও ঐ নগর, পুরূরবাকে দান করিলেন। পৃষধ্র গুরুর গোবধ করিয়াছিলেন বলিয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন ॥ ১৩ ॥ করূষ হইতে কারূষ নামে মহাবল ক্ষত্রিয়গণ উৎপন্ন হন্ ॥ ১৪ ॥ নেদিষ্টপুত্র নাভাগ, বৈশ্যতা প্রাপ্ত হন ॥ ৫ ॥ নাভাগের বৈশ্যত্ব প্রাপ্তির পূর্ব্বে ভলন্দন নামে পুত্র হয়। তাঁহার পুত্র উদার-কীর্ত্তি বৎসপ্রি। বৎসপ্রির পুত্র প্রাংশু। প্রাংশুর প্রজানি নামে এক পুত্র হয়। তৎপুত্র খনিত্র, তৎপুত্র ক্ষুপ। ক্ষুপের অবিবিংশ নামা এক মহা-বল পরাক্রান্ত পুত্র হয়। তাঁহার পুত্র বিবিংশ, তৎপুত্র খনীনেত্র। তৎপুত্র অতিবিভূতি। তৎপুত্র ভূরিবল পরাক্রান্ত করন্ধম। তৎপুত্র অবিক্ষি। অবিক্ষিরও অতি বলশালী মরুত্ত নামে পুত্র হয় ॥ ১৬ ॥ আজ পর্য্যন্ত, মরুত্ত-সম্বন্ধে এই শ্লোকদ্বয় গীত হইয়া থাকে। যথা "মরুত্ত রাজার যে প্রকার যজ্ঞ হয়, ভুবনে তাদৃশ যজ্ঞ আর কোথায় হইয়াছে? সেই যজ্ঞে সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞীয় বস্তুই সুবর্ণময় ছিল। সেই যজ্ঞে, সোমপানে ইন্দ্র হৃষ্ট হন ও দক্ষিণা দ্বারা ব্রাহ্মণগণ সন্তোষ লাভ করেন। এই যজ্ঞে দেবগণ অন্নাদি পরিবেশন করেন ও সদস্য হন ॥ ১৭ ॥ চক্রবর্ত্তীরাজা মরুত্ত নরিষ্যন্ত নামে পুত্র লাভ

করেন। তৎপুত্র দম, দমেরও রাজ্য বর্দ্ধন নামে এক পুত্র জন্মে। রাজ্য-বর্দ্ধনের সুধৃতি নামা পুত্র হয়। তৎপুত্র নর। তৎপুত্র কেবল। তৎপুত্র বন্ধুমান্। তৎপুত্র বেগবান্। তৎপুত্র বুধ। বুধপুত্র তৃণবিন্দু, তৃণবিন্দুর প্রথমে ইলিবিলা নামে এক কন্যা জন্মে, পরে অলম্বুষা নাম্নী অপ্সরা সেই তৃণবিন্দুকে ভজনা করেন। তাঁহার গর্ভে তৃণবিন্দুর বিশাল নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়, ঐ বিশাল, বৈশালী নামে এক পুরী নির্ম্মাণ করেন। বিশালের হেমচন্দ্র নামে পুত্র জন্মে। হেমচন্দ্রের পুত্র সুচন্দ্র, তাহার পুত্র ধূম্রাশ্ব। তৎপুত্র সৃঞ্জয়। তৎপুত্র সহদেব। সহদেবের কৃশাশ্ব নামা পুত্র হয়। তৎপুত্র সোমদত্ত। এই সোমদত্ত দশ অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। সোমদত্তের পুত্র জনমেজয়। তৎপুত্র সুমতি। এই বিশালবংশীয় নরপতিগণ॥ ১৮॥ ইহাদের সম্বন্ধে এক শ্লোকও গীত হয়, "তৃণবিন্দুর প্রসাদে সকল বিশালবংশীয় নৃপতিগণ, দীর্ঘায়ু মহাত্মা, বীর্য্যবান্ ও অতিধার্ম্মিক ছিলেন॥ ১৯॥

শর্য্যাতির সুকন্যানাম্নী এক কন্যা হয়। তাহাকে চ্যবন বিবাহ করেন। শর্য্যাতির আনর্ত্ত নামে এক পরমধার্ম্মিক পুত্র জন্মে। আনর্ত্তেরও রেবত নামে এক পুত্র হয়। সেই রেবত রাজা আনর্ত্তের বিষয় ভোগ করেন ও কুশস্থলীনাম্নী পুরীতে বাস করেন। রেবতের ও রৈবত ককুদ্মীনামা অতিধর্ম্মাত্মা এক পুত্র ছিলেন, এবং তিনি একশত রেবতপুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার রেবতী নামে এক কন্যা হয়। রৈবতককুদ্মী, "এই কন্যা, কাহার উপযুক্তা" এই কথা ভগবান্ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ব্রহ্মলোকে গমন করেন, সেই সময় ব্রহ্মলোকে, হাহা ও হূহূ নামে গন্ধর্ব্বদ্বয় অতিতানযোগে গান করিতেছিলেন॥ ২০॥ তখন ষড়জ মধ্যম, গান্ধারাদি স্বর পরিবর্ত্তনে, অতি মনোহর সেই গান শ্রবণ করিতে করিতে রাজা অনেক যুগের পরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়াও বোধ করিলেন, যেন এক মুহূর্ত্তকাল তিনি গান শ্রবণ করিতেছেন॥ ২১॥ পরে গীত সমাপ্ত হইলে, রৈবতকরাজ, ভগবান্ ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া কন্যার উপযুক্তবরের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ভগবান্ তাঁহাকে বলিলেন, "যে তোমার কোন্ বর অভিমত, তাহা বল।" তখন রৈবতক রাজা পুনর্ব্বার ভগবান্ অজযোনিকে প্রণাম করিয়া আপনার অভিমত বর

সকলের নাম করতঃ কহিলেন, ইহাদের মধ্যে কোন্ বর আপনার অভিমত, কাহাকে আমি এই কন্যা প্রদান করিব। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা মস্তক ঈষৎ অবনত করিয়া হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন॥ ২২॥ যে সকল তোমার অভিমত বরের কথা বলিলে, অবনীতলে, এক্ষণে ইহাদের পুত্র পৌত্রাদির পুত্রাদিও বর্ত্তমান নাই, কারণ তোমার এই স্বর্গে গীত শ্রবণের মধ্যে বহু যুগ সকল অতীত হইয়াছে। এক্ষণে ভূতলে অষ্টাবিংশতিতম, মনুর অধিকারের চতুর্য্যুগ গত প্রায় এবং চতুর্থ কলিযুগও আসন্ন, এক্ষণে তুমি একাকী অন্য কোন বরকে কন্যারত্ন প্রদান কর। এইকালের মধ্যে তোমার মন্ত্রি, মিত্র, ভৃত্য, কলত্র, বন্ধু, সৈন্য ও কোষাদি অত্যন্ত অতীত হইয়াছে॥ ২৪॥ তখন রৈবতক ভয় সহকারে ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবন্ এইরূপ অবস্থায় আমার কন্যা কাহাকে প্রদান করা যায়? অনন্তর ভগবান্ সপ্তলোকগুরু পদ্মযোনি ব্রহ্মা অবনতকন্ধর-কৃতাঞ্জলি রাজাকে কহিলেন॥ ২৫॥

ব্রহ্মা কহিলেন, জন্মরহিত যে ভগবানের আদি, মধ্য বা অন্ত, আমরা কিছুই জানি না, যিনি সর্ব্বগত ও ধাতা। যে পরমেশ্বরের স্বরূপ পর, স্বভাব বা বলের বিষয়ও আমরা জানি না॥ ২৬॥ কলামুহূর্ত্তময় কালও যাঁহার বিভূতির পরিণামে কারণ নয়, * যাঁহার জন্ম বা নাশ নাই, যিনি সনাতন ও সর্ব্বস্বরূপ ও যাঁহাকে নামদ্বারা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না॥ ২৭॥ যাঁহার অনুগ্রহে আমি প্রজাগণের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াছি, যাঁহার ক্রোধময় রুদ্র জগতের অন্তকর্ত্তা ও স্থিতিকালে পুরুষ † স্বরূপ যে পরম হইতে উৎপন্ন হইয়া জগতের স্থিতি কর্ত্তা॥ ২৮॥

যিনি জন্মহীন হইয়াও মৎস্যরূপ গ্রহণ করতঃ সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি স্থিতি কালে স্বয়ং পুরুষবিষ্ণুরূপী, যিনি রুদ্রস্বরূপে এই জগতের প্রলয় করেন, এবং যিনি অনন্ত শরীর ধারণ করিয়া এই সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া বহি-

* ইহার ভাব এই,—মনুষ্যাদির বিভূতি কালক্রমে ফুরাইয়া যায় কারণ, তাহা অনিত্য। কিন্তু ভগবানের বিভূতি নিত্য, চিরকালই তাহা সমভাবেই রহিয়াছে; কাল তাহার পরিমাণ করিতে সমর্থ হয় না।

† তোমার সদৃশ অন্য কোন পুরুষ এক্ষণে বর্ত্তমান নাই; সুতরাং তুমি একাকী (সজাতীয় দ্বিতীয় শূন্য)।

ন্তেন, ॥২৯॥ যিনি ইন্দ্রাদিরূপে বিশ্বের পরিপালন করেন, যিনি সূর্য্য চন্দ্ররূপে অন্ধকার বিনষ্ট করেন, পৃথিবীস্বরূপী যে ভগবান্ পাকের জন্য অগ্নিরূপ ধারণ করিয়া সকল লোকের পোষণ করিতেছেন ও যিনি অব্যয়াত্মা ॥৩০॥ যিনি শ্বাসস্বরূপে জীবগণের চেষ্টা করিতেছেন, যিনি জলরূপে লোক সমূহের তৃপ্তি করিতেছেন। বিশ্বের স্থিতির জন্য যিনি আকাশরূপে অবস্থিতি করতঃ সকলের অবকাশ প্রদান করিতেছেন ॥৩১॥ যিনি সৃষ্টি-কর্ত্তৃরূপে আপনাকেই আপনি সৃজন করিতেছেন, যিনি আপনাদ্বারা পালিত, অথচ স্বয়ং প্রতিপালক, যিনি বিশ্বসংসারের অপকারী হইয়া ও স্বয়ং সংগৃহীত হইতেছেন, যাঁহা হইতে পৃথক পদার্থ আর কিছুই নাই ও যিনি অব্যয়াত্মা॥ ৩২॥ যাঁহাতে জগৎ অবস্থিত, যিনি এই জগৎ স্বরূপ, আবার এই জগতেই যিনি আশ্রিত, অথচ যিনি স্বয়স্তু। হে নৃপতে! যিনি সকলের কারণ, যিনি স্বকীয় অংশে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥৩৩॥ হে ভূপ! পূর্ব্বকালে তোমার যে অমরাবতীতুল্য রমণীয় কুশস্থলী নামে পুরী ছিল, সেই পুরী এক্ষণে দ্বারকা নাম্নী পুরী হইয়াছে, সেই পুরীতে সেই ভগবান্ বিষ্ণু স্বকীয় অংশে বলদেব নাম গ্রহণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন ॥৩৪॥ হে নরেন্দ্র! সেই মায়ামনুজ ভগবান্ বলদেবকে, তোমার এই কন্যাকে পত্নী-রূপে প্রদান কর। এই বলদেব, জগতে শ্লাঘ্যতম, তোমার এই তনয়াও স্ত্রীরত্ন-ভূতা; অতএব ইহাঁদের পরস্পর যোগ সদৃশ তাহার সন্দেহ নাই॥ ৩৫॥

পরাশর কহিলেন,—ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা বলিলেপর রাজা রৈবতক, পৃথিবীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সকল পুরুষই হ্রস্ব, অল্পতেজাঃ, অল্পবীর্য্য ও হীনবিবেক হইয়াছে॥ ৩৬॥ তখন অতুলধী নরেন্দ্র আপনার পুরী কুশস্থ-লীকে অন্য প্রকার দেখিলেন, অনন্তর সেখানে বলদেবকে স্বকীয় কন্যা প্রদান করিলেন। ভগবান্ বলদেবের বক্ষঃস্থল স্ফটিক পর্ব্বতের ন্যায় শুভ্র বর্ণ ছিল॥ ৩৭॥ ভগবান্ বলদেব, সেই রেবতীকে অতি দীর্ঘাকার দেখিয়া স্বকীয় লাঙ্গলাগ্রদ্বারা তাঁহাকে নম্রাকার করিলেন; তখন রেবতীও তৎকালীন অন্য বনিতার ন্যায় খর্ব্বাকার হইলেন॥ ৩৮॥ বলদেব, সেই রৈবতরাজকন্যা রেব-তীকে যথা বিধানে বিবাহ করিলেন, অনন্তর ধীরস্বভাব রৈবতক রাজাও কন্যা প্রদানান্তে তপস্যা করিবার জন্য হিমালয়ে গমন করিলেন॥ ৩৯॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—যে কালের মধ্যে ককুদ্মী রৈবত, ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হন, তাহার মধ্যে পুণ্যজন-নামধেয় রাক্ষসগণ তাঁহার সেই কুশস্থলীনাম্নী পুরী ধ্বংস করে॥ ১॥ সেই সময় রৈবত রাজার একশত ভ্রাতা পুন্যজন-সংজ্ঞক রাক্ষসগণের ভয়ে দিগ্বিদিকে পলায়ন করিল। সেই ভ্রাতৃশতের বংশে উৎপন্ন ক্ষত্রিয়গণ, সকল দিকেই অবস্থিতি করেন। ধৃষ্টের বংশীয়েরা ধার্ষ্টক নামে অভিহিত হন। নভাগের পুত্র নাভাগ, তৎপুত্র অম্বরীষ, অম্বরীষের বিরূপ নামে পুত্র হয়। বিরূপের পুত্র পৃষদশ্ব, তাঁহার পুত্র রথীতর। সেই রথীতরের সম্বন্ধে একটি শ্লোক গীত হয় যে, "এই রথীতরের বংশীয়েরা ক্ষত্রিয়, অথচ আঙ্গিরস বলিয়া তাঁহাদিগকে ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ বলা যায়॥ ২॥ হাঁচিবার সময় মনুর ঘ্রাণ ইন্দ্রিয় হইতে ইক্ষ্বাকু নামে পুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁহার একশত পুত্রের মধ্যে বিকুক্ষি, নিমি ও দণ্ড-নামে তিন পুত্র শ্রেষ্ঠ। শকুনিপ্রমুখ তাঁহার পঞ্চাশৎ পুত্র উত্তরাপথে রাজা হন, অপর আটচল্লিশ জন পুত্র দক্ষিণাপথে রাজা হন॥ ৩॥ সেই রাজা ইক্ষ্বাকু বিকুক্ষিকে উৎপাদন করিয়া এক দিবস অষ্টকা শ্রাদ্ধোপলক্ষে তাঁহাকে আজ্ঞা করিলেন, "তুমি শ্রাদ্ধোচিত মাংস আনয়ন কর"॥ ৫॥ বিকুক্ষি, "যে আজ্ঞা" এই বলিয়া, বন গমনপূর্ব্বক অনেক মৃগ হননান্তে, অতিশয় শ্রান্ত ও ক্ষুধাপীড়িত হইলেন। তখন তিনি, সেই সমাহৃত মৃত-পশুগণের মধ্য হইতে একটি শশক ভক্ষণ করিলেন ও ভক্ষণান্তে অপর মাংস সকল আনয়ন করতঃ পিতাকে প্রদান করিলেন। অনন্তর রাজা ইক্ষ্বাকু, ইক্ষ্বাকুকুল পুরোহিত বসিষ্ঠকে সেই মাংস সকল ধুইতে বলিলেন। তখন বসিষ্ঠ কহিলেন, এই অপবিত্র মাংসে কি প্রয়োজন? তোমার এই দুরাত্মা পুত্র মাংস সকল নষ্ট করিয়াছে; কারণ, এই পুত্র ইহার মধ্য হইতে একটি শশক ভক্ষণ করিয়াছে। গুরু এই কথা বলিলে, বিকুক্ষি তখন শশাদ নামে বিখ্যাত হইলেন ও তাঁহার পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন। পরে ইক্ষ্বাকু মৃত হইলে, শশাদ এই অখিল পৃথিবীকে ধর্ম্মানুসারে শাসন করিতে লাগিলেন। শশাদের পরঞ্জয় নামে পুত্র হয়॥ ৬॥ আর ইহাও শুনা যায় যে, পূর্ব্ব-

কালে ত্রেতাযুগে দেবতা অসুরগণের পরস্পর অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। পরে অতি বল অসুরগণ দেবগণকে পরাজয় করিলে, দেবগণ ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর অনাদি-নিধন সকল জগতের গতি ভগবান্ নারায়ণ দেবগণের উপর প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, তোমরা যাহা অভিলাষ করিয়াছ তাহা আমি জানিয়াছি; এক্ষণে তোমাদের অভিলাষ কিসে নিষ্পন্ন হইবে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৮ ॥ শশাদ নামক রাজর্ষির পরঞ্জয় নামে এক ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ পুত্র আছে। আমি তাহার শরীরে স্বীয় অংশে অবতীর্ণ হইয়া সকল অসুরগণকে বিনষ্ট করিব। এই কারণে তোমরা অসুর বধের জন্য. পরঞ্জয়কে কার্য্যোদ্যোগী কর। দেবগণ এই কথা শ্রবণ করিয়া, ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রণাম করতঃ পরঞ্জয় নিকটে আগমন করিলেন ॥ ৯ ॥

দেবগণ আগমন করিয়া পরঞ্জয়কে কহিলেন, হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! আমরা তোমার নিকট অভ্যর্থনা করিতেছি যে, আমরা অরাতিবধে প্রবৃত্ত, তুমি আমাদের সহায়তা করিও ॥ ১০ ॥ এই কারণ আমরা তোমার নিকটে আসিয়াছি, তুমি আমাদের প্রণয় ভঙ্গ করিও না। দেবগণ এই কথা বলিলে, পরঞ্জয় কহিলেন, এই সকল ত্রৈলোক্যের অধিপতি শতক্রতু, যিনি তোমাদের ইন্দ্র, ইঁহার স্কন্ধে আরোহণপূর্ব্বক আমি যদি শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে পাই, তাহা হইলে আমি তোমাদের সহায়, নচেৎ নহি। এই কথা শ্রবণ করিয়া সকল দেবগণ ও ইন্দ্র "আচ্ছা তাহাই হইবে" ইহা স্বীকার করিলেন ॥ ১১ ॥ অনন্তর দেবাসুর সংগ্রামে বৃষভরূপধারি ইন্দ্রের ককুৎ (স্কন্ধ) প্রদেশে অবস্থিত, হর্ষসমন্বিত, রাজা পরঞ্জয়, চরাচরগুরু ভগবান্ অচ্যুতের তেজঃপ্রভাবে পরিপুষ্ট হইয়া সমস্ত অসুরগণকে হনন করিলেন। যে কারণে রাজা বৃষভরূপী ইন্দ্রের ককুৎপ্রদেশে অবস্থিত হইয়া অসুরবলকে দলিত করেন, সে কারণে তাঁহার নাম ককুৎস্থ হইল ॥ ১২ ॥

ককুৎস্থের অনেনা নামে পুত্র হয়, তৎপুত্র পৃথু। তৎপুত্র বিশ্বগশ্ব। তাহার পুত্র আর্দ্র। আর্দ্রের পুত্র যুবনাশ্ব, যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাবস্ত। এই শ্রাবস্ত, শ্রাবস্তী নামে পুরী স্থাপনা করেন। শ্রাবস্তের পুত্র বৃহদশ্ব, তাঁহার পুত্র কুবলয়াশ্ব। এই কুবলয়াশ্ব,একবিংশতিসহস্র পুত্রে পরিবৃত হইয়া বৈষ্ণব তেজঃপ্রভাবে পরিপুষ্টতা লাভ করতঃ উত্তঙ্ক নামক মহর্ষির অপকারী ধুন্ধু নামক অসু-

রকে বিনাশ করেন, এই জন্য ইনি ধুন্ধুমার সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হন। এই কুবলয়াশ্বের সকল পুত্রই ধুন্ধু নামক অসুরের মুখনিশ্বাস সম্ভূত অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হয়॥ ১২॥ কেবল তাহার মধ্যে দৃঢ়াশ্ব, চন্দ্রাশ্ব ও কপিলাশ্ব নামে তিন পুত্র অবশিষ্ট থাকে। দৃঢ়াশ্বের পুত্র হর্য্যশ্ব, তৎপুত্র নিকুম্ভ, নিকুম্ভের পুত্র সংহতাশ্ব, তৎপুত্র কৃশাশ্ব, তৎপুত্র প্রসেনজিৎ, তৎপুত্র যুবনাশ্ব। যুবনাশ্ব অপুত্রত্বনিবন্ধন অতি নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া মুনিগণের আশ্রমে বাস করিতেন, কালক্রমে মুনিগণ কৃপা-পরবশ হইয়া যুবনাশ্বের পুত্রোৎপাদনের জন্য যজ্ঞ করিলেন। সেই যজ্ঞ মধ্যরাত্রে নিবৃত্ত হইলে, মুনিগণ, মন্ত্রপূত জলকলস, বেদি মধ্যে রাখিয়া শয়ন করেন॥ ১৩॥ অনন্তর ঋষিগণ নিদ্রিত হইলে, রাজা যুবনাশ্ব, অতিশয় তৃষ্ণাযুক্ত হইয়া সেই স্থানে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু মুনিগণকে আর উঠাইলেন না॥ ১৪॥ রাজা সেই অপরিমেয় মাহাত্ম্য মন্ত্রপূত বারি পান করিলেন। অনন্তর ঋষিগণ জাগরিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে এই মন্ত্রপূত বারি পান করিল?" এই জল পান করিলে যুবনাশ্ব পত্নী মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র প্রসব করিবেন, এই জল তাঁহার জন্য ছিল। রাজা এই কথা শুনিয়া বলিলেন "না জানিয়া আমি এই জল পান করিয়াছি"॥ ১৫॥ তখন যুবনাশ্বেরই গর্ভ হইল, ও কালক্রমে গর্ভবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অনন্তর যথাসময়ে, নৃপতির দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করিয়া বালক নিষ্ক্রান্ত হইল; কিন্তু রাজা মরিলেন না॥ ১৬॥ তখন মুনিগণ বলিলেন, এই জাত বালক, কাহার স্তন্যাদি পান করিয়া জীবিত থাকিবে॥ ১৭॥ অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র আগমন-পূর্ব্বক কহিলেন, এই বালক আমাকে ধারণ করিবে (অর্থাৎ আমার সাহায্যে জীবিত থাকিবে) এই কারণে এই কুমারের মান্ধাতা নাম হইল। অনন্তর দেবরাজইন্দ্র ঐ বালকের মুখে প্রাদেশিনী অঙ্গুলি বিন্যাস করিলেন। বালক ঐ অঙ্গুলিই চুষিতে লাগিল। সেই অমৃত স্রাবিণী অঙ্গুলি প্রাপ্ত হইয়া বালক একদিনেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল, এই বালক মান্ধাতা, কালে চক্রবর্ত্তী ভূপাল হইয়া সপ্তদ্বীপা পৃথিবী ভোগ করেন। এই মান্ধাতা সম্বন্ধে শ্লোক আছে যে, "সূর্য্য যেখান হইতে উদিত ও যেখানে অস্ত যান, তাহার অন্তর্গত সমুদায় ক্ষেত্রই যুবনাশ্ববংশীয় রাজা মান্ধাতার বলিয়া কীর্ত্তিত"॥ ১৯॥

মান্ধাতা শশবিন্দু কন্যা বিন্দুমতীকে বিবাহ করেন ও তাঁহার গর্ভে পুরুকুৎস, অম্বরীষ ও মুচুকুন্দ নামে তিন অপত্য উৎপাদন করেন। মান্ধাতার পঞ্চাশৎ কন্যা হয়। এই কালে বহ্বৃচপ্রবেত্তা সৌভরি-নামক ঋষি জল-মধ্যে দ্বাদশ বৎসর কাল ব্যাপিয়া বাস করেন॥ ১৯॥ সেই জলমধ্যে সংমদ-নামা বহু-সন্তানশালী অতি দীর্ঘাকার এক মৎস্যাধিপতি বাস করিত। সেই মৎস্যের পুত্র পৌত্র দৌহিত্রগণ সর্ব্বকালেই তাহার পার্শ্বে, পৃষ্ঠদেশে ও অগ্রভাগে, এবং বক্ষঃ পুচ্ছ ও মস্তকের উপর ভ্রমণ করতঃ ঐ মৎস্যের সহিত দিবারাত্রই অতি সুখাবস্থায় ক্রীড়া করিত। অবলোকনকারী মহর্ষির অগ্রভাগে সেই সংমদ নামক মৎস্যও সন্তানাদির স্পর্শজনিত হর্ষভরে সেই পুত্রপৌত্রদৌহিত্রাদির সহিত প্রতিদিনই বহুপ্রকার ক্রীড়া করিত। অনন্তর জলমধ্যস্থিত সৌভরিও একাগ্রতা সমাধি-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রতিদিন সেই মৎস্যের পুত্রপৌত্রদৌহিত্রাদির সহিত মনোহর ক্রীড়া অবলোকন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতেন॥ ২০॥ তিনি ভাবিতেন, আহা! এই মৎস্যই ধন্য! কারণ এই মৎস্য ঈদৃশ অপকৃষ্ট জন্মগ্রহণ করিয়াও এই সকল পুত্র পৌত্রাদির সহিত ক্রীড়া করতঃ আমার অতিশয় স্পৃহা উৎপাদন করিতেছে, আমিও এই মৎস্যের ন্যায় পুত্রপৌত্রাদির সহিত ক্রীড়া করিব। এই প্রকার বিবেচনা করিয়া, সৌভরি সেই জলমধ্য হইতে নিক্রান্ত হইয়া সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট হইবার অভিলাষে কন্যালাভের জন্য মান্ধাতার নিকট গমন করিলেন॥ ২১॥ সৌভরির আগমন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজা মান্ধাতা গাত্রোত্থান করতঃ অর্ঘ্যাদি দ্বারা সম্যক্ প্রকারে আগত সৌভরির পূজা করিলে পর সৌভরি আসন পরিগ্রহ করিয়া কহিলেন,—হে নরেন্দ্র! আমি বিবাহ করিতে অভিলাষী হইয়াছি, আমাকে তোমার কন্যা প্রদান কর, আমার প্রার্থিত প্রদানে পরাঙ্মুখতা অবলম্বন করিয়া প্রণয়ভঙ্গ করিও না। ককুৎস্থকুলে, কখনও যাচকগণ আগমন পূর্ব্বক-পরাঙ্মুখ হইয়া প্রত্যা-বর্ত্তন করে না। ২২॥

হে ভূপতে! পৃথিবীতে এমন অনেক ভূপতি আছেন, যাঁহাদের অনেক তনয়া আছে, কিন্তু তোমার এই কুলই শ্লাঘ্য; কারণ সংকল্পই এই কুলের ব্রত-স্বরূপ। ২৩। হে নৃপতে! তোমার পঞ্চাশৎ কন্যা আছে, তাহার মধ্যে

একটি কন্যা আমাকে প্রদান কর। হে ভূপতে! প্রার্থনা-ভঙ্গের আশঙ্কা সমুৎপন্ন দুঃখ হইতে আমি ভীত হইতেছি॥ ২৪॥ পরাশর কহিলেন, ঋষির এই বাক্য শ্রবণান্তে রাজা, সেই ঋষিকে জরা-জর্জ্জরিত-গাত্র দেখিয়া প্রত্যাখ্যান-কাতর ও সেই ভগবান্ সৌভরির শাপ ভয়ে ভীত হইয়া, কিঞ্চিৎ অধোমুখে অবস্থান করতঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঋষি কহিলেন,—হে নরেন্দ্র! তুমি চিন্তা করিতেছ কেন? এই স্থলে আমি অসাধ্য কিছুই বলি নাই। তোমার যে কন্যা অবশ্য প্রদেয়, তাহা দ্বারা যদি আমার কৃতার্থতা হয়, তবে আমার কি না লব্ধ হইল॥ ২৫॥ পরাশর কহিলেন, অনন্তর রাজা, সৌভরির শাপ ভয়ে ভীত হইয়া অতি বিনয় সহকারে বলিলেন। রাজা কহিলেন,—হে ভগবন্! আমাদের কুলের এই প্রকার নিয়ম যে, কন্যা সৎকুলোৎপন্ন যে বরকে মনোনীত করে তাহাকেই কন্যা প্রদান করা যায়। আপনারও প্রার্থনা কেন আমাদের মনোরথের অগোচরে বর্ত্তমান হইল? এই প্রকার স্থলে আমার কি করা উচিত তাহা বুঝিতে পারিতেছি না বলিয়া চিন্তা করিতেছি। রাজা এই কথা বলিলে মুনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। অহো! এই আর এক আমার প্রত্যাখ্যানোপায়। "এই ব্যক্তি বৃদ্ধ প্রৌঢ়াদিগেরও অনভিমত কন্যাগণের ত কথাই নাই" নিশ্চয় এই প্রকার চিন্তা করিয়াই রাজা এই কথা বলিয়াছেন॥ ২৬॥ তখন সৌভরি এই প্রকার চিন্তা করিয়া মান্ধাতাকে কহিলেন, মহারাজ! এই প্রকার তোমার কুলস্থিতি থাকুক; আমি তাহাই করিতেছি॥ ২৭॥ যদি ইহাই স্থির হয়, তবে আমাকে কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করাইবার জন্য কন্যান্তঃপুর-রক্ষক বর্ষধরকে আদেশ কর॥ ২৮॥ যদি [কোন কন্যাই আমাকে অভিলাষ করে, তবেই আমি দার পরিগ্রহ করিব, যদি অন্যথা হয় তবে আমার এ বৃদ্ধ বয়সে বৃথা উদ্যোগে কি প্রয়োজন? এই কথা বলিয়া ঋষি বিরত হইলেন। অনন্তর মান্ধাতা মুনি শাপাশঙ্কায় কন্যান্তঃপুর রক্ষক বর্ষবরদিগকে প্রবেশ করাইতে আজ্ঞা করিলেন। অনন্তর ভগবান্ সৌভরি কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ কালেই অখিল সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-মনুষ্যগণ অপেক্ষা অতিশয় মনোহর রূপ ধারণ করিলেন। পরে সেই ঋষিকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইয়া অন্তঃপুর-রক্ষক ক্লীব সেই কন্যাগণকে কহিল, আপনাদের পিতা আজ্ঞা করিলেন,

এই ব্রহ্মর্ষি কন্যার্থী হইয়া আমার নিকট আগমন করিয়াছেন আমিও ইহাঁর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে "যদি আমার কোন কন্যা আপনাকে বরণ করে, তাহা হইলে আমি সেই কন্যার ইচ্ছার প্রতিকূলাচরণ, কথনই করিব না।" এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই কন্যাগণ সকলেই, হস্তিনীগণ যেরূপ যূথপতিকে বরণ করিবার নিমিত্ত ব্যস্ততা প্রকাশ করে, সেই প্রকার 'আমি অগ্রে' 'আমি অগ্রে' এই প্রকার বলিতে বলিতে অনুরাগ ও অভিলাষের সহিত সেই ঋষিকে বরণ করিল। এবং পরস্পর বলিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥ 'ভগিনীগণ! তোমরা বৃথা চেষ্টা করিতেছ, আমি ইহাঁকে বরণ করিলাম। আমি বরণ করিয়াছি, ইনি তোমার অনুরূপ নহেন। বিধি ইহাঁকে আমারই ভর্ত্তা করিয়া সৃজন করিয়াছেন, আমাকেও ইহাঁর পত্নীরূপে সৃজন করিয়াছেন; তোমরা শান্ত হও' ॥ ৩০ ॥ কেহ বা বলিতে লাগিল, আহা 'ইনি যখন গৃহে প্রবেশ করেন, তৎকালে প্রথমেই আমি ইহাঁকে বরণ করিয়াছি, তুমি কেন বৃথা বিনষ্ট হইতেছ' তখন 'আমি বরণ করিয়াছি' 'আমি বরণ করিয়াছি' এই কথা লইয়া নরপতি-কন্যাগণের অতিশয় বিবাদ আরম্ভ হইল। যখন অতিশয় অনুরাগ-সহকারে কন্যাগণ সেই অনিন্দ্য-কীর্ত্তি ঋষিকে বরণ করিল, তখন কন্যান্তঃপুর রক্ষক বিনম্র-মূর্ত্তি হইয়া রাজাকে সকল কথা বলিল ॥ ৩১—৩২ ॥ ইহা অবগত হইয়া রাজা, 'ইহা কি বল,' 'আমি কি করিব?' 'আমি কি বলিয়াছি,' এই প্রকার বাক্য বলিতে লাগিলেন; অবশেষে অত্যন্ত আকুলচিত্ত হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও অতি কষ্টে তিনি পূর্ব্বাঙ্গীকার পালন করিলেন। মহর্ষি, অনুরূপ বিবাহ সমাপ্ত হইলে, সেই সকল রাজকন্যাকেই নিজ আশ্রমে লইয়া গেলেন। অনন্তর সেই তপোবন মধ্যেই মহর্ষি, অশেষ-শিল্প শিল্পি প্রণেতা দ্বিতীয় বিধাতার সদৃশ বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া আদেশ করিলেন, যে এই সকল কন্যাগণের প্রত্যেকের জন্যই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বহু প্রাসাদ নির্ম্মাণ কর; এই প্রাসাদে যে জলাশয় থাকিবে, তাহা উৎফুল্ল পঙ্কজ, ও কূজনশীল কলহংস কারণ্ডব প্রভৃতি জল পক্ষিগণ দ্বারা রমণীয় হইবে। তাহাতে বিচিত্র উপবন থাকিবে, বহু স্থান থাকিবে ও রমণীয় শয্যা আসন ও পরিচ্ছদে প্রাসাদ সকল পরিপূর্ণ থাকিবে ॥ ৩৩ ॥ অশেষ শিল্প বিশেষাচার্য্য বিশ্বকর্ম্মাও তাহার আজ্ঞানুরূপ সকলই অনুষ্ঠিত

হইয়াছে ইহা তাঁহাকে দেখাইলেন॥ ৩৪॥ অনন্তর সেই ঋষির আজ্ঞানুসারে অনপায়ানন্দ নামে এক মহানিধি সেই গৃহ সমূহে অবস্থান করিতে লাগিল॥ ৩৫॥ অনন্তর ক্ষিতিপতি কন্যাগণ নানাপ্রকার ভক্ষ্য ভোজ্য লেহ্যাদি উপভোগ দ্বারা সমাগত অতিথি প্রভৃতি অনুগত কুটুম্বাদি ও ভৃত্য-বর্গকে সেই গৃহ সমূহে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন॥ ৩৬॥ এক দিবস, কন্যাস্নেহে আকৃষ্ট-হৃদয় রাজা "আমার সেই কন্যাগণ দুঃখে আছে বা সুখে আছে" এই প্রকার চিন্তা পূর্ব্বক সেই মহর্ষির আশ্রমে আগমন করতঃ দীপ্যমান তেজোবিশিষ্ট স্ফটিকময় সেই প্রাসাদমালা, ও তাহাতে অতি মনোহর উপবন জলাশয় প্রভৃতি অবলোকন করিলেন॥ ৩৭॥ অনন্তর তাহার মধ্যে একটি প্রাসাদে প্রবেশ পূর্ব্বক কন্যাকে স্নেহালিঙ্গন করতঃ আসন পরিগ্রহ করিলেন, ও উপচীয়মান-স্নেহাশ্রুপূর্ণ-নয়ন হইয়া বলিলেন॥৩৮॥ বৎসে এখানে তোমার সুখ, অথবা কোন অসুখ আছে? মহর্ষি কি তোমাকে অনুরাগ করেন? তুমি কি আমার গৃহবাস স্মরণ করিয়া থাক? রাজা এই কথা বলিলে সেই কন্যা পিতাকে কহিল,—তাত! এই খানে, অতিশয় রমণীয় প্রাসাদ অতি মনোহর উপবন, অতি কলভাষী বিহঙ্গ শব্দে রমণীয় প্রফুল্ল পদ্ম পূর্ণ জলাশয়, মনোনুরূপ ভোজ্য ভক্ষ্য অনুলেপন ভূষণ বস্ত্রাদি ভোগোপভোগ ও অতি কোমল শয্যা, এই গার্হস্থ্য সর্ব্বসম্পদই আছে, তথাপি জন্মভূমি কে বিস্মরণ হয়? পিতঃ আপনার প্রসাদে এখানে সকলই সুন্দর॥ ৩৯॥ কিন্তু আমার ইহাই এক দুঃখ-কারণ যে, আমা-দিগের পতি আমার গৃহ হইতে বহির্গত হয়েন না। কেবল অতি প্রণয়-সহকারে আমার নিকটেই রহিয়াছেন, আমার ভগিনীদিগের মধ্যে অপর কাহারও নিকটে যান না, এই জন্য আমার ভগিনীগণ বড়ই দুঃখিতা আছেন। ইহাই আমার দুঃখ কারণ। রাজা এই প্রকারে এক কন্যার গৃহে উক্ত হইয়া আর এক কন্যার গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্তপ্রকারে স্নেহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই কন্যাও সেই প্রকার সর্ব্ববিধ প্রাসাদাদির উপভোগ সুখ বর্ণন করিল। আর পূর্ব্বোক্ত কন্যার ন্যায়ই কহিল আমার পতি আমার পার্শ্ববর্ত্তী থাকেন, অন্য কোন ভগিনীর নিকটে যান না, ইহাই কেবল দুঃখের কারণ এই প্রকার শ্রবণ করিয়া রাজা একে একে সকল প্রাসাদেই প্রবেশ পূর্ব্বক

সকল কন্যাকেই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, সকল কন্যাও পূর্ব্বোক্তরূপ সুখের কথা নৃপতির নিকট কীর্ত্তন করিল। তখন রাজা আনন্দ ও বিস্ময় নির্ভরে অবশ-হৃদয় হইয়া নির্জ্জনে অবস্থিত ভগবান্ সৌভরির নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করতঃ কহিলেন,—হে ভগবন্! আপনার এই সুমহান্ সিদ্ধি-প্রভাব অবলোকন করিলাম, আমরা অপর কোন ব্যক্তির এ প্রকার বিভূতি-বিলাস অবলোকন করি নাই। আমার বিশ্বাস, ভগবানের তপস্যার ফল ইহা হইতেও অনেকগুণ, ইহা ত কিঞ্চিন্মাত্র। অনন্তর রাজা, এই প্রকারে সেই ঋষির পূজা করিলেন ও সেই স্থানেই সেই ঋষিশ্রেষ্ঠের সহিত কিছুকাল অভিলাষানুরূপ উপভোগ করিয়া, নিজপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ॥৪১॥

কালক্রমে, সেই সকল রাজতনয়ার গর্ভে সৌভরির এক শত পঞ্চাশৎ পুত্র জন্মিল। অনন্তর সৌভরির প্রতিদিন সেই সকল পুত্রাদির প্রতি স্নেহ বাড়িতে লাগিল; তখন তিনি অতিশয় মমতাকৃষ্ট-হৃদয় হইয়া উঠিলেন ॥ ৪২ ॥ তিনি সর্ব্বদাই ভাবিতেন, আহা! এই মধুরভাষী আমার পুত্রগণ কি হাঁটিতে শিখিবে? ইহারা কি যুবা হইবে? আহা! আমি কি ইহাদিগকে কৃতদার দেখিব? ইহাদের কি পুত্র হইবে? আহা! আমার পৌত্রগণকে কি পুত্র-সমন্বিত দেখিতে পারিব? এইরূপে যেমন এক একটি ভাবনার পর এক একটি করিয়া মনোরথ পূর্ণ হইতে লাগিল, অমনি আর একটি অভিলাষ উপস্থিত হইতে লাগিল। এই প্রকার কালানুরূপ মনোরথের আবৃত্তি জানিয়া, সৌভরি একদিন চিন্তা করিতে লাগিলেন যে ॥ ৪৩ ॥ অহো! আমার মোহের কি বিস্তার! অযুত অথবা লক্ষ লক্ষ বৎসরেও মনোরথের সমাপ্তি হয় না, কতকগুলি মনোরথ পূর্ণ হইলে, আবার নূতন মনোরথ সকল উৎপন্ন হয়। আমার পুত্রগণ চলিতে শিখিল, যুবা হইল, বিবাহ করিল ও সন্তানোৎপাদন করিল, ইহা ত দেখিলাম; এক্ষণে আমার অন্তরাত্মা আবার সেই পৌত্রগণের পুত্র-জন্ম দেখিতে অভিলাষী! আবার যদি তাহাদেরও সন্তান দেখিতে পারি, তখন নিশ্চয় আমার অন্য মনোরথ উপস্থিত হইবে, আবার সেই মনোরথ পূর্ণ হইলে অপর মনোরথের জন্ম কে নিবারণ করিবে? ॥৪৪—৪৬ মরণ পর্য্যন্ত মনোরথ সমূহের অন্ত নাই, ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি।

যাহার চিত্ত মনোরথ-সমূহে আসক্ত, তাহার অন্তঃকরণ কখনই পরমাত্ম-সঙ্গি হইতে পারে না। ৪৭। আহা! জলবাস-সহচর মৎস্য-সঙ্গে আমার সেই সমাধি সহসা বিনষ্ট হইল। আমার এই দার-পরিগ্রহ, আসক্তি জন্য, তাহার সন্দেহ কি? আর পরিগ্রহ দ্বারা এই মহতী কার্য্যেচ্ছা হইয়াছে। ৪৮। শরীর-গ্রহণই এক দুঃখ, আমার সেই দুঃখ নরপতি-তনয়াগণের পরিগ্রহে একশত পঞ্চাশটীতে পরিণত এবং বহু সুতরূপে তাহা এক্ষণে আরও বহুলীকৃত হইয়াছে। ৪৯। পুত্রের পুত্র সমূহ, আবার তাহাদেরও পুত্র সমূহ, আবার তাহাদেরও পরিগ্রহ দ্বারা, আমার এই মমতা-নিধান দুঃখ-হেতু পরিগ্রহ আরও বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। ৫০।

আমি জলবাস করিয়া যে তপশ্চর্য্যা করিলাম, তাহার প্রসাদে এই সকল সম্পৎ। আহা! মৎস্য-সঙ্গে তপস্যার বিঘ্নস্বরূপ আমার যে পুত্রাদির অনুরাগ উৎপন্ন হইল, তাহাতেই আমি বঞ্চিত হইলাম! ॥ ৫১। নিঃসঙ্গতাই যতিগণের মুক্তির কারণ; সঙ্গ হইতে অশেষবিধ দোষ উৎপন্ন হয়। যাহার যোগ পূর্ণ হইয়াছে, সে ব্যক্তিও সঙ্গদোষে অধঃপাতে যায়, যাহার সিদ্ধি অল্প, তাহার ত কথাই নাই। ৫২। পরিগ্রহরূপ গ্রাহে আমার বুদ্ধি আক্রান্ত হইয়াছে; এক্ষণে আমি পরিহীন-দোষ হইয়া যেপ্রকারে পুনর্ব্বার পরিজনের দুঃখে আর দুঃখী না হই, সে প্রকারে আত্মোদ্ধারের আচরণ করিব। ৫৩। যিনি সকলেরই বিধাতা, যাঁহার স্বরূপ অচিন্তনীয়, যিনি অণু হইতেও অণু, অথচ যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, যিনি সত্ত্ব ও তমঃস্বরূপ এবং যিনি ঈশ্বর-গণেরও ঈশ্বর, সেই ভগবান্ বিষ্ণুকে আমি তপস্যা দ্বারা আরাধনা করিব। ৫৪। সেই অনন্ত, জ্যোতির্ম্ময়, সর্ব্বস্বরূপী, অব্যক্ত ও বিস্পষ্ট শরীর, ও অনন্তরূপী ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি আমার চিত্ত দোষহীন হইয়া সর্ব্বদা মোক্ষের জন্য অচল ভাবে পুনর্ব্বার আসক্ত হউক। ৫৫। যিনি সমস্ত ভূতস্বরূপ, অমল ও অনন্ত, যিনি সর্ব্বেশ্বর; যাঁহার আদি বা মধ্য নাই, যাঁহা ব্যতিরেকে আর কিছুই সত্য নাই। সেই গুরুগণেরও পরম গুরু ভগবান্ বিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করিলাম। ৫৬।

দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ।

তৃতীয় অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—সৌভরি এই প্রকার মনে মনে চিন্তা করিয়া পুত্র, গৃহ, আসন, পরিচ্ছদ প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করতঃ সকল-ভার্য্যা-সমভিব্যাহারে বনে প্রবেশ করিলেন; ও প্রতি দিবস সেইবনে বৈখানসকর্ত্তব্য অশেষবিধ ক্রিয়া সম্পাদন করিতে লাগিলেন। পরে পাপ সকল ক্ষীণ হইলে, রাগাদি-পরিহীন-চেতা হইয়া বৈবাহিক অগ্নিকে সঙ্গে করতঃ যতি হইলেন॥১॥ অনন্তর সৌভরি, ভগবান্ বিষ্ণুতে সকল কর্ম্ম বিন্যাস করিয়া অচ্যুত পদ (মুক্তি) প্রাপ্ত হইলেন। এই অচ্যুত পদ, উৎপত্তি-রহিত, বিকার-হীন, মরণাদি-ধর্ম্ম-শূন্য ও ইন্দ্রিয়াদিরও পরমান্তর॥২॥ মান্ধাতার তনয়াদিগের কথাপ্রসঙ্গে এই সৌভরিচরিত কীর্ত্তন করিলাম॥৩॥ যে ব্যক্তি, এই সৌভরিচরিত স্মরণ, পাঠ বা শ্রবণ করিয়া অবধারণ করিবে, তাহার আট জন্ম পর্য্যন্ত দুর্ম্মতি, অধর্ম্ম ও মনেতে অসৎমার্গে অনুধাবন হইবে না এবং অশেষবিধ হেয় (সংসারে) সমূহে তাহার মমত্ব জন্মিবে না। ইহার পর মান্ধাতার পুত্রপৌত্রাদির বিবরণ বলিতেছি॥৪॥ মান্ধাতৃ-পুত্র অম্বরীষের যুবনাশ্ব নামে পুত্র হয়। তাহার পুত্র হরিত, এই হরিত হইতে হারিত আঙ্গিরস নামে ক্ষত্রিয় কুল প্রবর্ত্তিত হইয়াছে॥৫॥

পূর্ব্বে রসাতলে ষট্‌কোটী-সংখ্যক মৌনেয়-নামক গন্ধর্ব্বগণ বাস করিত, তাহারা নাগকুলের প্রধান রত্নসমূহ ও আধিপত্য হরণ করে॥৬॥ তখন গন্ধর্ব্ববীর্য্য বিমানিত নাগগণ, নিদ্রাবসানে প্রবুদ্ধ 'অনন্ত' দেবেন্দ্র' প্রভৃতি স্তব শ্রবণে উন্মীলিত-পুণ্ডরীকনেত্র জলশায়ী ভগবানের নিকটে গমন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন, হে ভগবন্! এই গন্ধর্ব্বগণ হইতে উৎপন্ন আমাদের ভয় কি বিনষ্ট হইবে? তখন অনাদিপুরুষ পুরুষোত্তম ভগবান্ কহিলেন, যৌবনাশ্ব মান্ধাতার পুরুকুৎসনামা এক পুত্র আছে, আমি তাহার শরীরে প্রবেশ করিয়া অশেষ দুষ্ট গন্ধর্ব্বকুলের বিনাশ সাধন করিব॥৭॥ ভগবানের এই কথা শ্রবণ করিয়া নাগপতিগণ তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক পুনর্ব্বার রসাতলে আগমন করতঃ পুরুকুৎসের আনয়নের জন্য নর্ম্মদাকে প্রেরণ করিলেন॥৮॥ অনন্তর নর্ম্মদা পুরুকুৎসকে রসাতলে লইয়া

গেলেন। রাজা পুরুকুৎস রসাতলে গমন-পূর্ব্বক ভগবানের তেজঃপ্রভাবে বর্দ্ধিত-বীর্য্য হইয়া সকল গন্ধর্ব্বগণকে বিনাশ করিলেন ও পরে স্বভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তখন সকল পন্নগপতিগণ প্রসন্ন হইয়া নর্ম্মদাকে বর প্রদান করিলেন যে ' যে ব্যক্তি (বক্ষ্যমাণ) শ্লোক সমবেত তোমার নাম গ্রহণ করিবে, তাহার সর্পভয় থাকিবে না' ॥ ৯ ॥

সেই শ্লোকটী এই,—প্রাতঃকালে নর্ম্মদাকে নমস্কার, রাত্রিকালে নর্ম্মদাকে নমস্কার। হে নর্ম্মদে তোমাকে নমস্কার, আমাকে সর্পবিষ হইতে রক্ষা করিও। এই কথা উচ্চারণ করিয়া দিবসে বা রাত্রিতে অন্ধকারে প্রবেশ করিলেও সর্পে দংশন করিবে না ॥ ১০ ॥ যে ব্যক্তি নর্ম্মদার অনুস্মরণ করিয়া বিষপান করে, তাহার উদরস্থ বিষও তাহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ১১ ॥ উরগপতিগণ পুরুকুৎসকেও, 'তোমার কখনই বংশচ্ছেদ হইবে না' এই বর দিলেন ॥ ১২ ॥ পুরুকুৎস নর্ম্মদার গর্ভে ত্রসদস্যু নামে এক পুত্রোৎপাদন করেন। ত্রসদস্যুর পুত্র 'সম্ভূত'। তৎপুত্র অনরণ্য, দিগ্বিজয় কালে রাবণ এই অনরণ্যকে হনন করে। অনরণ্যের পুত্র পৃষদশ্ব, তৎপুত্র হর্য্যশ্ব, তৎপুত্র সুমনাঃ তৎপুত্র ত্রিধন্বা, ত্রিধন্বার পুত্র ত্রয্যারুণ ॥ ১৩ ॥ ত্রয্যারুণের পুত্র সত্যব্রত, ইনিই ত্রিশঙ্কু নামে বিখ্যাত হন ও চণ্ডালতা * প্রাপ্ত হন। এই সময় দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া অনাবৃষ্টি হয়; সেই সময় রাজা ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রের পরিবারের পোষণ জন্যে ও নিজের চণ্ডালতা পরিহারের নিমিত্ত জাহ্নবীতীরস্থ ন্যগ্রোধ বৃক্ষে প্রতিদিন মৃগমাংস বন্ধন করিয়া রাখিতেন ॥ ১৪ ॥ অনন্তর বিশ্বামিত্র পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সশরীরে স্বর্গে আরোহণ করান। ত্রিশঙ্কুর পুত্র হরিশ্চন্দ্র, তৎপুত্র রোহিতাশ্ব, তৎপুত্র হরিত, তৎপুত্র চঞ্চু, চঞ্চুর দুই পুত্র, বিজয় ও বসুদেব; বিজয়ের পুত্র রুরুক, তৎপুত্র বৃক, তৎপুত্র বাহু। হৈহয় তালজঙ্ঘ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ এই বাহুকে পরাজয় করাতে তিনি মহিষীর সহিত বনে প্রবেশ করেন ॥ ১৫ ॥ পরে বনে মহিষীর গর্ভ হইলে, তাঁহার সপত্নী গর্ভস্তম্ভনের

---

* পরিণীয়মানা ব্রাহ্মণ কন্যাকে হরণ করা প্রযুক্ত ইহাঁর পিতা ইহাঁকে ' চণ্ডাল হও' বলিয়া শাপ প্রদান করেন।

জন্য বিষ প্রদান করে। সেই বিষপ্রভাবে মহিষীর গর্ভস্থজীব সাত বৎসর পর্য্যন্ত জঠরেই অবস্থান করে। রাজা বাহুও বার্দ্ধক্য অবস্থায় নীত হইয়া অবশেষ ঔর্ব্ব নামক ঋষির আশ্রম নিকটে কালগ্রাসে পতিত হন ॥ ১৬॥ রাজমহিষীও চিতা রচনা করিয়া তাহাতে মৃত মহারাজকে আরোপণ-পূর্ব্বক সহমরণে কৃতনিশ্চয়া হইলেন। অনন্তর অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমানকাল-বৃত্তান্ত-বেত্তা ভগবান্ ঔর্ব্ব স্বকীয় আশ্রম হইতে নির্গমন করিয়া কহিলেন, হে সাধ্বি! আপনি এই অসদারম্ভ কেন করিতেছেন? আপনার উদরে অখিল ভূমণ্ডলপতি, চক্রবর্ত্তী, অতিবীর্য্য-পরাক্রমশালী, অনেক-যজ্ঞ-কর্ত্তা, শত্রুপক্ষ-ক্ষয়কারী বালক অবস্থিতি করিতেছেন। আপনি এ প্রকার সাহস ও অধ্যবসায় করিবেন না—করিবেন না। ঋষি এই কথা বলিলে রাজমহিষী সেই সহমরণ ব্যাপার হইতে নিবৃত্তা হইলেন ॥ ১৭ ॥ ভগবান্ ঔর্ব্ব তৎপরে তাঁহাকে স্বীয় আশ্রমে লইয়া গেলেন। কতিপয় দিনের মধ্যেই সেই বিষের সহিত অতিতেজস্বী বালক জন্মগ্রহণ করিল। ঔর্ব্ব সেই বালকের জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়া সম্পাদন-পূর্ব্বক তাহার 'সগর' এই নাম রাখিলেন; পরে সেই বালকের উপনয়ন হইলে, ঔর্ব্ব তাঁহাকে বেদ, অখিল শাস্ত্র ও ভার্গবাখ্য আগ্নেয় অস্ত্র শিক্ষা দিলেন। বালক পরিপক্ক-বুদ্ধি হইয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মাতঃ! আমরা কেন এই তপোবনে রহিয়াছি, আমার পিতাই বা কোথায়? আর আমার পিতাই বা কে? বালক এই প্রকার নানা বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে জননী তাঁহার নিকটে সকল অতীত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। অনন্তর সগর পিতার রাজ্যাপহরণে ক্রুদ্ধ হইয়া হৈহয় তালজঙ্ঘাদির বধার্থে প্রতিজ্ঞা করিলেন। অনন্তর প্রায় সকল হৈহয় নৃপতিগণকে বিনষ্ট করিলেন। পরে শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ ও পহ্লব-গণ তৎকর্ত্তৃক আহত হইয়া তাঁহার কুলগুরু বসিষ্ঠের শরণাপন্ন হইল ॥ ১৮॥ অনন্তর বসিষ্ঠ ইহাদিগকে জীবন্মৃত প্রায় করিয়া সগরকে কহিলেন, বৎস! এই জীবন্মৃতগণের অনুসরণ করিয়া কি ফল হইবে? ॥ ১৯ ॥ এই দেখ, আমি ইহাদিগকে তোমার প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য স্বকীয় ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ-সংসর্গ পরিত্যাগ করাইয়াছি; সুতরাং ইহারা জীবন্মৃত তাহাতে আর সন্দেহ কি? ॥ ২০ ॥ রাজা সগর, 'যে আজ্ঞা' এই বলিয়া গুরুবাক্যের

অভিনন্দন পূর্ব্বক তাহাদের বিভিন্ন প্রকার বেশ করিয়া দিলেন। তিনি যবনগণের মস্তক মুণ্ডিত করিলেন, শকগণকে অর্দ্ধমুণ্ডিত করিলেন, পারদ-গণকে প্রলম্বমান-কেশ-যুক্ত করিলেন, পহ্লবগণকে শ্মশ্রুধারী করিলেন এবং ইহাদিগকে ও অন্যান্য তাদৃশ ক্ষত্রিয়গণকে স্বাধ্যায় ও বষট্‌কার বিহীন করিয়া দিলেন। তাহারা নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল বলিয়া ব্রাহ্মণ-গণও তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন। সুতরাং তাহারা ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইল। অনন্তর সগর রাজাও স্বপুরে আগমন করতঃ অপ্রতিহত সৈন্যগণে বেষ্টিত হইয়া সপ্তদ্বীপবতী এই পৃথিবীকে শাসন করিতে লাগিলেন॥ ২১ ॥

তৃতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ।

চতুর্থ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—কশ্যপ-দুহিতা সুমতি ও বিদর্ভ-রাজ-তনয়া কেশিনী, সগরের এই দুইটী পত্নী॥১॥ এই পত্নীদ্বয় পুত্র লাভের জন্য পরম সমাধি দ্বারা ঔর্ব্ব মহর্ষির আরাধনা করিলে, তিনি বর প্রদান করেন যে, তোমাদের মধ্যে একজন বংশধর একপুত্র প্রসব করিবে; আর একজন ষষ্টিসহস্র পুত্র প্রসব করিবে, এই দুই বরের মধ্যে যাহার যাহাতে অভিরুচি হয়, তিনি সেই বর প্রার্থনা করুন। ঔর্ব্ব এই কথা বলিলে, কেশিনী একপুত্র প্রার্থনা করি-লেন এবং সুমতি ষষ্টিসহস্র পুত্র প্রার্থনা করিলেন। "তাহাই হইবে" ঋষি এই কথা বলিলে পরে অল্পদিনের মধ্যেই কেশিনী অসমঞ্জ নামে এক বংশধর পুত্র প্রসব করিলেন। বিনতা-তনয়া সুমতিরও কালক্রমে ষষ্টিসহস্র পুত্র জন্মিল। কেশিনী-তনয় অসমঞ্জার অংশুমান্ নামে এক পুত্র হয়। ॥২।৩॥ সেই অসমঞ্জা বাল্যকাল হইতে বড় দুর্ব্বৃত্ত ছিলেন; তাঁহার পিতা চিন্তা করিতেন,—অসমঞ্জা যৌবনকালে বুদ্ধিমান্ হইবেন। অনন্তর যৌবন অতীত হইলে তিনি সেই প্রকার অসচ্চরিত্র রহিলেন দেখিয়া, সগর তাঁহাকে পরি-ত্যাগ করিলেন॥৪॥ সগর রাজার অপর ষষ্টিসহস্র পুত্রও অসমঞ্জার চরিত্রের অনুকরণ করিল॥৫॥ তখন, অসমঞ্জার চরিত্রানুকারী সগরতনয়গণ জগতে যজ্ঞাদি সন্মার্গ বিনষ্ট করিতেছে দেখিয়া দেবগণ, সকল-বিদ্যাময় অশেষ-

দোষে নির্লিপ্ত ভগবান্ পুরুষোত্তম-অংশভূত কপিল ঋষিকে প্রণাম করিয়া সেই বিষয়ের জন্য বলিলেন॥৬॥ হে ভগবন্! এই সকল সগরতনয়গণ অসমঞ্জার চরিত্রের অনুগমন করিতেছে, এই সকল অসন্মার্গানুসারী সগর-তনয়গণ থাকিলে জগতের কি দশা হইবে? হে ভগবন্! আর্ত্তজনগণের পরিত্রাণের জন্যই আপনার শরীর ধারণ হইয়াছে। ভগবান্ কপিল এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, অল্প দিনের মধ্যেই ইহারা বিনষ্ট হইবে॥ ৭॥ সেই সময়ে সগর রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞের আরম্ভ করেন। সেই যজ্ঞে সগরপুত্রগণ যজ্ঞীয় অশ্বের রক্ষক ছিল। একদিন সেই যজ্ঞীয় অশ্বকে, কোনও এক ব্যক্তি অপহরণ করিয়া ভূমধ্যে প্রবেশ করিল॥ ৮॥ সগর, তনয়গণকে অশ্বান্বেষণের জন্য নিযুক্ত করিলেন। পরে অশ্বান্বেষণে নিযুক্ত সগর-তনয়গণ অতিনির্ব্বন্ধ সহকারে অশ্বখুর-চিহ্নিত পথের অনুসরণ করিতে করিতে এক এক জনে, এক এক যোজন বসুধাপৃষ্ঠ খনন-পূর্ব্বক সকলেই পাতাল মধ্যে প্রবেশ করিল॥ ৯॥ সেই সগরপুত্রগণ, পাতালে সেই অশ্ব পরিভ্রমণ করিতেছে, ইহা দেখিতে পাইল। আরও দেখিল যে, অশ্বের অনতি দূরে কপিল বিরাজমান; ভগবান্ কপিল ঋষি, শরৎকালের নির্ম্মল আকাশস্থিত সূর্য্যের ন্যায় অবিরত স্বতেজোনিকর দ্বারা উর্দ্ধ, অধঃ ও অষ্ট দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া বসিয়াছিলেন॥ ১০॥ অনন্তর সগরতনয়গণ, আয়ুধ উদ্যত করিয়া "এই দুরাত্মা আমাদের অপকারী, এই ব্যক্তিই যজ্ঞ বিঘাতের জন্য অশ্ব চুরি করিয়াছে, ইহাকে হনন কর—হনন কর" এই প্রকার বলিতে বলিতে, সেই কপিলমুনির দিকে অভিধাবিত হইল। তখন, সেই ভগবান্ মহর্ষি কপিল, নয়ন ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া তাঁহাদিগকে দেখিলেন। দর্শনকালে তাঁহার শরীর-সমুদ্ভূত বহ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া সগরতনয়গণ বিনষ্ট হইল॥ ১১॥ সগররাজা, সেই অশ্বানুগমনকারী পুত্রগণ পরমর্ষি কপিল-তেজে দগ্ধ হইয়াছে, ইহা জানিয়া অসমঞ্জার পুত্র অংশুমানকে অশ্বানয়নের জন্য প্রেরণ করিলেন॥ ১২॥ তখন, অংশুমান্ সেই সগরতনয়গণ-কৃত পথের দ্বারা, মহর্ষি কপিলের নিকট গমনপূর্ব্বক, ভক্তিনম্রভাবে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। সেই স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া ভগবান্ মহর্ষি কপিল কহিলেন; বৎস! গমন কর, পিতামহকে এই অশ্ব প্রদান কর; হে পুত্র! বর প্রার্থনা

কর, তোমার পৌত্র স্বর্গ হইতে গঙ্গাকে আনয়ন করিবে॥ ১৩॥ অনন্তর অংশুমান্‌ও বর প্রার্থনা করিলেন যে, ব্রহ্মদণ্ডহত অতএব স্বর্গযোগ্য আমার এই পিতৃব্যগণের স্বর্গপ্রাপ্তিকর বর, ভগবান্ প্রদান করুন্॥ ১৪॥ তখন ভগবান্ কপিল তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! আমি ইহা পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে, তোমার পৌত্র স্বর্গ হইতে গঙ্গা আনয়ন করিবে। সেই গঙ্গাজল দ্বারা ইহাদের অস্থি সকল স্পৃষ্ট হইলে ইহারা স্বর্গারোহণ করিবে। ভগবান্ বিষ্ণুর পাদাঙ্গুষ্ঠ-বিনির্গত জলের ইহাই মাহাত্ম্য যে, কেবল কামনাপূর্ব্বক তাহাতে স্নানাদি করিলেই যে উপকার হয়, তাহা নহে; অকালেও ও বিগত-প্রাণের ভূপতিত, পরিত্যক্ত-শরীরজ-অস্থি-চর্ম্ম-স্নায়ুকেশাদিও ইহাতে পতিত হইলে; ইহা শরীরিকে স্বর্গারোহণ করাইয়া থাকে, ঋষি এই কথা বলিলে পর, অংশুমান্ ভগবান্ কপিলকে প্রণাম করিয়া অশ্ব গ্রহণপূর্ব্বক, পিতামহ যজ্ঞে আগমন করিলেন॥ ১৫॥ সগররাজাও অংশুমানের নিকট হইতে অশ্ব গ্রহণ করিয়া সেই যজ্ঞ সমাপন করিলেন ও আত্মজ-প্রীতি প্রযুক্ত অংশুমান্‌কেই পুত্রত্বে কল্পনা করিলেন॥ ১৬॥ অংশুমানের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ, ইনিই স্বর্গ হইতে গঙ্গাকে আনয়ন করেন বলিয়া গঙ্গার নাম ভাগীরথী হয়॥ ১৭॥ ভগীরথের পুত্র শ্রুত, তৎপুত্র নাভাগ, তৎপুত্র অম্বরীষ, তৎপুত্র সিন্ধুদ্বীপ, তাঁহার পুত্র অযুতাশ্ব, তৎপুত্র ঋতুপর্ণ; ইনি নলের সহায় ও অক্ষক্রীড়ায় পারদর্শী ছিলেন॥ ১৮॥ ঋতুপর্ণের পুত্র সর্ব্বকাম, তৎপুত্র সুদাস, তৎপুত্রের নাম সৌদাস মিত্রসহ॥ ১৯॥ এই মিত্রসহ একদিন মৃগয়ায় গিয়া বনমধ্যে ব্যাঘ্রদ্বয় অবলোকন করেন॥ ২০॥ ঐ ব্যাঘ্রদ্বয় বনের সকল মৃগই ভক্ষণ করিয়াছিল॥ ২১॥ রাজা মিত্রসহ সেই ব্যাঘ্রদ্বয়ের একটিকে বাণদ্বারা নিহত করিলেন॥ ২২॥ মরণকালে, ঐ ব্যাঘ্র অতি-ভীষণাকৃতি করালবদন রাক্ষসরূপ ধারণ করিল॥ ২৩॥ দ্বিতীয় ব্যাঘ্র, "তোমার প্রতিক্রিয়া করিব" এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইল॥ ২৪॥ কিছুকাল পরে ঐ সৌদাস রাজা যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। অনন্তর আচার্য্য বসিষ্ঠ যজ্ঞ সমাপন করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলে, সেই রাক্ষস বসিষ্ঠরূপ গ্রহণপূর্ব্বক, "যজ্ঞাবসানে আমাকে মাংসের সহিত ভোজন করান কর্ত্তব্য, সেই জন্য অন্নাদির সংস্কার কর, আমি ক্ষণকাল মধ্যেই আগমন করিতেছি" রাজাকে এই

কথা বলিয়া পুনর্ব্বার নিষ্ক্রান্ত হইল॥ ২৫॥ পরে রন্ধনকারীর বেশ ধারণ করিয়া রাজাজ্ঞাগ্রহণপূর্ব্বক মনুষ্য-মাংস রন্ধন করতঃ রাজাকে নিবেদন করিল। রাজা সৌদাসও, সেই মাংস সুবর্ণপাত্রে রাখিয়া বসিষ্ঠাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন॥ ২৬॥ অনন্তর বসিষ্ঠ আগমন করিলে, রাজা তাঁহাকে ঐ মাংস নিবেদন করিলেন। তখন বসিষ্ঠ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—অহো! এই রাজার কি দুঃশীলতা! জানিয়াও এই মাংস প্রদান করিল। পরে এই সকল দ্রব্য কি? ইহা জানিবার জন্য তিনি ধ্যানপর হইলেন, ও ধ্যান-যোগে জানিতে পারিলেন যে, তাহা মনুষ্য-মাংস। অনন্তর তিনি ক্রোধবশে কলুষীকৃত-চিত্ত হইয়া রাজার প্রতি শাপ দিলেন যে, আপনি জানিতে পারিয়াও যে কারণ আমাদের ন্যায় তপস্বীগণের অভোজ্য এই অন্ন আমাকে প্রদান করিতেছেন, সেইজন্য আপনার বুদ্ধি নরমাংস-লোলুপ হইবে, অর্থাৎ আপনি রাক্ষস হইবেন॥২৭॥ অনন্তর রাজা কহিলেন,—হে ভগবন্! আপনিই আমাকে এই প্রকার করিতে বলিয়াছেন। এই কথা শ্রবণান্তে বসিষ্ঠ,—কি কি?—আমি বলিয়াছি,—এই বলিয়া পুনর্ব্বার ধ্যানপর হইলেন॥২৮॥ অনন্তর বসিষ্ঠ সমাধি-বলে সকল বিষয় জানিতে পারিয়া,রাজার প্রতি অনুগ্রহ করিলেন ও কহিলেন, বহুদিনের জন্য আপনার নরমাংস ভোজন করিতে হইবে না, দ্বাদশ বৎসর মাত্র আপনার নরমাংস ভোজন করিতে হইবে॥২৯॥ তখন রাজাও অঞ্জলি পূরিয়া জলগ্রহণপূর্ব্বক বসিষ্ঠকেও শাপ প্রদানে উদ্যত হইলেন। সেই সময় তাঁহার পত্নী, মদয়ন্তী—"কি করেন, ভগবান্ বসিষ্ঠ আমাদিগের গুরু; এই প্রকারে কুলদেবতাস্বরূপ আচার্য্যকে শাপপ্রদান করা কর্ত্তব্য নহে—" এই বলিয়া তাঁহাকে প্রসাদিত করিলেন। তখন, অঞ্জলিস্থিত সেই শাপ-জল, পৃথিবীতে বা আকাশে নিক্ষেপ করিলে শস্য ও মেঘ নষ্ট হইবে, এই বিবেচনায় রাজা, সেই জল স্বকীয় চরণদ্বয়ে সেচন করিলেন॥৩০॥ সেই ক্রোধাগ্নি-তপ্ত জল সংস্পর্শে তাঁহার পাদদ্বয় বিনষ্টকান্তি হইয়া কল্মাষবর্ণ (কৃষ্ণপাণ্ডুবর্ণ) ধারণ করিল।৩১। এই কারণে তাঁহার নাম কল্মাষপাদ হইল। পরে, বসিষ্ঠ শাপবশে রাজা তৃতীয়দিবসে রাক্ষসরূপী হইয়া বনে পর্য্যটন করতঃ অনেক মানুষ ভক্ষণ করিতে লাগিলেন॥ ৩২॥ ঐ রাক্ষসরূপী রাজা একদিন ঋতুকালে দয়িতা-সঙ্গত এক ব্রাহ্মণ দর্শন করিলেন॥ ৩৩॥ তখন অতিভীষণ

রাক্ষস দেখিয়া অতিত্রাসে পলায়ন-পরায়ণ সেই দম্পতির মধ্যে তিনি ব্রাহ্মণকে গ্রহণ করিলেন॥ ৩৪ ॥ তখন ব্রাহ্মণী তাঁহার নিকট অনেক যাচ্ঞা করিতে লাগিল যে,—হে মহারাজ! প্রসন্ন হও, তুমি ইক্ষ্বাকু-কুলের তিলক-স্বরূপ মহারাজ মিত্রসহ, রাক্ষস নহ। তুমি স্ত্রীধর্ম্মসুখে অভিজ্ঞ; আমাতে অপূর্ণ-মনোরথ আমার এই ভর্ত্তাকে ভক্ষণ করা তোমার উচিত নহে। এই প্রকারে ব্রাহ্মণী বহুবিলাপ করিলেও রাজা তাহা শ্রবণ না করিয়া, ব্যাঘ্র যে প্রকার পশুকে ভক্ষণ করে, সেইরূপ সেই ব্রাহ্মণকে ভোজন করিলেন॥ ৩৫॥ তখন অতি কোপসমন্বিতা ব্রাহ্মণী রাজাকে শাপপ্রদান করিল;—"যে আমার তৃপ্তি হইতে না হইতেই তুমি আমার পতিকে ভক্ষণ করিলে, এই কারণে তুমি স্ত্রী সম্ভোগেপ্রবৃত্ত হইলেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।" ব্রাহ্মণী এইরূপ শাপ প্রদান করিয়া অগ্নি প্রবেশ করিল॥ ৩৬॥ অনন্তর দ্বাদশবৎসর অতীত হইলে রাজা বিমুক্তশাপ হইয়া স্ত্রীসম্ভোগে অভিলাষী হইলে, তাঁহার স্ত্রী মদয়ন্তী তাঁহাকে ব্রাহ্মণীশাপের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন॥ ৩৭॥ সেই অবধি রাজা স্ত্রীসম্ভোগ পরিত্যাগ করিলেন। পরে অপুত্র রাজার প্রার্থনা-নুসারে, বসিষ্ঠ মদয়ন্তীর গর্ভাধান করিলেন। পরে সপ্তমবর্ষ অতীত হইল, তথাপি গর্ভস্থ বালক ভূমিষ্ঠ হইল না দেখিয়া, দেবী মদয়ন্তী প্রস্তর দ্বারা গর্ভে আঘাত করিলেন। তখন পুত্র জন্মিল। সেই পুত্রের নাম অশ্মক হইল। অশ্মকের মূলক নামে পুত্র হইল। এই সময় পরশুরাম, পৃথিবীকে নিক্ষত্রিয় করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বিবস্ত্র স্ত্রীগণ মূলককে পরিবেষ্টেন করিয়া রক্ষা করেন, সেই জন্য তাঁহাকে নারীকবচ বলিয়া থাকে। মূলকের পুত্র দশরথ। তৎপুত্র ইলিবিল, তৎপুত্র বিশ্বসহ, তৎপুত্র খট্টাঙ্গদিলীপ। এই খট্টাঙ্গদিলীপ দেবা-সুর-সংগ্রামে দেবগণ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া অসুরগণকে বিনাশ করেন। তখন স্বর্গস্থ দেবগণ, প্রিয়কারী বলিয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিলে, তিনি বলি-লেন;—যদি আমাকে নিতান্তই বরগ্রহণ করিতে হয়, তবে এই আমার বর যে, "আপনারা বলুন আমি কতকাল বাঁচিব? অনন্তর দেবগণ কহিলেন, আপনার একমুহূর্ত্ত-প্রমাণ আয়ুঃ অবশিষ্ট আছে। দেবগণ এই কথা বলিলে খট্টাঙ্গদিলীপ অস্খলিতগতি দেবরথে আরোহণপূর্ব্বক অতি শীঘ্রগতিতে মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন যে,

"যেমন ব্রাহ্মণগণ হইতে আমার আত্মাও প্রিয়তর নহে, যেমন আমি কখনই স্বধর্ম্মোল্লঙ্ঘন করি নাই, যেপ্রকার আমার দৃষ্টি দেব-মানুষ-পশু-বৃক্ষ প্রভৃতিতেও অচ্যুতভেদ উপলব্ধি করে নাই, সেই প্রকারে আমি অদ্য অস্খলিত-জ্ঞানে সেই মুনি-জনানুস্মৃত দেব ভগবান বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হই;" এইরূপ বলিতে বলিতে রাজা খট্টাঙ্গদিলীপ, সেই অশেষগুরু, অনির্দ্দেশ্য-শরীর সত্তামাত্র-স্বরূপ পরমাত্মা ভগবান্ বাসুদেবে, আত্মার যোগ করিলেন ও ভগবান্ বাসুদেবেই বিলীন হইয়া গেলেন ॥ ৩৮ ॥ সপ্তর্ষিগণ পুরাকালে, এই খট্টাঙ্গদিলীপ সম্বন্ধে এক শ্লোক গান করিয়াছেন। সে শ্লোক এই যে, "পৃথিবীতে খট্টাঙ্গ সদৃশ অপর কেহই জন্মিবে না। এই খট্টাঙ্গ মুহূর্ত্তকাল মাত্র আয়ুঃ জানিতে পারিয়া, স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আগমনপূর্ব্বক জ্ঞানরূপ অর্পণ দ্বারা ত্রিলোকই বাসুদেবে প্রবিলাপিত করেন" ॥ ৩৯ ॥ খট্টাঙ্গের পুত্র দীর্ঘবাহু নামা, তৎপুত্র রঘু, তৎপুত্র অজ, অজের পুত্র দশরথ, এই দশরথের ঔরসে ভগবান্ পদ্মনাভ রাম লক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্নরূপ চারিভাগে স্বীয় অংশে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৪০ ॥

রামচন্দ্র বাল্যাবস্থাতেই বিশ্বামিত্র-যজ্ঞ রক্ষণের জন্য গমন করিতে করিতে পথেই তাড়কা নামে রাক্ষসীকে বিনাশ করেন ॥ ৪১ ॥ তিনি বিশ্বামিত্রযজ্ঞে মারীচকে বাণপাতে আহত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন। সুবাহু-প্রমুখ রাক্ষস গণকে বিনাশ করেন ও অহল্যাকে দর্শনমাত্রেই অপাপা করেন। অনন্তর জনক-গৃহে অনায়াসেই মহেশ্বরের ধনুর্ভঙ্গ করিলেন ও অযোনিজা জনকরাজ-তনয়া সীতাকে, বীর্য্যের শুল্কস্বরূপ, পত্নীত্বে গ্রহণ করেন ॥ ৪২ ॥ রামচন্দ্র বিবাহানন্তর অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তনকালে, পথে সকল ক্ষত্রিয় ক্ষয়কারী অশেষ হৈহয়-কুলের কেতুস্বরূপ পরশুরামের, বীর্য্য ও বলজনিত গর্ব্বকে খর্ব্ব করি-লেন ॥ ৪৩ ॥ এবং পিতৃবাক্যে রাজ্যাভিলাষকে গণনা না করিয়া ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত বনে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৪ । অনন্তর বনে বিরাধ খর দূষণাদি রাক্ষসগণ কবন্ধ ও বালিকে হনন করিলেন। পরে সমুদ্র বন্ধনপূর্ব্বক অশেষ রাক্ষসকুল ক্ষয় করিয়া দশাননাপহৃতা, দশানন বধ দূরীকৃতকলঙ্কা, অথচ অগ্নি প্রবেশ শুদ্ধা, অশেষদেবেশ সংস্তূয়মানা জনক রাজতনয়া সীতাকে, অযোধ্যায় আনয়ন করেন ॥ ৪৫ ॥ ভরতও গন্ধর্ব্বরাজ্য লাভ করিবার জন্য তিন

কোটীসংখ্যক গন্ধর্ব্বকে হনন করেন। শত্রুঘ্নও, অমিতবলপরাক্রম মধুপুত্র লবণ নামক রাক্ষসেশ্বরকে হননপূর্ব্বক মথুরা নামে একটি পুরী স্থাপনা করেন। এইরূপ নানাপ্রকার অতুলনীয় বলপরাক্রম বিক্রম সমূহদ্বারা অশেষ দুরাত্মাদিগকে হনন করিয়া, এই সকল জগতে স্থিতি সম্পাদনপূর্ব্বক,রাম লক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্ন পুনর্ব্বার স্বর্গে গমন করিলেন। সেই সময় অযোধ্যাবাসী যে মনুষ্যগণ সেই ভগবদংশ চতুষ্টয়ে অনুরাগী ছিলেন, তাঁহারাও রামচন্দ্রে মনঃ অর্পণ করিয়া তাঁহার সালোক্য প্রাপ্ত হন।। ৪৬॥ রামের পুত্র, কুশ ও লব, লক্ষ্মণের পুত্র অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু, ভরতের পুত্র তক্ষ ও পুষ্কর, এবং শত্রুঘ্নের পুত্র সুবাহু ও শূরসেন॥ ৪৭॥ কুশের পুত্র অতিথি, অতিথির নিষধ নামে পুত্র হয়, নিষধের পুত্র নল, তৎপুত্র নভঃ, নভর পুত্র পুণ্ডরীক, তৎপুত্র ক্ষেমধন্বা, তৎপুত্র দেবানীক। তৎপুত্র অহীনগু। তৎপুত্র রূপ। তৎপুত্র রুরু। তৎপুত্র পারিপাত্র, তৎপুত্র দল, তৎপুত্র ছল, তৎপুত্র উকৃথ। তৎপুত্র বজ্রনাভ, তৎপুত্র শঙ্খনাভ, তৎপুত্র ব্যুথিতাশ্ব, তৎপুত্র বিশ্বসহ, তৎপুত্র মহাযোগীশ্বর জৈমিনি শিষ্য হিরণ্যনাভ, এই হিরণ্যনাভের নিকট যাজ্ঞবল্ক্য যোগ শিক্ষা করেন। হিরণ্যনাভের পুত্র পুষ্য, তৎপুত্র ধ্রুবসন্ধি, তৎপুত্র সুদর্শন, তৎপুত্র অগ্নিবর্ণ। তৎপুত্র শীঘ্র, শীঘ্রের মরু নামে পুত্র হয়। এই মরু যোগে অবস্থান করতঃ অদ্যাপি কলাপ গ্রাম আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। এবং ইনিই আগামী যুগে সূর্য্য বংশীয় ক্ষত্রিয়গণের প্রবর্ত্তয়িতা হইবেন। মরুর পুত্র প্রসুশ্রুত, তৎপত্র সুসন্ধি, তৎপুত্র অমর্ষ, তৎপুত্র মহস্বান্, তৎপুত্র বিশ্রুতবান্ তৎপত্র বৃহদ্বল, ভারতযুদ্ধে অভিমন্যু এই বৃহদ্বলকে বিনাশ করিয়াছেন॥ ৪৮॥ এই সকল প্রধান প্রধান ইক্ষ্বাকুকুল-নৃপতিগণের বিষয় আমি বলিলাম। ইহাঁদের চরিত্র শ্রবণ করিলে, মনুষ্য সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়॥ ৪৯॥

চতুর্থ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

পঞ্চম অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন, ইক্ষ্বাকুর নিমি নামে যে পুত্র ছিলেন, তিনি কোন সময়ে সহস্র সংবৎসর-ব্যাপি যজ্ঞ আরম্ভ করেন। এবং সেই যজ্ঞে বসিষ্ঠকে

হোতৃত্বে বরণ করেন॥ ১॥ বরণ কালে বসিষ্ঠ কহিলেন, ইন্দ্র, পঞ্চশতবর্ষ-ব্যাপি যজ্ঞে আমাকে বরণ করিয়াছেন; সুতরাং তাবৎকাল আপনি প্রতীক্ষা করুন্; ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপনান্তে আমি, আগমন করিয়া আপনার ঋত্বিক্ হইব। বসিষ্ঠ এই কথা বলিলে পর, রাজা নিমি তাঁহাকে আর কিছুই বলিলেন না॥ ২॥ তখন বসিষ্ঠ, আমার কথা রাজা স্বীকার করিলেন, ইহা ভাবিয়া সুরপতির যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন॥ ৩॥ রাজা নিমিও সেই কালে অন্য গৌতমাদির দ্বারা যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া দিলেন। এদিকে ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে "নিমি-রাজার যজ্ঞ করিতে হইবে" এই ভাবিয়া বসিষ্ঠ, ত্বরা সহকারে সেইখানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি, গৌতম সকল যজ্ঞ-কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন দেখিয়া নিদ্রাগত রাজা নিমিকে শাপ প্রদান করিলেন যে,—রাজা নিমি যেমন আমাকে অবজ্ঞা করিয়া গৌতমের প্রতি এই সকল কর্ম্মের ভার প্রদান করিয়াছেন, সে কারণে তিনি দেহহীন হইবেন।৪। অনন্তর রাজা প্রবুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "যে কারণে এই দুষ্ট গুরু বসিষ্ঠ, আমাকে সম্ভাষণ না করিয়া, শয়ান এবং এই সকল বিষয়ের অজ্ঞাতা আমাকে শাপ প্রদান করিলেন, সেই জন্য তাঁহারও দেহ পতিত হইবে।" রাজা এইপ্রকার প্রতিশাপ প্রদানান্তে দেহ পরিত্যাগ করিলেন।৫। সেই শাপের প্রভাবে মিত্রাবরুণের তেজে বসিষ্ঠের তেজঃ প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর উর্ব্বশীদর্শনে ঐ মিত্রাবরুণের রেতঃ স্খলিত হইলে সেই বীর্য্য হইতে বসিষ্ঠ অপরদেহ লাভ করিলেন॥ ৬॥ নিমি রাজারও সেই মৃতদেহ অতি মনোহর তৈল ও গন্ধাদিদ্বারা লিপ্ত থাকাতে ক্লেদাদিদোষে দূষিত হইল না, বরং সদ্যো-মৃতের ন্যায় অবিকৃতই রহিল॥ ৭॥ যজ্ঞ সমাপ্তি হইলে ভাগগ্রহণার্থে আগত, দেবগকে, ঋত্বিক্গণ কহিলেন, আপনারা যজমানকে বর প্রদান করুন্। অনন্তর দেবগণ বরগ্রহণার্থে আজ্ঞা করিলে নিমি কহিলেন॥ ৮॥ "হে অখিল-সংসারের দুঃখচ্ছেদকারি ভগবদ্গণ! আমার ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কিছুই নাই যে, শরীর ও আত্মার পরস্পর বিয়োগ হয়। এই কারণে আমি আর শরীর গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু সকল লোকেরই নয়নসমূহে বাস করিতে ইচ্ছা করি।" রাজা নিমি এই কথা বলিলে পর দেবগণ তাঁহাকে সকলের নেত্রে অবস্থিতি

করাইলেন ॥ ৯ ॥ সেই কারণেই ভূতগণ উন্মেষ ও নিমেষ করিয়া থাকে। রাজার কোন পুত্র না থাকাতে মুনিগণ, অরাজকতাভয়ে ভীত হইয়া অরণীতে * মন্থন করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ তাহাতে পুত্র উৎপন্ন হইল। মৃতদেহ হইতে, জন্ম হয় বলিয়া ঐ পুত্রের নাম জনক হয় ॥ ১১ ॥ ঐ পুত্রের পিতা বিদেহ হন বলিয়া তাঁহার নাম বৈদেহ হয় এবং মন্থনদ্বারা, তাঁহার জন্ম হয় বলিয়া তাঁহার আর একটী নাম "মিথি" হয়। তাঁহার পুত্র নন্দিবর্দ্ধন, তৎপুত্র সুকেতু, তৎপুত্র দেবরাত, তৎপুত্র বৃহদুকৃথ। তৎপুত্র মহাবীর্য্য, তৎপুত্র সত্যধৃতি, তৎপুত্র ধৃষ্টকেতু, তৎপুত্র হর্য্যশ্ব, তৎপুত্র মরু, তৎপুত্র প্রতিবন্ধক, তৎপুত্র কৃতরথ, তৎপুত্র কৃতি, তৎপুত্র বিবুধ, তৎপুত্র মহাধৃতি, তৎপুত্র কৃতিরাত, তৎপুত্র মহারোমা, তৎপুত্র সুবর্ণরোমা, তৎপুত্র হ্রস্বরোমা, তৎপুত্র সীরধ্বজ। সেই সীরধ্বজ, পুত্রলাভের জন্য যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতেছিলেন। এই সময় লাঙ্গলের অগ্রভাগে সীতা নামে দুহিতা সমুৎপন্না হন। সীরধ্বজের ভ্রাতার নাম কুশধ্বজ, ইনি সাংকাশ্যনগরের অধিপতি। সীরধ্বজের পুত্র ভানুমান্ ॥ ১২ ॥

ভানুমানের পুত্র শতদ্যুম্ন, তৎপুত্র শুচি, শুচির উর্জ্জবহ নামে পুত্র জন্মায়। তৎপুত্র সত্যধ্বজ, তৎপুত্র কুনি, তৎপুত্র অঞ্জন, তৎপুত্র ঋতুজিৎ তৎপুত্র অরিষ্টনেমি, তৎপুত্র শ্রুতায়ুঃ। তৎপুত্র সূর্য্যাশ্ব, তৎপুত্র সঞ্জয়, তৎ-পুত্র ক্ষেমারি, তৎপুত্র অনেনাঃ, তৎপুত্র মীনরথ, তৎপুত্র সত্যরথ। তৎপুত্র সাত্যরথি, তৎপুত্র উপগু, তৎপুত্র শ্রুত, তৎপুত্র শাশ্বত, তৎপুত্র সুধন্বা তৎপুত্র সুভাস, তৎপুত্র সুশ্রুত, তৎপুত্র জয়, তৎপুত্র বিজয়, তৎপুত্র ঋত, তৎপুত্র সুনয়; তৎপুত্র বীতহব্য, তৎপুত্র সঞ্জয়, (তৎপুত্র ক্ষেমাশ্ব,) তৎপুত্র ধৃতি, ধৃতির পুত্র বহুলাশ্ব, তৎপুত্র কৃতি। এই কৃতিতেই জনকবংশের অবসান হয়। ১৩। এই মৈথিল ভূপালগণ। ইঁহাদের মধ্যে প্রায়শই সকল ভূপতিগণ আত্মতত্ত্বে পণ্ডিত হইবেন ॥ ১৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

---

* অগ্ন্যুৎপাদক কাষ্ঠে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে ভগবন্! আপনি আমার নিকট সূর্য্যের বংশ কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে আমি চন্দ্রের বংশে সমুৎপন্ন নৃপতিগণের বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ॥১॥ হে ব্রহ্মন্! যে চন্দ্রবংশীয় স্থিরকীর্ত্তি নৃপতিগণের সন্ততি অদ্যাপি জগতে কীর্ত্তিত হয়, আপনি প্রসাদ-সুমুখ হইয়া সেই নৃপতি-গণের বিষয় আমার নিকটে বলুন্ ॥ ২ ॥

পরাশর কহিলেন,—হে মুনিশার্দ্দূল মৈত্রেয়! প্রথিততেজা সোমের যে বংশে প্রথিতযশা ভূপালগণ জন্মগ্রহণ করেন, সেই বংশ-অনুক্রমে শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥ অতিবলপরাক্রমশালী,—কান্তিমান্-সংস্বভাব ও দানাদি ক্রিয়া-ন্বিত,—ও অতিগুণবান্—নহুষ-যযাতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন-প্রভৃতি ভূপালগণ এই চন্দ্রবংশকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন ॥ ৪ ॥ এই বংশের বিষয় আমি তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। অখিলজগৎস্রষ্টা ভগবান্ নারায়ণের নাভি-সরোজিনী হইতে সমুৎপন্ন অজযোনি ব্রহ্মার পুত্র অত্রি। অত্রির পুত্র চন্দ্র, ভগবান্ ব্রহ্মা, চন্দ্রকে অশেষ নক্ষত্র ওষধি ও দ্বিজগণের আধিপত্যে অভিষেক করেন ॥ ৫ ॥ চন্দ্র, রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন, পরে সেই রাজসূয় যজ্ঞ প্রভাবে এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট আধিপত্যের অধিষ্ঠাতৃত্ব নিবন্ধন তাঁহার অহঙ্কার উপস্থিত হয় ॥ ৬ ॥ সেই মদদোষপ্রযুক্ত চন্দ্র, সকল-দেবগুরু বৃহস্পতির তারানাম্নী পত্নীকে হরণ করিলেন ॥ ৭ ॥ অনন্তর বৃহস্পতির প্রার্থনায় ভগবান ব্রহ্মা, চন্দ্রকে বহুবার অনুরোধ করিলেও এবং সকল দেবর্ষিগণ, যাচ্ঞা করিলেও চন্দ্র তারাকে পরিত্যাগ করিলেন না। বৃহস্পতির প্রতি দ্বেষ নিব-ন্ধন শুক্রও তাঁহার সহায় হইলেন ॥ ৮ ॥ এদিকে, অঙ্গিরার নিকট হইতে বিদ্যালাভ করিয়া ভগবান রুদ্রও বৃহস্পতির সাহায্য করিতে আরম্ভ করি-লেন ॥ ৯ ॥ শুক্র, চন্দ্রের পক্ষে ছিলেন বলিয়া জম্ভ কুজম্ভ প্রভৃতি দানবগণ, তাঁহার সাহায্যার্থ মহান্ উদ্যোগ করিল; এদিকে সকল-দেবসৈন্য-সহায় ইন্দ্র, বৃহস্পতির সাহায্য করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ তখন উভয়পক্ষে অতি ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইল, এই সংগ্রাম তারার নিমিত্ত হইল বলিয়া ইহার নাম তারকাময়। অনন্তর, রুদ্রপ্রমুখ দেবগণ ও দানবগণ পরস্পর শস্ত্রসমূহ

নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ১১। পরে এই প্রকারে দেবাসুর-যুদ্ধে ক্ষুব্ধ-হৃদয়—অশেষ জগৎ ব্রহ্মার শরণ লইল। ১২। তখন ভগবান ব্রহ্মা,—শুক্র, শঙ্কর, অসুর ও দেবগণকে নিবারণ করিয়া বৃহস্পতিকে তারা প্রদান করিলেন। অনন্তর বৃহস্পতি, তারাকে গর্ভিণী দেখিয়া কহিলেন॥ ১৩॥ "আমার ক্ষেত্রে অন্য ব্যক্তির ঔরসজাত পুত্র, তোমার ধারণ করা উচিত নহে, তুমি ইহাকে পরিত্যাগ কর।" বৃহস্পতি এই কথা বলিলে, পতিব্রতা তারা পতিবাক্যে সেই গর্ভ ঈষিকা স্তম্বে * পরিত্যাগ করিলেন॥ ১৪॥ নিক্ষেপমাত্রে সমুৎপন্ন পুত্র, স্বকীয় কান্তি দ্বারা দেবগণেরও তেজের অভিভব করিয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন॥ ১৫॥ তখন সেই কুমারের প্রতি বৃহস্পতি ও চন্দ্র,—এই উভয়কেই সাভিলাষে অবলোকন করিতেছেন দেখিয়া, দেবগণ সন্দিহান-ভাবে তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে অতিসুভগে! তুমি সত্য করিয়া বল, এই সন্তান কাহার? চন্দ্রের অথবা বৃহস্পতির?" দেবগণ এই কথা বলিলে, তারা লজ্জায় কিছু বলিতে পারিলেন না॥ ১৬॥ অনেকবার জিজ্ঞাসা করিলেও যখন তারা দেবগণের নিকট কিছুই বলিলেন না, তখন সেই কুমার তাঁহাকে শাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইয়া কহিলেন;—"অয়ি দুষ্টস্বভাবে জননি! কেন আমার পিতার নাম করিতেছ না? অলীক লজ্জাবতি! তোমার শাস্তি আমি এই প্রকারে প্রদান করিতেছি যে, আর কেহও তোমার ন্যায় এইরূপ মন্থর-ভাষিনী হইতে পারিবে না।" অনন্তর ভগবান্ পিতামহ, সেই কুমারকে নিবারণ করিয়া তারাকে কহিলেন,—"বৎসে! বল এই পুত্র কাহার? চন্দ্রের অথবা বৃহস্পতির?" এইরূপে উক্ত হইয়া তারা, লজ্জাজড়িতভাবে কহিলেন, "চন্দ্রের।" ॥ ১৮॥ অনন্তর ভগবান্ চন্দ্র সেই কুমারকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন "হে বৎস! সাধু সাধু, তুমি প্রাজ্ঞ বটে, এই কারণে তোমার নাম বুধ রহিল।" আলিঙ্গন কালে চন্দ্রের কপোলকান্তি, উচ্ছসিত ও দীপ্যমান হইয়াছিল॥ ১৯॥ সেই বুধ, ইলার গর্ভে, যে প্রকারে পুরূরবাকে উৎপাদন করেন, ইহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই পুরূরবা অতি দানশীল বহু যজ্ঞকারী ও অতি তেজস্বী ছিলেন। অনন্তর কোন সময়ে "মিত্রা-

---

* মুঞ্জ তৃণ গুচ্ছ।

বরুণের শাপ-প্রভাবে আমাকে মনুষ্যলোকে বাস করিতে হইবে।" ইহা বিবেচনা করিয়া উর্ব্বশী মনুষ্যলোকে আগমন করতঃ সেই সত্যবাদী অতি রূপবান্ রাজা পুরূরবাকে দর্শন করিলেন ॥ ২০ ॥ তাঁহাকে দেখিবা-মাত্র উর্ব্বশী অশেষ মান ও স্বর্গ সুখাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ২১ ॥ অনন্তর রাজা পুরূরবাও সেই অতিশয়িত-সকল-স্ত্রীকান্তি-সৌকুমার্য্য-লাবণ্য অতিবিলাস-হাসাদিগুণময়ী উর্ব্বশীকে দেখিয়া তদধীন-মনোবৃত্তি হইলেন ॥ ২২ ॥ তৎকালে, রাজা ও উর্ব্বশী উভয়েই পরস্পরাসক্তচিত্ত, অনন্যদৃষ্টি ও পরিত্যক্ত-সকল-প্রয়োজন হইলেন ॥ ২৩ ॥ তখন রাজা অসঙ্কোচে কহিলেন ॥ ২৪ ॥ হে সুভ্রু! আমি তোমার প্রতি অভিলাষী হইয়াছি,—তুমি প্রসন্ন হও, আমার প্রতি অনুরাগ বহন কর" রাজা এই প্রকার বলিলে,উর্ব্বশী লজ্জাশিথিল-ভাবে কহিলেন ॥২৫॥ আমার প্রতিজ্ঞা যদি আপনি পালন করেন, তাহা হইলে এই প্রকারই হইবে ॥ ২৬ ॥ "তোমার কি পণ" এই কথা রাজা জিজ্ঞাসা করিলে উর্ব্বশী পুনর্ব্বার কহিলেন ॥ ২৭ ॥ আমার পুত্রদ্বয়-স্বরূপ এই মেষদ্বয়কে আপনি কখনই আমার শয্যার নিকট হইতে দূরে রাখিতে পারিবেন না ॥ ২৮ ॥ আপনি আমার নিকট উলঙ্গ হইবেন না এবং ঘৃত মাত্রই আমার আহার, এই তিনটী আমার পণ। তখন রাজা কহিলেন, আচ্ছা তাহাই হইবে। অনন্তর, রাজা উর্ব্বশীর সহিত কখন অলকায় চৈত্ররথাদি বনে, কখনবা অতিরমণীয় অমল-পদ্ম-সমূহ-শোভিত মানসাদি সরোবরে ক্রীড়া করতঃ প্রতিদিনই নানা প্রকার প্রমোদ বৃদ্ধি সহকারে, ষষ্টিসহস্র বৎসর যাপন করিলেন। উর্ব্বশীও রাজার সহিত উপভোগ সুখে প্রতিদিনই প্রবর্দ্ধমানানুরাগ হইয়া অমর-লোক-বাসেও স্পৃহা পরিত্যাগ করিলেন। তখন উর্ব্বশী ব্যতিরেকে অপ্সরা, সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণের সুরলোক আর রমণীয় বোধ হইল না ॥ ২৯ ॥ অনন্তর পণবেত্তা বিশ্বাবসু, গন্ধর্ব্বগণ সমবেত হইয়া রাত্রে উর্ব্বশী ও পুরূরবার শয্যার সমীপ হইতে একটি মেষ হরণ করিলেন ॥ ৩০ ॥ আকাশ-মার্গে অপহ্রিয়মাণ মেষের শব্দ শ্রবণকরিয়া উর্ব্বশী কহিলেন,—"আমি অনাথা, কোন ব্যক্তি আমার পুত্রহরণ করিতেছে, আমি কাহার শরণ লইব।" এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা নিজের উলঙ্গাবস্থা প্রযুক্ত 'এই অবস্থা পাছে উর্ব্বশী দেখিতে

শয়ন' এই ভয়ে মেষের উদ্ধার করিতে গমন করিলেন না। অনন্তর গন্ধর্ব্বগণ আর একটি মেষ গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন সেই অপহ্রিয়মাণ মেষের শব্দ পুনর্ব্বার শ্রবণ করিয়া উর্ব্বশী আর্ত্তস্বরে কহিলেন,—আমি অনাথা, ভর্ত্তৃহীনা ও কুপুরুষাশ্রয়া, কে আমার সন্তানকে রক্ষা করিবে? তখন রাজা ক্রোধবশে, 'এক্ষণে অন্ধকার, আমার উলঙ্গাবস্থা উর্ব্বশী দেখিতে পাইবেন না' এই ভাবিয়া খড়্গ-গ্রহণ-পূর্ব্বক, 'অরে দুষ্ট! দুষ্ট! হত হইবি' এই বলিতে বলিতে ধাবিত হইলেন। সেই সময় গন্ধর্ব্বগণ অতি উজ্জ্বল বিদ্যুৎ করিলেন; সেই বিদ্যুৎপ্রভায় উর্ব্বশী, রাজাকে বিগত-বস্ত্র দেখিতে পাইয়া 'পণভঙ্গ হইয়াছে' এই বোধে প্রস্থান করিলেন॥ ৩১॥ তখন গন্ধর্ব্বগণ মেষদ্বয়কে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। পরে রাজা সেই মেষদ্বয়কে গ্রহণ করিয়া হৃষ্টমনে নিজ শয্যায় আগমন করিলেন কিন্তু উর্ব্বশীকে দেখিতে পাইলেন না॥ ৩২॥ অনন্তর উর্ব্বশীর অদর্শনে রাজা বিগত-বস্ত্র হইয়া উন্মত্তভাবে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর এক দিবস, কুরুক্ষেত্রে অম্ভোজ সরোবরে রাজা, অন্যান্য চারিজন অপ্সরার সহিত বর্ত্তমানা উর্ব্বশীকে দেখিতে পাইলেন। দেখিতে পাইবামাত্র উন্মত্ত-প্রায় রাজা, উর্ব্বশীকে কহিলেন,—"হে নির্দ্দয়ে! জায়ে! এস, আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠান কর, আমার কথা শুন।" এইরূপ সূক্ত বাক্য শ্রবণে উর্ব্বশী কহিলেন,—মহারাজ! অবিবেকের ন্যায় চেষ্টা করিয়া কোন ফল নাই, এক্ষণে আমি গর্ভবতী, এক বৎসর পরে আপনি এখানে আসিবেন, ঐ সময় আপনার একটী পুত্র হইবে, এবং একরাত্রি আমি আপনার সহবাস করিব। উর্ব্বশী এই কথা বলিলে পর রাজা প্রহৃষ্ট হইয়া স্বপুরে আগমন করিলেন। তখন উর্ব্বশী অপর অপ্সরোগণকে কহিলেন "ইনিই সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ পুরূরবা, ইঁহার সহিতই অনুরাগাকৃষ্ট-হৃদয়ে এতকাল সহবাস করিয়াছি॥ ৩৩—৩৪॥ এই কথায় উক্ত হইয়া অপ্সরোগণ কহিলেন,—ইঁহার রূপ, সাধু! সাধু! আমাদেরও ইঁহার সহিত সর্ব্বকালে অভিরমণে স্পৃহা হয়॥ ৩৫॥ অতত্তর এক-বৎসর পূর্ণ হইলে রাজা পুনর্ব্বার সেই স্থানে আগমন করিলেন, তখন উর্ব্বশী তাঁহাকে আয়ুর্নামক, একটি পুত্র প্রদান করিলেন, এবং এক নিশা রাজার সহবাস করিয়া পুনর্ব্বার পাঁচটী পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত গর্ভ ধারণ করিলেন॥ ৩৬॥

অনন্তর উর্ব্বশী রাজাকে কহিলেন,—"আমার প্রতি প্রীতি-নিবন্ধন সকল গন্ধর্ব্বগণ মহারাজকেও বর প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, সেই কারণে আপনি তাঁহাদের নিকটে বর প্রার্থনা করুন্॥ ৩৭॥ তখন রাজা কহিলেন,—আমার শত্রুগণ পরাজিত, ইন্দ্রিয়-সামর্থ্য অবিহত, বর্দ্ধমান ও পরিমিত সৈন্য, এবং কোষ পরিপূর্ণই আছে; কেবল উর্ব্বশী-সহবাস এক্ষণে আমার অপ্রাপ্য, এই কারণে আমি উর্ব্বশীর সহিত কাল যাপন করিতে ইচ্ছা করি" ॥ ৩৮ ॥ রাজা এই প্রকার বর প্রার্থনা করিলে, গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাকে অগ্নিস্থালী প্রদান করিলেন ॥ ৩৯ ॥ ও কহিলেন,—বেদানুসারী হইয়া উর্ব্বশী-সহবাস-কামনাপূর্ব্বক প্রতিদিন তিন ভাগ করতঃ এই অগ্নির যজন করিবেন, তাহা হইলে আপনার অভিলষিত প্রাপ্ত হইবেন॥ ৪০ ॥ এইরূপে উক্ত হইয়া রাজা অগ্নিস্থালী গ্রহণ করতঃ স্বপুরে আগমন করিতে আরম্ভ করিলেন, আগমনকালে পথে বনমধ্যে চিন্তা করিলেন "অহো আমার কি মূঢ়তা! যেহেতু অগ্নিস্থালী আনয়ন করিলাম কিন্তু উর্ব্বশীকে আনয়ন করিলাম না! এই প্রকার চিন্তা করিয়া রাজা বন মধ্যে সেই অগ্নিস্থালী পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বপুরে আগমন করিলেন॥ ৪১॥ অনন্তর অর্দ্ধরাত্র অতীত হইলে বিনিদ্র রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, "উর্ব্বশী-সহবাস-লাভের নিমিত্ত গন্ধর্ব্বগণ আমাকে অগ্নিস্থালী প্রদান করিয়াছিলেন, আমি সেই অগ্নিস্থালী বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে আমি সেই অগ্নিস্থালী আনয়ন করিবার জন্য সেই স্থলে গমন করিব।" এই প্রকার চিন্তাপূর্ব্বক রাজা সেই বনে গমন করিলেন, কিন্তু অগ্নিস্থালী দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর পূর্ব্বে যেখানে অগ্নিস্থালী নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেইখানে শমী-গর্ভস্থ একটি অশ্বত্থ দেখিতে পাইয়া চিন্তা করিলেন "এই খানেই আমি অগ্নিস্থালী নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, সেই স্থালীই শমীগর্ভস্থ অশ্বত্থরূপে পরিণত হইয়াছে, সেই জন্য আমি এই অশ্বত্থকে অগ্নিরূপে গ্রহণ করিয়া নিজপুরে গমন করতঃ এই অশ্বত্থকে অরণী করিয়া তদুৎপন্ন অগ্নির উপাসনা করিব॥ ৪২॥ এইরূপ বিবেচনা করিয়া রাজা সেই অশ্বত্থকে গ্রহণ করতঃ নিজপুরে আগমন করিলেন। এবং তাহাদ্বারা অরণী করিলেন॥ ৪৩॥ পরে সেই কাষ্ঠকে অঙ্গুলী-প্রমাণ করিয়া গায়ত্রী পাঠ করিলেন। অনন্তর গায়ত্রীর অক্ষর-

সংখ্যানুসারে অঙ্গুলি-প্রমাণ অরণি উৎপন্ন হইল॥ ৪৪॥ অনন্তর রাজা অরণী ঘর্ষণ করিয়া অগ্নিত্রয় উৎপাদন করতঃ, বেদানুসারে তাহাতে হোম করিতে লাগিলেন। এবং ইহলোকে উর্ব্বশীর সহবাসরূপ ফল কামনা করিলেন। অনন্তর সেই অগ্নি বিধি দ্বারা বহুবিধ যজ্ঞ করিয়া তৎপ্রসাদে গন্ধর্ব্বলোক প্রাপ্ত হইলেন, এবং আর তাঁহার উর্ব্বশী বিয়োগ হইল না॥ ৪৫ পূর্ব্বে এক অগ্নিই ছিল, কিন্তু এই মন্বন্তরে ইলাপুত্র পুরূরবা ত্রিবিধ অগ্নি প্রবর্ত্তিত করিলেন॥ ৪৬॥

ষষ্ঠ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

সপ্তম অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—পুরূরবারও আয়ুঃ, ধীমান্, অমাবসু, বিশ্বাবসু, শতায়ুঃ ও শ্রুতায়ুঃ (অযুতায়ুঃ) নামে ছয়টী পুত্র হয়॥ ১॥ অমাবসুরও ভীম নামে পুত্র হইল। ভীমের পুত্র কাঞ্চন, তৎপুত্র সুহোত্র, তৎপুত্র জহ্নু; এই জহ্নু, অখিল স্বীয় যজ্ঞবাটীকে গঙ্গাজলে প্লাবিত দেখিয়া ক্রোধ-সংরক্ত-নয়নে পরম-সমাধিবলে ভগবান্ যজ্ঞপুরুষকে স্বীয় আত্মাতে সমারোপণ-পূর্ব্বক সমুদয় গঙ্গাকে পান করিয়াছিলেন॥ ২॥ সেই সময় দেবঋষিগণ ইঁহাকে প্রসন্ন করতঃ গঙ্গাকে ইঁহার দুহিতা স্বরূপে স্বীকার করান। তখন জহ্নু তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। জহ্নুর সুজহ্নু নামে পুত্র হয়, তৎপুত্র অজক, তৎপুত্র বলাকাশ, তৎপুত্র কুশ; কুশের কুশাশ্ব, কুশনাভ, অমূর্ত্তরয় ও অমাবসু নামে চারিজন পুত্র হয়॥ ৩॥ তাঁহাদের মধ্যে কুশাশ্ব, 'আমার ইন্দ্রতুল্য পুত্র জন্মিবে' এই সঙ্কল্প করিয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন। অনন্তর, তিনি উগ্রতপস্যা করিতেছেন দেখিয়া ইন্দ্র, 'অপর কেহ মৎসদৃশ পরাক্রম-শালী না হউক,' এই ভাবিয়া স্বয়ংই তাঁহার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন॥ ৪॥ এই ইন্দ্রই কৌশিক, গাধি-নামা। গাধির সত্যবতী নাম্নী কন্যা হয়। এই সত্যবতীকে ভার্গব ঋচীক, প্রার্থনা করিলেন। গাধিও অতি-ক্রুদ্ধস্বভাব অতি-বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করিতে অনিচ্ছুক হইয়া, এক সহস্র শ্যামকর্ণ, চন্দ্রের ন্যায় শ্বেতকান্তি,

ও বায়ু-সদৃশ বেগবান্ অশ্ব, কন্যার মূল্যস্বরূপে যাচ্ঞা করিলেন ॥ ৫।৬॥ সেই ঋষিও বরুণদেবের নিকট হইতে, অশ্বতীর্থোৎপন্ন তাদৃশ অশ্বসহস্র, লাভ করিয়া রাজাকে প্রদান করিলেন ॥ ৭ ॥ অনন্তর ঋচীক, সেই কন্যাকে বিবাহ করিলেন। অনন্তর কোন সময়ে ঋচীক, সত্যবতীর সন্তান কামনায় চরু (যজ্ঞীয় পায়স) করিলেন। তখন সত্যবতী তাঁহাকে প্রসন্ন করতঃ স্বকীয় জননীরও ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ পুত্রোৎপত্তির জন্য প্রার্থনা করিলে, তিনি আর এক চরু প্রস্তুত করিলেন ॥ ৮ ॥ চরু প্রস্তুত হইলে মহর্ষি ঋচীক, স্বীয় পত্নী সত্যবতীকে 'এই চরু তোমার এবং এই অপরটী তোমার মাতার উপযোগী' এই বলিয়া বনে গমন করিলেন ॥ ৯ ॥

অনন্তর চরু সেবনকালে সত্যবতীর জননী সত্যবতীকে কহিলেন,—"সকলেই নিজের জন্য অতিগুণবান্ পুত্রের অভিলাষ করিয়া থাকে, কিন্তু কেহই আত্মপত্নীর ভ্রাতৃগুণে তাদৃশ আদর করে না, (এই জন্য বোধ হয় ঋষি আমার চরু অপেক্ষা তোমার চরুই তাদৃশ উত্তম করিয়াছেন) অতএব তুমি তোমার চরুটী আমাকে দাও, ও আমার চরুটী তুমি ভক্ষণ কর" ॥ ১০ ॥ আরও কহিলেন "আমার পুত্রের সকল ভূমণ্ডল পালন করিতে হইবে ॥ ১১ ॥ আর ব্রাহ্মণের বলবীর্য্য সম্পত্তিতে কি প্রয়োজন সাধিত হইবে।" জননী এই কথা বলিলে পর, সত্যবতী স্বকীয় চরু, মাতাকে প্রদান-পূর্ব্বক মাতৃচরু নিজে ভক্ষণ করিলেন ॥ ১২ ॥ অনন্তর ঋষি বন হইতে আগমন করিয়া সত্যবতীকে দেখিলেন, ও কহিলেন,—হে অতি পাপে! তুমি এ কি অকার্য্য করিয়াছ? তোমার শরীর অতি রৌদ্র দেখাইতেছে; আমি বিবেচনা করিতেছি যে, তুমি তোমার মাতার চরু ভক্ষণ করিয়াছ, সত্যবতি! তোমার এ কর্ম্ম উচিত হয় নাই ॥ ১৩ ॥ কারণ তোমার মাতার চরুতে আমি সকল বীর্য্য সম্পদের সমাবেশ করিয়াছিলাম, এবং তোমার চরুতে অখিল শান্তি জ্ঞান মতি তিতিক্ষা প্রভৃতি ব্রাহ্মণ সম্পদের সমাবেশ করিয়াছিলাম। তুমি ইহার বিপরীত করিয়াছ, এই কারণে তোমার পুত্র রৌদ্রাস্ত্র ধারণ ও মারণাদি নিষ্ঠ ক্ষত্রিয়াচার লইবে। এবং তোমার মাতার পুত্র শান্তির অভিলাষী ব্রাহ্মণাচার হইবে ॥ ১৪ ॥ ঋষি এই কথা বলিলে সত্যবতী, ঋষির পাদদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক প্রণিপাত করিয়া, কহিলেন,—"ভগবন্!

আমি অজ্ঞানবশতঃ এইরূপ করিয়াছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমার যেন এতাদৃশ পুত্র না হয়, পরন্তু এতাদৃশ পৌত্র হউক," সত্যবতী এইরূপ প্রার্থনা করিলে ঋষি কহিলেন, "তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে তাহাই হইবে" ॥ ১৫ ॥ অনন্তর যথা সময়ে সত্যবতী জমদগ্নিকে প্রসব করিলেন, এবং তন্মাতা বিশ্বামিত্রকে প্রসব করিলেন। পরে সত্যবতী কৌশিকী নামে নদী হইলেন। জমদগ্নি ইক্ষাকু বংশোদ্ভব রেণু নামক রাজার কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করিলেন। এবং সেই রেণুকার গর্ভে, অশেষ-ক্ষত্রিয়-বংশের উচ্ছেদকারী সকল-লোক-গুরু নারায়ণের অংশভূত পরশুরাম নামক পুত্র উৎপাদন করিলেন ॥ ১৬ ॥ দেবগণ, ভৃগুবংশীয় শুনঃশেফকে বিশ্বামিত্রের পুত্ররূপে প্রদান করেন। তৎপরে বিশ্বামিত্রের অন্যান্য যে সকল পুত্র জন্মিল, তাহাদের নাম মধুচ্ছন্দ, জয়, কৃতদেব, দেবাষ্টক, কচ্ছপ ও হারীকত ॥১৭॥ সেই সকল অপত্যাদি কৌশিক গোত্র এবং তাঁহাদের ঋষ্যন্তর বংশে বিবাহ হয়, কিন্তু সমান-প্রবরে নহে ॥ ১৮ ॥

সপ্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

অষ্টম অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—পুরূরবার জ্যেষ্ঠ পুত্র, যাঁহার নাম আয়ুঃ, তিনি রাহুর কন্যাকে বিবাহ করিলেন। এবং তাঁহার গর্ভে পাঁচটী পুত্র উৎপাদন করিলেন। সেই পুত্রগণের নাম যথা,—নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ, রম্ভ, রজি ও অনেনাঃ। ক্ষত্রবৃদ্ধের সুহোত্রনামা পুত্র হয়, এই সুহোত্রের তিন পুত্র, কাশ, লেশ ও গৃৎসমদ। গৃৎসমদের পুত্র শৌনক, এই শৌনকই চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রবর্ত্তায়িতা হন ॥ ১ ॥ কাশের পুত্র কাশিরাজ; কাশিরাজের দীর্ঘতমা নামে পুত্র হয়, দীর্ঘতমার পুত্র ধন্বন্তরি, এই ধন্বন্তরির দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে মর্ত্ত্যধর্ম্ম ছিল না, এবং ইনি সকল জন্মেই অশেষ-শাস্ত্রজ্ঞ ॥ ২ ॥ পূর্ব্বজন্মে ভগবান্ নারায়ণ ইহাঁকে বর প্রদান করেন যে "তুমি কাশিরাজ-গোত্রে অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত আয়ুর্ব্বেদকে আট ভাগে বিভক্ত করিবে এবং তুমি যজ্ঞভাক্ হইবে" ॥ ৩—৪ ॥ সেই ধন্বন্তরির পুত্র কেতুমান্, তৎপুত্র

দিবোদাস, তৎপুত্র প্রতর্দ্দন। প্রতর্দ্দন মদশ্রেণ্য বংশের উচ্ছেদ করিয়া অশেষ শত্রুগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার 'শত্রুজিৎ' নাম হয়॥ ৫॥ ইঁহার পিতা দিবোদাস, ইঁহাকে অতি প্রীতির সহিত বৎস! বৎস! বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, সেই কারণে ইঁহার অপর নাম বৎস॥ ৬॥ এবং ইনি অতিশয় সত্যব্রত ছিলেন বলিয়া ইঁহার আর একটী নাম হয় ঋতধ্বজ। পুনশ্চ ইনি কুবলয়নামক অশ্বের প্রাপ্তি-নিবন্ধন পরে কুবলয়াশ্ব নামে এই পৃথিবীতে প্রথিত হন॥ ৭॥

বৎসের অলর্কনামা পুত্র হয়; এই অলর্ক সম্বন্ধে অদ্যাবধি একটি শ্লোক গীত হয় যথা "পূর্ব্বকালে অলর্ক ব্যতিরেকে অপর কোন ভূপতিই যুবাবস্থায় যাট্ হাজার ও যাট্ শত বৎসর পর্য্যন্ত পৃথিবীর ভোগ করিতে পারেন নাই"॥ ৮॥ সেই অলর্কের সন্নতিনামা পুত্র হয়। তৎপুত্র সুনীথ, তৎপুত্র সুকেতু, তৎপুত্র ধর্ম্মকেতু, তৎপুত্র সত্যকেতু, তৎপুত্র বিভু, তৎপুত্র সুবিভু, তৎপুত্র সুকুমার, তৎপুত্র ধৃষ্টকেতু, তৎপুত্র বৈনহোত্র, তৎপুত্র ভার্গ, তৎপুত্র ভার্গভূমি। এই ভার্গভূমি হইতে চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রবর্ত্তিত হয়। এই কাশ্যপভূপালগণের বিষয় তোমাকে কহিলাম। এক্ষণে রজির বংশাবলি শ্রবণ কর॥ ৯॥

অষ্টম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

নবম অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—রজির অতুল-পরাক্রম-সার পঞ্চশত পুত্র ছিল। কোন কালে দেবাসুর-সংগ্রামে, পরস্পর বধেচ্ছু দেব ও অসুরগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে॥ ১॥ হে ভগবন্! আমাদের এই বিরোধে কোন্ পক্ষ জয়ী হইবে? অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা কহিলেন, যাঁহাদিগের জন্য রজিরাজা অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক যুদ্ধ করিবেন, তাঁহারাই জয়ী হইবেন। অনন্তর দৈত্যগণ আসিয়া সাহায্য-লাভার্থ রজির নিকট প্রার্থনা করাতে, রজি কহিলেন, "যদি আপনারা সুরগণকে জয় করিয়া আমাকে ইন্দ্রত্ব প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি আপনাদের জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি"। এইকথা

শ্রবণ করিয়া অসুরগণ কহিল "আমরা একপ্রকার বলিয়া অন্যপ্রকার আচরণ করিব না। প্রহ্লাদ আমাদের ইন্দ্র, তাঁহার জন্যই আমাদের এই উদ্‌যোগ, অতএব আপনার অঙ্গীকারে বদ্ধ হইতে পারিব না।" এইরূপ বলিয়া দৈত্যগণ প্রস্থান করিলে পরে, দেবগণ আগমন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় প্রার্থনা করিলে, রাজাও পূর্ব্বে যে প্রকার অসুরগণের নিকট বলিয়াছিলেন দেবগণের নিকটও তাহাই বলিলেন। তখন দেবগণও স্বীকার করিলেন,—'আপনিই আমাদের ইন্দ্র হইবেন' ॥ ২ ॥ অনন্তর রজি, দেব-সৈন্য-সহায় হইয়া অনেক মহাস্ত্র দ্বারা সেই অসুরগণকে বিনাশ করিলেন। যখন শত্রুপক্ষ সকল বিনষ্ট হইল, তখন ইন্দ্র রজির পদদ্বয়, স্বীয় মস্তক দ্বারা নিপীড়ন করিয়া কহিলেন, "আপনি ভয় হইতে রক্ষা করিয়াছেন, বলিয়া, আমাদের পিতা, আপনি এক্ষণে লোকসমূহের মধ্যে সর্ব্বোত্তম হইলেন; কারণ, ত্রিলোকেন্দ্র আমি আপনার পুত্র" ॥ ৩ ॥ তখন রাজা রজিও হাস্য-পূর্ব্বক কহিলেন "আচ্ছা তাহাই হউক, বৈরিপক্ষেরও অনেকবিধ-চাটু-বাক্য-গর্ভা প্রণতি অতিক্রম করা উচিত নহে—স্বপক্ষের ত কথাই নাই" এইবলিয়া রাজা স্বপুরে আগমন করিলেন ॥ ৪ ॥ ওদিকে শতক্রতুই ইন্দ্রত্ব করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা রজি স্বর্গে গমন করিলে পর, রজি-পুত্রেরা নারদ ঋষি প্রেরণায় স্বকীয় পিতার স্বীকৃত পুত্র ইন্দ্রের নিকট আচারানুসারে রাজ্য প্রার্থনা করিলেন ॥ ৫ ॥ তৎপরে ইন্দ্রের রাজ্য প্রদান না করাতে অতি বলশালী রজিপুত্রগণ ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়া আপনারাই ইন্দ্রত্ব করিতে লাগিলেন। অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে অপহৃত ত্রৈলোক্য-যজ্ঞভাগ ইন্দ্র, নির্জ্জনে বৃহস্পতিকে দর্শন করিয়া কহিলেন ॥ ৬ ॥ "বদরীফল প্রমাণ ঘৃত প্রদান করিয়া কি আমার তৃপ্তি করিতে পারিবেন?" ইন্দ্র নির্ব্বিন্ন-ভাবে এই কথা বলিলে, বৃহস্পতি কহিলেন "যদি তুমি পূর্ব্বেই আমার নিকট প্রার্থনা করিতে, তাহা হইলে তোমার জন্য কোন কর্ম্ম আমার অকরণীয় হইত? ॥ ৭ ॥ এক্ষণে অল্পদিনের মধ্যেই তোমাকে নিজপদে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি" এই বলিয়া বৃহস্পতি, রজিপুত্রগণের বুদ্ধিমোহের জন্য প্রতি-দিন অভিচারাদিক্রিয়া করিতে লাগিলেন ও ইন্দ্রের তেজোবৃদ্ধির জন্য হোম করিতে লাগিলেন। অনন্তর রজিপুত্রগণ সেই বুদ্ধি-মোহ-প্রযুক্ত অভিভূত

হইয়া, ব্রহ্মদ্বেষী ধর্ম্মত্যাগী ও বেদবাদ-পরাঙ্মুখ হইলেন। তখন ইন্দ্র অনায়াসে অপেত-ধর্ম্মাচার সেই রজিপুত্রগণকে হনন করিলেন। এবং পুরোহিত বৃহস্পতির অনুগ্রহে বর্দ্ধিত-তেজা হইয়া স্বর্গ আক্রমণ-পূর্ব্বক অধিকার করিলেন।

ইন্দ্রের এই পদভ্রংশ ও পুনঃপ্রাপ্তি শ্রবণ করিলে পুরুষ, স্বপদভ্রংশ কিংবা দৌরাত্ম্য প্রাপ্ত হয় না। রম্ভ অনপত্য ছিলেন। ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র প্রতিক্ষত্র, তৎপুত্র সঞ্জয়, তৎপুত্র জয়, তৎপুত্র বিজয়, তৎপুত্র যজ্ঞকৃৎ, তৎপুত্র হর্ষবর্দ্ধন, হর্ষবর্দ্ধনের পুত্র সহদেব তৎপুত্র অদীন, তৎপুত্র জয়সেন, তৎপুত্র সংস্কৃতি, তৎপুত্র ক্ষত্রধর্ম্মা; এই সকল ক্ষত্রবৃদ্ধবংশীয় ভূপালগণের বিষয় কথিত হইল। অতঃপর নহুষবংশ বলিব॥ ৮॥

নবম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

দশম অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—যতি, যযাতি, সংযাতি, বিযতি ও কৃতি নামে নহুষের ছয়টী পুত্র হয়। ইহাঁরা সকলেই পরাক্রান্ত ছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে যতি রাজ্য-ইচ্ছা করেন নাই; যযাতিই রাজা হইলেন। তিনি শুক্রের দুহিতা দেবযানী ও বৃষপর্ব্বের দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠাকে বিবাহ করিলেন। এই স্থলে যযাতি-পুত্রগণের সম্বন্ধে একটি শ্লোক আছে; যথা,—'দেবযানী,—যদু ও তুর্ব্বসুকে প্রসব করেন এবং বৃষপর্ব্বদুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা, দ্রুহ্য অণু ও পুরুকে প্রসব করেন॥ ১২॥ যযাতি, শুক্রের শাপে অকালেই জরা প্রাপ্ত হয়েন'॥ ৩॥ অনন্তর শুক্র প্রসন্ন হইলে বচনানুসারে যযাতি স্বীয় জরা সংক্রামিত করিবার জন্য জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে কহিলেন, "হে পুত্র। তোমার মাতামহ-শাপ-প্রভাবে অকালেই আমার জরা উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার অনুগ্রহেই আমি সেই জরা তোমাতে এক সহস্র বৎসরের জন্য সংক্রামিত করিতে ইচ্ছা করি। আমি এখনও বিষয়-ভোগে তৃপ্তি লাভ করিতে পারি নাই, সুতরাং আমি বিষয়-ভোগ করিতে ইচ্ছা করি। এই বিষয়ে তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিওনা।" রাজা এই কথা বলিলে যদু, জরাগ্রহণ করিতে ইচ্ছা

করিলেন না। তখন যযাতি তাঁহাকে এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন যে, "তোমার বংশে কেহই রাজ্যার্হ হইবে না" ॥ ৩৫ ॥ অনন্তর রাজা ক্রমে ক্রমে দ্রুহ্যু, তুর্ব্বসু ও অণুর নিকটে গমন করিয়া তাঁহাদের যৌবন-গ্রহণ-পূর্ব্বক নিজের জরা তাঁহাদিগকে সংক্রমণ করিতে প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু, একে একে তাঁহারা সকলেই যযাতিকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। রাজাও তাঁহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শাপ প্রদান করিলেন। অনন্তর রাজা, সর্ব্ব-কনিষ্ঠ শর্ম্মিষ্ঠাপুত্র পুরুর নিকট গমন করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিষয় কহিলেন। তখন অতিপ্রবল-মতি পুরু পিতাকে প্রণাম-পূর্ব্বক বহুমানের সহিত, "আমার উপর ইহা আপনার মহান্ অনুগ্রহ" এইরূপ উদার বাক্য বলিয়া পিতার জরা গ্রহণ করিলেন ও পিতাকে স্বকীয় যৌবন প্রদান করিলেন। অনন্তর, রাজা যযাতিও নবীনযৌবন প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মের অবিরোধে অভিলাষা-নুরূপ যথাকালে উপপন্ন ও নিয়মিত উৎসাহে বিষয়ভোগ ও সম্যক্‌রূপে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ রাজা যযাতি বিশ্বাচীর সহিত নানাপ্রকার উপভোগ করতঃ প্রতিদিনই 'কামসমূহের অন্ত দেখিব' এই প্রকার বিবেচনায় নিতান্ত উন্মনস্ক হইলেন ॥ ৭ ॥ প্রতিদিনই তিনি এই প্রকারে উপভোগে রত হইয়া বিষয় সকলকে অতি রমণীয় বিবেচনা করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥ অনন্তর রাজা যযাতি একদিন বলিতে লাগিলেন,—বিষয়গণের অভিলাষ কখনই উপভোগ দ্বারা শান্ত হয় না; বরঞ্চ ঘৃতাহুতি দ্বারা অগ্নির ন্যায় ক্রমশই বৃদ্ধিই পাইয়া থাকে ॥ ৯ ॥ পৃথিবীতে ধান্য, যব, হিরণ্য, পশু ও স্ত্রী প্রভৃতি যত বিষয় আছে, তাহাতে এক ব্যক্তিরও অভিলাষ পূর্ণ হয় না; ইহা বিবেচনা করিয়া অতিতৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য ॥ ১০ ॥ পুরুষ যখন সর্ব্বভূতে সমান দৃষ্টি করতঃ সকল ভূতেই পাপময় ভাব না করেন, তখন তাঁহার পক্ষে সকল দিকই সুখময় ॥ ১১ ॥ দুর্ম্মতিগণ যাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না, যাহা শরীর জীর্ণ হইলেও জীর্ণ হয় না, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সেই তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করিলে অনন্ত সুখে অভিপূরিত হইতে পারেন ॥ ১২ ॥ জরাগ্রস্তব্যক্তির কেশসমূহ জীর্ণ হয় এবং দন্ত সকলও জীর্ণ হয়; কিন্তু তাহার ধনাশা ও জীবনাশা কখনও জীর্ণ হয় না; নিত্য নূতন ভাবেই বাড়িয়া থাকে ॥ ১৩—এক সহস্রবর্ষ পূর্ণ হইল, আমার মন বিষয়ে সম্পূর্ণ ভাবে

আসক্ত রহিয়াছে; কিন্তু তথাপি প্রতিদিন এই সকল বিষয়ে আমার তৃষ্ণা বাড়িতেছে ॥ ১৪ ॥ এই সকল কারণে আমি এই তৃষ্ণা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মে মন অর্পণ করতঃ দ্বন্দ্বহীন ও নির্ম্মম হইয়া মৃগ সমূহের সহিত বনে বিচরণ করিব ॥ ১৫ ॥

পরাশর কহিলেন, অনন্তর রাজা যযাতি, পূরুর নিকট হইতে জরা গ্রহণ করতঃ তাঁহাকে যৌবন অর্পণপূর্ব্বক রাজ্যে অভিষেক করিয়া তপস্যা করিবার জন্য, বনে গমন করিলেন ॥ ১৬ ॥ রাজা যযাতি, দক্ষিণপূর্ব্বদিকে তুর্ব্বসুকে, পশ্চিমদিকে দ্রুহ্যকে, দক্ষিণাপথে যদু এবং উত্তরদিকে অনুকে খণ্ড খণ্ড ভাগে রাজ্য প্রদান করতঃ পূরুকে সর্ব্বপৃথ্বী-পতিত্বে অভিষেক করিয়া বনে গমন করিয়াছিলেন ॥ ১৭-১৮ ॥

দশম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

একাদশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—অতঃপর আমি যযাতির প্রথম পুত্র যদুর বংশ কীর্ত্তন করিতেছি। অশেষলোক-নিবাসী মনুষ্য, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, গুহ্যক, কিম্পুরুষ, অপ্সর, উরগ, বিহগ, দৈত্য, দানব, দেবর্ষি ও দ্বিজর্ষিগণ—কেহ বা মোক্ষের প্রত্যাশায়, কেহ বা ধর্ম্ম ও অর্থের প্রত্যাশায় যাঁহাকে সর্ব্বদা স্তব করেন, সেই অনাদিনিধন ভগবান্ বিষ্ণু, এই যদুবংশে, অপরিচ্ছেদ্য-মাহাত্ম্য স্বীয় অংশে অবতীর্ণ হন ॥১॥ এই যদুবংশ সম্বন্ধে একটী শ্লোক আছে, যথা,— "যে যদুবংশে নিরাকার বিষ্ণু-সঞ্জ্ঞক-পরব্রহ্ম অবতীর্ণ হন, সেই বংশের বিবরণ শ্রবণ করিলে, মনুষ্য সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়" ॥ ২ ॥ যদুর চারিটী পুত্র হয়। তাঁহাদের নাম, সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টু, নল ও রঘু। সহস্রজিতের পুত্র শতজিৎ; শতজিতের হৈহয়, বেণু ও হয় নামে তিন পুত্র হয়। হৈহয়ের পুত্র ধর্ম্মনেত্র, তৎপুত্র কুন্তি, কুন্তির পুত্র সাহজি, তৎপুত্র মহিষ্মান্, তৎপুত্র ভদ্রশ্রেণ্য, তৎপুত্র দুর্দ্দম, তৎপুত্র ধনক, ধনকের কৃতবীর্য্য, কৃতাগ্নি, কৃতবর্ম্মা, ও কৃতৌজাঃ নামে চারিজন পুত্র হয়, তন্মধ্যে কৃতবীর্য্যের অর্জ্জুন নামে পুত্র হয়, এই অর্জ্জুন সহস্র বাহুশালী ও সপ্তদ্বীপ-পতি হন। এই অর্জ্জুন ভগ-

বানের অংশ অত্রিকুল-সমুৎপন্ন দত্তাত্রেয় কে আরাধনা করিয়া “সহস্র বাহু, অধর্ম্মসেবা নিবারণ, ধর্ম্ম দ্বারা পৃথিবী-জয় ও ধর্ম্ম দ্বারাই তাহার প্রতিপালন, শত্রুর নিকট অপরাজয়, এবং অখিল-ভুবন-পরিচিত পুরুষের হস্তে মরণ” —এই কয়টী বর প্রার্থনা করেন। দত্তাত্রেয়ও তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত বর কয়টী প্রদান করেন। অর্জ্জুন এই সপ্তদ্বীপবতী বসুমতীকে সম্যক্ প্রকারে প্রতিপালন করেন ও দশসহস্র যজ্ঞ করেন। তাঁহার সম্বন্ধে একটী শ্লোক অদ্যাপি গীত হইয়া থাকে; যথা,—“বহুতর যজ্ঞ, বহুতর দান, অনন্ত তপস্যা, বিনয় বা দানের দ্বারা অন্য কোন ভূপতিই নিশ্চয়ই কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সমকক্ষ হইতে পারিবেন না॥৩—৪॥ তাঁহার রাজ্যে কোন দ্রব্যই নষ্ট হইত না” ॥ ৫ ॥ রাজা অর্জ্জুন এই প্রকারে অব্যাহত আরোগ্য, শ্রী,বল ও পরাক্রম সহকারে পঞ্চাশীতি সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া রাজ্য করিয়াছিলেন। একদিবস তিনি নর্ম্মদা-জলাবগাহন-ক্রীড়া সময়ে অতিশয়-মদ্যপান-জনিত-মত্ততায় আকুল ছিলেন, এমন সময় অশেষ-দেবদৈত্য ও গন্ধর্ব্বেশ্বরগণের জয়-সম্ভূত গর্ব্বে রাবণ, তাঁহার পুর আক্রমণ করেন; তখন তিনি অনায়াসেই রাবণকে পশুর ন্যায় বন্ধন করিয়া স্বীয় নগরের এক নির্জ্জন স্থানে রাখিয়া দেন॥৬॥ এই অর্জ্জুন পঞ্চাশীতি সহস্র বৎসর অতীত হইলে পর ভগবন্ নারায়ণের অংশ পরশুরামকর্ত্তৃক নিহত হয়েন। অর্জ্জুনের একশত পুত্র, তন্মধ্যে পাঁচ জন পুত্রই প্রধান; তাঁহাদের নাম যথা,—শূর,শূরসেন,বৃষণ,মধুধ্বজ ও জয়ধ্বজ; তন্মধ্যে জয়ধ্বজের তালজঙ্ঘ নামে এক পুত্র হয়। এই তালজঙ্ঘের এক শত পুত্র; তাহাদের মধ্যে বীতিহোত্র ও ভরতই জ্যেষ্ঠ। ভরতের পুত্র বৃষ ও সুজাত, বৃষের মধু নামে এক পত্র হয়, এই মধুরও বৃষ্ণিপ্রমুখ এক শত পুত্র হয়। এই কারণেই যদুকুল বৃষ্ণি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। এবং এই কুলের মধু সংজ্ঞার কারণ মধুই হন। এবঞ্চ যদু নামোপলক্ষণ-প্রযুক্ত ইঁহারা যাদব নামে বিখ্যাত॥ ৭ ॥

একাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

দ্বাদশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—যদুপুত্র ক্রোষ্টুর বৃজিনীবান্ নামে এক পুত্র হয়। তৎপুত্র স্বাহি, তৎপুত্র রুষদ্রুর, রুষদ্রুর পুত্র চিত্ররথ, তৎপুত্র শশবিন্দু। এই শশবিন্দুর নিকট চতুর্দ্দশ মহারত্ন ছিল, এবং ইনি চক্রবর্ত্তী রাজা হন॥ ১॥ শশবিন্দুর শতসহস্র পত্নী ও দশলক্ষ সংখ্যক পুত্র হয়। তাহাদিগের মধ্যে ছয়টী পুত্রই শ্রেষ্ঠ; তাহাদিগের নাম,—পৃথুযশা পৃথুকর্ম্মা, পৃথুজয় পৃথুদান, পৃথুকীর্ত্তি ও পৃথুশ্রবাঃ। পৃথুশ্রবার পুত্র তমঃ, তৎপুত্র উশনা। এই উশনা একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন; ইঁহার শিতেষু নামে এক পুত্র হয়। তৎপুত্র রুক্মকবচ, তৎপুত্র পরাবৃৎ। পরাবৃতের পাঁচটী পুত্র হয়; তাঁহাদিগের নাম, রুক্মেষু, পৃথুরুক্ম, জ্যামঘ, পালিত, ও হরিত। ইঁহাদের মধ্যে জ্যামঘ সম্বন্ধে শ্লোক গীত হইয়া থাকে; যথা।২। "জগতে স্ত্রীর বশীভূত, (যাঁহারা মৃত হইয়াছে বা উৎপন্ন হইবে,) তাহাদিগের মধ্যে শৈব্যাপতি রাজা জ্যামঘই শ্রেষ্ঠ। তাঁহার পত্নী শৈব্যা অপুত্রা হন, অপত্যকাম হইলেও রাজা তাঁহার ভয়ে অন্য ভার্য্যা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সেই রাজা জ্যামঘ, একদিবস, অনন্ত অশ্বগজ প্রভৃতির সংমর্দ্দন-জনিত অতি ভয়ঙ্কর সংগ্রামে যুদ্ধ করিতে করিতে সকল শত্রু-সৈন্যই পরাজয় করিলেন। অনন্তর পরাজিত শত্রু-সমূহ, পুত্র, কলত্র, বন্ধু ও কোষাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক এবং স্বীয় নগর ছাড়িয়া দিগ্বিদিকে পলায়ন করিল॥ ৩॥ ৪॥ শত্রুসমূহ পলায়ন করিলে, রাজা, 'হে তাত! হে ভ্রাতঃ! আমাকে রক্ষা কর' এইরূপে বিলাপ-প্রবৃত্ত এক রাজকন্যারত্ন দেখিতে পাইলেন। অতিত্রাস বশতঃ ঐ কন্যার আয়ত নয়নদ্বয় চঞ্চল হওয়াতে তাহার সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল॥ ৪॥ ঐ কন্যার দর্শনে তাহার প্রতি অনুরাগাকৃষ্টচেতা রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন॥ ৫॥ 'আমি অপত্য-হীন ও বন্ধ্যাভর্ত্তা, সম্প্রতি বিধাতা আমার অপত্যলাভের জন্যই এই কন্যা রত্ন প্রদান করিলেন, আমি এই কন্যাকে বিবাহ করিব। অতএব ইহাকে এইক্ষণে নিজ নগরে লইয়া যাই॥ ৬॥ অনন্তর সেইখানে দেবী শৈব্যার অনুজ্ঞার ইহাকে বিবাহ করা যাইবে।' এইপ্রকারে চিন্তা করিয়া

রাজা সেই কন্যাকে রথে আরোহণ করাইয়া নিজ নগরে গমন করিলেন ॥ ৭ ॥ অনন্তর দেবী শৈব্যা, অনেক পরিজন, পৌর, ভৃত্য ও অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে, বিজয়ী রাজাকে দেখিবার জন্য নগরদ্বারে উপস্থিত হইলেন ॥ ৮ ॥ পরে তিনি রাজার বাম-পার্শ্ববর্ত্তিনী কন্যাকে অবলোকন করতঃ, তৎকাল-সমুৎপন্ন কোপে অধরপল্লব ঈষৎ স্ফুরিত করিয়া রাজাকে কহিলেন, 'হে অতিচপল-চিত্ত! এই রথে কাহাকে আরোহণ করাইয়াছ?' তখন রাজা, অতিভয়-প্রযুক্ত প্রত্যুত্তর বাক্যের আলোচনা না করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "এই কন্যাটী আমার পুত্রবধূ' ॥ ৯ ॥ অনন্তর শৈব্যা রাজাকে কহিলেন,"আমার ত পুত্র হয় নাই,তোমারও অন্য পত্নী নাই; তবে তোমার কি প্রকার পুত্রের সম্বন্ধে ইহাকে পুত্রবধূ বলিতেছ?" ॥১০॥

পরাশর কহিলেন,—এই প্রকার নিজের প্রতি শৈব্যার কোপ-কলুষিত বাক্যে বিবেক-নাশ-প্রযুক্ত কথিত অসম্বদ্ধ বাক্যের পরিহারার্থে রাজা কহিলেন ॥ ১১ ॥ "তোমার যে পুত্র জন্মিবে, ভবিষ্যৎকালে ইনি তাঁহারই ভার্য্যারূপে নিরূপিতা হইয়াছেন"। এই কথা শ্রবণে শৈব্যা ঈষৎ-হাস্য-পূর্ব্বক কহিলেন "আচ্ছা তাহাই হইবে"। অনন্তর রাজার সহিত শৈব্যা নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ১২ ॥

অনন্তর, রাজা ও শৈব্যার যে পুত্র-জন্মবিষয়ক আলাপ হয়, তাহা বিশুদ্ধ লগ্নহোরাংশক অবয়বাদিতে * (অস্তু এই উক্তি সহকারে) নিষ্পন্ন হয়; এই কারণে শৈব্যা সন্তান প্রসবোচিত বয়ঃক্রম অতিক্রম করিলেও অল্পদিনের মধ্যেই গর্ভবতী হইলেন ॥ ১৩ ॥ কালক্রমে শৈব্যা পুত্র প্রসব করিলেন। পিতা জ্যামঘ, পুত্রের বিদর্ভ এই নাম রাখিলেন। অনন্তর, কালে এই বিদর্ভ, সেই পূর্ব্বোক্ত রাজকন্যাকে বিবাহ করিলেন ॥ ১৪ ॥ বিদর্ভ সেই রাজকন্যার গর্ভে ক্রথ ও কৌশিক নামক দুই পুত্রোৎপাদন করিলেন। পরে পুনর্ব্বার রোমপাদনামক আর এক পুত্রোৎপাদন করিলেন। রোমপাদের পুত্র বভ্রু, বভ্রুর পুত্র ধৃতি। কৌশিকেরও চেদি নামে পুত্র হইল। এই চেদির সন্ততিতে চৈদ্য ভূপালগণ জন্মগ্রহণ করেন। জ্যামঘের পুত্রবধূর পুত্র ক্রথেরও কুন্তি নামে পুত্র হইল ॥ ১৫ ॥

---

* জ্যোতিষ-শাস্ত্রোক্ত প্রশস্ত সময় বিশেষই ইহার তাৎপর্য্য।

কুন্তির পুত্র বৃষ্ণি, বৃষ্ণির পুত্র নির্ব্বৃতি, নির্ব্বৃতির পুত্র দশার্হ, তৎপুত্র ব্যোমা, তৎপুত্র জীমূত, তৎপুত্র বংশকৃতি, তৎপুত্র ভীমরথ, তৎপুত্র নবরথ, তৎপুত্র দশরথ, তৎপুত্র শকুনি, তৎপুত্র করম্ভি; করম্ভির দেবরাত নামে পুত্র হয়। দেবরাতের পুত্র দেবক্ষেত্র, তৎপুত্র মধু। মধুর পুত্র অনবরথ, অনবরথের পুত্র কুরুবৎস, তৎপুত্র অনুরথ, এবং অনুরথ হইতে পুরুহোত্রের জন্ম হয়। পুরুহোত্রের পুত্র অংশ, তৎপুত্র সত্বত, সেই সত্বত হইতে এই সাত্বত বংশ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ১৬ ॥ এই জ্যামঘ বংশাবলি, যিনি শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করিবেন, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইবেন ॥ ১৭ ॥

দ্বাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—সত্বতের যে কয় জনপুত্র হয়, তাঁহাদের নাম যথা,—ভজিন, ভজমান, দিব্য, অন্ধক, দেবাবৃধ, মহাভোজ ও বৃষ্ণি ॥১॥ ভজমানের পুত্র নিমি, বৃকণ ও বৃষ্ণি. এই তিনজনের বৈমাত্রেয়, শতাজিত সহস্রাজিৎ ও অযুতাজিৎ ॥ ২ ॥ দেবাবৃধের বভ্রু নামক এক পুত্র হয়। সেই বভ্রু সম্বন্ধে এই শ্লোক গীত হয়; যথা,—'আমরা দূরে থাকিয়াও যেমন শুনিয়া থাকি, নিকটে থাকিয়াও তাদৃশই দেখিতে পাই। বভ্রু মনুষ্যগণের শ্রেষ্ঠ এবং দেবাবৃধও দেবগণের তুল্য ॥ ৩ । ৪ ॥ এই বভ্রু ও দেবাবৃধের প্রবর্ত্তিত পথে গমন করিয়া ক্রমান্বয়ে ছয় জন ষাট্ জন ও ছয় এবং আট সহস্র জন, মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৫ ॥ মহাভোজ অতি ধর্ম্মাত্মা ছিলেন; তাঁহার বংশে ভোজ ও মার্ত্তিকবতসংজ্ঞক ভূপালগণ জন্ম গ্রহণ করেন ॥ ৬ ॥ বৃষ্ণির সুমিত্র ও যুধাজিৎ নামে দুই পুত্র হয়। সুমিত্রের পুত্র অনমিত্র ও শিনি। অনমিত্রের পুত্র নিম্ন, নিম্নের পুত্র প্রসেন ও সত্রাজিত। ভগবান্ আদিত্য সত্রাজিতের সখা হন ॥ ৮ ॥ সত্রাজিত একদিবস সমুদ্রের তীরে অবস্থান করিয়া সূর্য্যের স্তব করিতে লাগিলেন। সত্রাজিতকর্তৃক তদ্গত-চিত্তে সংস্তূয়মান হইয়া দিবাকর তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন, অনন্তর সূর্য্যকে অস্পষ্ট-মূর্ত্তি-ধর অবলোকন করিয়া সত্রাজিত কহিলেন। "আপ-

নাকে আকাশে যেমন তপ্তবহ্নি-পিণ্ডের ন্যায় দেখিয়াছি, আপনি আমার সম্মুখে আসিয়াছেন, কিন্তু আপনার প্রসাদে কই তাহা হইতে কিছুই ত বিশেষ দেখিতে পাইতেছি না” ॥ ৯ ॥ সত্রাজিত, এইরূপ বলিলে পর (ভগবান্) সূর্য্য নিজ কণ্ঠদেশ হইতে স্যমন্তকনামক মণি খুলিয়া একস্থানে রাখিয়া দিলেন। অনন্তর সত্রাজিত, সূর্য্যকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইলেন, তাঁহার নয়ন ঈষৎ আপিঙ্গলবর্ণ, তাঁহার বপুঃ ঈষৎ তাম্রবর্ণ, উজ্জ্বল, অথচ হ্রস্ব। অনন্তর, সত্রাজিত পুনর্ব্বার প্রণামপূর্ব্বক স্তবাদি করিলে ভগবান্ সূর্য্য তাঁহাকে কহিলেন, তুমি তোমার অভিমত বর আমার নিকটে প্রার্থনা কর। তখন সত্রাজিত, সূর্য্যের নিকট সেই স্যমন্তক মণিটী প্রার্থনা করিলেন। সূর্য্যও সত্রাজিতকে ঐ মণিরত্ন প্রদান করিয়া নিজ স্থানে আরোহণ করিলেন ॥ ১০ ॥

অনন্তর সত্রাজিত, কণ্ঠদেশে সেই অমল মণিরত্ন থাকাতে সূর্য্যসদৃশ দেদীপ্যমান হইয়া অশেষ-তেজঃ-সমূহদ্বারা দিগন্তর সকল উদ্ভাসিত করতঃ দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন ॥ ১১ ॥ দ্বারকায় সত্রাজিতকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দ্বারকাবাসি-জনগণ, অবনী-ভারাবতারণার্থ স্বীয় অংশে অবতীর্ণ মানুষরূপী অনাদিপুরুষ পুরুষোত্তমকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, “ভগবন্! নিশ্চয়ই ভগবান্ সূর্য্য ভগবৎস্বরূপ আপনাকে দেখিতে আসিতেছেন।” এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, এই ব্যক্তি আদিত্য নহেন; ইনি সত্রাজিত, আদিত্য-প্রদত্ত স্যমন্তকাখ্য মণি ধারণ করিয়া এখানে আসিতেছেন। তোমরা বিশ্রব্ধভাবে ইহাঁকে দর্শন কর।” ভগবান্ এই কথা বলিলে তাহারা স্ব স্ব স্থানে গমন করিল ॥ ১২ ॥

অনন্তর, সত্রাজিত সেই মণি আপনার গৃহে রাখিয়া দিলেন ॥ ১৩ ॥ প্রতিদিন সেই সর্ব্বোত্তম মণিরত্ন আট ভার করিয়া সুবর্ণ প্রসব করিতে লাগিল ॥ ১৪ ॥ এবং সেই মণির প্রভাবে সকল রাষ্ট্রেরই উপসর্গ, অনাবৃষ্টি, হিংস্র জন্তু; অগ্নি ও চৌরাদি হইতে ভয় দূর হইল ॥ ১৫ ॥ ভগবান্ অচ্যুতও ‘রাজা উগ্রসেনেরই এবংবিধরত্ন ধারণ করা উচিত’ এই বিবেচনায় সেই রত্নের প্রতি সংস্পৃহ হইলেন; কিন্তু গোত্র-ভেদ-ভয়ে হরণ করিলেন না ॥ ১৩ ॥ সত্রাজিতও, কৃষ্ণের সেই

রত্নে লোভ হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া; 'পাছে হরি আমার নিকট এই রত্ন যাচ্ঞা করেন,'—এই ভয়ে স্বকীয় ভ্রাতা প্রসেনকে ঐ রত্ন প্রদান করিলেন ॥ ১৭ ॥ এই রত্নের ইহাই গুণ ছিল যে, ইহা শুদ্ধাবস্থায় ধৃত হইলে অশেষ সুবর্ণাদি প্রসব করিত; কিন্তু অশুচি অবস্থায় ইহাকে ধারণ করিলে, ইহা ধারণ-কর্ত্তার প্রাণ বধ করিত। এই প্রসেন একদিন স্যমন্তক মণি কণ্ঠে ধারণ করিয়া অশ্বারোহণপূর্ব্বক মৃগয়ার জন্য বনে গমন করিলেন। সেই স্থলে এক সিংহ তাঁহাকে বধ করিল। অশ্বের সহিত প্রসেনকে বধ করিয়া সিংহ, সেই অমল মণি-রত্ন গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময়, ভল্লুকাধিপতি জাম্ববান্ তাহাকে দেখিতে পাইয়া বিনাশ করিলেন। অনন্তর, জাম্ববান্ সেই অমল রত্ন গ্রহণপূর্ব্বক নিজগর্ত্তে প্রবেশ করিয়া মণিটী সেই নিজের সুকুমারনামক বালককে ক্রীড়ার্থে প্রদান করিলেন ॥ ১৮ ॥

অনন্তর সেই প্রসেন আগমন করিতেছেন না দেখিয়া, যদুকুলে সকলে কানাকানি করিতে লাগিলেন যে " কৃষ্ণ এই মণির প্রতি অভিলাষী ছিলেন; কিন্তু ঐ মণি তিনি পান নাই, নিশ্চয়ই ইহা কৃষ্ণের কর্ম্ম; প্রসেনকে আর কেহই বধ করে নাই " ॥ ১৯ ॥ অনন্তর, ভগবান্ তাদৃশ লোকাপবাদ-বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া যদুসৈন্য-সমভিব্যাহারে প্রসেনের অশ্ব-পদবীর অনুসরণ করতঃ দেখিলেন অশ্বসমেত প্রসেন সিংহকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। তখন সিংহপদদর্শনে অখিল জনপদই বিশ্বাস করিল যে, সিংহই প্রসেনকে নিহত করিয়াছে; কৃষ্ণ করেন নাই। ভগবান্ও তখন বিশুদ্ধ হইয়া সিংহ-পদের অনুসরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥ অগ্রসর অল্প দূরেই গিয়া দেখিলেন সিংহ, ভল্লুক-নিহত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তখন তিনিই সে ঋক্ষের পদবীর অনুসরণ করিলেন। অনন্তর তিনি গিরি-তটে সকল সৈন্য সন্নিবেশিত করিয়া, ঋক্ষ-পদানুসরণ করতঃ সেই ঋক্ষ-বিলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি অর্দ্ধপ্রবিষ্ট হইয়াই, একটী সুন্দর বালকের প্রলোভ-নার্থে কোন ধাত্রী-মুখোচ্চরিত বক্ষ্যমাণ বাক্য শ্রবণ করিলেন ॥ ২১ ॥ যথা,— " সিংহ প্রসেনকে বধ করিয়াছে, জাম্ববান্ও সেই সিংহকে হনন করিয়াছেন। হে সুকুমার! তুমি রোদন করিও না; এই স্যমন্তক মণি তোমারই" ॥ ২২ ॥

এই কথা শ্রবণে ভগবান্ স্যমন্তক মণির বার্ত্তা জানিতে পারিয়া গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ঐ কুমারের ক্রীড়নার্থে ধাত্রী-হস্তে স্যমন্তক মণি স্বকায় তেজে অতিশয় দীপ্তি পাইতেছে। ২৩। তখন ধাত্রী, স্যমন্তকাভিলাষে নিহিত-দৃষ্টি, সেই পুরুষকে আগত দেখিয়া ত্রাহি ত্রাহি রবে চীৎকার করিয়া উঠিল ॥ ২৪ ॥

অনন্তর, ধাত্রীর আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া জাম্ববান্ ক্রোধপূর্ণ-হৃদয়ে সেই স্থানে আগমন করিলেন। তখন দুইজনে যুদ্ধ আরম্ভ হইল; পরে উভয়ের পরস্পর যুদ্ধ করিতে করিতে একবিংশতি দিন অতীত হইয়া গেল। এদিকে, যদু-সৈনিকগণ গর্ত্ত হইতে কৃষ্ণের নির্গমনাশায় সাত আট দিন প্রতীক্ষা করিয়া যখন দেখিল যে, ভগবান্ নিষ্ক্রান্ত হইলেন না, তখন তাহারা বিবেচনা করিল, তিনি এই গর্ত্তের মধ্যে নিশ্চয়ই বিনাশ-প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহা না হইলে, এতদিন তাঁহার শত্রুজয়ে বিলম্ব হইবে কেন? তখন তাহারা এই প্রকার স্থির করিয়া দ্বারকায় আগমন করিয়া প্রকাশ করিল যে, "কৃষ্ণ হত হইয়াছেন" ॥ ২৫॥ অনন্তর কৃষ্ণের বান্ধবগণ তৎকালোচিত প্রেতক্রিয়া (শ্রাদ্ধাদি) সকল সম্পন্ন করিলেন ॥ ২৬ ॥ এদিকে সেই সকল বান্ধবগণ কর্ত্তৃক অতি শ্রদ্ধাসহকারে প্রদত্ত অন্ন-জলাদি দ্বারা যুদ্ধকালে ভগবানের বল ও প্রাণের পুষ্টি হইল ॥ ২৭ ॥ কিন্তু অতিগুরু পুরুষ-ভিদ্যমান ও অতি-নিষ্ঠুর-প্রহার-পীড়িত জাম্ববানের আহার-অভাবে বলহানি হইতে লাগিল। এই কারণে ভগবান্ জাম্ববান্‌কে পরাজিত করিলেন। তখন জাম্ববান্ প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন, "অসুর, সুর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসাদি সকলে মিলিত হইয়াও ভগবান্‌কে জয় করিতে পারে না; আমাদের ন্যায় অবনী-তল-বিহারী মনুষ্যদের ক্রীড়া-সাধন, অল্পবীর্য্য তির্য্যগ্‌জন্মানুসারিগণের ত কথাই নাই। আপনি নিশ্চয়ই আমাদের স্বামী, সকল জগতের গতি; নারায়ণের অংশ তাহার সন্দেহ নাই" ॥ ২৮ ॥ জাম্ববান্ এই কথা বলিলে, ভগবান্ তাঁহাকে অখিল-অবনীভার-হরণের জন্য স্বকীয় অবতারের বিষয় বলিলেন ॥ ২৯ ॥ এবং প্রীতির সহিত তদীয় অঙ্গে কর-স্পর্শ করিয়া তাঁহার যুদ্ধ খেদের অপনয়ন করিলেন ॥ ৩০ ॥ অনন্তর, জাম্ববান্ ভগবান্‌কে পুনর্ব্বার প্রণামপূর্ব্বক প্রসন্ন করিয়া গৃহাগমনের অর্ঘ্যস্বরূপ স্বীয় কন্যা

জাম্ববতীকে তাঁহার পত্নীরূপে গ্রহণ করাইলেন ॥ ৩১॥ এবং পুনর্ব্বার প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহাকে স্যমন্তক মণি প্রদান করিলেন। তখন ভগবান্ অচ্যুতও অতিপ্রণত জাম্ববানের নিকট হইতে সেই মণিরত্ন অগ্রাহ্য হইলেও, আত্ম-শোধনের জন্য গ্রহণ করিলেন ॥ ৩২ ॥ তৎপরে কৃষ্ণ জাম্ববতীর সহিত দ্বারকায় আগমন করিলেন। কৃষ্ণাবলোকনের পরক্ষণেই দ্বারকাবাসিগণ ভগবদাগমনোদ্ভূত হর্ষভরে, যেন বৃদ্ধাবস্থা ছাড়িয়া নূতন যৌবন প্রাপ্ত হইল। তখন যাদবগণ ও স্ত্রীসকলে মিলিয়া বসুদেবকে, "বড়ই মঙ্গল মঙ্গল" এই প্রকার বাক্যে সম্মান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ অনন্তর ভগবান্ যাহা যাহা ঘটিয়াছিল,যাদব-সমাজে তাহা সমস্ত বলিলেন এবং সত্রাজিতকে স্যমন্তক মণি প্রদানপূর্ব্বক মিথ্যাপবাদ-দোষ হইতে বিশুদ্ধি লাভ করিলেন। এবং জাম্ববতীকে অন্তপুরে নিবেশিত করিলেন। সত্রাজিতও 'আমি কৃষ্ণের নামে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপিত করিয়াছি'—এই ভাবিয়া ভীত হইয়া নিজ কন্যা সত্যভামাকে ভগবানের ভার্য্যাস্বরূপে প্রদান করিলেন ॥ ৩৪ ॥

কিন্তু পূর্ব্বে অক্রূর, কৃতবর্ম্মা ও শতধন্বা প্রভৃতি যাদবগণ সেই কন্যাকে (সত্যভামাকে) প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এক্ষণে সত্রাজিত, ভগবানকে ঐ কন্যা অর্পণ করিলে, 'সত্রাজিত, আমাদিগকে অবজ্ঞা করিল' এই ভাবিয়া তাঁহারা সত্রাজিতের প্রতি শত্রুতারম্ভ করিলেন। অক্রূর কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি যাদবগণ শতধন্বাকে কহিলেন, "এই সত্রাজিত অতি দুরাত্মা; কারণ, আমরা ইহার নিকট প্রার্থনা করিলেও, এই দুষ্ট আমাদিগকে এবং আপনাকে গণনা না করিয়া, কৃষ্ণকে স্বীয় তনয়া প্রদান করিয়াছে। অতএব ইহার জীবনে কি প্রয়োজন, আপনি ইহাকে বিনাশ করিয়া এই মহারত্ন কেন লইতেছেন না? যদি কৃষ্ণ আপনার সহিত ইহার জন্য শত্রুতা করেন, তাহা হইলে আমরা সকলেই আপনার সাহায্য করিব" ॥ ৩৫ ॥ তাঁহারা এই কথা বলিলে শতধন্বা কহিলেন, "আচ্ছা, তাহাই করিব।" এদিকে ভগবান্ কৃষ্ণ, জতুগৃহ-দাহানন্তর পাণ্ডবদিগের বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াও, দুর্য্যোধনের যত্নের শিথিলতা-সম্পাদনরূপ কুলোচিত-কর্ম্মার্থে বারণাবতে গমন করিলেন ॥ ৩৬ ॥ কৃষ্ণ বারণাবতে গমন করিলে পর শতধন্বা, সুপ্ত সত্রাজিতকে বধ করিয়া স্যমন্তক মণিরত্নটী গ্রহণ করিলেন। অনন্তর, পিতৃ-বধ-জন্য-ক্রোধ-পূর্ণ-

শুনিয়া সত্যভামা শীঘ্র রথারোহণপূর্ব্বক বারণাবতে গমন করিয়া ভগবান্‌কে কহিলেন, "পিতা আমাকে আপনার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, এইজন্য শতধন্বা ক্রুদ্ধ হইয়া আমার পিতাকে হনন করিয়াছে এবং সেই স্যমন্তকনামক মণিরত্নও অপহরণ করিয়াছে। এইব্যক্তি এইরূপে অবমান করিয়াছে; ইহা আলোচনা করিয়া যাহা উচিত বোধ হয় তাহা করুন" ॥৩৭। সত্যভামা এইকথা বলিলে ভগবান্ মনে মনে পরিতুষ্ট হইয়াও প্রকাশে ক্রোধ-তাম্রনয়নে সত্যভামাকে কহিলেন,"সত্য,শতধন্বা এই অবমাননা আমারই করিয়াছে; আমি তাহার এই অবমাননা কথনই সহ্য করিব না। প্রকাণ্ড বৃক্ষ উল্লঙ্ঘন না করিয়া কথনই তদুপরি-কৃত-নীড়স্থ পক্ষিগণকে হনন করা যায় না। ৩৯। আমার কাছে এ প্রকার শোকসম্ভূ প্রেরিত বাক্য আর কেন বলিতেছ? শোক পরিত্যাগ কর! আমি ইহার প্রতিবিধান করিতেছি। ভগবান্ এই কথা বলিয়া দ্বারকায় আগমন করতঃ নির্জ্জনে বলদেবকে কহিলেন, বনমধ্যে মৃগয়াগত-প্রসেনকে সিংহ হনন করিয়াছে, এই সত্রাজিতকে সম্প্রতি শতধন্বা নিধন করিয়াছে; সুতরাং অধিকারী না থাকাতে ঐ মণিরত্ন এক্ষণে আমাদের দুজনেরই সম্পত্তি হইবে॥ ৪০॥ অতএব উত্থান করুন, রথে আরোহণ করুন; এবং শতধন্বর নিধনের জন্য উদ্যোগ করুন। ভগবান্ এই কথা বলিলে, বলদেবও তাহা স্বীকার করিলেন। অনন্তর শতধন্বা বাসুদেব ও বলদেবকে কৃতোদ্যোগ জানিতে পারিয়া কৃতবর্ম্মার নিকটে গমন করতঃ তাঁহাকে সাহায্য লাভের প্রত্যাশায় প্রার্থনা করিলেন। তখন কৃতবর্ম্মা তাঁহাকে কহিলেন, আমি বাসুদেব ও বলভদ্রের সহিত বিরোধে সমর্থ নহি। এই কথা শ্রবণে শতধন্বা অক্রূরকে প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর অক্রূর ও কহিলেন,—

"জগতে এমন কেহই নাই যে, যাঁহার পাদ-প্রহারে ত্রিজগৎ কম্পিত হয় এবং যিনি অসুর-শ্রেষ্ঠগণের বনিতা-সমূহের বৈধব্যকারী, প্রবল রিপু-মণ্ডলে অপ্রতিহত-চক্র, সেই চক্রীর সহিত,—অথবা মদমুদিত-নয়নাবলোকন-দ্বারা অরিবলের দমন কারী, এবং অতি বলশালী শত্রুরূপ হস্তিগণের আকর্ষণার্থে আবিষ্কৃত-মহিমা সেই প্রকাণ্ড-হলধারী হলধরের সহিত,যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়; আমার ত সাধ্যই নাই। এই কারণে আপনি অন্যত্র শরণ প্রার্থনা

করুন॥ ৪১॥ অক্রূর এই প্রকার বলিলে শতধনুঃ কহিলেন, যদি আপনি আপনাকে আমার পরিত্রাণে অসমর্থ বিবেচনা করেন, তবে, আমার এই মণিটী গ্রহণপূর্ব্বক রক্ষা করুন। শতধনু এই প্রকার কহিলে অক্রূর কহিলেন, আমি ইহাকে তবেই রাখিতে পারি, যদি আপনি মরণ কালেও এই মণির সন্ধান কাহাকেও না বলেন। অনন্তর শতধনুঃ "তাহাই হইবে" এই কথা বলিলে পর, অক্রূর ঐ মণি গ্রহণ করিলেন॥৪২॥ অনন্তর শতধনু,—অতুল, বেগবতী শতযোজন-বাহিনী এক বড়বাতে আরোহণ করিয়া পলায়ন করিলেন। তৎপর শৈব, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামে অশ্বচতুষ্টয়-যুক্ত রথে আরোহণ করিয়া বলদেব ও বাসুদেব তাঁহার অনুগমন করিলেন॥ ৪৩॥ সেই বড়বা শতযোজন-প্রমাণ পথ অতিক্রম করিয়াও পুনর্ব্বার বহনার্থে প্রযুক্ত হওয়ায় মিথিলার বন-সমীপে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। তখন শতধনুঃ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজেই পলায়ন করিতে লাগিলেন॥ ৪৪॥ অনন্তর কৃষ্ণও বলভদ্রকে কহিলেন, আমি পদব্রজেই সেই পদাতি অধমাচারের অনুসরণ করিয়া হনন করতঃ যতক্ষণ না প্রত্যাবর্ত্তন করি, আপনি ততক্ষণ এই রথে অবস্থান করুন। অশ্বগণ এই ভূমিভাগে বড়বারমৃতশরী-রাদি দেখিয়াছে, সুতরাং ইহাদিগকে এই ভূমি উল্লঙ্ঘন করিয়া লইয়া যাওয়া আপনার উচিত নহে॥ ৪৫॥ "তাহাই হউক" এই বলিয়া বলভদ্র রথোপরি অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণও দুইক্রোশমাত্র ভূমিভাগ অনুসরণ করতঃ দূরস্থ শতধনুকে দেখিতে পাইয়া চক্রক্ষেপে তাঁহার মস্তক ছেদন করিলেন। অনন্তর তাঁহার শরীর ও বস্ত্রাদিতে বহুপ্রকার অনুসন্ধান করিয়া ঐ মণি পাইলেন না। তখন বলভদ্রের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, বৃথাই আমরা শতধনুকে বিনাশ করিলাম; কিন্তু অখিল সংসারের সারভূত সেই মণিরত্নটী পাইলাম না। এই কথা শ্রবণ করিয়া বলভদ্র কোপ সহকারে বাসুদেবকে কহিলেন "তোমাকে ধিক্! তুমি অর্থলিপ্সু, তুমি ভ্রাতা বলিয়া আমি তোমার এই অপরাধ ক্ষমা করিলাম। এই পথ; তুমি স্বেচ্ছায় চলিয়া যাও; তোমাতে বা বন্ধুবর্গে আমার কোন কার্য্য নাই। কেন তুমি আমার সম্মুখে অলীক শপথ করিতেছ? বলভদ্র, এই প্রকারে ভগবান্‌কে তিরস্কার করতঃ, তৎকর্ত্তৃক নানাপ্রকারে প্রসাদ্যমান হইয়াও

সেখানে অবস্থিতি করিলেন না; তিনি বিদেহপুরীতে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৬ ॥

বিদেহরাজ জনক তাঁহাকে অর্ঘ্যপ্রদানপূর্ব্বক নিজগৃহে প্রবেশ করাই-লেন। বলভদ্রও সেইখানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এদিকে বাসুদেবও দ্বারকায় আগমন করিলেন। যে সময় বলভদ্র জনকরাজগৃহে অবস্থান করেন, সেই সময়ে দুর্য্যোধন তাঁহার নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষা করিয়া-ছিলেন ॥ ৪৭ ॥ অনন্তর তিন বৎসরের পর বভ্রু উগ্রসেন প্রভৃতি যাদবগণ, 'কৃষ্ণ সেই রত্ন অপহরণ করেন নাই' ইহা জানিয়া বিদেহপুরীতে গমন-পূর্ব্বক শপথাদি দ্বারা বলভদ্রের বিশ্বাস উৎপাদন করতঃ, তাঁহাকে দ্বারকায় আনয়ন করিলেন ॥ ৪৮ ॥ এখানে অক্রূরও সেই উত্তমমণি-সমুদ্ভূত সুবর্ণ-সমূহ দ্বারা কোন্ কর্ম্ম করা উচিত, তাহা বিবেচনা করিয়া অনেক যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলেন। ৪৯ ॥ যজ্ঞে দীক্ষিত ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে হনন করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়, সুতরাং যজ্ঞ-দীক্ষিত অবস্থায়, কৃষ্ণ তাঁহাকে হনন করিয়া কখনই মণিগ্রহণ করিতে পারিবেন না, এই রূপচিন্তা করিয়া অক্রূর দীক্ষারূপবর্ম্ম ধারণ করতঃ দ্বিষাষ্ট বৎসর পর্য্যন্ত যজ্ঞ করিতে লাগি-লেন ॥ ৫০ ॥ এই প্রকার সেই মণিরত্নের প্রভাবে দ্বারকায় আর উপসর্গ; দুর্ভিক্ষ বা মরকাদি হইতে পারিত না ॥ ৫১ ॥ অনন্তর অক্রূরপক্ষীয় ভোজ-গণ সাত্বতের প্রপৌত্র শত্রুঘ্নকে বিনাশ করিলে পর, সেই ভোজগণের সহিত অক্রূরও দ্বারকা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন ॥ ৫২ ॥ অক্রূরের পলায়ন দিন হইতেই দ্বারকায় উপসর্গ, হিংস্রজন্তুর ভয়, অনাবৃষ্টি ও মরকাদি উপদ্রব উপস্থিত হইল, তখন ভগবান্ গরুড়ধ্বজ, যাদব, বলভদ্র ও উগ্রসেন প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া কহিলেন, "এক দিবসেই এবংবিধ প্রচুর উপদ্রব কেন উপস্থিত হইল? ইহার কারণ অনুসন্ধান করা উচিত" ॥ ৫৩ ॥ ভগবান্ এই কথা বলিলে অন্ধকনামা এক জন যদুবৃদ্ধ কহিলেন, "এই অক্রূরের পিতা শ্বফল্ক, যেখানে যেখানে বাস করিতেন, সেইখানে সেইখানেই মরক ও অনাবৃষ্টাদি হইত না ॥৫৪॥ কোন সময়, কাশিরাজের রাজ্যে অত্যন্ত অনাবৃষ্টি হয়, সেই সময় সেইখানে শ্বফল্ককে লইয়া যাওয়া হয়। শ্বফল্ক সেখানে গমন করিবামাত্রই দেবরাজ, বৃষ্টি করিলেন। এই সময় কাশিরাজের

পত্নী গর্ভবতী ছিলেন, ঐ গর্ভে একটী কন্যা ছিল॥ ৫৫॥ প্রসবকাল উপস্থিত হইলেও সেই কন্যা গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল না। এই প্রকারে দ্বাদশ বৎসর গত হইল, তথাপি কন্যা ভূমিষ্ঠ হইল না। অনন্তর কাশিরাজ একদিন গর্ভস্থা তনয়াকে সম্বোধন করিয়া "কহিলেন, হে পুত্রি! তুমি কেন জন্মগ্রহণ করিতেছ না—কেন তুমি নিষ্ক্রান্ত হইতেছ না? আমি তোমার মুখ দেখিতে ইছা করি, এত দীর্ঘকাল ধরিয়া কেন তোমার মাতাকে ক্লেশ দিতেছ?" রাজা এই প্রকার বলিলে, সেই গর্ভস্থ কন্যা বলিতে আরম্ভ করিল, "যদি প্রতিদিন ব্রাহ্মণগণকে একএকটী করিয়া গাভী প্রদান করিতে পারেন, তাহা হইলে আর তিন বৎসর পরে আমি গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইব।" কন্যার এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা, প্রতিদিনই ব্রাহ্মণকে একটী করিয়া গাভী প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিন বৎসর অতীত হইলে, সেই কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। অনন্তর কাশিরাজ ঐ কন্যার নাম, 'গান্দিনী' রাখিলেন। অনন্তর গৃহাগত উপকারী শ্বফল্ককে অর্ঘ্যস্বরূপে ঐ কন্যা প্রদান করিলেন। সেই গান্দিনীও যাবজ্জীবন প্রতিদিনই ব্রাহ্মণকে একটী করিয়া গাভী দান করিতেন। সেই শ্বফল্ক, গান্দিনীতে এই অক্রূরকে উৎপাদন করেন। এই প্রকার গুণ বিশিষ্ট মিথুন হইতেই অক্রূরের জন্ম॥ ৫৬॥ সুতরাং সেই অক্রূর চলিয়া গেলে, কেনই বা মরক দুর্ভিক্ষাদি উপদ্রব হইবে না? এই কারণে এক্ষণে অক্রূরকে আনয়ন করুন; অতি গুণবান্ সেই অক্রূরের অপরাধ অন্বেষণে কোন প্রয়োজন নাই" ॥ ৫৭॥ যদুবৃদ্ধ অন্ধকের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া, কেশব উগ্রসেন বলভদ্র প্রমুখ যাদবগণ কৃতাপরাধ-সহনরূপ অভয় প্রদান করিয়া শ্বফল্কপুত্র অক্রূরকে দ্বারকায় আনয়ন করিলেন। অক্রূর আগমন করিবামাত্রই সেই স্যমন্তক মণির অনুভাবে অনাবৃষ্টি মরক দুর্ভিক্ষ হিংস্রকজন্তু প্রভৃতির উপদ্রব শান্ত হইল। তখন কৃষ্ণ, চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'অক্রূর গান্দিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা অল্পমাত্র কারণ; এবংবিধ মরক দুর্ভিক্ষাদি উপদ্রবের প্রশমনকারীর হেতু, নিশ্চয়ই ইহা অপেক্ষা গুরুতর হইবে॥ ৫৮॥ সেই কারণে নিশ্চয়ই ইহার নিকটে সেই স্যমন্তকাখ্য মহামণি আছে; কারণ সেই মণির এই প্রকার প্রভাব সকল শুনা

গিয়াছে। আর এব্যক্তিও এক যজ্ঞের পর আর এক যজ্ঞ, আবার তাহা সমাপ্ত হইলে আর এক যজ্ঞ আরম্ভ করে; কিন্তু ইহার তাদৃশ ধনাদিও দেখা যায় না, সুতরাং সেই শ্রেষ্ঠমণি নিশ্চয়ই ইহার কাছে আছে। ভগবান্ এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া কোন প্রয়োজন উদ্দেশে নিজগৃহে সকল যাদবগণের এক সভা করিলেন। অনন্তর সকল যাদবগণ উপবেশন করিলে পূর্ব্ব-প্রয়োজন, সকলের নিকট উপন্যাসপূর্ব্বক সমাপ্ত করিয়া জনার্দ্দন, অক্রূরের সহিত প্রসঙ্গাধীন পরিহাস করতঃ তাঁহাকে কহিলেন যে, হে দানপতে! আমরা সকলেই ইহা জানি যে শতধন্বা অখিল জগতের সারভূত সেই স্যমন্তক রত্ন আপনার নিকট অর্পণ করিয়াছে, এইক্ষণে সেই রাজ্যোপকারক রত্ন আপনার নিকটে রহিয়াছে; থাকুক; তাহাতে কি ক্ষতি? বরঞ্চ আমরা সকলেই সেই রত্নের প্রসাদ ভোগ করিতেছি। কিন্তু বলভদ্র আশঙ্কা করিয়াছেন যে, ঐ রত্ন আমার নিকটে আছে, এ কারণে আপনি, আমাদের প্রীতির জন্য একবার তাঁহাকে সেই রত্নটী দেখান। ভগবান্ এই কথা বলিলে পর, নিজের কাছে সেইখানেই রত্ন থাকা প্রযুক্ত অক্রূর চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এস্থলে কি করা কর্ত্তব্য! যদি আমি মিথ্যা কথা বলি, তাহা হইলে ইহারা অন্বেষণপূর্ব্বক, কেবল বস্ত্র দ্বারা আবৃত এই রত্নকে দেখিতে পাইবে। অতএব, অন্বেষণ কখনই মঙ্গলের জন্য হইবে না। অক্রূর এই প্রকার চিন্তা করিয়া সেই সকল জগতের কারণভূত নারায়ণকে কহিলেন। হে ভগবন্! এই সেই স্যমন্তক মণি, শতধনুঃ ইহা আমাকে অর্পণ করিয়াছেন ॥৫৯।৬০॥ সেই শত-ধন্বার মৃত্যুর পর 'অদ্য বা কল্য আপনি আমার নিকট হইতে চাহিয়া লইবেন' এই ভাবিয়া অনেক কষ্টে এতকাল ইহাকে ধারণ করিয়াছিলাম। ইহার ধারণ-জনিত ক্লেশপ্রযুক্ত আমার মানস এতকাল উপভোগ সমূহে অসঙ্গী ছিল, এতকাল আমি অংশমাত্রও সুখ অনুভব করিতে পারি নাই ॥৬১ 'পাছে ভগবান্ মনে করেন যে, এই ব্যক্তি, রাজ্যের অশেষ উপকারী অথচ স্বল্পতার এ পদার্থটীও ধারণ করিতে সামর্থ্য হইল না' এই ভাবিয়া আমি নিজে বলি নাই॥ ৬২॥ এক্ষণে এই স্যমন্তক রত্ন আপনি গ্রহণ করুন এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই ইহা প্রদান করুন। অক্রূর এই কথা

বলিয়া স্বকীয় অধরবস্ত্রের দ্বারা সঙ্গোপিত অতি লঘু একটী সুবর্ণকৌটা বাহির করিলেন। ৬৩॥

অনন্তর অক্রূর,কৌটা হইতে সেই স্যমন্তকমণি বাহির করিয়া যদু সমাজের সম্মুখে পরিত্যাগ করিলেন, সেই মণি প্রক্ষিপ্ত হইবামাত্র স্বকীয় কান্তিদ্বারা অখিল সভাকে উদ্যোতিত করিল॥৬৪॥ অনন্তর অক্রূর কহিলেন,"যে স্যমন্তক মণি শতধন্বা আমাকে দিয়াছিল, এই সেই স্যমন্তক মণি ; এই মণিতে যাঁহার অধিকার আছে, তিনি গ্রহণ করুন।" তখন সেই মণি রত্ন অবলোকন করিয়া বিস্মিত-মানস সকল যাদবগণের মুখেই "সাধু সাধু" এই বাক্য শুনা যাইল। সেই মণি অবলোকন করিয়া বাসুদেব, 'ইহা আমার' এই বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন দেখিয়া বলভদ্রও তাহাতে সস্পৃহ হইলেন॥ ৬৫॥ ইহা 'আমারই পিতৃধন' এই ভাবিয়া সত্যভামাও তাহার প্রতি স্পৃহাবতী হইলেন। বলভদ্র ও সত্যভামার আনন অবলোকন করিয়া কৃষ্ণ আপনার প্রতি সংশয়িত হইলেন। ৬৫॥ অনন্তর ভগবান্, সকল যাদবগণের সমক্ষে অক্রূরকে কহিলেন, "আমার অপবাদ ক্ষালনদ্বারা আত্মশুদ্ধি প্রকাশ করিবার জন্য এই রত্ন, সকল যাদবগণের সমক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই রত্নে বলভদ্র ও আমার সমান অধিকার, আর ইহা সত্যভামার পিতৃধন; অন্য কাহারও ইহাতে অধিকার নাই। আমি ষোড়শ সহস্র স্ত্রী পরিগ্রহ করিয়াছি, সুতরাং ইহাকে ধারণ করিতে সমর্থ নহি। কারণ, সর্ব্বকালেই শুচি ও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অবলম্বন করিয়া ইহাকে ধারণ করিতে হয়, তাহা হইলেই রাজ্যের উপকার হয়। কিন্তু অশুচি হইয়া ইহাকে ধারণ করিলে ইহা ধারণকর্ত্তাকে বিনাশ করে। ৬৬—৬৯॥ এই কারণে সত্যভামাই বা ইহাকে কেমন করিয়া গ্রহণ করিবেন। আর্য্য বলভদ্রই বা কি প্রকারে মদিরা-পানাদি উপভোগ পরিত্যাগ করিবেন। এই জন্য হে দানপতে! অক্রূর! এই সকল যাদবগণ, বলভদ্র, সত্যভামা ও আমি, এই সকলে মিলিয়া আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনিই ইহাকে ধারণ করিতে সমর্থ। এই অখিল রাজ্যের উপকারক রত্নটী আপনারই ধন। অতএব আপনিই সকল রাজ্যের উপকারার্থে ইহাকে ধারণ করুন; আপনি ইহাতে অন্যথা বলিবেন না"। ভগবান্ এই বলিলে পর, দানপতি অক্রূর, "তাহাই

হইবে” এই বলিয়া ঐ মণিটী গ্রহণ করিলেন। তদবধি অক্রূর স্বীয় কণ্ঠে সংস্থিত সেই ভ্রাজমান মণির জ্যোতির্দ্বারা সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী হইয়া সকল সময়েই বিচরণ করিতে লাগিলেন॥ ১০॥ এই ভগবানে মিথ্যাপবাদ ক্ষালনবৃত্তান্ত যে ব্যক্তি শ্রবণ করিবে, তাহার কোন কালে অল্পমাত্রও মিথ্যাপবাদ হইবে না। তাহার ইন্দ্রিয় অব্যাহত থাকিবে, এবং সে, সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবে॥ ১১॥

ত্রয়োদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—অনমিত্রের শিনি নামে এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। শিনির পুত্র সত্যক, সত্যক-পুত্র সাত্যকি (যুযুধান), তৎপুত্র অসঙ্গ, তৎপুত্র তুণি, তৎপুত্র যুগন্ধর; এই ইঁহারাই শৈনেয় বলিয়া খ্যাত॥ ১॥ অনমিত্রের বংশে পৃশ্নি জন্ম গ্রহণ করেন; তাঁহার পুত্র শ্বফল্ক। এই শ্বফল্কের প্রভাব পূর্ব্বে বলিয়াছি। চিত্রকনামা, শ্বফল্কের এক কনিষ্ঠভ্রাতা ছিলেন। শ্বফল্কের ঔরসে গান্দিনীর গর্ভে অক্রূর জন্মগ্রহণ করেন। এবং শ্বফল্কের সুতারানাম্নী এক কন্যা হয় ও আরও কয়টী পুত্র হয়। তাহাদিগের নাম যথা—উপমদ্গু, মৃদর, বিশারি, মেজয়, গিরিক্ষত্র, উপক্ষত্র, শত্রুঘ্ন, বিমর্দ্দন, ধর্ম্মধৃক্, দৃষ্টশর্ম্ম, গন্ধমোজ,অবাহ ও প্রতিবাহ। অক্রূরের দুই পুত্র,দেববান্ ও উপদেব। চিত্রকেরও পৃথু-বিপৃথুপ্রমুখ বহুপুত্র হইয়াছিল॥ ২॥ অন্ধকের চারিটী পুত্র; তাঁহাদের নাম—কুকুর, ভজমান, শুচিকম্বল ও বর্হিষ॥ ৩॥ কুকুরের পুত্র ধৃষ্ট, তৎপুত্র কপোতরোমা, তৎপুত্র বিলোমা, তৎপুত্র ভবনামক, ইনি তুম্বুরু-সখা; ইঁহার আর এক নাম চন্দনোদকদুন্দুভি। ভবের পুত্র অভিজিৎ, তৎপুত্র পুনর্ব্বসু; পুনর্ব্বসুর আহুক নামে এক পুত্র ও আহুকীনাম্নী এক কন্যা হয়॥৪॥ দেবক ও উগ্রসেন নামে আহুকের দুইপুত্র; দেবকের চারি পুত্র—দেববান্, উপদেব, সুদেব ও দেবরক্ষিত নামা। এই চারিপুত্রের সাতটী ভগিনী; তাহাদের নাম—বৃকদেবা,উপদেবা, দেবরক্ষিতা, শ্রীদেবা,শান্তিদেবা, সহদেবা ও দেবকী। বসুদেব এই সাতটী কন্যাকেই বিবাহ করেন। উগ্র-

সেনের পুত্রগণের নাম—কংস, ন্যগ্রোধ, সুনাম, কঙ্ক, শঙ্কু, স্বভূমি, রাষ্ট্রপাল, যুদ্ধমুষ্টি ও তুষ্টিমান্। কন্যাগণের নাম—কংসা, কংসবতী, সুতনু, রাষ্ট্রপালী ও কঙ্কী॥ ৫॥ ভজমানের বিদূরথ নামে এক পুত্র হয়। তৎপুত্র শূর, তৎপুত্র শমী, তৎপুত্র প্রতিক্ষত্র, তৎপুত্র স্বয়ম্ভোজ, তৎপুত্র হৃদিক॥ ৬॥ তৎপুত্র কৃতবর্ম্মা, তৎপুত্র শতধনুঃ ও দেবমাঢ়ুষাদি॥ ৭॥ দেবমাঢ়ুষের শূর-নামা এক পুত্র হয়। এই শূরের মারিষানাম্নী এক পত্নী ছিলেন। শূর, সেই পত্নীর গর্ভে বসুদেব আদি করিয়া দশ পুত্র উৎপাদন করেন। বসুদেব জন্মিবামাত্র, অব্যাহত দৃষ্টিদ্বারা ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা দেবগণ "ইহার গৃহে ভগবদংশ অবতীর্ণ হইবেন" এই বলিয়া আনক ও দুন্দুভি বাদ্য করিয়াছিলেন॥ ৮—৯॥ এই কারণে সেই সময়েই তাঁহার আনকদুন্দুভি নাম হইল। বসুদেবের নয় জন ভ্রাতা ও পাঁচটী ভগিনী ছিলেন। তাঁহাদের নাম—দেবভাগ, দেবশ্রবাঃ, অনাধৃষ্ট, করুন্ধক, বৎসবালক, সৃঞ্জয়, শ্যাম, শমীক ও গণ্ডূষ (এই নয় জন ভ্রাতা); পৃথা, শ্রুতদেবা, শ্রুতকীর্ত্তি শ্রুতশ্রবা ও রাজাধিদেবী। বসুদেবের পিতা শূরের, কুন্তিভোজ নামে এক সখা ছিলেন। এই কুন্তিভোজ অপুত্র, এই জন্য শূর তাঁহাকে বিধানানুসারে স্বীয় কন্যা পৃথা সমর্পণ করেন। এই পৃথাকে পাণ্ডু বিবাহ করেন। এবং এই পৃথার গর্ভে ধর্ম্ম, বায়ু ও ইন্দ্র, যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন নামে তিন পুত্র উৎপাদন করেন এবং বিবাহের পূর্ব্বেই ভগবান্ সূর্য্য, পৃথার গর্ভে কর্ণনামক এক কানীন * পুত্র উৎপাদন করেন॥ ১০॥ পৃথার মাদ্রীনাম্নী এক সপত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ও দুই পুত্র উৎপাদন করেন; তাঁহাদের নাম, নকুল ও সহদেব। কারূষবৃদ্ধশর্ম্মা, শ্রুতদেবাকে বিবাহ করেন, তাঁহারই গর্ভে দন্তবক্রনামা মহাসুর জন্ম গ্রহণ করে। কৈকেয়রাজ শ্রুতকীর্ত্তিকে বিবাহ করেন; শ্রুতকীর্ত্তির গর্ভে সন্তর্দ্দন প্রভৃতি পাঁচজন কৈকেয়াখ্যা পুত্র হয়। অবন্তিরাজ রাজাধিদেবীকে বিবাহ করেন; [illegible] গর্ভে দুই সন্তান [illegible], তাঁহাদের নাম যথা—বিন্দ ও অনুবিন্দ॥ ১১॥ চেদিরাজ দমঘোষ শ্রুত-শ্রবাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার গর্ভে শিশুপালনামক এক পুত্রোৎপাদন

---

* অবিবাহিতা কন্যার গর্ভে উৎপন্ন পুত্রের নাম কানীন।

করেন। সেই শিশুপালই পূর্ব্বজন্মে অনাচার-বিক্রম-সম্পন্ন দৈত্যাদিপুরুষ হিরণ্যকশিপু ছিল ॥ ১২ ॥ এই হিরণ্যকশিপু, সকললোক-গুরু ভগবান্ বিষ্ণু কর্তৃক ঘাতিত হয় এবং পরে পুনর্ব্বার অনিবারিত-বীর্য্য-শৌর্য্য-সম্পৎ সকল-ত্রৈলোক্যেশ্বর-প্রতাপের আক্রমণকারী দশাননরূপে জন্মগ্রহণ করে ॥১৩ অনন্তর, বহুকাল পর্য্যন্ত ঐ রাবণ নানাপ্রকার উপভোগ করিল এবং ভগবানের হস্তেই নিধনরূপ পুণ্যের বলে পুনর্ব্বার রামরূপী ভগবান্ কর্তৃক ঘাতিত হইল; এবং মরণান্তে দমঘোষপুত্র শিশুপালরূপে জন্মগ্রহণ করিল ॥১৪ এই শিশুপাল-জন্মেও ভূমিভারহরণের জন্য অংশরূপে অবতীর্ণ ভগবান্ পুণ্ডরীক-নয়নের দ্বেষানুবন্ধ করিতে লাগিল। অনন্তর ভগবান্ তাহাকে নিধন করিলে সে, সেই পরমাত্মভূত ভগবানের প্রতি মনের একাগ্রতা-প্রযুক্ত সাযুজ্য (মুক্তি) প্রাপ্ত হইল ॥ ১৫ ॥ ভগবান্ প্রসন্ন হইলে যেমন অভিলষিত বস্তু দান করেন, সেইরূপ অপ্রসন্ন হইয়া বিনাশ করিলেও দিব্য ও অনুপম স্থান প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন,—আপনি সকল ধর্ম্মজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠ, আমি কৌতূহল-পরবশ হইয়া একটি বিষয় শুনিবার জন্য আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি তাহা আমার নিকট বলুন। সেই বিষয়টী এই যে, এই শিশুপাল পূর্ব্বে হিরণ্যকশিপু ও রাবণজন্মে ভগবান্ কর্তৃক নিহত হইয়া নানাপ্রকার অমরদুর্লভ ভোগসমূহ লাভ করিয়াছিল; কিন্তু ভগবান্ কর্তৃক নিহত হইয়া সেই সেই জন্মেইবা কি কারণে সেই ভগবানে লয় প্রাপ্ত হয় নাই; আর শিশু-পালজন্মেই বা তৎকর্তৃক নিহত হইয়া, কেনই বা সেই সনাতন ভগবানে লয় (সাযুজ্য মুক্তি) প্রাপ্ত হইল? ॥ ১ ॥

পরাশর কহিলেন,—পূর্ব্বকালে দৈত্যেশ্বরের বধের জন্য অখিল লোকের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশকারী ভগবান্ পূর্ব্বতনু-গ্রহণকালে নৃসিংহরূপই প্রকটিত করেন। সেই সময় 'এই নৃসিংহই বিষ্ণু' এই প্রকার চিন্তা হিরণ্য-

কশিপুর হৃদয়ে উদিত হয় নাই॥ ২॥ 'কিন্তু ইহা নিরতিশয়-পুণ্য-সমূহ-সম্ভূত প্রাণী' এই প্রকার রজোগুণ প্রেরণায় একাগ্রমতি হইয়া মরণকালে তাদৃশ ভাবনা করিয়াছিল বলিয়া, ভগবান্ হইতে মরণ-লাভ-জনিত, অখিল-ত্রৈলোক্য-মধ্যে আধিক্যধারিণী অতিশয় ভোগ-সম্পত্তি রাবণজন্মে প্রাপ্ত হইয়াছিল॥ ৩॥ এই কারণেই হিরণ্যকশিপুর সেই আদি ও অন্তরহিত পরব্রহ্মভূত ভগবানে মন লীন হয় নাই॥ ৪॥ অনন্তর দশাননজন্মেও চিত্তের কামপরাধীনত্ব প্রযুক্ত জানকীর প্রতি আসক্তচিত্ত রাবণের দাশরথি-রূপধারী ভগবানের দর্শন মাত্রই হইয়াছিল; কিন্তু সেই রামচন্দ্রই যে স্বয়ং অচ্যুত, এ কথা মনে উদিত হয় নাই। সুতরাং বিপন্ন অন্তঃকরণে কেবল তাঁহার প্রতি মানুষ বুদ্ধিই হইয়াছিল॥ ৫॥ পরে পুনর্ব্বার নারায়ণের হস্তে নিধনের ফলস্বরূপ অখিল ভূমণ্ডলে শ্লাঘ্য চেদিরাজকুলে শিশুপালরূপে জন্মগ্রহণ করতঃ অব্যাহত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইল॥ ৬॥ এই শিশুপাল-জন্মে এমন বহুতর কারণ ছিল, যাহাতে প্রায়ই ভগবানের নাম স্মরণ করিতে হইত। অনেক জন্ম হইতেই ভগবানের প্রতি চিত্তের দ্বেষানুবন্ধিত্ব প্রযুক্ত সন্তাড়নাদিতে নিন্দাচ্ছলে শিশুপাল, অচ্যুতের অনেক নামের প্রায়ই উচ্চারণ করিত॥ ৭॥ তখন বহুকালের শত্রুতানিবন্ধন শিশুপালের চিত্ত হইতে ভ্রমণ, ভোজন, স্নান, আসন ও শয়নাদি অবস্থা সমূহেও ভগবানের রূপ অপসৃত হইত না। সে রূপ, প্রফুল্লপদ্মদল-সদৃশ অমলনেত্রধারী, অত্যুজ্জ্বলপীতবস্ত্রধারী, অমল কেয়ূর কিরীট ও কটকের দ্বারা উপশোভিত, উদার পীবর চতুর্ব্বাহু দ্বারা শঙ্খ, চক্র, গদা ও অসি-ধর॥৮॥ অনন্তর শিশুপাল, আক্ষেপকালেও ভগবানের নাম উচ্চারণ করতঃ তাঁহারই চিন্তা করিতে লাগিল। এবং সকল সময়েই দেখিতে লাগিল যেন, স্বীয় বধের জন্য ভগবান্ চক্র ক্ষেপণ করিয়াছেন এবং সেই চক্রের তেজোরাশিতে উজ্জ্বল পরমব্রহ্ম-স্বরূপ অপগত-রাগদ্বেষাদি-দোষ ভগবান্ অক্ষয়-তেজঃস্বরূপে বিরাজ করিতেছেন॥ ৯॥

শিশুপালের এই প্রকার মানসিক ভাবের সময় ভগবান্ চক্রক্ষেপ করিয়া তাহাকে বিনাশ করিলেন। এই কারণে ভগবান্ কর্তৃক নিহত শিশুপাল, অখিল পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া সেই ভগবানেই লয় প্রাপ্ত হইল। এই

আমি তোমার নিকট সকল বিষয় বলিলাম। দ্বেষের সহিত যদি ভগবানের নাম-স্মরণাদি করা যায়, তাহা হইলেও তিনি অখিল-সুরাসুরাদি-দুর্লভ ফল প্রদান করেন; ভক্তির সহিত স্মরণাদি করিলে ত কথাই নাই॥ ১০॥ আনকদুন্দুভি বসুদেবের পৌরবী, রোহিণী, মদিরা, ভদ্রা ও দেবকী আদি বহু পত্নী ছিল॥ ১১॥ আনকদুন্দুভি, রোহিণীর গর্ভে বলভদ্র, শারণ, শঠ ও দুর্ম্মদ প্রভৃতি বহু সন্তান উৎপাদন করেন। বলভদ্রও রেবতীর গর্ভে নিশঠ ও উল্মুক নামে পুত্রদ্বয় উৎপাদন করেন। মাষ্টি, মার্ষ্টিমৎ, শিশি, শিশু, ও সত্যধৃতি-প্রমুখ, শারণের বহুসন্তান হয়। ভদ্রাশ্ব, ভদ্রবাহু, দুর্ম্মদ ও ভূত-প্রমুখগণ রোহিণীর কুলজাত॥ ১২॥ নন্দ, উপনন্দ ও কৃতক প্রভৃতি মদিরার পুত্র। উপানিধি ও গদ প্রভৃতি ভদ্রার পুত্র। আনকদুন্দুভি, বৈশালীর গর্ভে কৌশিক নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। দেবকীর গর্ভেও কীর্ত্তিমান্, সুষেণ, উদাপি, ভদ্রসেন, ঋজুদাস ও ভদ্রদেহ নামে ছয়টী পুত্র হয়॥ ১৩॥ ঐ ছয় জন পুত্রকেই কংস বিনাশ করিয়াছিল। অনন্তর, সপ্তমবার গর্ভ হইলে, অর্দ্ধরাত্রে ভগবৎপ্রহিতা যোগনিদ্রা দেবকীর গর্ভ হইতে আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর জঠরে সন্তান লইয়া যান॥ ১৪॥ বলভদ্র গর্ভাবস্থান কালে আকৃষ্ট হন বলিয়া তাঁহার সঙ্কর্ষণ নাম হয়॥ ১৫॥ অনন্তর নিখিল-জগৎ-স্বরূপ মহাবৃক্ষের মূলভূত, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালের সকল সুরাসুর ও মুনিগণের মনেরও অগোচর, আদি ও মধ্য রহিত ভগবান্ বাসুদেব, অবনিভার-হরণার্থে ব্রহ্মা ও অনলপ্রমুখ দেবগণকর্ত্তৃক প্রণাম সহকারে প্রসাদিত হইয়া দেবকীর গর্ভে অবতীর্ণ হইলেন॥ ১৬॥ ভগবানের অনুগ্রহে বাদ্ধতমান-মহিমা যোগনিদ্রাও নন্দগোপপত্নী যশোদার গর্ভে অধিষ্ঠান করেন॥ ১৭॥ পুণ্ডরীকনয়ন ভগবান্ জন্মগ্রহণ করিলে এই জগতের অনর্থ নষ্ট হইল, আদিত্য ও চন্দ্রাদি গ্রহ সুপ্রসন্ন হইল, হিংস্র জন্তু প্রভৃতির ভয় দূরে গেল ও অখিল লোক সুস্থ-মানস হইল॥ ১৮॥ ভগবান্ জন্মগ্রহণ করিয়া এই জগৎকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিলেন। এই মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ ভগবানের ষোড়শ সহস্র ও একশত পত্নী হয়। তাঁহাদের মধ্যে রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী ও জালহাসিনী প্রভৃতি আটটী স্ত্রী প্রধানা। অনাদিমধ্য-রহিত অখিল-মূর্ত্তি ভগবান্, সেই সকল পত্নীর গর্ভে

আট অযুত ও আট লক্ষ পুত্র উৎপাদন করেন॥ ১৯॥ সেই সকল পুত্রগণের মধ্যে প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ ও সাম্ব আদি ত্রয়োদশ পুত্রই প্রধান। প্রদ্যুম্ন, রুক্মীর ককুদ্বতী নামে এক কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে অনিরুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। অনিরুদ্ধও রুক্মীর পৌত্রী সুভদ্রাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে অনিরুদ্ধের বজ্র নামে এক পুত্র হয়। বজ্রের পুত্র প্রতিবাহু, তৎপুত্র সুচারু। এই প্রকারে অনেক-শত-সহস্র-পুরুষ-সমূহ-শোভিত যদুকুলের পুরুষ-সংখ্যা একশত বর্ষেও জ্ঞাত হইতে পারা যায় না। এই শ্লোকদ্বয়ই এখানে যথেষ্ট॥ ২০॥ যথা—"যদুকুমারগণের চাপশিক্ষা প্রদান করিবার জন্য তিন কোটী অষ্টাশীতি শত সহস্র সংখ্যক গৃহাচার্য্যগণ সর্ব্বদা রত থাকিতেন॥ ২১॥ মহাত্মা যাদবগণের এবম্প্রকারে গণনা করিতে কে সক্ষম হইবে? এই যাদবগণের সংখ্যা লক্ষ অযুত ও শতাধিক অযুত হইবে"॥ ২২॥ যে সকল মহাবল দৈত্যগণ দেবাসুর-সংগ্রামে নিহত হন, তাঁহারাই জনসমূহের উপদ্রব করণার্থে মনুষ্যলোকে যদুবংশে উৎপন্ন হন॥ ২৩॥ হে বিপ্র! তাঁহাদেরই উৎসাদন করিবার জন্য ভগবান্ দেব বাসুদেব যদুকুলে অবতীর্ণ হন এই যদু হইতে একাধিক শত কুল উৎপন্ন হয়। সেই যাদবগণের কার্য্যাকার্য্য-নিয়ম ও পালনে বিষ্ণুই প্রভু ছিলেন। সকল যাদবগণই তাঁহার নির্দেশে অবস্থিতি করিতেন॥ ২৪—২৫॥ যে মনুষ্য, বৃষ্ণি-বীরগণের বংশের কথা সর্ব্বদা শ্রবণ করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ করতঃ বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন॥ ২৬॥

পঞ্চদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ষোড়শ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—এই যদুবংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তোমার নিকট বলিলাম। এক্ষণে তুর্ব্বসুর বংশ শ্রবণ কর॥ ১॥ তুর্ব্বসুর পুত্র বহ্নি, তৎপুত্র গোভানু, তৎপুত্র ত্রৈশানু, তৎপুত্র করন্ধম, তৎপুত্র মরুত্ত; এই মরুত্ত অনপত্য হন, এই কারণে তিনি পুরুবংশীয় দুষ্মন্তকে পুত্ররূপে কল্পিত করেন,

এই প্রকারে যযাতি-শাপপ্রভাবে তুর্ব্বসুর বংশ পৌরববংশকে আশ্রয় করিয়াছিল॥ ২॥

ষোড়শ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

সপ্তদশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—ক্রুহ্যুর পুত্র বভ্রু॥ ১॥ বভ্রুর পুত্র সেতু, সেতুর পুত্র আরদ্বান্, তৎপুত্র গান্ধার, তৎপুত্র ধর্ম্ম, ধর্ম্মের পুত্র ধৃত, ধৃতের পুত্র দুর্গম তৎপুত্র প্রচেতাঃ, প্রচেতার একশত পুত্র উদীচ্যাদি ম্লেচ্ছগণের আধিপত্য করিতে প্রবৃত্ত হয়॥ ২॥

সপ্তদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—যযাতির চতুর্থ পুত্র অনুর তিনটী পুত্র হয়। তাঁহাদের নাম—সভানর, চাক্ষুষ ও পরমেক্ষু। সভানরের পুত্র কালানর, কালানরের পুত্র সৃঞ্জয়, সৃঞ্জয়ের পুত্র পুরঞ্জয়, তৎপুত্র জনমেজয়, তৎপুত্র মহামণি, তৎপুত্র মহামনাঃ। মহামনার উশীনর ও তিতিক্ষু নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হয়, উশীনরেরও পাঁচটী পুত্র হয়। তাঁহাদের নাম—শিবি, নৃগ, নর, কৃমি ও ধর্ম্ম। শিবির চারিজন পুত্র হয়। তাঁহাদের নাম—বৃষদর্ভ, সুবীর, কৈকেয় ও মদ্রক। তিতিক্ষুর পুত্র উষদ্রথ, তৎপুত্র হেম, হেমের পুত্র সুতপাঃ, তৎপুত্র বলি; এই বলির ক্ষেত্রে দীর্ঘতমা নামক ঋষি অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র নামে পাঁচ জন বালেয় ক্ষত্রিয় উৎপন্ন করেন॥ ১॥ এই বলির সন্ততিগণের নামানুসারে পাঁচটী দেশের নামও অঙ্গ বঙ্গ প্রভৃতি হইয়াছে॥ ২॥ অঙ্গের পুত্র পার, তৎপুত্র দিবিরথ, তৎপুত্র ধর্ম্মরথ, তৎপুত্র চিত্ররথ; এই চিত্ররথের পুত্র দশরথ, এই দশরথের আর একটী নাম রোমপাদ। এই রোমপাদের

প্রদান করেন ॥ ৩ ॥ রোমপাদের পুত্র চতুরঙ্গ, তৎপুত্র পৃথুলাক্ষ, তৎপুত্র চম্প; ইনি চম্পানাম্নী নগরী প্রতিষ্ঠা করেন ॥ ৪ ॥ চম্পের পুত্র হর্য্যঙ্গ, তৎপুত্র ভদ্ররথ, বৃহদ্রথ ও বৃহৎকর্ম্মা। বৃহৎকর্ম্মার পুত্র বৃহদ্ভানু, তৎপুত্র বৃহন্মনাঃ, তৎপুত্র জয়দ্রথ। জয়দ্রথ, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সঙ্কর হইতে উৎপন্ন পত্নীর গর্ভে বিজয় নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন ॥ ৫ ॥ বিজয়, ধৃতি নামে এক পুত্র লাভ করেন। ধৃতির পুত্র ধৃতব্রত, ধৃতব্রতের পুত্র সত্যকর্ম্মা, সত্যকর্ম্মার পুত্র অধিরথ। এই অধিরথই পৃথার পরিত্যক্ত কর্ণ নামে পুত্রকে কাষ্ঠপিঞ্জর মধ্যে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৬ ॥ কর্ণের পুত্র বৃষসেন। ইহাঁরাই অঙ্গ বলিয়া কীর্ত্তিত ॥ ৭ ॥ অনন্তর পুরুর বংশ বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৮ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—পুরুর পুত্র জনমেজয়, তৎপুত্র প্রচিন্বান্, তৎপুত্র প্রবীর, তৎপুত্র মনস্যু। মনস্যুর পুত্র অভয়দ, তৎপুত্র সুদ্যুম্ন, তৎপুত্র বহুগব, তৎপুত্র সম্পাতি, তৎপুত্র অহম্পাতি, তৎপুত্র রৌদ্রাশ্ব। রৌদ্রাশ্বের দশজন পুত্র, তাঁহাদের নাম—ঋতেয়ু, কৃতেয়ু, কক্ষেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, ধৃতেয়ু, জলেয়ু, স্থলেয়ু, সন্ততেয়ু, ধনেয়ু ও বনেয়ু ॥ ১ ॥

ঋতেয়ুর রন্তিনার নামে এক পুত্র হয়। রন্তিনার, তংসু অপ্রতিরথ ও ধ্রুব নামে তিনটী পুত্র লাভ করেন। অপ্রতিরথের পুত্র কণ্ব, তৎপুত্র মেধাতিথি; এই মেধাতিথি হইতেই কাণ্বায়ণ নামে দ্বিজগণ উৎপন্ন হন। তংসুর পুত্র ঐনিল, ঐনিলের দুষ্মন্ত প্রভৃতি চারিজন পুত্র হয়। দুষ্মন্তের পুত্র ভরত চক্রবর্ত্তী রাজা হন। ইঁহার ভরত নাম হইবার কারণস্বরূপ একটী শ্লোক দেবগণ গান করিয়া থাকেন; যথা—"মাতা কেবল চর্ম্মময় পাত্রের তুল্য, পুত্রের প্রতি পিতারই অধিকার; পুত্র যাহার ঔরস-জাত, তাহারই স্বরূপ। হে দুষ্মন্ত! তুমি পুত্রের ভরণ কর; শকুন্তলার অবমান করিও না। হে নরদেব। ঔরস-জাত পুত্র, পিতাকে যমগৃহ হইতে উদ্ধার করে। তুমিই এই পুত্রের আধাতা, শকুন্তলা একথা সত্যই বলিয়াছেন" ॥ ২।৩॥ ভরতের পত্নীগণের গর্ভে যে

নয়টী পুত্র হয়, "ইহারা আমার অনুরূপ নহে" ভরত এই কথা বলায় ঐ পুত্রের জননীগণ, 'পাছে রাজা আমাদের পরিত্যাগ করেন' এই ভয়ে সেই পুত্রগণকে বিনাশ করেন ॥ ৪ ॥ অনন্তর ভরতের পুত্র-জন্মের বৈফল্য হইলে পর, তিনি 'মরুৎস্তোম' নামে যজ্ঞ আরম্ভ করেন। সেই সময় মরুদ্গণ তাঁহাকে ভরদ্বাজ নামে এক পুত্র প্রদান করিলেন। এই ভরদ্বাজ, দীর্ঘতমার পদতল-প্রহারক্ষিপ্ত বৃহস্পতি-বীর্য্যে উতথ্যপত্নী মমতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ॥৫॥ এই ভরদ্বাজেরও নামকারণ একটি শ্লোক পঠিত হয় ॥৬॥ যথা—"এই ভরদ্বাজের জন্মের পর বৃহস্পতি মমতাকে কহিলেন, হে মূঢ়ে! মমতে! এই পুত্র আমাদের দুইজন হইতেই উৎপন্ন, তুমি ইহাকে ভরণ কর। তখন মমতা কহিলেন, হে বৃহস্পতে! এই পুত্র আমাদের দুইজন হইতে উৎপন্ন, অতএব তুমি ইহাকে ভরণ কর। পরস্পর এইরূপ বলিয়া পিতা ও মাতা প্রস্থান করেন বলিয়া এই পুত্রের নাম ভরদ্বাজ হইল" ॥ ৭ ॥ ভরতের পুত্রজন্ম বিতথ (ব্যর্থ) হওয়া প্রযুক্ত মরুদ্গণ এই ভরদ্বাজকে পুত্রস্বরূপে প্রদান করেন বলিয়া এই ভরদ্বাজের একটি নাম হইল, "বিতথ" ॥ ৮ ॥ বিতথের ভবমন্যু নামে একপুত্র হয়, ভবমন্যুর বৃহৎক্ষত্র, মহাবীর্য্য, নর ও গর্গাদি অনেক পুত্র হয়। নরের পুত্র সংকৃতি। সংকৃতির দুই পুত্র; রুচিরধী ও রন্তিদেব। গর্গের পুত্র শিনি, এই শিনি হইতেই গার্গ্য ও শৈন্য নামে কীর্ত্তিত ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ॥ ৯ ॥

মহাবীর্য্যের উরুক্ষয় নামে এক পুত্র হয়। এই উরুক্ষয়ের ত্র্যারুণ, পুষ্করিণ্য ও কপিল নামে তিনজন পুত্র হন; এবং এই তিন পুত্রই পরে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। বৃহৎক্ষত্রের পুত্র সুহোত্র, সুহোত্রের পুত্র হস্তী। এই হস্তীই, হস্তিনা নামে পুরী নির্ম্মাণ করেন। হস্তীর তিন পুত্র; অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ়। অজমীঢ়ের পুত্র কণ্ব, কণ্বের পুত্র মেধাতিথি; এই মেধাতিথি হইতেই কাণ্বায়ন দ্বিজগণ উৎপন্ন হন ॥ ১০ ॥ অজমীঢ়ের আর এক পুত্রের নাম বৃহদিষু; বৃহদিষুর পুত্র বৃহদ্ধনু, তৎপুত্র বৃহৎকর্ম্মা, তৎপুত্র জয়দ্রথ; তৎপুত্র বিশ্বজিৎ, তৎপুত্র সেনজিৎ। রুচিরাশ্ব, কাশ্য, দৃঢ়ধনুঃ ও বৎসহনু নামে সেনজিতের চারি জন পুত্র হয়। রুচিরাশ্বের পুত্র পৃথুসেন, তৎপুত্র পার, পারের পুত্র নীপ। নীপের একশত পুত্র; তাহাদের মধ্যে কাম্পি-

ন্যাধিপতি সমরই শ্রেষ্ঠ।১১। সমরের তিন পুত্র; পার, সম্পার ও সদশ্ব। পারের পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র সুকৃতি, সুকৃতির পুত্র বিভ্রাজ, তৎপুত্র অনুহ; এই অনুহ শুককন্যা কীর্ত্তিকে বিবাহ করেন। ১২। অনুহের পুত্র ব্রহ্মদত্ত, তৎপুত্র বিষক্সেন, তৎপুত্র উদকসেন, তৎপুত্র ভল্লাট, তৎপুত্র দ্বিমীঢ়, দ্বিমীঢ়ের পুত্র যবীনর, তৎপুত্র ধৃতিমান্, তৎপুত্র সত্যধৃতি, তৎপুত্র দৃঢ়নেমি, তৎপুত্র সুপার্শ্ব, তৎপুত্র সুমতি, তৎপুত্র সন্নতিমান্, সন্নতিমানের পুত্র কৃত। এই কৃতকে হিরণ্যনাভ, যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করান। এবং এই কৃত, প্রাচ্য সামগগণের চতুর্ব্বিংশতি সংহিতা প্রণয়ন করেন॥ ১৩ কৃতের পুত্র উগ্রায়ুধ; এই উগ্রায়ুধ অনেক নৃপবংশীয় ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করেন॥ ১৪॥ উগ্রায়ুধের পুত্র ক্ষেম্য, তৎপুত্র সুবীর, তৎপুত্র নৃপঞ্জয়, তৎপুত্র বহুরথ। এই ইঁহারাই পুরুবংশীয় নৃপতি। অজমীঢ়ের নীলিনী নামে এক পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে নীলনামা এক পুত্র জন্মে। নীলের পুত্র শান্তি, শান্তির পুত্র সুশান্তি, সুশান্তির পুত্র পুরুজানু, তৎপুত্র চক্ষু, তৎপুত্র হর্য্যশ্ব; হর্য্যশ্বের পাঁচ জন পুত্র—মুদ্গল, সৃঞ্জয়, বৃহদিষু, প্রবীর ও কাম্পিল্য। পিতা ঐ পুত্রগণের উদ্দেশে 'এই আমার পুত্রগণই আমার অধীন পাঁচটী দেশ রক্ষা করিতে সমর্থ' এই কথা বলায় উহাঁদের নাম 'পাঞ্চাল' হয়॥ ১৫॥ মুদ্গল হইতেই জাত ক্ষত্রিয়গণ কোন কারণে ব্রাহ্মণত্ব জাত করতঃ মৌদ্গল্য নামে অভিহিত হন। মুদ্গলের পুত্র বৃহদশ্ব, বৃহদশ্বের দিবোদাস নামে পুত্র ও অহল্যা নামে এক কন্যা হয়। অহল্যার গর্ভে গৌতমের ঔরসে শতানন্দ নামে এক পুত্র হয়। শতানন্দের পুত্র সত্যধৃতি; এই সত্যধৃতি ধনুর্ব্বেদের পারদর্শী ছিলেন। একদিবস, অপ্সরঃশ্রেষ্ঠা উর্ব্বশীকে দেখিয়া সত্যধৃতির রেতঃ স্খলিত হইয়া শরগুচ্ছে পতিত হইল॥ ১৬॥ অনন্তর ঐ রেতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া একটি পুত্র ও একটী কন্যাতে পরিণত হইল। এই সময় রাজা শান্তনু মৃগয়ার্থে আগমন করেন। তিনি সেই পুত্র ও কন্যাকে দেখিয়া কৃপাপূর্ব্বক ঐ দুইটীকে গ্রহণ করিলেন॥ ১৭। অনন্তর, সেই কুমারের নাম হইল কৃপ, আর ঐ কন্যার নাম কৃপী। এই কৃপী অশ্বত্থামার জননী এবং দ্রোণপত্নী। দিবোদাসের পুত্র মিত্রয়ু, মিত্রয়ুর পুত্র রাজা চ্যবন, চ্যবনের পুত্র সুদাস, সুদাসের

পুত্র সহদেব, তৎপুত্র সোমক, সোমকের একশত পুত্রের মধ্যে জন্তু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং এই এক শত পুত্রের মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র পৃষত। পৃষতের পুত্র দ্রুপদ, তৎপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, তৎপুত্র ধৃষ্টকেতু। অজমীঢ়ের ঋক্ষ নামে আর একটি পুত্র ছিল। ঋক্ষের পুত্র সংবরণ, সংবরণের পুত্র কুরু; এই কুরুই ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র স্থাপন করেন। ১৮॥ সুধনুঃ, জহ্নু ও পরিক্ষিৎপ্রমুখ কুরুর অনেক পুত্র হয়। সুধনুর পুত্র সুহোত্র, তৎপুত্র চ্যবন, চ্যবনের পুত্র কৃতক, তৎপুত্র উপরিচর বসু, বসুর সাত জন পুত্র হয়; তন্মধ্যে বৃহদ্রথ, প্রত্যগ্র, কুশাম্ব, মাবেল্ল ও মৎস্যই শ্রেষ্ঠ। বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র, তৎপুত্র ঋষভ, তৎপুত্র পুষ্পবান্, তৎপুত্র সত্যধৃত, তৎপুত্র সুধন্বা, তৎপুত্র জন্তু। বৃহদ্রথের আর একটি পুত্র হয়। এপুত্র জন্মকালে দুই খণ্ডে বিভক্ত থাকে। পরে জরা নামে এক রাক্ষসী ঐ দুই খণ্ডকে একত্রিত করায় ঐ পুত্রের নাম জরাসন্ধ হয়। তৎপুত্র সহদেব, তৎপুত্র সোমাপি, তৎপুত্র শ্রুতশ্রবাঃ। ইহাঁরাই মাগধ নরপতি। ১৯।

ঊনবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

বিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—পরিক্ষিতের চারি পুত্র; জন্মেজয়, শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন। ১। জহ্নুর সুরথ নামে এক পুত্র হয়। ২। তৎপুত্র বিদূরথ, বিদূরথের পুত্র সার্ব্বভৌম, সার্ব্বভৌমের পুত্র জয়সেন, তৎপুত্র আরাবী, তৎপুত্র অযুতায়ু, অযুতায়ুর পুত্র অক্রোধন, তৎপুত্র দেবাতিথি, তৎপুত্র ঋক্ষ। এই ঋক্ষ, অজমীঢ়ের পুত্র ঋক্ষ হইতে স্বতন্ত্র। ৩। ঋক্ষের পুত্র ভীমসেন, তৎপুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র প্রতীপ। প্রতীপের তিন পুত্র; দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লীক। দেবাপি বাল্যকালেই অরণ্যে প্রবেশ করেন। ৪। শান্তনু রাজা হন। পৃথিবীতে এই শান্তনুসম্বন্ধে একটি শ্লোক গীত হয়; যথা—"রাজা শান্তনু, স্বীয় হস্তদ্বয় দ্বারা বৃদ্ধকে স্পর্শ করিলে বৃদ্ধও যৌবন লাভ করিত এবং তাঁহার স্পর্শে জীবগণ অত্যুত্তম শান্তি লাভ করিত; এই জন্যই ইঁহার নাম শান্তনু হয়"। ৫। সেই শান্তনুর রাজ্যে দ্বাদশ বৎসর বৃষ্টি হয় নাই। ৬। অনন্তর, রাজা শান্তনু অশেষরাষ্ট্রের

বিনাশ হইতেছে দেখিয়া ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, " হে দ্বিজগণ! আমার রাজ্যে বৃষ্টি হইতেছে না কেন? আমি কি অপরাধ করিয়াছি?" তখন ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, " এই পৃথিবী আপনার অগ্রজের, অথচ আপনি ইহার ভোগ করিতেছেন; সুতরাং আপনি পরিবেত্তা, এই দোষেই অনাবৃষ্টি হইয়াছে।" অনন্তর, "আমার কি কর্ত্তব্য" পুনর্ব্বার এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, "আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবাপি যত দিন পর্য্যন্ত পাতিত্য-জনক কোন দোষাচরণ না করেন, তত দিন এই রাজ্য তাঁহারই প্রাপ্য; সুতরাং তাঁহার প্রাপ্য রাজ্য তাঁহাকে প্রদান করুন। ইহাতে আপনার প্রয়োজন কি? ব্রাহ্মণগণ এই কথা বলিলে পর শান্তনুর মন্ত্রী অশ্মসারী, বনমধ্যে স্থিত দেবাপির নিকট বেদবাদ-বিরোধ-বক্তৃগণকে প্রেরণ করিলেন ॥ ৭ ॥ সেই বেদবাদবিরুদ্ধবক্তৃগণও অতি সরলমতি রাজপুত্র দেবাপির বুদ্ধিকে বেদবিরুদ্ধমার্গানুসারিণী করিল ॥ ৮ ॥ এদিকে রাজা শান্তনু ব্রাহ্মণগণের বাক্যে অতিশয় পরিবেদন-শোকান্বিত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে অগ্রসর করতঃ অগ্রজকে রাজ্য প্রদান করিবার জন্য বনে গমন করিলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণগণ, বনে রাজপুত্র দেবাপির নিকট উপস্থিত হইয়া " অগ্রজেরই রাজ্য করা কর্ত্তব্য " এইপ্রকার নানাবিধ বেদবাদ-সম্মত অর্থযুক্ত বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। তখন দেবাপিও যুক্তিদূষিত ও বেদবাদবিরুদ্ধ অনেকপ্রকার বাক্য বলিতে লাগিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণগণ রাজা শান্তনুকে কহিলেন, "হে রাজন্! এই বিষয়ে অতিনির্ব্বন্ধে প্রয়োজন নাই,আপনি আগমন করুন। এই ব্যক্তি অনাদিকালপূজিত বেদবাক্যের বিরোধী বাক্য উচ্চারণ করাতে পতিত হইয়াছেন; সুতরাং অগ্রজ পতিত হইলে কনিষ্ঠ আর পরিবেত্তা হয় না"। এইরূপে উক্ত হইয়া রাজা শান্তনু, নিজ পুরে আগমন করতঃ পুনর্ব্বার রাজ্য করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবাপি বেদবাদবিরুদ্ধবাক্যোচ্চারণ করিয়া দূষিত হইলে পর অখিলশস্যনিষ্পত্তির জন্য দেবতা বৃষ্টি করিলেন। বাহ্লীকের পুত্র সোমদত্ত ॥ ৯ ॥ সোমদত্তের তিন পুত্র; ভূরি, ভূরিশ্রবাঃ ও শল। শান্তনুরও অমরনদী গঙ্গার গর্ভে উদার-কীর্ত্তি ও অশেষ-শাস্ত্রার্থবিৎ ভীষ্ম নামে এক পুত্র হয়। সত্যবতীনাম্নী আর এক পত্নীর গর্ভে শান্তনু, বিচিত্র-

বীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদ নামে আরও দুইটী পুত্র উৎপাদন করেন। চিত্রাঙ্গদ বাল্যকালে চিত্রাঙ্গদনামক এক গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হন। বিচিত্রবীর্য্য কাশিরাজের কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকাকে বিবাহ করেন। কিন্তু ঐ কন্যাদ্বয়ের অতিশয় উপভোগ বশতঃ খিন্ন হইয়াই অকালে যক্ষ্মা রোগে প্রাণপরিত্যাগ করেন। অনন্তর, সত্যবতীর নিয়োগানুসারে মৎপুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, "মাতার বাক্য অনতিক্রমণীয়" এই বলিয়া বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুকে উৎপাদন করেন এবং বিচিত্রবীর্য্যের পত্নী-প্রেরিত দাসীর গর্ভে বিদুরকে উৎপাদন করেন॥ ১০॥ ধৃতরাষ্ট্র (গান্ধারীর গর্ভে) দুর্য্যোধনদুঃশাসনাদি-প্রধান এক শত পুত্র উৎপাদন করেন। পাণ্ডু অরণ্যে মৃগশাপপ্রভাবে জনন-সামর্থ্যহীন হন, এই কারণে তাঁহার পত্নী কুন্তীর গর্ভে ধর্ম্ম, বায়ু ও ইন্দ্র, যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন নামে তিন পুত্র উৎপাদন করেন এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ও তৎপত্নী মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেবকে উৎপাদন করেন। এই যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পাণ্ডুপুত্রগণের ঔরসে দ্রৌপদীর গর্ভে পাঁচটী পুত্র উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে যুধিষ্ঠিরের পুত্র প্রতিবিন্ধ্য, ভীমসেনের পুত্র সুতসোম, অর্জ্জুনের পুত্র শ্রুতকীর্ত্তি, নকুলের পুত্র শতানীক ও সহদেবের পুত্র শ্রুতকর্ম্মা। পাণ্ডবগণের আরও অনেক পুত্র ছিল; যথা— যৌধেয়ী যুধিষ্ঠিরের ঔরসে দেবক নামে পুত্র লাভ করেন। ভীমসেনের ঔরসে হিড়িম্বা ঘটোৎকচ নামে পুত্র এবং কাশী সর্ব্বত্রগ নামে পুত্র লাভ করেন। বিজয়া সহদেবের ঔরসে সুহোত্র নামে এক পুত্র লাভ করেন। নকুল করেণুমতীর গর্ভে নিরমিত্রনামক এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনেরও নাগকন্যা উলুপীর গর্ভে ইরাবান্ নামে এক পুত্র হয়। এবং পুত্রিকা-ধর্ম্মানুসারে অর্জ্জুন মণিপুরাধিপতির কন্যাতে বভ্রুবাহননামক আর এক পুত্র উৎপাদন করেন। যিনি বালক হইয়াও অতিবলপরাক্রমশালী শত্রুপক্ষসকলেরও বিজয়কারী, সেই অভিমন্যু অর্জ্জুনের ঔরসে ও সুভদ্রার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কুরুকুল পরিক্ষীণ হইলে অশ্বত্থামা স্বপ্রযুক্ত ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা অভিমন্যু-সম্ভূত উত্তরার গর্ভকে ভস্মীভূত করেন; কিন্তু পরে সকল-সুরাসুর-বন্দিত-চরণযুগল এবং আত্মেচ্ছা-প্রযুক্তই মায়ামনুষ্যরূপধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে সেই গর্ভেই পুনর্জ্জীবন লাভ

করিয়া পরিক্ষিৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ॥১১।১২॥ এই পরিক্ষিৎ পরবর্ত্তী কালেও শুভময় এই অখিল ভূমণ্ডল সম্প্রতি ধর্ম্মের সহিত শাসন করিতেছেন ॥ ১৩॥

বিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

একবিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—ইহার পরে আমি ভবিষ্য ভূপালগণের বিষয় বলিব, শ্রবণ কর। যিনি এইক্ষণে রাজা, তাঁহার চারি জন পুত্র হইবে; জনমেজয়, শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন ॥ ১ ॥ জনমেজয়ের শতানীক নামে এক পুত্র হইবে। ঐ শতানীক, যাজ্ঞবল্ক্য সকাশে বেদ অধ্যয়ন ও কৃপের নিকট শস্ত্রবিদ্যা লাভ করিয়া পরে বিষয়সমূহে বিরক্তচেতাঃ হইবেন এবং পরে শৌনকের উপদেশে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া পরম নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিবেন ॥ ২ ॥ শতানীকের অশ্বমেধদত্ত নামে এক পুত্র হইবে। তৎপুত্র অধিসীমকৃষ্ণ, অধিসীমকৃষ্ণের নিচক্ষু নামে এক পুত্র হইবে। এই নিচক্ষুই গঙ্গাকর্তৃক হস্তিনাপুর অপহৃত হইলে কৌশাম্বীতে আসিয়া বাস করিবেন। তাঁহার উষ্ণ নামে এক পুত্র হইবে। উষ্ণের পুত্র চিত্ররথ, তৎপুত্র শুচিরথ, তৎপুত্র বৃষ্ণিমান্, তৎপুত্র সুষেণ, তৎপুত্র সুনীথ, সুনীথের পুত্র ঋচ, তৎপুত্র নৃচক্ষু, তৎপুত্র সুখাবল, তৎপুত্র পরিপ্লব, তৎপুত্র সুনয়, তৎপুত্র মেধাবী, মেধাবীর পুত্র নৃপঞ্জয়, তৎপুত্র মৃদু, তৎপুত্র তিগ্ম, তিগ্মের পুত্র বৃহদ্রথ, তৎপুত্র বসুদান, তৎপুত্র শতানীক; সুতরাং এই শতানীক জনমেজয়-পুত্র শতানীক হইতে স্বতন্ত্র ॥ ৩ ॥

তৎপুত্র উদয়ন, উদয়নের পুত্র অহীনর, তৎপুত্র খণ্ডপাণি, তৎপুত্র নিরমিত্র, নিরমিত্রের ক্ষেমক নামে এক পুত্র হইবেন। এই ক্ষেমকসম্বন্ধে একটি শ্লোক আছে; যথা—"ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের উৎপত্তির কারণস্বরূপ যে বংশকে অনেক রাজর্ষিগণ জন্মগ্রহণ দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছেন, সেই বংশ কলিযুগে ক্ষেমক-নামক রাজাকে প্রাপ্ত হইয়া সমাপ্তি লাভ করিবে" ॥৪॥

একবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—অতঃপর ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ভবিষ্য ভূপালগণের বিষয় বলিব। বৃহদ্বলের বৃহৎক্ষণ নামে এক পুত্র হইবে॥ ১॥ তৎপুত্র গুরুক্ষেপ, তৎপুত্র বৎস, বৎসের পুত্র বৎসব্যূহ, তৎপুত্র প্রতিব্যোম, তৎপুত্র দিবাকর, তৎপুত্র সহদেব॥ ২॥ তৎপুত্র বৃহদশ্ব, তৎপুত্র ভানুরথ, তৎপুত্র সুপ্রতীক, তৎপুত্র মরুদেব, মরুদেবের পুত্র সুনক্ষত্র, তৎপুত্র কিন্নর, কিন্নরের পুত্র অন্তরিক্ষ, তৎপুত্র সুবর্ণ, তৎপুত্র অমিত্রজিৎ, তৎপুত্র বৃহদ্রাজ, তৎপুত্র ধর্ম্মী, ধর্ম্মীর পুত্র কৃতঞ্জয়, কৃতঞ্জয়ের পুত্র রণঞ্জয়, রণঞ্জয়ের পুত্র সঞ্জয়, তৎপুত্র শাক্য, শাক্যের পুত্র শুদ্ধোদন, তৎপুত্র রাতুল, তৎপুত্র প্রসেনজিৎ, তৎপুত্র ক্ষুদ্রক, তৎপুত্র কুণ্ডক, তৎপুত্র সুরথ, তৎপুত্র অন্য সুমিত্র; এই ইহাঁরাই ইক্ষ্বাকুবংশীয় বৃহদ্বলের সন্ততি ভূপতিগণ হইবেন। এই বংশ সম্বন্ধে একটি শ্লোক আছে; যথা—"এই প্রসিদ্ধ ইক্ষ্বাকুবংশ সুমিত্র পর্য্যন্তই; কারণ ইক্ষ্বাকুবংশ সুমিত্র-নামক রাজাকে পাইয়া কলিযুগে সমাপ্তি লাভ করিবে" ॥ ৩॥

দ্বাবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—ভবিষ্য মাগধ বার্হদ্রথ নৃপতিগণের অনুক্রম বলিতেছি, শ্রবণ কর॥ ১॥ এই বংশে জরাসন্ধ প্রভৃতি নৃপতিগণই প্রধান ছিলেন॥ ২॥ জরাসন্ধ পুত্র সহদেবের সোমাপি নামে এক পুত্র হইবে। তৎপুত্র শ্রুতবান্, তৎপুত্র অযুতায়ুঃ, তৎপুত্র নিরমিত্র, তৎপুত্র সুক্ষত্র, তৎপুত্র বৃহৎকর্ম্মা, তৎপুত্র সেনজিৎ, তৎপুত্র শ্রুতঞ্জয়, তৎপুত্র বিপ্র, বিপ্রের শুচিনামা এক পুত্র হইবে। শুচির পুত্র ক্ষেম্য, তৎপুত্র সুব্রত, তৎপুত্র ধর্ম্ম, তৎপুত্র সুশ্রম, তৎপুত্র দৃঢ়সেন, তৎপুত্র সুমতি, তৎপুত্র সুবল, সুবলের সুনীত নামে এক পুত্র হইবে। তৎপুত্র সত্যজিৎ, সত্য-জিতের পুত্র বিশ্বজিৎ, তৎপুত্র রিপুঞ্জয়। এই বার্হদ্রথ ভূপতিগণ এক সহস্র-বৎসর পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবেন॥ ৩॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—বার্হদ্রথবংশীয় যে রিপুঞ্জয় নামে শেষ রাজা, তাঁহার সুনিক নামে এক অমাত্য হইবে॥ ১॥ ঐ অমাত্য স্বামী রিপুঞ্জয়কে হত্যা করিয়া প্রদ্যোতনামা স্বকীয় পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবে। প্রদ্যোতের পালকনামা এক পুত্র হইবে। তৎপুত্র বিশাখযূপ, তৎপুত্র জনক, তৎপুত্র নন্দিবর্দ্ধন, প্রদ্যোতবংশীয় এই পাঁচ জন নৃপতি একশত অষ্টত্রিংশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত পৃথিবী ভোগ করিবে॥২॥

নন্দিবর্দ্ধনের পুত্র শিশুনাগ, শিশুনাগের কাকবর্ণ নামে এক পুত্র হইবে। তৎপুত্র ক্ষেমধর্ম্মা, তৎপুত্র ক্ষত্রৌজাঃ, তৎপুত্র বিম্বিসার, তৎপুত্র অজাতশত্রু, তৎপুত্র দর্ভক, দর্ভকের পুত্র উদয়াশ্ব, তৎপুত্র নন্দিবর্দ্ধন, তৎপুত্র মহানন্দী। এই শিশুনাগবংশীয় দশ জন ভূমিপাল তিন শত বাষট্টি বৎসর পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবে।৩। মহানন্দীর শূদ্রাগর্ভজাত অতিলোভী মহাপদ্মা-নন্দনামা এক পুত্র হইবে। এই ব্যক্তি দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় অখিল ক্ষত্রিয়কুলের বিনাশ করিবে॥ ৪॥ সেই কাল হইতে শূদ্রগণ ভূমিপাল হইবে। সেই মহাপদ্ম, অনুল্লঙ্ঘিত-শাসনে একচ্ছত্রা পৃথিবীর ভোগ করিবে॥ ৫॥

মহাপদ্মের সুমাত্য প্রভৃতি আট জন পুত্র হইবে। এবং তাহারা মহাপদ্মের মরণান্তে পৃথিবী ভোগ করিবে। মহাপদ্ম ও তৎপুত্রগণের রাজ্য-ভোগ-কাল এক শত বৎসর। কৌটিল্যপ্রধান এক জন ব্রাহ্মণ (চাণক্য) এই নয় জন নন্দবংশীয়কেই উচ্ছেদ করিবেন।৬। নন্দবংশীয়গণের উচ্ছেদের পর, মৌর্য্য শূদ্র রাজগণ পৃথিবী ভোগ করিবে। কৌটিল্যই মৌর্য্য-বংশীয় চন্দ্র-গুপ্তকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন।৭। চন্দ্রগুপ্তের বিন্দুসার নামে এক পুত্র হইবে। তৎপুত্র অশোকবর্দ্ধন, তৎপুত্র সুযশাঃ, তৎপুত্র দশরথ, তৎপুত্র সঙ্গত, তৎপুত্র শালিশুক, তৎপুত্র সোমশর্ম্মা, তৎপুত্র শতধন্বা, শতধন্বার বৃহদ্রথনামা পুত্র, এই দশ জন মৌর্য্য-বংশীয় ভূপতি হইবে, যথাসম্ভব এক শত সাঁয়ত্রিশ বৎসর কাল রাজত্ব করিবে। তৎপরে শুঙ্গবংশীয় রাজগণ পৃথিবী

ভোগ করিবে। ৮। অনন্তর, সেনাপতি পুষ্পমিত্র স্বামীকে হত্যা করিয়া রাজত্ব করিবে। ৯। এই পুষ্পমিত্রের পুত্র অগ্নিমিত্র, তৎপুত্র সুজ্যেষ্ঠ, তৎপুত্র বসুমিত্র, তৎপুত্র আর্দ্রক, তৎপুত্র পুলিন্দক, তৎপুত্র ঘোষবসু, তৎপুত্র বজ্রমিত্র, তৎপুত্র ভাগবত। ১০। তৎপুত্র দেবভূতি। এই শুঙ্গবংশীয় দশ জন ভূপতি এক শত বার বৎসর যথাসম্ভব রাজ্য ভোগ করিবেন। অনন্তর এই পৃথিবী কণ্বংশীয় নৃপতিগণকে আশ্রয় করিবে। ১১। দেবভূতিনামা কণ্বংশীয় এক জন শুঙ্গরাজবংশের অমাত্য, ব্যসনাসক্ত শুঙ্গবংশীয় রাজাকে হনন করিয়া নিজেই পৃথিবী ভোগ করিবে। দেবভূতির পুত্র ভূমিমিত্র, তৎপুত্র নারায়ণ, নারায়ণের পুত্র সুশর্ম্মা। কণ্বংশীয় এই চারি জন ভূপতি পঁয়তাল্লিশ বৎসর কাল যথাসম্ভব রাজত্ব করিবে। অন্ধ্রজাতীয় শিপ্রকনামা এক জন ভৃত্য, কণ্বংশীয় সুশর্ম্মাকে নিহত করিয়া রাজা হইবে। তাহার পর শিপ্রকের ভ্রাতা কৃষ্ণনামক এক জন রাজা হইবে। কৃষ্ণের পুত্র শ্রীশান্তকর্ণি, তৎপুত্র পূর্ণোৎসঙ্গ, তৎপুত্র শাতকর্ণি, তৎপুত্র লম্বোদর, তৎপুত্র দ্বিবিলক, তৎপুত্র মেঘস্বাতি, তৎপুত্র পটুমান্, তৎপুত্র অরিষ্টকর্ম্মা, তৎপুত্র হাল, হালের পুত্র পত্তলক, তৎপুত্র প্রবিল্লসেন, তৎপুত্র সুন্দর শাতকর্ণী, তৎপুত্র চকোরশাতকর্ণী। ১২। তৎপুত্র শিবস্বাতি, তৎপুত্র গোমতীপুত্র, তৎপুত্র পুলিমান্, তৎপুত্র শাতকর্ণী শিবশ্রী, তৎপুত্র শিবস্কন্ধ, তৎপুত্র যজ্ঞশ্রী, তৎপুত্র বিজয়, তৎপুত্র চন্দ্রশ্রী, তৎপুত্র পুলোমাচি, এই অন্ধ্র-জাতীয়-ভৃত্য-বংশীয় ত্রিশ জন ভূপতি, যথাসম্ভব চারিশত ছাপ্পান্ন বৎসর পর্য্যন্ত পৃথিবী ভোগ করিবে। তৎপরে সাত জন আভীর ও দশ জন গর্দ্দভিল রাজা হইবে। ১৩। অনন্তর ষোল জন শকবংশীয় রাজা হইবে। তৎপরে আট জন যবন রাজা হইবে। তৎপরে চতুর্দ্দশ তুথার, তৎপরে ত্রয়োদশ মুণ্ড ও একাদশ মৌনগণ যথাক্রমে এক হাজার তিন শত নিরনব্বই বৎসর কাল রাজত্ব করিবে। ১৪। অনন্তর, পৌরবংশীয় এগার জন ভূপতি তিন শত বৎসর কাল রাজত্ব করিবে। ১৫। পরে তাহারা বিনষ্ট হইলে কৈলকিল নামে যবনগণ রাজা হইবে। বিন্ধ্যশক্তি তাহাদের মুখ্য রাজা।১৬। বিন্ধ্যশক্তির পুত্র পুরঞ্জয়, তৎপুত্র রামচন্দ্র, তৎপুত্র ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হইতে বরাঙ্গ, কৃতনন্দন, সুধিনন্দি, নন্দিযশাঃ ও শিশকপ্রবারী, উৎপন্ন হইবে। ইহারা

যথাসম্ভব এক শত ছয় বৎসর কাল রাজত্ব করিবে। অনন্তর, ইহাদের ত্রয়োদশ জন পুত্র, পরে বাহ্লীক বংশীয় তিন জন, অনন্তর পুষ্পমিত্র, পটুমিত্র ও সুমিত্র (পদ্মমিত্র) আদি ত্রয়োদশ জন ও মেকল দেশজ সাত জন ও নয় জন কোশলাপুরী যথাক্রমে রাজা হইবে। পরে নিষধ দেশীয় নয় জন রাজা হইবে। ১৭। অনন্তর মাগধাপুরীতে বিশ্বস্ফটিক নামা এক জন, অন্য বর্ণ প্রবর্ত্তিত করিবে এবং কৈবর্ত্ত, কটু, পুলিন্দ ও যৎসাদি সংকীর্ণ ক্ষত্রিয় জাতিকে রাজ্যে স্থাপিত করিবে। পদ্মাবতীপুরীতে নাগবংশীয় নয় জন এবং গঙ্গা ও প্রয়াগের নিকটস্থিত কান্তিপুরী ও মথুরায় মাগধগণ ও গুপ্তগণ রাজা হইয়া পৃথিবী ভোগ করিবে। দেবরক্ষিত নামে এক ব্যক্তি কোশলীড্র ও তাম্রলিপ্ত জনপদ সমূহ ও সমুদ্র-তটস্থ পুরীসকলকে রক্ষা করিবে। কলিঙ্গ, মাহিষীক,মাহেন্দ্র ও ভীমগণ গুহাপুরীকে ভোগ করিবে। মণিধার-বংশীয়গণ নৈষাদ, নৈনিষিক ও কালতোয় প্রভৃতি জনপদ ভোগ করিবে। কনকবংশীয়গণ স্ত্রীরাজ্য ও মূষিক নামে জনপদসমূহ ভোগ করিবে। পতিত ব্রাহ্মণ, আভীর ও শূদ্র আদি করিয়া নীচগণ সৌরাষ্ট্র, অবন্তি, শূদ্র, অর্ব্বুদ ও মরুভূমি প্রভৃতি বিষয়সমূহ ভোগ করিবে। সিন্ধুতট, দার্ব্বী, কোর্ব্বী, চন্দ্রভাগা ও কাশ্মীর প্রভৃতি দেশ সকলকে ম্লেচ্ছ ও ব্রাত্য শূদ্রগণ ভোগ করিবে। ইহারা সকলেই সমান কাল পৃথিবীতে রাজ্য করিবে। এবঞ্চ এই সকল নৃপতিগণ সর্ব্বদাই অপ্রসন্ন, অতিকোপশালী, সর্ব্বকালেই মিথ্যা ও অধর্ম্মে স্পৃহাবান্, স্ত্রী বালক ও গোবধকারী, পরধনগ্রহণ প্রয়াসী, অল্পসার এবং উদয় ও অস্তের ন্যায় স্বল্পায়ু হইবে। ইহাদের ইচ্ছা মহতী হইবে, কিন্তু ধর্ম্ম কার্য্য অতি অল্পই নিষ্পন্ন হইবে॥ ১৮॥ ইহাদের দ্বারা জনপদ সকল পরস্পর মিশ্রিত হইয়া যাইবে। এবং রাজ-স্বভাবানুকারী ও রাজার আশ্রয় লাভে বলবান্ আর্য্য ও ম্লেচ্ছগণ বিপরীত বৃত্তি অবলম্বন করিয়া এই সকল রাজার অধিকার কালে প্রজা ক্ষয় করিবে॥ ১৯॥ অনন্তর প্রতিদিন ধর্ম্মের অল্প অল্প হ্রাস ও অর্থের উচ্ছেদনিবন্ধন জগতে ধর্ম্ম ও অর্থ সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে॥ ২০॥ তৎপরে অর্থই কুলের কারণ হইবে, ধনই অশেষ ধর্ম্মের প্রতি কারণ হইবে, অভিরুচিমাত্রই দাম্পত্য সম্বন্ধের হেতু হইবে, বিচারে মিথ্যারই জয় হইবে, স্ত্রীই উপভোগের কারণ হইবে (অর্থাৎ জাত্যাদি বিচার থাকিবে না), রত্ন ও তাম্র,

যাহার যত থাকিবে, সেই তাবৎ পরিমাণে পৃথিবী ভোগ করিবে। যজ্ঞোপ-বীতই বিপ্রত্বের হেতু হইবে, চিহ্নধারণমাত্রই আশ্রমের হেতু হইবে এবং অন্যায়ই জীবিকানির্ব্বাহের কারণ হইবে॥২১।২২॥ দুর্ব্বলতা অবৃত্তির হেতু ও ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক চীৎকারই পাণ্ডিত্যের কারণ হইবে॥ ২৩॥ দানই ধর্ম্মের কারণ ও আঢ্যতাই সাধুতার কারণ হইবে॥ ২৪॥ সেই সময় স্নানই বেশের কারণ হইবে, স্বীকারমাত্রই বিবাহের কারণ হইবে, যিনি সদ্বেশধারী, তিনিই সৎপাত্র হইবেন এবং দূরবর্ত্তী আয়তন বা উদক তীর্থরূপে পরিগণিত হইবে। এই প্রকার বহুদোষময় ভূমণ্ডলে যে যে বলবান্ হইবে, সেই সেই ব্যক্তিই পৃথিবীপতি হইবে এবং প্রজা সকল অতিলুব্ধ রাজার করভার সহন করিতে না পারিয়া পর্ব্বতের মধ্যে দ্রোণী সকল আশ্রয় করিবে ও মধু শাক ফল-মূলাদি আহার করিবে। তখন প্রজাগণ তরুবল্কল ও চীর পরিধান করিবে এবং শীত বাতাদি আতপ ও বর্ষা সহ্য করিবে। কোন ব্যক্তিই ত্রয়োবিংশতি বৎসরও জীবিত থাকিবে না। কলিযুগ এই প্রকারে যতই অন্তিম দশায় উপনীত হইবে, ততই অখিললোকও অনবরত ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। ২৫। 'এইরূপে ক্ষীণপ্রায় শ্রৌত ও স্মার্ত্ত ধর্ম্ম অত্যন্ত বিপ্লব প্রাপ্ত হইলে, ব্রহ্মা যাঁহার কলাবশেষমাত্র, যিনি চরাচরের গুরু ও আদিভূত, যিনি সর্ব্বময়, ব্রহ্মময় ও পরমাত্মস্বরূপ, সেই ভগবান্ বাসুদেবের অংশ, সম্ভলগ্রামের প্রধান ব্রাহ্মণ বিষ্ণুযশার গৃহে অষ্টৈশ্বর্য্য সম্পন্ন কল্কি-রূপে অবতীর্ণ হইয়া সকল ম্লেচ্ছ, দস্যু ও দুরাত্মাগণের ক্ষয় করিবেন। ঐ কল্কিরূপী ভগবানের মাহাত্ম্য ও শক্তি সর্ব্বত্র অব্যাহত হইবে।২৬। ভগবান্ কল্কিরূপ ধারণ করিয়া অখিল জগৎকে পুনর্ব্বার স্ব স্ব ধর্ম্মসমূহে স্থাপন করিবেন। অনন্তর, কলির অবসানে সেই সকল জনপদবাসী মনুষ্যগণ পুনর্ব্বার প্রবুদ্ধ হইবে এবং তাহাদিগের মতি স্ফটিকের ন্যায় বিশুদ্ধ হইবে। ২৭। সেই সকল তৎকাল-জাত বীজভূত মনুষ্যগণ পরিণত হইলেও তাহাদের অপত্য প্রসূত হইতে থাকিবে। ২৮। সেই সকল অপত্যগণই তৎকালে সত্যযুগোচিত ধর্ম্মমার্গে প্রবর্ত্তিত হইবে। ২৯। এই বিষয়ে কথিত হয় যে, "যে কালে চন্দ্র, সূর্য্য এবং বৃহস্পতি একরাশিতে পুষ্য নক্ষত্রে আগমন করিবেন, সেই সময় সত্যযুগ উপস্থিত হইবে" ।৩০। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার

নিকট এই সকল বংশসমূহে অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগত নৃপতিগণের বিষয় বর্ণন করিলাম। ৩১। পরিক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের অভিষেক পর্য্যন্ত কালের পরিমাণ পঞ্চদশ সহস্র বৎসর, ইহা জানিবে। ৩২। আকাশে সপ্তর্ষিগণের মধ্যে প্রথমোদিত যে নক্ষত্রদ্বয় আছে, সেই নক্ষত্রদ্বয়ের ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী নক্ষত্রদ্বয়ের মধ্যে সমদেশাবস্থিত যে একটী করিয়া নক্ষত্র দৃষ্ট হয়, ঐ একএকটী নক্ষত্রের সহিত যুক্ত হইয়া সপ্তর্ষিগণ এক শত বৎসর কাল অবস্থান করেন। ৩৩। হে দ্বিজোত্তম! সপ্তর্ষিগণ পরিক্ষিতের রাজ্যকালে মধ্যবর্ত্তী মঘা-নক্ষত্রযুক্ত ছিলেন। সেই সময় কলি, দ্বাদশ শত বৎসর পরিমিত কাল প্রবৃত্ত হয়। ৩৪। যে সময় ভগবান্ বিষ্ণুর অংশ বাসুদেব স্বর্গে গমন করেন, সেই সময়ই কলি আগমন করিয়াছে। ৩৫। ভগবান্ বাসুদেব যত দিন পাদপদ্ম দ্বারা এই পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়াছিলেন, ততদিন কলি পৃথিবীকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই। ৩৬। অনন্তর তৎকালে সনাতন, বিষ্ণুর অংশ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিলে পর ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনুজগণের সহিত রাজ্য পরিত্যাগ করেন। ৩৭। কৃষ্ণ স্বর্গে গমন করার পর রাজা যুধিষ্ঠির অমঙ্গল-সূচক লক্ষণ সকল দর্শন করিয়া পরিক্ষিতকে রাজ্যে অভিষেক করিয়াছিলেন। ৩৮। এই মহর্ষিগণ, যৎকালে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে গমন করিবেন, সেই সময় নন্দের রাজ্যকাল হইতেই কলি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ৩৯। কৃষ্ণ যে দিন স্বর্গে গমন করেন, সেই দিনেই কলি উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে কলির সংখ্যা আমার নিকট শ্রবণ কর। ৪০। মনুষ্য-সংখ্যানুসারে তিনলক্ষ ষাটি হাজার বৎসর কলি বর্ত্তমান থাকিবে। ৪১। অনন্তর কলির অবসানে দিব্য-সংখ্যানুসারে দ্বাদশ শত বৎসর সত্য যুগ বর্ত্তমান থাকিবে। ৪২। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যুগে যুগে অসংখ্য মহাত্মা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ অতীত হইয়াছেন, আমি তাঁহাদের বহুত্বনিবন্ধন ও প্রত্যেক কুলের পুনরুক্ত ও বহুত্ব ভয়ে ঐ পরিসংখ্যা নির্দ্দেশ করিলাম না। ৪৩।৪৪। মহাযোগ-বলশালী পুরু-বংশীয় রাজা দেবাপি ও ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা মরু, ইঁহারা দুই জনে সত্যযুগে পুনর্ব্বার আগমনপূর্ব্বক কলাপগ্রাম আশ্রয় করিয়া ক্ষত্রবংশ প্রবর্ত্তিত করিবেন। ইঁহারা ভবিষ্যৎ মনুবংশের বীজরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। ৪৫।৪৬। এই প্রকার ক্রমযোগেই মনুপুত্রগণ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর, এই তিন যুগেই পৃথিবী

ভোগ করিয়া থাকেন। ৪৭। যে প্রকার এক্ষণে দেবাপি ও মরু, বীজরূপে অবস্থিতি করিতেছেন এইরূপ কোন কোন মহাত্মা কলিযুগে বীজরূপে ভূতলে অবস্থান করিয়া থাকেন।৪৮। আমি তোমায় সংক্ষেপে এই নৃপতিগণের বংশ কীর্ত্তন করিলাম, সকল বংশের বিবরণ বাহুল্যরূপে শত জন্মেও কীর্ত্তন করিয়া উঠা যায় না। ৪৯। অনিত্য-শরীর এই সকল ভূপতিগণ ও অন্যান্ত নরপতিবর্গ মোহান্ধ হইয়া এই কল্পান্তস্থায়ী ভূমণ্ডলের উপর মমতা করিয়া গিয়াছেন। । ৫০। এই পৃথ্বী কি প্রকারে অচলা হইয়া আমার অথবা মৎপুত্রের অথবা মদীয় বংশের অধীন হইয়া থাকিবে, এই প্রকার ভাবনা করিতে করিতে এই সকল মহীপতিগণ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সকল মহীপালগণের পূর্ব্ব পূর্ব্বতর নৃপতিগণও এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন এবং ভবিষ্যৎ নৃপতিগণও এই প্রকার চিন্তা করতঃ বিলয় প্রাপ্ত হইবেন। ৫১।৫২। হে মৈত্রেয়। প্রতি বৎসরই এই সকল নৃপতিগণকে আত্ম-জয়োদ্যোগ যাত্রায় ব্যগ্র দেখিয়া এই বসুন্ধরা শরৎকালে প্রস্ফুটিত-পদ্ম-সমূহ-শোভিতা হইয়া যেন হাস্য করিয়া থাকেন। ৫৩। হে মৈত্রেয়। এই বিষয়ে পৃথিবীকর্ত্তৃক গীত কতকগুলি শ্লোক আছে, তাহা তুমি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে অসিত মুনি, ধর্ম্মধ্বজী জনকের নিকট এই শ্লোক কয়টী বলিয়াছিলেন। ৫৪।

পৃথিবী কহিয়াছিলেন যে, "এই নরেন্দ্রগণ বুদ্ধিমান্ হইলেও ইহাঁদের এবম্প্রকার মোহ কেন উপস্থিত হয়? আহা! ইহাঁরা ফেনের ন্যায় অল্পকাল-স্থায়ী হইয়া কি প্রকারে আপনার স্থিরত্ববিষয়ে বিশ্বস্তচেতা হন। ৫৫। এই নরপতিগণ পূর্ব্বে ইন্দ্রিয় জয় করিয়া মন্ত্রিগণকে জয় করিতে ইচ্ছা করেন। অনন্তর, ক্রমান্বয়ে ভৃত্য, পৌর ও রিপুগণকে জয় করিতে অভিলাষী হন। ।৫৬। তাঁহারা, 'ক্রমে আমি সসাগরা পৃথিবীকে জয় করিতে পারিব' এই প্রকার চিন্তায় আসক্ত হইয়া নিকটস্থিত মৃত্যুকে দেখিতে পান না। ৫৭। সমুদ্রাবরণ ধরণিমণ্ডলের বশ্যতা আত্মজয়ের নিকট অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। কারণ মোক্ষই আত্মজয়ের ফল। ৫৮। পিতা ও পিতামহ প্রভৃতি যে পৃথিবীকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, কেহই লইয়া যাইতে পারেন নাই; আহা! নরপতিগণ মূঢ় হইয়া কি প্রকারে সেই পৃথিবীকে আমার বলিয়া জয় করিতে ইচ্ছা করেন।৫৯। আমার (পৃথিবীর) প্রতি মমতাসক্ত হইয়া

নরপতিগণ অত্যন্ত মোহে পিতা, পুত্র ও ভ্রাতার সহিত পরস্পর যুদ্ধ করিয়া থাকেন। ৬০। এই পৃথিবীতে যিনি যিনি অতীত রাজা হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই এই প্রকার কুবুদ্ধি হইয়াছিল যে, তাঁহারা সকলেই ভাবিতেন "এই সকল পৃথিবীই আমার এবং এই পৃথিবী আমার বংশীয়গণের নিত্য অধিকারে থাকিবে"। ৬১। মমত্বাদৃত-চিত্ত এক জনকে মৃত্যু-মুখে পতিত হইতে দেখিয়া তদ্বংশীয়গণ পুনর্ব্বার হৃদয়ে কি প্রকারে আমার প্রতি মমতাকে স্থান দান করে? । ৬২। "ইহা আমার পৃথিবী; অতএব তুমি ইহাকে সত্বর পরিত্যাগ কর," যাহারা দূতমুখ দ্বারা শত্রুগণকে এই প্রকার বাক্য বলিয়া থাকে, সেই সকল নৃপতিগণকে লক্ষ্য করিয়া আমার হাস্য উপস্থিত হয়, আবার মূঢ় বলিয়া দয়াও হইয়া থাকে"। ৬৩।

পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়! ধরণীকর্ত্তৃক গীত এই শ্লোক-সমূহ যাহারা শ্রবণ করে, তাপ ন্যস্ত হিমের ন্যায় তাহাদের মমতা নষ্ট হইয়া যায় । ৬৪। এই মনুর বংশ আমি তোমার নিকট সম্যক্‌প্রকারে কীর্ত্তন করিলাম। এই মনুবংশে স্থিতি-প্রবৃত্ত ভগবান্ বিষ্ণুর অল্প অল্প অংশে নৃপতিগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৬৫। যে ব্যক্তি এই মনুবংশ অনুক্রমে ভক্তি-সহকারে শ্রবণ করিবে, তাহার বুদ্ধি নির্ম্মল হইবে ও অশেষ পাপ নষ্ট হইবে । ৬৬। চন্দ্র ও সূর্য্যের এই মঙ্গলময় অখিল বংশ শ্রবণ করিলে মনুষ্য অব্যাহতেন্দ্রিয় হইয়া অতুলনীয় ধন-ধান্য ও ঋদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ৬৭। পরম-নিষ্ঠাবান্ ইক্ষ্বাকু, জহ্নু, মান্ধাতা, সগর, অবিক্ষিত ও রঘুবংশীয় এবং যযাতি নহুষ প্রভৃতি মহাবল ও বীর্য্যশালী, অনন্তধনাধিকারী, বলবান্ কালের প্রভাবে ইদানীং কথামাত্রশেষ নরপতিগণের চরিত্র শ্রবণপূর্ব্বক অবধান করিলে মনুষ্য কৃতপ্রজ্ঞ হয় এবং পুত্র দারাদি ও গৃহক্ষেত্রাদি দ্রব্যে তাহার আর মমতা থাকে না। ৬৮। ৬৯। যে সকল পুরুষপ্রবীরগণ ঊর্দ্ধবাহু হইয়া অনেকবর্ষ-সমূহব্যাপী তপস্যা ও যজ্ঞ সমূহ করিয়াছেন, সেই সকল বল-বীর্য্যশালী মনুষ্যগণকেও কাল, কথামাত্রাবশেষ করিয়াছে। ৭০। যে পৃথু রাজা সর্ব্বত্র অব্যাহতপ্রভাবে লোকসমূহে বিচরণ করিতেন, যাঁহার সৈন্য শত্রুগণকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিত, সেই পৃথুরাজও কালরূপ বায়ুকর্ত্তৃক অভিহত হইয়া অগ্নিরাশি-প্রক্ষিপ্ত শাল্মলি বৃক্ষের তুলার ন্যায় বিনষ্ট হইয়া-

ছেন। ৭১। যে কার্ত্তবীর্য্য, আক্রমণানন্তর রিপুগণকে বিনাশ করিয়া সকল দ্বীপ ভোগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার নাম করিলে মনে সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, তিনি ছিলেন কি না? । ৭২। দিঙ্মণ্ডলের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক দশানন, অবিক্ষিত ও রামচন্দ্র প্রভৃতির ঐশ্বর্য্য অন্তকের ভ্রূভঙ্গপাতে ক্ষণকাল মধ্যে ভস্ম হয় নাই বা কিরূপে? (অর্থাৎ ভস্মই হইয়াছে।) অতএব ঐশ্বর্য্যকে ধিক্। ৭৩। মান্ধাতৃনামা চক্রবর্ত্তী ভূপাল যখন কথাবশেষ হইয়াছেন, তখন ইহা শুনিয়াও কোন্ মন্দচেতাঃ শরীরে মমত্ব করিতে পারে? (পৃথিবীর প্রতি মমত্ব দূরে থাক)। ৭৪। ভগীরথাদি এবং সগর, ককুৎস্থ, দশানন, রাঘব, লক্ষ্মণ ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতি রাজগণ ছিলেন, ইহা সত্য, মিথ্যা নহে; কিন্তু তাঁহারা এক্ষণে কোথায়, তাহা জানি না। ৭৫। হে বিপ্রবর! বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ উগ্রবীর্য্যশালী যে সকল নৃপতিগণের কথা বলিয়াছি এবং তদ্ব্যতীত আরও যে সকল ভূপতি হইবেন, তাঁহারা সকলেই পূর্ব্ববর্ত্তী নৃপগণের ন্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন; কেহই চিরস্থায়ী নহেন। ৭৬। পণ্ডিত ব্যক্তি এই সকল জানিয়া আপনার শরীরের প্রতিও মায়া করিবেন না; শরীর ভিন্ন যে সকল কন্যা পুত্র ও ক্ষেত্রাদি আছে, তাহারা দূরেই থাকুক। ৭৭।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

চতুর্থ অংশ সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণ।

পঞ্চম অংশ।

প্রথম অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন,—আপনি রাজাগণের সমস্ত বংশ-বিস্তার ও বংশানুচরিত যথাযথ বর্ণন করিলেন ॥ ১ ॥ হে ব্রহ্মর্ষে! যদুকুলে উৎপন্ন এই যে বিষ্ণুর অংশাবতার, ইঁহার বিষয় আমি বিস্তাররূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ২ ॥ হে মুনে! ভগবান্ পুরুষোত্তম অংশ রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া যে সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা বলুন ॥ ৩ ॥

পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, সেই জগতের হিতকর বিষ্ণুর অংশাংশের উৎপত্তি ও চরিত এই শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥ হে মহামুনে! পূর্ব্বকালে বসুদেব দেবকের কন্যা দেবতোপমা মহাভাগা দেবকীকে বিবাহ করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ বসুদেব এবং দেবকীর বিবাহে ভোজবর্দ্ধন কংস, সারথি হইয়া দম্পতীর রথ চালনা করিয়াছিল ॥ ৬ ॥ সেই সময় আকাশে সাদরে মেঘ-গম্ভীর শব্দে কংসকে সম্বোধন করিয়া দৈববাণী হইয়াছিল যে, হে মূঢ়! পতির সহিত যাহাকে তুমি রথে করিয়া লইয়া যাইতেছ, ইহার অষ্টম গর্ভে যিনি জন্ম গ্রহণ করিবেন, তিনি তোমার প্রাণ হরণ করিবেন ॥ ৭। ৮ ॥

পরাশর কহিলেন,—মহাবল কংস ইহা শ্রবণ করিয়া খড়্গ-গ্রহণপূর্ব্বক দেবকীকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল। তখন বসুদেব বলিলেন, হে মহাবাহো! দেবকীকে আপনি বধ করিবেন না, ইহার গর্ভে যাহারা উৎপন্ন হইবে, তাহাদের সকলকেই আমি আপনাকে সমর্পণ করিব ॥ ৯। ১০ ॥

পরাশর কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! কংস, বসুদেবের বাক্যে 'তাহাই হইবে' বলিয়া দেবকীকে হত্যা করিল না॥ ১১॥ এই সময়ে পৃথিবী বহুতর ভারে নিপীড়িতা হইয়া 'সুমেরু-পর্ব্বতে' দেবগণের নিকট গমন করেন॥ ১২॥ পৃথিবী, ব্রহ্মা প্রভৃতি সমস্ত দেবগণকে প্রণাম করিয়া দুঃখিতা হইয়া করুণভাষায় সমস্ত বৃত্তান্ত কহিতে লাগিলেন॥ ১৩॥

পৃথিবী কহিলেন,—অগ্নি যেমন সুবর্ণের এবং সূর্য্য যেমন গোসমূহের পরম গুরু, তদ্রূপ আমার ও লোক সমূহের নারায়ণ পরম গুরু॥ ১৪॥ তিনি প্রজাপতিরও পতি, প্রাচীনগণেরও প্রাচীন, কলা-কাষ্ঠা নিমেষাত্মা কাল স্বরূপ এবং অব্যক্ত-মূর্ত্তিমান্॥ ১৫॥ হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা সকলেই তাঁহার অংশ সমুদ্ভূত! এবং আদিত্য, মরুৎ, সাধ্য, রুদ্র, বসু, অশ্বী, বহ্নি ও পিতৃগণ এবং অত্রি প্রভৃতি সৃষ্টিকর্ত্তৃগণ, সেই অপ্রমেয় মহাত্মা বিষ্ণুরই রূপ॥ ১৬। ১৭॥ যক্ষ, রাক্ষস, দৈত্য, পিশাচ, সর্প, দানব, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ, মহাত্মা বিষ্ণুরই রূপ॥ ১৮॥ গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকাবিচিত্র গগন, অগ্নি, জল, অনিল এবং আমি ও বিষয়-সমূহ এই সমস্ত জগৎই বিষ্ণুময়॥ ১৯॥ তথাপি বহুরূপ সেই বিষ্ণুর রূপসমূহ সমুদ্রে তরঙ্গের ন্যায় দিবারাত্র বাধ্য-বাধকভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ২০॥ সম্প্রতি কালনেমি প্রভৃতি দৈত্যগণ মর্ত্ত্যলোক আক্রমণ করিয়া অহর্নিশ প্রজা সমূহকে ক্লেশ প্রদান করিতেছে॥ ২১॥ এই কালনেমি পূর্ব্বে প্রভাব-শীল বিষ্ণু কর্ত্তৃক হত হইয়াছিল। সে এক্ষণে উগ্রসেনের পুত্র কংস রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে॥ ২২॥ এবং অরিষ্ট, ধেনুক, কেশী, প্রলম্ব, নরক, সুন্দ এবং বলির পুত্র অত্যুগ্র বাণাসুর ও অন্যান্য মহাবীর্য্য দুরাত্মাগণ নৃপতিগণের ভবনে উৎপন্ন হইয়াছে। আমি তাহাদের সংখ্যা করিতে সমর্থা নহি॥ ২৩। ২৪॥ হে সুরগণ! এই সময় মহাবল দর্পিত ও দিব্য মূর্ত্তিধর দৈত্যেন্দ্রগণের বহুতর অক্ষৌহিণী আমার উপর বিরাজ করিতেছে॥ ২৫॥ হে সুরেশ্বরগণ! তাহাদের প্রভূত ভারে আমি নিপীড়িতা হইয়া আপনাদিগকে জানাইতেছি যে, আমি আর আত্মাকে ভরণ করিতে পারিতেছি না॥ ২৬॥ অতএব হে মহাভাগগণ! আপনারা আমার ভারাবতারণ করুন; আমি যেন অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া রসাতলে গমন না করি॥ ২৭

পরাশর কহিলেন,—পৃথিবীর এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া পৃথিবীর ভারাবতারণের জন্য দেবগণকর্ত্তৃক প্রচোদিত হইয়া ব্রহ্মা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৮ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে দেবগণ! পৃথিবী যাহা বলিলেন, সমস্তই সত্য, আমি বা মহাদেব এবং আপনারা সকলেই নারায়ণাত্মক ॥ ২৯ ॥ তাঁহারই যে সমস্ত বিভূতি, তাহারা ন্যূনাধিক্যভাবে পরস্পর বাধ্য-বাধকরূপে অবস্থান করিতেছে ॥ ৩০ ॥ অতএব আসুন, আমরা ক্ষীর-সমুদ্রের উত্তর তটে গমন করি এবং তথায় হরিকে আরাধনা করিয়া তাঁহাকে সমস্ত নিবেদন করি ॥ ৩১ ॥ কারণ সর্ব্বদাই সর্ব্বাত্মা সেই জগন্ময়ই জগতের জন্য স্বল্পাংশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মের রক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ৩২ ॥

পরাশর কহিলেন,—হে বিপ্র! এই বলিয়া ব্রহ্মা দেবগণের সহিত ক্ষীর-সমুদ্র-তটে গমন করিলেন এবং সমাহিত চিত্তে এইরূপে গরুড়ধ্বজের স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে প্রভো! অনাম্নায়! (অর্থাৎ বেদের অবিষয়) পরা এবং অপরা, এই দ্বিবিধ বিদ্যাই তোমার মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তাত্মক রূপ ॥ ৩৪ ॥ হে সূক্ষ্ম! হে অতিস্থূলাত্মন্! হে সর্ব্ব! হে সর্ব্ববিৎ! শব্দ এবং পরম ভেদে দ্বিবিধ ব্রহ্মই তোমার রূপ ॥ ৩৫ ॥ তুমি ঋগ্বেদ, তুমি যজুর্ব্বেদ, তুমি সাম-বেদ, তুমিই অথর্ব্ববেদ এবং তুমিই শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ ॥ ৩৬ ॥ হে অধোক্ষজ! তুমিই ইতিহাস ও পুরাণ, তুমিই ব্যাকরণ, মীমাংসা, ন্যায়, তত্ত্ব এবং ধর্ম্মশাস্ত্র ॥ ৩৭ ॥ হে আদিপতে! জীবাত্মা, পরমাত্মা, স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ এবং তাহার অব্যক্ত কারণ, এই সকল বিচারযুক্ত এবং অধ্যাত্ম ও আত্মার স্বরূপ-বিশিষ্ট যে বাক্য, তাহা তোমা হইতে অতিরিক্ত নয় ॥৩৮॥ তুমি অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অনির্দ্দেশ্য, অনাম, অবর্ণ, অপাণি, অপাদ, অরূপ, শুদ্ধ, নিত্য এবং পরাৎপর ॥ ৩৯ ॥ তুমি কর্ণহীন হইয়াও শ্রবণ কর, চক্ষু হীন হইয়াও দর্শন কর, এক হইয়াও বহুরূপে বিরাজ কর, পাদহীন হইয়াও গমন কর, হস্তহীন হইয়াও গ্রহণ কর, তুমি সমস্তই জান, অথচ তুমি সকলের বেদ্য নহ ॥ ৪০ ॥ হে পরাত্মন্! যে ধীর ব্যক্তির বুদ্ধি তোমার শ্রেষ্ঠ রূপ ভিন্ন আর কিছুই গ্রহণ করে না, অণু হইতেও অণুতর ও অসৎস্বরূপ তোমাকে দর্শন-

শীল সেই ব্যক্তির মূল অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়॥ ৪১॥ তুমি সমস্ত বিশ্বের আশ্রয় ও নিখিল ভুবনের রক্ষা কর্ত্তা,সমস্ত ভূতগণ তোমাতেই অবস্থান করিতেছে। যেহেতু ভূত ও ভব্য তোমা হইতেই হইয়াছে ও হইবে, অতএব তুমিই অণু হইতে অণুতর এবং প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র এক মাত্র পুরুষ॥ ৪২॥ তুমিই চতুর্ব্বিধ অগ্নিরূপে জগতের তেজ ও সম্পদ্ প্রদান করিতেছ। হে অনন্তমূর্ত্তে! চতুর্দ্দিকেই তোমার চক্ষু বিরাজমান রহিয়াছে। হে বিধাতঃ! তুমিই ত্রিপাদ দ্বারা তিন লোক ব্যাপিয়া রহিয়াছ॥ ৪৩॥ যেমন অবিকাররূপ এক মাত্র অগ্নি বিকার-ভেদে বহু প্রকারে প্রজ্বলিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ তুমি সর্ব্বব্যাপি-একরূপ হইয়াও অনন্ত রূপ ধারণ করিয়া থাক॥ ৪৪॥ যাহা শ্রেষ্ঠ পরম পদ, তাহা একমাত্র তুমিই; বিজ্ঞব্যক্তিগণ, তোমাকে জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা দর্শন করিয়া থাকেন। তোমা ব্যতিরিক্ত কিছুই নাই। হে পরমাত্মন্! এ জগতে যাহা কিছু অতীত অথবা ভাবী পদার্থ, সে সমস্ত তোমাতেই॥ ৪৫॥ তুমি ব্যক্ত ও অব্যক্ত স্বরূপ, তুমিই সমষ্টি ও ব্যষ্টি রূপ, তুমিই সর্ব্বজ্ঞ ও সকলের দ্রষ্টা এবং তুমিই সমস্ত শক্তি, জ্ঞান, বল ও ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন॥ ৪৬॥ তোমার ন্যূনতা বা বৃদ্ধি নাই, তুমি স্বাধীন, অনাদি ও জিতেন্দ্রিয় এবং শ্রম, আলস্য, ভয়, ক্রোধ ও কামাদির সহিত অসংযুক্ত॥ ৪৭॥ তুমি নির্ম্মল, পরোপকারী, পরের প্রতিকূলতাশূন্য ও অক্ষর ক্রম। হে পরাধার সর্ব্বেশ্বর! তুমিই তেজঃ সমূহের অক্ষয় প্রকাশক॥ ৪৮॥ হে সমস্ত আবরণ হইতে অতীত! হে নিরালম্বন! হে ভাবন! হে মহাবিভূতির আশ্রয়! হে পুরুষোত্তম! তোমাকে নমস্কার॥ ৪৯॥ অকারণ বা কোন কারণ নিবন্ধন কিংবা কারণাকারণ নিবন্ধন তোমার শরীর পরিগ্রহ নহে, কেবল ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য তুমি শরীর ধারণ করিয়া থাক॥ ৫০॥

পরাশর কহিলেন,—বিশ্বরূপধর ভগবান্ হরি, এই প্রকার স্তব শ্রবণে প্রীত হইয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন॥ ৫১॥ হে ব্রহ্মন্! এই সকল দেবগণ ও তুমি আমার নিকটে যাহা অভিলাষ করিতেছ, তাহা বল এবং তাহা অশেষ-প্রকারে সিদ্ধ হইয়াছে, ইহাও নিশ্চয় কর॥ ৫২॥

পরাশর কহিলেন,—তৎপরে ভগবানের সেই বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া দেবগণ ভয়ে অবনতশরীর হইলে ব্রহ্মা পুনরায় স্তব করিতে লাগিলেন॥ ৫৩॥

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে সহস্রমূর্ত্তে! হে সহস্রবাহো! হে বহুবক্ত্র ও বহুপাদ! আপনাকে নমস্কার, আপনাকে নমস্কার। হে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ-কর! হে অপ্রমেয়! আপনাকে নমস্কার, আপনাকে নমস্কার ॥৫৪॥ হে সূক্ষ্ম হইতেও অতিসূক্ষ্ম! হে অতিবৃহৎপ্রমাণ! হে গৌরব-শালিগণেরও অতি গৌরবযুক্ত! হে প্রধান বুদ্ধি ও অহঙ্কারের মূল পুরুষ হইতেও পরাত্মন্! হে ভগবন্! তুমি প্রসন্ন হও ॥ ৫৫॥ হে দেব! এই পৃথিবী, পৃথিবীতে সমুৎপন্ন কতকগুলি মহাসুর কর্ত্তৃক অতি শ্লথ-শৈলবন্ধনা হইয়া ভারাবতারণের নিমিত্ত অপার-সার এবং জগতের এক মাত্র গতি তোমার নিকট আগমন করিয়াছে ॥ ৫৬॥ হে সুরনাথ! এই ইন্দ্র, এই অশ্বিনীকুমারদ্বয়, এই বরুণ, এই যম, এই রুদ্রগণ, এই সূর্য্যের সহিত বসুগণ এবং বায়ু অগ্নি প্রভৃতি আমরা ও এই অন্যান্য দেবগণ, ইহাদের এবং আমার যাহা কর্ত্তব্য, তৎসমস্ত তুমি আজ্ঞা কর। হে ঈশ! তোমারই আজ্ঞা প্রতিপালনে আমরা সর্ব্বদা নির্দ্দোষ হইয়া অবস্থান করিতেছি ॥ ৫৭। ৫৮ ॥

পরাশর কহিলেন,—হে মহামুনে! ভগবান্ পরমেশ্বর এই প্রকারে স্তুত হইয়া আপনার শ্বেত ও কৃষ্ণ দুই গাছি কেশ উৎপাটন করিলেন ॥ ৫৯॥ এবং সুরগণকে কহিলেন, আমার এই কেশদ্বয় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভারজন্য ক্লেশ অপনয়ন করিবে॥ ৬০ ॥ এবং দেবগণ আপন আপন অংশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পূর্ব্বোৎপন্ন ও উন্মত্ত মহাসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকুন॥ ৬১॥ তাহাতে পৃথিবীতে সেই অশেষ দৈত্যসমূহ আমার দৃষ্টিপাত মাত্রে বিচূর্ণিত হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে, ইহার সন্দেহ নাই॥ ৬২॥ হে সুরগণ! বসুদেবের দেবতাসদৃশী দেবকী নামে যে পত্নী আছেন, তাঁহার অষ্টম গর্ভে আমার এই কেশ জন্মগ্রহণ করিবে॥ ৬৩॥ এবং ইহা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া কংসরূপে সমুৎপন্ন কালনেমি অসুরকে বিনাশ করিবে, ইহা বলিয়া হরি অন্তর্হিত হইলেন॥৬৪॥ তৎপরে দেবগণও দর্শন পথের অতীত সেই মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া সুমেরু পর্ব্বতে গমন করিলেন এবং ক্রমশঃ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে লাগিলেন॥ ৬৫॥ ভগবান্ নারদমুনি কংসকে বলিলেন যে, দেবকীর অষ্টম গর্ভে অনন্তদেব জন্মগ্রহণ করিবেন॥ ৬৬॥ কংস নারদের

নিকট তাহা শ্রবণ করতঃ ক্রুদ্ধ হইয়া দেবকী ও বসুদেবকে গুপ্তভাবে গৃহ-মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিল॥ ৬৭॥ হে দ্বিজ! বসুদেব স্বকৃত পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে এক একটী পুত্র উৎপন্ন হইবামাত্র তাহাদিগকে কংসের নিকট সমর্পণ করিতে লাগিলেন॥ ৬৮॥ হিরণ্যকশিপুর ছয়টী পুত্র বিখ্যাত ছিল, বিষ্ণুকর্ত্তৃক প্রেরিতা হইয়া নিদ্রা তাহাদিগকে ক্রমশঃ দেবকীর গর্ভে স্থাপন করিয়াছিলেন॥ ৬৯॥ যাঁহার দ্বারা সমস্ত জগৎ মোহিত হইয়া রহিয়াছে সেই অবিদ্যাস্বরূপিণী যোগনিদ্রা বিষ্ণুর মহামায়া, ভগবান্ হরি তাঁহাকে এই কথা বলিয়াছিলেন যে, হে নিদ্রে! তুমি আমার আদেশে পাতালস্থিত ছয়টী গর্ভ এক এক করিয়া যথাক্রমে দেবকীর জঠরে স্থাপন কর॥ ৭০।৭১॥ সেই গর্ভগুলি কংস কর্ত্তৃক হত হইলে, শেষনামক আমার অংশ অংশাংশভাবে দেবকীর জঠরে সপ্তমগর্ভরূপে সমুৎপন্ন হইবে॥ ৭২॥ গোকুলে রোহিণী নামে বসুদেবের আর এক পত্নী আছেন। দেবকীর সপ্তম গর্ভ, ভোজরাজ কংসের ভয়ে কারাগার হইতে তুমি সেই রোহিণীর উদরে স্থাপন করিও॥ ৭৩॥ লোকে বলিবে দেবকীর গর্ভ পতিত হইয়াছে। এই গর্ভসঙ্কর্ষণনিবন্ধন শ্বেতপর্ব্বতশিখর-সদৃশ সেই বীর জগতে সঙ্কর্ষণ নামে খ্যাত হইবে॥ ৭৪॥ তৎপরে আমি দেবকীর শুভ জঠরে প্রবেশ করিব; তুমিও কালবিলম্ব না করিয়া যশোদার গর্ভে গমন করিও॥ ৭৫॥ বর্ষাকালে শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে নিশীথ সময়ে আমি জন্মগ্রহণ করিব এবং তুমিও নবমীতে জন্মগ্রহণ করিবে॥ ৭৬॥ বসুদেব আমার শক্তিতে প্রেরিত হইয়া আমাকে যশোদার শয়নগৃহে এবং তোমাকে দেবকীর শয্যায় আনয়ন করিবেন॥ ৭৭॥ হে দেবি! কংসও তোমাকে গ্রহণ করিয়া প্রস্তরখণ্ডের উপর নিক্ষেপ করিবে, তুমি তাহাতে নিক্ষিপ্ত না হইয়াই আকাশমার্গে অবস্থান করিবে॥ ৭৮॥ তখন সহস্রলোচন ইন্দ্র আমার মর্য্যাদায় তোমাকে প্রণাম করিয়া অবনত-মস্তকে তোমাকে ভগিনী বলিয়া গ্রহণ করিবে॥ ৭৯॥ তৎপরে তুমি শুম্ভ নিশুম্ভ প্রভৃতি বহুতর দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়া, বিন্ধ্য জালন্ধর প্রভৃতি বহুবিধ স্থান সমূহ দ্বারা পৃথিবীকে ভূষিত করিবে॥ ৮০॥ তুমিই বিভূতি, তুমিই সন্নতি, তুমিই কীর্ত্তি, তুমিই ক্ষান্তি, তুমিই স্বর্গ, তুমিই পৃথিবী,

তুমিই ধৃতি, তুমিই লজ্জা, তুমিই পুষ্টি, তুমিই উষা এবং যাহা কিছু অন্য আছে তাহা সমস্তই তুমি ॥ ৮১ ॥ যাহারা প্রাতঃ এবং সায়ংকালে ভক্তি পূর্ব্বক আর্য্যা, দুর্গা, বেদগর্ভা, অম্বিকা, ভদ্রা, ভদ্রকালী, ক্ষেম্যা অথবা ক্ষেমঙ্করী বলিয়া তোমাকে স্তব করিবে, আমার প্রসাদে তাহাদের সমস্ত অভিলাষ সিদ্ধ হইবে ॥ ৮২। ৮৩॥ সুরা, মাংস, ভক্ষ্য ও ভোজ্যের দ্বারা পূজায় তুমি প্রসন্ন হইয়া মনুষ্যগণের অশেষ প্রার্থিত বিষয় প্রদান করিবে ॥৮৪ হে ভদ্রে! তোমাকর্ত্তৃক প্রদত্ত সেই কামনিচয় আমার প্রসাদে নিশ্চয়ই পরিপূর্ণ হইবে। হে দেবি! তুমি যথোদিত স্থানে গমন কর ॥ ৮৫ ॥

প্রথম অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—তখন জগতের ধাত্রী সেই যোগনিদ্রা, দেবদেব বিষ্ণু যেমন কহিয়াছিলেন, তদনুসারে ছয়টী গর্ভকে দেবকীর গর্ভে বিন্যাস ও সপ্তম গর্ভের কর্ষণ করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥ সপ্তম গর্ভ রোহিণীর গর্ভে প্রবেশ লাভ করিলে পরে ভগবান্ হরি লোক-ত্রয়ের উপকারের জন্য দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন ॥ ২ ॥ যোগনিদ্রাও তৎপর দিবস সেই সময়ে পরমেশ্বরের আদেশানুসারে যশোদার গর্ভে সম্ভূত হইলেন ॥ ৩ ॥ হে দ্বিজ! বিষ্ণুর অংশ পৃথিবীতে আগমন করিলে আকাশে গ্রহগণ সম্যক্‌রূপে বিচরণ করিতে লাগিল এবং ঋতু সকল মঙ্গল রূপ ধারণ করিল ॥ ৪ ॥ অত্যন্ত তেজে জাজ্বল্যমানা দেবকীকে দর্শন করিতে কেহই সমর্থ হইল না এবং তাঁহাকে দেখিয়া বিপক্ষগণের মন ক্ষুব্ধ হইতে লাগিল ॥ ৫ ॥ দেবগণ তত্রস্থ স্ত্রী ও পুরুষগণের অদৃশ্য হইয়া দিবারাত্র বিষ্ণুর গর্ভধারিণী সেই দেবকীকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

হে শোভনে! পূর্ব্বে তুমি ব্রহ্মপ্রতিবিম্বধারিণী সূক্ষ্ম প্রকৃতি ছিলে, তুমিই তৎপরে বাণীস্বরূপা হইয়া জগতের বিধাতার বেদগর্ভা হইয়াছ ॥ ৭ ॥ হে সনাতনে! তুমিই সৃষ্ট্যস্বরূপগর্ভা হইয়া সৃষ্টিরূপে বিরাজ করিতেছ এবং

সকলের বীজভূতা, তুমিই বেদময়ী যজ্ঞগর্ভা॥ ৮॥ তুমিই ফলগর্ভা যজ্ঞস্বরূপিণী এবং তুমিই বহ্নিগর্ভা অরণি, তুমিই দেবগর্ভা অদিতি এবং তুমিই দৈত্যগর্ভা দিতি॥ ৯॥ তুমিই বাসরগর্ভা জ্যোৎস্নাস্বরূপিণী, তুমিই জ্ঞানগর্ভা সন্নতি, তুমিই নয়গর্ভা নীতি এবং তুমিই আশ্রয়োদ্বহা লজ্জাস্বরূপিণী॥ ১০॥ তুমিই কামগর্ভা ইচ্ছাস্বরূপিণী, তুমিই সন্তোষগর্ভা তুষ্টিস্বরূপা, তুমিই বোধগর্ভা মেধা, তুমিই ধৈর্য্যগর্ভা ধৃতি, তুমিই গ্রহনক্ষত্র, তারকাগর্ভা অখিলের হেতুভূতা আকাশস্বরূপিণী॥ ১১॥ হে দেবি জগদ্ধাত্রি! এই সমস্ত এবং অন্যান্য বহুবিধ অসংখ্য বিভূতি, সম্প্রতি তোমার জঠরে বিরাজ করিতেছে॥ ১২॥ হে শুভে! সমুদ্র, পর্ব্বত, নদী, দ্বীপ, বন ও গৃহ বিভূষিত এবং গ্রাম, খর্ব্বট * ও খেট † যুক্ত সমস্ত পৃথিবী, সর্ব্বপ্রকার অনল, জলসমূহ, সমস্ত সমীরণ, গ্রহ-নক্ষত্র-তারকাচিত্রিত, বিমানশত-সঙ্কুল এবং সকলের অবকাশ দাতা আকাশ, ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, ব্রহ্মলোক এবং অখিল ব্রহ্মাণ্ড ও তদন্তর্বর্ত্তী দেব, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, চারণ, মহোরগ, যক্ষ, রাক্ষস প্রেত, গুহ্যক, মনুষ্য, পশু ও অন্যান্য যে সমস্ত জীব আছে, হে যশস্বিনি! অন্তঃস্থিত সেই সমস্ত জীবগণের সহিত সর্ব্বেশ, সর্ব্বভাবন এবং প্রমাণনিচয় যাহার তত্ত্ব, লীলা ও মূর্ত্তি নির্দ্ধারণ করিতে অসমর্থ, সেই ভগবান্ বিষ্ণু তোমার গর্ভে অবস্থান করিতেছেন। তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমি বিদ্যা, তুমি সুধা, তুমি জ্যোতিঃ এবং তুমিই অম্বরস্বরূপিণী, লোকসমূহের রক্ষার জন্যই তুমি মহীতলে অবতীর্ণ হইয়াছ। হে দেবি! তুমি প্রসন্ন হও, হে শুভে! সমস্ত জগতের কল্যাণ কর; যিনি সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন প্রীতির সহিত তুমি সেই ঈশ্বরকে ধারণ কর॥১৩—২০॥

দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ॥ ২॥

---

* পর্ব্বতপ্রান্তবর্ত্তী গ্রাম।

† কৃষকদিগের গ্রাম।

তৃতীয় অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—দেবগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া দেবকী, পুণ্ডরীক-লোচন ও জগতের ত্রাণ-কারণ সেই দেবকে গর্ভে ধারণ করিতে লাগিলেন॥ ১॥ তৎপরে অখিল-জগৎরূপ পদ্মের বিকাশের জন্য দেবকীরূপ পূর্ব্বসন্ধ্যাতে মহাত্মা বিষ্ণুরূপ সূর্য্য আবির্ভূত হইলেন॥ ২॥ চন্দ্রের জ্যোৎস্না যেমন সমস্ত লোকের আহ্লাদকর হয়, তদ্রূপ ভগবানের জন্মদিন লোকনিবহের অতিশয় আহ্লাদজনক হইয়াছিল এবং সেই দিবস দিঙ্মণ্ডল অত্যন্ত নির্ম্মল হইয়াছিল॥ ৩॥ জনার্দ্দনের জন্মগ্রহণ-কালে সাধুগণ অতিশয় সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, প্রচণ্ড বায়ু শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছিল এবং নদীসকল প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছিল॥ ৪॥ সিন্ধুসকল নিজশব্দে মনোহর বাদ্য করিয়াছিল, গন্ধর্ব্বগণ গান এবং অপ্সরোগণ নৃত্য করিয়াছিল॥ ৫॥ দেবগণ অন্তরীক্ষ হইতে পৃথিবীতে পুষ্পবর্ষণ করিয়াছিলেন এবং অগ্নিসমূহ শান্তভাবে প্রজ্জলিত হইয়াছিল॥ ৬॥ হে দ্বিজ! মধ্যরাত্রিতে অখিলাধার বিষ্ণুর উৎপত্তিসময়ে মেঘসকল পুষ্পবর্ষণপূর্ব্বক মন্দ মন্দ গর্জ্জন করিয়াছিল॥ ৭॥ বসুদেব, প্রফুল্ল-ইন্দীবর-দল-প্রভ, চতুর্ব্বাহু ও বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্নাঙ্কিত সেই বিষ্ণুকে উৎপন্ন দর্শন করিয়া স্তব করিয়াছিলেন॥ ৮॥ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! মহামতি বসুদেব বিশুদ্ধ-বাক্য-সমূহ দ্বারা জগৎপতির স্তব করিয়া কংসের ভয়ে ভীত হইয়া সেই সময় নিবেদন করিলেন॥ ৯॥

বসুদেব বলিলেন,—হে দেবদেবেশ! হে শঙ্খচক্রগদাধর! আপনাকে আমি জানিতে পারিয়াছি। হে দেব! আপনি প্রসন্ন হইয়া এই দিব্যরূপ উপসংহার করুন॥ ১০॥ আমার এই মন্দিরে আপনাকে অবতীর্ণ জানিলে কংস অদ্যই আমার সর্ব্বনাশ করিবে॥ ১১॥

দেবকী কহিলেন,—যিনি অনন্ত এবং অখিল-বিশ্বরূপ, নিজদেহে লোকসমূহকে ধারণ করিতেছেন, সেই এই দেবদেব নিজ মায়ায় বালরূপে বিরাজ করতঃ আমাদের উপর প্রসন্ন হউন॥ ১২॥ হে সর্ব্বাত্মন্! আপনি

এই চতুর্ভুজ রূপ উপসংহার করুন, দৈত্যকুলের অধম কংস যেন আপনাকে অবতার বলিয়া জানিতে না পারে ॥ ১৩ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে দেবি! তুমি পূর্ব্বে পুত্রার্থিনী হইয়া আমার স্তব করিয়াছিলে, তাহা অদ্য তোমার সফল হইল; যেহেতু, তোমার উদর হইতে আমি উৎপন্ন হইলাম ॥ ১৪ ॥

পরাশর কহিলেন,—হে মুনিসত্তম, এই কথা বলিয়া ভগবান্ তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করিলেন এবং বসুদেবও সেই রাত্রিতে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া বাহিরে গমন করিলেন ॥১৫॥ বসুদেবের গমনকালীন তত্রস্থ রক্ষিগণ এবং মথুরার দ্বার-পালগণ যোগনিদ্রা কর্ত্তৃক মোহিত হইয়াছিল ॥ ১৬ ॥ সেই রাত্রিতে অনন্ত-দেব, বর্ষণশীল মেঘসমূহের ভয়ঙ্কর বারিরাশি, ফণার দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া বসুদেবের অনুগমন করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥ বসুদেব বিষ্ণুকে বহন করতঃ অতিশয় গভীর ও নানা-আবর্ত্ত-সঙ্কুল যমুনা নদী জানুপরিমিত জলেই পার হইলেন ॥ ১৮ ॥ এবং কংসের নিমিত্ত কর লইয়া যমুনা-তটে সমাগত নন্দ প্রভৃতি গোপবৃন্দকে দর্শন করিলেন ॥ ১৯ ॥ হে মৈত্রেয়! সেই সময়েই যোগনিদ্রা কর্ত্তৃক জনসমূহ মোহাচ্ছন্ন হইলে বিমোহিতা যশোদাও সেই কন্যাকে প্রসব করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥ অমিতবুদ্ধি বসুদেবও যশোদার শয্যায় বালককে রাখিয়া কন্যা গ্রহণ করতঃ শীঘ্র প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ২১ ॥ তৎপরে যশোদা জাগরিত হইয়া নীলপদ্ম-পত্রের ন্যায় শ্যামবর্ণ আত্মজ উৎপন্ন হইয়াছে দেখিয়া অতিশয় আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২২ ॥ বসুদেবও সেই কন্যাকে নিজগৃহে আনয়ন করিয়া দেবকীর শয্যায় রাখিয়া পূর্ব্ববৎ অবস্থিত হইলেন ॥ ২৩ ॥ হে দ্বিজ! তৎপরে রক্ষিগণ সহসা বালকের ধ্বনি শ্রবণে উত্থিত হইয়া কংসের নিকট দেবকীর প্রসববার্ত্তা নিবেদন করিল ॥ ২৪ ॥ তৎপরে কংস শীঘ্র আগমন করিয়া, দেবকী কর্ত্তৃক গদ্গদ কণ্ঠে "ত্যাগ করুন, ত্যাগ করুন" এইরূপে নিবারিত হইয়াও সেই কন্যাকে গ্রহণ করতঃ শিলা পৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিল। সেই কন্যা, কংসকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্তা হইয়া আকাশেই রহিলেন এবং আয়ুধের সহিত অষ্টমহাভুজাবিশিষ্ট মহৎ রূপ ধারণ করিলেন ॥ ২৫ । ২৬ ॥ এবং উচ্চ হাস্য করতঃ রুষ্টা হইয়া কংসকে বলিলেন, "হে মূঢ়! আমাকে

নিক্ষেপ করিলে তোমার কি হইবে? যিনি তোমাকে বধ করিবেন, দেবগণের সর্ব্বস্বভূত সেই পরম পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং তিনিই পূর্ব্বজন্মেও তোমার মৃত্যুস্বরূপ হইয়াছিলেন। ইহা বিবেচনা করিয়া শীঘ্র আপনার হিতের উপায় কর" ॥ ২৭। ২৮॥ ভোজরাজের সমক্ষে এই কথা বলিয়া দিব্য মাল্য ও চন্দনে ভূষিতা সেই দেবী সিদ্ধগণকর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া আকাশমার্গে অন্তর্হিত হইলেন ॥ ২৯॥

তৃতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ।

চতুর্থ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—তৎপরে কংস উদ্বিগ্নচিত্তে প্রলম্ব, কেশী প্রভৃতি সমস্ত অসুরপ্রধানগণকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল ॥ ১ ॥ হে মহাবাহো প্রলম্ব! হে কেশিন্! হে ধেনুক! হে পুতনে! অরিষ্ট প্রভৃতি অন্যান্য অসুরগণের সহিত আপনারা আমার বাক্য শ্রবণ করুন ॥ ২ ॥ আমার বীর্য্যের দ্বারা তাপিত হইয়া দুরাত্মা দেবগণ, আমাকে মারিবার জন্য যত্ন করিয়াছে; কিন্তু আমি ইহাদিগের মধ্যে কাহাকেও গণ্য করি না ॥ ৩ ॥ অল্প-বীর্য্য ইন্দ্র, তাপস মহাদেব এবং ছলক্রমে অসুরগণের বিনাশকারী বিষ্ণুরই বা কি সাধ্য ॥ ৪। এবং বসুগণের সহিত অল্পবীর্য্য আদিত্য-সমূহের, বা অগ্নির, কিংবা আমার বাহুবল-পরাজিত সমস্ত দেবগণেরই বা কি সাধ্য ॥ ৫ ॥ আপনারা কি দেখেন নাই যে, অমর-পতি আমার সহিত যুদ্ধে পৃষ্ঠের দ্বারাই বাণসমূহ বহন করতঃ পলায়ন করিয়াছে ॥ ৬ ॥ ইন্দ্র যখন আমার রাজ্যে অনাবৃষ্টি করিয়াছিল, তখন আমার বাণ দ্বারা বিভিন্ন মেঘ-সমূহ হইতে কি যথেপ্সিত বারিমোচন হয় নাই? ॥ ৭ ॥ গুরু জরাসন্ধ ব্যতিরেকে পৃথিবীতে আমার বাহুবলে ভীত হইয়া সমস্ত রাজগণ কি আমার নিকট নত হয় নাই? ॥ ৮ ॥ হে দৈত্যশ্রেষ্ঠগণ! দেবগণের উপরও আমার অবজ্ঞা হইতেছে। হে বীরগণ! তাহাদিগকে আমার মৃত্যুতে যত্নপর দেখিয়া আমার হাস্যও আসিতেছে ॥ ৯ ॥ হে দৈত্যশ্রেষ্ঠগণ তথাপি

সেই দুষ্ট এবং দুরাত্মাগণের অপকারের জন্য আমার বিশেষরূপে যত্ন করা কর্ত্তব্য॥ ১০॥ অতএব পৃথিবীতে যে কেহ যশস্বী এবং যাগশীল আছে, দেবগণের অপকারের জন্য সর্ব্বথা তাহাদের প্রত্যেককে বধ করিতে হইবে॥ ১১॥ আমার ভূতপূর্ব্ব সেই মৃত্যু পুনরায় উৎপন্ন হইয়াছে, দেবকী-গর্ভ সম্ভূতা বালিকা এই কথা বলিয়াছে॥ ১২॥ অতএব পৃথিবীতে বালকগণের উপরেই বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যে বালককে বলের আধিক্য দেখা যাইবে, তাহাকেই যত্নপূর্ব্বক বধ করিতে হইবে॥ ১৩॥

পরাশর কহিলেন,—কংস অসুরগণকে এইরূপ আদেশ করিয়া আপনার গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক বসুদেব এবং দেবকীকে কারাগৃহ হইতে মুক্ত করিল॥ ১৪॥ এবং কহিল, "আমি ব্যর্থই আপনাদের এই গর্ভসমূহ বিনাশ করিয়াছি; আমার নাশের জন্য অন্য কোন বালক উৎপন্ন হইয়াছে॥ ১৫॥ ইহাতে আপনারা কোন অনুতাপ করিবেন না। কারণ, আপনাদের বালকগণের অদৃষ্টে সেই রূপই মৃত্যু নির্দ্দিষ্ট ছিল। দেখুন, আয়ুঃকালপূর্ণ হইলে কে না বিনষ্ট হয়?"॥ ১৬॥ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কংস, বসুদেব ও দেবকীকে এইরূপ আশ্বাস বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক কারামুক্ত করিয়া ভীতচিত্তে পুনরায় আপন গৃহে প্রবেশ করিল॥ ১৭॥

চতুর্থ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

পঞ্চম অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—বসুদেব বিমুক্তি লাভ করিয়া নন্দের শকট মোচন স্থানে গমন করিলেন এবং নন্দকে পুত্রজন্ম জন্য আনন্দিত দর্শন করিলেন॥ ১॥ বসুদেবও সাদরে তাঁহাকে বলিলেন যে, এই বৃদ্ধ বয়সে আপনার এই পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা অতি ভাগ্যের কথা॥ ২॥ আপনারা রাজার বার্ষিক সমস্ত করই প্রদান করিয়াছেন, তথাপি হে মহাধনগণ! আপনারা এই রাজার অধীনে বাস করিবেন না। আমি এই কথা আপনাদিগকে বলিতে আসিয়াছি॥ ৩॥ আমি যে জন্য আসিয়াছি, আপনারা তাহা নিষ্পন্ন করুন; কেন বসিয়া রহিয়াছেন? হে নন্দ! আপনারা শীঘ্র

নিজ গোকুলে গমন করুন॥ ৪॥ রোহিণীর গর্ভজাত আমার যে বালক তথায় আছে, আপনি নিজের এই বালকের মত তাহারও রক্ষা করিবেন॥ ৫॥

পরাশর কহিলেন,—বসুদেব কর্ত্তৃক এইপ্রকার অভিহিত হইয়া নন্দ প্রভৃতি বহাবল গোপগণ, রাজার প্রাপ্য কর প্রদান করতঃ শকটের উপর ভাণ্ড সমূহ রাখিয়া গোকুলে গমন করিলেন॥ ৬॥ তাঁহাদের গোকুলে বাস-কালীন কোন রজনীতে বালঘাতিনী পূতনা নিদ্রাগত কৃষ্ণকে ক্রোড়ে করিয়া স্তন্য প্রদান করিয়াছিল॥৭॥ রাত্রিকালে পূতনা যাহাকে যাহাকে স্তন্য প্রদান করে, অতি অল্প ক্ষণের মধ্যেই সেই সেই বালকের অঙ্গ সমূহ উপহত হইয়া যায়॥ ৮॥ কৃষ্ণ কোপান্বিত হইয়া কর দ্বারা অবপীড়িত ও গাঢ় স্তন, গ্রহণ করিয়া পূতনার প্রাণের সহিত পান করিয়াছিলেন॥৯॥ তখন অতিশয় ভীষণা পূতনা ম্রিয়মাণা হইয়া বিকট শব্দ করিয়াছিল এবং স্নায়ু-বন্ধনসমূহ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ভূমে নিপতিত হইল॥ ১০॥ সেই শব্দ শ্রবণে ভীত সেই ব্রজবাসীগণ জাগরিত হইয়া দেখিলেন যে, পূতনার ক্রোড়ে কৃষ্ণ রহিয়াছেন এবং পূতনা মরিয়া রহিয়াছে॥ ১১॥ হে দ্বিজোত্তম! তখন যশোদা ত্রস্তভাবে কৃষ্ণকে গ্রহণ করিয়া হস্তের দ্বারা গোরুর লাঙ্গুল ভ্রমণ করাইয়া বালদোষ অপাকরণ করিলেন॥ ১২॥ এবং নন্দগোপও গোময়চূর্ণ গ্রহণ করিয়া বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে বলিতে রক্ষা বিধান পূর্ব্বক কৃষ্ণের মস্তকে প্রদান করিলেন॥ ১৩॥

নন্দগোপ কহিলেন,—যাঁহার নাভি-সমুদ্ভূত কমল হইতে সমস্ত জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে, অখিল ভূতের উৎপত্তিবীজ সেই হরি তোমাকে রক্ষা করুন॥ ১৪॥ যাঁহার দণ্ডের অগ্রভাগে বিধৃতা হইয়া ধরণী জগৎকে ধারণ করিয়াছেন, বরাহরূপধারী সেই দেব কেশব তোমাকে রক্ষা করুন॥ ১৫॥ নখের দ্বারা যিনি শত্রুর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছেন, সেই সর্ব্ব-ব্যাপী নৃসিংহরূপী কেশব সর্ব্বদা তোমাকে রক্ষা করুন॥ ১৬॥ যিনি ক্ষণমধ্যে পাদ-বিন্যাস দ্বারা ত্রৈলোক্য আক্রান্ত করিয়া আয়ুধের সহিত বিরাজিত ত্রিবিক্রমরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই বামন দেব সর্ব্বদা তোমাকে রক্ষা করুন॥ ১৭॥ গোবিন্দ তোমার মস্তক রক্ষা করুন, কেশব তোমার কণ্ঠ রক্ষা করুন, বিষ্ণু তোমার গুহ্য এবং জঠর রক্ষা করুন, জনার্দ্দন

তোমার জঙ্ঘা এবং পদ রক্ষা করুন ॥ ১৮॥ অব্যয় এবং অব্যাহতৈশ্বর্য্য নারায়ণ তোমার মুখ, বাহু, প্রবাহু, মন এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় রক্ষা করুন ॥ ১৯॥ প্রেত, কুষ্মাণ্ড ও রাক্ষসসমূহ যাহারা তোমার শত্রু, তাহারা শার্ঙ্গ, চক্র, গদা, খড়্গ এবং শঙ্খধ্বনির দ্বারা হত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হউক॥ ২০॥ বৈকুণ্ঠ তোমাকে দিক্‌সমূহে রক্ষা করুন; মধুসূদন বিদিক্‌ সমূহে, হৃষীকেশ আকাশে, এবং মহীধর ভূমিতে তোমাকে রক্ষা করুন ॥ ২১॥ বালক, নন্দগোপ কর্তৃক এইরূপে কৃত-স্বস্ত্যয়ন হইয়া শকটের নিম্নে দোলার উপর শায়িত হইল॥ ২২॥ এবং সেই গোপগণ, মৃত পূতনার বৃহৎ কলেবর দর্শন করিয়া অত্যন্ত ভয় ও বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়াছিল॥ ২৩॥

পঞ্চম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—কোন সময়ে শকটের নীচে শয়ান মধুসূদন স্তনার্থী হইয়া চরণদ্বয় উর্দ্ধে নিক্ষেপ এবং রোদন করিতেছিলেন॥ ১॥ তাঁহার পাদ-প্রহারে শকট উল্‌টাইয়া পড়িল এবং শকটস্থিত কুম্ভ ও ভাণ্ড সমূহ ভগ্ন হইয়া গেল॥ ২॥ হে দ্বিজ! তখন সমস্ত গোপ ও গোপীজন হাহাকার করিতে করিতে আসিয়া দেখিল যে, বালক উত্তানভাবে শয়ন করিয়া রহিয়াছে॥ ৩॥ তখন তাহারা, কে শকট উল্‌টাইল, ইহা বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তাহাতে বালকগণ উত্তর করিল যে, এই বালক শকট উল্‌টাইয়া ফেলিয়াছে। আমরা দেখিয়াছি যে, এ রোদন করিতে করিতে পা ছুড়িতেছিল, তাহাতেই শকট উলটিয়া পড়িয়াছে; ইহা আর কেহ করে নাই॥ ৪। ৫॥ তখন গোপসমূহ আরও অধিক বিস্মিত হইল এবং নন্দগোপ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বালককে কোলে লইলেন॥ ৬॥ যশোদা, দধি পুষ্প ফল ও অক্ষতের দ্বারা শকটস্থিত ভগ্ন ভাণ্ডের কপালিকা ও শকট পূজা করিতে লাগিলেন॥ ৭॥

সেই গোকুলে বসুদেব কর্তৃক প্রেরিত হইয়া গর্গমুনি গোপগণের অজ্ঞাতসারে সেই বালকদ্বয়ের সংস্কার সমূহ নিষ্পন্ন করিলেন॥ ৮॥

মতিমৎশ্রেষ্ঠ মহামতি গর্গ নামকরণের সময় জ্যেষ্ঠের রাম এবং কনিষ্ঠের কৃষ্ণ নাম রক্ষা করিলেন ॥৯॥ অতি অল্পকালেই ব্রজমধ্যে সেই উভয় বালকই জানু ও কর সংঘর্ষণে (হাঁমাগুঁড়ি দিয়া) ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ যখন তাঁহারা গোময় ও ভস্মদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ লিপ্ত করিয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তখন যশোদা বা রোহিণী, কেহই তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থা হইতেন না ॥ ১১ ॥ বালকদ্বয় কখন গোগৃহে, কখন বা গোবৎসের গৃহে সদ্যোজাত গোবৎসের পুচ্ছ আকর্ষন করতঃ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥ যখন যশোদা একত্র-বিহারী ও ক্রীড়াশীল অতিচঞ্চল ঐ বালকদ্বয়কে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন রোষ ভরে যষ্টি গ্রহণপূর্ব্বক কমললোচন কৃষ্ণের অনুগমন করতঃ তাঁহাকে ভর্ৎসনা-পূর্ব্বক রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়া উদূখলে বাঁধিয়া রাখিলেন এবং অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণকে অমর্ষভাবে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৩—১৫ ॥ "হে অতিচঞ্চল! যদি তোমার সামর্থ্য থাকে, গমন কর।" যশোদা এই কথা বলিয়া নিজ গৃহ-কর্ম্মে ব্যাপৃতা হইলেন ॥ ১৬ ॥ যশোদা গৃহকর্ম্মে ব্যগ্রা হইলে কমলেক্ষণ কৃষ্ণ, উদূখল টানিয়া লইয়া যমজ অর্জ্জুন বৃক্ষের মধ্যদিয়া গমন করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥ বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যদিয়া বক্রভাবে উদূখল আকর্ষণ করাতে উর্দ্ধশাখ সেই অর্জ্জুনবৃক্ষদ্বয় ভাঙ্গিয়া পড়িল ॥ ১৮ ॥ ব্রজবাসী, সেই ভীষণ শব্দ শ্রবণ করতঃ কাতরভাবে আগমন করিল, এবং ভগ্নস্কন্ধ ও ভগ্নশাখ সেই বৃক্ষদ্বয়কে ভূমিতে পতিত এবং নবোদ্গত ক্ষুদ্র দন্তের কিরণে সিত হাস্য বিশিষ্ট, সেই বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যগত ও উদরে রজ্জু দ্বারা গাঢ় আবদ্ধ সেই বালকে দর্শন করিল। তদবধি দামের (রজ্জু) দ্বারা বন্ধন-নিবন্ধন সেই বালকের দামোদর নাম হইল॥ ১৯—২১ ॥ তদনন্তর মহোৎপাতভীত নন্দগোপ প্রভৃতি গোপবৃদ্ধগণ উদ্বিগ্ন হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥ "এস্থানে আমাদের বাসের প্রয়োজন নাই, আমরা অন্য মহাবনে গমন করি। কারণ এখানে নাশের হেতুস্বরূপ পূতনার বিনাশ, শকটের বিপর্য্যয় এবং বিনা বায়ুতে বৃক্ষদ্বয়ের পতন রূপ বহুবিধ উৎপাত দেখা যাইতেছে ॥ ২৩। ২৪ ॥ অতএব যে পর্য্যন্ত কোন ভৌম মহোৎপাত ব্রজকে বিনাশ না করে, তাহার মধ্যেই আমরা এস্থান হইতে বৃন্দাবনে গমন করি; বিলম্বের প্রয়োজন নাই

॥ ২৫ ॥ ব্রজবাসিগণ এইরূপে স্থির মতি হইয়া আপন আপন পরিবারবর্গকে বলিল, 'শীঘ্র গমন কর, বিলম্ব করিও না' ॥ ২৬ ॥

তদনন্তর ব্রজবাসিগণ ক্ষণমধ্যে শকট ও গোধনের সহিত দলে দলে গোবৎস ও বালকগণকে চালন করতঃ গমন করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥ হে দ্বিজ! তখন দ্রব্যসমূহের অবশিষ্টাংশে সমাকীর্ণ সেই ব্রজভূমি কাক ও কাকীগণের দ্বারা ব্যাপ্ত হইল ॥ ২৮ ॥ তখন অক্লিষ্টকর্ম্মা ভগবান্ কৃষ্ণ, গোসমূহের বৃদ্ধির ইচ্ছায় বিশুদ্ধ মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥ হে দ্বিজোত্তম! তাহাতে সেই স্থানে চতুর্দ্দিকে অত্যন্ত রূক্ষ গ্রীষ্মকালেও বর্ষাকালের ন্যায় নূতন শস্যসমূহ উৎপন্ন হইল ॥ ৩০ ॥ তখন সেই ব্রজবাসিগণ বৃন্দাবনে শকটীবাট পর্য্যন্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকারে সংস্থিত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥ রাম এবং দামোদর বৎসসমূহের পালক হই: একত্র বাল্যলীলা করতঃ গোষ্ঠমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥ মহাবল রাম ও কৃষ্ণ মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ ও কর্ণে বন্য কুসুম ধারণ করতঃ গোপোচিত বেণুদ্বারা মৃদঙ্গাদির বাদ্য সম্পাদন এবং পত্রময় বাদ্যযন্ত্র দ্বারা নানাবিধ বাদ্য করিয়া কাকপক্ষ ধারণপূর্ব্বক পাবকিকুমারদ্বয়ের ন্যায় সহাস্য-বদনে ক্রীড়া করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ । ৩৪ ॥ কখনও উভয়ে হাস্যপূর্ব্বক ক্রীড়া করিতে করিতে অন্যান্য গোপবালকের সহিত গোরু চরাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥ কাল ক্রমে সপ্তমবর্ষ বয়সে সমস্ত জগতের পালক সেই বালকদ্বয়, বৎসগণের পালক হইয়া উঠিলেন ॥ ৩৬ ॥ তদনন্তর মেঘসমূহ দ্বারা গগনমণ্ডল আচ্ছাদিত এবং বারি-ধারার দ্বারা দিক্‌সমূহকে একাকার করিয়া বর্ষাকাল উপস্থিত হইল ॥ ৩৭ ॥ নূতন শস্যে পরিপূর্ণা ও শক্রগোপ-কীট-সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া পৃথিবী তখন পদ্মরাগ-মণি-ভূষিতা মরকতময়ী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥ নূতন ধনপ্রাপ্ত দুর্ব্বিনীত ব্যক্তিগণের মনের ন্যায় নদীর জল-রাশি উন্মার্গ-বাহী হইয়া গমন করিতে লাগিল ॥ ৩৯ ॥ মূর্খগণের প্রগল্-ভোক্তির সহিত সদ্বাক্যবাদ যেমন শোভা পায় না, তদ্রূপ নির্ম্মল চন্দ্র কৃষ্ণবর্ণ মেঘে আবৃত হইয়া শোভাহীন হইলেন ॥ ৪০ ॥ বিবেকহীন রাজার সভায় নির্গুণ পুরুষ যেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তদ্রূপ গগনমণ্ডলে

গুণহীন ইন্দ্রধনুঃ, পদ লাভ করিল॥ ৪১॥ দুর্বৃত্ত জনে কুলীন ব্যক্তির শোভন নিষ্কপট চেষ্টার ন্যায় মেঘপৃষ্ঠে বিমল বলাকাশ্রেণী বিরাজিত হইল॥৪২॥ সচ্চরিত্র পুরুষে দুর্জ্জনকৃত মিত্রতার ন্যায় অত্যন্ত চঞ্চল বিদ্যুৎ, গগণে স্থিরতা লাভ করিতে পারিল না॥ ৪৩॥ মূর্খজনের অর্থান্তরসমাকুল উক্তিসমূহের ন্যায় পথ সকল নূতন শস্যচয়ে আবৃত হইয়া অস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইল॥ ৪৪॥ সেই সময়ে উন্মত্ত ময়ূর ও ভ্রমরগণ-পরিশোভিত মহাবন-মধ্যে রাম ও কৃষ্ণ, গোপালগণের সহিত আনন্দে বিচরণ করিতে লাগি-লেন॥ ৪৫॥ কোন সময় গোপগণের সহিত রমণীয় গীত ও নৃত্যে রত হইয়া, কখন বা বকুল-বৃক্ষতল আশ্রয় করিয়া উভয়ে বিচরণ করিতে লাগি-লেন॥ ৪৬॥ কখন কদম্বমাল্য, কখন ময়ূরপুচ্ছ ও বিবিধ পার্ব্বতীয় ধাতুরাগে বিভূষিত হইয়া বিচিত্রবেশে উভয়ে বিরাজ করিতে লাগিলেন॥ ৪৭॥ কখন নিদ্রাভিলাষে পর্ণশয্যায় শয়ন করিলেন, কখন মেঘের গর্জ্জনে দুই জনেই হাহাকার রব করিতে লাগিলেন॥ ৪৮॥ কখন বা কোন গোপ গান করিতেছে, উভয়ে তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন, কখন বা ময়ূরের কেকা স্বরের অনুকরণ করতঃ গোপবেণু বাদন করিতে লাগিলেন॥ ৪৯॥ ইত্যাদি নানাপ্রকার ভাবে পরমপ্রীতি-সহ-কারে উভয়ে ক্রীড়াসক্ত হইয়া প্রসন্নমনে সেই বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন॥ ৫০॥ সন্ধ্যাকাল হইলে গো ও গোপগণ সমভিব্যহারে গোপ-বেশধারী রাম ও কৃষ্ণ, ব্রজে আগমন করিতে লাগিলেন॥ ৫১॥ যথাকালে ব্রজে আগমন করতঃ সমবয়স্ক গোপগণের সহিত মিলিত হইয়া মহাবল রাম ও কৃষ্ণ, অমরদ্বয়ের ন্যায় ক্রীড়া করিতে লাগিলেন॥ ৫২॥

ষষ্ঠ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

সপ্তম অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—একদা রাম ব্যতিরেকে কৃষ্ণ, বৃন্দাবনে গমন করিলেন এবং বন-ফুলের মালায় বিভূষিত হইয়া গোপগণের সহিত বিচরণ করিতে লাগিলেন॥ ১॥ এক সময়ে কৃষ্ণ, লোলকল্লোলশালিনী যমুনায় গমন

করিলেন এবং দেখিলেন,—তীরসংলগ্ন ফেনপুঞ্জের দ্বারা যমুনা যেন চারিদিকে হাস্য করিতেছেন॥ ২॥ এবং সেই যমুনা মধ্যে বিষাগ্নি দ্বারা সন্তপ্ত বারি কালিয় নাগের অতি ভীষণ হ্রদ দর্শন করিলেন॥ ৩॥ সেই হ্রদোদ্গত বিষাগ্নির দ্বারা তীরস্থিত বৃহৎ বৃক্ষ সমূহদগ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং বায়ুর দ্বারা বিক্ষিপ্ত সেই হ্রদের জল স্পর্শে বিহঙ্গমগণ দগ্ধ হইয়া রহিয়াছে॥ ৪॥ দ্বিতীয় মৃত্যু-মুখ তুল্য সেই ভয়ঙ্কর হ্রদ দর্শন করিয়া ভগবান্ মধুসূদন চিন্তা করিতে লাগিলেন॥ ৫॥ যে দুষ্ট, আমার বিভূতি গরুড় কর্ত্তৃক নির্জ্জিত হইয়া পয়োনিধি ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল, সেই দুষ্টাত্মা বিষায়ুধ কালিয় ইহাতে বাস করিতেছে॥ ৬॥ ইহার দ্বারা সাগরগামিনী এই যমুনা দূষিতা হইয়াছে, গো অথবা গোপগণ তৃষার্ত্ত হইলেও ইহার জল পান করিতে পায় না॥ ৭॥ অতএব আমি এই নাগরাজের নিগ্রহ করিব; যাহাতে ব্রজজন নির্ভয়ে ইহাকে সুখে ব্যবহার করিতে পারে॥ ৮॥ উৎপথ গামী এই সমস্ত দুরাত্মাদিগকে শাস্তি প্রদান করাই আমার মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিবার উদ্দেশ্য॥ ৯॥ অতএব নিকটস্থ এই কদম্ব বৃক্ষের ঊর্দ্ধতন শাখায় আরোহণ করিয়া আমি এই নাগরাজের হ্রদে পতিত হই॥ ১০॥

পরাশর কহিলেন,—এইরূপ চিন্তা করিয়া কৃষ্ণ দৃঢ়রূপে বস্ত্রাদি বন্ধন করতঃ বেগসহকারে সর্পরাজের সেই হ্রদমধ্যে নিপতিত হইলেন॥ ১১॥ কৃষ্ণ তাহাতে পতিত হইলে সেই মহাহ্রদ ক্ষোভিত হইয়া দূরস্থিত মহীরুহগণকে সম্যক্‌রূপে সিঞ্চন করিল॥ ১২॥ দুষ্ট বিষজ্বালায় সন্তপ্তজলবাহী পবনের দ্বারা সন্তাড়িত হইয়া সেই পাদপ সমূহ তেজে দিগন্তর ব্যাপ্ত করতঃ তৎক্ষণাৎ জ্বলিতে লাগিল। তখন কৃষ্ণ, নাগের হ্রদমধ্যে বাহু আস্ফোটন করিতে লাগিলেন। সেই শব্দ শ্রবণে চক্ষুঃ রক্তবর্ণ করতঃ অন্যান্য মহাবিষ সর্পসমূহে পরিবৃত হইয়া দুষ্ট-বিষজ্বালাকুল-ফণাবিশিষ্ট নাগরাজও শীঘ্র আগমন করিল॥ ১৩—১৪॥

তাহার সহিত মনোহর হার এবং প্রকম্পিত শরীরের উৎক্ষেপণে চঞ্চল কুণ্ডল দ্বারা বিশোভিত শত শত নাগ-পত্নীও আগমন করিল॥ ১৫॥ তখন সকলে কুণ্ডলীকৃতদেহে কৃষ্ণকে বেষ্টন করিল এবং বিষজ্বালা-পরিপূর্ণ

মুখ দ্বারা তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল॥ ১৬॥ গোপগণ হ্রদমধ্যে কৃষ্ণকে নিপতিত ও বিষজ্বালায় নিপীড়িত দেখিয়া ব্রজে আগমন করতঃ শোকে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল যে, "কৃষ্ণ কালিয় হ্রদে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে ও সর্পকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইতেছে; তোমরা আগমন কর ও দেখ"॥ ১৭। ১৮॥ গোপ ও যশোদাপ্রমুখ গোপীগণ বজ্রপাত-সদৃশ সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া শীঘ্র তথায় গমন করিল॥ ১৯॥ যশোদার সহিত গোপীজন সম্ভ্রান্তভাবে "হা হা কোথায় কৃষ্ণ!" এই বলিয়া অতিশয় বিহ্বল হইয়া স্খলিতপদে দ্রুত গতিতে তথায় গমন করিল এবং নন্দগোপ, অন্যান্য গোপগণ ও অদ্ভুতবিক্রম রাম ও কৃষ্ণদর্শনাভিলাষে শীঘ্র যমুনায় গমন করিলেন॥ ২০। ২১॥ তথায় তাঁহারা সর্পরাজের বশপ্রাপ্ত ও সর্পফণায় আবৃত অথচ নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থিত কৃষ্ণকে দর্শন করিলেন॥ ২২॥ হে মুনিসত্তম! নন্দগোপ ও মহাভাগা যশোদা কৃষ্ণের মুখে নয়নার্পণ করতঃ নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন॥ ২৩॥ অন্যান্য গোপীগণ শোকে কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিল এবং প্রীতিসহকারে কৃষ্ণকে দর্শন করতঃ ভয় ও কাতরতায় গদ্গদস্বরে বলিতে লাগিল যে, আমরা সকলে যশোদার সহিত নাগরাজের এই মহাহ্রদে প্রবেশ করি; আমাদের ব্রজে যাওয়া উচিত নহে॥ ২৪। ২৫॥ সূর্য্য বিনা দিবস কি? চন্দ্র বিনা রাত্রি কি? বৃষ ব্যতিরেকে গোরু কি? এবং কৃষ্ণ ব্যতিরেকে ব্রজই বা কি?॥২৬॥ যেমন বারিহীন সরোবর সেব্য নহে, তদ্রূপ কৃষ্ণবিরহিত হইয়া আমরা গোকুলে প্রবেশ করিব না ও অরণ্যেও বাস করিব না॥ ২৭॥ যেখানে ইন্দীবরদল-কান্তি হরি নাই, সে মাতৃগৃহেও যে রতি আছে, ইহা অতি বিস্ময়ের কথা॥ ২৮॥ প্রফুল্লপদ্মকান্তিলোচন হরিকে না দেখিয়া তোমরা কি প্রকারে গোষ্ঠে থাকিবে॥ ২৯॥ অত্যন্ত মধুর আলাপের দ্বারা যিনি সকলের মনোধন হরণ করিয়াছেন, সেই পুণ্ডরীকাক্ষ ব্যতিরেকে আমরা গোকুলে গমন করিব না॥ ৩০॥ দেখ সর্পরাজের ফণার দ্বারা আবৃত, তথাপি কৃষ্ণের স্মিতশোভী মুখ প্রকাশ পাইতেছে॥ ৩১॥

পরাশর কহিলেন,—স্তিমিতলোচন মহাবল রৌহিণেয়, গোপীগণের ঐরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং গোপগণকে ভয়-বিহ্বল, নন্দকে অতিশয়

দীন ও কৃষ্ণের মুখে ন্যস্ত-দৃষ্টি এবং যশোদাকে মূর্চ্ছিত দর্শন করিয়া স্বীয় সঙ্কেতে কৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন॥ ৩২। ৩৩॥ হে দেবদেবেশ! তুমি কি আপনাকে অনন্ত বলিয়া জানিতেছ না? নিরর্থক কেন এই মানুষ-ভাব প্রকাশ করিতেছ? রথনাভি যেমন আরাশ্রয়, তদ্রূপ তুমি এই জগতের আশ্রয় এবং বার্ত্তা, অপহর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা এবং ত্রৈলোক্যমধ্যে তুমিই ত্রয়ীময়। হে অচিন্ত্যরূপিন্! ইন্দ্র, রুদ্র, অশ্বী, বসু, আদিত্য, মরুৎ, অগ্নি এবং সমস্ত যোগিগণ কর্তৃক তুমিই চিন্তিত হইতেছ। হে জগন্নাথ! পৃথিবীর জন্য ভারাবতরণেচ্ছায় তুমি মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছ এবং তোমারই অংশ আমি, তোমার অগ্রজরূপে অবতীর্ণ হইয়াছি। হে ভগবন্! তুমি মনুষ্যলীলা ভজনা করিতেছ; এই সমস্ত সুরগণ তোমার লীলার অনুকারী হইয়া গোপবেশে অবতীর্ণ হইয়াছে। তুমি লীলার জন্য গোকুলে সুরাঙ্গনাসমূহকে গোপীরূপে অবতীর্ণ করাইয়া স্বয়ং নিত্য হইয়াও পশ্চাৎ জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। হে কৃষ্ণ! গোকুলে অবতীর্ণ গোপ ও গোপীগণই তোমার বান্ধব; কি হেতু তুমি বিষণ্ণ বান্ধবগণকে উপেক্ষা করিতেছ? হে কৃষ্ণ! আর কেন, মানুষ ভাব দর্শন করাইয়াছ, বালচাপল্যও দেখান হইয়াছে, এক্ষণে দশনায়ুধ এই দুরাত্মাকে দমন কর॥ ৩৪—৪১॥

পরাশর কহিলেন,—রাম কর্তৃক এইরূপে স্মারিত হইয়া হাস্যবদনে কৃষ্ণ আস্ফোটনপূর্ব্বক ভোগবন্ধন হইতে আপনার দেহ মুক্ত করিলেন॥ ৪২॥ এবং উভয় হস্ত-দ্বারা নাগরাজের মধ্যম ফণা নোয়াইয়া, সেই আভুগ্ন-মস্তক সর্পের উপর আরোহণ করতঃ প্রচণ্ডবিক্রমে নৃত্য করিতে লাগিলেন॥ ৪৩॥ কৃষ্ণের পাদপ্রহারে তাহার ফণায় ব্রণসমূহ উৎপন্ন হইল, এবং যেদিকে মস্তক উঠাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, সেই দিকেই মস্তক নত হইয়া যাইতে লাগিল॥ ৪৪॥ নাগরাজ, কৃষ্ণের দণ্ডপাতসদৃশ রেচকাখ্য গতিবিশেষ দ্বারা মূর্চ্ছিত হইল এবং বহুতর রক্ত বমন করিল॥ ৪৫॥ নাগরাজের মস্তক ও গ্রীবা ভগ্ন হওয়ায় আস্য হইতে নিরন্তর রক্তস্রাব হইতেছে দেখিয়া তাহার পত্নীগণ মধুসূদনের শরণাগত হইল॥ ৪৬॥

নাগপত্নীগণ বলিল,—হে দেবদেব! আমরা তোমাকে জানিতে পারিয়াছি;

তুমি সকলের ঈশ এবং অনুত্তম; যিনি অচিন্ত্য পরম জ্যোতিঃ, তুমি তাঁহার অংশ এবং পরমেশ্বর॥ ৪৭॥ দেবগণ, যে অনন্তভব প্রভুকে স্তব করিতে সমর্থ হন না, স্ত্রীলোকে কি প্রকারে তাঁহার স্বরূপ বর্ণন করিবে? ॥৪৮॥ পৃথিবী, আকাশ, জল, অগ্নি ও পবনাত্মক অখিল ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার অল্পাংশেরও অংশ-স্বরূপ, আমরা কি প্রকারে তাঁহার স্তব করিব? ॥ ৪৯॥ অযোগী ব্যক্তিগণ নিরন্তর যত্নশীল হইয়াও যাঁহার স্বরূপ জানিতে পারে না, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম এবং স্থূল হইতেও স্থূল সেই পারমার্থস্বরূপকে আমরা প্রণাম করি॥ ৫০॥ বিধাতা, যাঁহার জন্মের নিমিত্ত নহেন ও অনন্তও যাঁহার নাশের নিমিত্ত নহেন এবং অন্য কেহও যাঁহার স্থিতিকর্ত্তা নাই, আমরা সর্ব্বদা তাঁহাকে প্রণাম করি॥ ৫১॥ এই নাগরাজের দমনে তোমার কিছুমাত্র ক্রোধ নাই, কেবল ক্ষিতিপালনই ইহার প্রয়োজন; অতএব শ্রবণ কর॥ ৫২॥ যেহেতু স্ত্রী, মূঢ়, দীন, জন্তুগণের উপর সাধুগণের কৃপা লক্ষিত হয়, তন্নিবন্ধন হে ক্ষমিশ্রেষ্ঠ! এই দীনকে আপনি ক্ষমা করুন॥ ৫৩॥ আপনি সমস্ত জগতের আধার, আর এই সর্প অতি অল্পবল; আপনার দ্বারা পীড়িত হইলে এ মুহূর্ত্তার্দ্ধমধ্যেই জীবন ত্যাগ করিবে॥ ৫৪॥ কোথায় এই অল্পবীর্য্য সর্প, আর কোথায় ভুবনের আশ্রয় আপনি —হে অব্যয়! সমানে প্রীতি এবং উৎকৃষ্টে শ্লেষ লক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব হে জগৎস্বামিন্! এই অবসন্ন দীন জনের প্রতি প্রসন্ন হউন, আর বিলম্ব করিবেন না, নাগরাজ প্রাণত্যাগ করিতেছেন; আমাদিগকে পতি ভিক্ষা প্রদান করুন॥ ৫৫। ৫৬॥

পরাশর কহিলেন,—নাগপত্নীগণ এইরূপ বলিলে নাগরাজ ক্লান্ত দেহেও আশ্বস্ত হইয়া, "হে দেবদেব! আপনি প্রসন্ন হউন" বারংবার এই কথা বলিতে লাগিল। আরও বলিল,—হে নাথ! নিরতিশয় অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য যাঁহার স্বাভাবিক বল, আমি কি প্রকারে তাঁহার স্তব করিব? তুমি পর (সর্ব্বোৎকৃষ্ট), তুমি পরেরও আদি, হে পরাত্মক! প্রকৃতি তোমা হইতেই পরিচালিত; যিনি পর হইতেও পরম, আমি কি প্রকারে তাঁহার স্তব করিব? যাঁহা হইতে ব্রহ্মা, রুদ্র, চন্দ্র, ইন্দ্র, মরুৎ, অশ্বী এবং আদিত্যগণের সহিত বসুগণ উৎপন্ন হইয়া থাকেন, আমি কিরূপে তাঁহার স্তব করিব? এই সমস্ত জগৎ যাঁহার একটি অবয়বের সূক্ষ্মাংশ, আমি কল্পনা করিয়া তাঁহার কি স্তব করিব? ব্রহ্মাদি

দেবগণ, সদসংস্বরূপ যাঁহার পরমার্থ জানেন না, আমি কি প্রকারে তাঁহার স্তব করিব? যিনি নন্দনকানন-সমুদ্ভূত দিব্য পুষ্প এবং অনুলেপন দ্বারা ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হন, আমি কিরূপে তাঁহার পূজা করিব? ইন্দ্র যাঁহার পরম তত্ত্ব না জানিয়া অবতারসমূহকে অর্চ্চনা করেন, আমি কিরূপে তাঁহার অর্চ্চনা করিব? যোগীগণ বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সমূহকে সমাহৃত করিয়া ধ্যান দ্বারা যাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন, আমি কিরূপে তাঁহার পূজা করিব? হে নাথ! যোগীগণ ধ্যানের দ্বারা হৃদয়ে যাঁহার রূপ কল্পনা করিয়া ভাবরূপ পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া থাকেন, আমি কিরূপে তাঁহার পূজা করিব? হে দেবদেবেশ! আমি তোমার অর্চ্চনা বা স্তুতি করিতে অসমর্থ, কেবলমাত্র কৃপাপূর্ব্বক আমার উপর প্রসন্ন হউন। হে কেশব! আমি যে জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, সেই সর্প জাতি অতিশয় ক্রূর, তাহাদিগের স্বভাবই এইরূপ; হে অচ্যুত! আমার কোন অপরাধ নাই। আপনার দ্বারাই সমস্ত জগৎ সৃষ্ট হইতেছে এবং আপনিই সমস্ত সংহার করিতেছেন; জগতের জাতি, রূপ, স্বভাব, সমস্ত আপনারই সৃষ্ট। হে ঈশ্বর! আপনি আমাকে যে জাতিতে যেরূপে সৃজন করিয়াছেন এবং যেরূপ স্বভাবের সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন, আমি সেইরূপই আচরণ করিতেছি। হে দেবদেব! যদি আমি অন্যথাচরণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে তোমারই বাক্যানুসারে আমার উপর দণ্ডনিপাত অবশ্য কর্ত্তব্য। হে জগৎস্বামিন্! তথাপি আপনি যে আমাকে দণ্ড দিলেন, অন্যের নিকট হইতে বর গ্রহণ অপেক্ষা সেই দণ্ড আমি শ্রেয়ঃ বোধ করি। হে অচ্যুত! আপনার দ্বারা দমিত হইয়া আমি হতবীর্য্য এবং হতবিষ হইয়াছি, একমাত্র আমার জীবনভিক্ষা দান করুন; আজ্ঞা করুন, আমি কি করিব? ॥ ৫৭—৭৩ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে সর্প! তুমি কখনই এই যমুনা জলে থাকিও না; ভৃত্য এবং পরিবার বর্গের সহিত সমুদ্রসলিলে গমন কর ॥ ৭৪ ॥ হে সর্প! সমুদ্রে তোমার মস্তকে আমার পদ চিহ্ন দর্শন করিয়া সর্পশত্রু গরুড় তোমাকে ক্লেশ প্রদান করিবে না ॥ ৭৫ ॥

পরাশর কহিলেন,—ভগবান্ হরি এই কথা বলিয়া সর্পরাজকে মোচন করিলেন। নাগরাজও কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া ভৃত্য, অপত্য, বান্ধব এবং সমস্ত

পত্নীগণের সহিত সর্ব্বভূতসমক্ষে স্বকীয় হ্রদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদ্রে গমন করিল ॥ ৭৬। ৭৭ ॥ তদনন্তর সমস্ত গোপজন, পুনরাগত মৃতের ন্যায় কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করতঃ নেত্রজলের দ্বারা মস্তকে সেচন করিয়াছিল ॥ ৭৮ ॥ অন্যান্য গোপগণ নদীর জল বিশুদ্ধ দর্শন করতঃ হর্ষিত হইয়া বিস্মিতচিত্তে অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণকে স্তব করিয়াছিল ॥ ৭৯ ॥ চারুচেষ্টিত কৃষ্ণ স্বীয় চরিতোল্লেখে গোপীগণ কর্তৃক গীয়মান ও গোপগণ কর্তৃক স্তূয়মান হইয়া ব্রজধামে আগমন করিলেন ॥ ৮০ ॥

সপ্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

অষ্টম অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—কোন সময়ে গোপালনে রত বলরাম এবং কেশব সেই বনে ভ্রমণ করিতে করিতে রমণীয় তালবনে উপস্থিত হইলেন। গর্দ্দভাকৃতি ধেনুক নামে দৈত্য, মৃগ-মাংস আহার করতঃ সেই দিব্য তালবনে সর্ব্বদা অবস্থান করিত ॥ ১। ২ ॥ পক্ক-ফল-সম্পত্তি-সমন্বিত সেই তালবন দর্শন করতঃ ফলগ্রহণে লুব্ধ হইয়া গোপগণ বলিল, হে রাম! হে কৃষ্ণ! এই ভূমি প্রদেশ ধেনুকনামক দৈত্যের দ্বারা সর্ব্বদা রক্ষিত বলিয়া ঐ পক্ক তাল ফলসমূহ রহিয়াছে। দেখ, ইহার গন্ধে দিক্‌সমূহ আমোদিত হইয়াছে, আমরা এই ফল খাইতে ইচ্ছা করিতেছি, যদি ইচ্ছা হয়, তবে পাড়িয়া দেও। গোপবালকগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম ও কৃষ্ণ তালফলসমূহকে ধরায় পাতিত করিলেন। পতনশীল ফলসকলের শব্দ শ্রবণ করতঃ সেই দুরাত্মা দৈত্যগর্দ্দভ ক্রোধভরে আগমন করিল এবং পশ্চাতের পদদ্বয়ের দ্বারা সবলে বলভদ্রের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিতে লাগিল। বলভদ্র তাহার সেই পাদদ্বয় ধারণ করতঃ ঘুরাইতে লাগিলেন; তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ অম্বরপথে প্রাণত্যাগ করিল, তখন তাহাকে তাল বৃক্ষের উপর বেগে নিক্ষেপ করিলেন, তৎপরে সেই গর্দ্দভ, তাল বৃক্ষের অগ্র দেশ হইতে পৃথিবীতে পতিত হইবার কালে মহাবায়ু কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত হইয়া বহুতর তাল ফল পতিত হইল। এই বার্ত্তা

অবগত হইয়া সমাগত ইহার অন্যান্য দৈত্যগর্দ্দভ জ্ঞাতিগণকে কৃষ্ণ ও বলরাম, অনায়াসে তাল বৃক্ষের অগ্রদেশে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩—১১ ॥

হে মৈত্রেয়! অল্প সময়ের মধ্যেই বহুতর পক্ব তাল ফল দ্বারা পৃথিবী যেরূপ অলঙ্কৃতা হইল, সেইরূপ দৈত্যগর্দ্দভগণের দেহসমূহ দ্বারাও অধিকতর শোভিতা হইল ॥ ১২ ॥ হে দ্বিজ! তদনন্তর সেই তালবনে গোসমূহ, পূর্ব্বে যাহা কোন দিন আহার করে নাই, এমন নূতন শস্যসমূহের উপর সুখ-সচ্ছন্দে নির্ব্বিঘ্নে বিহার করিতে লাগিল ॥ ১৩ ॥

অষ্টম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

নবম অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—অনুচরগণের সহিত সেই রাসভাসুর নিহত হইলে পর গাভী, গোপ ও গোপীগণের স্বচ্ছন্দবিচরণে সেই মনোহর তালবন অতিশয় শোভা পাইয়াছিল ॥ ১ ॥ অনন্তর সঞ্জাতহর্ষ বসুদেবসুত রাম ও কৃষ্ণ উভয়ে ধেনুকাসুরকে বিনাশ করিয়া ভাণ্ডীরনামক বট বৃক্ষের নিম্নে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২ ॥ সেই খানে তাঁহারা নানা প্রকার ক্রীড়া করিতে করিতে কখনও বা গান করিতে লাগিলেন, কখনও বা বৃক্ষ হইতে পুষ্পচয়ন করিতে লাগিলেন, কখনও বা নাম ধরিয়া দূরস্থিত গাভীসমূহকে আহ্বান করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥ তাঁহাদের স্কন্ধদেশে গোগণের বন্ধনরজ্জু লম্বিত ছিল এবং তাঁহারা উভয়েই বনমালা-বিভূষিত ছিলেন। তাহাতে নবীনশৃঙ্গোদ্গমকালে বালবৃষভগণ যে প্রকার শোভা-শালী হয়, ঐ মহাত্মদ্বয়ও তৎকালে তাদৃশ শোভা ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥ সুবর্ণ ও অঞ্জন বর্ণ দ্বারা তাঁহাদের বসন রঞ্জিত ছিল, সুতরাং তাঁহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইতেছিল, যেন বৃন্দাবনগগনে ইন্দ্রা-য়ুধসংযুক্ত দুই খানি শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের মেঘ উদিত হইয়াছে ॥ ৫ ॥ সমস্ত লোকনাথগণের নাথভূত হইয়াও তাঁহারা ভূতলে গমন পূর্ব্বক পরস্পর লোকসিদ্ধ নানাপ্রকার ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ তাঁহারা মনুষ্যধর্ম্ম-

ভিরত হইয়া মনুষ্যতার সম্মানপূর্ব্বক মনুষ্য-জাতির গুণযুক্ত নানাপ্রকার ক্রীড়া করতঃ বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥ সেই মহাবলদ্বয় কখন স্যন্দোলিকা (দোলনা) দ্বারা, কখন বাহুযুদ্ধ দ্বারা, কখনও বা ক্ষেপণীয় প্রস্তর খণ্ডের দ্বারা নানাপ্রকার ব্যায়াম করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

উভয়ে এই প্রকার ক্রীড়া করিতেছেন, এমন সময়ে প্রলম্বনামা এক জন অসুর তাঁহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য, প্রচ্ছন্ন গোপবেশ ধারণ করিয়া সেই-স্থানে উপস্থিত হইল ॥ ৯ ॥ সেই দানবশ্রেষ্ঠ প্রলম্ব, মনুষ্যাকারে নিঃশঙ্কভাবে সেই রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি ক্রীড়নশীল বালকগণের মধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ১০ ॥ উভয়ের ছিদ্রান্তরাভিলাষী সেই অসুর, কৃষ্ণকে নিতান্ত দুর্ধর্ষ বোধ করিল, অনন্তর সে কোন ছলে রামকে বধ করিতে অভিলাষী হইল ॥ ১১ ॥ অনন্তর গোপবালকগণ সকলে মিলিয়া হরিণাক্রীড়ননামে * এক প্রকার বালক্রীড়া আরম্ভ করিয়া প্লুতগতিতে পরস্পর দুই দুই জনে মিলিয়া লক্ষ্যস্থানে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ১২ ॥ অনন্তর গোবিন্দ শ্রীদামের সহিত, বলভদ্র প্রলম্বের সহিত, তদ্ভিন্ন গোপবালকগণও অন্যান্য গোপবালকের সহিত প্লুতগতিতে দৌড়িতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥ অনন্তর কৃষ্ণ শ্রীদামকে, রোহিণীসুত প্রলম্বকে এবং কৃষ্ণপক্ষীয় গোপগণ অন্য গোপবালকগণকে পরাজিত করিলেন ॥১৪॥ সেই পরাজিত বালকগণ, জেতা বালকগণকে স্কন্ধে করিয়া ভাণ্ডীর বৃক্ষের নিকট লইয়া গিয়া, পুনর্ব্বার নিবৃত্ত হইল ॥ ১৫ ॥ কিন্তু সেই দানব, বলদেবকে স্কন্ধে বহন করিয়া সচন্দ্র জলধরের ন্যায় শীঘ্র গমন করিতে লাগিল ; আর প্রতি নিবৃত্ত হইল না ॥ ১৬ ॥ দানবশ্রেষ্ঠ রৌহিণেয় বলদেবের ভারসহন করিতে না পারিয়া প্রাবৃট্‌কালের মেঘের ন্যায় অতি মহাকায় হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥ ১৭ ॥ অনন্তর দগ্ধশৈলোপমাকৃতি, মাল্য ও আভরণধারী, মুকুটশোভিত মস্তক, ভয়ঙ্কর শকটচক্রেরন্যায় গোলা-

---

* দুইজন করিয়া বালক একটি নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখে এক স্থান হইতে প্লুত গতিতে গমন করিবে, পরে তাহাদের উভয়ের যে অগ্রে লক্ষ্যস্থানে যাইতে পারিবে, সেই জয়ী হইবে। পরাজিত বালক বিজয়ীকে স্কন্ধে করিয়া সেই স্থান হইতে পূর্ব্ব স্থানে লইয়া আসিবে এবং ঐ নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যস্থলে পুনরায় সেইরূপ তাহাকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইবে। এইরূপে প্রতিজ্ঞা করিয়া যে ক্রীড়া করিয়াছিল, তাহার নাম হরিণাক্রীড়ন।

কার-চক্ষুঃ ও পাদক্ষেপে বসুধা কম্পনকারী সেই অসুরকে দেখিয়া, ম্রিয়মাণ বলভদ্র কৃষ্ণকে বলিলেন ॥ ১৮। ১৯ ॥ হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! এই ছদ্ম-গোপাল-রূপী, পর্ব্বতের ন্যায় উন্নতশরীর কোন দৈত্য, আমাকে হরণ করিতেছে; তুমি দেখ ॥ ২০ ॥ হে মধুনিসূদন! এক্ষণে আমায় যাহা করিতে হইবে, তাহা বলিয়া দাও; এই দুরাত্মা দানবাধম চলিয়া যাইতেছে ॥ ২১ ॥

পরাশর কহিলেন,—তখন বলভদ্রের বলবীর্য্যপ্রমাণবেত্তা মহাত্মা কৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করতঃ রামকে কহিলেন ॥ ২২ ॥ হে সর্ব্বাত্মন্! আপনি সর্ব্বপ্রকার গুহ্যপদার্থ অপেক্ষা গুহ্যাত্মা হইয়াও এ প্রকার স্পষ্ট মানুষভাব অবলম্বন করিতেছেন কেন? ॥ ২৩ ॥ আপনি স্বকীয় আত্মাকে স্মরণ করুন, আপনি অশেষ জগতের বীজেরও কারণ এবং কারণেরও পূর্ব্ববর্ত্তী এবং প্রলয়কালে এক মাত্র আপনিই অবস্থিতি করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥ আপনি কি জানেন না যে, আমি ও আপনি উভয়েই জগৎকারণ এবং ভূমিভার হরণ করিবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছি ॥ ২৫ ॥ আকাশ আপনার মস্তক, আপনার মূর্ত্তি জলময়ী, হে অনন্ত! ক্ষিতিই আপনার পদদ্বয়, বহ্নিই আপনার মুখ, চন্দ্রমা আপনার মন, বায়ু আপনার নিশ্বাস। হে অব্যয়! চারিটী দিকই আপনার বাহুচতুষ্টয় ॥ ২৬ ॥ হে ভগবন্! আপনার সহস্র বক্ত্র, আপনার হস্ত, অঙ্ঘ্রি, শরীর, সকলই সহস্র প্রকার, আপনি সহস্র ব্রহ্মার কারণ, মুনিগণ সহস্ররূপেই আপনার স্তব করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥ অন্য কোনব্যক্তিই আপনার দিব্য রূপকে জানে না। অখিল দেবগণ সকলে আপনার অবতাররূপের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। আপনি কি জানেন না যে, অন্তকালে আপনাতেই বিশ্ব লীন হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥ হে অনন্তমূর্ত্তে! আপনি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন বলিয়া এই ধরণী চরাচরকে ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে; হে অজ! আপনি নিমেষাদি কালরূপী, আপনিই সত্য ত্রেতাদি যুগভেদে এই জগৎকে গ্রাস করিতেছেন ॥ ২৯ ॥ বড়বানল কর্ত্তৃক পীত জল, যে প্রকার মনোহর হিমস্বরূপ ধারণ করিয়া, হিমালয়ে সূর্য্যকিরণসম্পর্কে পুনর্ব্বার সেই জলরূপ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ প্রলয়কালে আপনাতেই লীন এই বিশ্ব, আপনি সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইলে পুনর্ব্বার আপনার জগদ্রূপত্ব লাভ করিয়া থাকে।

হে ঈশ্বর! প্রতিকল্পেই আপনি এই প্রকার জগতের প্রলয়ান্তে পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিয়া থাকেন ॥ ৩০। ৩১ ॥ হে বিশ্বাত্মন্! আপনি এবং আমি এই উভয়েই জগতের একীভূত কারণ হইয়াও জগতের মঙ্গলের জন্য, ভিন্ন-রূপেই অবস্থান করিতেছি ॥ ৩২ ॥ হে অমেয়াত্মন্! সেই হেতু আপনি স্বকীয় আত্মাকে স্মরণ করুন এবং বন্ধুগণের মঙ্গলার্থে মনুষ্যভাবেই এই দানব-নিধন করুন ॥ ৩৩ ॥

পরাশর কহিলেন,—হে বিপ্র! সুমহাত্মা কৃষ্ণ, এই প্রকারে বলদেবকে প্রকৃত অবস্থা স্মরণ করাইয়া দিলেন। তখন বলবান্ বলদেব, হাস্য করতঃ প্রলম্ব অসুরকে পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥ অনন্তর কোপভরে আরক্ত-লোচন বলভদ্র, মুষ্টিদ্বারা তাহার মস্তকে প্রহার করিলেন, সেই প্রহারে ঐ অসুরের নয়নদ্বয় বহির্গত হইয়া পড়িল ॥ ৩৫ ॥ অনন্তর তাহার মস্তিষ্ক নিষ্কাশিত হইয়া পড়াতে, সেই দৈত্যশ্রেষ্ঠ, মুখদ্বারা শোণিত-বমন করিতে করিতে মহীপৃষ্ঠে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল ॥ ৩৬ ॥ অনন্তর অদ্ভুত-কর্ম্মা বলদেবকর্ত্তৃক, প্রলম্বাসুরকে নিহত হইতে দেখিয়া, প্রহৃষ্ট গোপ-বালকগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিল ও 'সাধু সাধু' এই বাক্য বলিতে লাগিল ॥ ৩৭ ॥ অনন্তর ঐ প্রলম্বনামা দৈত্য নিপাতিত হইলে পর, গোপ-গণকর্ত্তৃক সংস্তূয়মান বলদেব, কৃষ্ণের সহিত পুনর্ব্বার গোকুলে প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ৩৮ ॥

নবম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

দশম অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—ব্রজে, রাম ও কেশব এই প্রকারে বিহারে আসক্ত ছিলেন, এমন অবস্থায় বর্ষাকাল অতীত হইল এবং শরৎকাল উপস্থিত হইল; পদ্মসমূহও বিকসিত হইল ॥ ১ ॥ পল্বলজলে মৎস্যগণ, পুত্র পত্নী প্রভৃতির আসঙ্গজনিত মমতায় গৃহী ব্যক্তির ন্যায় অতিশয় তাপপ্রাপ্ত হইতে লাগিল ॥ ২ ॥ সংসারের অসারতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সন্ত্যক্তাহঙ্কার-যোগিগণের ন্যায় ময়ূরগণও বনে মদপরিত্যাগপূর্ব্বক মৌনী* হইয়া

অবস্থিতি করিতে লাগিল॥ ৩॥ জ্ঞানী জন যে প্রকার সর্ব্বপ্রকার মমতাপরিত্যাগান্তে গৃহ পরিত্যাগ করতঃ বনে গমন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ শুভ্রবর্ণ মেঘগণ জলরূপ সর্ব্বস্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্ম্মল হইয়া আকাশ পরিত্যাগ করিল॥ ৪॥ বহুজনের প্রতি অর্পিত মমতায় দেহিগণের হৃদয়ের ন্যায় শরৎকালীন রবিকিরণতপ্ত সরোবরসমূহ শোষপ্রাপ্ত হইতে লাগিল॥ ৫॥ অমলস্বভাব ব্যক্তিগণের মনঃসমূহ যে প্রকার জ্ঞানের সম্বন্ধপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ শরৎকালীন জলরাশি কুমুদের সহিত সম্পর্ক-যোগ্যতা প্রাপ্ত হইল॥ ৬॥ তারকা-বিমল নভোমণ্ডলে, অখণ্ডমণ্ডলচন্দ্রমা, সৎকুলোৎপন্ন চরমদেহাত্মা, যোগীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল॥ ৭॥ পণ্ডিতগণ যে প্রকারে পুত্রাদির উপর রূঢ়মমতাকে ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করেন, সেইরূপ জলাশয় সকল ক্রমে ক্রমে তীর-পরিত্যাগ করিতে লাগিল॥ ৮॥ যেপ্রকার কুযোগিগণ বিঘ্নাভিভূত হইয়া পুনর্ব্বার অশেষবিধ ক্লেশযুক্ত হয়, তদ্রূপ পূর্ব্বপরিত্যক্ত সরোবরজলসমূহের সহিত হংসগণ পুনর্ব্বার যোগপ্রাপ্ত হইল॥ ৯॥ ক্রমে ক্রমে মহাযোগের লাভকর্ত্তা নিশ্চলাত্মা যতির ন্যায় নিশ্চলায় সমুদ্র, অতিশয় নির্ব্বিকার ভাবপ্রাপ্ত হইল॥ ১০॥ সর্ব্বত্রগ ভগবান্ বিষ্ণুকে জানিতে পারিলে মনঃ যে প্রকার হয়, তদ্রূপ সেই সময় জলসমূহ অতীব প্রসন্ন হইয়াছিল॥ ১১॥ শরৎকালাগমে মেঘ সকল বিনষ্ট হওয়াতে আকাশ, যোগাগ্নিদগ্ধক্লেশ যোগিগণের চিত্তের ন্যায় নির্ম্মল হইল॥ ১২॥ সুমহান্ বিবেক, যে প্রকার অহঙ্কারসম্ভূত দুঃখকে বিনাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ চন্দ্রমাও সূর্য্যকিরণজনিত সন্তাপকে শান্ত করিয়াছিল॥ ১৩॥ ইন্দ্রিয়ার্থ সমূহ হইতে প্রত্যাহার, যে প্রকারে ইন্দ্রিয়গণকে হরণ করে, সেরূপ শরৎকালও আকাশের মেঘসমূহ, পৃথিবীর কর্দ্দম সমূহ এবং জলের মালিন্য হরণ করিয়াছিল॥ ১৪॥ রেচক ও কুম্ভকাদির দ্বারা প্রতিদিন অভ্যাসশীল ব্যক্তির যেপ্রকার প্রাণায়াম হয়, তদ্রূপ সরোবরের পরিপূর্ত্তিকারক জলসমূহ দ্বারা লোকনিবহের প্রাণের দৈর্ঘ্য সম্পাদিত হইয়াছিল॥ ১৫॥

এবম্প্রকার আকাশ ও নক্ষত্রের নৈর্ম্মল্যাধায়ী শরৎকালে কোনদিন ভগবান্ ব্রজে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সকল ব্রজবাসিগণ ইন্দ্রের

মহারম্ভে (যজ্ঞে) উদ্যত হইয়াছেন ॥ ১৬॥ মহামতি কৃষ্ণ উৎসবলালস-বৃদ্ধগোপগণকে অবলোকন করিয়া, কৌতূহল সহকারে তাঁহাদিগকে এই বাক্য বলিলেন যে, এ কোন্ ইন্দ্র-যজ্ঞ, যাহার জন্য আপনারা এত হর্ষ-প্রকাশ করিতেছেন ? তখন নন্দগোপ, জিজ্ঞাসাকারী কৃষ্ণকে অতি আদরের সহিত কহিলেন,—যে দেবরাজ ইন্দ্র, মেঘ ও জলনিকরের কর্ত্তা, তিনিই মেঘগণকে প্রেরণ করেন, তাহাতেই মেঘগণ বারিবর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ১৭—১৯ ॥ অন্যান্য দেহীগণ ও আমরা সকলেই সেই বৃষ্টিজনিত শস্যের লাভে প্রাণধারণ করিয়া থাকি এবং দেবতাগণেরও তৃপ্তিসাধন করিয়া থাকি ॥ ২০ ॥ এই সকল বৎসবতী গাভিগণ, সেই বৃষ্টি জন্য সংবর্দ্ধিত-শস্য-নিকর দ্বারা হৃষ্ট ও পুষ্ট হইয়া দুগ্ধ ধারণ করিয়া থাকে, এবং নির্বৃত হয় ॥ ২১ ॥ যেস্থানে মেঘ সকল বারি বর্ষণ করিয়া থাকেন, সেই স্থানের ভূমি, শস্যরহিতা বা তৃণরহিতা দৃষ্ট হয় না এবং তথাকার কোন জনকে ক্ষুধাপীড়িত দেখা যায় না ॥ ২২ ॥ বারিপ্রদ ইন্দ্র, সূর্য্যরশ্মি দ্বারা পীত ভূমিরসকে সর্ব্বলোকের উপকারের জন্য পৃথিবীতে বর্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥ সেই কারণে আমরা অন্যান্য মনুষ্যগণ ও রাজগণ সকলেই হর্ষ সহকারে, বর্ষাকালে, সেই সুরেশ্বর ইন্দ্রকে যজ্ঞ দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া থাকি ॥ ২৪ ॥

পরাশর কহিলেন,—শক্রপূজাবিষয়ে নন্দগোপের এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া দামোদর, দেবেন্দ্রের ক্রোধ করাইবার জন্যই কহিলেন ॥ ২৫ ॥ হে পিত ! আমরা কৃষিকর্ত্তা বা বাণিজ্যজীবী নই, আমরা বনচর ; গাভীগণই আমাদের দেবতা ॥ ২৬ ॥ আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি এই চারি প্রকার বিদ্যা, ইহার মধ্যে বার্ত্তা কাহাকে বলে, আমার নিকট তাহা শ্রবণ করুন ॥ ২৭ ॥ হে মহাভাগ! বার্ত্তা তিন রকম—বৃত্তিভেদে ত্রিবিধ, যথা—কৃষি; বাণিজ্য ও পশুপালন ॥ ২৮ ॥ ইহার মধ্যে কৃষি নামে যে বৃত্তি, তাহা কৃষকের অবলম্বন, বিপণিজীবিগণের অবলম্বনীয় বাণিজ্য এবং আমাদের গাভীই মুখ্য অবলম্বন। এই তিনপ্রকার বার্ত্তাভেদে তিন প্রকার বৃত্তি যথাক্রমে যাহার অবলম্বনীয় তাহা বলিলাম ॥ ২৯ ॥ যে, যে বিদ্যা দ্বারা প্রতিপালিত, সেই তাহার মহতী দেবতা ; তাহারই পূজা করা উচিত। কারণ সেই তাহার মহোপকারজনিকা ॥ ৩০ ॥ যে ব্যক্তি, এক ব্যক্তির দ্বারা ফল

লাভ করিয়া, অন্যের পূজা করিয়া থাকে, হে পিতঃ! ইহকালে বা পরকালে তাহার মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই॥ ৩১॥ যেখানে কৃষি হয়, তাহার নাম ক্ষেত্র, সাধারণ প্রচারার্থ ভূমিই তাহার সীমা, সাধারণ প্রচার ভূমিরও সীমা বন, সেই বনের সীমা স্বরূপে পর্ব্বতসমূহ অবস্থিতি করিতেছে, সেই পর্ব্বত সমূহই আমাদের গতি॥ ৩২॥ যে সকল মনুষ্য দ্বার বন্ধ প্রভৃতি দ্বারা আবৃত হইয়া অবস্থান করে এবং যাহারা গৃহ ও ক্ষেত্র প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট সীমায় বিচরণ করিয়া থাকে, তাহাদের অপেক্ষা স্বচ্ছন্দচারিগণ অনেক সুখী॥ ৩৩॥

এইরূপ শুনা গিয়া থাকে যে, এই সকল গিরিগণ কামরূপী এবং ইহাঁরা সেই সেই রূপ ধারণ করিয়া, এই বনে নিজ নিজ সানুদেশে বিহার করিয়া থাকেন॥ ৩৪॥ যে সকল কাননবাসিগণ, যখন এই সকল গিরিদেবতার নিকট কোন অপরাধ করিয়া থাকে, তখনই এই গিরিদেবগণও সিংহাদি রূপধারণ করিয়া, সেই অপরাধিগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন॥ ৩৫॥ সেই কারণে এই ইন্দ্রযজ্ঞকে অদ্য হইতে গিরিযজ্ঞ রূপে প্রবর্ত্তিত করুন। মহেন্দ্রের পূজায় আমাদের কি লাভ হইবে? গাভী ও শৈলগণই আমাদের দেবতা॥ ৩৬॥ বিপ্রগণ মন্ত্রযজ্ঞ নিরত, কৃষকগণ সীতাযজ্ঞপর, আর অদ্রিবনাশ্রিত মাদৃশ গোপগণ গিরি ও গো-যজ্ঞশীল হইবে; ইহাতে আর সংশয় কি?॥৩৭॥ সেই কারণ আপনারা বিবিধ উপহার লইয়া গোবর্দ্ধন শৈলের পূজা করুন এবং যথাবিধানে পবিত্র পশু হনন করিয়া তাহার পূজা করুন॥ ৩৮॥ সকল ব্রজেরই দুগ্ধাদি সংগ্রহ করুন, কোন বিচার করিবেন না। এবং সেই দুগ্ধাদি দ্বারা বিপ্র ও যাচকগণকে উত্তমরূপে ভোজন করান॥ ৩৯॥ গোবর্দ্ধনের পূজা ও হোম কৃত হইলে এবং ব্রাহ্মণ ভোজনের পর গোগণ শরৎকালীন পুষ্পের দ্বারা সজ্জিত হইয়া যথেষ্ট বিচরণ করুক॥ ৪০॥ হে গোপগণ! এই আমার মত, যদি আপনারা সকলে সম্প্রতি আদর করেন, তাহা হইলে, গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের গাভিগণের এবং আমার বড়ই প্রীতি হয়॥ ৪১॥

হে বিপ্র! নন্দ প্রভৃতি ব্রজবাসিগণ তাঁহার এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রীত্যুৎফুল্লমুখে, 'সাধু সাধু' এই বাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন॥ ৪২॥ নন্দগোপ প্রভৃতি বলিলেন, হে বৎস! তুমি যাহা বলিলে তাহা অতি শোভন, আমরা তাহাই করিব; গিরিযজ্ঞ, প্রবর্ত্তিত হউক॥ ৪৩॥

পরাশর কহিলেন,—অনন্তর ব্রজবাসিগণ সকলে কৃষ্ণের কথানুসারে গিরিযজ্ঞ আরম্ভ করিলেন এবং দধি, পায়স ও মাংসাদির দ্বারা শৈলবলি প্রদান করিলেন॥ ৪৪॥ এবং কৃষ্ণ যে প্রকার বলিয়াছিলেন, তদনুসারে, তাঁহারা শত সহস্র ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য অভ্যাগতগণকে যথেষ্ট ভোজন করাইলেন॥ ৪৫॥ অনন্তর অর্চ্চিত গাভিগণ এবং সজল জলধরের ন্যায় গর্জ্জনকারি বৃষভগণও সেই শৈলকে প্রদক্ষিণ করিল॥ ৪৬॥ হে দ্বিজ! গিরির শিখরদেশেও কৃষ্ণ, "আমিই শৈল" এই বলিয়া এক বিচিত্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, গোপশ্রেষ্ঠগণের প্রদত্ত অন্নভোজন করিতে লাগিলেন॥ ৪৭॥ কৃষ্ণ, অন্যরূপ বিশিষ্ট স্বকীয় সেই দ্বিতীয় তনুকে, গোপগণের সহিত শিখরে আরোহণ করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন॥ ৪৮॥ অনন্তর গোপগণ বর লাভ করিলে পর সেই গিরিদেব অন্তর্হিত হইলেন। তৎপরে গোপগণও গিরি-মহোৎসব সমাপন করিয়া পুনর্ব্বার গোষ্ঠে প্রত্যাগত হইলেন॥ ৪৯॥

দশম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

একাদশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন। হে মৈত্রেয়! অনন্তর এই প্রকার স্বকীয় মহোৎসব প্রতিহত হইলে ইন্দ্র অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া সংবর্ত্তক নামক মেঘগণকে বলিতে লাগিলেন যে ভো ভো মেঘগণ! আমি আদেশ করিতেছি, আমার বাক্যশ্রবণ কর। আমি যাহা বলিব, তাহা আমার আজ্ঞার পরে বিচার না করিয়াই সম্পাদন কর॥ ১।২॥ সুদুর্ব্বুদ্ধি পাপাত্মা নন্দগোপ, কৃষ্ণাশ্রয়রূপ বলে গর্ব্বিত হইয়া, অন্যান্য গোপগণের সহিত মিলিয়া, আমার উৎসবভঙ্গ করিয়াছে॥ ৩॥ যাহা সেই নন্দগোপাদির জীবিকা এবং যাহা তাহাদের গোপত্বেরই কারণ, আমার বচনানুসারে সেই গাভিগণকে বৃষ্টি ও বায়ু দ্বারা পীড়িত কর॥ ৪॥ আমি পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় ঐরাবতে আরোহণ করিয়া, বারি পরিত্যাগ কালে তোমাদের সাহায্য করিব॥ ৫॥

হে দ্বিজ! ইন্দ্রকর্ত্তৃক এইরূপে আজ্ঞপ্তমেঘগণ গো-গণের বিনাশের জন্য

অতিভয়ানক বায়ু ও বৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল॥৬॥ হে মহামুনে! অনন্তর ক্ষণকালের মধ্যেই সেই মেঘনির্ম্মুক্ত ধারামহাসারবর্ষণে ধরণী, গগন ও দিক্ সকল একাকার হইয়া গেল॥৭॥ মেঘসমূহ বিদ্যুল্লতারূপ কশাঘাত দ্বারা যেন ত্রস্ত হইয়া গর্জ্জন দ্বারা দিক্‌সমূহকে আপূরিত করিয়া নিবিড়ধারাসারবর্ষণ করিতে লাগিল॥৮॥ নিরন্তর বর্ষণশীল মেঘ সমূহের দ্বারা লোক অন্ধকারময় হইল এবং উর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যক্ সমস্তদিকেই জগৎ জলময় হইয়া উঠিল॥৯॥ গো-গণ বেগে পতিত সেই বর্ষবাতের দ্বারা কটি, উরু এবং গ্রীবা অবসন্ন হওয়ায় কম্পিত কলেবরে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল॥১০॥ হে মুনে! কতকগুলি গোরু বৎস-গণকে ক্রোড়ে আক্রমণ করিয়া] অবস্থান করিতে লাগিল এবং অপরগুলি বারিসঞ্চয়ের দ্বারা বিবৎসা হইল॥১১॥ দীনবদন বৎসগণের গ্রীবা, বায়ুতে কাঁপিতে লাগিল আর তাহারা যেন কাতর হইয়া কৃষ্ণকে 'ত্রাহি ত্রাহি' এই কথা বলিতে লাগিল॥১২॥

হে মৈত্রেয়! তখন গো, গোপী ও গোপ পরিবৃত সেই গোকুলকে অতি-শয় ব্যথিত দর্শন করিয়া হরি চিন্তা করিতে লাগিলেন॥১৩॥ যজ্ঞভঙ্গ-নিবন্ধন শত্রুভাবে ইন্দ্রই একার্য্য করিতেছে, যাহা হউক, এক্ষণে এই সমস্ত গোষ্ঠকে আমার রক্ষা করিতে হইতেছে॥১৪॥ আমি ধৈর্য্য সহ-কারে এই শিলাময় পর্ব্বতকে উৎপাটন করিয়া গোষ্ঠের উপরে বৃহৎ ছত্রের ন্যায় ধারণ করি॥১৫॥

পরাশর কহিলেন,—এইরূপ কল্পনা করিয়া কৃষ্ণ, গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে উৎপাটন করতঃ এক হস্তের দ্বারাই অবলীলাক্রমে ধারণ করিলেন॥১৬॥ এবং পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া জগন্নাথ, গোপগণকে বলিলেন, তোমরা শীঘ্র গিরিমূলগর্ত্তে প্রবেশ কর, আমি বর্ষা নিবারণ করিতেছি॥১৭॥ তোমরা নির্ভয়ে এখানে নির্ব্বাতপ্রদেশে প্রবেশ করিয়া, নিস্তব্ধভাবে অবস্থান কর, পর্ব্বত পড়িবার ভয় করিও না॥১৮॥ কৃষ্ণ এই কথা বলিলে, বারিধারা-পীড়িত গোপ ও গোপীগণ শকটারোপিত ভাণ্ড ও গোধন সমভিব্যাহারে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল॥১৯॥ কৃষ্ণও ব্রজবাসিগণকর্ত্তৃক হর্ষবিস্মিত-নেত্রে নিরীক্ষিত হইয়া, নিশ্চলভাবে সেই পর্ব্বত ধারণ করিয়া রহিলেন॥২০॥

হৃষ্ট ও প্রীতিবিস্তারিতনেত্রে গোপ ও গোপীজন কর্তৃক সংস্তূয়মান-চরিত কৃষ্ণ শৈলধারণ করিয়া রহিলেন॥ ২১॥

হে বিপ্র! গোপগণের বিনাশকরণেসমর্থ মহামেঘসমূহ, ইন্দ্রকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, সপ্তরাত্রি নন্দগোকুলে বর্ষণ করিয়াছিল॥ ২২॥ কৃষ্ণ শৈলধারণ করিয়া গোকুল রক্ষা করিলে, মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ-ইন্দ্র, সেই মেঘসমূহকে নিবারণ করিলেন॥ ২৩॥ আকাশ মেঘরহিত হওয়ায় ইন্দ্রের বাক্য মিথ্যা হইলে সমস্ত গোকুলবাসী তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিল॥২৪॥ কৃষ্ণও বিস্মিতমুখ সেই ব্রজবাসিগণকর্তৃক দৃষ্ট হইয়া, গোবর্দ্ধনপর্ব্বতকে তথন যথা স্থানে স্থাপন করিলেন॥ ২৫॥

একাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

দ্বাদশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন শৈলধারণ করিয়া গোকুলকে রক্ষা করিলেন দেখিয়া, ইন্দ্র তাঁহার দর্শনে অভিলাষী হইলেন॥ ১॥ শত্রুগণের জয়কারী ত্রিদশেশ্বর ইন্দ্র, মহাগজে আরোহণপূর্ব্বক গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে আগমন করিয়া কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন॥ ২॥ ইন্দ্র দেখিলেন, যিনি জগতের রক্ষাকর্ত্তা, সেই কৃষ্ণই গোপবপুঃ ধারণপূর্ব্বক গোপকুমারগণে বেষ্টিত হইয়া মহাপ্রভাবে গাভী সকলকে বিচরণ করাইতেছেন॥ ৩॥ হে দ্বিজ! তিনি আরও দেখিলেন যে, পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড় অদৃশ্যভাবে অবস্থান করিয়া পক্ষদ্বারা ভগবান্ হরির মস্তকে ছায়া প্রদান করিতেছেন॥ ৪ তখন দেবরাজ, হস্তিশ্রেষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া নির্জ্জনে মধুসূদনকে প্রীতিবিস্ফারিতনেত্রে ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন॥ ৫॥

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! আমি যে কারণে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি, তাহা আপনি শ্রবণ করুন। হে মহাভাগ! এ বিষয়ে আপনি অন্যথা চিন্তা করিবেন না॥ ৬॥ হে পরমেশ্বর! অখিলাধারস্বরূপ আপনি এই পৃথিবীর ভারহরণের জন্য পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন; ইহার সন্দেহ

নাই। ৭॥ আমি যজ্ঞভঙ্গপ্রযুক্ত বিরোধের বশবর্ত্তী হইয়াই, যে সকল মেঘকে গো-কুলনাশার্থে আদেশ করিয়াছিলাম, তাহারাই এপ্রকার ক্লেশপ্রদান করিয়াছে। ৮॥ হে তাত! আপনি গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উৎ-পাটন করিয়া গো সকলকে রক্ষা করিয়াছেন, আপনার এই অদ্ভুত কর্ম্মে আমি পরিতোষলাভ করিয়াছি। ৯। হে কৃষ্ণ! আমি বোধকরি, আপনি যে হস্তে এই অদ্রিশ্রেষ্ঠধারণ করিয়াছেন, ইহা দ্বারাও দেবগণের প্রয়োজনই সাধন করিয়াছেন। ১০॥ হে কৃষ্ণ! আমি গোপগণের বাক্যানুসারে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। আপনি এই গোপগণকেই গোবর্দ্ধন ধারণপূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছেন। ১১॥ এক্ষণে আমি গোপগণেরই প্রেরণায় আপনাকে উপেন্দ্রত্বে বরণ করিব। আপনি গোপগণের ইন্দ্র, সুতরাং আপনার "গোবিন্দ" এই নাম রহিল। ১২॥ অনন্তর ইন্দ্র, স্বীয় বাহন ঐরাবত হইতে ঘণ্টা লইয়া তাহাতে পবিত্রজল পূরণ করতঃ তদ্দ্বারা কৃষ্ণের অভিষেক করিলেন। ১৩॥ কৃষ্ণের অভিষেক কালে গাভী সকল স্তনক্ষরিতদুগ্ধের দ্বারা বসুন্ধরাকে আর্দ্র করিয়া ফেলিল। ১৪। গোপগণের বাক্যানুসারে ইন্দ্র কৃষ্ণকে অভিষেক করিয়া পুনর্ব্বার প্রীতি ও বিনয়ের সহিত কৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন যে, "হে মহাভাগ! গোপগণের বাক্য পূর্ণ করিলাম, এক্ষণে আরও কিছু বলিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ! পৃথিবীর ভারহরণের জন্য আমার অংশ, পৃথার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করি-য়াছে, তাহার নাম অর্জ্জুন; তাহাকে আপনি সর্ব্বদা রক্ষা করিবেন। হে মধুসূদন! আপনার ভূভারহরণরূপকার্য্যে অর্জ্জুন সাহায্য করিবে, অতএব আপনি তাহাকে স্বকীয় শরীরের ন্যায় রক্ষা করিবেন। ১৫—১৮।

অনন্তর ভগবান্ কহিলেন,—ভারতবংশে আপনার পুত্র অর্জ্জুন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, একথা আমি অবগত আছি। আমি যতদিন পৃথিবীতে অবস্থান করিব, ততদিন তাঁহাকে পালন করিব। ১৯॥ হে অরিন্দম শক্র! আমি যত দিন পৃথিবীতে থাকিব, তত দিন পৃথিবীতে অর্জ্জুনকে কেহই জয় করিতে পারিবে না। ২০। হে দেবেন্দ্র! কংস অরিষ্ট কুবলয়াপীড় কেশী নরক প্রভৃতি অন্যান্য মহাবাহু অসুরগণ নিহত হইলে পর, একটি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইবে, সেই যুদ্ধেই আমি ভূভার অবতারণ করিব, ইহা আপনি

জানুন ॥ ২১।২২ ॥ আপনি গমন করুন, পুত্রের অকুশল চিন্তা করিয়া আপনি সন্তাপ করিবেন না। আমি থাকিতে কোন ব্যক্তিই অর্জ্জুনের শক্রতা করিয়া সিদ্ধকাম হইতে পারিবে না ॥ ২৩ ॥ আমি অর্জ্জুনেরই অনুরোধে ভারতযুদ্ধ নিবৃত্ত হইয়া গেলে, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকল পাণ্ডবকেই অক্ষত শরীরে কুন্তির নিকট অর্পণ করিব ॥ ২৪ ॥

পরাশর কহিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর, দেবরাজ জনার্দ্দনকে আলিঙ্গন করিয়া, ঐরাবত হস্তিতে আরোহণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার স্বর্গে গমন করিলেন ॥ ২৫ ॥ অনন্তর কৃষ্ণও গোপীগণের দৃষ্টিপাতে পবিত্রপথ আশ্রয় করিয়া গোপাল ও গাভীগণের সহিত পুনর্ব্বার ব্রজে আগমন করিলেন ॥২৬॥

দ্বাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—ইন্দ্র গমন করিলে পর, গোপালগণ কৃষ্ণকে বিনা ক্লেশে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিতে দেখিয়া, তাঁহাকে প্রীতি সহকারে কহিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ হে মহাবাহো! অদ্য আপনি আমাদিগকে ও গোগণকে এই পর্ব্বত ধারণ করিয়া, মহাভয় হইতে রক্ষা করিলেন ॥ ২ ॥ আপনার এই অতুলনীয় বালক্রীড়া, অথচ নিন্দিত গোকুলে জন্ম, আবার এইপ্রকার দিব্য কর্ম্ম এ সকল কি? হে তাত! তাহা আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন ॥ ৩ ॥ আপনি কালিয়কে দমন করিয়াছেন ও প্রলম্বাসুরকেও বিনাশ করিয়াছেন, আবার অদ্য এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিলেন। আপনার এই সকল বিচিত্র কর্ম্ম অবলোকন করিয়া আমাদের অন্তঃকরণ শঙ্কিত হইয়াছে ॥ ৪ ॥ হে অমিতবিক্রম! আমরা হরিপাদ উদ্দেশে সত্য সত্যই শপথপূর্ব্বক বলিতেছি যে, আমরা আপনার এপ্রকার বীর্য্য অবলোকন করিয়া, আপনাকে মনুষ্য বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিতেছি না ॥ ৫ ॥ হে কেশব! এই ব্রজের কি স্ত্রী, কি কুমার, সকলেই আপনার উপর প্রীত হইয়াছে। আপনি যে কর্ম্ম করিয়াছেন, সমুদায় দেবগণও একত্রিত হইলে একর্ম্ম

করিতে পারেন না ॥ ৬ ॥ হে অমেয়াত্মন্ কৃষ্ণ! আপনার এই প্রকার বালত্বে, এই অতিবীর্য্য ও আমাদের ন্যায় নীচগণের কুলে জন্ম, এসকল বিষয় যতই চিন্তা করিতেছি, ততই আমরা শঙ্কান্বিত হইতেছি॥ ৭॥ আপনি দেবই হউন বা মানব হউন কিংবা যক্ষ অথবা গন্ধর্ব্বই হউন, আমাদিগের তাহা বিচার করিবার প্রয়োজন কি? আপনি আমাদের বান্ধব আমরা আপনাকে নমস্কার করি॥ ৮॥

পরাশর কহিলেন,—হে মহামুনে! সেই সকল গোপগণ এই প্রকার বলিলে পর, কৃষ্ণও ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া, পরে প্রণয়কোপ সহকারে কিঞ্চিৎ বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৯ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে গোপগণ! আমার সহিত এবম্প্রকার সম্বন্ধে যদি তোমরা লজ্জিত না হও এবং আমার প্রতি যদি তোমরা শ্লাঘা করিয়া থাক, তবে তোমাদের এ বিচারে কি প্রয়োজন? ॥ ১০ ॥ আমার প্রতি যদি তোমাদের প্রীতি থাকে এবং আমি যদি তোমাদের শ্লাঘ্য হই, তবে তোমরা আমার প্রতি আত্মবন্ধুর ন্যায় বুদ্ধি কর; কোন প্রকার অন্যথা ভাবিও না॥ ১১ ॥ আমি দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ বা দানব নহি, আমি তোমাদের বান্ধবরূপেই জন্মিয়াছি; তোমরা অন্যপ্রকার চিন্তা করিও না॥ ১২॥

পরাশর কহিলেন,—হে মহাভাগ! ভগবান্ প্রণয়কোপ-সহকারে এই প্রকার বাক্য বলিলে পর, সেই গোপগণ মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক বনে গমন করিলেন॥ ১৩॥

অনন্তর কৃষ্ণ, নির্ম্মল আকাশ, শরচ্চন্দ্রের চন্দ্রিকা, সৌরভভরে দিক্-সমূহের আমোদবর্দ্ধিনী ফুল্ল কুমুদিনী ও মধুকর-গুঞ্জিত মনোরম বনরাজি অবলোকন করিয়া, গোপীগণের সহিত রতির নিমিত্ত অভিলাষী হইলেন ॥ ১৪। ১৫॥ তখন কৃষ্ণ, বলভদ্রের সহিত অতি অব্যক্ত অথচ মধুর পদবিন্যাস করতঃ গান করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ গীত অতীব মধুর ও বনিতাপ্রিয় এবং ঐ গানে নানা তন্ত্রীস্বরের সুন্দর সংমিশ্রণ হইয়াছিল ॥ ১৬॥ অনন্তর সেই মনোহর গীতধ্বনি শ্রবণ করিয়া, গোপীগণ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যেখানে মধুসূদন বিরাজমান, সেই স্থানে আগমন করিতে আরম্ভ করিল॥ ১৭॥ কোন গোপী, সেই গানের লয়ানুসারে শনৈঃ

শনৈঃ গান করিতে লাগিল। কেহ বা তাহাতেই অবধান করতঃ মনে মনে কৃষ্ণকেই স্মরণ করিতে লাগিল ॥ ১৮ ॥ কোন গোপী, বারংবার কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! এই বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে লজ্জিতা হইল। আবার কোন প্রেমান্ধা গোপী, লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের পার্শ্বে উপস্থিত হইল ॥ ১৯ ॥ কোন গোপী, বহির্ভাগে অবস্থিত গুরুজনকে দেখিয়া গৃহের মধ্যেই অবস্থান করতঃ নিমীলিতলোচনে তন্ময়ভাবে গোবিন্দকে চিন্তা করিতে লাগিল ॥ ২০ ॥ অন্য কোন গোপকন্যা নিরুচ্ছ্বাসভাবে পরব্রহ্মস্বরূপী জগৎকারণ কৃষ্ণকে চিন্তা করিতে করিতে মোক্ষপ্রাপ্ত হইল, তাহার মোক্ষের প্রতি দুইটী কারণ উপস্থিত হইয়াছিল; এক—ভগবানের চিন্তাজনিত বিপুল আহ্লাদভোগে তাহার অশেষ পুণ্য ক্ষীণ হয়, দ্বিতীয়—ভগবানের অপ্রাপ্তি নিবন্ধন মহাদুঃখ ভোগে তাহার সকল পাপ ক্ষীণ হয় * ॥ ২১।২২ ॥ অনন্তর রাসক্রীড়ারম্ভে উৎসুক কৃষ্ণ, গোপীগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া সেই শরচ্চন্দ্রমনোহরা রজনীকে বহুমানিত করিলেন ॥ ২৩ ॥ অনন্তর ভগবান্ স্থানান্তরে গমন করিলে গোপীগণও কৃষ্ণচেষ্টারই অধীনশরীর হইয়া বৃন্দাবনের মধ্যেই বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ২৪ ॥ তখন তাহারা কৃষ্ণের প্রতি ঘোর আসক্তচিত্ত হইয়া পরস্পর বলিতে আরম্ভ করিল। কোন গোপী বলিল, "আমিই কৃষ্ণ, আমার মনোহর গতি তোমরা অবলোন কর"। অন্য আর এক গোপী কহিতে লাগিল, "আমিই কৃষ্ণ" আমার মনোহর গীতি তোমরা শ্রবণ কর ॥ ২৫ ॥ কোন গোপী তন্ময়ভাবে বাহু আস্ফোটন করতঃ "আমি কৃষ্ণ। অরে দুষ্ট কালিয় ! তুই স্থির হ" এই প্রকার বলিয়া কৃষ্ণলীলার অনুকরণ করিতে লাগিল ॥ ২৬ ॥ অপরা কোন গোপী বলিতে লাগিল যে, "অহে গোপগণ ! তোমরা শঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান কর, তোমাদের বৃষ্টিভয় আর থাকিতেছে না, আমি এই গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছি" ॥ ২৭ ॥ কৃষ্ণ-

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পাপ ও পুণ্য উভয়ই নষ্ট না হইলে মোক্ষ হয় না, অথচ এই উভয়ের ভোগ না হইলে বিনাশ হয় না। সুখভোগ হইলে তৎকারণ পুণ্যক্ষীণ হয়, আর দুঃখভোগ হইলে দুঃখকারণ পাপ নষ্ট হয়। এই গোপীরও কৃষ্ণচিন্তারূপ অনন্ত সুখ ভোগ হওয়াতে তৎকারণ পুণ্য ক্ষীণ হয় ও ভগবানের অপ্রাপ্তি নিবন্ধন দারুণ দুঃখ ভোগে পূর্ব্বসঞ্চিত অত্যুৎকৃষ্ট পাপও নষ্ট হয়, সুতরাং সংসারস্থিতির কারণ পাপ ও পুণ্য বিনাশ প্রাপ্ত হইল বলিযা গোপী মোক্ষ (সুখদুঃখরাহিত্য) প্রাপ্ত হইল।

লীলানুকারিণী অন্য কোন গোপী বলিতে লাগিল যে, "হে বন্ধুগণ! তোমরা যথেচ্ছায় বিচরণ কর, আমি এই ধেনুকাসুরকে নিক্ষেপ করিয়াছি ॥ ২৮॥ এই প্রকার নানারূপ কৃষ্ণচেষ্টাতে ব্যগ্র গোপীগণ সকলে মিলিত হইয়া রম্য বৃন্দাবন মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ২৯॥ কোন গোপবরাঙ্গনা পুলকাঞ্চিত-সর্ব্বাঙ্গী হইয়া, নয়নোৎপল বিকাশ করতঃ ভূমির দিকে অবলোকনপূর্ব্বক বলিতে লাগিল যে, "হে সখি! এই দেখ, লীলালঙ্কৃতগামী কৃষ্ণের ধ্বজবজ্রকুশাঙ্কিত এই সকল পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে॥ ৩০। ৩১॥ আরও দেখ, কৃষ্ণের সহিত কোন পুণ্যবতী রমণী মদালসভাবে গমন করিয়াছে, তাহার এই সকল নিবিড় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে॥ ৩২॥ সখি! এই স্থানে মহাত্মা দামোদর উচ্চ হইয়া পুষ্প চয়ন করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই! কারণ এই সকল স্থানে তাঁহার পদের অগ্রভাগই চিহ্নিত হইয়াছে॥ ৩৩॥ পূর্ব্বজন্মে যে ভাগ্যবতী, পুষ্পের দ্বারা সর্ব্বাত্মা ভগবান্ বিষ্ণুর অভ্যর্চ্চনা করিয়াছিল, ভগবান্ কৃষ্ণ এখানে বসিয়া তাহাকে পুষ্পের দ্বারা সাজাইয়াছেন; এই তাহার চিহ্ন দেখ॥ ৩৪॥ এই দেখ, এই পথ অবলম্বন করিয়া, নন্দগোপসুত সেই পুষ্পবন্ধনরূপ সম্মান লাভে মানময়ী রমণীকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন॥ ৩৫॥ সখি! এই স্থানে কৃষ্ণপদচিহ্নের পাছে আর এক জন নারীর পদচিহ্ন? দেখিয়া বোধ হইতেছে, এই নারী নিতম্বভারে মন্থরগমনা, সুতরাং অনুগমনে অসমর্থা হইলেও গন্তব্য স্থানে দ্রুতগমন করিয়াছে; কারণ ইহার পদের অগ্রভাগের স্থিতিচিহ্ন নিম্ন বলিয়া বোধ হইতেছে॥ ৩৬॥ সখি! এই স্থান দিয়া কৃষ্ণ, তাহার অগ্রহস্ত নিজ হস্তে ধারণপূর্ব্বক লইয়া গিয়াছেন, কারণ উক্ত রমণীর পদবিন্যাস অন্যায় ভাবেই হইয়াছে, ইহা স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে॥ ৩৭॥ আহা এখানে কোন রমণী ধূর্ত্তের করস্পর্শ মাত্রেই পরিত্যক্তা হইয়াছে; কারণ নিরাশায় মন্দগামিনী সেই রমণীর পদচিহ্ন এইস্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছে॥ ৩৮॥ এইস্থলে কৃষ্ণ কোন গোপীকে, 'তুমি এখানে অবস্থিতি কর, এই খানে এক জন অসুর বাস করে, আমি তাহাকে হনন করিয়া সত্বর তোমার নিকট আগমন করিতেছি? এই প্রকার কোন বাক্য বলিয়া প্রস্থান করিয়াছেন, কৃষ্ণের শীঘ্রও নিম্ন

পদপংক্তি দেখিয়া এই প্রকার বোধ হইতেছে ॥ ৩৯ ॥ কৃষ্ণ, এই স্থান হইতেই গহন বনে প্রবেশ করিয়াছেন; তাঁহার পদচিহ্ন ত আর লক্ষিত হইতেছেনা, তোমরা নিবৃত্ত হও, এখানে আর চন্দ্রকিরণ প্রবেশ করিতেছে না" ॥ ৪০ ॥ তখন এই প্রকারে গোপী, কৃষ্ণ দর্শনে নিরাশ হইয়া যমুনাতীরে আগমনপূর্ব্বক কৃষ্ণচরিত্র গান করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৪১ ॥ অনন্তর গোপীগণ ত্রৈলোক্যের রক্ষা কর্ত্তা অক্লিষ্টকর্ম্মা বিকশিত মুখপঙ্কজ কৃষ্ণকে আগমন করিতে দেখিল ॥ ৪২ ॥ তখন কোন গোপী, তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া, অতিশয় হর্ষযুক্ত মানসে কেবল কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! এই প্রকারই বলিতে লাগিল; তাহার মুখ হইতে অন্য কোন বাক্য উচ্চারিত হইলনা ॥ ৪৩ ॥ কোন গোপী, কৃষ্ণকে অবলোকন করতঃ ললাটফলক ভ্রূভঙ্গুর করিয়া নেত্ররূপ মধুকরদ্বয় দ্বারা কৃষ্ণের মুখপঙ্কজে মধু-পান করিতে লাগিল ॥ ৪৪ ॥ কোন গোপী গোবিন্দকে বিলোকন করিয়া, পরে নিমীলিতলোচনে কৃষ্ণরূপ ধ্যান করতঃ যোগিনীর ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৪৫ ॥ অনন্তর মাধব, কোন গোপীকে মধুরালাপ দ্বারা, কাহাকেও ভ্রূভঙ্গবীক্ষণ দ্বারা, কাহাকেও বা করস্পর্শ দ্বারা অনুনয় করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬ ॥ তখন সেই সকল প্রসন্নচিত্ত গোপীগণের সহিত উদার-চরিত কৃষ্ণ, সাদরে রাসগোষ্ঠী নির্ম্মাণ করতঃ ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪৭ ॥ কিন্তু তখন সকল গোপীই কৃষ্ণ-পার্শ্ব পরিত্যাগ না করিয়া সেই কৃষ্ণের নিকটেই এক স্থানে স্থির ভাবে, অবস্থান করাতে রাসোচিত মণ্ডলবদ্ধ হইয়া উঠিল না ॥৪৮॥ তখন হরি, নিজকরস্পর্শে নিমীলিত-নয়না এক একটী গোপীকে হস্তধারণ করিয়া রাসমণ্ডলী রচনা করিলেন ॥ ৪৯ ॥ অনন্তর রাসক্রীড়া আরম্ভ হইল। এই রাসে গোপীগণের চঞ্চলবলয়শব্দ অতি মধুরভাবে শ্রুত হইল এবং গোপীগণ অনুক্রমে শরদ্বর্ণনরূপ কাব্যগীতি গান করিতে লাগিল ॥ ৫০ ॥ তখন কৃষ্ণ, শরচ্চন্দ্র, কৌমুদী ও কুমুদসরোবর লক্ষ্য করিয়া গান করিতে লাগিলেন; কিন্তু গোপীগণ এক কৃষ্ণনামই বার বার গান করিতে লাগিল ॥ ৫১ ॥ অনন্তর কোন গোপী, পরিবর্ত্তন জাত-শ্রমে চঞ্চলবলয় শব্দশালিনী স্বীয় বাহুলতা মধুসূদনের স্কন্ধে অর্পণ করিল ॥ ৫২ ॥ গীতস্তুতিচ্ছলে নিপুণা কোন গোপী বাহু প্রসারণ করতঃ আলিঙ্গন

পূর্ব্বক মধুসূদনকে চুম্বন করিল ॥ ৫২ ॥ হরির ভুজদ্বয়, কোন গোপী-কপোল-সংসর্গপ্রাপ্ত হইয়া পুলকোদ্গমরূপ শস্যোৎপত্তির কারণ স্বেদরূপ বৃষ্টির জনক মেঘ রূপতা প্রাপ্ত হইল, অর্থাৎ ভগবানের হস্তদ্বয়ে স্বেদোদ্গম হইল এবং গোপীরও কপোল দেশ পুলকিত হইল, ইহাতে উভয়ের অনুরাগাতিশয় বিবৃত হইল ॥ ৫৪ ॥ কৃষ্ণ, অতি উচ্চস্বরে যখন রাসযোগ্য গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন গোপীগণও তদপেক্ষা দ্বিগুণ-স্বরে 'সাধু' সাধু কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! এই গানই করিতে লাগিল ॥ ৫৫ ॥ কৃষ্ণ গমন করিলে, গোপীগণ তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল, তিনি প্রত্যাবৃত্ত হইলে তাহারা সম্মুখে আগমন করিতে লাগিল। এইরূপে গোপাঙ্গনাগণ অনুলোম ও প্রতিলোম গতি দ্বারা হরিকে ভজনা করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৫৬ ॥ মধুসূদন,গোপীগণের সহিত এমনি ভাবে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার ক্ষণমাত্র বিরহকে তাহারা কোটী বৎসরের ন্যায় বিবেচনা করিতে লাগিল ॥ ৫৭ ॥ পিতা, ভ্রাতা ও পতিগণ কর্তৃক নিবারিত হইয়াও রাত্রে রতিপ্রিয়া গোপীগণ কৃষ্ণের সহিত রমণ করিতে লাগিল ॥ ৫৮ ॥ সেই অশুভবিনাশী অমেয়াত্মা মধুসূদনও স্বকীয় কৈশোরক বয়ঃক্রমকে সম্মানিত করতঃ সেই সকল রজনীতে তাহাদিগের সহিত রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৯ ॥ ভগবান্ কৃষ্ণ সেই সকল গোপীর ভর্তৃসমূহে, গোপীগণে এবং সর্ব্বভূতেই আত্মস্বরূপ বায়ুর ন্যায় ব্যাপিয়া অবস্থিত ছিলেন এবং আছেন; তিনি ঈশ্বর ॥ ৬০ ॥ যেমন সর্ব্বভূতসমূহে আকাশ, অগ্নি, পৃথিবী, জল ও বায়ু ব্যাপকভাবে অবস্থান করিতেছে, তিনিও সেই প্রকার সকল পদার্থকেই ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৬১ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—একদিবস সন্ধ্যাবসান সময়ে, জনার্দ্দন রাসক্রীড়ায় আসক্ত আছেন, এমন অবস্থায় অরিষ্টনামে এক বৃষভাকৃতি অসুর মত্ত হইয়া গোষ্ঠের ত্রাস উৎপাদন করতঃ উপস্থিত হইল॥ ১॥ ঐ অরিষ্টের কান্তি সজল-জলধরের ন্যায় নিবিড়-কৃষ্ণবর্ণ; তাহার শৃঙ্গ তীক্ষ্ণ ও লোচন সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান। ঐ অসুর ক্ষুরাগ্র-ক্ষেপদ্বারা বসুধাতলকে অতিশয় বিদারিত করিতেছিল॥ ২॥ অরিষ্টাসুর জিহ্বার দ্বারা স্বকীয় ওষ্ঠদ্বয় সনিষ্পেষে লেহন করিতেছিল; কোপে তাহার লাঙ্গুল উন্নমিত ছিল এবং তাহার গাত্রবন্ধন অতিশয় কঠিনবদ্ধ ছিল॥৩॥ তাহার ককুদ উন্নত ও মাংসল; এবং সে, এরূপ উচ্চ, যে তাহাকে অতিক্রম করা যায় না; গো সকলের উদ্বেগ-কারী সেই অসুরের পৃষ্ঠদেশ বিষ্ঠা ও মূত্রে লিপ্ত ছিল॥ ৪॥ সেই বৃষভরূপ-ধারী দৈত্য, গাভীগণের গর্ভপাত করতঃ এবং তাপসগণকে বিনষ্ট করিয়া সর্ব্বদাই বনমধ্যে বিচরণ করিত॥ ৫॥ অনন্তর অতিঘোরাক্ষ সেই অসুরকে অবলোকনপূর্ব্বক গোপ ও গোপস্ত্রীগণ অতি ভয়াতুরভাবে 'কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!' এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল॥ ৬॥ অনন্তর কৃষ্ণ, সিংহনাদপূর্ব্বক হস্ততালি প্রদান করিলেন; অরিষ্টাসুরও সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া গোবিন্দের অভিমুখে উপস্থিত হইল॥ ৭॥

অনন্তর ঐ দুষ্টাত্মা বৃষভরূপা দানব; শৃঙ্গের অগ্রভাগ সম্মুখে করিয়া, কৃষ্ণের কুক্ষিদেশ লক্ষ্য করতঃ তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল॥ ৮॥ মহাবলশালী কৃষ্ণ, বৃষভরূপী দৈত্যকে নিকটে আসিতে দেখিয়া, সেই স্থান হইতে চলিত হইলেন না, বরং অবজ্ঞার সহিত ঈষৎহাস্য করিলেন॥ ৯॥ অনন্তর মধুসূদন, নিকটাগত অসুরকে মকরাদি, যেমন অন্য কোন দুর্ব্বল জীবকে ধারণ করে, সেইরূপ গ্রহণ করিলেন। তখন শৃঙ্গধারণপ্রযুক্ত অচল হইলে কৃষ্ণ স্বীয় জানুদ্বারা দুষ্ট অসুরের কুক্ষিপ্রদেশে আঘাত করিলেন॥ ১০॥ কৃষ্ণ, শৃঙ্গদ্বয় ধারণ করিয়া ঐ অসুরের দর্পসার বলকে বিনষ্ট করতঃ ক্লিন্ন বস্ত্রের ন্যায় তাহার কণ্ঠদেশ পাড়িত করিতে লাগিলেন॥১১ এবং তাহার একটি শৃঙ্গ উৎপাটন করত, তাহা দ্বারাই সেই অসুরকে তাড়না

করিতে লাগিলেন। তখন সেই মহাদৈত্য মুখ হইতে শোণিত বমন করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইল॥ ১২॥ জম্ভনামক অসুর হত হইলে দেবগণ যে প্রকার ইন্দ্রকে স্তব করিয়াছিলেন, অরিষ্ট হত হইলে গোপগণও সেইরূপে জনার্দ্দনের স্তব করিতে লাগিল॥ ১৩॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—বৃষভাকার অরিষ্টাসুর ধেনুক ও প্রলম্বাসুর বধ, গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ, কালিয়-নাগ দমন, উন্নত তরুদ্বয় ভঙ্গ, পুতনার বিনাশ ও যশোদা এবং দেবকীর পরস্পর সন্ততি পরিবর্ত্তন,—এই সকল বৃত্তান্ত, নারদ, কংসের নিকট অনুক্রমে বর্ণন করিলেন॥ ১—৩॥ সুদুর্ম্মতি কংসও এই সকল বাক্য, দেবদর্শন-নারদের নিকট শ্রবণ করিয়া বসুদেবের প্রতি কুপিত হইল ॥ ৪ ॥ অনন্তর কংস যাদবগণের সভায় বসুদেবকে তিরস্কার করিয়া নিন্দা করিল এবং এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য, তাহা চিন্তা করিতে লাগিল॥ ৫॥ কংস চিন্তা করিতে লাগিল যে, এই সুবালক রাম ও কৃষ্ণ, যতদিন পর্য্যন্ত না উত্তমরূপ বলশালী হইতে পারে, তাহার মধ্যে ইহাদিগকে বধ করা কর্ত্তব্য? কারণ দৃঢ়যৌবন উপস্থিত হইলে, ইহা-দিগকে বিনাশ করিতে পারা যাইবে না॥ ৬॥ এইখানে চানূর ও মুষ্টিক নামে দুইজন মদীয় অনুচর মহাবল পরাক্রান্ত; আমি এই দুইজনের সহিত মল্লযুদ্ধ করাইয়া সেই রাম ও কৃষ্ণকে বধ করাইব॥ ৭॥ ধনুর্যজ্ঞনামক এক মহাযজ্ঞের ছলে, সেই বালকদ্বয়কে ব্রজ হইতে আনয়ন করিয়া আমি সেইরূপ চেষ্টা করিব,—যাহাতে এই বালকদ্বয় মৃত্যুমুখে পতিত হয় ॥৮॥ আমি যদুপুঙ্গব শ্বফল্কতনয় অক্রূরকে তাহাদের আনয়নের জন্য, গোকুলে প্রেরণ করিব॥ ৯॥ এবং বৃন্দাবনচর কেশিনামক অসুরকে আদেশ করিব যে, সেই খানেই ঐব্যক্তি তাহাদিগকে বিনাশ করিবে। ঐ কেশীও মহাবলশালী॥ ১০॥ অথবা কুবলয়াপীড়নামক যে গজ আছে, ঐ গজই

আমার আদেশানুসারে এইস্থানেই ব্রজ হইতে সমাগত ঐ গোপবেশধারী বসুদেবসুতদ্বয়কে হনন করিবে। ১১ ॥

পরাশর কহিলেন,—দুষ্টাত্মা বীর কংস, রাম ও জনার্দ্দনকে বিনাশ করিতে কৃতমতি হইয়া, এই প্রকার আলোচনা করতঃ অক্রূরকে এই কথা বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ১২ ॥

কংস কহিল,—হে দানবপতে! আমার প্রীতির জন্য আপনি এই বাক্যটী প্রতিপালন করুন। আপনি রথারোহণপূর্ব্বক এস্থান হইতে নন্দ গোকুলে গমন করুন ॥ ১৩ ॥ সেই নন্দগোকুলে আমাকে বিনাশ করিবার জন্য, বিষ্ণুর অংশে সমুৎপন্ন দুষ্ট বসুদেব-সুতদ্বয় বৃদ্ধি পাইতেছে ॥ ১৪ ॥ আমার এখানে আগামি চতুর্দ্দশী তিথিতে ধনুর্যজ্ঞ হইবে, এই কারণ আপনি গোকুলে গমন করিয়া মল্লযুদ্ধের নিমিত্ত তাহাদিগকে আনয়ন করিবেন ॥ ১৫ ॥ মল্লযুদ্ধ-কুশল চানূর ও মুষ্টিক নামে আমার যে মল্লদ্বয় আছে, সেই মল্লদ্বয়ের সহিত ঐ বালকদ্বয়ের যুদ্ধ, সকল লোকে দেখিবে ॥ ১৬ ॥ কিংবা কুবলয়পীড় নামে, আমার যে এক মহাগজ আছে, সেই মহাগজই বসুদেবসুত পাপাত্মা ঐ শিশু-দ্বয়কে বিনাশ করিবে ॥ ১৭ ॥ এই বালকদ্বয়কে হনন করিয়া, পরে দুর্ম্মতি বসুদেব ও নন্দগোপকে হনন করিব এবং পশ্চাৎ এই সুদুর্ম্মতি পিতা উগ্র-সেনকেও বধ করিব ॥ ১৮ ॥ পরে আমার বধাভিলাষী দুষ্ট গোপগণের অখিলগোধন ও সমস্ত বিত্তহরণ করিব ॥ ১৯ ॥ হে দানপতে! আপনি ছাড়া আর যত যাদবগণ আছে, ইহারা সকলেই আমার প্রতি দোষদর্শী, সুতরাং পশ্চাৎ অনুক্রমে ইহাদেরও বধের জন্য আমি যত্ন করিব ॥ ২০ ॥ অনন্তর এই আমাদের নিষ্কণ্টক রাজ্য সকল, আপনার সহিত মিলিত হইয়া শাসন করিব। অতএব হে বীর! আপনি আমার প্রীতির জন্য গমন করুন ॥ ২১ ॥ আপনি গোকুল গমন করিয়া গোপগণকে এই প্রকার বাক্যই বলিবেন, যাহাতে তাহারা মহিষ, ঘৃত ও দধি প্রভৃতি উপহার্য্য বস্তু সত্বর এখানে আনায়ন করে ॥ ২২ ॥

পরাশর কহিলেন,—হে দ্বিজ! মহাভাগবত অক্রূর কংসের নিকট এই প্রকার আজ্ঞা লাভপূর্ব্বক কল্য কৃষ্ণকে দেখিতে পাইব, এই ভাবিয়া বড়ই আনন্দিত ও ত্বরান্বিত হইলেন ॥ ২৩ ॥ অনন্তর রাজাকে তাহাই হইবে

এই কথা বলিয়া সুন্দর রথে আরোহণ করতঃ মধুপ্রিয় অক্রূর সেই মথুরাপুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন ॥ ২৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ষোড়শ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—কৃষ্ণের নিধনাকাঙ্ক্ষী বলশালী ও উদ্ধত কেশী নামক বীর বৃন্দাবনে উপস্থিত হইল ॥ ১ ॥ সেই কেশী খুরক্ষেপ দ্বারা ভূপৃষ্ঠ খনন করিয়া কেশর-ক্ষেপে জলদজালকে কম্পিত করিয়া এবং গতি দ্বারা চন্দ্র ও সূর্য্যের পথকে আক্রমণ করিয়া, গোপগণের প্রতি উপদ্রব আরম্ভ করিল ॥ ২ ॥

অশ্বরূপধারী সেই দৈত্যের হ্রেষিত শব্দে ভয়োদ্বিগ্ন গোপাল ও গোপী-গণ কৃষ্ণের শরণ লইল ॥ ৩ ॥ তখন তাহাদিগের ত্রাহি ত্রাহি এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, গোবিন্দ, সজল জলধর গর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীর ভাবে এই বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে গোপালগণ! তোমরা কেশির ভয় করিতেছ কেন? তোমরা গোপজাতীয় হইয়াও অদ্য এবম্প্রকার ভয়াতুরভাবে বীরবীর্য্যের বিলোপ করিতেছ কেন? ॥ ৫ ॥ এই অল্প-সার হ্রেষিত শব্দমাত্রেই গর্ব্বিতভাব প্রকাশক, চঞ্চল দুষ্ট অশ্ব, কি করিতে পারিবে? কারণ ইহাকে দৈত্যগণও সবলে আক্রমণপূর্ব্বক বহনকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকে ॥ ৬ ॥ অরে দুষ্ট! অশ্বরূপধারিদৈত্য! আগমন কর্! মহাদেব যেপ্রকার সূর্য্যের দন্ত উৎপাটন করিয়াছিলেন, এই আমি কৃষ্ণও তোর মুখ হইতে সেই প্রকারে সকল দন্ত উৎপাটন করিব" ॥ ৭ ॥ গোবিন্দ এই কথা বলিয়া বাহুদ্বয় আস্ফোটন করতঃ কেশির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন! তখন সেই দৈত্যও মুখব্যাদান করিয়া কৃষ্ণের প্রতি লক্ষ্য করতঃ অগ্রসর হইল ॥ ৮ ॥ তখন জনার্দ্দন- স্বকীয় বাহু প্রসারণ করত সেই দুষ্ট অশ্বের মুখে প্রবেশ করাইয়া দিলেন ॥ ৯ ॥ অনন্তর কেশির বদনমধ্যে প্রবিষ্ট, সেই কৃষ্ণবাহু কর্ত্তৃক আহত, শুভ্র মেঘখণ্ডের ন্যায়, কেশির দন্ত সকল বদন হইতে পতিত হইতে

লাগিল॥ ১০॥ হে দ্বিজ! উৎপত্তি সময়ে উপেক্ষিত ব্যাধি যেমন, বিনাশের নিমিত্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ কৃষ্ণের বাহুও কেশির দেহপ্রাপ্ত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল॥ ১১॥ অনন্তর ওষ্ঠদ্বয় বিপাটিত হইলে, সে রুধির বমন করিতে লাগিল এবং তাহার শিথিল বন্ধন নয়নদ্বয়, স্বস্থান হইতে নিঃসৃত ও বিবৃত হইয়া পড়িল॥ ১২॥ অনন্তর ঐ অশ্ব পদদ্বারা ধরণীতে আঘাত করিতে লাগিল এবং একবার মূত্রত্যাগ করতঃ স্বেদার্দ্র-শরীর হইয়া একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল॥ ১৩॥ কৃষ্ণ-বাহুদ্বারা-দ্বিধাভূত সেই মহাভয়ঙ্কর অসুর, মুখব্যাদান করতঃ বজ্রপ্রহারে দ্বিখণ্ড বৃক্ষের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইল॥ ১৪॥ কেশির সেই শরীর দ্বিখণ্ড হইয়া বিরাজিত হইল, তাহার এক এক খণ্ডে দুইটী চরণ পৃষ্ঠ ও পুচ্ছের অর্দ্ধভাগ এক এক কর্ণ নাসিকা ও নয়ন ছিল॥ ১৫॥ কৃষ্ণ কেশীকে হনন করতঃ মুদিত গোপালগণে বেষ্টিত হইয়া পুনর্ব্বার অকুটিল শরীর ধারণ পূর্ব্বক হাস্য করিতে করিতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন॥ ১৬॥ অনন্তর কেশী নিহত হইলে, বিস্মিত গোপ ও গোপীগণ, অনুরাগ-মনোহর ভাবে পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিল॥ ১৭॥ কেশী নিহত হইয়াছে অবলোকন করিয়া, হর্ষনির্ভর-মানস নারদ, জলমধ্যে অন্তরিত ভাবে অবস্থান করতঃ বলিতে লাগিলেন॥ ১৮॥ হে জগন্নাথ! হে অচ্যুত! আপনার বিক্রম সাধু, অতি সাধু! কারণ আপনি দেবতাগণের ক্লেশকর এই অসুর কেশীকে অবলীলা ক্রমে বিনাশ করিলেন॥ ১৯॥ আমি মনুষ্য ও অশ্বের এই অন্যত্র অভূতপূর্ব্ব মহাযুদ্ধ অবলোকন করিবার জন্য, যুদ্ধোৎসুকভাবে স্বর্গ হইতে এখানে আগমন করিয়াছি॥ ২০॥ হে মধুসূদন! আপনি এই অবতারে যে সকল সুন্দর কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন, সেই সকল কর্ম্মদ্বারা আমার এই বিস্মিত চিত্ত অতিশয় সন্তোষপ্রাপ্ত হইয়াছে॥ ২১॥ এই অশ্ব যখন কেশর সমূহ কম্পিত করিয়া, হ্রেষারব করতঃ আকাশের দিকে অবলোকন করিত, তাহা দেখিয়া দেবগণ ও স্বয়ং ইন্দ্রও ভয় পাইতেন॥২২॥ হে জনার্দ্দন! আপনি এই দুষ্টাত্মা কেশী নামক অসুরকে বিনাশ করিলেন বলিয়া, অদ্য হইতে লোকে আপনি কেশব নামে বিখ্যাত হইবেন॥ ২৩॥ হে কেশিনিসূদন! আপনার স্বস্তি হউক, আমি এইক্ষণে গমন করিতেছি, পরশ্ব দিবস কংসের

সহিত আপনার যুদ্ধ সময়ে, আমি পুনরায় আপনার সহিত মিলিত হইব ॥২৪॥ হে পৃথিবীধর! উগ্রসেনসুত সানুচর কংস বিনিপাতিত হইলে, আপনি পৃথিবীর ভারাবতরণ করিবেন ॥ ২৫ ॥ হে জনার্দ্দন! সেই ভারাবতার সম্বন্ধে আপনার ইচ্ছায় সম্পন্ন, পৃথিবীপতিগণের নানাপ্রকার ও অশেষযুদ্ধ আমি দর্শন করিব ॥ ২৬ ॥ গোবিন্দ! সেই আমি এইক্ষণে গমন করিতেছি, আপনি দেবগণের মহৎ কার্য্যসম্পাদন করিয়াছেন এবং এই কর্ম্মের দ্বারা দেবগণ আপনা কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়াছেন? আপনার মঙ্গল হউক, আমি গমন করি ॥২৭॥

পরাশর কহিলেন, নারদ গমন করিলে পর, গোপীগণের নয়নের এক মাত্র দৃশ্য কৃষ্ণ, গোপ ও গোপীগণের সহিত অবিস্মিত ভাবে গোকুলে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৮ ॥

ষোড়শ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

সপ্তদশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—অক্রূরও কৃষ্ণ-সন্দর্শনাশায় একাকী, মথুরা হইতে নির্গত হইয়া, শীঘ্রগামি স্যন্দনারোহণে নন্দের গোকুলে গমন করিলেন ॥ ১ ॥ পথে যাইতে যাইতে অক্রূর চিন্তা করিলেন যে, আমার ন্যায় কোন ব্যক্তি ধন্যতর নহে। যে হেতুক আমি অংশরূপে অবতীর্ণ চক্রীর মুখদর্শন করিব ॥ ২ ॥ অদ্য আমার জন্ম সফল হইবে, আমার সম্বন্ধে রজনী অদ্য সুপ্রভাতা, কারণ আমি অদ্য বিকসিত পদ্মপত্রের সদৃশ নয়নশালি-ভগবানের মুখ দেখিতে পাইব ॥৩॥ আমার নেত্র ও বাক্য সকল সফল হইবে, কারণ বিষ্ণুকে দর্শন করিব এবং তাহাতে ও আমাতে পরস্পর বাক্যালাপ হইবে ॥ ৪ ॥ কল্পনা-রচিত যে মুখ স্মৃত হইয়া, মনুষ্যগণের পাপবিনাশ করিয়া থাকে, আমি অদ্য সেই পদ্মসদৃশ নয়নদ্বয় শোভিত বিষ্ণুর মুখ অবলোকন করিব ॥ ৫ ॥ যাহা হইতে চারিবেদ ও অখিল বেদাঙ্গ নির্গত হইয়াছে এবং যেমুখ তেজোময় সূর্য্যাদির আশ্রয়স্বরূপ; অদ্য আমি ভগবানের সেই জ্যোতির্ম্ময় মুখ দেখিতে পাইব ॥ ৬ ॥ যিনি অখিলাধার, যিনি পুরুষোত্তম এবং সকল যজ্ঞেই পুরুষগণ যাঁহার যজন করিয়া থাকেন (অহো কি আনন্দের বিষয়)

আমি অদ্য সেই জগৎপতিকে দর্শন করিব ॥ ৭ ॥ একশত যজ্ঞের দ্বারা যাঁহার যজন করিয়া, ইন্দ্র দেবরাজতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাঁহার আদি বা অন্ত নাই, অদ্য আমি সেই কেশবকে দর্শন করিব ॥ ৮ ॥ ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্রগণ অশ্বিনীকুমার, বসুগণ ও মরুদ্গণও যাঁহার স্বরূপ জানেন না, অহো সেই হরি অদ্য আমার অঙ্গস্পর্শ করিবেন ॥ ৯ ॥ যিনি সকলেরই আত্মা, যিনি সকলই জানেন অথচ যিনি সকলেরই স্বরূপ ও অব্যয় এবং ব্যাপকরূপে যিনি সর্ব্ব-ভূতেই আবরকভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই ভগবান্ বিষ্ণু, অদ্য আমার সহিত আলাপ করিবেন ॥ ১০ ॥ অহো যিনি মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, হয়গ্রীব ও নৃসিংহাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়া, এই জগতের স্থিতি করিয়া থাকেন ও যিনি জন্মরহিত; তিনি অদ্য আমার সহিত আলাপ করিবেন ॥ ১১ ॥ যিনি জগতের স্বামী হইয়াও আপনার মনঃস্থিত কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য, মনুষ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি অব্যয় অথচ স্বকীয় ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণ করেন এবং যিনি অনন্তরূপে পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং এই পৃথিবী যে অনন্তরূপী ভগবানের শেখরদেশে অবস্থিত এবং জগতের মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ সেই ভগবান্ বিষ্ণু অদ্য আমাকে অক্রুর! এই বলিয়া সম্বোধন করিবেন ॥ ১২। ১৩ ॥ পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, সুহৃৎ, মাতা ও বন্ধু ইত্যাদি বুদ্ধিরূপিণী মদীয় মায়াকে কেহই ত্যাগ করিতে সমর্থ নহে; সেই ভগবান্‌কে নমস্কার নমস্কার ॥ ১৪ ॥ যিনি হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে যোগী, বিতত অবিদ্যারূপিণী মায়া হইতে উত্তীর্ণ হন, সেই অমেয় বিদ্যাত্মা ভগবান্‌কে নমস্কার ॥ ১৫ ॥ যজ্ঞকর্ত্তৃগণ যাঁহাকে যজ্ঞপুরুষ, সাত্বতগণ যাঁহাকে বাসুদেব ও বেদবিদ্‌গণ যাঁহাকে বিষ্ণু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; আমি তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ১৬ ॥ যে প্রকার এই সদসৎরূপী জগত সেই ধাতা ও আশ্রয়রূপ ভগবানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে? সেই সত্যরূপেই সেই ভগবান্ বিষ্ণু আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ১৭ ॥ যাঁহাকে স্মরণ করিলে মনুষ্য, সকল প্রকার কল্যাণের ভাজন হয়, আমি সেই জন্মরহিত নিত্য হরির শরণ লইতেছি ॥ ১৮ ॥

পরাশর কহিলেন,—ভক্তিনম্রমানস অক্রূর এই প্রকার বিষ্ণুচিন্তা করিতে করিতে সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই গোকুলে উপস্থিত হইলেন ॥ ১৯ ॥ অনন্তর গাভীগণের দোহন স্থানে গিয়া, অক্রূর বৎসগণের মধ্যস্থিত,

প্রফুল্ল নীলোৎপলদলচ্ছবি কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন॥ ২০॥ অক্রূর, আরও দেখিলেন যে, সেই মুকুলিত পদ্মপত্র সদৃশ নয়ন শোভিত, শ্রীবৎসাঙ্কিত বক্ষঃস্থল, লম্বমান বাহু, আয়ত ও দীর্ঘ উরঃস্থলশালী, উন্নত নাসা শোভিত, বিলাসপূর্ণ স্মিতাধার, মুখপঙ্কজধারী, উন্নত ও রক্তবর্ণ নখশালী ভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত, পীতবর্ণ বস্ত্রদ্বয়ধারী বন্যপুষ্প শোভিত, শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে, নীলাম্বরধর, আর্দ্র নীল লতাহস্ত শ্বেতপদ্ম নির্ম্মিত অবতংসধারী উন্নতশরীর উন্নত বাহু ও অংসদেশ শোভিত, বিকশিত মুখ পঙ্কজ, মেঘমালা পরিবৃত দ্বিতীয় কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থিত বলভদ্র বিরাজমান॥ ২১—২৫॥ হে মুনে! সেই কৃষ্ণ ও বলভদ্রকে দেখিয়া, অক্রূরের মুখপদ্ম বিকসিত হইল এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইল॥ ২৬॥

তখন অক্রূর চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, "এই সেই পরমধাম ও সেই পরমপদ, ভগবান্ বাসুদেবের অংশ দুইভাগে অবস্থিতি করিতেছেন॥২৭॥ এই জগতের ধাতাকে দৃষ্টি করিয়া আমার এ অক্ষিদ্বয় এইক্ষণে সফলতা লাভ করিল। কিন্তু ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া, অঙ্গসঙ্গ প্রদান করতঃ আমার এই অঙ্গ কি সফল করিবেন? ॥২৮॥ এই শ্রীমান্ অনন্তমূর্ত্তি ভগবান্ কি আমার পৃষ্ঠদেশে স্বকীয় হস্তপদ্ম অর্পণ করিবেন?। যাঁহার অঙ্গুলি স্পর্শে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া জীবগণ, নাশদোষ-বিরহিত সিদ্ধি (কৈবল্য) প্রাপ্ত হন॥ ২৯॥ বিদ্যুৎ অগ্নি ও রবির রশ্মিমালার ন্যায়, করালদর্শন চক্রক্ষেপ করিয়া, যে ভগবান্ দৈত্যপতির সৈন্য সমূহ বিনাশ করতঃ দৈত্যাঙ্গনা দিগের নয়নাঞ্জন সমূহ হরণ করিয়াছেন। (অর্থাৎ স্ব স্ব পতি-বিনাশ দর্শনে অবিরল ধারে প্রবাহিত নয়ন জলে দৈত্য স্ত্রীগণের যে নয়ন অঞ্জন বিধৌত হইয়াছিল, তাহার হেতু ভগবান্)॥৩০॥ বলি রাজা যাঁহাকে জল-বিন্দু প্রদান করিয়া বসুধাতলেও মনোজ্ঞ ভোগসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং মন্বন্তরকাল ব্যাপিয়া দেবত্বলাভপূর্ব্বক শত্রু বিরহিত হইয়া ত্রিদশাধি-পত্য করিয়াছেন॥ ৩১॥ সেই ভগবান্ বিষ্ণু, আমি দোষরহিত হইলেও কংসপরিগ্রহ প্রযুক্ত, আমাকে দোষী বিবেচনা করিয়া কি অবজ্ঞা দ্বারা আমাকে মর্ম্মাহত করিবেন? যে জন্ম সাধুগণের বহিষ্কৃত, আমার তাদৃশ জন্মকে ধিক্ থাকুক॥ ৩২॥ অথবা যিনি জ্ঞানস্বরূপ ও নির্ম্মল সত্ত্বরাশি-

ময়, যাঁহার অবিদ্যা দোষ নাই এবং যিনি সর্ব্বদা প্রকাশমান, সেই সকলেরই হৃদয়স্থিত, ভগবান্ সকল পুরুষের হৃদয়ান্তর্গত কোন্ ভাবটী পরিজ্ঞাত নহেন? ॥ ৩৩ ॥ সেই কারণে আমি ভক্তিবিনম্রচিত্তে সেই ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর আদি-মধ্য, ও অন্তবিরহিত পুরুষোত্তম বিষ্ণুর অংশাবতার এই শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করি, ইনি কখনই আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবেন না। ৩৪ ॥

সপ্তদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—অনন্তর যদুবংশীয় অক্রূর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চিন্তা করিতে করিতে গোবিন্দের নিকটে গমনপূর্ব্বক "আমি অক্রূর" এই বলিয়া হরির শ্রীচরণদ্বয়ে অবনত-মস্তকে প্রণাম করিলেন। ১ ॥ তখন সেই ভগবান্ও ধ্বজবজ্র-পদ্মচিহ্নিত হস্তের দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া, প্রীতির সহিত আকর্ষণ করতঃ গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। ২ ॥ অনন্তর অক্রূর, যথারীতি রাম ও কৃষ্ণকে সম্বাদনাদি করিলে পর, প্রহৃষ্ট কৃষ্ণ ও বলদেব, অক্রূরকে লইয়া নিজ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন॥ ৩॥ তাহার পর, তাঁহাদের সহিত মিষ্টালাপপূর্ব্বক আহারাদি সমাপন করিয়া অক্রূর, তাঁহাদের দুইজনের নিকটে যথাবৃত্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৪ ॥ দুরাত্মা দানব কংস যে প্রকারে বসুদেব ও দেবকীকে ভৎর্সনা করে। ৫। উগ্রসেনের প্রতি দুরাত্মা কংস যেপ্রকার ব্যবহার করিতেছে এবং যে প্রয়োজন উদ্দেশে অক্রূরকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিয়াছে। ৬। ভগবান্ কেশিসূদন সেই সকল বৃত্তান্ত অক্রূরের নিকট সবিস্তারে শ্রবণ করিয়া অক্রূরকে কহিলেন, হে দানপতে! আমি এসকল বিষয়ই অবগত আছি। ৭॥ শ্রীকৃষ্ণ আরও কহিলেন যে, এই স্থলে যে উপায় দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হইবে, আমি তাহাই অবলম্বন করিব। তুমি অন্যথা চিন্তা করিও না। তুমি জানিও যে, কংসকে আমি বিনাশই করিয়াছি। কল্য আমি ও রাম এই দুই জনেই তোমার সহিত মথুরায় গমন করিব। এবং আমাদের সহিত

গোপবৃন্দগণও বহুধন লইয়া গমন করিবে। হে বীর! তুমি চিন্তা করিও না; স্বচ্ছন্দে এই রাত্রি যাপন কর, আমি ত্রিরাত্রের মধ্যেই সানুচর কংসকে বিনাশ করিব॥ ৮—১০॥

পরাশর কহিলেন,—অনন্তর অক্রূরও সমস্ত গোপগণকে কংসের আদেশ জ্ঞাত করাইয়া নন্দগোপগৃহে মাধব ও বলভদ্রের সহিত সুখে নিদ্রা যাইলেন॥ ১১॥ অনন্তর বিমলপ্রভাতে, মহামতি কৃষ্ণ ও বলরাম, অক্রূরের সহিত মথুরায় গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ১২॥ তখন কৃষ্ণ মথুরায় গমন করিতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া, গোপীজন অতি দুঃখার্ত্ত হইয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ পরস্পর বলিতে আরম্ভ করিল; এই সময়ে তাহাদের হস্তবলয় সকল শিথিলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল॥ ১৩॥ তাহারা বলিতে লাগিল যে, "গোবিন্দ মথুরায় গমন করিয়া আর কেন গোকুলে ফিরিয়া আসিবেন? কারণ তিনি মথুরায় কর্ণ ভরিয়া নাগর স্ত্রীর মধুর অথচ অস্ফুট আলাপরূপ মধুপান করিয়াই পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন॥ ১৪॥ নাগরীগণের বিলাসপূর্ণ বাক্যপানে আসক্ত হইয়া, গোবিন্দের মনঃ কেনই বা পুনর্ব্বার গ্রাম্য-গোপীগণের প্রতি অনুরাগী হইবে? ॥ ১৫॥

ঘৃণা-বিরহিত দুরাত্মা বিধি, অদ্য হরিকে হরণ করিয়া সমস্ত গোপরমণীর প্রতি নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিল॥১৬॥ ভাবগর্ভস্মিতপূর্ণবাক্য, বিলাস-মনোহর গমন ও সকটাক্ষ-নিরীক্ষণ,—ইহা নগরস্ত্রীগণের সর্ব্বদাই আছে॥ ১৭॥ সুতরাং তাহাদিগের বিলাসনিগড়ে বদ্ধ হইয়া, এই গ্রাম্যহরি বল দেখি কোন যুক্তি অনুসারে তোমাদের নিকট পুনর্ব্বার প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন? ॥১৮॥ অহো! ক্রূরহৃদয়-নিরাশ অক্রূর কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া এই এই কেশব মথুরায় যাইতেছেন! ॥ ১৯॥ নৃশংস অক্রূর কি অনুরক্ত জনের হৃদয়-ভাব জানেন না? যে আমাদের নয়নদ্বয়ের আহ্লাদস্বরূপ এই হরিকে অন্যত্র লইয়া চলিল? ॥ ২০॥ এই অত্যন্ত নির্ঘৃণগোবিন্দ, রামের সহিত রথারোহণ করতঃ গমন করিতেছেন, তোমরা ইঁহাকে নিবারণ করিতে যত্নবতী হও॥ ২১॥ সখি! তুমি কি বলিতেছ? গুরুজনের সম্মুখে আমাদের এই প্রকার ব্যবহার উচিত নহে। বল দেখি, বিরহ-অগ্নিতে যাহারা দগ্ধ, গুরুজন তাহাদের কি করিবেন? ॥ ২২॥ কি দুঃখের বিষয়! এই নন্দগোপ-

প্রমুখ গোপগণও মথুরায় যাইতেই উদ্যত হইয়াছেন, কিন্তু কেহই গোবিন্দের মথুরাগমন নিবারণ বিষয়ে উদ্যোগ করিতেছেন না॥ ২৩॥ আহা! যাহাদের নয়নরূপ ভ্রমরপংক্তিসমূহ অচ্যুতের বদনাব্জ মধুপান করিবে, অদ্য সেই মথুরাবাসিনী রমণীদিগের রজনী সুপ্রভাতা হইয়াছে!॥ ২৪॥ অদ্য তাহারাই ধন্য! যাহারা পথে অনিবারিত ভাবে কৃষ্ণকে দর্শন ও পুলকাঞ্চিতদেহে তৎপশ্চাৎ গমন করিতে পারিবে!॥ ২৫॥ অদ্য গোবিন্দের অবয়ব দর্শনকারী মথুরানগরী নিবাসিগণের নয়ন সমূহের অতীব মহোৎসব উপস্থিত হইবে॥ ২৬॥ সুভাগ্যা মথুরাপুরবাসিনীগণ (না জানি) কি সুস্বপ্ন দেখিয়াছে যে, তাহার ফলে অদ্য তাহারা সুন্দর নয়ন বিস্তারিত করিয়া গোবিন্দকে অনিবারিত ভাবে দর্শন করিবে!॥ ২৭॥ অহো! অকরুণ-স্বভাব-বিধাতা মহানিধি দেখাইয়াই এই গোপীজনের নয়ন সকল উদ্ধৃত করিল!॥ ২৮॥ আমাদের প্রতি হরির অনুরাগ, শিথিলতা প্রাপ্ত হইল দেখিয়া, সেই সঙ্গেই কি আমাদের করের বলয় সকলও শিথিলতা প্রাপ্ত হইতেছে?॥ ২৯॥ আহা! ক্রূরহৃদয় অক্রূর শীঘ্রশীঘ্রই রথের ঘোটক সমূহকে চালাইয়াছে, এই প্রকার আর্ত্ত স্ত্রীগণের এবম্প্রকার অবস্থা দেখিয়া কাহার এপ্রকার দুষ্কর্ম্মে ঘৃণা হয় না?॥ ৩০॥ হা হা! ঐ দেখ কৃষ্ণ-রথের চক্ররেণু সমূহ উড়িতেছে। অহো! ঐ রেণুজালই কৃষ্ণকে দেখিতে দিতেছে না। অহো! দেখ সে রেণুও আর দেখা যাইতেছে না”॥ ৩১॥ এই প্রকার অতিশয় অনুরাগ সহকারে গোপীজন কর্ত্তৃক নিরীক্ষিত হইয়া কেশব, রামের সহিত ব্রজভূভাগ পরিত্যাগ করিলেন॥ ৩২॥ অতি বেগবান্ অশ্বসমূহযুক্ত রথারোহণে গমন করিতে করিতে অক্রূর বলদেব ও জনার্দ্দন মধ্যাহ্নসময়ে যমুনাতটে উপস্থিত হইলেন॥ ৩৩॥ অনন্তর অক্রূর কৃষ্ণকে কহিলেন, আমি যেপর্য্যন্ত যমুনাজলে আহ্নিক ক্রিয়া সমাপন না করি, আপনারা তাবৎকাল এই রথের উপরই অবস্থান করুন॥ ৩৪॥ হে বিপ্র! অনন্তর ভগবান্ "তাহাই হউক" এই কথা বলিলে পর মহামতি অক্রূর, যমুনাজলে প্রবেশপূর্ব্বক স্নান করতঃ আচমন করিয়া পরমব্রহ্মের চিন্তা করিতে লাগিলেন॥ ৩৫॥ সেই সময় অক্রূর দেখিতে পাইলেন যে "সহস্রফণামণ্ডলে শোভিত কুন্দমালার ন্যায়

শুভ্র অম্বরশোভিত, উন্নিদ্রপদ্মপত্রারুণাক্ষ, বাসুকি রম্ভাদি মহাসর্পগণে বেষ্টিত, গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক সংস্তূয়মান, কৃষ্ণবস্ত্রদ্বয় পরিধান, মনোহর পদ্মনির্ম্মিত-অবতংস শোভিত এবং মনোজ্ঞ কুণ্ডলধারী বলভদ্র যমুনার জলমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন এবং তাঁহার উৎসঙ্গদেশে, মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ তাম্র ও আয়তলোচনশালী, চতুর্ব্বাহু, চক্রাদি অস্ত্র উপশোভিত, উদারাঙ্গ, পীতবর্ণ বসনদ্বয়ধারী, শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষঃস্থল, মনোহর কেয়ূর ও মুকুটদ্বারা উজ্জ্বলাঙ্গ, বিকসিতপদ্মনির্ম্মিত কর্ণভূষণশোভিত ভগবান্ কৃষ্ণ, ইন্দ্রধনু ও তড়িন্মালা শোভিত জলদের ন্যায় বিরাজমান রহিয়াছেন॥ ৩৬—৪১॥ অক্রূর আরও দেখিলেন যে, সেই জলমধ্যেই সিদ্ধযোগ, নিষ্পাপ, নাসাগ্রন্যস্তলোচন, সনন্দনাদি মুনিগণ, কৃষ্ণের সেই মূর্ত্তি চিন্তা করিতেছেন॥ ৪২॥

তখন অক্রূর বলভদ্র ও কৃষ্ণকে তদবস্থ জানিতে পরিয়া বিস্মিত অন্তঃকরণে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে "ইহাঁরা রথ ছাড়িয়া এখানে কি প্রকারে আগমন করিলেন"॥ ৪৩॥ এই ভাবিয়া অক্রূর কিছু বলিতে ইচ্ছুক হইলেন, তখন জনার্দ্দন তাঁহার বাক্য স্তম্ভন করিলেন। অনন্তর অক্রূর সলিল হইতে নির্গত হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন॥ ৪৪॥ এবং উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে "রাম ও কৃষ্ণ উভয়েই পূর্ব্বের ন্যায় মনুষ্য শরীরে রথের উপরে অধিষ্ঠান করিতেছেন"॥ ৪৫॥ অনন্তর অক্রূর পুনর্ব্বার জলে নিমগ্ন হইয়াও দেখিলেন, যে "রাম ও কৃষ্ণ, (পূর্ব্বে যেমন দেখিয়াছিলেন এক্ষণেও সেইরূপ) মুনি গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ ও উরগগণ কর্ত্তৃক সংস্তূয়মান হইয়া বিরাজমান রহিয়াছেন"॥ ৪৬॥ তখন দানবপতি-অক্রূর পরমার্থ অবগত হইয়া সর্ব্ববিজ্ঞানময় ঈশ্বর অচ্যুতকে স্তব করিতে লাগিলেন॥ ৪৭॥

অক্রূর কহিলেন,—সন্মাত্ররূপী অচিন্ত্য মহিমাব্যাপক অনেক অথচ একরূপী সেই পরমাত্মাকে নমস্কার॥ ৪৮॥ হে অচিন্ত্য! সত্ত্বস্বরূপী তোমাকে নমস্কার, হবিঃ স্বরূপী তোমাকে নমস্কার। হে প্রভো! তুমি প্রকৃতি হইতে পর ও অবিজ্ঞেয়রূপ তোমাকে নমস্কার করি॥ ৪৯॥ তুমি ভূতস্বরূপ, ইন্দ্রিয়স্বরূপ ও প্রধান (প্রকৃতি) স্বরূপ, তুমি আত্মা, তুমিই পরমাত্মা। হে প্রভো! তুমি এক হইয়াও পাঁচ প্রকারে অবস্থিতি করিতেছ॥ ৫০॥ হে সর্ব্ব! হে সর্ব্বাত্মন্! হে ক্ষরাক্ষরময়! হে ঈশ্বর! তুমি প্রসন্ন হও।

হে ভগবন্! ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবাদিরূপ কল্পনা করিয়া তোমার স্তব করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হও ॥ ৫১ ॥ হে অনাখ্যেয় স্বরূপাত্মন্! হে অবক্তব্য প্রয়োজন! হে পরমেশ্বর! তোমার নাম, ও-বাক্যের দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না, হে প্রভো! তোমাকে নমস্কার॥ ৫২ ॥ হে নাথ! হে অজ! যাহাতে নাম জাতি প্রভৃতির কল্পনা নাই, তুমি সেই অবিকারী পরমব্রহ্ম ॥ ৫৩ ॥ হে প্রভো! কল্পনা ব্যতিরেকে সকল পদার্থেরই জ্ঞান হয় না বলিয়াই, তোমাকে কৃষ্ণ বিষ্ণু অচ্যুত প্রভৃতি নাম নির্দ্দেশ করতঃ উপাসনা করিয়া থাকি ॥ ৫৪ ॥ হে অজ! তুমিই সকল পদার্থ স্বরূপ এবং তুমিই বিকল্পনাময় এই দেবাদি অখিল জগৎ স্বরূপ। হে বিশ্বাত্মন্! তুমি বিকারভাবহীনরূপে সকল পদার্থেই অবস্থিত, তোমা ব্যতিরিক্ত অন্য কোন পদার্থই সত্য নহে ॥ ৫৫ ॥ তুমি ব্রহ্ম, তুমি পশুপতি, তুমি সূর্য্য, তুমি বিধাতা,তুমি ধাতা, তুমি ত্রিদশনাথ, তুমি সমীরণ, তুমি অগ্নি, তুমি বরুণ ও তুমিই কুবের ও যম, হে ভগবন্! এক হইয়াও তুমি এই সকল শক্তিভেদে বিভিন্নরূপ ধারণ করতঃ জগৎকে প্রতিপালন করিতেছ ॥ ৫৬ ॥ হে ভগবন্! তুমি সূর্য্যকিরণরূপে বিশ্বসৃজন করিতেছ। হে অজ! এই বিশ্ব তোমারই গুণময় প্রপঞ্চস্বরূপ। যে অক্ষর পরম ব্রহ্মরূপ ও তোমার বাচক, সেই ওঁকাররূপী জ্ঞানময় ও সদসৎরূপী তোমাকে নমস্কার ॥ ৫৭ ॥ বাসুদেবকে নমস্কার, সঙ্কর্ষণরূপী তোমাকে নমস্কার, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ স্বরূপী তোমাকে নমস্কার ॥ ৫৮ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—যাদব অক্রূর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জলমধ্যে বিষ্ণুর স্তব করিয়া, পরে মনোরম পুষ্প ও ধূপ দ্বারা সর্ব্বেশ্বরের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ অক্রূর অন্য বিষয় চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমাত্মাতে মনোনিবেশ করতঃ বহুক্ষণ ব্রহ্মরূপে মগ্ন হইয়া অবস্থান করিলেন; পরে বহুক্ষণ অতীত হইলে সমাধি হইতে বিরত হইলেন ॥ ২ ॥ অনন্তর মহামতি অক্রূর, আত্মাকে কৃতার্থের ন্যায় বিবেচনা করিয়া, যমুনা জল

হইতে নির্গমন করতঃ পুনর্ব্বার রথের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ৩॥ রথ-সমীপে আগমন করতঃ অক্রূর, রাম ও কৃষ্ণকে পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থিত দেখিলেন, বিস্ময়োৎফুল্লনেত্রে দণ্ডায়মান দেখিয়া কৃষ্ণ তাঁহাকে কহিলেন যে "হে অক্রূর! নিশ্চয়ই তুমি যমুনাজলে কিছু আশ্চর্য্য দেখিয়াছ, যেহেতু তোমার নয়নদ্বয় বিস্ময় সমাগমে উৎফুল্ল দেখিতেছি ॥ ৪ । ৫ ॥

তখন অক্রূর কহিলেন, হে অচ্যুত! জলমধ্যে আমি যে আশ্চর্য্য অবলোকন করিয়াছি এখানেও অগ্রভাগে তাহাই মূর্ত্তিমৎ দেখিতেছি ॥ ৬॥ হে কৃষ্ণ! এই মহাশ্চর্য্য জগৎ যে মহাত্মার রূপ, সেই আশ্চর্য্য-শ্রেষ্ঠের সহিত আমি সমাগত হইয়াছি ॥ ৭ ॥ হে মধুসূদন! এ সকল আশ্চর্য্য বিষয় লইয়া আন্দোলন করিয়া কোন ফল নাই; চলুন মথুরায় গমন করি; কংসকে আমি ভয় করিয়া থাকি, পরপিণ্ডোপজীবিদিগের জন্মকেই ধিক্ থাকুক্ ॥ ৮ ॥ এই কথা বলিয়া অক্রূর বায়ুবেগবান্ অশ্বগণকে শীঘ্র চালাইতে লাগিলেন, পরে সায়াহ্নকালে মথুরা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৯ ॥ যাদব অক্রূর মথুরায় প্রতি অবলোকন করিয়া, কৃষ্ণ ও বলরামকে কহিলেন যে, আপনারা মহাবলশালী, পদব্রজেই গমন করুন। আমি একাকী রথারোহণে নগরী প্রবেশ করি ॥ ১০ ॥ আপনারা বসুদেবের গৃহে গমন করিবেন না; কারণ আপনাদের জন্য ঐ বৃদ্ধ সর্ব্বদাই কংস-কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইতেছেন ॥ ১১ ॥

পরাশর কহিলেন,—অক্রূর এই কথা বলিয়া নগরে প্রবেশ করিলে পর, কৃষ্ণ ও বলভদ্র মথুরাপুরীতে প্রবেশপূর্ব্বক রাজমার্গে উপস্থিত হইলেন ॥ ১২ ॥ অনন্তর তাঁহারা স্ত্রীগণ ও নরগণ কর্ত্তৃক আনন্দ সহকারে বীক্ষিত হইয়া, লীলা ও বীর ভাবে দৃপ্ত-বাল-গজদ্বয়ের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥ ভ্রমমান রুচিরানন রাম ও কৃষ্ণ পথে একজন রঙ্গকারক রজককে দেখিতে পাইয়া, তাহার নিকট সুন্দর বস্ত্র সকল প্রার্থনা করিলেন ॥ ১৪ ॥ ঐ রজক কংসের দাস ছিল, সুতরাং সে প্রসাদারূঢ় বিস্ময় সহকারে রাম ও কৃষ্ণকে উচ্চৈঃস্বরে বহুতর গালাগালি দিল ॥ ১৫ ॥ তখন কৃষ্ণ সেই দুরাত্মা রজকের প্রতি ক্রোধ করিয়া, করতল প্রহার দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ভূমিতে পাতিত করিলেন ॥ ১৬ ॥ তাহাকে বধ করিয়া নানাবিধ বস্ত্র গ্রহণ করতঃ, রাম ও কৃষ্ণ নীল ও পীত বস্ত্র যথাক্রমে পরিধানপূর্ব্বক

অতিশয় হৃষ্টান্তঃকরণে মালাকার গৃহে গমন করিলেন॥ ১৭॥ হে মৈত্রেয়! সেই বিকাশিনেত্র-যুগল রাম ও কৃষ্ণকে দেখিয়া মালাকার অতি বিস্মিত ভাবে চিন্তা করিতে লাগিল যে, "ইঁহারা কাহার পুত্র এবং কোথা হইতেই বা এখানে আসিলেন?"॥ ১৮॥ পীত ও নীলাম্বরধারী এবং অতিমনোহরাকৃতি সেই দুইজনকে অবলোকন করিয়া, মালাকার ভাবিল "বুঝি দুইজন দেবতা পৃথিবীতে উপস্থিত হইয়াছেন"॥ ১৯॥ অনন্তর বিকাশিতমুখপঙ্কজ রাম ও কৃষ্ণ তাহার নিকট পুষ্প সকল প্রার্থনা করিলে পর, মালাকার হস্তদ্বয় দ্বারা ভূমি আলিঙ্গনপূর্ব্বক মস্তকদ্বারা মহীস্পর্শ করিল॥ ২০॥ এবং কহিল, হে নাথদ্বয়! আপনারা প্রসদন্নমুখ হইয়া, আমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন, আমি ধন্য হইলাম, যে কারণে আপনাদিগকে অদ্য পূজা করিতে পারিব॥ ২১॥ অনন্তর মালাকার প্রহৃষ্টবদনে তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে এই ফুল সুন্দর, ইহা আরও সুন্দর,—এই প্রকারে প্রলোভন করাইয়া নানা প্রকার মনোহর পুষ্প প্রদান করিল॥ ২২॥ মালাকার বারম্বার সেই পুরুষশ্রেষ্ঠদ্বয়কে প্রণাম করিয়া গন্ধযুক্ত অমল ও চারু পুষ্প সমূহ প্রদান করিতে লাগিল॥ ২৩॥ অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া মালাকারকে বর প্রদান করিলেন, হে ভদ্র! আমার বক্ষঃস্থিতা শ্রী তোমাকে কখনই পরিত্যাগ করিবে না॥ ২৪॥ হে সৌম্য! তোমার বল ও ধনহানি হইবে না এবং যতকাল চন্দ্রসূর্য্য উদয় হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত তোমার বংশনাশ হইবে না॥ ২৫॥ তুমি ইহকালে বিপুল ভোগপ্রাপ্ত হইবে এবং অন্তকালেও আমার প্রসাদে আমার চিন্তা করতঃ দেহত্যাগ করিয়া দিব্যলোক প্রাপ্ত হইবে॥ ২৬॥ হে ভদ্র! তোমার মনঃ সকল সময়েই ধর্ম্মপরায়ণ হইবে। এবং তোমার বংশে যাহারা জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারা দীর্ঘজীবী হইবে॥ ২৭॥ হে মহাভাগ! যতদিন পর্য্যন্ত সূর্য্য অবস্থিতি করিবেন, ততকাল পর্য্যন্ত তোমার বংশজাত কোন ব্যক্তি উপসর্গাদি দোষ প্রাপ্ত হইবে না॥ ২৮॥

পরাশর কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! কৃষ্ণ, মালাকারকে এই প্রকার বর প্রদানপূর্ব্বক মালাকার কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া, বলভদ্রের সহিত তাহার গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন॥ ২৯॥

ঊনবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

বিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—অনন্তর রাজমার্গে কৃষ্ণ একটী নারীকে আগমন করিতে দেখিলেন। ঐ নারী নবযৌবনে আরূঢ়া এবং তাহার হস্তে চন্দনাদি অনুলেপনের পাত্র ছিল। কিন্তু সে কুব্জা॥ ১॥ কৃষ্ণ মনোহর স্বরে তাহাকে কহিলেন যে, "হে ইন্দীবরলোচনে! এই অনুলেপন তুমি কাহার জন্য লইয়া যাইতেছ, তাহা সত্য করিয়া বল" ॥ ২॥ কৃষ্ণ সানুরাগের ন্যায় এই কথা বলিলে পর, হরি-দর্শনে আকৃষ্টচিত্তা কুব্জা, হরির প্রতি সানুরাগা হইয়া, মধুর ভাবে বলিল,—যে "হে কান্ত! আপনি কি আমায় জানেন না?—আমি অনেক-বক্রা নামে বিখ্যাতা, কংস আমাকে অনুলেপন কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন॥ ৩। ৪॥ অন্যকেহ অনুলেপন পেষণ করিয়া দিলে কংসের মনোনীত হয় না, কেবল আমার প্রতি তাঁহার এই বিষয়ে প্রসন্নতা আছে, মৎপিষ্ট অনুলেপনই তিনি অঙ্গে মাখিতে ভাল বাসেন" ॥ ৫॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে রুচিরাননে! এই মনোহর রাজার্হ ও সুগন্ধ অনু-লেপন, আমাদের গাত্রে মাখিবার উপযুক্ত। অতএব তুমি ইহা আমাদিগকে প্রদান কর॥ ৬॥ পরাশর কহিলেন, কৃষ্ণের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া আদরের সহিত কুব্জা "গ্রহণ কর" এই কথা বলিলেন এবং উভয়ের গাত্রযোগ্য অনুলেপন প্রদান করিল॥ ৭॥ অনন্তর পুরুষশ্রেষ্ঠ বলভদ্র ও কৃষ্ণ নানা প্রকার রচনা-পারিপাট্যের সহিত চন্দনাদি লেপন করিয়া ইন্দ্রচাপযুক্ত দুইখণ্ড শুভ্র ও কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন॥ ৮॥ অনন্তর উল্লাপন-বিধানবিৎ * শৌরি স্বকীয় হস্তের মধ্যমা ও তর্জ্জনী অঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা কুব্জার চিবুক ধারণপূর্ব্বক, ঊর্দ্ধদেশে চালিত করিয়া তাহা উত্তোলিত করিলেন এবং চরণদ্বয় দ্বারা তাহার চরণদ্বয়ে চাপিয়া ঊর্দ্ধে আকর্ষণ করিলেন। এই প্রকারে কেশব, তাহাকে সরল শরীর করিয়া দিলে, সে, রূপে সকল স্ত্রীলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা হইয়া উঠিল॥ ৯।১০॥ অন-ন্তর কুব্জা প্রেমগর্ভভরালসভাবে ভগবানের বস্ত্র আকর্ষণ করতঃ বিলাস মনো-

---

* উল্লাপন বিধান, অর্থাৎ যেপ্রকারে বক্র বস্তুকে সরল করা যায়।

হৃষ্টভাবে গোবিন্দকে কহিল যে, "আপনি আমার গৃহে চলুন" ॥ ১১ ॥ অনন্তর হরি হাস্য করিতে করিতে, "তোমার গৃহে কিছুপরে গমন করিব" কুব্জাকে এই কথা বলিয়া বিদায় দিলেন এবং বলরামের মুখের দিকে চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিলেন ॥ ১২ ॥ অনন্তর রচনানৈপুণ্যে-বিলিপ্ত-চন্দন, নীল-পীত-বস্ত্রধারী, বিচিত্র মাল্যোপশোভিত রাম ও কৃষ্ণ ধনুঃশালাতে গমন করিলেন ॥ ১৩ ॥ অনন্তর "সেই বহুলোকের আযোজ্য ধনুঃশ্রেষ্ঠ কোথায় আছে" রক্ষিগণকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিবার পর, রক্ষিগণ ধনুঃস্থান নির্দ্দেশ করিলে, কৃষ্ণ তথায় গমনপূর্ব্বক সবলে ধনুঃগ্রহণ করিয়া জ্যা পূরিত করিলেন ॥ ১৪ ॥ অনন্তর কৃষ্ণ সবলে সেই ধনুতে জ্যা রোপন করিবা-মাত্র, সে ধনুঃ ভাঙ্গিয়া গেল এবং সেই সময় সেই ধনুর্ভঙ্গের শব্দে মথুরা নগরী পূরিত হইল ॥ ১৫ ॥ অনন্তর ধনুঃভগ্ন হইলে রক্ষিগণ আসিয়া তাঁহা-দিগকে আক্রমণ করিল; তখন তাঁহারা উভয়ে সেই সকল রক্ষিসৈন্যকে বিনাশ করিয়া ধনুঃশালা হইতে নির্গত হইলেন ॥ ১৬ ॥ অনন্তর কংস, অক্রূরাগমন-বৃত্তান্ত ও ধনুর্ভঙ্গের কথা শ্রবণ করিয়া চানূর ও মুষ্টিক নামে দুই মল্লকে বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ১৭ ॥

কংস কহিল,—গোকুল হইতে গোপাল বালকদ্বয় উপস্থিত হইয়াছে। তোমরা দুইজনে আমার সম্মুখে সেই বালকদ্বয়কে বিনাশ কর। কারণ ঐ বালকদ্বয় জীবিত থাকিলে আমার প্রাণ হরণ করিবে ॥ ১৮ ॥ মল্লযুদ্ধে সেই বালকদ্বয়কে বিনাশ করিয়া আমাকে তুষ্ট করিতে পারিলে, আমি তোমাদিগকে অভিমত ভোগ প্রদান করিব, ইহার অন্যথা হইবে না। আমার অনিষ্টকারী সেই মহাবল বালকদ্বয়কে, ন্যায় অথবা অন্যায় যুদ্ধে, যে প্রকারে পার, বিনাশ করিও। কারণ তাহাদের বধ করিতে পারিলে, এই রাজ্য আমাদের সাধারণ ধন হইবে ॥ ১৯।২০ ॥ কংস এই প্রকারে মল্লদ্বয়কে আদেশপূর্ব্বক, হস্তিপকে আহ্বান করিয়া আদেশ করিল—"তুমি সমাজ দ্বারে মদীয় কুবলয়াপীড় নামা উচ্চ হস্তীকে স্থাপন কর এবং সেই বালকদ্বয় রঙ্গদ্বারে উপস্থিত হইলে, সেই হস্তিদ্বারা তাহাদিগকে বিনাশ করাইবে ॥ ২১।২২ ॥ আসন্নমরণ কংস, এই প্রকার আদেশ করিয়া উপকল্পিত মঞ্চ সকল অবলোকন-পূর্ব্বক সূর্য্যোদয়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল ॥ ২৩ ॥

অনন্তর সূর্য্যোদয় হইলে, নাগরিকগণ সাধারণ-মঞ্চে আরোহণ করিল এবং রাজমঞ্চ সমূহে অমাত্য সকলের সহিত নৃপতিগণ আরূঢ় হইলেন॥ ২৪॥ অনন্তর কংস, রঙ্গমধ্যভাগের নিকট, যুদ্ধের যোগ্যাযোগ্য পরীক্ষক ব্যক্তিগণকে নিবেশিত করিয়া স্বয়ং উন্নতমঞ্চের উপর অবস্থিতি করিতে লাগিল॥ ২৫॥ সেইখানে অন্তঃপুরস্থ নারীগণের জন্য আরও অনেক মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং নাগরিক-স্ত্রী ও বেশ্যাগণের জন্যও বহুতর মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল॥ ২৬॥ নন্দগোপ প্রভৃতি গোপগণ এবং বসুদেব ও অক্রূর প্রভৃতি—ইহাঁরা ভিন্ন ভিন্ন মঞ্চে অবস্থিতি করিতেছিলেন॥ ২৭॥ দেবকী, "মৃত্যুকালেও পুত্রের মনোহর বদন দর্শন করিব" এই আশায় নাগরী-স্ত্রীগণের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন॥ ২৮॥ অনন্তর চতু-র্দ্দিকে নানাপ্রকার বাদ্য বাদিত হইতে লাগিল। চানূর মল্ল ও মুষ্টিক গর্ব্বিত ভাবে বাহ্বাস্ফোটন করিতে লাগিল এবং সকল লোকেই চতুর্দ্দিকে হাহাকার করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই সময় হস্তিপক-প্রেরিত কুবলয়াপীড় নামক হস্তিকে হনন করিয়া, সেই হস্তির দন্তদ্বয়কে অস্ত্ররূপে হস্তে ধারণ করতঃ মদ ও রক্তে অনুলিপ্তাঙ্গ, বলভদ্র ও কৃষ্ণ, গর্ব্ব ও লীলা সহকারে অব-লোকন করিতে করিতে, মৃগমধ্যে সিংহের ন্যায় সেই সুমহারঙ্গভূমে প্রবেশ করিলেন॥ ২৯—৩১॥ তখন সকল মঞ্চেই এক প্রকাণ্ড হাহাকর ধ্বনি উত্থিত হইল। এবং ইনি কৃষ্ণ ও ইনিই বলভদ্র—এই প্রকার বিস্ময়সূচক শব্দ সকলের মুখ হইতেই শ্রুত হইতে লাগিল॥ ৩২॥ "পূতনা নাম্নী ভয়ঙ্করী নিশাচরীকে যিনি বিনাশ করিয়াছেন, শকট ও যমলার্জ্জুন নামে প্রকাণ্ড বৃক্ষদ্বয়কে যিনি ভঙ্গ করিয়াছেন ইনি সেই কৃষ্ণ"॥ ৩৩॥ যিনি বাল্যকালেই কালিয়নাগে আরোহণ করত নৃত্য করিয়াছিলেন। এবং যিনি সপ্তরাত্র পর্য্যন্ত গোবর্দ্ধন নামক মহাপর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন—ইনিই সেই কৃষ্ণ!॥ ৩৪॥ যে মহাত্মা অবলীলাক্রমেই দুর্ব্বৃত্ত অরিষ্ট, ধেনুক ও কেশীকে নিহত করিয়াছেন, এই সেই মহাত্মা,—দর্শন কর॥ ৩৫॥ এই ইহাঁরই অগ্রভাগে—ইহাঁর অগ্রজ বলভদ্র অবলীলাক্রমে গমন করিতেছেন, আহা! ইহাঁকে দেখিলে যোষিদ্গণের মনঃ ও নয়ন আনন্দিত হয়॥ ৩৬॥ পুরাণার্থাবলোকনকারী প্রাজ্ঞগণ, ইহাঁকেই বলিয়া থাকেন যে "এই

গোপাল, নিমগ্ন যাদববংশকে উদ্ধার করিবেন" ॥ ৩৭ ॥ এই গোপাল, সর্ব্বভূতময় ও অখিল কারণ বিষ্ণুর অংশ এবং ভার-হরণের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ৩৮ ॥ পৌরগণ সকলে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে রাম ও কৃষ্ণের বর্ণনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু এদিকে দেবকীর স্তন হইতে স্নেহভার দুগ্ধ স্বয়ংই ক্ষরিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার হৃদয় প্রকাণ্ড তাপযুক্ত হইল ॥ ৩৯ ॥ পুত্রের মুখ-বিলোকন-রূপ মহোৎসবপ্রাপ্ত হইয়া বসুদেব যেন জরা পরিত্যাগ করতঃ যৌবনলাভ করিলেন ॥ ৪০ ॥ রাজান্তঃপুর নারীগণ ও নগরস্ত্রীসমূহ অক্ষিযুগল বিস্তারিত করিয়া, অবিরামভাবে কৃষ্ণকে দর্শন করিতে লাগিল ॥ ৪১ ॥ কোন নারী কহিতে লাগিল, হে সখীগণ! কৃষ্ণের এই অতিরক্তনেত্রশালি মুখখানি দর্শন কর; আহা! দেখ গজযুদ্ধ-জনিত পরিশ্রমে সমুৎপন্ন স্বেদাম্বু-কণিকা দ্বারা মুখখানি ভিজিয়া গিয়াছে॥৪২ কেহ কহিল, হে সখীগণ! নীহার-জলসিক্ত, শরৎকালের প্রফুল্ল-পঙ্কজের দর্পহারী, ঐ কৃষ্ণের স্বেদজল-কণার্চিত মুখ দর্শন করিয়া নয়নদ্বয়কে সফল কর ॥ ৪৩ ॥ কেহ কেহ কহিতে লাগিল যে "হে ভামিনি! বালক-কৃষ্ণের এই বিপক্ষ-ক্ষপণ শ্রীবৎসাঙ্কিত, বিপুল তেজঃশালি বক্ষোদেশ ও ভুজদ্বয় কেমন সুন্দর—দেখ দেখি ॥ ৪৪ ॥ কেহ কহিল, সখি! এই সম্মুখে আগত নীলবস্ত্র-পরিধারী বলভদ্রকে কেন দেখিতেছ না ?! আহা! ইহাঁর মুখ কেমন,হিমকুন্দ ও মৃণালের ন্যায় শুভ্রবর্ণ! ॥ ৪৫ ॥ কেহ কহিল, সখি! মুষ্টিক ও চানূর, মদদর্পিতভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে বলভদ্রের দিকে চাহিয়া, (মনে মনে অপারগ ভাবিয়া) কেমন ঈষৎ হাস্য করিতেছে একবার দেখ! ॥ ৪৬ ॥ কেহ কহিল, "সখি! আহা দেখ! ঐ চানূর যুদ্ধ করিবার জন্য হরির সমীপে উপস্থিত হইতেছে। আহা! উচিতকারী বৃদ্ধগণ কি এখানে নাই ? ॥ ৪৭ ॥ আহা! হরির যৌবনোন্মুখ এই সুকুমার তনুই বা কোথায়? আর বজ্রকঠিন বিশালশরীর এই মহাসুরই বা কোথায়? এই উভয়ের কি পরস্পর যুদ্ধ সম্ভবে! ॥ ৪৮ ॥ আহা! ইহাঁরা দুইজনেই নবযৌবনশালী, কিন্তু রঙ্গস্থলে এই চানূর-প্রমুখ মল্লগণ অতি দারুণ ॥ ৪৯ ॥ আহা! যুদ্ধপ্রশ্ন-কর্ত্তারা কি মহান্ ব্যতিক্রম করিতেছে? যে তাহারা মধ্যস্থ হইয়াও কিপ্রকারে বালক ও বলবানের পরস্পর যুদ্ধ অবলোকন করিতেছে ? ॥ ৫০ ॥

পরাশর কহিলেন,—পুরস্ত্রীগণ এই প্রকার পরস্পর বলাবলি করিতেছে; এমন সময় ভগবান্ হরি, জনতার মধ্যে পদভরে পৃথিবীকে চালিত করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন॥ ৫১॥ অনন্তর বলভদ্রও যখন আস্ফোটনপূর্ব্বক মনোহর ভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন, সেই সময় যে তাঁহার পদভরে ভূমি বিদীর্ণ হয় নাই, তাহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়!॥ ৫২॥ তখন অমিত-বিক্রম কৃষ্ণ, চানূরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং নিযুদ্ধকুশল মুষ্টিকও বলভদ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল॥ ৫৩॥ অনন্তর হরি, পরস্পর শ্লেষ ও একএক বার পতনপূর্ব্বক চানূরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন, ক্ষেপণ, মুষ্টিপাত, বজ্রসদৃশ কীল প্রহার, জানুদেশে প্রস্তর-ক্ষেপ, বাহুবিঘট্টন, পাদদ্বারা উর্দ্ধক্ষেপণ ও প্রসরণদ্বারা উভয়েরই অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইল॥ ৫৪॥ তখন সমাজোৎসব সন্নিধানে, উভয়ের শস্ত্র-রহিত বলও প্রাণ নিষ্পাদ্য, সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইল॥৫৫॥ চানূর মল্ল,—হরির সহিত যত যুদ্ধ করিতে লাগিল, ততই তিল তিল প্রমাণে তাহার বলক্ষয় হইতে লাগিল॥ ৫৬॥ জগন্ময় কেশব, কোপ ও খেদে স্বকীয় শিরোমাল্য কেসর কম্পিত করিয়া অবলীলাক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন॥ ৫৭॥ অনন্তর চানূরের বলক্ষয় ও কৃষ্ণের বলবৃদ্ধি অবলোকন করিয়া কোপপরবশ কংস তূর্য্য বাদ্য করিতে নিবারণ করিল॥ ৫৮॥ অনন্তর কংসকর্ত্তৃক মৃদঙ্গাদি তূর্য্য-বাদ্য প্রতিবিদ্ধ হইবা মাত্র, আকাশে অনেক স্বরাদিযুক্ত দেবতূর্য্য, তৎক্ষণাৎ বাদিত হইতে আরম্ভ হইল॥ ৫৯॥

সেই সময় অন্তর্দ্ধানগত দেবগণ, অতি হৃষ্টভাবে বলিতে লাগিলেন যে, "হে গোবিন্দ! তোমার জয় হউক, হে কেশব! এই দানবকে তুমি হনন কর"। ৬০। মধুসূদন পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত চানূরের সহিত ক্রীড়া করতঃ পশ্চাৎ তাহার বিনাশে বদ্ধপরিকর হইয়া, তাহাকে উৎপাটন করতঃ উত্তোলিত করিলেন। ৬১। অনন্তর অমিত্রজিৎ কৃষ্ণ, সেই অল্পপ্রাণ দৈত্যকে শতবার গগনে ভ্রমণ করাইয়া, গতজীবিত হইলে পর, ভূমির উপর তাহাকে আছড়াইয়া ফেলিলেন। ৬২। কৃষ্ণ কর্ত্তৃক আস্ফোটিত চানূর শতধা বিদীর্ণ হইল এবং তদীয় রক্তস্রাবে সেই সময় পৃথিবী মহা পঙ্কময়ী হইয়া উঠিল। ৬৩। কৃষ্ণ যে প্রকারে চানূরের সহিত যুদ্ধ করিলেন,

মহাবল বলভদ্রও সেই প্রকারে দৈত্যমল্ল মুষ্টিকের সহিত, তৎকালে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৬৪। বলভদ্রও মুষ্টি ও জানুদেশ দ্বারা তাহার মস্তকে ও বক্ষোদেশে আঘাতপূর্ব্বক ভূমিতে পাতিত করিলেন এবং এমনিভাবে তাহাকে পেষণ করিলেন যে, তাহাতেই তাহার প্রাণ বহির্গত হইল। ৬৫। কৃষ্ণও তোসলকনামক মহাবল মল্লরাজকে বাম-মুষ্টি প্রহার দ্বারা ভূতলে পাতিত করিলেন। ৬৬। অনন্তর চানূর মুষ্টিক ও তোসলক বিনাশ প্রাপ্ত হইলে পর, অন্যান্য সকল মল্লগণ পলায়ন করিল। ৬৭। অনন্তর কৃষ্ণ ও বলভদ্র সমানবয়স্ক গোপাল বালকগণকে আকর্ষণ করিয়া রঙ্গমধ্যে অতি হৃষ্টভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ৬৮। তখন কংসও কোপে নেত্র রক্তবর্ণ করতঃ ব্যাপৃত-লোক সকলকে, অতি উচ্চরবে কহিল যে, "এই সমাজমণ্ডল হইতে সবলে এই গোপ বালকদ্বয়কে, নিষ্কাশিত করিয়া দাও। ৬৯। লৌহময় শৃঙ্খল দ্বারা এই পাপীনন্দকে বন্ধন কর—অবৃদ্ধার্হ দণ্ডপ্রয়োগ করিয়া এই বৃদ্ধ বসুদেবকে বধ কর। ৭০। এবং কৃষ্ণের সহিত, যে গোপবালকগণ এই সম্মুখে নৃত্য করিতেছে, ইহাদিগকেও বধ কর এবং ইহাদের গাভী সকল ও যাহা কিছু ধন আছে, তাহা সকলই হরণ কর। ৭১।" কংস এই প্রকার আজ্ঞা করিলে পর, মধুসূদন হাস্য করতঃ একটি লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক সেই মঞ্চের উপর আরোহণ করিয়া বেগে কংসকে ধারণ করিলেন। ৭২। কৃষ্ণ, কেশসমূহ আকর্ষণ করিয়া কংসকে ভূমিতে নিপাতিত করিলেন এবং তাহার উপর স্বয়ং পতিত হইলেন, সেই সময় কংসের মস্তক হইতে কিরীট বিগলিত হইয়া পড়িল। ৭৩। সকল জগতের আধার অতিভার কৃষ্ণ উপরে পতিত হইয়া, উগ্রসেন পুত্র কংসের প্রাণ পরিত্যাগ করাইলেন। ৭৪। সেই সময় মধুসূদন মৃতকংসের কেশ সমূহ আকর্ষণ করিয়া রঙ্গমধ্যে তাহার দেহ কর্ষণ করিতে লাগিলেন। ৭৪। মহাজলবেগের ন্যায় আকৃষ্যমাণ কংসদেহের অতিগৌরব প্রযুক্ত সেই সময় সেইখানে এক প্রকাণ্ড পরিখা নির্ম্মিত হইল। ৭৬।

কৃষ্ণ এবম্প্রকারে কংসকে গ্রহণ করিলে পর, কংসের ভ্রাতা সুমালী রোষ-সহকারে আগমন করিল, কিন্তু বলভদ্র অবলীলাক্রমে তাহাকে বিনাশ করিলেন। ৭৭। অনন্তর অবজ্ঞাসহকারে কৃষ্ণ কর্তৃক নিপাতিত কংসকে

অবলোকন করিয়া, সেই রঙ্গমণ্ডলস্থ সকল ব্যক্তিই হাহাকার করিতে লাগিল। ৭৮। অনন্তর মহাবাহু কৃষ্ণ, বলভদ্রের সহিত সত্বর হইয়া বসুদেব ও দেবকীর পাদগ্রহণ করিলেন। ৭৯। তখন বসুদেব ও দেবকীর পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত স্মরণ হইতে লাগিল এবং তাঁহারা ভগবানকে ভূমি হইতে উঠাইয়া, প্রণাম করতঃ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ৮০। বসুদেব কহিলেন, হে অবসন্নগণের নাথ, দেবগণেরও বরদ! হে প্রভো! প্রসন্ন হও। হে কেশব! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছ। ৮১। হে ভগবন্! আপনি পূর্ব্বে আমাদিগের আরাধিত হইয়া দুর্ব্বৃত্তগণের নিধনের নিমিত্ত যে আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহাতে আমার কুলপবিত্র হইয়াছে। ৮২। তুমি সর্ব্বভূতের অন্ত, অথচ তুমি সর্ব্বভূতেই অবস্থিতি করিতেছ। হে সমস্তাত্মন্! তোমা হইতে ভূত ও ভবিষ্যৎ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ৮৩। হে সর্ব্বদেবময় অচ্যুত! সকল যজ্ঞেই তোমার যজন হইয়া থাকে। হে পরমেশ্বর! তুমিই যজ্ঞস্বরূপ, অথচ তুমিই সকল যজ্ঞের স্রষ্টা। ৮৪। আমার এবং দেবকীর অন্তঃকরণ যে তোমার প্রতি তনয়প্রীতিবশে ভ্রান্তিযুক্ত হইতেছে, তাহা যে অত্যন্ত বিড়ম্বনা, ইহাতে সন্দেহ কি?। ৮৫। সকল ভূতগণের কর্ত্তা অনাদি-নিধন তুমিই বা কোথায়? আর মনুষ্যরূপী আমার তোমাকে পুত্র বলিয়া সম্বোধনকারিণী জিহ্বাই বা কোথায়? তুমি আমার পুত্র, ইহা কি সম্ভব হইতে পারে? ॥ ৮৬॥ হে জগন্নাথ! এই অখিল জগৎ যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, মায়া ব্যতিরেকে তিনি আমা হইতে জন্মগ্রহণ করিবেন, ইহা অন্য কোন্ যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হইবে? ॥ ৮৭ ॥ এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তিনি জঠর-মধ্যশায়ী হইয়া মনুষ্য হইতে কেন জন্মগ্রহণ করিবেন? ॥ ৮৮॥ হে পরমেশ্বর! তুমি সেই অচিন্তনীয় বিভব! তুমি প্রসন্ন হও এবং অংশাবতার দ্বারা বিশ্বের পালন কর, তুমি আমার পুত্র নহ। হে ঈশ! এই আব্রহ্মপাদপ জগৎ তোমা হইতেই উৎপন্ন, হে পরমেশ্বরাত্মন্! আমাদিগকে কেন বিমোহিত করিতেছ? ॥ ৮৯॥ হে অপাস্তভয়! তুমি আমার তনয়, এই মায়া প্রভাবে বিমূঢ়দৃষ্টি হইয়াই আমি কংস হইতে অতিতীব্র ভয়প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং সেই ভয়ে আকুল হইয়াই আমি তোমাকে গোকুলে

রাখিয়া আসিয়াছিলাম; তুমি সেইখানেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছ। হে ঈশ! আমার মমত্ব-বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়াছে॥ ৯০॥ রুদ্র মরুৎ অশ্বিনীকুমার ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের অসাধ্য যে সকল কর্ম্ম, তাহা তুমি সম্পাদন করিলে, ইহা প্রত্যক্ষই দেখিলাম। হে ঈশ! তুমি বিষ্ণু এবং জগতের উপকার করিতে অবতীর্ণ হইয়াছ, ইহা আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, আমাদের মোহ নষ্ট হইয়াছে॥ ৯১॥

বিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

একবিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—ভগবানের অত্যাশ্চর্য্য কর্ম্মদর্শন করিয়া, বসুদেব ও দেবকী সম্পূর্ণ বিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন দেখিয়া হরি, যদুমণ্ডলীর মোহোৎপাদনের জন্য পুনর্ব্বার বৈষ্ণবী-মায়া বিস্তার করিলেন॥ ১॥ অনন্তর কৃষ্ণ, বসুদেব ও দেবকীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন যে "হে মাতঃ! হে পিতঃ! কংস-ভীত আমি ও বলভদ্র বহুকাল ধরিয়া উৎকণ্ঠিতভাবে থাকিয়া অদ্য ভাগ্যক্রমে আপনাদের দুইজনকে দেখিতে পাইলাম॥২॥ সাধুদিগের পিতা ও মাতার পূজা ব্যতিরেকে যে কাল গমন করে, জীবনের সেই অংশটুকুও ব্যর্থ স্বরূপে পরিগণিত হয়॥ ৩॥ হে তাত! দেব, দ্বিজ ও গুরুগণের এবং মাতা ও পিতার পূজনকারী দেহগণেরই জন্ম সফল হইয়া থাকে॥ ৪॥ হে পিতঃ! কংসের প্রতাপ ও বীর্য্যে ভীত ও পরাধীন, আমাদের দুই জনের এই অতিক্রম কৃত ব্যবহার আপনি ক্ষমা করুন॥ ৫॥

পরাশর কহিলেন,—কৃষ্ণ ও বলরাম উভয়ে মাতা ও পিতাকে এই বলিয়া প্রণাম করিলেন এবং যথাক্রমে যদুবৃদ্ধগণের পূজা করিয়া পৌরগণের সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন॥ ৬॥ অনন্তর কংসের পত্নীগণ ও মাতৃগণ ভূমিতে নিহত, কংসকে পরিবেষ্টন করিয়া দুঃখ ও শোক পরিপ্লুতভাবে অতিশয় বিলাপ করিতে লাগিল॥ ৭॥ তখন হরিও অনুতাপাতুরভাবে স্বয়ং অশ্রুকলুষিত নয়ন হইয়া, তাহাদিগকে বহুপ্রকারে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন॥ ৮॥ অনন্তর মধুসূদন, উগ্রসেনকে বন্ধন হইতে মোচন করিলেন এবং

মৃত পুত্র ঐ উগ্রসেনকে পুনর্ব্বার নিজরাজ্যে পূর্ব্বের ন্যায় অভিষেক করিলেন॥ ৯॥ যদুসিংহ উগ্রসেন কৃষ্ণ কর্ত্তৃক স্বরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া, স্বীয় পুত্র কংস এবং যে সকল বীর সেইস্থলে ঘাতিত হইয়াছিলেন, তাহাদের প্রেতকার্য্য সম্পাদন করিলেন॥ ১০॥ অনন্তর পুত্রের ঔর্দ্ধদেহিককর্ম্ম-সম্পাদনান্তে,উগ্রসেন সিংহাসনে উপবেশন করিলে পর, ভগবান্ হরি তাঁহাকে কহিলেন—"হে বিভো! আমার এক্ষণে কি করিতে হইবে, আপনি তাহা অবিশঙ্কিতভাবে আজ্ঞা করুন॥ ১১॥ এই যদুবংশ যযাতি-শাপে অরাজ্যার্হ হইলেও আমি বর্ত্তমান থাকিতে, আপনি স্বচ্ছন্দে দেবগণের প্রতি আজ্ঞা প্রচার করুন, রাজগণেরত কথাই নাই"॥ ১২॥

পরাশর কহিলেন,—জগতের কার্য্যসিদ্ধির জন্য মনুষ্যরূপধারী ভগবান্ কেশব, উগ্রসেনকে এই প্রকার বলিয়া বায়ুকে স্মরণ করিলেন ও স্মরণ মাত্রেই বায়ু তথায় উপস্থিত হইলেন॥ ১৩॥ তখন ভগবান্ বায়ুকে কহিলেন হে বায়ো! তুমি ইন্দ্রের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে বল,—হে বাসব! তোমার গর্ব্বে প্রয়োজন নাই, তুমি উগ্রসেন নৃপতিকে সুধর্ম্মা নামে সভা প্রদান কর। ১৪। কৃষ্ণ তোমার প্রতি আদেশ করিতেছেন, সুধর্ম্মাখ্যা যে অত্যুত্তম সভারত্ন আছে, তাহা রাজার্হ, সুতরাং সেই সভায় যদুগণের উপবেশনই সদৃশ। ১৫।

পরাশর কহিলেন,—ভগবান পবনকে এই কথা বলিলে পর পবন, গমন পূর্ব্বক শচীপতির নিকট সকল কথা বলিলেন। তখন ইন্দ্রও বায়ুর নিকট সেই সুধর্ম্মাখ্যা সভা প্রদান করিলেন। ১৬। অনন্তর বায়ু কর্ত্তৃক সমানীত সর্ব্বরত্নাঢ্যা সেই মনোহর দিব্যসভাকে যদুশ্রেষ্ঠগণ উপভোগ করিতে লাগিলেন। ১৭। যদুশ্রেষ্ঠবীর কৃষ্ণ ও বলরাম যদিচ সর্ব্বজ্ঞানময় ও বিদিতাখিল-বিজ্ঞান ছিলেন, তথাপি তাঁহারা মনুষ্যলোকে আচার্য্য হইতে শিক্ষানুক্রমের কর্ত্তব্যতা খ্যাপন করিবার জন্য অবন্তিপুরবাসী কাশ্যসান্দীপনির নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিবার জন্য গমন করিলেন। ১৮।১৯। বলভদ্র ও কৃষ্ণ সান্দীপনির শিষ্যত্ব স্বীকারপূর্ব্বক গুরুর প্রতি উচিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া সকল জনে আচার শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ২০। হে দ্বিজ! ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কারণ হইয়াছিল, যে, তাঁহারা চতুঃষষ্টি দিবসেই সরহস্য ও

সসংগ্রহ ধনুর্ব্বেদে পারদর্শী হইয়াছিলেন ॥ ২১ ॥ সন্দীপনি তাঁহাদের এবম্প্রকার অভিমানুষ্য ও অসম্ভাবনীয় কর্ম্ম চিন্তা করিয়া বিবেচনা করিলেন যে, নিশ্চয়ই চন্দ্র ও দিবাকর তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ২২ ॥ অনন্তর গুরুর উপদেশ মাত্রেই তাঁহারা, সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রশিক্ষা করিয়া সান্দীপনিকে কহিলেন যে "আপনাকে যে গুরুদক্ষিণা দিতে হইবে আপনি তাহা প্রার্থনা করুন ॥ ২৩ ॥ তখন মহামতি সান্দীপনি, তাঁহাদের অলৌকিক কর্ম্ম অবলোকন করিয়া, তাঁহাদের নিকট গুরুদক্ষিণা স্বরূপ, লবণসমুদ্রে, প্রভাসে মৃত, স্বকীয় পুত্রের পুনর্জীবন প্রার্থনা করিলেন ॥ ২৪ ॥ অনন্তর তাঁহারা অস্ত্রগ্রহণ করিয়া, সমুদ্রের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র সমুদ্র, নিজরূপে অর্ঘ্যপাত্র হস্তে সেইখানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন "আমি সান্দীপনীর পুত্রকে হরণ করি নাই ॥ ২৫ ॥ শঙ্খরূপী পঞ্চজন নামে একজন দৈত্যই সেই বালককে গ্রহণ করিয়াছে। হে অসুরসূদন! সে দৈত্য আমার জল মধ্যেই বাস করিতেছে" ॥ ২৬ ॥

সমুদ্র এইকথা বলিলে পর, কৃষ্ণ জলমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দুষ্টস্বভাব পঞ্চজন নামক অসুরকে হনন করিয়া তাহার অস্থিসম্ভব শঙ্খ গ্রহণ করিলেন ॥ ২৭ ॥ এই শঙ্খের নাদে দৈত্যগণের বলহানি হয়, দেবগণের তেজঃ বৃদ্ধি হয় এবং অধর্ম্ম বিনাশলাভ করে ॥ ২৮ ॥ অনন্তর পাঞ্চজন্য-শঙ্খ বাদন করিতে করিতে হরি ও বলবান্ বলদেব যমপুরী গমনপূর্ব্বক বৈবস্বত যমকে জয় করিয়া, যথাপূর্ব্ব শরীরী যাতনাসংস্থ বালককে গ্রহণ করতঃ তাহার পিতার হস্তে প্রদান করিলেন ॥ ২৯।৩০ ॥ অনন্তর কৃষ্ণ ও বলরাম উভয়ে উগ্রসেন-পালিতা মথুরাপুরীতে আগমন করিলেন। তখন তাঁহাদের দর্শনে মথুরার সকল স্ত্রী ও পুরুষগণ প্রহৃষ্ট হইল ॥ ৩১ ॥

একবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—কংস, অস্তি ও প্রাপ্তি নাম্নী জরাসন্ধের দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। মগধাধিপতি বলী জরাসন্ধ, সেই কন্যাদ্বয়ের পতিহন্তা কৃষ্ণকে যাদবগণের সহিত বিনাশ করিবার জন্য, মহতীসেনা সমভিব্যাহারে আগমন করিল॥ ১। ২॥ ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিনী সেনা-পরিবৃত মগধেশ্বর আগমনপূর্ব্বক মথুরাপুরীর অবরোধ করিল॥ ৩॥ তখন বলশালী রাম ও জনার্দ্দন উভয়ে অল্প সৈন্যে পরিবৃত হইয়া, নগরী হইতে নিক্রমনপূর্ব্বক জরাসন্ধের বলবান্ সৈনিকগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন॥ ৪॥ হে মুনি-সত্তম! অনন্তর রাম ও জনার্দ্দন, স্বকীয় পুরাতন অস্ত্রসমূহের আদান করিতে এক উত্তম সংকল্প করিলেন॥ ৫॥ হে ধীর! অনন্তর আকাশ হইতে শার্ঙ্গ, খড়্গ, অক্ষয়সায়ক তূণদ্বয় ও কৌমোদকী নামে গদা, ভগবান্ হরির নিকট উপস্থিত হইল॥ ৬॥ হে কবে! বলভদ্রের মনোহভিমত হ'ল ও সোনন্দ মুষল গগন হইতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল॥৭॥ অনন্তর রাম ও জনার্দ্দন,সসৈন্য মগধাধিপকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া, উভয়েই মথুরাপুরীতে প্রবেশ করিলেন॥ ৮॥ হে মহামুনে! দুর্বৃত্ত জরাসন্ধ পরাজিত হইয়া, যে ভাবে পলায়ন করিল, তাহাতে কৃষ্ণ তাহাকে পরাজিত ভাবিলেন না॥ ৯॥ হে দ্বিজোত্তম! অনন্তর কিছু দিন পরে, বলান্বিত জরাসন্ধ, কোপ-পূর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থে আগমন করিল এবং রাম ও কৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পুনর্ব্বার পলায়ন করিল॥ ১০॥ মগধদেশাধিপতি রাজা জরাসন্ধ এই প্রকারে অষ্টাদশ-বার কৃষ্ণপ্রমুখ বহুযাদবগণের সহিত যুদ্ধ করে। এবং সেই সকল যুদ্ধেতেই বলাধিক জরাসন্ধ,অল্প-সৈন্য যাদবগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল॥ ১১। ১২॥ যাদবগণের যে সেই প্রকার বল অর্জিত হয়, তাহা কেবল চক্রীর অংশাবতারের সন্নিধি মাহাত্ম্যের প্রভাবেই॥ ১৩॥ মনুষ্য-ধর্ম্মশীল জগৎপতির ইহা লীলা;ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে; কারণ তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়াও শত্রুগণের উপর অস্ত্রক্ষেপণ করিতেন॥ ১৪॥ যিনি সঙ্কল্পমাত্রেই এই জগতের সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন, তাঁহার শত্রুপক্ষ ক্ষয়-বিষয়ে উদ্যম-বিস্তরের আর প্রয়োজন কি?॥১৫॥ তথাপি সেই ভগবান্

মনুষ্যগণের ধর্ম্মানুবর্ত্তী হইয়াই হীনগণের সহিত যুদ্ধ করিতেন এবং বলবানের সহিত সন্ধি করিতেন॥ ১৬॥ সেই ভগবান্ মনুষ্যধর্ম্মের অনুসারে কোনস্থানে সাম, কোন স্থানে দান ও কোন স্থানে ভেদ প্রদর্শন করিতেন; আবার কোন স্থলে দণ্ডনীতির অনুসরণ করিতেন; আবার হয়ত কুত্রাপি পলায়নও করিতেন॥১৭॥ এই প্রকারে মনুষ্য-দেহীগণের চেষ্টানুবর্ত্তনকারী জগৎপতির স্বকীয় ইচ্ছানুসারেই লীলা, সংপ্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল॥ ১৮

দ্বাবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—হে দ্বিজ! গোষ্ঠে, সমগ্র যাদবগণের সন্নিধানে গার্গ্যকে তদীয় শ্যালক, নপুংসক বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন; তাহা শ্রবণ করিয়া তৎকালে সকল যাদবগণই উচ্চহাস্য করিয়াছিলেন॥ ১॥ এই কারণে গার্গ্য অতিশয় কোপান্বিত হইয়া, দক্ষিণসমুদ্রের তীরে গমনপূর্ব্বক যদুবংশীয়গণের ভয়কারী এক পুত্রলাভের প্রত্যাশায় তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন॥ ২॥ সেই গার্গ্য, ব্রতস্বরূপ চূর্ণমাত্র ভক্ষণ করতঃ মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়; অনন্তর দ্বাদশদিবসে মহাদেব প্রসন্ন হইয়া, তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন॥ ৩॥ অনন্তর অপুত্র যবনেশ্বর, তাঁহাকে অতিশয় সম্মান করতঃ নিজগৃহে লইয়া গেলেন এবং সেই স্থলে যবনেশ্বর মহিষীর সহবাসে তাঁহার ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এক সন্তান জন্মিল॥ ৪॥ সেই বজ্রাগ্র-কঠিন বক্ষঃস্থল পুত্র কালযবনকে, স্বীয় রাজ্যে অভিষেক করিয়া যবনেশ্বর বনে গমন করিলেন॥ ৫॥ অনন্তর বীর্য্যমদোন্মত্ত কালযবন, নারদের নিকট পৃথিবীস্থ বলবান্ নৃপতিগণের নাম জিজ্ঞাসা করিলে, নারদ তদুত্তরে যাদবনৃপতিগণের বিষয় কীর্ত্তন করিলেন॥ ৬॥ নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কালযবন, যাদবগণের সহিত যুদ্ধার্থে, সহস্র সহস্র কোটি ম্লেচ্ছসৈন্য ও অনন্ত রথ অশ্ব ও হস্তি ও পদাতিসৈন্যের এক মহান্ সমাবেশ করিল॥ ৭॥ এবং মধ্যে মধ্যে বাহন হস্তীঅশ্বাদি পরিশ্রান্ত হইলে, তৎক্ষণাৎ অন্য বাহনে আরোহণ করিয়া, প্রতিদিন অবিশ্রাম-গতিতে, রোষপূর্ণ কালযবন, যাদবগণের সহিত যুদ্ধার্থে মথুরায় আসিয়া উপস্থিত

হইল ॥৮॥ অনন্তর কৃষ্ণ, একদিকে বার-বার জরাসন্ধের আক্রমণ ও অপরদিকে কালযবনের আক্রমণ দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কালযবনের সহিত যুদ্ধে ক্ষীণপ্রায় হইলে যাদবগণ পুনর্ব্বার মাগধরাজার সহিত যুদ্ধে নিশ্চয় তৎকর্তৃক জিত হইতে পারিবে ॥ ৯ ॥ আবার মগধাধিপতির সহিত যুদ্ধে যদুগণ ক্ষীণবল হইলে, পুনর্ব্বার সবল কালযবন, তাহাদিগকে হনন করিতে পারিবে, সুতরাং এইক্ষণে যদুবংশীয়গণের দুইদিক্ হইতে বিপত্তি উপস্থিত হইল ॥ ১০ ॥ এই সকল কারণে এক্ষণে আমি যদুগণের জন্য এমন একটী দুর্গ করিব, যাহাকে আশ্রয় করিয়া যদুস্ত্রীগণও যুদ্ধ করিতে পারিবে, যদুবীর শ্রেষ্ঠগণের ত কথাই নাই ॥১১॥ আমি মত্ত প্রমত্ত সুপ্ত বা প্রবাসগত যে অবস্থাতেই থাকি না কেন, পরকীয় দুষ্ট যোধগণ যেন কোন কালেই যদু-বংশীয়গণের অভিভব করিতে না পারে, ইহা আমার করিতে হইবে ॥ ১২ ॥

গোবিন্দ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চিন্তা করতঃ মহোদধির নিকট শতযোজন পরিমিত স্থান যাচ্ঞা করিয়া, সেই স্থানে দ্বারকানাম্নী এক পুরী স্থাপিত করিলেন ॥ ১৩ ॥ ঐ দ্বারকাতে বড় বড় উদ্যান নির্ম্মিত হইল এবং তাহার বপ্র অতি দৃঢ় এবং তাহাতে শত শত তড়াগ শোভা পাইতে লাগিল। প্রাকার, গৃহ ও দুর্গ প্রভৃতিতে সুশোভিত ঐপুরী ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥১৪॥ অনন্তর কালযবন আসন্ন হইলে জনার্দ্দন, মথুরাবাসী লোকদিগকে দ্বারকায় আনয়ন করিয়া, স্বয়ং পুনর্ব্বার মথুরাতেই গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥১৫॥ পরে কালযবনের সৈন্যগণ পুর অবরোধ করিয়া, বহির্দ্দেশে দৃঢ়রূপে নিবেশিত হইল ; গোবিন্দ মথুরা হইতে নির্গমনপূর্ব্বক যবনেশ্বরের সম্মুখীন হইলেন ॥ ১৬ ॥ যোগিগণেরও চিত্তসমূহ যাঁহাকে ধারণা করিতে পারেনা, সেই ভগবান্ বাসুদেবকে নিকটে উপস্থিত দেখিয়া বাহুমাত্র-প্রহরণ কালযবন, তাঁহার অনুগমন করিতে আরম্ভ করিল ॥ ১৭ ॥ কালযবন কর্তৃক অনুগম্যমান কৃষ্ণও, যেখানে মুচুকুন্দ নামে মহাবীর্য্য নরেশ্বর শয়ন করিয়াছিলেন, সেই গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৮ ॥ সুদুর্ম্মতি যবনও সেই গুহা মধ্যে প্রবেশ করিয়া, শয্যাগত রাজা মুচুকুন্দকে অবলোকনপূর্ব্বক, কৃষ্ণবোধে তাঁহাকে পদাঘাতদ্বারা তাড়না করিল ॥ ১৯ ॥ হে মৈত্রেয়! অনন্তর রাজার নিদ্রা ভঙ্গ হইল এবং তাঁহার দৃষ্টিমাত্রেই ক্রোধজাতবহ্নি

দ্বারা ঐ যবন প্রজ্জ্বলিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ ভস্ম হইয়া গেল॥ ২০॥ পূর্ব্বে দেবাসুর-যুদ্ধে গমনপূর্ব্বক সেই রাজা মুচুকুন্দ, মহাসুরগণকে জয় করিয়া, অতিশয় নিদ্রাতুর হয়েন এবং সেই জন্য দীর্ঘকাল নিদ্রারূপ বর, দেবগণের নিকট প্রার্থনা করিল॥ ২১॥ সেই সময় দেবগণও তাঁহাকে বলেন যে, তুমি নিদ্রিত হইলে পরে যে ব্যক্তি তোমার নিদ্রাভঙ্গ করিবে, সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তোমার দেহ হইতে সমুৎপন্ন অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়া যাইবে ॥ ২২ ॥ এইপ্রকারে রাজা মুচুকুন্দ সেই পাপরূপী যবনকে দগ্ধ করিয়া, মধুসূদনকে অবলোকন করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তুমি? তখন ভগবান্ কহিলেন, আমি চন্দ্রবংশে যদুকুলে উৎপন্ন এবং বসুদেবের পুত্র ॥ ২৩॥

মুচুকুন্দেরও সেই সময়ে বৃদ্ধগর্গমুনির বাক্য স্মরণ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই সর্ব্বভূতেশ্বর হরিকে প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন, "আপনি বিষ্ণুর অংশ ও পরমেশ্বর; ইহা আমি জানিতে পারিয়াছি॥ ২৪॥ পুরাকালে গর্গমুনি কহিয়াছিলেন, অষ্টাবিংশযুগে, দ্বাপরান্তে যদুবংশে হরির জন্ম হইবে॥২৫॥ আপনি মর্ত্ত্যগণের উপকার করিবার জন্য, নিশ্চয়ই অবতীর্ণ হইয়াছেন। তথাপি আমি আপনার এই সুমহৎ তেজঃ সহন করিতে সমর্থ হইতেছি না॥ ২৬॥ আপনার বাক্য সজলজলধর গর্জ্জনবৎ ধীরতর, হে ভগবন্! আপনার পদভরে ধরণী পীড়িতা॥ ২৭॥ দেবাসুর-মহাযুদ্ধে দৈত্যসেনাগণের মধ্যে মহাবীরগণ আমার সেই উৎকট তেজঃ সহ্য করিতে পারে নাই। কিন্তু অদ্য আমি আপনার তেজঃ সহ্য করিতে পারিতেছি না॥ ২৮॥ সংসারক্ষেত্রে পতিত প্রাণিগণের আপনি একমাত্র রক্ষয়িতা, আপনি সেই আশ্রিতগণের আর্ত্তিহর, আপনি প্রসন্ন হউন এবং আমার অশুভ বিনাশ করুন॥ ২৯॥ আপনিই চতুঃসমুদ্রের স্বরূপ, আপনি পর্ব্বত সরিৎ সমূহ, বননিচয়, পৃথিবী, গগন, বায়ু, জল, অগ্নি ও মনঃ স্বরূপ॥৩০॥ হে ভগবন্! আপনি বুদ্ধি ও প্রকৃতি স্বরূপ, আপনি প্রাণ স্বরূপ, অথচ প্রাণেশ্বর, আপনি পুরুষরূপী অথচ পুরুষ হইতে বিকার রহিত, জন্মহীন যে পরতর বস্তু তৎস্বরূপ॥ ৩১॥ আপনিই আদ্যন্তহীন, বৃদ্ধিনাশবিরহিত, শব্দাদিহীন, ক্ষয়বর্জ্জিত ও আময় সেই ব্রহ্ম ॥৩২॥ আপনা হইতে, দেবগণ, পিতৃগণ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর সিদ্ধ ও অপ্সরোগণ উৎপন্ন হইয়াছেন। আপনা হইতেই মনুষ্য, পশু ও পক্ষিগণ সমুৎপন্ন॥ ৩৩॥

সকল মৃগ সরীসৃপ ও মহীরুহগণ আপনা হইতেই জন্মিয়াছে, যাহা কিছু অতীত হইয়াছে ও হইবে, তাহা সকল আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়া গিয়াছে ও হইবে॥ ৩৪॥ অমূর্ত্ত অথবা মূর্ত্ত, স্থুল অথবা সূক্ষ্ম, কিম্বা স্থির-স্বভাব যাহা কিছু পদার্থ আছে, হে জগৎকর্ত্তা! তাহা সকল আপনা ব্যতি-রেকে আর কিছুই নহে॥৩৫॥ হে ভগবন্! তাপত্রয়াভিভূত হইয়া আমি এই সংসারচক্রে সর্ব্বদা ভ্রমণ করিতেছি, কিন্তু কোনকালেই শান্তি পাইলাম না॥ ৩৬॥ হে নাথ! আমি দুঃখসমূহকে সুখ স্বরূপে এবং মৃগতৃষ্ণাকে জলাশয় বোধে গ্রহণ করিয়াছি ও তাহাতে বড়ই তাপান্বিত হইয়াছি॥ ৩৭॥ হে প্রভো! রাষ্ট্র, পৃথিবী, সৈন্য, কোষ, মিত্রপক্ষ, সন্তানসমূহ, ভার্য্যা, ভৃত্যবর্গ ও শব্দাদি যে সকল বিষয় আছে॥ ৩৮॥ হে অব্যয়! সেই সকল বিষয়কেই আমি সুখ-বুদ্ধিতে গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু হে ঈশ্বর! তাহা সকলই আমার তাপ স্বরূপে পরিণত হইয়াছে॥ ৩৯॥ হে নাথ! এই দেবগণও দেবলোকপ্রাপ্ত হইয়াই, আমার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন কোথায় গেলে আর শান্তির সম্ভাবনা আছে॥ ৪০॥ হে পরমেশ্বর! সকল জগতের উৎপত্তি-কারণ স্বরূপ আপ-নার উপাসনা না করিয়া কোন ব্যক্তিই শাশ্বতী শান্তিলাভ করিতে পারেন না॥ ৪১॥ হে ভগবন্! আপনার মায়া প্রভাবে মূঢ় মনুষ্যগণ জন্ম মৃত্যু ও জরাদি সন্তাপ প্রাপ্ত হইয়া প্রেতরাজের বদন অবলোকন করিয়া থাকে॥ ৪২॥ অনন্তর আপনার স্বরূপ অনভিজ্ঞ সেই মনুষ্যগণ, নরক সমূহে স্বকীয় কর্ম্মের ফল স্বরূপ দারুণ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ৪৩॥ হে পরমেশ্বর! আমি আপনার মায়ায় মোহিত হইয়া অত্যন্ত বিষয়ী হইয়াছি এবং মমত্ব ও গর্ব্বরূপ মহাগর্ত্তমধ্যে ভ্রমণ করি-তেছি॥ ৪৪॥ এই সংসারাশ্রমের পরিতাপে তপ্তচিত্ত আমি, পরিণতধাম নির্ব্বাণপদে অভিলাষী হইয়া, অপার ঈশ ও পূজ্যতম স্বরূপ আপনার শরণ লইলাম। হে ভগবন্! আমি আপনার সেই পরমপদে আশ্রয় লইলাম, যাহা হইতে ভিন্ন আর কোন পদার্থই বিদ্যমান নাই॥ ৪৫॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—ধীমান্ মুচুকুন্দকর্ত্তৃক স্তুত সর্ব্বভূতেশ্বর ভগবান্ হরি, তাঁহাকে বলিলেন॥ ১॥ হে নরেশ্বর! তুমি অভিবাঞ্ছিত দিব্য লোকসমূহ লাভ কর, এবং আমার প্রসাদ-প্রভাবে তোমার ঐশ্বর্য্য অব্যাহত হউক। ২॥ অনন্তর সেই সকল দিব্যলোক ভোগপূর্ব্বক তুমি পৃথিবীতে কোন মহাবংশে জাতিস্মররূপে জন্মগ্রহণ করিবে এবং অন্তকালে আমার অনুগ্রহে মোক্ষপ্রাপ্ত হইবে॥ ৩॥

পরাশর কহিলেন,—ভগবান্ এই কথা বলিলে পরে, রাজা মুচুকুন্দ, জগতের ঈশ অচ্যুতকে প্রণামপূর্ব্বক সেই গুহামুখ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া মনুষ্যগণকে আপনা হইতে খর্ব্বাকৃতি দেখিলেন। ৪॥ অনন্তর কলিযুগ উপস্থিত হইয়াছে, ইহা জানিতে পারিয়া রাজা মুচুকুন্দ, তপস্যা করিবার জন্য নরনারায়ণস্থান গন্ধমাদনে গমন করিলেন॥ ৫॥ কৃষ্ণও উপায় যোগে শত্রুবিনাশ করতঃ মথুরায় আগমন করিয়া, কালযবনের হস্তী অশ্ব ও রথাদি দ্বারা উজ্জ্বল সৈন্যগণকে পরাস্ত করিয়া বশীভূত করিলেন। ৬॥ অনন্তর ভগবান্ সেই সকল হস্তি ও অশ্ব প্রভৃতি দ্বারবতীতে আনয়ন পূর্ব্বক উগ্রসেনকে অর্পণ করিলেন। এইরূপে যদুকুল পরাভিভব ভয়হীন হইল॥ ৭॥

হে মৈত্রেয়! বলভদ্রও অখিল যুদ্ধ প্রশান্ত হইয়াছে, ইহা দেখিয়া জ্ঞাতি-সন্দর্শনে উৎকণ্ঠিত মানসে নন্দগোকুলে আগমন করিলেন॥ ৮॥ অমিত্রজিৎ বলভদ্র গোকুলে আগমনানন্তর পূর্ব্বের ন্যায় প্রেম ও বহুমানপূর্ব্বক গোপ ও গোপীগণকে অভিবাদন করিলেন॥৯॥ অনন্তর কেহ কেহ বলভদ্রকে আলিঙ্গন করিল, বলভদ্রও তন্মধ্যে কাহাকাহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তিনি কোন গোপ বা কোন কোন গোপীজনের সহিত হাস্য করিতে লাগিলেন॥ ১০॥ সেই গোপগণ বলভদ্রকে বহুবিধ প্রিয় বাক্য বলিতে লাগিল। কিন্তু অপর অপর গোপীগণ প্রেমকুপিত হইয়া ঈর্ষাযুক্ত বাক্যে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিল॥ ১১॥ কোন কোন

গোপী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, চঞ্চল-প্রেমের খণ্ডস্বরূপ সেই নাগরী-জনবল্লভ কৃষ্ণ, ত সুখে বাস করিতেছেন?॥ ১২॥ কেহবা বলিল, ক্ষণ-সৌহৃদ কৃষ্ণ আমাদের উপহাস চ্ছলে পুরবাসিনী রমণীগণের কি সৌভাগ্য মান বৃদ্ধি করিয়া থাকেন না?॥ ১৩॥ কেহবা বলিল, কৃষ্ণ কি আর আমাদের গীতানুযায়ী কল-স্বরকে স্মরণ করেন? তিনি কি জননীকে দেখিবার জন্য আর একবার ব্রজে আসিবেন?॥ ১৪॥ কোন কোন গোপী বলিল, অথবা তাঁহার আলাপ করিয়া কি লাভ হইবে? অপর কোন বাক্যালাপ করা যাক। আমাদের তাঁহাকে ছাড়িয়া এবং তাঁহারও আমা-দের ছাড়িয়া, দিনও কাটিয়া যাইবে!॥ ১৫॥ পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভর্ত্তা ও বন্ধুজনকে কি আমরা সেই কৃষ্ণের জন্য পরিত্যাগ করি নাই? সখে! কৃষ্ণ অকৃতজ্ঞগণের ধ্বজ স্বরূপ, তাহার সন্দেহ কি? ॥ ১৬॥ কেহ বা বলিল, সে সকল কথা এইক্ষণে প্রয়োজন কি? হে অকৃষ্ণ! আপনি সত্য করিয়া বলিবেন, কৃষ্ণ কি আর এখানে আগমন সম্বন্ধে কোন আলাপ করিয়া থাকেন?॥ ১৭॥ হে দামোদর গোবিন্দ! পুরস্ত্রীর প্রতি মানস অর্পণ করিয়াছেন, সুতরাং আমাদের প্রতি আর তাঁহার প্রীতি নাই। এইহেতুক তাঁহার দর্শন আমাদের কপালে দুষ্কর, ইহা বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়॥ ১৮॥

পরাশর কহিলেন,—বলভদ্রকে গোপীগণ এই প্রকার একবার দামো-দর ও কৃষ্ণ বলিয়া যে সম্বোধন করিল এবং হরি কর্ত্তৃক হৃত-চিত্ততা প্রযুক্ত পুনর্ব্বার সুস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল॥ ১৯॥ অনন্তর সান্ত্বনা-মনোহর, গর্ব্বহীন, প্রেমগর্ভ ও অতিমনোজ্ঞ কৃষ্ণের সন্দেশ দ্বারা বলভদ্র সেই সকল গোপাগণকে আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন॥ ২০॥ অনন্তর বলরাম গোপীগণের সহিত পূর্ব্বের ন্যায় পরিহাস মনোহর নানা-বিধ কথা কহিতে লাগিলেন এবং তাহাদের সহিত ব্রজভূমিতে নানাবিধ লীলা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ২১॥

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—মহাত্মা, ধরণীধারণকারি, নিষ্পাদিত-গুরুকার্য্য, কার্য্যের নিমিত্ত পৃথিবীবিহারী, মানুষরূপী, শেষাবতার বলভদ্র, বনে গোপ-গণের সহিত বিচরণ করিতেছেন দেখিয়া, তাঁহার উপভোগার্থ বরুণ, বারুণীকে (মাদিরাকে) কহিলেন ॥ ১।২॥ হে মদিরে! যে মহাবলশালী মহাত্মার তুমি সর্ব্বদা অভিলাষের পাত্র, সেই অনন্তদেবের উপভোগার্থ, হে শুভে! তুমি গমন কর ॥ ৩॥ বরুণ এই প্রকার বলিলে পর, বারুণী বৃন্দা-বনোৎপন্ন কদম্ববৃক্ষের কোটরে সন্নিহিত হইলেন॥ ৪॥ বলভদ্রও বিচরণ করিতে করিতে উত্তম মদিরাগন্ধের আঘ্রাণ পাইয়া পুরাতন মদিরানুরাগ প্রাপ্ত হইলেন॥ ৫॥ অনন্তর, হে মৈত্রেয়! লাঙ্গলী (বলভদ্র) সহসা কদম্ব বৃক্ষ হইতে বিগলিত মদ্যধারা অবলোকন করিয়া পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন॥ ৬॥

অনন্তর হর্ষান্বিত বলভদ্র, গীতবাদ্য-বিশারদ গোপ ও গোপীগণ কর্ত্তৃক উপগীয়মান হইয়া তাহাদের সহিত একত্র সেই মদিরা পান করিলেন॥ ৭॥ অনন্তর সমস্ত শরীর হইতে উৎপন্ন ঘর্ম্ম-বিশিষ্ট বারিকণায় উজ্জ্বল গাত্র বলভদ্র মদিরাপানে বিহ্বল হইয়া কহিলেন,—হে যমুনে! তুমি এই স্থলে আগমন কর, আমি স্নান করিতে ইচ্ছা করিতেছি॥ ৮॥ সেই সময় বলভদ্রের মত্ততা-কালে কথিত-বাক্যের অবমানপূর্ব্বক, নদী যমুনা সেই স্থলে আগমন করিল না। তখন লাঙ্গলী, ক্রুদ্ধ হইয়া লাঙ্গল গ্রহণ করিলেন॥ ৯॥ অনন্তর মদবিহ্বল বলভদ্র সেই লাঙ্গলের দ্বারা যমুনাকে গ্রহণ করতঃ তটের-দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—রে পাপে! তুমি আসিবে না? আসিবে না? এক্ষণে আপনার ইচ্ছানুসারে গমন কর দেখি?॥ ১০॥ সহসা বলভদ্র কর্ত্তৃক আকৃষ্যমানা নদী, স্বকীয় গমনোপযোগা পথ পরিত্যাগ করিয়া, বলভদ্র যেখানে ছিলেন, সেই তট সহসা প্লাবিত করিয়া দিলেন॥ ১১॥ এবং নদী, শরীরধারণপূর্ব্বক জল হইতে উত্থান করতঃ ত্রাসবিহ্বললোচনে রামকে বলিতে লাগিলেন,—হে হলায়ুধ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন এবং আমাকে পরিত্যাগ করুন॥ ১২॥

অনন্তর বলভদ্র বলিলেন, আর যদি কখন আমার শৌর্য্য ও বলের প্রতি তুমি অবজ্ঞা কর, তাহা হইলে আমি এই হলাঘাত দ্বারা তোমাকে সহস্র খণ্ড করিয়া ফেলিব ॥ ১৩ ॥

পরাশর কহিলেন,—বলভদ্র এই প্রকারে তিরস্কার করিলে পর, নদী অতি সন্ত্রাসে, সেই ভূমি-প্লাবিত করিয়া বলভদ্রকে প্রসন্ন করিলেন; তখন তিনিও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন ॥ ১৪ ॥ অনন্তর তাঁহার স্নান সমাপ্ত হইলে, লক্ষ্মী শরীরিণী হইয়া মনোহর অবতংসোৎপল এবং এক কুণ্ডল গ্রহণ করতঃ মহাত্মা বলভদ্রের নিকট আগমন করিলেন ॥ ১৫ ॥ এবঞ্চ লক্ষ্মী তাঁহাকে বরুণ-প্রেরিত অম্লানপঙ্কজা মালা ও সমুদ্রের ন্যায় নীলবর্ণ দুই-খানি বস্ত্র প্রদান করিলেন ॥ ১৬॥ তখন কৃতাবতংস, চারুকুণ্ডল শোভিত নীলাম্বরধর ও মালাধারী বলভদ্র কান্তিযুক্ত হইয়া অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥ এই প্রকারে বিভূষিত হইয়া বলভদ্র, ব্রজভূমিতে দুইমাস কাল নানাপ্রকার লীলা করিলেন ও পরে পুনর্ব্বার দ্বারকায় গমন করি-লেন ॥ ১৮ ॥ বভভদ্র, রৈবত-রাজার কন্যা রেবতীকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে বলভদ্রের ঔরসে নিশঠ এবং উল্মুক নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হইল ॥ ১৯ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—বিদর্ভদেশের মধ্যে কুণ্ডিননামক রাজ্যে ভীষ্মক নামা এক রাজা ছিলেন। তাঁহার রুক্মী নামে এক পুত্র ও রুক্মিণী নামে এক বরাঙ্গনা কন্যা জন্মে ॥ ১ ॥ সেই চারুহাসিনী রুক্মিণী কৃষ্ণের প্রতি অনুরক্তা হইয়া তাঁহাকে কামনা করেন। এই কারণে কৃষ্ণ তদীয় পিতার নিকট তাঁহাকে প্রার্থনা করিলেও, রুক্মী কৃষ্ণদ্বেষ-প্রযুক্ত কৃষ্ণকে রুক্মিণী-প্রদান করিলেন না ॥ ২ ॥ উরুবিক্রম রাজা ভীষ্মকও জরসন্ধের পরামর্শ অনুসারে রুক্মীর সহিত একবাক্য হইয়া শিশুপালকে রুক্মিণী প্রদান করিবেন,—ইহা অঙ্গীকার করিলেন ॥ ৩ ॥ অনন্তর শিশুপালের হিতৈষি জরাসন্ধ-প্রমুখ নৃপতিগণ বিবাহার্থে ভীষ্মকের পুরীতে গমন করিলেন ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণও বলভদ্র-প্রমুখ বহুযাদবগণে বেষ্টিত হইয়া, বিবাহদর্শন করিবার জন্য ভূপতি ভীষ্মকের কুন্তিন নগরে গমন করিলেন॥ ৫॥ অনন্তর বিবাহের একদিন পূর্ব্বেই হরি, রামাদি বন্ধুবর্গের উপর বিপক্ষগণের সহিত যুদ্ধাদির ভার অর্পণপূর্ব্বক সেই কন্যাকে হরণ করিলেন॥ ৬॥ অনন্তর পৌণ্ড্রক, দন্তবক্র, বিদূরথ, শিশুপাল, জরাসন্ধ ও শাল্ব প্রভৃতি মহীপালগণ কুপিত হইয়া হরিকে হনন করিবার জন্য উত্তম উদ্যোগ করিলেন; কিন্তু যুদ্ধার্থে আগমন করিয়া তাঁহারা সকলেই বলভদ্র-প্রমুখ যদুশ্রেষ্ঠগণ কর্তৃক পরাজিত হইলেন॥ ৭। ৮॥ অনন্তর "যুদ্ধে কেশবকে বধ না করিয়া আমি আর কুন্তিন নগরে প্রবেশ করিব না"—এইপ্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া রুক্মী, কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার জন্য তাঁহার পশ্চাৎগামী হইল॥ ৯॥ কিন্তু চক্রী (কৃষ্ণ) হস্তি, অশ্ব, পদাতি ও রথসঙ্কুল তদীয় সকল সৈন্যকে হনন করিয়া, অবলীলাক্রমে রুক্মীকে জয় করিয়া ভূমিপৃষ্ঠে পাতিত করিলেন॥ ১০॥ অনন্তর যখন ভগবান্ হরি যুদ্ধদুর্ম্মদ রুক্মীকে বধ করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন রুক্মিণী প্রণামপূর্ব্বক হরির নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, "হে ব্রহ্মন্! আমার এই ভ্রাতাটীকে আপনি হনন করিবেন না। হে দেবেশ! আপনি কোপবেগ রুদ্ধ করিয়া আমাকে ভ্রাতৃ-ভিক্ষা প্রদান করুন"॥ ১১। ১২॥ অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণ রুক্মিণী কর্তৃক এই প্রকারে প্রার্থিত হইয়া, রুক্মীকে পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর রুক্মী প্রতিজ্ঞা সফল না হওয়ায় আর কুন্তিন নগরে প্রবেশ না করিয়া ভোজকট নামে এক পুর নির্ম্মাণপূর্ব্বক সেই-খানে বাস করিতে লাগিল॥ ১৩॥ মধুসূদনও রুক্মীকে পরাজয় করিয়া রাক্ষস-বিবাহ অনুসারে প্রাপ্ত রুক্মিণীকে সম্যক্ বিধি অনুসারে বিবাহ করিলেন॥ ১৪॥ সেই রুক্মিণীর গর্ভে মদনাংশ বীর্য্যবান্ প্রদ্যুম্ন জন্মগ্রহণ করেন। শম্বরাসুর এই প্রদ্যুম্নকে জন্মকালেই হরণ করে এবং প্রদ্যুম্নও কালক্রমে ঐ শম্বরকে বধ করেন॥ ১৫॥

ষড়্বিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে মুনে! শম্বরাসুর প্রদ্যুম্নবীরকে কেন হরণ করিয়াছিল, আর মহাবীর্য্য শম্বরাসুরকেও প্রদ্যুম্ন কি প্রকারে বিনাশ করিয়াছিলেন, ইহা প্রকাশ করিয়া বলুন॥ ১॥

পরাশর কহিলেন,—হে মুনে! প্রদ্যুম্ন জন্মিলে পর ষষ্ঠদিনে কাল শম্বর, "এই বালক আমার হন্তা" ইহা জানিতে পারিয়া, সূতিকাগৃহ হইতে তাঁহাকে হরণ করিল॥ ২॥ হরণান্তে শম্বরাসুর বালক প্রদ্যুম্নকে লবণসমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। ঐ লবণসমুদ্রে মহান্ মহান্ কুম্ভীরাদি বাস করিত। বিশাল লহরীমালায় সর্ব্বদা উহাতে আবর্ত্ত পরিপূর্ণ ছিল এবং উহা অতি ভয়ানক ও মকরগণের বাসস্থান॥ ৩॥ সমুদ্রপতিত সেই বালককে একটী মৎস্য গ্রহণপূর্ব্বক গিলিয়া ফেলিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সেই মৎস্যের জঠরানল দীপিত হইয়াও প্রদ্যুম্ন মৃত্যুমুখে পতিত হইল না॥ ৪॥ হে দ্বিজ! মৎস্যজীবিগণ একদিন অন্যান্য মৎস্যগণের সহিত সেই মৎস্যটীকে ধারণপূর্ব্বক বিনাশ করিয়া অসুরশ্রেষ্ঠ শম্বরকে প্রদান করিল॥ ৫॥ মায়াবতী নাম্নী কোন একটী কামিনী শম্বরাসুরের পত্নীচ্ছলে গৃহে অবস্থান করিতেন। কিন্তু তিনি বাস্তবিক তাহার পত্নী ছিলেন না। সেই মায়াবতী শম্বরগৃহে সকল পাচকদিগের আধিপত্য করিতেন॥ ৬॥ অনন্তর ধীবরগণ কর্ত্তৃক আনীত সেই মৎস্যের জঠর ছেদ করিলে পর, সেই মায়াবতী দেখিলেন, সেই মৎস্যের জঠরে অতি সুন্দরাকৃতি দগ্ধীভূত কামতরুর প্রথমাঙ্কুর সদৃশ একটী কুমার বিরাজ করিতেছেন॥ ৭॥ তখন কেমন করিয়া এই বালকটী মৎস্যের জঠরে প্রবেশ করিল—এবম্প্রকার কৌতুকাবিষ্টা মায়াবতীর নিকট, নারদ উপস্থিত হইয়া কহিলেন যে, "এই বালকটী সমস্ত জগতের সৃষ্টি ও সংহারকারী কৃষ্ণের পুত্র, এবং এই বালক শম্বরকর্ত্তৃক সূতিকাগৃহ হইতে হৃত হইয়া সমুদ্র মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েন এবং মৎস্য জঠরে অবস্থিত করেন, এক্ষণে ইনি তোমার অধীন হইলেন। হে সুভ্রু! তুমি বিশ্বাসের সহিত এই বালকটীকে পরিপালন কর॥ ৮—১০॥"

পরাশর কহিলেন,—নারদ কর্ত্তৃক এই প্রকার উক্ত হইয়া বালকের

রূপ দর্শনে মোহিতা মায়াবতী অনুরাগ সহকারে ঐ বালকটীকে পালন করিতে লাগিলেন॥ ১১॥ হে মহামুনে! অনন্তর যখন প্রদ্যুম্ন যৌবন সমাগম দ্বারা ভূষিত হইয়া উঠিলেন, তখন সেই গজগামিনী মায়াবতীও তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন॥ ১২॥ তখন প্রদ্যুম্নের প্রতি আকৃষ্টনয়ন হৃদয়া মায়াবতী অতি অনুরাগ-প্রযুক্ত তাঁহাকে স্বকীয় সর্ব্বপ্রকার মায়া-বিদ্যা শিক্ষা করাইলেন॥ ১৩॥ অনন্তর কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন কমলেক্ষণা মায়াবতীকে কামসজ্জায় সজ্জিতা দেখিয়া কহিলেন,—তুমি মাতৃভাব পরিত্যাগ করিয়া অন্যপ্রকার ভাবের আশ্রয় কেন গ্রহণ করিতেছ ?॥ ১৪॥ তখন মায়াবতী তাঁহাকে কহিলেন,—তুমি আমার পুত্র নহ; তুমি কৃষ্ণের তনয়; কাল শম্বর তোমাকে হরণ করিয়া, সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিল; আমি তোমাকে মৎস্যের জঠর হইতে পাইয়াছি। হে কান্ত! তোমার অতিবৎসলা জননী অদ্যাপি রোদন করিতেছেন॥ ১৫। ১৬॥

পরাশর কহিলেন,—মায়াবতী এই প্রকার বলিলে পর, মহাবল প্রদ্যুম্ন অতি ক্রোধাকুলীকৃতমনা হইয়া শম্বরকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিলেন॥ ১৭॥ অনন্তর প্রদ্যুম্ন যুদ্ধে শম্বরাসুরের অশেষ-সৈন্য বিনাশপূর্ব্বক দৈত্যকৃত সপ্তমী-মায়া অতিক্রম করিয়া, স্বকীয় অষ্টমী-মায়ার প্রয়োগ করিলেন॥ ১৮॥ প্রদ্যুম্ন, সেই অষ্টমমায়া প্রভাবে সেই কাল শম্বরনামক দৈত্যকে হননপূর্ব্বক মায়াবতীর সহিত গগনমার্গে আরোহণ করতঃ পিতৃগৃহে আগমন করিলেন॥১৯॥ অনন্তর মায়াবতীর সহিত অন্তঃপুর-মধ্যে নিপতিত প্রদ্যুম্নকে অবলোকন করিয়া কৃষ্ণ-স্ত্রীগণ তাঁহাকে কৃষ্ণ বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন॥ ২০॥ কিন্তু অনিন্দিতা রুক্মিণী অশ্রুপূর্ণ নয়নে অবলোকন করিতে করিতে স্নেহের সহিত বলিতে লাগিলেন "আহা! কোন ধন্যাস্ত্রীর এই পুত্রটী নবযৌবনে স্থিতি করিতেছে। আমার প্রদ্যুম্ন যদি জীবিত থাকিত, তাহা হইলে এতদিনে তাহারও এইপ্রকারই বয়স হইত! হে বৎস! কো ন্ ভাগ্যশালিনী জননীকে তুমি জন্মগ্রহণ দ্বারা ভূষিত করিয়াছ? অথবা আমার যাদৃশ স্নেহ ও তোমার যাদৃক্ বপুঃ, তাহাতে আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, হে বৎস! তুমি কৃষ্ণেরই পুত্র হইবে॥ ২১—২৩॥

পরাশর কহিলেন,—এই সময়ে কৃষ্ণের সহিত নারদ উপস্থিত হইয়া অন্তঃ-

পুরচারিণী দেবী রুক্মিণীকে আনন্দিত করিয়া কহিলেন,—"হে সুভ্রু! শম্বরাসুরকে হনন করিয়া তোমার পুত্র প্রদ্যুম্ন উপস্থিত হইয়াছেন। শম্বরাসুর ইহাঁকে বাল্যাবস্থায় সূতিকাগৃহ হইতে হরণ করিয়াছিল॥ ২৪। ২৫॥ ইহার সহিত যে রমণীকে দেখিতেছ, ইনি তোমার তনয়ের ভার্য্যা সতী। ইনি শম্বরের ভার্য্যা নহেন। ইহার কারণ শ্রবণ কর॥ ২৬॥ পূর্ব্বে কাম, দগ্ধ হইলে পর, পুনর্ব্বার তাঁহার জন্মকাল প্রতীক্ষায় সুন্দরী রতি মায়ারূপে শম্বরাসুরকে মোহিত করিয়া রাখেন॥ ২৭॥ এবং নিন্দিত উপভোগাদিতে এই মদিরেক্ষণা রতি শম্বরাসুরকে মায়াময় রূপ প্রদর্শিত করিতেন॥ ২৮॥ হে দেবি! কামই এই তোমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ এবং এই মায়াবতী তাঁহার দয়িতা রতি, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ করিও না,—এই রতি তোমার পুত্রবধূ॥ ২৯॥ অনন্তর রুক্মিণী, কেশব ও সমস্ত নগরবাসীই হর্ষসমাবিষ্ট হইয়া 'সাধু সাধু" বলিতে লাগিলেন॥ ৩০॥ বহুকাল হইতে অপহৃত পুত্রের সহিত রুক্মিণীকে পুনর্ব্বার মিলিতা হইতে দেখিয়া, দ্বারকাস্থিত সকল জনই বিস্ময়ান্বিত হইল॥ ৩১॥

সপ্তবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—রুক্মিণী, চারুমতী নাম্নী এক কন্যা ও যে কয়টী পুত্র প্রসব করেন,তাহাদের নাম চারুদেষ্ণ, সুদেষ্ণ, চারুদেহ,সুষেণ, চারুগুপ্ত, ভদ্রচারু, চারুবিন্দ, সুচারু ও চারু,—ইহাঁরা বীর্য্যবান্ ও বলিশ্রেষ্ঠ ছিলেন। প্রদ্যুম্নের জন্মবৃত্তান্ত পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে॥ ১। ২॥ রুক্মিণী ভিন্ন আরও সাতটী শোভনা স্ত্রী কৃষ্ণের পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের নাম কালিন্দী, মিত্রবৃন্দা, নাগ্নজিতী সত্যা, কামরূপিণী রোহিণীদেবী, জাম্ববতী, মদ্ররাজসুতা শীল মণ্ডনা সুশীলা, সত্রাজিতকন্যা সত্যভামা এবং চারুহাসিনী লক্ষ্মণা। ইহাদের ছাড়া চক্রীর আরও ষোড়শ সহস্র পত্নী ছিলেন॥ ৩—৫॥ মহাবীর্য্য প্রদ্যুম্ন স্বয়ম্বরস্থা রুক্মীরাজার কন্যাকে বিবাহ করেন, এ কন্যাও তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছিলেন॥ ৬॥ তাঁহার গর্ভে প্রদ্যুম্নের এক

মহাবলপরাক্রম পুত্র হয়। তাঁহার নাম অনিরুদ্ধ। ইনি রণে ক্রুদ্ধাবস্থায় বীর্য্যোদধি অরিগণকে দমন করিতেন॥ ৭॥ কেশব রুক্মীর পৌত্রীর সহিত অনিরুদ্ধের বিবাহ প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে কৃষ্ণের প্রতি স্পর্দ্ধান্বিত হইয়াও দৌহিত্রকে স্বকীয় পৌত্রীপ্রদান করিলেন॥ ৮॥ হে দ্বিজ! সেই কন্যার বিবাহোপলক্ষে বলরাম আদি যাদবগণ হরির সহিত ভোজকট নামে রুক্মীর রাজধানীতে গমন করিলেন॥ ৯॥ অনন্তর প্রদ্যুম্নপুত্রের বিবাহ নিষ্পন্ন হইয়া গেলে, কলিঙ্গরাজ প্রভৃতি সুমহাত্মাগণ রুক্মীকে বলিলেন যে "এই হলধর দ্যূতক্রীড়ায় অনভিজ্ঞ, সুতরাং সেই ক্রীড়ার দ্বারা ইহাঁর মহৎব্যসন উপস্থিত হইবে, অতএব হে মহাদ্যুতে! আমরা দ্যূতক্রীড়া দ্বারা বলভদ্রকে কেনই বা জয় না করিব?॥ ১০। ১১॥

পরাশর কহিলেন,—অনন্তর বলসমন্বিত রাজা রুক্মী, নৃপতিগণকে কহিলেন যে "তাহাই হইবে" এবং সেই কালেই সভাস্থলে বলভদ্রের সহিত দ্যূতক্রীড়ারম্ভ করিল॥ ১২॥ অনন্তর রুক্মী প্রথমবারেই চারিসহস্র সুবর্ণ পণের দ্বারা বলভদ্রকে পরাজিত করতঃ দ্বিতীয় বারেও চারিসহস্র সুবর্ণ জয় করিয়া লইল॥ ১৩॥ অনন্তর বলভদ্র তৃতীয় বারে চত্বারিংশৎ সহস্র সুবর্ণের পণ করিলেন; কিন্তু দ্যূতবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ রুক্মীও তৎসমুদায় জয় করিয়া লইল॥১৪॥ হে দ্বিজ! অনন্তর কলিঙ্গাধিপতি দন্তসকল প্রদর্শন করতঃ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিল এবং মদোদ্ধত রুক্মী কহিল,—দ্যূতক্রীড়ায় অভিজ্ঞ বলদেবকে আমি পরাজয় করিলাম, এই বলভদ্র বৃথা অক্ষগর্ব্বে অন্ধ হইয়া আপনাকে অক্ষক্রীড়ায় পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন॥ ১৫॥ অনন্তর কলিঙ্গদেশাধিপতিকে দন্তপ্রদর্শনপূর্ব্বক হাস্য করিতে এবং রুক্মীকে দুর্ব্বাক্যপরায়ণ দেখিয়া বলভদ্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন॥ ১৬॥ তৎপরে কুপিত বলদেব চারকোটী সুবর্ণ পরিমিত পণ গ্রহণ করিলেন। তখন, রুক্মীও সেই পণ জয়ের প্রত্যাশায় অক্ষপাত করিলেন॥ ১৭॥ কিন্তু এবার বলভদ্র রুক্মীকে পরাজয় করিলেন ও উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন যে, আমি রুক্মীকে পরাজয় করিয়াছি। সেইকালে রুক্মীও কহিল, হে বলদেব! আপনি বৃথা মিথ্যা কহিবেন না; আমিই আপনাকে জয় করিয়াছি, আপনি এই পণের কথা বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আমিত ইহাতে অনুমোদন করি নাই; এব-

প্রকার স্থলে যদি আপনার জয় হইল, তবে আমর জয় কেন হইল না?॥ ১৮—২০॥ এই সময়ে আকাশে গম্ভীরনাদিনী বাণী মহাত্মা বলভদ্রের কোপের বৃদ্ধি করতঃ কহিলেন যে॥ ২১॥ "বলদেবই ধর্ম্মের সহিত জয় করিয়াছেন; রুক্মীর বাক্য মিথ্যা, কারণ অনুমোদন বাক্য না বলিলেও যদি অক্ষপাতাদি কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহার পণ স্বীকারই হইয়াছে॥ ২২॥ অনন্তর সুমহাবল বলরাম কোপে আরক্তলোচন হইয়া উত্থান করতঃ অষ্টাপদ (অক্ষদ্যূতফলক) দ্বারা আঘাতপূর্ব্বক রুক্মীকে বধ করিলেন॥ ২৩॥ তৎপরে বলদেব সবলে দীপ্যমান কলিঙ্গাধিপতিকে গ্রহণ করতঃ অতি কোপে তাঁহার দন্তসকল ভাঙ্গিয়া দিলেন। কলিঙ্গাধিপতি সেই সকল দন্তপ্রকাশপূর্ব্বক বড়ই হাস্য করিয়াছিল॥ ২৪॥ অনন্তর কুপিত বলদেব বলক্রমে জাতরূপময়স্তম্ভ আকর্ষণ করিয়া, বৈরিপক্ষীয় অন্যান্য রাজগণকে বধ করিলেন॥ ২৫॥ হে দ্বিজ! বলভদ্রকে এবম্প্রকার কুপিত দেখিয়া সকলে হাহাকার করিতে লাগিল। এবং সকল রাজগণ পলায়নপরায়ণ হইলেন॥ ২৬॥ হে মৈত্রেয়! বলভদ্র রুক্মীকে নিহত করিয়াছেন শুনিয়াও মধুসূদন এবং রুক্মিণী, বলভদ্রের ভয়ে কিছুই বলিতে পারিলেন না॥ ২৭॥ অনন্তর কৃতোদ্বাহ অনিরুদ্ধকে সঙ্গে করিয়া কেশবের সহিত সমস্ত যদুমণ্ডলী দ্বারকায় আগমন করিলেন॥ ২৮॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়! অনন্তর ত্রিভুবনেশ্বর ইন্দ্র, মত্ত ঐরাবত পৃষ্ঠে আরোহণ করতঃ দ্বারকায় কৃষ্ণের নিকট আগমন করিলেন॥ ১॥ অনন্তর ইন্দ্র, দ্বারকায় প্রবেশপূর্ব্বক হরির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নরকনামক দৈত্যের দুর্ব্ব্যবহারের বিষয় তাঁহার নিকট বলিতে আরম্ভ করিলেন॥ ২॥ (ইন্দ্র কহিলেন) হে মধুসূদন! আপনি দেবগণের নাথ হইয়া এক্ষণে মনুষ্যরূপে অবস্থান করতঃ আমাদের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ শান্তি করিয়াছেন॥ ৩॥ তপস্বিজনের বিনাশকারী অরিষ্টধেনুক, চানূর, মুষ্টিক ও কেশী প্রভৃতি মহাসুরগণকে

আপনি বিনাশ করিয়াছেন। ৪ ॥ কংস, কুবলয়াপাড় ও বালঘাতিনী পূতনা এবং অন্যান্য জগতের উপদ্রবকারিগণকেও আপনি বিনাশ করিয়াছেন। ৫। আপনার দৌর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ও বুদ্ধিবলে ত্রিলোক অসজ্জন হইতে পরিত্রাণ পাওয়াতে এক্ষণে দেবগণ, যজ্ঞকারিপ্রদত্ত যজ্ঞাংশ লাভ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছেন ॥৬॥ হে জনার্দ্দন! আমি সেই ইন্দ্র, এইক্ষণে আপনার নিকট যে কারণে আগমন করিয়াছি, আপনি তাহা শ্রবণপূর্ব্বক তাহার প্রতীকার চেষ্টা করুন।৭।হে অরিন্দম! প্রাগ্‌জ্যোতিষ্পুরেশ্বর ভৌমনরকনামা একজন অসুর এক্ষণে সর্ব্বভূতের প্রতিই উপদ্রব করিতেছে। ৮॥ হে জনার্দ্দন! ঐ নরকাসুর দেব, সিদ্ধ, অসুর এবং নৃপগণের কন্যাগণকে হরণ করিয়া নিজগৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে ।৯। বরুণের যে কাঞ্চনস্রাবিছত্র ছিল, তাহা এবং মণিপর্ব্বতাখ্য মন্দরশৃঙ্গও, ঐ অসুর হরণ করিয়াছে ॥ ১০ ॥ হে কৃষ্ণ! নরকাসুর মদীয় জননী অদিতির অমৃতস্রাবিদিব্যকুণ্ডলদ্বয় হরণ করিয়াছে এবং সর্ব্বদাই আমার এই ঐরাবতের প্রতি অভিলাষ প্রকাশ করিয়া থাকে। ১১। হে গোবিন্দ! এই আমি আপনার নিকট নরকাসুরের দুর্নীতির বিষয় বলিলাম, এক্ষণে এই স্থলে যাহা কর্ত্তব্য আপনি তাহা স্বয়ংই বিবেচনা করিবেন ॥ ১২।

পরাশর কহিলেন,—ভগবান্ দেবকীসুত, বাসবের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করতঃ ইন্দ্রের হস্তধারণ করিয়া মহার্হ-আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। ১৩। অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু, মনে মনে গরুড়কে চিন্তা করিলেন এবং চিন্তা মাত্রে নিকটাগত গগনচারী গরুড়ের উপর সত্যভামার সহিত আরোহণপূর্ব্বক প্রাগ্‌জ্যোতিষ্ পুরোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। ১৪। হে মৈত্রেয়! অনন্তর অবলোকনকারি-দ্বারকাবাসিগণের সম্মুখেই ইন্দ্র, ঐরাবত নামক হস্তিতে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৫।

হে দ্বিজোত্তম! প্রাগ্‌জ্যোতিষ্‌পুরের চতুর্দ্দিকে শতযোজন বিস্তৃত ভূভাগ ক্ষুরাগ্রভাগ সদৃশ তীক্ষ্ণাগ্র, মুরুনামক অসুর রচিত পাশসমূহদ্বারা বেষ্টিত ছিল। ১৬। হরি সুদর্শনচক্র ক্ষেপ করিয়া সেই পাশ সমূহকে ছেদন করিলেন। অনন্তর মুরুর প্রতি আক্রমণপূর্ব্বক তাহাকে বিনাশ করিলেন ॥ ১৭। অনন্তর ভগবান্ হরি মুরুর সপ্তসহস্রপুত্রগণকে শলভের ন্যায় চক্রধারা-সম্ভূত অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। ১৮॥ হে দ্বিজ! ধীমান্

হরি এবম্প্রকারে মুর, হয়গ্রীব ও পঞ্চজনকে বিনাশ করিয়া, ত্বরায় সহিত প্রাগ্জ্যোতিষপুরে উপস্থিত হইলেন॥ ১৯॥ অনন্তর মহতী সেনা-পরিবারিত নরকাসুরের সহিত ভগবান্ কৃষ্ণের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধে ভগবান্ গোবিন্দ সহস্র সহস্র দৈত্যগণকে বিনাশ করিলেন॥ ২০॥ অনন্তর শস্ত্র ও অস্ত্র সমূহের বর্ষণকারী ভূমিসুত নরকাসুরকে বলী-দৈত্যসমূহ-বিনাশকর্ত্তা ভগবান্ চক্রক্ষেপ করতঃ দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ২১॥ এই প্রকারে নরকাসুর হত হইলে পর, ভূমি, কনকময় কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া সেই জগন্নাথকে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ২২। (ভূমি কহিলেন) হে নাথ! আপনি যখন শূকরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাকে উদ্ধার করেন, সেই সময় আপনার অঙ্গস্পর্শে আমার এই নরকনামা পুত্র হইয়াছিল। ২৩॥ আপনিই যাহাকে দিয়াছিলেন, অদ্য আপনিই তাহাকে বিনাশ করিলেন। এই কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ করুন এবং কৃপাপরবশ হইয়া এক্ষণে এই নরকাসুরের পুত্রগণকে পালন করুন। ২৪। আপনিই ভগবান্, হে প্রভো! আপনি প্রসাদসুমুখ হইয়া আমারই ভারাবতারণার্থে স্বকীয় অংশে এই মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ২৫॥ হে অচ্যুত! আপনি জগতের কর্ত্তা, আপনিই বিকর্ত্তা এবং সংহারকারী। আপনিই সকলের কারণ, অথচ বিনাশরূপী। আপনি জগদ্রূপ, আপনার স্তব আমি কি প্রকারে করিতে সক্ষম হইব॥ ২৬॥ যখন আপনিই ব্যাপক অথচ ব্যাপ্য, আপনিই ক্রিয়া অথচ কর্ত্তা এবং কার্য্য, হে ভগবন্! আপনি সকল ভূতের আত্মার স্বরূপ, তখন আমি কি প্রকারে অপনার স্তব করিতে সমর্থ হইব। ২৭॥ আপনিই যখন অপারহীন পরমাত্মা, ভূতাত্মা এবং মহাত্মা, তখন আপনার স্তবই নাই, কোন্ অর্থের উল্লেখ করিয়া আপনার স্তুতি প্রবৃত্ত হইবে। ২৮॥ হে সর্ব্বভূতাত্মন্! আপনি প্রসন্ন হউন এবং নরককৃত সকল অপরাধ ক্ষমা করুন। দোষ নিবৃত্তি কামনায় আপনিই স্বকীয় সুতকে বিনাশ করিয়াছেন। ২৯।

পরাশর কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! ভূতভাবন ভগবান্ "তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হউক" পৃথিবীকে এই কথা বলিয়া নরক-গৃহ হইতে রত্ন সমূহ গ্রহণ করিলেন॥ ৩০॥ হে মহামতে! অনন্তর অতুলবিক্রম ভগবান্ নরকাসুরের

কন্যান্তঃপুরমধ্যে শতাধিক ষোড়শ সহস্র কন্যা দর্শন করিলেন ॥ ৩১ ॥ তিনি আরও দেখিতে পাইলেন যে, নরকপুরে চারিটী করিয়া দন্তশালী উগ্রাকার ছয় সহস্র গজ রহিয়াছে এবং একবিংশতি নিযুত কাম্বোজ-জাতীয় অশ্ব-সমূহও দেখিতে পাইলেন। ৩২ ॥ তখন গোবিন্দ নরকাসুরের কিঙ্করগণের দ্বারা সেই সকল কন্যা, হস্তিসমূহ এবং অশ্বগণকে সদ্য দ্বারকাপুরীতে প্রেরণ করিলেন ॥ ৩৩ ॥ অনন্তর বারুণছত্র ও মণিপর্ব্বত অবলোকন করিলেন; ঐ দ্রব্যদ্বয়কে পন্নগাশন গরুড়ের উপর আরোহণ করাইলেন ॥ ৩৪ ॥ তৎপরে সত্যভামার সহিত ভগবান্ কৃষ্ণ স্বয়ং গরুড়-পৃষ্ঠে আরোহণ করত অদিতির কুণ্ডলদ্বয় অর্পণ করিবার জন্য স্বর্গে গমন করিলেন্ ॥ ৩৫ ॥

উনত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ত্রিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—গরুড়, সেই বারুণছত্র, মণিপর্ব্বত, এবং সভার্য্য হৃষীকেশকে অবলীলাক্রমেই বহন করত গমন করিতে লাগিল ॥ ১ ॥ অনন্তর হরি স্বর্গদ্বারে গমন করিয়া শঙ্খ বাদ্য করিলেন। তৎপরে শঙ্খ-শব্দ শ্রবণ করিয়া দেবগণ অর্ঘ্যপাত্র হস্তে লইয়া জনার্দ্দনের নিকট আগমন করিলেন ॥২॥ অনন্তর হরি দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া শুভ্র মেঘশিখরাকার দেবজননী অদিতির গৃহে প্রবেশ করত অদিতিকে দর্শন করিলেন ॥৩॥ ভগবান্ জনার্দ্দন ইন্দ্রের সহিত তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক উত্তম কুণ্ডলদ্বয় অর্পণ করিয়া, তাঁহার নিকটে নরকাসুরবিনাশ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন ॥ ৪ ॥ অনন্তর জগন্মাতা অদিতি অব্যগ্রভাবে চিত্তকে তৎপ্রবণ করিয়া, জগতের ধাতা হরিকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৫ ॥

অদিতি কহিলেন,—হে পুণ্ডরীকাক্ষ! হে ভক্তগণের ভয়হারিন্! হে সনাতন আত্মন্! হে সর্ব্বাত্মন্! হে ভূতাত্মন্! হে ভূতভাবন! তোমাকে নমস্কার ॥ ৬ ॥ তুমি মনঃ, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণের প্রণেতা। হে গুণাত্মক! হে ত্রিগুণাতীত! হে নির্দ্বন্দ্ব! হে শুদ্ধসত্ত্ব! হে হৃদিস্থিত! হে সিতদীর্ঘাদি নিঃশেষকল্পনা-

বর্জ্জিত! হে জন্মাদিসঙ্গবিরহিত! হে স্বপ্নাদি পরিবর্জ্জিত! তোমাকে নমস্কার ॥৭।৮॥ হে অচ্যুত! তুমি সন্ধ্যা, রাত্রি, দিবস, ভূমি, গগন, বায়ু, জল, হুতাশন, মনঃ ও বুদ্ধিস্বরূপ এবং তুমি ভূতনিবহের আদিভূত॥৯॥ হে ঈশ্বর! তুমি সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশের কর্ত্তা, অথচ কর্ত্তৃপতি। তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবরূপ—আত্মমূর্ত্তিত্রয়ের দ্বারা উক্ত কার্য্যত্রয় নিষ্পাদন করিয়া থাক।১০। দেব, যক্ষ, দৈত্য, রাক্ষস, সিদ্ধ, পন্নগ, কুষ্মাণ্ড, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, পশু, মৃগ, মাতঙ্গ, সরীসৃপ, বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, বল্লী সমস্ত তৃণজাতি—স্থূল, মধ্য, সূক্ষ্ম, স্থূলতর ও সূক্ষ্মতর প্রভৃতি যত প্রকার দেহবিশেষ এবং যত পরমাণু আছে, তুমি সেই সকলেরই একমাত্র স্বরূপ॥১১—১৩॥ পরমাত্ম স্বরূপানভিজ্ঞগণের মোহকারিণী তোমারই মায়া, আত্মভিন্ন পদার্থে আত্মবিজ্ঞান জন্মাইতেছে। হে দেব! ঐ মায়াই মূঢ়ব্যক্তিকে সংসারে অনুরুদ্ধ করিয়া থাকে॥১৪॥ হে নাথ! এই সংসারে "আমি এবং আমার" ইত্যাদি যে সকল ভাব, পুরুষগণের মনে উদিত হইয়া থাকে, তাহা তোমার জগৎ-জননী মায়ারই বিলাস ॥১৫॥ হে নাথ! যে স্বধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যগণ তোমাকে আরাধনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা আত্মবিমুক্তির জন্য এই অখিল মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন॥১৬॥ ব্রহ্মাদি সকল দেবগণ মনুষ্যগণ ও পশুগণ—সকলেই বিষ্ণুমায়ারূপ মহা ভ্রমেতে পতিত এবং মোহরূপ ঘোরঅন্ধকারে আবৃত রহিয়াছেন॥১৭॥ ইহাই তোমার মায়া। হে ভগবন্! যে মায়াপ্রভাবে জীবগণ আত্মজন্ম ও মরণকালের মধ্যেও তোমার আরাধনা করিয়া কামসমূহের অভিলাষ করিয়া থাকে॥১৮॥ পুত্রগণের মঙ্গলাভিলাষে আমিই যে তোমাকে আরাধনা করিয়া শত্রুগণের বিনাশ কামনা করিয়াছি, কিন্তু মোক্ষের কামনা করি নাই, ইহাই তোমার মায়ার বিলাস॥১৯॥ কল্পদ্রুমের নিকট হইতেও,—কৌপীন বস্ত্রের বাঞ্ছার ন্যায়, তোমার নিকট হইতে পুণ্যহীনগণের যে সামান্ত বিষয়াভিলাষ-পূরণের প্রার্থনা, তাহা নিজের নিজের কর্ম্মজাত অপরাধ বই আর কি হইতে পারে?॥২০॥ হে অখিল-জগতের মায়ামোহকর! হে অব্যয়! তুমি প্রসন্ন হও। হে ভূতেশ! "আমিই বিদ্বান্" এবংবিধ অজ্ঞান বিনাশ কর॥২১॥ হে চক্রহস্ত! তোমাকে নমস্কার; হে শার্ঙ্গধারী! তোমাকে নমস্কার। হে বিষ্ণো! হে গদা ও শঙ্খহস্ত! তোমাকে নমস্কার॥২২॥

হে পরমেশ্বর! আমি তোমার এই সকল স্থূল-চিহ্নোপলক্ষিত রূপই দেখিতে পাইতেছি, তোমার পরম রূপ আমি জানি না, তুমি প্রসন্ন হও ॥ ২৩ ॥

ভগবান্ বিষ্ণু অদিতিকর্ত্তৃক এবম্প্রকার স্তুত হইয়া সুরমাতাকে, হাস্যের সহিত কহিলেন, হে দেবি! তুমি আমাদের জননী প্রসন্ন হও, এবং আমাদের প্রতি বরদা হও ॥ ২৪ ॥

অদিতি কহিলেন,—হে পুরুষব্যাঘ্র! তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক, অশেষ সুরাসুরগণ কর্ত্তৃক তুমি মর্ত্ত্যলোকে অজেয় হইবে॥ ২৫॥ অনন্তর ইন্দ্রাণীর সহিত, সত্যভামা ভগবানের প্রণামানন্তর অদিতিকে প্রণামপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ কহিলেন, আপনি প্রসন্ন হউন ॥ ২৬ ॥

অদিতি কহিলেন,—হে সুভ্রু! আমার অনুগ্রহে তোমার জরা বা বৈরূপ্য হইবে না। এবং তোমার সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্য অব্যাহত হইবে। ২৭ ॥ অনন্তর অদিতির আজ্ঞানুসারে দেবরাজ ইন্দ্র বহুমানপুরঃসর যথারীতিতে ভগবান্ জনার্দ্দনকে পূজা করিলেন ॥ ২৮ ॥ হে সাধুশ্রেষ্ঠ! অনন্তর কৃষ্ণ ও সত্যভামার সহিত, মনোহর নন্দনাদি দেবোদ্যান সকল দর্শন করিতে লাগিলেন ॥২৯॥ সেই উদ্যান মধ্যে কেশিসূদন জগন্নাথ কেশব, অমৃতমথনকালে উদ্ভূত পারিজাত বৃক্ষ দর্শন করিলেন। ঐ পারিজাত অতি সুগন্ধাঢ্য, মঞ্জরী পুঞ্জধারী ও শচীর আহ্লাদজনক। উহার চারিপার্শ্বে নবীন তাম্রবর্ণ পল্লবগণ শোভা পাইতেছিল। উহার ত্বক্ সকল সুবর্ণময় ছিল॥ ৩০। ৩১॥ হে দ্বিজোত্তম! ঐ বৃক্ষকে দর্শন করিয়া সত্যভামা, গোবিন্দকে কহিলেন,—এই দেবপাদপটী কি কারণে দ্বারকায় লইয়া যাইতেছেন না ॥ ৩২ ॥ যদি আপনার এই কথা সত্য হয় যে, "সত্যভামা আমার অতিশয় প্রিয়া"! তাহা হইলে, আমার গৃহোদ্যানের জন্য এই বৃক্ষটীকে লইয়া চলুন॥ ৩৩॥ হে কৃষ্ণ! আপনি অনেকবারই আমারে এই প্রিয়বাক্য বলিয়াছেন—"হে সত্যে! তুমি আমার যে প্রকার প্রিয়া, এবম্প্রকার রুক্মিণী বা জাম্ববতী কেহই আমার প্রিয়া নহে ॥ ৩৪। হে গোবিন্দ! আপনার সেই সকল বাক্য যদি সত্য হয় ও আমার প্রলোভনার্থে না ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই পারিজাত বৃক্ষটী আমার গৃহবিভূষণ স্বরূপে পরিগণিত হউক॥ ৩৫॥ এই পারিজাত

মঞ্জরীকে আমি স্বকীয় কেশভারে ধারণপূর্ব্বক সপত্নীগণের মধ্যে শোভা পাই, ইহাই আমি কামনা করি॥ ৩৬॥

পরাশর কহিলেন,—সত্যভামা এই কথা বলিলে পর, হরি হাস্যপূর্ব্বক গরুড়ের উপর সেই পারিজাত বৃক্ষটীকে উঠাইয়া লইলেন। তখন বনরক্ষিগণ তাঁহাকে কহিল যে, যিনি দেবরাজের মহিষী শচী, এই পারিজাত বৃক্ষ তাঁহারই,—অতএব হে গোবিন্দ! আপনি ইহাকে হরণ করিবেন না॥ ৩৭॥ দেবগণ অমৃতমন্থন কালে শচীর বিভূষণের জন্য এই বৃক্ষকে উদ্ধার করিয়াছেন। আপনি ইহা গ্রহণ করিয়া কুশলে যইতে পারিবেন না॥ ৩৯॥ দেবরাজও যে শচীর মুখাপেক্ষী, সেই শচীর পরিগ্রহ এই পারিজাত বৃক্ষ হরণ করিয়া কোন্ ব্যক্তি কুশলে গমন করিতে পারে॥ ৪০॥ হে কৃষ্ণ! দেবেন্দ্র অবশ্যই এই কর্ম্মের প্রতিবিধান করিবেন এবং বজ্রোদ্যত-কর ইন্দ্রের পশ্চাতে সকল দেবগণই ধাবিত হইবেন॥ ৪১॥ হে অচ্যুত! এই কারণে দেবগণের সহিত বৃথা বিরোধ করিবেন না। পণ্ডিতগণ, পরিণাম-বিসদৃশ কর্ম্মকে কখনই প্রশস্ত বলেন না॥ ৪২॥ বনরক্ষিগণ এই প্রকার বলিলে পর, অতি কোপিনী সত্যভামা তাহাদিগকে কহিলেন, অরে! পারিজাত সম্বন্ধে শচীই বা কে, আর সুরাধিপ ইন্দ্রই বা কে॥ ৪৩॥ ইহা যদি অমৃতমন্থনে উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহা সকল লোকেরই সাধারণ-সম্পত্তি। তবে হে সুরগণ! একা ইন্দ্র কেন ইহাকে গ্রহণ করেন॥ ৪৪॥ অরে বনরক্ষিগণ! সমুদ্র হইতে উৎপন্ন সুধা, চন্দ্র এবং লক্ষ্মী যে প্রকার সকল লোকেরই সাধারণ ভোগ্য, সেই প্রকার এই পারিজাতও সর্ব্বলোকের সাধারণ সম্পত্তি, ইহাতে সন্দেহ কি?॥ ৪৫॥ ভর্ত্তার বাহুবীর্য্যে গর্ব্বিতা শচী যে প্রকারে এই বৃক্ষকে রোধ করিতে সমর্থা হন, তোমরা সেই প্রকারে গিয়াই তাঁহাকে বল যে, হরিপ্রিয়া সত্যভামা স্বীয় পতির বলে বৃক্ষ হরণ করিতেছেন। তোমাদের ক্ষমার আবশ্যকতা নাই॥ ৪৬॥ এবং তোমরা সত্বর গমনপূর্ব্বক শচীকে আমার এই বাক্য বলিয়া দেও যে, সত্যভামা অতিগর্ব্বোদ্ধত-পদে এই প্রকার বাক্য বলিতেছেন॥ ৪৭॥—তুমি যদি তোমার স্বামীর প্রিয়া হও এবং স্বামীও যদি তোমার বশবর্ত্তী হন, তাহা হইলে আমার স্বামী বৃক্ষহরণ করিতেছেন, তুমি

তাহা নিবারণ করাও। ৪৮। আমি তোমার পতি ইন্দ্রকেও জানি এবং তিনি যে স্বর্গের অধিপতি তাহাও জানি; তথাপি আমি মানুষী হইয়াও এই পারিজাত হরণ করিতেছি। ৪৯।

পরাশর কহিলেন,—সত্যভামার এই বাক্যে দূতগণ গমন করত শচীর নিকট যে প্রকার সত্যভামা বলিয়াছিলেন তাহা বলিয়া দিল। অনন্তর শচীও স্বীয় পতি ত্রিদশনাথ ইন্দ্রকে প্রোৎসাহান্বিত করিতে লাগিলেন। ৫০। হে দ্বিজ! তৎপরে ইন্দ্র, সমুদয় দেবসৈন্যে পরিবৃত হইয়া, পারিজাতানয়নের জন্য হরির সহিত যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিলেন॥ ৫১॥ অনন্তর ইন্দ্র বজ্রহস্ত হইবামাত্র পরিঘ নিস্ত্রিংশ গদা ও শূল প্রভৃতি উত্তমাস্ত্রধারি সুরসেনাগণ সজ্জিত হইল॥ ৫২। তৎপরে হস্তিরাজোপরিস্থিত, দেবসেনা-পরিবেষ্টিত, ইন্দ্র, যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া, গোবিন্দ শঙ্খধ্বনি করিলেন এবং ধনুর্জ্যা শব্দে দিক্ সমূহ পূরিত করিয়া, এককালে সহস্রাযুত পরিমিতশস্ত্রনিকর নিক্ষেপ করিলেন।৫৩। ৫৪। অনন্তর দিক্ সকল ও আকাশ অনন্ত শস্ত্রসমূহে আচ্ছাদিত হইয়াছে দেখিয়া, দেবগণ অনেক প্রকার অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ৫৫। ত্রিজগৎ প্রভু মধুসূদন তৎকালে প্রত্যেক দেবগণ-ক্ষিপ্ত প্রত্যেক শস্ত্রকে অবলীলাক্রমে সহস্রখণ্ড করিতে লাগিলেন। ৫৬। গরুড়ও সলিল-রাজ বরুণের পাশাস্ত্র আকর্ষণপূর্ব্বক ভুজঙ্গশিশুর দেহের ন্যায়, চঞ্চুর দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। ৫৭। ভগবান্ দেবকীসুত, যম-প্রক্ষিপ্ত দণ্ডকে গদাক্ষেপ দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া পৃথিবী পাতিত করিলেন। ৫৮। ভগবান্ বিভু শৌরি চক্রক্ষেপ দ্বারা কুবেরের শিবিকাকে তিল তিল প্রকারে বিভিন্ন করিলেন এবং দৃষ্টিপাতের দ্বারাই সূর্য্যকে বিনষ্টতেজাঃ করিলেন। ৫৯। ভগবান্ শত শত বাণদ্বারা অগ্নিকে দ্রব করিয়া ফেলিলেন। বসুগণ নানাদিকে পলায়ন করিলেন। ভগবানের চক্রে নিজ নিজ শূলাগ্রভাগ বিচ্ছিন্ন হওয়াতে ক্রমশ হীনবল রুদ্রগণ ভূমিতে নিপাতিত হইতে লাগিলেন। ৬০। সাধ্যগণ মরুদ্গণ বিশ্বেদেব ও গন্ধর্ব্বগণ কৃষ্ণ-প্রক্ষিপ্ত বাণাঘাতে বিক্ষিপ্ত হইয়া অন্তরীক্ষে শাল্মলী তুলার ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ৬১। অনন্তর গরুড়ও মুখ, পক্ষদ্বয় ও নখরাগ্র দ্বারা দেবগণকে তাড়নান্তর বিদারিত করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিল। ৬২। অনন্তর অবিরল-ধারে

বর্ষণকারী মেঘদ্বয়ের ন্যায় মধুসূদন এবং দেবরাজ ইন্দ্র পরস্পর সহস্র সহস্র শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ৬৩। সেই যুদ্ধে গরুড় ঐরাবতের সহিত এবং ভগবান্ একাই অনন্ত দেবগণ এবং ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৬৪। অনন্তর অনেক প্রকার অস্ত্রশস্ত্র এই প্রকারে ছিন্নবিছিন্ন হইয়া গেল, দেখিয়া বাসব, ত্বরান্বিত হইয়া বজ্র ধারণ করিলেন। এদিকে জনার্দ্দনও সুদর্শনচক্র গ্রহণ করিলেন। ৬৫। অনন্তর দেবরাজও জনার্দ্দনকে যথাক্রমে বজ্র ও সুদর্শনচক্র গ্রহণ করিতে দেখিয়া, হে দ্বিজসত্তম! সকল ত্রৈলোক্যই হাহাকার করিতে লাগিল। ৬৭। তখন ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করিলে পর, ভগবান্ বজ্র ধারণ করিয়া,—"ইন্দ্র থাক্ থাক্" এই কথা বলিতে লাগিলেন, কিন্তু চক্রক্ষেপ করিলেন না। ৬৮। অনন্তর প্রনষ্টবজ্র, গরুড়-ক্ষতবাহন বীর দেবেন্দ্রকে পলায়ন-পরায়ণ দেখিয়া সত্যভামা বলিতে লাগিলেন, হে ত্রৈলোক্যেশ্বর ইন্দ্র! আপনি শচীর ভর্ত্তা আপনার কি পলায়ন উচিত? পলায়ন করিতেছেন কেন? শচী পারিজাত মাল্য-ভূষিতা হইয়া শীঘ্রই আপনার নিকট উপস্থিত হইতেছেন। ৬৯। ৭০। পূর্ব্বে পারিজাত মালায় উজ্জ্বলকান্তি রতিকে ইদানীং পারিজাতমাল্যে হীনা দেখিয়া আপনার দেবরাজ্য কি প্রকার সুখের হইবে? হে ইন্দ্র! পলায়নে প্রয়োজন কি? লজ্জিত হইবেন না। এই পারিজাত লইয়া যাউন, দেবগণের ব্যথা শান্তি হউক। ৭১। পতির বীর্য্যজনিত গর্ব্বভরে গর্ব্বিতা শচী, গৃহাভিগমনোন্মুখী আমাকে বহুমান পূর্ব্বক দেখেন নাই, বরং অবজ্ঞার সহিত দেখিয়াছেন। ৭২। আমি স্ত্রীলোক, সুতরাং নিজভর্ত্তার শ্লাঘা-তৎপর হইয়া লঘুচিত্ততা প্রযুক্ত, হে ইন্দ্র! আপনার সহিত বিগ্রহ ঘটাইয়াছি। ৭৩। হে ইন্দ্র! এই পরস্বপারিজাত হরণ করিয়া আমাদের কি ফল? শচী আপনাকে অত্যন্ত রূপশালিনী জ্ঞানে পতির গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়াছিলেন, কোন্ স্ত্রী নিজ পতির গৌরবে গর্ব্বিতা নহে?। ৭৪।

পরাশর কহিলেন, হে দ্বিজ! সত্যভামার এবম্প্রকার বাক্যে নিবৃত্ত হইয়া নির্ম্মল ভাবে ইন্দ্র তাঁহাকে কহিলেন, হে কোপনে! আমি আপনাদের মিত্র, সুতরাং আমার খেদ বিস্তার করা আপনার উচিত নহে। ৭৪। যিনি ত্রিলোকের সর্গ সংহার ও স্থিতিকারী, সেই বিশ্বরূপী ভগবানের নিকট

আমি পরাজিত হইয়াছি, ইহাতে আমার কোন লজ্জা নাই। ৭৬। হে দেবি! আদিমধ্য-হীন যে পরমাত্মাতে এই সকল জগতই প্রতিষ্ঠিত, যাঁহা হইতে এই জগৎ উৎপন্ন এবং সর্ব্বভূতময় যাঁহা হইতে এই সকল জগৎ প্রলয়ান্তে পুনর্ব্বার উৎপন্ন হইবে, সেই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ-কারণ ভগবান্ কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে, লজ্জা কেন হইবে?। ৭৭। যাঁহারা সকল বেদের অর্থ পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহারাই সকল ভুবন প্রসবকর্ত্তা যে ভগবানের অতি সূক্ষ্ম (অজ্ঞেয়) মূর্ত্তি কি প্রকার, তাহা জানেন না। সেই কর্ম্মহীন, শাশ্বত, জন্মহীন এবং স্বকীয় ইচ্ছায় জগতের উপকার করিতে মনুষ্য-শরীরধারী ঈশ্বরকে কোন্ ব্যক্তি পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে?। ৭৮।

ত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

একত্রিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ভগবান্ কেশব, দেবরাজ কর্ত্তৃক এবম্প্রকারে স্তুত হইয়া ভাবগম্ভীর ভাবে হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন॥ ১॥ হে জগৎপতে! আপনি দেবরাজ ইন্দ্র, আমরা মর্ত্ত্যমানব, সুতরাং আমি যে অপরাধ করিয়াছি, ইহা আপনি ক্ষমা করিবেন॥ ২॥ আপনার এই পারিজাত বৃক্ষকে ইহার যোগ্য-স্থানে লইয়া যাউন, হে ইন্দ্র! ইহা কেবল আমি সত্যভামার বচনানুসারেই গ্রহণ করিয়াছিলাম॥ ৩॥ এবঞ্চ আপনি আমার প্রতি যে বজ্রপ্রহার করিয়াছিলেন, তাহাও গ্রহণ করুন, হে ইন্দ্র! এই বৈরিবিদারণ প্রহরণ আপনারই যোগ্য॥ ৩। ৪॥

ইন্দ্র কহিলেন,—হে ঈশ! "আমি মর্ত্ত্য" এই কথা বলিয়া কেন আমাকে বিমোহিত করিতেছেন? হে ভগবন্! আপনার এই পরিদৃশ্যমান রূপই আমাদের জ্ঞানগোচর; কিন্তু আমরা আপনার সূক্ষ্মরূপের বিষয় জানি না॥ ৫। ৬॥ হে জগতের ত্রাণকারিন্! আপনি যাহা তাহাই আছেন, হে অসুরসূদন! আপনি স্বকীয় প্রবৃত্তিতে সংস্থিত হইয়া জগতের কণ্টকোদ্ধার করিতেছেন॥ ৬॥ হে কৃষ্ণ! এই পারিজাত বৃক্ষকে আপনি

দ্বারকায় লইয়া যান্। আপনি মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিলে, ইহা আর পৃথিবীতে থাকিবে না; এইখানে চলিয়া আসিবে॥ ৭॥ অনন্তর হরি, "তাহাই হউক"—দেবেন্দ্রকে এই প্রত্যুত্তর প্রদানপূর্ব্বক, ভূমিতলে আগমন করিলেন। আগমনকালে সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণ মিলিত হইয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন॥ ৮॥

হে দ্বিজ! অনন্তর দ্বারকার উপরিভাগে সংস্থিতি করতঃ শঙ্খবাদ্য করতঃ দ্বারকাবাসিজনগণের হর্ষ উৎপাদন করিতে লাগিলেন॥ ৯॥ অনন্তর সত্যভামার সহিত ভগবান্ কেশব, গরুড় হইতে অবতরণ করিয়া নিষ্কুটে (অন্তঃপুরে) পারিজাতনামক মহাতরুকে স্থাপিত করিলেন॥ ১০॥ এই পারিজাত তরুর নিকটে গমন করিলে সকল লোকেই স্বকীয় পূর্ব্বজন্মের বিষয় স্মরণ করিতে পারিত। এবং ইহার গন্ধে তিনযোজন-বিস্তৃত ভূমি পর্য্যন্ত আমোদিত হইত॥ ১১॥ অনন্তর সকল যাদবগণই সেই পারিজাত তরুতে মুখদর্শন করিতে গেলে, স্বকীয় দেহকে দেবশরীর বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন॥ ১২॥ অনন্তর কিঙ্করগণ কর্ত্তৃক আনীত নরকাসুরের হস্তী অশ্ব প্রভৃতি ধন এবং সেই সকল স্ত্রীগণকে গ্রহণ করিলেন॥১৩॥ অনন্তর শুভ সময় উপস্থিত হইলে, সেই সকল নরকাসুর কর্ত্তৃক অপহৃত কন্যাগণকে জনার্দ্দন বিবাহ করিলেন॥ ১৪॥

হে মহামতে! আশ্চর্য্যের বিষয় এই,—এক সময়েই পৃথক পৃথক্ গেহে ভগবান্ সেই সকল কন্যাগণের ধর্ম্মানুসারে পাণিগ্রহণ করিলেন॥১৫॥ ষোড়শ সহস্র ও একশত কন্যাকে বিবাহ করিবার কালে, ভগবান্ মধুসূদন তাবৎ সংখ্যক রূপধারণ করিয়াছিলেন।১৬। সেই সকল কন্যাগণ প্রত্যেকেই বিবেচনা করিতে লাগিল যে, স্বয়ং ভগবান্ মধুসূদনই আমার পাণি গ্রহণ করিলেন।১৭। হে বিপ্র! প্রতিরাত্রেই বিশ্বরূপধারী জগৎস্রষ্টা হরি, তাহাদিগের প্রত্যেকের গৃহে গমনপূর্ব্বক বাস করিতে আরম্ভ করিলেন।১৮।

একত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—রুক্মিণীর গর্ভে হরির প্রদ্যুম্ন আদি করিয়া যে সকল পুত্র হয়, তাহা তোমাকে বলিয়াছি। সত্যভামা,—ভানু ও ভৈমরিক নামে দুই সন্তান প্রসব করেন। ১। রোহিণীর গর্ভে হরির দীপ্তিমান্ ও তাম্রপক্ষ প্রভৃতি পুত্র জন্মে, এবং জাম্ববতীর গর্ভে শাম্ব আদি করিয়া বহুবলশালী বহুপুত্র জন্মিয়াছিল॥ ২॥ নাগ্নজিতীর গর্ভে মহাবলপরাক্রান্ত তাম্রবিন্দ আদি এবং শৈব্যার গর্ভে তাঁহার সংগ্রামজিৎ প্রধান বহুসন্তান জন্মে॥ ৩॥ মাদ্রীর বৃক আদি বহুপুত্র হয়, লক্ষ্মণানাম্নী হরিমহিষী গাত্রবৎ প্রমুখ বহুপুত্র লাভ করেন। কালিন্দীর গর্ভে শ্রুত আদি অনেক পুত্র জন্মে॥ ৪॥ চক্রির অন্যান্য ভার্য্যাগণেরও একলক্ষ আশিহাজার সংখ্যক পুত্র জন্মায়॥ ৫॥ ভগবানের সেই সকল পুত্রের মধ্যে রুক্মিণীপুত্র প্রদ্যুম্নই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। প্রদ্যুম্নের অনিরুদ্ধ নামে একপুত্র হয়, অনিরুদ্ধের ও বজ্রনামে একপুত্র হয়॥ ৬॥ হে দ্বিজোত্তম! মহাবলশালী অনিরুদ্ধ বাণাসুরের পুত্রী ও বলির পৌত্রী, উষাকে বিবাহ করেন; এই কারণে বাণরাজা তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজয় করতঃ কারাগারে বদ্ধ করিল॥ ৭॥ সেইস্থলে হরি ও শঙ্করের পরস্পর যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে ভগবান্ চক্রী বাণরাজের সহস্র বাহু ছেদন করেন॥ ৮॥

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! উষার জন্য কেন মহাদেব ও কৃষ্ণের পরস্পর সংগ্রাম হয় এবং হরি কেনই বা বাণের বাহুসকলকে ছিন্ন করেন?॥ ৯॥ হে মহাভাগ! আপনি এই সকল বিষয় আমার নিকটে বর্ণন করুন। ভগবান্ হরির এই সকল লীলার বিষয় শ্রবণ করিতে আমার কৌতূহল উৎপন্ন হইয়াছে॥ ১০॥

পরাশর কহিলেন,—হে বিপ্র! বাণ-সুতা উষা পার্ব্বতীকে মহাদেবের সহিত ক্রীড়া করিতে অবলোকন করিয়া, নিজেও পতির সহিত সেইরূপে ক্রীড়া করিতে অভিলাষবতী হইলেন॥ ১১॥ অনন্তর সকলের মনোভাবজ্ঞ গৌরী সেই ভাবিনীকে কহিলেন, বৎসে! তুমি অতিশয় পরিতাপ করিও না; কারণ

তুমিও এইরূপ নিজ ভর্ত্তার সহিত ক্রীড়া করিতে পারিবে॥ ১২॥ পার্ব্বতী কর্ত্তৃক এইরূপে উক্তা হইয়া উষা, পুনরায় মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "কোন্ ব্যক্তি আমার পতি হইবেন?" তখন পার্ব্বতী আবার কহিলেন, "হে রাজপুত্রি! বৈশাখ মাসের শুক্ল দ্বাদশী তিথিতে স্বপ্নাবস্থায় যে ব্যক্তি তোমাকে আক্রমণপূর্ব্বক সম্ভোগ করিবেন; তিনিই তোমার পতি হইবেন ॥১৩॥ পরাশর কহিলেন,—অনন্তর পার্ব্বতীর আদেশমত সেই বৈশাখী ত্রয়োদশী তিথিতে রাজকুমারী স্বপ্ন দেখিলেন,—একজন পুরুষ তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত প্রকার অভিভব করিল। তিনিও সেই পুরুষের প্রতি অনুরাগিণী হইয়া পড়িলেন ॥১৫॥ অনন্তর উষা, স্বপ্নান্তে প্রবোধলাভ করতঃ সেই স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষের অদর্শনে ঔৎসুক্য বশতঃ নির্লজ্জভাবে সখীর প্রতিই লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, হে নাথ! তুমি কোথায় গিয়াছ? ॥১৬॥ বাণাসুরের কুম্ভাণ্ড নামে মন্ত্রীর কন্যা চিত্রলেখা, উষার সখীরূপে নিযুক্তা ছিল। সেই চিত্রলেখা উষাকে কহিল,—রাজনন্দিনি! তুমি কাহার কথা বলিতেছ? ॥ ১৭॥ অনন্তর সতী রাজকুমারী লজ্জাকুলা হইয়া তাহার নিকট কিছুই বলিতে পারিলেন না; তখন চিত্রলেখা নানাপ্রকার শপথাদি দ্বারা তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদন করাইলেন। অনন্তর উষা, তাহার নিকট সকল বিষয় ব্যক্ত করিলেন ॥ ১৮॥ অনন্তর চিত্রলেখা স্বপ্নবৃত্তান্ত অবগত হইলে, পরে উষা পুনর্ব্বার তাহার নিকটে দেবী গৌরী যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও প্রকাশ করিলেন এবং কহিলেন,—সখি! তাঁহার সমাগমের জন্য এক্ষণে যাহা সদুপায় হয়, তাহার উপায় চিন্তা কর ॥ ১৯॥

পরাশর কহিলেন,—অনন্তর চিত্রলেখা,—দেবগণ, দৈত্যগণ, গন্ধর্ব্ব ও মনুষ্যগণের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে পটে চিত্রিত করিয়া উষাকে দেখাইতে লাগিল ॥ ২০॥ উষাও সেই চিত্র-লিখিত দেবগন্ধর্ব্ব ও অসুরগণকে পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যলোকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। এবং ক্রমে মনুষ্য মধ্যেও বৃষ্ণিকুলের প্রতিই দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন॥ ২১॥ হে দ্বিজ! তখন উষা, কৃষ্ণ ও বলরামের প্রতিকৃতি দর্শন করিয়া লজ্জায় জড়ীভূতপ্রায়া হইলেন। হে দ্বিজ! পরে প্রদ্যুম্নের প্রতি দৃষ্টিপাত হইবা মাত্র তিনি অন্য দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন॥ ২২॥ অনন্তর প্রদ্যুম্ন-তনয় মনোহর

অনিরুদ্ধকে দেখিবামাত্র অতি-বিকাশিনী দৃষ্টিদ্বারা উষা যেন লজ্জাকে কোথায় দূর করিলেন॥ ২৩॥ অনন্তর উষা, "ইনিই সেই, ইনিই সেই" এই কথা বলিলে পর, চিত্রলেখা উষাকে আশ্বাসিত করিয়া যোগগতি অবলম্বন-পূর্ব্বক দ্বারকায় গমন করিল॥ ২৪॥

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়! পুরাকালে বাণরাজাও মহাদেবের নিকট কহেন যে, হে ভগবন্! যুদ্ধব্যতিরেকে আমি এই দশসহস্র বাহু লইয়া বড়ই নির্ব্বেদ-প্রাপ্ত হইতেছি। কখনই কি আমার এই বাহুসহস্রের সফলতা-কারী সমর উপস্থিত হইবে না? হে দেব! যদি যুদ্ধ করিতেই না হইল, তবে আর এ বাহুসহস্রের ভারবহন করা নিরর্থক॥ ১॥ ২॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন, হে বাণ! তোমার ময়ূরধ্বজ যেকালে ভগ্ন হইবে, সেই সময় তোমার যুদ্ধ উপস্থিত হইবে এবং ওই যুদ্ধ রক্তপায়ী জীবগণের অতিশয় আনন্দজনক হইবে॥ ৩॥ এই কথা শ্রবণে হর্ষান্বিত বাণ, শম্ভুকে প্রণামপূর্ব্বক নিজগৃহে আগমন করতঃ দেখিতে পাইয়া আরও হর্ষ প্রাপ্ত হইল॥ ৪॥

এই সময়েই বরাপ্সরা চিত্রলেখা (উষার সখী) যোগবিদ্যা-বলে অনিরুদ্ধকে উষার নিকটে লইয়া গিয়াছিল॥ ৫॥ অনন্তর কন্যান্তঃপুরমধ্যে উষার সহিত, অনিরুদ্ধকে রতিনিরত অবলোকন করিয়া, রক্ষিগণ দৈত্য-ভূপতি বাণের নিকট গমনপূর্ব্বক সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া দিল॥ ৬॥ তখন বাণ-রাজা সেই রক্ষিসৈন্যগণকে যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলে পর, তাহারা আক্রমণ করাতে, পরবীর বিনাশকারী অনিরুদ্ধ লৌহময় পরিঘ নিক্ষেপপূর্ব্বক সেই সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন॥ ৭॥ সেই সকল সৈন্যগণ হত হইলে পর, অনিরুদ্ধের বিনাশ কামনায় রথারোহণপূর্ব্বক বাণরাজা যুদ্ধোদ্যত হইল। কিন্তু অবশেষে যখন যথাশক্তি যুদ্ধ করিয়াও অনিরুদ্ধ কর্ত্তৃক পরাজিত

হইল। তখন মন্ত্রিগণের পরামর্শানুসারে অনিরুদ্ধের সহিত নানাপ্রকার মায়া বিস্তারপূর্ব্বক যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া পন্নগাস্ত্রদ্বারা অনিরুদ্ধকে বন্ধন করিয়া ফেলিল॥ ৮।৯॥

অনন্তর দ্বারকাপুরীতে "অনিরুদ্ধ কোথায় গমন করিল" এই প্রকারে সকলে বলাবলি করিতেছে; এমন সময় নারদ গিয়া বলিয়া দিলেন যে, বাণ কর্ত্তৃক অনিরুদ্ধ আবদ্ধ হইয়াছেন॥ ১০॥

"যোগবিদ্যা-বিদগ্ধা চিত্রলেখাই অনুরুদ্ধকে শোণিতপুরে লইয়া গিয়াছে" যাদবগণ নারদের মুখে এই কথা শুনিয়া, তাহাই নিশ্চয় করিলেন এবং পারিজাত হরণে বিজিত দেবগণই কি অনিরুদ্ধকে হরণ করিয়াছেন, এই প্রকার সন্দেহ পরিত্যাগ করিলেন॥ ১১॥ অনন্তর স্মরণমাত্র উপস্থিত গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া হরি,—বলদেব ও প্রদ্যুম্নের সহিত বাণপুরে গমন করিলেন॥ ১২॥ অনন্তর পুরপ্রবেশ কালে মহাত্মা হরির সহিত প্রমথগণের যুদ্ধ হয়, কিন্তু হরি তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া বাণপুরীর নিকটে উপস্থিত হইলেন॥ ১৩॥ অনন্তর বাণকে রক্ষা করিবার জন্য মহেশ্বর-নির্ম্মিত জ্বর, হরির সহিত অতিশয় যুদ্ধ আরম্ভকরিল। ঐ জ্বর, অতি মহাকায় এবং তাহার তিনটী মস্তক ও তিনটী চরণ ছিল॥ ১৪॥ সেই জ্বরের প্রভাব এমনি যে, এই জ্বর প্রথমে কৃষ্ণকে আক্রমণ করে। কৃষ্ণের সহিত আলিঙ্গিতাঙ্গ থাকা প্রযুক্ত, বলদেবও সেই জ্বরক্ষিপ্ত-ভস্ম-সম্পর্ক-জনিত তাপে ঘোর তাপিত হইলেন এবং অতিকষ্ট প্রযুক্ত নয়নদ্বয় আমীলিত করতঃ শান্তভাব অবলম্বন করিলেন॥ ১৫॥ অনন্তর দেব কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে তাঁহার দেহপ্রবিষ্ট জ্বরকে, বৈষ্ণবজ্বর শীঘ্রই ঐ জ্বরকে কৃষ্ণদেহ হইতে দূরীভূত করিয়া দিল॥ ১৬॥ অনন্তর শৈব-জ্বরকে বাসুদেবের ভুজাঘাত জনিত নিপীড়নে বিহ্বলীভূত অবলোকন করিয়া, পিতামহ ব্রহ্মা ভগবানকে কহিলেন যে, আপনি উহাকে ক্ষমা করুন॥ ১৭॥ অনন্তর ভগবান্ মধুসূদন "আমি ক্ষমা করিলাম" এই কথা বলিয়া বৈষ্ণব জ্বরকে স্বকীয় শরীরেই বিলীন করিয়া ফেলিলেন॥ ১৮॥ অনন্তর "আমার সহিত আপনার এই যুদ্ধ কথা যাহারা শ্রবণ করিবে, তাহারা জ্বররোগ হইতে মুক্ত হইবে।" জ্বর ভগবান্‌কে এই কথা বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল॥ ১৯॥ অনন্তর

বিষ্ণু পঞ্চঅগ্নিকে বিজয়পূর্ব্বক বিনাশ করতঃ অবলীলাক্রমে, দানবগণের সেনা বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন॥ ২০॥ অনন্তর বলিপুত্র বাণ, অসংখ্য দৈত্যসৈন্যগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া, শৌরির সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল এবং তাহারই পক্ষ হইয়া স্বয়ং শঙ্কর ও কার্ত্তিকেয় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥ তখন হরি এবং শঙ্করের পরস্পর অতিদারুণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে অস্ত্রকিরণতাপিত সকললোকই অতিশয় ক্ষোভপ্রাপ্ত হইল॥ ২২॥ সেই মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইলে পর, দেবগণ আশঙ্কা করিতে লাগিলেন,—"বুঝি অদ্য সমস্ত জগতেরই প্রলয় উপস্থিত হইল॥ ২৩॥" অনন্তর হরি জৃম্ভণাস্ত্রক্ষেপ দ্বারা মহাদেবকে নিতান্ত অলসভাবাপন্ন করিয়া ফেলিলেন, তখন প্রমথগণ ও দৈত্যগণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ২৪॥ অনন্তর জৃম্ভাভিভূত হইয়া মহাদেব, রথোপরি উপবেশন করিতে বাধ্য হইলেন এবং আর কোন প্রকারেই অক্লিষ্টকর্ম্মা, কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইলেন না॥ ২৫॥

অনন্তর কার্ত্তিকেয়ের বাহনকে গরুড় বিক্ষিত করিয়া ফেলেন, এবং তিনিও স্বয়ংই প্রদ্যুম্নের অস্ত্রকর্ত্তৃক নিপীড়িত ও শ্রীকৃষ্ণহুঙ্কারে নির্দ্ধূত-শক্তি হইয়া প্রস্থান করিলেন॥ ২। অনন্তর শঙ্কর অলস, গুহ পরাজিত, দৈত্যসৈন্য ও প্রমথগণ পলায়মান এবং কৃষ্ণকর্ত্তৃক সংক্ষীয়মাণ হইলে পর, রাজা বাণ রথে আরোহণপূর্ব্বক কৃষ্ণ ও কৃষ্ণসৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করিল। বাণ, যে মহারথে আরোহণ করিয়াছিল ঐ রথের অশ্বগণের বল্গা স্বয়ং নন্দীশ্বর ধারণ করিয়াছিলেন॥ ২৭। ২৮॥ তখন মহাবলশালী বলভদ্র যুদ্ধ-ধর্ম্মানুসারে অনেক প্রকার বাণসমূহ ক্ষেপ করতঃ বাণসৈন্যগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; সুতরাং সেই সৈন্যগণও শ্রেণীভ্রষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল॥ ২৯॥ অনন্তর বাণ দেখিতে পাইল যে, বলভদ্র সৈন্যগণকে লাঙ্গলাগ্র ও মুষলদ্বারা অবপোথিত এবং কৃষ্ণও চক্রের দ্বারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতেছেন॥ ৩০॥ তৎপরে বাণাসুরের সহিত কৃষ্ণের ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন উভয়েই উভয়ের প্রতি, প্রদীপ্ত ও কবত্রাণ বিভেদক, বাণ-সমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু ক্ষণকাল পরে কৃষ্ণ, বাণাসুর-প্রক্ষিপ্ত সায়কসমূহ ছেদন করিতে লাগিলেন; তখন বাণ ক্রুদ্ধ হইয়া কেশবকে

বিদ্ধ করিলেন এবং চক্রধারী কৃষ্ণও বাণাসুরকে চক্রদ্বারা বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩১ । ৩২ ॥ হে ব্রহ্মন্! এইরূপে বাণাসুর ও কৃষ্ণ, পরস্পরের বিজয়েচ্ছায়, অতিশয় অসহনীয় অস্ত্রসমূহ ক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ এবম্প্রকারে প্রচুরপরিমাণে শরসমূহ বিচ্ছিন্ন ও অস্ত্র সকল নিষ্ফল হইতেছে দেখিয়া ভগবান্ কৃষ্ণ, সেই সময় বাণাসুরকে বধ করিতে অভিলাষী হইলেন ॥ ৩৪ ॥ অনন্তর দৈত্যসমূহের নিসূদনকারী হরি, সুদর্শন নামক চক্র গ্রহণ করিলেন,। সেই সুদর্শনচক্রের প্রভা একত্রে মিলিত, শতসূর্য্যের কিরণ সমূহের সদৃশী ছিল ॥ ৩৫ ॥ সেই সময় বাণ-বিনাশের জন্য সুদর্শন মোচনার্থে উদ্যত ভগবান্ হরির সম্মুখে দৈত্যকুলের কোটরীনাম্নী মায়াবিদ্যা উলঙ্গাবস্থায় আবির্ভূতা হইলেন ॥ ৩৬ ॥ অনন্তর ভগবান্ হরি, তাহাকে অগ্রভাগে অবলোকন করিয়া নয়নদ্বয় মুদ্রিত করতঃ শত্রুর বাহু সমূহ ছেদ করিবার জন্য বাণের উদ্দেশে সুদর্শন নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৩৭ ॥ অনন্তর সমাদরের সহিত শত্রুগণ-প্রক্ষিপ্ত অস্ত্র সমূহকে বিনাশ করতঃ অচ্যুত-প্রক্ষিপ্ত সুদর্শন-চক্র ক্রমে, বাণাসুরের সেই সকল বাহু ছেদ করিল ॥ ৩৮ ॥ অনন্তর বাণের বাহুসমূহ বিচ্ছিন্ন হইলে পর, পুনর্ব্বার হস্তাগত সুদর্শনচক্রকে ভগবান্ বাণাসুরের বিনাশের নিমিত্ত নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন ভগবান্ ত্রিপুরারি ইহা জানিতে পারিয়া তিনি মধুসূদনের নিকট উপস্থিত হইয়া সামপূর্ব্বক গোবিন্দকে কহিলেন,—এই সময় উমাপতি চাহিয়া দেখিতে পাইলেন যে, বাণাসুরের বাহু সকল ছিন্ন হওয়াতে, সেই সকল ছিন্নস্থান হইতে অজস্র রুধিরধারা নির্গত হইতেছে ॥ ৩৯ । ৪০ ॥

রুদ্র কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে জগন্নাথ! আপনি যে পুরুষোত্তম, পরেশ, পরমানন্দ স্বরূপ, অনাদি নিধন ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,—ইহা আমি জানিতে পারিয়াছি ॥ ৪১ ॥ দেব তির্য্যক্ ও মনুষ্য সমূহে আপনার জন্মগ্রহণ লীলামাত্র, কারণ আপনিই সর্ব্বভূতস্বরূপ, আপনার চেষ্টা উপলক্ষণমাত্র ॥ ৪২ ॥ হে প্রভো! আপনি প্রসন্ন হউন; আমি পূর্ব্বে বাণাসুরকে অভয় প্রদান করিয়াছি; এই কারণে আপনি আমার পূর্ব্বোক্ত বাক্যকে মিথ্যাভূত করিবেন না ॥ ৪৩ ॥ হে অব্যয়! এই বাণাসুর আমার নিকটেই প্রশ্রয় পাইয়া এতাদৃশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, সুতরাং এই ব্যক্তি আপনার নিকটে অপরাধী

নহে; আমিই এই দৈত্যকে বরপ্রদান করিয়াছিলাম; আমিই এক্ষণে আপনাকে ক্ষমা করিতে প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৪৪ ॥

পরাশর কহিলেন,—মহাদেব কর্তৃক এবম্প্রকারে উক্ত গোবিন্দ অসুরের প্রতি কোপ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রসন্ন-বদন হইয়া শূলপাণি—উমাপতিকে কহিলেন ॥ ৪৫ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে শঙ্কর! আপনি যখন ইহাকে বরপ্রদান করিয়াছেন, তখন এ ব্যক্তি জীবিতই থাকুক, আপনার বাক্যের গৌরব-প্রযুক্ত আমি এই সমুদ্যত সুদর্শনচক্র নিবারণ করিলাম ॥ ৪৬ ॥ হে শঙ্কর! আপনি যাহাকে অভয়প্রদান করিয়াছেন, তাহার প্রতি আমারও সর্ব্ব-প্রকারে অভয়প্রদত্ত,—ইহা নিশ্চয়; আপনি আপনাকে আমা হইতে অভিন্ন বলিয়াই জানিবেন ॥ ৪৭ ॥ আমি যে, আপনিও সে। এই দেবাসুর এবং মানুষ পরিপূর্ণ জগৎও আমার স্বরূপ। অবিদ্যা-মূঢ়স্বভাব পুরুষগণই ভেদজ্ঞান করিয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥

কৃষ্ণ এই কথা বলিয়া যেখানে প্রদ্যুম্নতনয় অনিরুদ্ধ অবস্থিতি করিতে-ছিলেন, সেইখানে গমন করিলেন। অনন্তর সেই বাণাসুরের কন্যান্তঃপুর-রক্ষক সর্পগণ, গরুড়ের গমনবেগে ভীত হইয়া পলায়ন করিল ॥ ৪৯ ॥ অনন্তর সপত্নীক অনিরুদ্ধকে গরুড়ের উপর আরোহণ করাইয়া, বলভদ্র, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপুত্রগণ দ্বারকাপুরীতে আগমন করিলেন ॥ ৫০ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে গুরো! ভগবান্ মনুষ্য শরীর পরিগ্রহপূর্ব্বক যে অবলীলাক্রমে ইন্দ্র, মহাদেব ও সকল দেবগণের বিজয়রূপ অতি মহৎকর্ম্ম-সাধন করিয়াছিলেন, তাহা ত শ্রবণ করিলাম; হে মহাভাগ! ভগবান্ ইহা ছাড়াও আর আর দিব্য চেষ্টার বিঘাত করতঃ যে সকল কর্ম্ম করেন, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন; কারণ সেই সকল বিষয় শ্রবণ করিতে আমি বড়ই কৌতূহলী হইয়াছি ॥ ১। ২ ॥

পরাশর কহিলেন,—হে বিপ্রর্ষে! মানুষাবতারে কৃষ্ণ কি প্রকারে বারাণসী পুরী দাহ করেন, তাহা আমি বলিতেছি, তুমি আদরের সহিত শ্রবণ কর॥৩॥ অজ্ঞান-মোহিত জনগণ পৌণ্ড্রবংশীয় কোন রাজাকে, "আপনি বাসুদেবরূপে ভুবনে অবতীর্ণ হইয়াছেন," এবম্প্রকার বাক্যে স্তব করাতে, সেই ব্যক্তি সেই বাসুদেব নামে প্রথিত হইয়া উঠে॥৪॥ এইরূপে ঐ রাজা নষ্টস্মৃতি হইয়া বিবেচনা করিতে লাগিল যে,আমি বাসুদেব পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছি এবং সেই বিবেচনায় নিজেই সকল প্রকার বিষ্ণু-চিহ্নের ব্যবহার আরম্ভ করিয়া দিল॥৫॥ এবং সুমহাত্মা কৃষ্ণের নিকট এই বলিয়া দূত প্রেরণ করিল যে, তুমি আমার চিহ্ন ও নাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক এবং আপনার প্রতি "আমিই বাসুদেব" এই প্রকার অভিমানও ছাড়িয়া আপনার জীবন রক্ষার নিমিত্ত আমাকে প্রণতি কর॥৬।৭॥ দূত গিয়া এই প্রকার বলিলে পর ভগবান্ জনার্দ্দন, হাস্যপূর্ব্বক দূতকে কহিলেন,—হে দূত! তুমি তোমার প্রভুকে গিয়া বলিও যে, আমি নিজচিহ্ন (অস্ত্র) সত্বরই তোমার প্রতি পরিত্যাগ করিব। তোমার প্রভু তোমার নিকট হইতে এবাক্য শ্রবণ করিয়া যাহা সদ্বিবেচনা সিদ্ধ হয়, তাহার আচরণ করুন॥৮।৯॥ ভগবান্ আরও কহিলেন, হে দূত! তোমার প্রভুকে বলিও যে, আমি চিহ্ন ধারণ পূর্ব্বকই তোমার পুরে যাইব, এবং সেইখানেই আমি তোমাকেই নিজচিহ্ন চক্র পরিত্যাগ করিব, ইহার সন্দেহ নাই॥১০॥ তুমি আমার উপর আজ্ঞা পূর্ব্বকই বলিয়াছ, তুমি এইখানে আসিবে, আমি তখন অবশ্যই কল্য তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব; ইহাতে বিলম্বের সম্ভাবনা নাই॥১১॥ আমি সত্বরই তোমার গৃহে উপস্থিত হইয়া তোমার সহিত তাদৃশ ব্যবহার করিব যে, যাহার দ্বারা পুনর্ব্বার তোমা হইতে আমার আর ভয় হইবে না॥১২॥ ভগবান্ কর্ত্তৃক এবম্প্রকারে উক্ত হইয়া দূত প্রস্থান করিলে পর, হরি স্মরণ মাত্রেই সমুপস্থিত গরুড়োপরি আরোহণপূর্ব্বক সত্বর তৎপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন॥১৩॥ এদিকে পৌণ্ড্রকও দূতমুখ হইতে হরির প্রেরিত বার্ত্তা শ্রবণপূর্ব্বক বহুতর সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধযাত্রোন্মুখ হইল॥১৪॥ অনন্তর বাসুদেবাভিমানী রাজা পৌণ্ড্রক অতি মহান্ কাশিরাজার সৈন্যগণের সহিত স্বকীয় মহতী সেনা যোগ করিয়া, কেশবাভিমুখে গমন করিতে লাগিল

॥ ১৫॥ অনন্তর ভগবান্ হরি দূর হইতেই দেখিলেন, শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-ধারী রাজা আগমন করিতেছে॥ ১৬॥ আরও দেখিলেন, রাজা পৌণ্ড্রক মাল্য, শার্ঙ্গ এবং বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসপ্রভৃতি হরির সকল চিহ্নধারণ, ও গরুড় সদৃশ পক্ষিদ্বারা ধ্বজও নির্ম্মাণ করিয়াছে॥ ১৭॥ গরুড়ধ্বজ হরি, পৌণ্ড্রককে কিরীট-কুণ্ডল ধর ও পীতবাসঃপরিধায়ী অবলোকন করিয়া ভাবগম্ভীররূপে হাস্য করিতে লাগিলেন॥১৮॥ হে দ্বিজ! অনন্তর নিস্ত্রিংশ ঋষ্টি গদা শূল শক্তি ও কার্ম্মুকধারী, হস্তি ও অশ্ব প্রভৃতি বলশালী সেই পৌণ্ড্রকসৈন্যগণের সহিত ভগবান্ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন॥১৯॥ ক্ষণকালমধ্যেই শরবিদারণ-কারী, শার্ঙ্গনির্ম্মুক্ত শরনিকর দ্বারা এবং গদা ও চক্রপ্রভৃতির নিক্ষেপে জনার্দ্দন, পৌণ্ড্রকের সৈন্যগণকে মর্দ্দিত করিয়া ফেলিলেন॥ ২০॥ অনন্তর এই প্রকারে কাশিরাজের সৈন্যগণকেও পরাজয় করিয়া ভগবান্ নিজচিহ্নধারী মূঢ়পৌণ্ড্রককে কহিলেন॥ ২১॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে পৌণ্ড্রক! তুমি দূতমুখে আমাকে যে চিহ্ন পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছিলে, আমি তাহা সম্পাদন করিতেছি॥ ২২॥ আমি এই চক্র পরিত্যাগ করিলাম, এই তোমার জন্য গদাও বিসর্জ্জিত করিলাম, তোমারই নির্দ্দেশানুসারে এই গরুড়, তোমার ধ্বজে আরোহণ করুক ॥২৩॥ পরাশর কহিলেন, ভগবান্ কৃষ্ণ এই বলিয়া চক্র ও গদা নিক্ষেপ করিয়া পৌণ্ড্রককে বিদারিত করতঃ প্রোথিত করিয়া ফেলিলেন। এবং ভগবদ্বাহন গরুড়ও তদীয় গরুড়াভিমানী বাহনকে বিনাশ করিল॥ ২৪॥ অনন্তর লোকসমূহ হাহাকার করিতে লাগিল দেখিয়া, বলী কাশীরাজ বন্ধুর প্রতি-কর্ত্তব্যানুরোধে ভগবানের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল॥ ২৫॥ অনন্তর ভগবান্ শার্ঙ্গধনুনির্ম্মুক্ত শরনিকর দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিয়া কাশী-পুরীতে নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে লোকসমূহ বিস্ময়প্রাপ্ত হইল॥ ২৬॥ শৌরি কৃষ্ণ, পৌণ্ড্রক ও সানুচর কাশীরাজকে নিহত করিয়া পুনর্ব্বার দ্বারকায় আগমনপূর্ব্বক স্বর্গসদৃশ সুখানুভব করতঃ লীলা করিতে লাগিলেন॥ ২৭॥ এদিকে সেই কাশীপতির পুরীতে কাশীরাজের ছিন্ন মস্তক পতিত রহিয়াছে দেখিয়া, বিস্মিতভাবে লোকগণ পরস্পর বলিতে লাগিল,—ইহা কি প্রকারে হইল এবং কেই বা করিল॥ ২৮॥ অনন্তর কাশীরাজপুত্র এই কর্ম্ম বাসু-

দেব কর্তৃক কৃত, ইহা জানিতে পারিয়া, পুরোহিতের সহিত একত্রে শঙ্করের উপাসনা করিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥ অবিমুক্তমহাক্ষেত্রে কাশীরাজ-পুত্রের সেবায় মহাদেব পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে কহিলেন—হে বৎস! তুমি বর প্রার্থনা কর ॥ ৩০ ॥ তখন কাশীরাজপুত্র বর প্রার্থনা করিল যে, আমার পিতৃহন্তা কৃষ্ণের বিনাশের জন্য, হে ভগবন্! আপনার প্রসাদে কৃত্যা উত্থান করুন ॥ ৩১ ॥ পরাশর কহিলেন—তখন মহেশ্বর বলিলেন, আচ্ছা তাহাই হইবে। * অনন্তর দক্ষিণাগ্নি সমাপ্ত হইলে অগ্নি হইতে তাহারই বিনাশকারিণী মহাকৃত্যা শক্তি উত্থিত হইলেন ॥ ৩২ ॥ অনন্তর কুপিতা কৃত্যা, কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই প্রকার সম্বোধন করিতে করিতে দ্বারাবতীতে প্রস্থান করিলেন। ঐ কৃত্যার আস্যদেশ বহ্নিশিখা দ্বারা ভয়ানক ছিল, এবং তাঁহার কেশসমূহ অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান ছিল ॥ ৩৩ ॥

হে মুনে! সেই কৃত্যাকে বিলোকনপূর্ব্বক জনসমূহ ভয়-বিচলিতলোচনে জগতের শরণ সেই মধুসূদনের শরণ লইল ॥ ৩৪ ॥ ভগবান্ মহাদেবের আরাধনা করিয়া কাশীরাজপুত্র ইহাকে উৎপাদন করিয়াছে। চক্রী এই কথা জানিতে পারিলেন। অনন্তর তিনি "এই বহ্নিজ্বালা জটালা এই মহা-কৃত্যাকে হনন কর" এই বলিয়া অবলীলাক্রমে সুদর্শন চক্র পরিত্যাগ করিলেন। এই সময় ভগবান্ অক্ষক্রীড়ায় আসক্ত ছিলেন ॥ ৩৫। ৩৬ ॥ অনন্তর বিষ্ণুচক্র সুদর্শন সত্বর সেই অগ্নিমালাসমূহে জটিলশিখারাশির উদ্গারে অতিভীষণ কৃত্যার অনুগমন করিতে লাগিল ॥ ৩৭ ॥ অনন্তর অতিবেগিনী মাহেশ্বরী কৃত্যা বিষ্ণুচক্রপ্রভাবে বিধ্বস্তা হইয়া অতিবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। এবং সুদর্শনও তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥ এই প্রকার পলায়ন-পরায়ণা কৃত্যা অবশেষে ত্বরান্বিতা হইয়া বারাণসী পুরীতে

---

* মহাদেবের এবম্প্রকার বর পাইয়াও কেন কাশীরাজপুত্র সফলকাম হইল না? এ প্রকার আশঙ্কা করা কর্তব্য নহে, কারণ ঐ ব্যক্তি যাহা প্রার্থনা করিয়াছিল। তিনি তাহাই প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু কপালক্রমে ঐ ব্যক্তির প্রার্থনাই বিপরীত হইয়াছিল। কারণ উহার প্রার্থনা,—আমার পিতৃহন্তার বধের জন্য কৃত্যা উত্থিত হউক। এই বাক্যে ইহাও প্রতীত হইতে পারে যে পিতৃহন্তার হস্তে আমার বধের জন্য কৃত্যার উত্থান হউক। মূল শ্লোকের তাৎপর্য্য এই প্রকারেই গ্রহণ করিতে হইবে। (অনুবাদক।)

প্রবেশ করিলেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! বিষ্ণুচক্রের প্রভাবে তাঁহার সমুদয় প্রভাবই প্রতিহত হইয়াছিল ॥ ৩৯ ॥ অনন্তর কাশীরাজসৈন্য ও অনেক প্রমথসৈন্য নানা শাস্ত্রাস্ত্রে সজ্জিত হইয়া চক্রের অভিমুখে আগত হইল ॥ ৪০ ॥ তৎপরে শস্ত্রাস্ত্র-নিক্ষেপ-চতুর সেই সৈন্যগণকে তেজঃপ্রভাবে দগ্ধ করিয়া সুদর্শনচক্র অবশেষে, কৃত্যার সহিত সেই বারাণসীপুরীকেও দগ্ধ করিয়া ফেলিল। ঐ পুরীতে সেই সময় রাজা, পৌর ভৃত্যগণ, অশ্ব, মাতঙ্গ, মানব, এবং অনেক কোষ এবং কোষ্ঠ যাহা ছিল সমুদয়ই দগ্ধ হইয়া গেল।

অনন্তর, সেই হরিচক্র-জ্বালাপ্রদীপ্ত অনন্তগৃহ, প্রাকার, চত্বর শলিনী এবং দেবগণেরও দুর্নিরীক্ষ্য সেই সকল পুরীকেই দাহ করিয়া ফেলিল ॥৪১।৪৩॥ অনন্তর অনপগতক্রোধ এবং বিশিষ্ট দীপ্তিশালী সুদর্শনচক্র, বিষ্ণুর করে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইল। হে মুনে! ঐ চক্র এতই ক্রোধযুক্ত হইয়াছিল যে, এত বড় কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াও, ইহা অতি অল্প বলিয়া আরও ভীষণ কর্ম্মের প্রতি তাহার পূর্ণ স্পৃহা বিরাজমান ছিল ॥ ৪৪ ॥

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে ব্রহ্মন! আমি পুনর্ব্বার ধীমান্ বলভদ্রের পরাক্রম-বার্ত্তা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি; আপনি তাহা কৃপা পূর্ব্বক আমাকে বলুন ॥ ১ ॥ হে ভগবন্! বলভদ্র যমুনা কর্ষণাদি যে সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা আমি ত শ্রবণ করিয়াছি; এক্ষণে তিনি অন্য অন্য যাহা করিয়াছিলেন, তাহাই আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন ॥ ২ ॥

পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়! অদ্বিতীয় অপ্রমেয় ধরণীধারী শেষাবতার বলরাম যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥ পূর্ব্বে স্বয়ম্বরার্থে সজ্জিতা দুর্য্যোধনতনয়াকে জাম্ববতীপুত্র—বীর শাম্ব বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥ অনন্তর সেই সময়ে কর্ণ, দুর্য্যোধন, ভীষ্ম ও দ্রোণ প্রভৃতি বীরগণ মহাক্রুদ্ধ হইয়া শাম্বকে যুদ্ধে পরাজয়পূর্ব্বক বন্ধন করিলেন ॥ ৫ ॥ হে মৈত্রেয়! এই কথা শ্রবণ করিয়া সকল যাদবগণই দুর্য্যোধনাদির উপর

ক্রোধ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য এক মহোদ্যম করিলেন॥ ৬॥ তখন বলদেব, তাঁহাদিগকে মদলোলাক্ষরে নিবারণপূর্ব্বক কহিলেন;—সেই কৌরবগণ আমার বাক্যেই তাহাকে পরিত্যাগ করিবে; অতএব আমি একাকীই তাহাদের নিকট যাইতেছি॥ ৭॥ অনন্তর বলদেব হস্তিনাপুরে গমন করিয়া তাহার বাহ্য উপবনের মধ্যেই অবস্থিতি করিলেন; নগরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন না॥ ৮॥ অনন্ত দুর্য্যোধনাদি নৃপতিগণ "বলভদ্র উপস্থিত হইয়াছেন" ইহা জানিয়া তাহাকে গাভী ও অর্ঘ্য নিবেদন করিলেন॥ ৯॥ অনন্তর বলভদ্র সেই সকল অর্ঘ্যাদি বিধিবৎ গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, রাজা উগ্রসেন আজ্ঞা করিতেছেন,—আপনারা শাম্বকে প্রত্যর্পণ করুন॥ ১০॥

হে দ্বিজ! ভীষ্ম দ্রোণ ও কর্ণ দুর্য্যোধন প্রভৃতি সকলেই বলদেবের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন॥ ১১॥ অনন্তর বাহ্লীকাদি কৌরবগণ কুপিত হইয়া বলিতে লাগিলেন যে, এই যদুবংশোৎপন্ন সুতরাং অরাজ্যার্হ এই মুষলায়ুধকে দেখিয়াও কেন আমরা এই বলভদ্র-প্রেরিত বাক্য গণনা করিব?। কোন্ যাদবের এই প্রকার ক্ষমতা যে কুরুকুলোৎপন্ন আমাদিগের উপরও আজ্ঞা প্রদান করে?॥ ১২। ১৩॥ অহো! উগ্রসেনও যদি কৌরবগণের প্রতি আজ্ঞা প্রদান করিতে পারে, তবে আর এ নৃপযোগ্য বিড়ম্বনামাত্র-সার, পাণ্ডবচ্ছত্র সমূহে আমাদের কি প্রয়োজন?॥১৪॥ অনন্তর তাঁহারা বলিয়া পাঠাইলেন যে, হে বলভদ্র! আপনি গমন করুন। আমরা আপনার অথবা উগ্রসেনের শাসনে পাপাঢ্য অন্যায়-কারী শাম্বকে পরিত্যাগ করিব না॥ ১৫॥ কুকুর-অন্ধককুলোৎপন্নগণ পূর্ব্বে পূজিত আমাদের যে প্রণাম করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা বরঞ্চ না করুন, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু ভৃত্যগণের স্বামীর প্রতি আবার আজ্ঞা কি?॥ ১৬॥ আমরা আপনাদের সহিত সমান আসন ও ভোজনাদি কর্ম্মে গর্ব্বিত করিয়া দিয়াছি। ইহাতে আপনাদের দোষ নাই, কারণ আমরাই প্রীতিবশতঃ নীতি অবলোকন করি নাই॥ ১৭॥ হে বলভদ্র! আমরা যে আপনাকে অর্ঘ্যপ্রদান করিয়াছি; ইহা কেবল প্রণয়ের জন্য দেওয়া গিয়াছে, ইহা আপনাদিগের কুলোচিত সম্মান নহে॥ ১৮॥

পরাশর কহিলেন,—কুরুগণ এই কথা বলিয়া আমরা কখনই কৃষ্ণের পুত্রকে পরিত্যাগ করিব না,—ইহা নিশ্চয় করত সত্বর হস্তিনায় প্রবেশ করিলেন ॥ ১৯ ॥ অনন্তর হলায়ুধ, তাঁহাদিগের তিরস্কার-সম্ভূত কোপে মত্ত ও আঘূর্ণিত হইয়া পার্ষ্ণিভাগ দ্বারা বসুধা তাড়িত করিলেন ॥ ২০। ২১ ॥ তখন মহাত্মা বলভদ্রের পাদতলপ্রহারে পৃথ্বী বিদারিত হইল এবং বলভদ্রও শব্দে দশদিক্ পূরিত করিয়া বাহ্বাস্ফোটন করিলেন ॥ ২২ ॥

অনন্তর ভ্রূকুটীকুটিলানন তাম্রাক্ষ বলভদ্র বলিলেন; অহো! এই অসার আত্মা কৌরবগণের কি মদাবলেপ? ॥ ২৩ ॥ কৌরবগণের পৃথিবীপতিত্ব স্বতঃ, আর আমাদের মহীশ্বরত্ব আগন্তুক? সেই জন্য ইহারা উগ্রসেনের আজ্ঞা প্রতিপালন না করিয়া উল্লঙ্ঘন করিতেছে? ॥ ২৪ ॥ শচীপতি ইন্দ্র, দেবগণ সহিত মিলিত হইয়া উগ্রসেনের আজ্ঞা ধর্ম্মজ্ঞানে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। উগ্রসেন শচীপতির সেই সুধর্ম্মাখ্যা সভাতে সর্ব্বদা অধ্যাসীন থাকেন ॥ ২৫ ॥ অহো! মনুষ্য শতোচ্ছিষ্ট! ইহাদের নৃপাসনে ধিক্ থাকুক। যে উগ্রসেনের ভৃত্যগণেরও স্ত্রীগণ পারিজাততরুর মঞ্জরী ধারণ করিয়া থাকে, সেই উগ্রসেনও ইহাদিগের পক্ষে রাজা নয়? উগ্রসেন সমস্ত পৃথিবীপতিগণের নাথ হইয়া অবস্থিতি করুন ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥ অদ্য পৃথিবীকে নিষ্কৌরবা করিয়া আমি দ্বারাবতীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিব। কর্ণ, দুর্য্যোধন দ্রোণ ভীষ্ম বাহ্লিক দুষ্টদুঃশাসনাদি ভূরিশ্রবাঃ সোমদত্ত শল্য ভীম অর্জ্জুন, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব এবং অন্যান্য কৌরবগণকে অদ্য অশ্ব হস্তী ও রথের সহিত বিনাশপূর্ব্বক, সপত্নীক বীর শাম্বকে গ্রহণ করত, দ্বারাবতীতে গমন করিয়া উগ্রসেনাদি বান্ধবগণকে অবলোকন করিব। অথবা আমি পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্রকর্তৃক পৃথিবীর ভারহরণে প্রার্থিত হইয়াছি, সেই কারণে এইক্ষণে, এই কুরুকুলের অধীন হস্তিনা নগরকে কুরুগণের সহিত উৎপাটন করিয়া, ভাগীরথীর মধ্যে নিক্ষেপ করিব ॥ ২৮ ॥ ৩২ ॥

পরাশর কহিলেন,—মুষলায়ুধ বলরাম, কোপে অরুণীকৃতলোচন হইয়া, পূর্ব্বোক্তপ্রকার বাক্যোচ্চারণ করত, কর্ষণাধোমুখ লাঙ্গল, হস্তিনার প্রাকার দেশে বিন্যাসপূর্ব্বক উক্ত নগরীকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ অনন্তর সেই হস্তিনাপুর সহসা আঘূর্ণিত হইতে লাগিল দেখিয়া, কৌরবগণ

সংক্ষুব্ধহৃদয়ে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥৩৪॥ হে রাম! রাম! হে মহাবাহো আপনি ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন! হে মুষলায়ুধ! আপনি কোপের উপসংহার করুন, প্রসন্ন হউন ॥ ৩৫ ॥ হে বলদেব! এই শাম্বকে পত্নীর সহিত প্রত্যর্পণ করিতেছি, আমরা আপনার প্রভাব না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি, আপনি ক্ষমা করুন ॥ ৩৬ ॥

পরাশর কহিলেন,—হে মুনিসত্তম! অনন্তর কৌরবগণ সত্বর নগর হইতে নিক্রান্ত হইয়া, শাম্বকে পত্নীর সহিত, বলদেবের নিকট প্রত্যর্পণ করিলেন। ॥ ৩৬ ॥ অনন্তর ভীষ্ম দ্রোণাদি সকলে প্রণামপূর্ব্বক, তাঁহাকে প্রিয়বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। তখন বলিশ্রেষ্ঠ বলভদ্র তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আমি ইহা ক্ষমা করিলাম" ॥ ৩৮ ॥ হে দ্বিজ! এই কারণে হস্তিনাপুর অদ্যাপি আঘূর্ণিতাকারে লক্ষিত হইয়া থাকে। বলভদ্রের শৌর্য্য উপলক্ষে এই প্রবাদ কীর্ত্তিত হইল ॥ ৩৯ ॥ অনন্তর কৌরবগণ, বলভদ্রের সহিত ভার্য্যা ও ধন সমন্বিত শাম্বকে পূজা করিয়া দ্বারাবতীতে প্রেরণ করিলেন ॥৪০॥

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়! ব্রহ্মন্! বলশালী বলদেব, অন্য যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর ॥১॥ পূর্ব্বে দেবপক্ষবিরোধি নরকনামক অসুরশ্রেষ্ঠের এক মহাবীর্য্যশালী বানরজাতীয় সখা ছিল। তাহার নাম দ্বিবিদ ॥২॥ সেই দ্বিবিদ বানর দেবগণের প্রতি বড়শত্রুতা আরম্ভ করে। ইহার কারণ পূর্ব্বে কৃষ্ণ, নরকাসুরকে বিনাশ করেন; ঐ নরকাসুর বড়ই বলদর্পশালী ছিল। তখন দ্বিবিদ চিন্তা করিল যে, এই আমিই একাকী সকল দেবগণের প্রতিক্রিয়া করিব ॥ ৩। ৪ ॥ এই প্রকার ভাবিয়া সে স্থির করিল, যজ্ঞধ্বংস করিলে সর্ব্বলোক ক্ষয় হইবে, সুতরাং আর যজ্ঞাদি হইবে না, কাযে কাযেই দেবগণের ইহাতে মহৎকষ্ট উপস্থিত হইবে। অতএব ইহাই আমার পক্ষে মঙ্গলকর। এই প্রকার নিশ্চয়ান্তে অজ্ঞান-মোহিত ঐ বানর, যজ্ঞ সকল নষ্ট করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৫ ॥ ঐ বানর সাধুগণের মর্য্যাদাভঙ্গ করিতে লাগিল, দেহি-

পণের ক্ষয় করিতে লাগিল এবং কখন কখন গ্রাম-পুর ও বন সমূহ পোড়াইতে লাগিল॥ ৬॥ কখনও বা পর্ব্বত নিক্ষেপ করিয়া গ্রামাদি চূর্ণ করিয়া ফেলিল, কখনও বা পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল॥৭॥

হে দ্বিজ! ঐ বানর পুনর্ব্বার কখনও সমুদ্রের মধ্যে গিয়া সমুদ্রকে ক্ষোভিত করিতে আরম্ভ করিল। তাহাতে সেই সময়ে সমুদ্র, বেলা অতিক্রম করিয়া অতিবেগে গ্রাম ও নগরাদি প্লাবিত করিয়া ফেলিল। কামরূপী ঐ বানর কখন কখন নানারূপ ধারণ করিয়া গ্রামাদির লুণ্ঠন করতঃ ভ্রমণ সংমর্দ্দের দ্বারা গ্রামাদি চূর্ণিত করিতে লাগিল। এইরূপে সেই দুরাত্মা, সকল জগতেরই অপকার করিতে লাগিল॥ ৮—১০॥ হে মৈত্রেয়! তখন দুঃখ-সঙ্কুল জগৎ স্বাধ্যায় ও বষট্‌কার রহিত হইয়া উঠিল॥ ১১॥

এক দিবস, রৈবতোদ্যানে বলভদ্র, মহাভাগা রেবতী ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ স্ত্রীগণ সকলে মিলিত হইয়া মদ্যপান করিতেছিলেন॥ ১২॥ বিলাসবতী ললনাগণের মধ্যবর্ত্তী সঙ্গীত-সেবিত, যদুবরশ্রেষ্ঠ বলভদ্র তৎকালে মন্দর পর্ব্বতে কুবেরের ন্যায় ক্রীড়ারত ছিলেন॥ ১৩॥ অনন্তর সেইখানে সেই দ্বিবিদনামা বানর আগমনপূর্ব্বক বলভদ্রের মুষল ও হল গ্রহণ করিয়া, তাঁহার সম্মুখে নানা প্রকার বিড়ম্বনা আরম্ভ করিল॥ ১৪॥ ঐ দুর্ব্বৃত্ত কপি, সেই সকল নারীগণের সম্মুখে হাস্য করিতে লাগিল এবং মদ্যপূর্ণ পানপাত্র সকল ভাঙ্গিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিল॥ ১৫॥ অনন্তর বলভদ্র কোপযুক্ত হইয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তথাপি সেইবানর তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া কিলকিলা-ধ্বনি করিতে লাগিল॥ ১৬॥ তখন বলভদ্র রোষে গাত্রোত্থান করিয়া মুষল গ্রহণ করিলেন। তখন সেই বানরশ্রেষ্ঠ ভয়ঙ্কর এক পর্ব্বতোপম প্রস্তর গ্রহণ করিল॥১৭॥ দ্বিবিদ সেই প্রস্তর নিক্ষেপ করিবামাত্র যাদবশ্রেষ্ঠ বলভদ্র সেই প্রস্তরকে মুষলাঘাতে সহস্র খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন সেই সহস্র খণ্ড প্রস্তর ভূমিতে পতিত হইল॥ ১৮॥ অনন্তর সেই বানর, মুষল উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক আপতিত হইল এবং বেগে আগমন করিয়া করতল দ্বারা বলরামের হৃদয়ে আঘাত করিল॥ ১৯॥ তখন বলদেব, রোষপুরঃসর, করতল দ্বারা তাহার মস্তকে প্রহার করিলেন। সেই প্রহারে দ্বিবিদ, রুধির বমন করিতে করিতে ক্ষীণপ্রাণ হইয়া ভূতলে পতিত হইল॥ ২০॥ হে মৈত্রেয়! ঐ বানরের

শরীর যখন পতিত হইল, তখন তাহার ভারে ইন্দ্রের বজ্রতাড়িতের ন্যায় গিরিশৃঙ্গ শতধা বিদীর্ণ হইয়া পড়িল॥ ২১॥

এইরূপে দ্বিবিদ বানর নিহত হইলে পর, দেবগণ বলদেবের মস্তকে পুষ্প-বৃষ্টি মোচন করিতে লাগিলেন এবং আগমনপূর্ব্বক "আপনি এই সাধু ও মহাকর্ম্ম সাধিত করিলেন" এই বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন॥ ২২॥ দেবগণ আরও বলিলেন, হে বীর! এই দৈত্যপক্ষোপকারী দুষ্টবানর কর্ত্তৃক জগৎ বড়ই নিরাকৃত হইয়াছিল। বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় যে আপনার নিকট এই বানর বিনাশ প্রাপ্ত হইল। দেবগণ এই কথা বলিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে গুহ্যক-গণের সহিত স্বর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন॥ ২৩॥

পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়! ধরণীধারণকারী শেষাবতার ধীমান্ বলভদ্রের এই প্রকার আশ্চর্য্যজনক নানাবিধ অপরিমেয় কর্ম্ম আরও অনেক আছে॥ ২১॥

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—বলদেব-সহায় কৃষ্ণ এই প্রকারে জগতের উপকা-রার্থে দৈত্য ও দুষ্ট মহীপতিগণের বিনাশ সাধন করিলেন॥ ১॥ ভগবান্ বিভু কৃষ্ণ, অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হইয়া অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা বধ দ্বারা পৃথিবীরও ভার অবতারিত করিলেন এবং ভগবান্ ভূমির ভার হরণ পূর্ব্বক সকল দুষ্ট মহীপতিগণের বিনাশ করিয়া বিপ্রগণের শাপচ্ছলে স্বকীয় কুলেরও উপসংহার করিলেন॥ ৩॥ এই সকল কর্ম্ম সমাপনান্তে অংশাবতার আত্মভূ ভগবান্ কৃষ্ণ, মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া, পুনর্ব্বার স্বকীয় বিষ্ণুময় স্থানে প্রবেশ করিলেন॥ ৪॥

মৈত্রেয় কহিলেন,—কৃষ্ণ, বিপ্রশাপচ্ছলে, কি প্রকারে নিজকুল বিনষ্ট করেন? এবং কি প্রকারেই বা আপনার মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করেন? (তাহা বিস্তারিতরূপে বলুন)॥ ৫॥

পরাশর কহিলেন,—পূর্ব্বে কোনদিন পিণ্ডারক নামে মহাতীর্থে যদুকুমার গণ, দেখিতে পাইলেন যে, মহামুনি বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদ আগমন করিতেছেন॥ ৬॥ তখন যৌবনোন্মত্ত, অবশ্যম্ভাবি-কার্য্য-প্রেরিত যদুকুমারগণ জাম্ববতীপুত্র শাম্বকে স্ত্রীলোকের ন্যায় সজ্জিত করিয়া সেই গমনশীল মহামুনিগণকে প্রণিপাত পূর্ব্বক বলিলেন যে, "হে মহামুনিগণ! পুত্রকামী বভ্রুর এইটী স্ত্রী, ইহার কি সন্তান হইবে, তাহা আমাদিগকে বলুন" ॥৭।৮॥ দিব্য জ্ঞানোপপন্ন মুনিগণ, কুমারগণকর্ত্তৃক এবম্প্রকার প্রতারিত হইয়া অতিশয় কোপ সহকারে বলিলেন "যে মুষল প্রসব করিবে, এবং সেই মুষল হইতেই যাদবগণের অখিলকুল উৎসাদিত হইবে" ॥ ৯ ॥

ঋষিগণ কর্ত্তৃক এবম্প্রকারে অভিশপ্ত হইয়া যদুকুমারগণ সকলে উগ্রসেনের নিকট গমনপূর্ব্বক এই সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। শাম্বের জঠর হইতেও মুষল প্রসূত হইল॥ ১০॥ উগ্রসেনও সেই লৌহময় মুষলকে চূর্ণ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। পরে মহাসমুদ্রে প্রক্ষিপ্ত সেই মুষল-চূর্ণ এরকাবানে * পরিণত হইল॥ ১১॥ হে দ্বিজ! যাদবগণ লৌহময় মুষলের প্রায় সকল খণ্ড চূর্ণী করিলেন। কিন্তু তোমরাকার একখণ্ড আর কোন প্রকারে চূর্ণিত করিতে না পারিয়া, সমুদ্র মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন॥ ১২ সমুদ্রে ক্ষিপ্ত সেই মুষল খণ্ডকে একটী মৎস্য উদরসাৎ করে। অনন্তর মৎস্যঘাতিগণ কর্ত্তৃক ঐ মৎস্য ধৃত হইয়া, খণ্ডিত হইল; তখন তাহার উদর হইতে সেই মুষলখণ্ড বাহির হইলে জরা নামক একজন ব্যাধ তাহা গ্রহণ করিল॥ ১৩॥

ভগবান্ মধুসূদন, এ সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়াও, বিধাতার ইচ্ছার অন্যথা করিতে অভিলাস করিলেন না॥ ১৪॥ অনন্তর দেবগণ-প্রেরিত দূত আগমনপূর্ব্বক প্রণিপাত করিয়া কেশবকে বলিল,—"হে ভগবন্! নির্জ্জনে কোন কথা বলিবার জন্য দেবগণ আপনার নিকটে আমাকে দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছেন॥ ১৫॥ বিশ্বদেব অশ্বিনীকুমার মরুৎ আদিত্য ও রুদ্রাদির সহিত ইন্দ্র আপনার নিকট যে বিজ্ঞাপন করিয়াছেন, হে প্রভো আপনি তাহা শ্রবণ করুন॥ ১৬॥ ইন্দ্র কহিয়াছেন যে, হে ভগবন্! আপনি

---

* ধারত্রয় বিশিষ্ট তৃণ বিশেষ এরকা।

পৃথিবীর ভারাবতারণার্থে দেবগণ কর্ত্তৃক প্রসাদিত হইয়া শতবর্ষেরও অধিক হইল ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন॥ ১৭॥ হে প্রভো! এক্ষণে দুর্ব্বৃত্তগণ সকলে নিহত হইয়াছে এবং পৃথিবীরভারও অবতারিত হইয়াছে; অতএব আমরা প্রার্থনা করি যে, দেবগণ স্বর্গে পুনর্ব্বার আপনার সহিত মিলিত হউন" ॥ ১৮॥ হে জগন্নাথ! শতবর্ষেরও অধিক অতীত হইয়াছে; এক্ষণে যদি আপনার রুচি হয়, তবে স্বর্গে গমন করুন॥ ১৯॥ হে ভগবন্! দেবগণ ইহা বিজ্ঞাপন করিলেন; এক্ষণেও যদি আপনার এখানে থাকিতে অভিলাষ হয়, তবে অবস্থান করুন। ভৃত্যগণের ইহা কর্ত্তব্যকর্ম্ম যে, যথাসময়ে প্রভুর নিকট কর্ত্তব্য বিষয়ের উদ্বোধ করিয়া দেওয়া॥ ২০॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে দূত! তুমি যাহা কহিলে, আমি তাহা সকলি জানিতেছি, আমি নিজেই যাদবকুলের ক্ষয় আরম্ভ করিয়াছি॥ ২১॥ যাদবগণের সংহার না হইলে, পৃথিবীর ভার অবতারিত হইবে না, এই কারণে আমি ত্বরা সহকারে সপ্তরাত্রের মধ্যেই ইহাদিগের সংহারে পৃথিবীর ভারাবতার্ণ করিব॥ ২২॥ আমি যেমন সমুদ্র হইতে দ্বারকাপুরীকে গ্রহণ করিয়াছি; সেই প্রকারে সমুদ্রকে পুনর্ব্বার দ্বারকাভূমি অর্পণ করতঃ যাদবগণকে বিনাশ করিয়া স্বর্গধামে গমন করিব॥২৩॥ বলভদ্রের সহিত মনুষ্য-দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক, আমি স্বর্গে গমন করিয়াছি, দেবগণের সহিত ইন্দ্র এপ্রকারই মনে করুন॥ ২৪॥ পৃথিবীর ভারহেতু জরাসন্ধ্যাদি যে সকল বীর নিহত হইয়াছে, তাহাদিগের অপেক্ষা যদুকুমারগণ কোন প্রকারেই ক্ষিতিভার সম্বন্ধে হীন নহে॥ ২৫॥ সেই জন্য আমি ক্ষিতির ভারহরণ-রূপ, এই সুমহাকার্য্য, সাধিত করিয়া, অমরলোকগণের পালনের জন্য স্বর্গে গমন করিব, তুমি দেবগণের নিকট এই কথা বলিবে॥ ২৬॥

পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়! বাসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত দেবদূত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, দিব্যগতিতে দেবরাজের নিকটে উপস্থিত হইল॥২৭॥ এদিকে ভগবান্‌ও দিবারাত্রই দ্বারকাপুরীতে যদুকুলের বিনাশসূচক, নানাপ্রকার দিব্য ভৌম ও অন্তরীক্ষগত—উৎপাত অবলোকন করিতে লাগিলেন॥ ২৮॥ সেই সকল উৎপাত অবলোকন করিয়া, ভগবান্ যাদব-গণকে কহিলেন যে, হে যাদবগণ! এইসকল বিনাশসূচক উৎপাত অবলোকন

কর, এক্ষণে আমরা সকলে, এই সকল উৎপাতের শান্তি করিবার জন্য প্রভাসতীর্থে গমন করিব, আর বিলম্ব করিয়া কায নাই ॥ ২৯ ॥

পরাশর কহিলেন,—কৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর, মহাভাগবত যাদব-শ্রেষ্ঠ উদ্ধব, হরিকে প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন যে ॥ ৩০ ॥ "হে ভগবন্! আপনি এক্ষণে যাহা করিবেন, তাহা আমার নিকটে আজ্ঞা করুন, আমি বিবেচনা করিতেছি যে, আপনি এই সকল কুলের সংহার করিবেন। হে অচ্যুত! এই কুলের নাশসূচক নিমিত্ত-সকল আমি দৃষ্টি করিতেছি ॥ ৩১ ॥

ভগবান্ কহিলেন,—হে উদ্ধব! তুমি আমার প্রসাদলব্ধ দিব্যগতি অবলম্বনপূর্ব্বক, গন্ধমাদনপর্ব্বতস্থ পুণ্যবদরীনামক পুণ্যাশ্রমে গমন কর ॥ ৩২ ॥ সেই তীর্থ নরনারায়ণ স্থান এবং তাহারই স্থিতিতে মহীতল পবিত্রিত হইয়াছে। তুমি সেই তীর্থে গমন-সমনাঃ হইয়া তপস্যা করিও; পরে আমারই প্রসাদে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে ॥ ৩৩ ॥

আমি এই কুলের উপসংহার করিয়া স্বর্গে গমন করিব। আমি স্বর্গে গমন করিলে পর, সমুদ্র মৎপরিত্যক্ত দ্বারকাপুরীকে প্লাবিত করিবে ॥ ৩৪ ॥

পরাশর কহিলেন,—ভগবান্ এই কথা বলিলে পর, উদ্ধব তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক কেশব কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া, নরনারায়ণ-স্থান বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন ॥ ৩৫ ॥

অনন্তর হে দ্বিজ! যাদবগণ কৃষ্ণ ও বলরামের সহিত, শীঘ্রগামী রথসমূহে আরোহণপূর্ব্বক প্রভাসতীর্থে গমন করিলেন ॥ ৩৬ ॥ অনন্তর কুকুরান্ধকগণ (যাদবগণ) প্রভাসে উপস্থিত হইয়া, প্রযতহৃদয়ে স্নান করতঃ বাসুদেবের আজ্ঞানুসারে সুরাপান করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৭ ॥ সেই-স্থানে তাঁহারা সুরাপানপূর্ব্বক পরস্পর সঙ্ঘর্ষে এককলহ উত্থাপিত করি-লেন; ক্রমে ঐ কলহরূপী অতিবাদরূপ কাষ্ঠসংযোগে আরও প্রবল হইয়া উঠিল। ভাগ্যক্রমে ঐ কলহাগ্নিও যদুকুলের ক্ষয়ের কারণরূপে পরিণত হইল ॥ ৩৮ ॥ তখন অদৃষ্টপরতন্ত্র যাদবগণ, পরস্পর শস্ত্রদ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন; অনন্তর অস্ত্রাদি নিঃশেষ হইলে পর, তাঁহারা নিকটবর্ত্তী এরকাগ্রহণপূর্ব্বক পরস্পর আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥ সেই সুদারুণ যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহাদিগের গৃহীত এরকা বজ্রের ন্যায় লক্ষিত হইতে

লাগিল। এবং তাঁহারাও সেই এরকা দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে হনন করিতে লাগিলেন॥ ৪০॥ হে দ্বিজ! প্রদ্যুম্ন শাম্বপ্রমুখ কৃষ্ণপুত্রগণ—কৃত-বর্ম্মা, সাত্যকি, অনিরুদ্ধাদি কুমারগণ,—পৃথু, বিপৃথু, চারুবর্ম্মা ও অক্রূরাদি যাদবগণ—সকলেই পরস্পরকে সেই এরকারূপী বজ্রের দ্বারা হনন করিতে লাগিলেন॥ ৪১। ৪২॥ হরি, যাদবগণকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা পরস্পরই যুদ্ধবিষয়ে হরিকে আপনার আপনার প্রতিপক্ষের সহায় বিবেচনা করিয়া, পরস্পরকে হনন করিতে লাগিলেন॥ ৪৩॥ তখন কৃষ্ণ কুপিত হইয়া তাঁহাদের বধের জন্য এরকা মুষ্টিগ্রহণ করিলেন, সেই এরকা মুষ্টিও লৌহময় মুষলে পরিণত হইল॥ ৪৪॥ ভগবান্ সেই মুষ্টি দ্বারা আততায়ি-যাদবগণকে নিঃশেষরূপে হনন করিতে লাগিলেন। যাদবগণও সহসা আগমন করিয়া পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন॥ ৪৫॥ হে দ্বিজসত্তম! অনন্তর অবলোকনকারী দারুককে অবজ্ঞা করিয়া অশ্বগণ কৃষ্ণের সেই জৈত্রনামক রথকে সমুদ্রের মধ্যে হরণ করিল॥ ৪৬॥ শঙ্খ চক্র গদা শার্ঙ্গ তূণদ্বয় ও অসি, ভগবান্‌কে প্রদক্ষিণ করিয়া আদিত্যপথ দ্বারা বৈকুণ্ঠে গমন করিল॥ ৪৭॥

হে মহামুনে! ক্ষণকালের মধ্যে মহাবাহু কৃষ্ণ ও দারুক ব্যতিরেকে আর সকল যাদবগণই বিনাশপ্রাপ্ত হইলেন॥ ৪৮॥ অনন্তর দারুক ও কৃষ্ণ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, বলভদ্র বৃক্ষমূলে আসন-বন্ধে উপবিষ্ট রহিয়াছেন এবং তাঁহার মুখ হইতে এক প্রকাণ্ড সর্প নিষ্ক্রান্ত হইতেছে॥ ৪৯॥ বলভদ্রের মুখ হইতে সেই প্রকাণ্ডশরীর সর্প নিষ্ক্রান্ত হইয়া সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন সিদ্ধগণ ও উরগগণ তাঁহার স্তব করিতেছিল॥ ৫০॥ অনন্তর সমুদ্র অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া সেই অনন্ত নাগের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং উরগশ্রেষ্ঠগণ তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন; অনন্তর পূজাদি সমাপ্ত হইলে, তিনি সেই জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন॥ ৫১॥

কেশব বলদেবের নির্য্যাণ অবলোকন করিয়া দারুককে কহিলেন,—তুমি গিয়া বসুদেব ও উগ্রসেনের নিকট এই সকল সম্বাদ বলিও,॥ ৫২॥ বলভদ্রের নির্য্যাণ, সকল যাদবকুলের ক্ষয় ও আমি যোগে অবস্থানপূর্ব্বক

দেহ পরিত্যাগ করিব, এই সকল কথা তাঁহাদিগকে প্রকাশ করিয়া বলিও॥ ৫৩॥ এবঞ্চ দ্বারকাবাসি-জনসমূহ ও আহুককে বলিও, এই দ্বারকা নগরীকে সমুদ্র প্লাবিত করিবে,—এই জন্য আপনারা সকলে অর্জ্জুনের আগমন প্রতীক্ষা করিবেন। কিন্তু অর্জ্জুন দ্বারকা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে পর, আপনারা আর কেহই দ্বারকায় অবস্থান করিবেন না। সেই কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন যে দিকে যাইবেন, আপনারাও তাঁহার সহিত সেই দিকেই যাইবেন। এবঞ্চ হে দারুক! তুমি অর্জ্জুনের নিকট গিয়া আমার বাক্যানুসারে বলিবে যে, "আমার পরিবারবর্গকে তুমি নিজশক্তি অনুসারে পালন করিও।" ইহাই আমার আদেশ। এই প্রকার অর্জ্জুনের সহিত দ্বারকায় সকল জনগণকে লইয়া তুমি গমন করিবে এবং বজ্রকে যদুবংশের নরপতিত্বে অভিষিক্ত করিও॥৫৪—৫৭॥

পরাশর কহিলেন,—এবম্প্রকারে উক্ত হইয়া দারুক, বারম্বার কৃষ্ণকে প্রণাম ও বহুবার প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার কথানুসারে গমন করিলেন॥ ৫৮॥ ভগবান্ যে প্রকার আদেশ করিয়াছিলেন, মহাবুদ্ধি-দারুক তাহা সম্পাদন-পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে দ্বারকায় আনয়ন করিলেন এবং বজ্রকে নৃপতি করিলেন॥৫৯॥

এদিকে ভগবান্ বাসুদেব, সর্ব্বভূতেই সমাবস্থিত বাসুদেবাত্মক পরম-ব্রহ্মকে আত্মাতে সমারোপণপূর্ব্বক ধারণা করিতে লাগিলেন॥ ৬০॥ দুর্ব্বাসা যাহা বলিয়াছিলেন; ভগবান্ সেই দ্বিজবাক্য সম্মানিত করতঃ জানুর উপর চরণ ন্যাসপূর্ব্বক ভগবান্ সত্তম বাসুদেব, যোগাবলম্বন করি-লেন॥ ৬১॥ সেই সময় জরানামক ব্যাধ সেইখানে উপস্থিত হইল তাহার হস্তে যে মুখ্য বাণ ছিল, তাহার অগ্রভাগ সেই মুষলাবশেষ লৌহ নির্ম্মিত শল্যের দ্বারা রচিত ছিল॥ ৬২॥ হে দ্বিজোত্তম! দূরস্থিত সে ব্যাধ, ভগবানের সেই মৃগাকারে পরিদৃশ্যমান চরণ অবলোকন করি মৃগবোধে তাহার তলে, সেই তোমরের দ্বারা বিদ্ধ করিল॥ ৬৩॥ অনন্ত উক্ত ব্যাধ সেই স্থানে গমন করিয়া দেখিল যে, একজন চতুর্ভুজধারী ন সেইখানে অবস্থিতি করিতেছেন। তখন সে তাঁহাকে প্রণাম করি পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল, আপনি প্রসন্ন হউন॥ ৬৪॥ আমি না জানি হরিণ বোধে এই কর্ম্ম করিয়াছি, আমার পাপে আমাকে দগ্ধ করিবেন ন আমাকে ক্ষমা করিবেন॥ ৬৫॥

শ্রীপরাশর কহিলেন,—অনন্তর ভগবান্ তাঁহাকে কহিলেন,—তোমার অনুমাত্রও ভয় নাই। হে ব্যাধ! তুমি আমার প্রসাদে স্বর্গে দেবতাবাসে গমন কর॥ ৬৬॥ ভগবানের এবম্বিধ বাক্যান্তে তৎক্ষণাৎ বিমান আগমন করিল, ঐ ব্যাধও তাহাতে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিল॥ ৬৭॥ ব্যাধ স্বর্গে গমন করিলে পর, ভগবান্ অমল, অব্যয়, ব্রহ্মভূত, অচিন্ত্য ব্রহ্মভূত বাসুদেবময় স্বকীয় আত্মাতে, আত্মার যোগ করিয়া ত্রিবিধাত্মক প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া, মানুষদেহ পরিত্যাগ করিলেন। বাসুদেবাত্মক, ভগবৎস্বরূপ, জন্ম ও জরারহিত, অবিনাশী অপ্রমেয় ও অখিল স্বরূপ ॥৬৮।৬৯॥]

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীপরাশর কহিলেন,—অর্জ্জুনও, কৃষ্ণ ও রামের কলেবরদ্বয় এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান যাদবগণের দেহ সকল অন্বেষণ করিয়া সংস্কার করাইলেন॥ ১॥ রুক্মিণী-প্রমুখা কৃষ্ণের যে আট্‌টী মহিষী কথিত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই হরির দেহ আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন॥ ২॥ হে সত্তম! রেবতীও রামের দেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক রামসম্পর্কজনিত আহ্লাদে শীতলবৎ অনুভূত অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। এই সকল ব্যাপার শ্রবণ করিয়া উগ্রসেন রোহিণী দেবকী ও বসুদেব,—ইহাঁরাও অগ্নিতে প্রবেশ করি-লেন॥ ৩। ৪॥ অনন্তর অর্জ্জুন, যথাবিধি প্রেতকার্য্য-সমাপনান্তে বজ্র ও অন্যান্য কৃষ্ণমহিষী প্রভৃতিকে লইয়া দ্বারকা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন॥ ৫॥ দ্বারকা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অর্জ্জুন, সহস্র কৃষ্ণপত্নী বজ্র এবং অন্যান্য জনকে সাবধানে রক্ষা করতঃ ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন॥ ৬॥ হে মৈত্রেয়! কৃষ্ণের মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগের পরেই সুধর্ম্মা সভা ও পারিজাত তরু স্বর্গে গমন করিল॥ ৭॥ যেদিনে হরি পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গিয়াছেন, সেই দিনেই কালকায় কলিযুগ সবলে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে॥ ৮॥ অনন্তর সমুদ্র কৃষ্ণের গৃহ ছাড়িয়া আর সকল দ্বারকাপুরীকেই প্লাবিত করিল॥ ৯॥ হে ব্রহ্মন্! সমুদ্র অদ্যাবধিও সেই হরিমন্দির অতিক্রম করেন নাই। কারণ

ভগবান্ কেশব, সেই মন্দিরে সর্ব্বদা সন্নিহিত আছেন॥ ১০॥ সেই গৃহ বিষ্ণুর ক্রীড়াস্থান, পরমপবিত্র ও সর্ব্বপাতক বিনাশন। ঐ স্থান দর্শন, করিলে মনুষ্য সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে॥ ১১॥

হে মুনিসত্তম! অনন্তর অর্জ্জুন, ধনধান্য-সমন্বিত পঞ্চনদনামক দেশে সেই দ্বারকাবাসি-জনগণকে বাস করাইলেন॥ ১২॥ অনন্তর একমাত্র ধনুর্ধারী পার্থ, সেই সকল স্বামিহীনা স্ত্রীগণকে লইয়া যাইতেছেন দেখিয়া দস্যুদিগের বড়ই লোভ উপস্থিত হইল॥ ১৩॥ তখন অত্যন্ত পাপাচারী লোভোপহতচেতা ও অত্যন্তদুর্ম্মদ আভীরদস্যুগণ সকলে মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিল যে॥ ১৪॥ "এই ধনুর্ধারী অর্জ্জুন একাকীই আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া এই স্বামিবিহীনা স্ত্রীগণকে লইয়া যাইতেছে; তোমাদের বল্‌কে ধিক্॥ ১৫॥ এই অর্জ্জুন, ভীষ্ম দ্রোণ জয়দ্রথ ও কর্ণাদিকে বিনাশ করিয়া বড়ই অহঙ্কৃত হইয়াছে। অহো! অর্জ্জুন গ্রামবাসিদিগের পরাক্রম জানে না!॥ ১৬॥ হে হে! এস সকলে মহাদীর্ঘ যষ্টিসকল গ্রহণ কর। এই সুদুর্ম্মতি অর্জ্জুন তোমাদের সকলকে অবজ্ঞা করিতেছে; তোমাদের উন্নত বাহুতে কি প্রয়োজন?"॥ ১৭॥

অনন্তর পরস্বাপহারী-যষ্টিপ্রহরণ-সহস্র সহস্র দস্যুগণ সেই নায়কহীন মহিলাগণের প্রতি ধাবিত হইল॥ ১৮॥ তখন কৌন্তেয় অর্জ্জুন নিবৃত্ত হইয়া হাসিতে হাসিতে সেই আভীরদস্যুগণকে বলিলেন,—অরে ধর্ম্মজ্ঞানরহিত দস্যুগণ! তোরা যদি মরিতে ইচ্ছা না করিস্, তবে একর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হ॥ ১৯॥ হে মৈত্রেয়! তখন তাহারা অর্জ্জুনের সেই বাক্যে অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভগবানের পরিগৃহীত ধন ও স্ত্রীগণকে গ্রহণ করিল॥ ২০॥ অনন্তর মহাবীর্য্য অর্জ্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে অজীর্ণ সেই দিব্যধনুঃ গাণ্ডীবে জ্যারোপণ করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না॥২১॥ অনন্তর তিনি অতি কষ্টে তাহাতে জ্যারোপণ করিলেন বটে, কিন্তু তাহা পুনর্ব্বার শিথিল হইয়া পড়িল। অর্জ্জুন তৎকালে চিন্তা করিয়াও অস্ত্রসমূহের প্রয়োগমাত্র স্মরণ করিতে পারিলেন না॥ ২২॥ তখন অর্জ্জুন ক্রোধসহকারে শত্রুগণের প্রতি শর ক্ষেপ করিলেন; কিন্তু অর্জ্জুনপ্রক্ষিপ্ত সেই সকল বাণ শত্রুগণের ত্বক্‌মাত্রই ভেদ করিতে সমর্থ হইল, মর্ম্মস্পর্শ করিতে পারিল না॥ ২৩॥ মঙ্গলক্ষয়কালে,

আভীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অর্জ্জুন, বহ্নিপ্রদত্ত যে সকল শস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, তাহারাও ক্ষয় প্রাপ্ত হইল ॥২৪॥ তখন অর্জ্জুন চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"আমি শস্ত্রসমূহের দ্বারা যে সকল রাজগণকে পরাজয় করিয়াছিলাম, তাহা কৃষ্ণের বলে; ইহাতে সংশয় নাই" ॥ ২৫ ॥ অনন্তর পাণ্ডুপুত্রের সম্মুখেই সেই দস্যুগণ উত্তম স্ত্রীগণকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। কোন কোন স্ত্রীগণ নিজের ইচ্ছাতেই তাহাদের অনুগমন করিল ॥ ২৬ ॥ হে মুনে! অনন্তর ক্ষীণশস্ত্র অর্জ্জুন ধনুকের অগ্রভাগ দ্বারা তাহাদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহারা সেই সকল প্রহারে আরও উপহাস করিতে লাগিল ॥ ২৭ ॥ হে মুনিসত্তম! অর্জ্জুনের সম্মুখ হইতেই সেই দস্যুগণ, সম্মানিত যদুকুলের শ্রেষ্ঠস্ত্রীগণকে লইয়া প্রস্থান করিল ॥ ২৮ ॥ অনন্তর অর্জ্জুন অতিশয় দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন ও বলিতে লাগিলেন,—হায়! কি কষ্ট! কি কষ্ট! সেই ভগবান্ আমায় বঞ্চনা করিলেন! ॥ ২৯ ॥ অশ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে দান করিলে তাহা যে প্রকার নষ্ট হয়, সেইরূপ আমার সেই ধনুঃ; সেই অস্ত্র, সেই রথ, সেই অশ্বগণ, সকলই আজ সহসা নষ্ট হইল! ॥ ৩০ ॥ অহো দৈব কি বলবান্! যেহেতু সেই মহাত্মা কৃষ্ণব্যতিরেকে, অদ্য সামর্থ্যহীন নীচবর্গকেও জয় প্রদান করিল ॥ ৩১ ॥ আমার সেই বাহুদ্বয়, সেই মুষ্টি ও সেই স্থান; সকলই বর্ত্তমান, আমিও সেই অর্জ্জুন; কিন্তু হায়! সেই অদৃষ্ট ব্যতিরেকে আজ সকলই অসারতা প্রাপ্ত হইল ॥ ৩২ ॥ আমার অর্জ্জুনত্ব ও ভীমের ভীমত্ব, সকলই বাসুদেবের প্রসাদাৎ; নচেৎ সেই হরি বিহনে আভীরগণ কর্ত্তৃক আমি কি প্রকারে পরাজিত হইলাম?" ॥ ৩৩ ॥

এই প্রকার বলিতে বলিতে অর্জ্জুন মথুরানামক পুরোত্তমে গমন করিয়া সেইখানে যাদবনন্দন বজ্রকে রাজা করিলেন ॥ ৩৪ ॥ অনন্তর অর্জ্জুন কোন কাননমধ্যে মহাভাগ ব্যাস মুনিকে দেখিয়া তাঁহার নিকট গমন করতঃ বিনয়ের সহিত অভিবাদন করিলেন ॥ ৩৫ ॥ মুনি ব্যাস, চরণপতিত অর্জ্জুনকে বিলোকনপূর্ব্বক কহিলেন "হে অর্জ্জুন! তুমি এ প্রকার অত্যন্ত শ্রীহীন হইয়াছ কেন? ॥ ৩৬ ॥ তুমি কি নিষিদ্ধ অজাদির ধূলির অনুগমন করিয়াছ? অথবা ব্রহ্মহত্যা করিয়াছ? কিম্বা তোমার কোন মহতী আশার ভঙ্গ হইয়াছে? যাহাতে তোমার কান্তি এত বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে ॥ ৩৭ ॥

প্রার্থনাকারী কোন বিবাহার্থী কি তোমাকর্ত্তৃক নিরাকৃত হইয়াছেন? অথবা তুমি অগম্য স্ত্রীতে রতি করিয়াছ? যেহেতু এক্ষণে তুমি এত ভ্রষ্টচ্ছায় হইয়াছ ॥ ৩৮ ॥ অথবা তুমি ব্রাহ্মণগণকে না দিয়া একাকী মিষ্টান্ন ভোজন করিয়াছ? অথবা তুমি কৃপণের বিত্ত হরণ করিয়াছ? ॥ ৩৯ ॥ হে অর্জ্জুন! তুমি কি শূর্প (কুলা) বায়ু সেবন করিয়াছ? অথবা তোমার চক্ষু দূষিত হইয়াছে? কিম্বা কেহ তোমাকে প্রহার করিয়াছে? না হইলে তুমি এত শ্রীহীন হইলে কেন? ॥ ৪০ ॥ তুমি কি নখজল দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়াছ, অথবা ঘটোচ্ছলিত জলে স্নান করিয়াছ? কিম্বা কোন হীনবল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছ? অন্যথা তোমার কান্তি এত মলিন হইয়াছে কেন? ॥ ৪১ ॥

পরাশর কহিলেন,—অনন্তর পার্থ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক "ভগবন্ আপনি শ্রবণ করুন" এই বলিয়া ব্যাসের নিকট যথাবৎ আপনার পরাভব বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪২ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন,—যিনি আমাদের বল,যিনি আমাদের তেজঃ,যিনি আমাদের বীর্য্য, যিনি আমাদের পরাক্রম এবং যিনি আমাদের কান্তি,—সেই হরি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন ॥৪৩॥ হে মুনে! প্রাকৃত মিত্রের ন্যায় স্মিত-পূর্ব্বাভিভাষী সেই হরি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আমরা তৃণের ন্যায় লঘু হইয়া পড়িয়াছি ॥ ৪৪ ॥ যিনি আমার শস্ত্র, শর ও গাণ্ডীবের সার্থকতার প্রতি কারণ, সেই পুরুষোত্তম চলিয়া গিয়াছেন ॥৪৫॥ যাঁহার দৃষ্টিতে শ্রী, জয়, সম্পদ ও উন্নতি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিত না, সেই গোবিন্দ ভগবান্ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন ॥ ৪৬ ॥ ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণাদি ও দুর্য্যোধনাদি, যাঁহার প্রভাবে নির্দ্দগ্ধ হইয়াছেন, সেই কৃষ্ণ পৃথিবীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন ॥ ৪৭ ॥ হে তাত! সেই চক্রীর বিরহে কেবল আমিই হতশ্রীক হইয়াছি, তাহা নহে; এ পৃথিবীও তাঁহার অভাবে নির্যৌবন হতশ্রীকা কামিনীর ন্যায় ভ্রষ্টচ্ছায়া হইয়াছে ॥ ৪৮ ॥ যাঁহার প্রভাবে ভীষ্মাদি বীরগণ, মৎস্বরূপ অগ্নিতে শলভের ন্যায় দগ্ধ হইয়া গিয়াছেন, অদ্য সেই কৃষ্ণবিনা আমি গোপালগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছি ॥ ৪৯ ॥ যাঁহার অনুভাবে এই গাণ্ডীব ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইয়াছে, সেই কেশব ব্যতিরেকে অদ্য আভীরগণের যষ্টির নিকট ইহা পরাজিত হইয়াছে ॥৫০॥ হে মহামুনে!

আমি রক্ষক হইয়া, ভগবানের যে সকল স্ত্রীসহস্রকে লইয়া আসিতে-ছিলাম, দস্যুগণ অদ্য লগুড়ায়ুধের দ্বারা আমার যত্ন বিফল করিয়া সেই স্ত্রীগণকে হরণ করিয়াছে॥ ৫১॥ হে ব্যাস! অদ্য দস্যুগণ যষ্টি-প্রহরণ দ্বারা আমার বল পরিভূত করিয়া, মৎকর্তৃক আনীয়মান কৃষ্ণ-পরিবার-বর্গকে হরণ করিয়াছে। ৫২। হে পিতামহ! আমার নিঃশ্রীকতা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; আমি যে বাঁচিয়া আছি, ইহাই আশ্চর্য্য! অবমান-পঙ্কে আমার কলঙ্ক বোধ নাই; হে পিতামহ! আমি বড়ই নির্লজ্জ!॥ ৫৩॥

ব্যাস কহিলেন,—হে পার্থ! তোমার লজ্জা করিতে হইবে না, তোমার শোক করাও উচিত নহে; সর্ব্বভূতেই কালের এ প্রকার গতি, ইহা অবগত হও॥ হে পাণ্ডব! কালই মনুষ্যের মঙ্গল ও অমঙ্গলকারী। হে অর্জ্জুন! এ সকলই কালমূল, ইহা বুঝিয়া স্থিরতা অবলম্বন কর॥ ৫৫॥ নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, পৃথিবী, দেব, মনুষ্য, পশু, বৃক্ষ ও সরীসৃপ; যাহা কিছু আছে, তাহা কালেরই সৃষ্টপদার্থ এবং কালক্রমেই সংক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। হে অর্জ্জুন। সকলই কালাত্মক, ইহা জানিয়া শান্তিলাভ কর॥ ৫৬। ৫৭॥ হে ধনঞ্জয়! তুমি কৃষ্ণমাহাত্ম্য যে প্রকারে বর্ণনা করিলে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। সেই কৃষ্ণ, পৃথিবীর ভারাবতারণ কার্য্যের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ৫৮॥ পূর্ব্বে ভারাক্রান্তা ধরা দেবগণের সভায় গমন করিয়াছিলেন। কালরূপা জনার্দ্দন সেই ভারাবতারণের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন॥ ৫৯॥ সেই কার্য্য নিষ্পাদিত হইয়াছে, অশেষ নৃপতি হত হইয়াছে; হে পার্থ! বৃষ্ণি ও অন্ধককুল সকলই তৎকর্তৃক উপসংহৃত হইয়াছে। ৬০॥ প্রভু বাসুদেবের এই ভূতলে আর কোন কার্য্যই অবশিষ্ট নাই, এই জন্যই কৃত-কৃত্য ভগবান্ যথেচ্ছায় স্বর্গে গমন করিয়াছেন॥ ৬১॥ এই দেবদেব ভগবান্ সৃষ্টিকালে সৃষ্টি, স্থিতিকালে স্থিতি ও বিনাশকালে বিনাশ করিয়া থাকেন এবং এই সকল কার্য্যে তিনিই সমর্থ। এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য, তিনি তাহা করিয়াছেন॥ ৬২॥ অতএব হে পার্থ! পরাজয় নিবন্ধন তোমার সন্তাপ করিবার প্রয়োজন নাই। ভবকালেই পুরুষগণের অনেক পরাক্রম হইয়া থাকে॥৬৩॥ তুমি যে একাকী ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণাদি নৃপগণকে হনন করিয়াছ, তাহা কি তাঁহাদের কালকৃত হীনের নিকট পরিভব নহে?॥ ৬৪॥ বিষ্ণুর সেই

প্রকার অনুভাব-বলে যেমন ভীষ্মাদির পরাভব হইয়াছিল, অন্তকালে সেই বিষ্ণুরই অনুভাব-বলে দস্যুহস্ত হইতে তোমার পরাভবের উৎপত্তি হইয়াছে ॥ ৬৫ ॥ সেই দেবই অন্য শরীরে প্রবেশ করিয়া জগতের স্থিতি করেন, আবার অন্তকালে সেই জগৎপতি সর্ব্বভূতেরই বিনাশ করিয়া থাকেন ॥ ৬৬ ॥ হে কৌন্তেয়! তোমাদের ভবকালে (সৌভাগ্যোদয় সময়ে) জনার্দ্দন সহায় হইয়াছিলেন, আবার তোমাদের অন্তকালে (সৌভাগ্যের অবসান সময়ে) বিপক্ষগণের প্রতি কেশবের কৃপাদৃষ্টি পড়িয়াছে ॥ ৬৭ ॥ তুমি যে গাঙ্গেয়ের সহিত সর্ব্ব-কৌরবগণকে পরাজয় করিয়াছ, ইহাতে কেই বা শ্রদ্ধাবান্ হইবে? সেইরূপ আভীর হইতে তোমার পরাজয় বাক্যেই বা কে বিশ্বাস করিবে? ॥ ৬৮ ॥ হে পার্থ! তুমি যে কৌরবগণকে হনন করিয়াছ এবং তোমাকেই আভীরগণ জয় করিয়াছে, ইহা সকলই সর্ব্বভূতময় হরির লীলা-বিচেষ্টিত মাত্র ॥ ৬৯ ॥ দস্যুগণ, স্ত্রীগণকে হরণ করিয়াছে বলিয়া যে তুমি তাহাদিগের প্রতি শোক করিতেছ, হে অর্জ্জুন! আমি ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত বলিতেছি, তুমি শ্রবণপূর্ব্বক বৃথা-শোক হইতে বিরত হও ॥ ৭০ ॥

হে পার্থ! পূর্ব্বকালে অষ্টাবক্র-নামক ঋষি, সনাতন-ব্রহ্ম-চিন্তা অবলম্বন-পূর্ব্বক অনেক বর্ষ ব্যাপিয়া জলবাস-নিরত ছিলেন ॥ ৭১ ॥ এই কালে দেবগণ অনেক অসুরগণকে জয় করেন, সেই কারণে সুমেরুপর্ব্বতে সেইসময় এক মহোৎসব হয়। হে অর্জ্জুন! সেই মহোৎসবে গমন করিতে করিতে রম্ভা তিলোত্তমা প্রভৃতি শত সহস্র বরাঙ্গনা, পথিমধ্যে সেই ঋষিকে দর্শন করিয়া, তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন ও প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ৭২। ৭৩ ॥ অনন্তর বিনয়াবনত অপ্সরোগণ, স্তোত্র-তৎপর হইয়া সেই সলিলে আকণ্ঠ মগ্ন জটাভারধারী মুনিকে প্রণাম করিলেন ॥ ৭৪ ॥ হে কৌরব-প্রধান! সেই ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ অষ্টাবক্র মুনি যে যে প্রকারে প্রসন্ন হইতে পারেন, সেই সেই প্রকারে স্ত্রীগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৭৫ ॥

অষ্টাবক্র কহিলেন,—হে মহাভাগা স্ত্রীগণ! আমি তোমাদের উপর প্রসন্ন হইয়াছি, তোমাদের অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। ঐ বর অতি দুর্লভ হইলেও আমি তাহা প্রদান করিব ॥ ৭৬ ॥ রম্ভা তিলোত্তমা প্রভৃতি বেদপ্রসিদ্ধ

অপ্সরোগণ বলিলেন,—"হে দ্বিজ! আপনি প্রসন্ন হইলে পর আর আমাদের অপ্রাপ্য কি রহিল?" ॥ ৭৭ ॥ অন্যান্য অপ্সরোগণ প্রার্থনা করিলেন,—"হে বিপ্রেন্দ্র! আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমরা এই বর প্রার্থনা করি,—যেন পুরুষোত্তমকে আমরা পতিরূপে লাভ করিতে পারি" ॥৭৮॥

ব্যাস কহিলেন,—"এই প্রকারই হইবে," ইহা বলিয়া মুনি জল হইতে উত্তীর্ণ হইলেন। তখন অপ্সরোগণ, আটভাগে বক্র সেই বিরূপ মুনিকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইলেন ॥ ৭৯ ॥ তাঁহাকে দেখিয়া লুকাইতে গিয়াও যাঁহাদের হাস্য-প্রকাশ প্রাপ্ত হইল, হে কুরুনন্দন! মুনি কোপ-সহকারে তাঁহাদের প্রতি শাপ প্রদান করিলেন যে, যেমন আমাকে বিরূপ-শরীর দেখিয়া তোমরা আমার প্রতি হাস্যরূপ অবমাননা প্রকাশ করিলে, সেই কারণে আমি তোমাদিগকে শাপ দিতেছি যে "আমার প্রসাদে পুরুষোত্তমকে স্বামিরূপে প্রাপ্ত হইয়াও পুনর্ব্বার আমার শাপপ্রভাবে তোমরা দস্যু হস্তে গমন করিবে ॥ ৮০—৮২ ॥ ব্যাস কহিলেন, এই কথা শ্রবণপূর্ব্বক, অপ্সরোগণ পুনর্ব্বার তাঁহাকে নানাপ্রকারে প্রসাদিত করিলে পর, তিনি বলিলেন, তাহার পরে পুনর্ব্বার স্বর্গে যাইতে পারিবে ॥ ৮৩ ॥ সেই অষ্টাবক্র মুনির এবম্প্রকার শাপপ্রভাবে, সেই বরাঙ্গনাগণ কেশবকে স্বামিস্বরূপে পাইয়াও পুনর্ব্বার দস্যুহস্তে গমন করিয়াছেন ॥ ৮৪ ॥

হে পাণ্ডব! সেই কারণে এই বিষয়ে তুমি অল্পও শোক করিও না; সেই অখিলনাথ স্বয়ংই এই কুলের উপসংহার করিয়াছেন ॥ ৮৫ ॥ তোমাদেরও আসন্নপ্রায় উপসংহার করিবার নিমিত্ত তিনিই তোমাদের বল, তেজঃ, বীর্য্য ও মাহাত্ম্যের উপসংহার করিয়াছেন ॥ ৮৬ ॥ জাত ব্যক্তির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, উন্নতির পতন নিয়ত, সংযোগমাত্রেরই বিয়োগ ফল এবং সঞ্চয়ানন্তর ক্ষয়ও অবশ্য হইয়া থাকে ॥ ৮৭ ॥ পণ্ডিতগণ এই সকল বিষয় ভাল করিয়া বুঝিয়া শোক বা হর্ষ লাভ করেন না। সেই পণ্ডিতগণের ব্যবহার শিক্ষা করিয়া ইতরগণও কালে হর্ষ ও শোক পরিত্যাগ করিতে পারেন ॥ ৮৮ ॥ হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমিও এই সকল বুঝিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত রাজ্যাদি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তপস্যা করিবার জন্য বনে গমন করিতে চেষ্টা কর ॥ ৮৯ ॥ অতএব এক্ষণে গমন কর এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আমার এই

বাক্য নিবেদনপূর্ব্বক পরশ্বঃ যাহাতে ভ্রাতৃগণের সহিত বনে যাইতে পার, তাহা সম্পাদন করিও ॥ ৯০ ॥

পরাশর কহিলেন,—ব্যাস কর্ত্তৃক এই প্রকারে উক্ত হইয়া অর্জ্জুন ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়ের সহিত মিলনান্তে তাঁহাদিগকে, যাহা দেখিয়াছিলেন ও শুনিয়া-ছিলেন, সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিলেন ॥ ৯১ ॥ অনন্তর তাঁহারা অর্জ্জুন-মুখ হইতে ব্যাসোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, পরিক্ষিতকে রাজ্যে অভিষেক করতঃ সকলেই বনে গমন করিলেন ॥ ৯২ ॥ হে মৈত্রেয়! যদুবংশে জন্ম-গ্রহণপূর্ব্বক বাসুদেব যাহা করিয়াছিলেন, তাহা আমি তোমার নিকট সবিস্তর কহিলাম ॥ ৯৩ ॥

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

পঞ্চম অংশ সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণ।

ষষ্ঠ অংশ।

প্রথম অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে মহামুনে! সৃষ্টি, বংশ ও মন্বন্তরের স্থিতি এবং বংশানুচরিত আপনি বিস্তার-পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিলেন॥ ১॥ এক্ষণে প্রলয় কালে যে প্রকারে ভূতগণের উপসংহার হয়, তাহা এবং মহাপ্রলয়ের স্বরূপ আপনার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি॥ ২॥

পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়! কল্পান্তকালে এবং প্রাকৃত প্রলয়ে যেরূপে ভূতগণের উপসংহার হয়, তাহা এবং প্রলয়ের স্বরূপ শ্রবণ কর॥ ৩॥ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! মনুষ্যগণের এক মাসে পিতৃগণের এক দিবারাত্রি হয় এবং মনুগণের এক বৎসরে দেবগণের এক দিবারাত্রি হয় এবং চতুর্ব্বিধযুগের আটহাজার যুগে ব্রহ্মার এক দিবারাত্রি হয়॥ ৪॥ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি প্রকার যুগ, দেবগণের বারহাজার বৎসরে মনুষ্যগণের এই চারি যুগ পর্য্যবসিত হয়॥ ৫॥ হে মৈত্রেয়! সৃষ্টির প্রথম-প্রবৃত্ত সত্যযুগ ও সকলের শেষ কলিযুগ ব্যতীত অনন্ত-যুগসমূহের এক প্রকারই স্বরূপ॥ ৬॥ যেহেতুক প্রথম সত্যযুগে ব্রহ্মা ভূতসমূহের সৃষ্টি করেন এবং অন্তিম কলিযুগে সমস্ত সৃষ্টি উপসংহার করিয়া থাকেন॥ ৭॥

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে ভগবন্! কলিকালের স্বরূপ আপনি বিস্তার-পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন, যে কলিকালে চতুষ্পাদ ধর্ম্ম বিলুপ্ত প্রায় হইবে॥ ৮॥

পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়, কলিকালের স্বরূপ যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা সম্যক্ রূপে শ্রবণ কর॥ ৯॥ কলিকালে মনুষ্যগণের বর্ণ ও আশ্রমের আচারানুরূপ প্রবৃত্তি সকল বিলুপ্ত হইবে এবং ঐ সকল

প্রবৃত্তির দ্বারা সাম, ঋক্ বা যজুর্ব্বেদ বিহিত ক্রিয়াসমূহ নিষ্পাদিত হইবে না॥ ১০॥ কলিকালে ধর্ম্মানুরূপ বিবাহ থাকিবে না এবং গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইবে, স্বামী ও স্ত্রীর ব্যবহার বিভিন্নরূপে পরিণত হইবে এবং হোমাদি ক্রিয়া ও দেবতাপূজা লোপ পাইবে॥ ১১॥ কলিকালে যে-সে কুলে উৎপন্ন হইয়াও বলবান্ ব্যক্তি সকলের প্রভু এবং সকল বর্ণ হইতেই কন্যা বিবাহ করিবার উপযুক্ত পাত্র হইবে॥ ১২॥ দ্বিজাতিগণ নিন্দিত-উপায়ানুষ্ঠান দ্বারাও আপনাদিগকে দীক্ষিত বলিয়া পরিচিত করিবে এবং পাপাত্মাগণ কেবল লোকসমূহকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য যেমন তেমন ভাবে প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিবে॥ ১৩॥ হে মৈত্রেয়! কলিকালে যাহার যাহা মুখে আসিবে, সে তাহাই শাস্ত্র বলিয়া প্রকাশ করিবে এবং আপন আপন অভিপ্রায়ানুসারে সকলে সকল দেবতারই উপাসনা করিবে এবং সকলেই সকল আশ্রমে অকুণ্ঠ ভাবে প্রবেশ করিবে॥ ১৪॥ উপবাস, ক্লেশসাধ্য ব্রত ও বিত্তোৎসর্গ প্রভৃতি ধর্ম্মের, যাহার যেরূপ অভিরুচি, সে সেই প্রকারেই অনুষ্ঠান করিবে। ১৫। কলিকালে মনুষ্যগণ অতি অল্পমাত্র ধনের অধিকারী হইয়াই অত্যন্ত গর্ব্ব প্রকাশ করিবে এবং স্ত্রীগণ কেবল কেশের দ্বারাই আপনাদিগকে সুন্দরী মনে করিবে। ১৬। সেই সময়ে স্ত্রীগণ সুবর্ণ মণি, রত্ন ও বস্ত্রাদি হইতে বঞ্চিত হইয়াও কেবল কেশের পারিপাট্য দ্বারা আপনাদিগকে ভূষিত করিবে। ১৭। এবং ধনহীন-পতিকে পরিত্যাগ করিবে। কলিকালে যে ব্যক্তি ধনবান, সেই স্ত্রীগণের ভর্ত্তা হইবে॥১৮ মনুষ্য মধ্যে যে যাহাকে বহুল পরিমাণে অর্থ প্রদান করিবে, সেই ব্যক্তিই তাহার প্রভু হইবে, প্রভুতা বিষয়ে সৎকুলোৎপন্ন শিষ্টসমূহের কোন সমাদর থাকিবে না॥ ১৯॥ মনুষ্যগণ ধর্ম্মের জন্য ব্যয় না করিয়া কেবল গৃহাদি নির্ম্মাণেই অর্থসমূহের ক্ষয় করিবে এবং মনুষ্যের বুদ্ধি পরকালের চিন্তা না করিয়া, কেবল অর্থ উপার্জ্জনের চিন্তাতেই নিরন্তর নিমগ্ন থাকিবে এবং মনুষ্যেরা অর্থের দ্বারা অতিথি প্রভৃতির কোন উপকার না করিয়াই, কেবল আপনার ভোগের জন্য সমস্ত অর্থ অপব্যয় করিবে। ২০। কলিকালে স্ত্রীগণ নানাবিধ সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া স্বেচ্ছাচারিণী হইবে এবং পুরুষগণ অন্যায় দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিতে অভিলাষী হইবে। ২১।

মনুষ্যগণ সুহৃদ্‌গণের প্রার্থনায়ও নিজের অণুমাত্র স্বার্থ পরিত্যাগ করিবে না॥ ২২॥ ব্রাহ্মণের সহিত আমাদিগের কোন বিশেষই নাই, শূদ্রেরা ইহাই ভাবিবে এবং গাভিগণ, দুগ্ধ দেয় বলিয়াই আমাদের প্রতিপাল্য; সকলে এইরূপ ভাবিবে॥ ২৩॥ প্রজাসমূহ অনাবৃষ্টি নিবন্ধন ক্ষুধায় কাতর হইয়া এক দৃষ্টিতে আকাশ নিরীক্ষণ করিবে॥ ২৪॥ সেই সময়ে মনুষ্যগণ অনাবৃষ্টিতে দুঃখিত হইয়া কন্দ, পর্ণ, ফল প্রভৃতি আহার করিয়া তাপসের ন্যায় ক্লেশ সহ্য করিবে॥ ২৫॥ সেই সময়ে মানবগণ ধনহীন এবং সুখ ও হর্ষরহিত হইয়া নিরন্তর কেবল দুর্ভিক্ষরূপ দুঃখ ভোগ করিবে॥ ২৬॥ কলিকালে মানবগণ স্নান না করিয়া ভোজন করিবে এবং অগ্নি, দেবতা ও অতিথির পূজা করিবে না এবং ভুলিয়াও তর্পণাদি দ্বারা পিতৃগণকে পরিতুষ্ট করিতে যত্ন করিবে না॥ ২৭॥ সকলেই নিতান্ত লোভী হইবে, দেহ সকল ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিবে, স্ত্রীগণ বহু ভোজনশীল হইবে এবং প্রত্যেকেরই প্রায় বহুতর সন্ততি হইবে ও সকলেই ভাগ্য-হীন হইবে॥ ২৮॥ স্ত্রীগণ উভয় হস্তের দ্বারা মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে অনায়াসে স্বামীর আজ্ঞা অবহেলন করিবে॥ ২৯॥ এবং ক্ষুদ্রাশয় হইয়া কেবল নিজের দেহ পোষণে ব্যস্ত থাকিবে, শরীরাদির বিশেষ সংস্কার করিবে না এবং নিরন্তর কঠোর ও মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিবে॥ ৩০॥ কুলস্ত্রীগণ দুঃশীলা হইবে এবং অসদ্বৃত্ত পুরুষসমূহে স্পৃহাবতী হইয়া নিরন্তর অসদাচারে রত থাকিবে॥ ৩১॥ আচার হীন অথচ ব্রহ্মচারীর বেশ ধারণ-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-তনয়গণ বেদ অধ্যয়ন করিবে এবং গৃহস্থগণ হোমাদি করিবে না ও উচিত দানসমূহও প্রদান করিবে না॥ ৩২॥ বনবাসি-ভিক্ষুকগণ গ্রাম্য আহার ও পরিগ্রহে রত হইয়া মিত্রাদির সহিত স্নেহ-সূত্রে আবদ্ধ হইবে॥ ৩৩॥ কলিযুগে রাজগণ প্রজাপালন করিবে না, অথচ বলপূর্ব্বক প্রজার বিত্ত হরণ করিবে॥ ৩৪॥ যাহার যাহার অশ্ব, রথ হস্তী থাকিবে সেই সেই ব্যক্তিই রাজা হইবে এবং যে যে ব্যক্তি হীনবল হইবে তাহারা দাসত্ব ভার বহন করিবে॥ ৩৫॥ বৈশ্যগণ কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রবৃত্তি, শিল্প কর্ম্ম প্রভৃতির দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে॥ ৩৬॥ এবং অধম শূদ্রজাতি তাপসের

বেশ ধারণপূর্ব্বক ভিক্ষা-ব্রতে ব্রতী হইবে। দ্বিজাতিগণ সংস্কার-বর্জ্জিত হইয়া, পাষণ্ড-সংশ্রিত বৃত্তিসমূহকে অবলম্বন করিবে॥৩৭॥ লোক-সমূহ দুর্ভিক্ষ, রাজকর এবং ব্যাধিদ্বারা নিতান্ত পীড়িত হইয়া গবেধুক, বাদর প্রভৃতি দেশসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করিবে। তাহার পর বৈদিক ক্রিয়াকলাপ বিলুপ্ত হইয়া লোকসমূহ পাষণ্ডপ্রায় হইলে ক্রমশঃ অধ-র্ম্মের বৃদ্ধি নিবন্ধন জীবগণের পরমায়ু অল্প হইয়া আসিবে॥৩৯॥ সেই সময়ে তাপিত মনুষ্যগণ অশাস্ত্র-বিহিত তপস্যা করিবে, তাহাতেও অধার্ম্মিক রাজার দোষে লোক-মধ্যে অকাল মৃত্যু আরম্ভ হইবে॥৪০॥ কলিকালে অষ্টম, নবম এবং দশম বর্ষ-বয়স্ক পুরুষ-সহবাসেই, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম-বর্ষীয় বালিকারাই সন্তান প্রসব করিবে॥৪১॥ সেই সময়ে দ্বাদশবর্ষ বয়সেই মনুষ্যগণ বৃদ্ধ হইয়া পড়িবে এবং বিংশতি বৎসরের অধিক কেহই জীবিত থাকিবে না॥৪২॥ কলিকালে লোকসমূহের প্রজ্ঞা অতি অল্প হইবে, তাহাদের ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি অতিশয় কুৎসিত ও অন্তঃকরণ অতি অপবিত্র হইবে এবং তাহারা অতি অল্পকালেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে॥৪৩॥

হে মৈত্রেয়! যে সময়ে পাষণ্ড ব্যক্তিগণের অত্যন্ত বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইবে, সেই সময়ে বিচক্ষণ জনগণ কলির অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহাই অনুমান করিবেন॥৪৪॥ হে মৈত্রেয়! যখন বেদ-মার্গানুসারী সৎপুরুষগণের হানি পরিলক্ষিত হইবে ও ধার্ম্মিকগণের কর্ম্মারম্ভ সমুদয় অবসন্ন হইয়া আসিবে, সেই সময়ে পণ্ডিতগণ কলির প্রাধান্য অনুমান করিবেন॥৪৫॥ যে সময়ে পুরুষগণ সমস্ত যজ্ঞের অধীশ্বর পুরুষোত্তম ভগবান নারায়ণকে আর যজ্ঞের দ্বারা পূজা করিবে না, সেই কলি অত্যন্ত বলবান্ হইয়াছে ইহাই জানিবে॥৪৬॥ যে সময়ে মনুষ্যগণের বেদ-বাক্যে প্রীতি থাকিবে না এবং পাষণ্ডগণের উপদেশে বিশ্বাস হইবে, সেই সময়ে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ কলির বৃদ্ধি অনুমান করিবেন॥৪৭॥ হে মৈত্রেয়! কলিকালে মনুষ্যগণ পাষণ্ডগণের উপদেশে মোহিত হইয়া সকলের স্রষ্টা জগৎপতি পরমেশ্বর বিষ্ণুকে অর্চ্চনা করিবে না॥৪৮॥ পাষণ্ডের উপদেশে মুগ্ধ হইয়া মনুষ্যগণ, বেদের দ্বারা কি হইবে, ব্রাহ্মণগণের কি ক্ষমতা আছে, দেবগণ কি করিতে পারেন, জলাদি দ্বারা শৌচ করিলে কি হয় ইত্যাদি নানা প্রকার প্রলাপ বাক্য বলিবে॥৪৯॥ হে দ্বিজ! কলিকালে মেঘ-

সমূহে অতি অল্পমাত্র জল থাকিবে, কাজেই তাহা হইতে অতি অল্প পরিমাণেই বৃষ্টি হইবে, শষ্যসমূহ অতি অল্প ফল প্রসব করিবে এবং ফলসমূহে অতি অল্প পরিমাণেই সার থাকিবে না ॥৫০॥ কলিকালে সমস্ত বস্ত্রই প্রায় শণের সূত্র দ্বারা নির্ম্মিত হইবে, সকল বৃক্ষই প্রায় শমীবৃক্ষের তুল্য হইবে এবং সমস্ত বর্ণই শূদ্র প্রায় হইয়া আসিবে॥ ৫১॥ ধান্যসমূহ ক্রমশঃ ছোট হইয়া আসিবে, গো-সকল ছাগী পরিমাণে দুগ্ধ দিবে এবং উষীর (খস্‌খস্)ই মনুষ্যগণের অনুলেপন হইবে॥ ৫২॥ কলিকালে শ্বশুর ও শাশুড়ীই মনুষ্যগণের প্রধান গুরু হইবে এবং শ্যালক ও যাহাদের স্ত্রী অতিশয় সুন্দরী তাহারাই বন্ধু হইবে॥ ৫৩॥ মনুষ্যগণ শ্বশুরের অনুগত হইয়া, কাহার মাতা, কাহার পিতা, সকলেই আপন কর্ম্মানুসারে সৃষ্ট হইয়াছে, এই কথাই বলিবে॥ ৫৪॥ অল্পবুদ্ধি মনুষ্যগণ বাক্য, মন এবং কায়িক দোষসমূহ দ্বারা অভিভূত হইয়া পুনঃ পুনঃ পাপেরই অনুষ্ঠান করিবে॥ ৫৫॥ সত্বহীন, অশুচি এবং শ্রীভ্রষ্ট মনুষ্যগণের যাহা যাহা দুঃখ, সে সমস্ত কলিকালে হইবে॥ ৫৬॥ স্বাধ্যায় ও বষট্‌কাররহিত এবং স্বধা ও স্বাহাবিবর্জ্জিত সেই সময়ে লোকসমূহ কীকটাদি কোন স্থানে নিবাস করিবে॥ ৫৬॥ কলির এই সমস্ত মহৎ দোষ থাকিলেও একটী পরম গুণ এই যে, সত্যকালে কঠোর তপস্যা দ্বারা যে পুণ্য অর্জ্জিত হয়, কলিতে অতি অল্প পরিশ্রম করিলেই মনুষ্য তাহা অর্জ্জন করিতে পারে। ৫৮॥

প্রথম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়! মহামতি ব্যাসদেব এই বিষয়ে যে সমস্ত তত্ব কহিয়াছেন, তাহা আমার নিকট শ্রবণ করুন॥ ১॥ কোন সময়ে মুনিগণের পরস্পর, কোন কালে ধর্ম্ম স্বল্পমাত্র অনুষ্ঠিত হইয়াও মহৎ ফল প্রদান করে; এই বিষয় লইয়া তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! মৈত্রেয়! তাঁহারা সকলেই সংশয়িত হইয়া সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত মহামুনি ব্যাসদেবের নিকট গমন করিয়াছিলেন॥ ৩॥ সেই মুনিগণ তথায় উপস্থিত

হইয়া দেখিলেন যে, মুনিবর মহামতি ব্যাসদেব অর্দ্ধস্নাত-অবস্থায় পবিত্র জাহ্নবী-সলিলে অবস্থান করিতেছেন॥৪॥ সুতরাং মহর্ষিগণ তাঁহার স্নান সমাপ্তি পর্য্যন্ত জাহ্নবীতীরস্থ বৃক্ষসমূহের মূলে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন॥৫॥ পরে আমার পুত্র ব্যাসদেব স্নানান্তর জাহ্নবীজল হইতে উত্থান করিয়া মুনিগণকে শুনাইয়া, কলিকালই সাধু, কলিকালই সাধু, এই বাক্য বলিয়াছিলেন॥৬॥ পুনরায় নদীজলে অবগাহনানন্তর উত্থান করিয়া, হে শূদ্র! তুমিই সাধু এবং তুমিই ধন্য, এই বাক্য বলিয়াছিলেন॥৭॥ পরে আবার ব্যাসদেব স্নান করিয়া উত্থানপূর্ব্বক হে স্ত্রীগণ! তোমরাই সাধু, তোমরাই ধন্য, তোমাদের অধিক ধন্যতর এজগতে আর কে আছে? এই কথা বলিয়াছিলেন॥৮॥ তৎপরে যথাবিধি স্নানপূর্ব্বক নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া, ব্যাসদেব আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, সেই মুনিগণ তাঁহার নিকট আগমন করিলেন॥৯॥ যথাবিধি অভিবাদনের অনন্তর মুনিগণ আসন পরিগ্রহ করিলে সত্যবতীসুত ব্যাস তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহর্ষিগণ আপনারা কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন?॥১০॥ মুনিগণ বলিলেন, হে মহাভাগ! আমাদের কোন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারই নির্ণয়ের জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি। কিন্তু তাহা এখন থাকুক, আপনি অন্য বিষয় আমাদিগকে বলুন॥১১ আপনি স্নান করিতে করিতে বারম্বার বলিলেন যে, কলিই সাধু, শূদ্রও সাধু, এবং স্ত্রীগণও সাধু এবং অতি ধন্য॥১২॥ হে মহামুনে! যদি এবিষয়ের তত্ত্ব আমাদিগের নিকট প্রকাশ করিতে কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন; কারণ এই বিষয় শুনিতে আমাদের সকলেরই অভিলাষ হইয়াছে, পরে আমাদিগের প্রয়োজনীয় বিষয় আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব॥১৩॥ মহর্ষি বেদব্যাস মুনিগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, হে মুনিপ্রবরগণ, আমার মুখ হইতে যে কলি সাধু, শূদ্র সাধু ইত্যাদি বাক্য শ্রবণ করিয়াছেন, তাহার তত্ত্ব আমি আপনাদিগকে কহিতেছি, শ্রবণ করুন॥১৪॥ সত্যযুগে দশ বৎসর পরিশ্রম করিয়া, ত্রেতাযুগে এক বৎসর পরিশ্রম করিয়া এবং দ্বাপর যুগে একমাসকাল পরিশ্রম করিয়া তপস্যা বা ব্রহ্মচর্য্য অথবা জপাদির যে ফল হইয়া থাকে; হে দ্বিজগণ! কলিকালে মনুষ্য এক দিবারাত্রের পরিশ্রমেই সেই ফল লাভ করিয়া থাকে; এই নিমিত্তই কলিকে

সাধু বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছি ॥ ১৫।১৬ ॥ সত্যযুগে বহু ক্লেশ সাধ্য ধ্যান যোগ করিয়া ও ত্রেতাযুগে নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া এবং দ্বাপর যুগে বহুতর অর্চ্চনাদিদ্বারা যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে কেবল হরিনাম সংকীর্ত্তন করিয়াই মনুষ্য সেই ফল লাভ করিতে পারে ॥ ১৭ ॥ কলিযুগে মনুষ্য অতি অল্পমাত্র আয়াস স্বীকার করিয়াই বহুতর ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে পারে,হে ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষিগণ! আমি এই নিমিত্তই অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া কলিকে সাধু কীর্ত্তন করিয়াছি ॥ ১৮ ॥ দ্বিজাতিগণ রীতিমত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক বেদাধ্যয়নের অধিকারী হইয়া থাকেন, তার পর রীতিমত বেদাধ্যয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় ধর্ম্ম পরিপালনের জন্য যথাবিধি বহুবিধ যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করিতে হয় ॥ ১৯ ॥ এবং তাঁহারা অসংযত হইয়া যদি বৃথা কথা কিম্বা বৃথা ভোজ্য অথবা বৃথা যজ্ঞাদিতে কালক্ষেপ করেন, তাহা হইলেই স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকেন ॥ ২০ ॥ যে কোন কর্ত্তব্য কর্ম্মের কোন অংশে ত্রুটি হইলে তাঁহারা পাপের ভাগী হন এবং তাঁহারা ইচ্ছানুরূপ ভোজ্য অথবা পানাদি কিছুই গ্রহণ করিতে পারেন না ॥ ২১ ॥ সমস্ত কার্য্যেই তাঁহাদিগকে পরাধীনের ন্যায় শাস্ত্রের অনুগামী হইয়া চলিতে হয়, ইহাতেও বহুতর ক্লেশ স্বীকার করিয়া, বহুতর ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে পারিলে, তবে তাঁহারা পরকালে সদ্গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২ ॥ কিন্তু কেবল দ্বিজাতিগণের সেবার দ্বারাই শূদ্র, পাক-যজ্ঞের ফল পাইবার অধিকারী হয় ও অন্তিমে উৎকৃষ্ট-গতি প্রাপ্ত হয়, এই জন্যই শূদ্র-জাতিকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছি ॥ ২৩ ॥ এবং হে মুনি-শ্রেষ্ঠগণ! যে হেতুক ইহাদের ভক্ষ্য বা অভক্ষ্য, পেয় বা অপেয় বিষয়ে কোন নিয়ম নাই, কাজেই ইহারা তজ্জন্য কোন প্রকার পাপেরও ভাগী হয় না। এই জন্যই ইহাকে সাধু বলিয়াও কীর্ত্তন করিয়াছি ॥ ২৪ ॥ পুরুষগণ স্বধর্ম্মের অবিরোধে সর্ব্বদা ধন উপার্জ্জন করিবে এবং তাহা সৎপাত্রে অর্পণ করিবে ও তাহার দ্বারা যথাবিধি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে, ইহাই শাস্ত্রের নিয়ম ॥ ২৫ ॥ হে দ্বিজোত্তমগণ! সেই অর্থের উপার্জ্জন ও তাহার রক্ষা ও তাহা সৎপাত্রে অর্পণ করিতে পুরুষগণকে মহাক্লেশ পাইতে হয় ॥ ২৬ ॥ এই সমস্ত ও অন্যান্য বহুবিধ ক্লেশ সহ্য করিয়া, স্বীয় ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিলে, তবে পুরুষগণ ক্রমে প্রাজাপত্যাদি লোকসমূহে গমন

করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। ২৭। কিন্তু হে দ্বিজগণ, স্ত্রীলোকেরা কায়-মনো-বাক্যে স্বামীর শুশ্রূষা করিয়াই বিনাক্লেশে সেই সকল লোকে গমন করিতে পারে, এই নিমিত্তই আপনারা আমার মুখ হইতে স্ত্রীগণ সাধু, এই কথা শুনিতে পাইয়াছেন। ২। ২৯। হে বিপ্রগণ! এই ত আপনাদের নিকট সমস্ত প্রকাশ করিলাম, এক্ষণে আপনারা যে জন্য আমার নিকট আগমন করিয়াছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করুন, আমি বিশদরূপে সে সমস্তের উত্তর প্রদান করিতেছি। ৩০।

পরাশর কহিলেন,—তার পর সেই মহর্ষিগণ কহিলেন, হে মহামুনে! আমরা যাহা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি, আপনি অন্য বিষয়ের কথা-প্রসঙ্গে আমাদের সেই বিষয়েরই সম্যক্‌রূপে উত্তর প্রদান করিয়াছেন। ৩১। তৎপরে মহর্ষি দ্বৈপায়ন কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ললোচন, সমাগত তাপসগণকে কহিলেন। ৩২। হে মহর্ষিগণ! আমি দিব্য জ্ঞান-বলে আপনাদিগের জিজ্ঞাসিত বিষয় অবগত হইয়া আপনাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কলি সাধু, শূদ্র সাধু ইত্যাদিবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলাম। ৩৩। কলি-কালে মানবগণ সদ্‌বৃত্তি অবলম্বন দ্বারা নিখিল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া অতি অল্প প্রয়াসেই বহুতর ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে পারে। ৩৪। হে মুনিশ্রেষ্ঠ-গণ। শূদ্রগণও অক্লেশেই কেবল দ্বিজকুলের সেবাদ্বারাই এবং স্ত্রীলোকেরা অনায়াসে কেবল পতি-শুশ্রূষা দ্বারাই বহুতর ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয়। ৩৫। এই নিমিত্তই এই তিন জনকেই আমি ধন্যতম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছি। দেখুন সত্য প্রভৃতি যুগসমূহে ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে হইলে, কেবল দ্বিজাতিগণকেই বিশেষ ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়া থাকে। ৩৬। হে দ্বিজগণ! আপনারা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই অপৃষ্ট হইয়াও আমি আপনাদের অভিপ্রেত বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি কহিব, তাহা বলুন। ৩৭। তার পর সেই মহর্ষিগণ মহামতি ব্যাসদেবকে বারংবার যথাবিধি পূজা ও বহুতর প্রশংসা করিয়া, ব্যাসের বাক্যে সম্পূর্ণরূপে আপন আপন সংশয় অপনোদন করিয়া, যে স্থল হইতে আগমন করিয়াছিলেন, তথায় প্রস্থান করিলেন। ৩৮।

হে মৈত্রেয়! অত্যন্ত দুষ্ট কলির এই একটী মহৎ গুণ যে, এই কালে মনুষ্য-

গণ কেবল হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিলেই পরম-পদকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ৩৯॥ এক্ষণে জগতের উপসংহার ও প্রাকৃত এবং ব্রহ্মার দৈনিক প্রলয় বিষয়ে আপনি যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহাও বলিতেছি শ্রবণ করুন॥ ৪০॥

দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ।

তৃতীয় অধ্যয়।

পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়! নৈমিত্তিক, আত্যন্তিক ও প্রাকৃতিক ভেদে ভূতসমূহের প্রলয় তিন প্রকার কথিত হইয়া থাকে॥ ১॥ কল্পান্তে যে প্রলয় ব্রাহ্ম নামে কথিত হইয়া থাকে, তাহারই নাম নৈমিত্তিক প্রলয়, মোক্ষরূপ যে, প্রলয় তাহার নাম আত্যন্তিক এবং দ্বিপরার্দ্ধিক যে প্রলয় তাহাই প্রাকৃত বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে॥ ২॥

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে ভগবন্! যাহার দ্বিগুণ-পরিমিত কালে প্রাকৃত প্রলয় হয় বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন, সেই পরার্দ্ধ সংখ্যা আমাকে বলুন॥ ৩॥

পরাশর কহিলেন,—হে দ্বিজ! এক হইতে ক্রমশঃ দশগুণ করিয়া গণনা করিলে অষ্টাদশ স্থানেতে পরার্দ্ধ সংখ্যা গণিত হইয়া থাকে॥ ৪॥ কোটি কোটি সহস্র কল্প স্বরূপ সেই পরার্দ্ধকে দ্বিগুণ করিলে যতকাল হয়, সেই পরিমিতকালে প্রাকৃত প্রলয় হইয়া থাকে, সেই সময় অখিল-ব্যক্ত-পদার্থ স্বীয় কারণ অব্যক্তে লয় পাইয়া থাকে। ৫॥ মাত্রামাত্র পরিমাণে মনুষ্যগণের যে নিমেষ কথিত হইয়াছে, তাহার পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠাপরিমিত কাল হয় এবং সেই ত্রিশ কাষ্ঠার এক কলা পরিমিত কাল গণিত হইয়া থাকে। ৬॥ পঞ্চদশ কলাতে এক নাড়িকা হইয়া থাকে, জলের উন্মানের দ্বারা তাহার জ্ঞান হয়॥ ৭॥ সার্দ্ধ-দ্বাদশ পল তাম্র-নির্ম্মিত, মগধদেশ-প্রসিদ্ধ প্রস্থ পরিমাণে উচ্চ, চতুর্মাষ ও চতুরাঙ্গুল সুবর্ণশলাকা দ্বারা নিম্নে কৃত-ছিদ্র একটী পাত্র, জলের উপর রাখিলে, সেই পাত্রটী পরিপূর্ণ হইতে যতকাল লাগে, সেই পরিমিত কালকে নাড়িকা কহা যায়॥ ৮॥ হে দ্বিজসত্তম! সেই দুই নাড়িকায় এক মুহূর্ত্ত হইয়া থাকে, এই প্রকার ত্রিশ মুহূর্ত্তে এক দিবা রাত্রি

হয় এবং ত্রিশদিবারাত্রিতে এক মাস হয়॥ ৯॥ এইরূপ দ্বাদশ মাসে মনুষ্যগণের এক বৎসর হইয়া থাকে, এই এক বৎসরে দেবলোকের একদিবারাত্রি হয় ও এইরূপ তিন শত ষাট দিবারাত্রে দেবগণের এক বৎসর হয়॥১০॥ সেই পরিমিত দ্বাদশ সহস্র বৎসরে মনুষ্য লোকের চারি যুগ পরিগণিত হইয়া থাকে, চারিযুগ সহস্রে ব্রহ্মার এক দিন হয়॥ ১১॥ এই ব্রহ্মার একদিনকে এককল্প কহা যায়। হে মহামুনে! এই এক কল্পে চতুর্দ্দশ মনু উৎপন্ন হইয়া থাকেন। হে মৈত্রেয়! তদনন্তর ব্রাহ্ম নামে নৈমিত্তিক প্রলয় হইয়া থাকে॥ ১২॥ সেই প্রলয়ের স্বরূপ অত্যন্ত উগ্র, আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন. প্রাকৃতলয়ের বিষয় আপনাকে পরে বলিব॥ ১৩॥ চতুর্যুগ সহস্রের পর মহীতল ক্ষীণ হইয়া আসিলে অত্যন্ত কঠোর ও শতবর্ষ অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে॥ ১৪॥ হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তাহাতে অল্পসার যাবতীয় পার্থিব জীবসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়॥ ১৫॥ তদনন্তর সেই অব্যয়াত্মা ভগবান বিষ্ণু, রুদ্ররূপ ধারণ করিয়া প্রলয়ের জন্য আপনাতে প্রজাসমূহকে বিলয় করিবার চেষ্টা করেন॥ ১৬॥ তৎপরে হে মুনিশ্রেষ্ঠ! রুদ্ররূপী সেই ভগবান বিষ্ণু সূর্য্যের সপ্তবিধ রশ্মিতে অবস্থানপূর্ব্বক যাবতীয় জল সমূহকে পান করিয়া থাকেন॥ ১৭॥ যাবতীয় প্রাণী ও ভূমিগত জলসমূহ পান করিয়া সেই মহাপুরুষ পৃথিবীতলকে শোষণ করিতে করিতে নদী বা সমুদ্র, শৈল অথবা শৈল-প্রস্রবণ অথবা পাতালে যে সমস্ত জল আছে, তাহাও শোষণ করিবেন॥ ১৮। ১৯॥ তৎপরে জলপান দ্বারা ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া সূর্য্যের সেই সপ্তরশ্মি সাতটী সূর্য্যরূপে প্রকাশ পাইবে॥ ২০॥ প্রদীপ্ত সেই সপ্ত ভাস্কর ঊর্দ্ধ এবং অধঃস্থিত যাবতীয় ভুবনকে অশেষরূপে দগ্ধ করিবেন॥ ২১॥ তৎপরে সেই প্রদীপ্ত ভাস্করসমূহের দ্বারা দগ্ধ হইয়া ত্রিভুবন জলাভাবে শুষ্ক হইয়া যাইবে॥ ২২॥ সেই সময় ত্রিভুবনস্থিত যাবতীয় বৃক্ষাদি বিশুষ্ক হইয়া যাইয়া একমাত্র বসুধা কূর্ম্ম-পৃষ্ঠের আকারে প্রতিভাসমান হইবে॥ ২৩॥ তৎপরে সমস্ত সংহার করিতে উদ্যত ভগবান বিষ্ণু অনন্তদেবের নিঃশ্বাস-সম্ভূত কালাগ্নি স্বরূপে পাতালসমূহকে ভস্ম করিবেন॥ ২৪॥ তৎপরে সেই কালানল সমস্ত পাতালখণ্ড দগ্ধ করিয়া, ঊর্দ্ধগামী হইয়া পৃথিবীতলকে ভস্মসাৎ করিবে॥ ২৫॥ তাহার পর

জাজ্বল্যমান সুদারুণ সেই অনল ভুবর্লোক সমূহকে দগ্ধ করিয়া স্বর্লোককেও ভস্মসাৎ করিবে॥ ২৬॥ প্রখর-কালানলতেজে বিনষ্ট সমস্ত চরাচর ত্রিভুবন সেই সময়ে একখানি ভর্জ্জন-কটাহের ন্যায় বোধ হইবে॥ ২৭॥ হে মহামুনে! সেই সময়ে লোকদ্বয়-নিবাসী মহাত্মাগণ প্রচণ্ড-অনল-তাপে পীড়িত হইয়া মহর্লোকে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন॥২৮॥ এবং তথায়ও সেই অনলের তাপ হইতে নিস্তার না পাইয়া জনলোকে গমন করিবেন॥ ২৯॥ হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তৎপরে সেই রুদ্ররূপী ভগবান জনার্দ্দন মুখ-নিঃশ্বাস দ্বারা মেঘসমূহকে উৎপন্ন করিবেন॥ ৩০॥ তৎপরে বিদ্যুৎ এবং বজ্রধ্বনি-বিশিষ্ট সম্বর্ত্তক নামে সেই মেঘসমূহ বৃহদাকার হস্তিসমূহের ন্যায় আকাশ-মার্গ ব্যাপ্ত করিবে॥ ৩১॥ কতকগুলি নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, কতকগুলি কুমুদের বর্ণ, কতকগুলি ধূম্রবর্ণ, কতকগুলি পীতবর্ণ॥ ৩২॥ কতকগুলি রাসভ বর্ণ, কতকগুলি অলক্তকের ন্যায় রক্তবর্ণ, কতকগুলি সূর্য্যসদৃশ দীপ্তিশালী, কতকগুলি ইন্দ্রনীল প্রস্তরের তুল্য॥ ৩৩॥ কতকগুলি শঙ্খ ও কুন্দ পুষ্পের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, কতকগুলি কজ্জলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, কতকগুলি ইন্দ্রগোপ তুল্য, কতকগুলি মনঃশিলা সদৃশ॥ ৩৪॥ কতকগুলি চাষপত্র সদৃশ এবং অত্যন্ত গাঢ়তর, কেহ বা বৃহৎ প্রাসাদের আকার, কেহ বা পর্ব্বত সদৃশ বৃহৎ॥ ৩৫॥ কেহ বা অতি উচ্চ শিখর সদৃশ মহাকায়, সেই মেঘসকল বিকট ধ্বনি করিতে করিতে গগণতলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে॥ ৩৬॥ হে বিপ্র! তৎপরে সেই মেঘসমূহ মুষলধারে বারি বর্ষণপূর্ব্বক ত্রিভুবন-ব্যাপী সেই ভয়ঙ্কর অনলকে শান্ত করিবে॥ ৩৭॥ তৎপরে সেই মেঘ-সকল সেই প্রদীপ্ত অনলকে শান্ত করিয়া শত বৎসর পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত ধারে বারি বর্ষণপূর্ব্বক সমস্ত জগৎকে প্লাবিত করিবে॥ ৩৮॥ হে দ্বিজ! সেই মেঘ সমূহ অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ দ্বারা ভূমণ্ডলকে প্লাবিত করিয়া ক্রমে ভুবর্লোক ও স্বর্লোককেও প্লাবিত করিবে॥ ৩৯॥ সেই সময়ে লোকসমূহ অন্ধকারময় হইবে এবং স্থাবর জঙ্গম যাবতীয় পদার্থ বিনষ্ট হইয়া যাইবে, কেবল সেই মেঘসকল শত বৎসরের ও অধিককাল ব্যাপিয়া অবিশ্রান্ত ধারে বারিবর্ষণ করিতে থাকিবে॥ ৪০॥

তৃতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ।

চতুর্থ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—হে মহামুনে! যখন সপ্তর্ষিগণের স্থান পর্য্যন্ত জলমগ্ন হইবে, তখন অখিল ভুবন একটী মহাসমুদ্রের ন্যায় দেখাইবে॥ ১॥ তৎপরে ভগবান বিষ্ণুর মুখ হইতে নিশ্বাসরূপে প্রবল বায়ু সমুৎপন্ন হইয়া, সেই মেঘসকলকে, বিনাশ করিয়া শত বৎসর ব্যাপিয়া প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইবে॥ ২॥ তৎপরে সমস্ত বিশ্বের আদিপুরুষ অনাদি নিধন ভূতভাবন্ বিষ্ণু, সেই বায়ুকে নিঃশেষরূপে পান করিয়া, একাকার সেই সমুদ্র মধ্যে শেষ শয্যায় শয়ন করিবেন॥ ৩। ৪॥ সেই সময়ে জনলোকস্থিত সনকাদি ঋষিগণ সেই মহা প্রভুর স্তব করিবেন এবং ব্রহ্মলোকস্থিত মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ ধ্যান দ্বারা তাঁহার পূজা করিবেন॥ ৫॥ সেই সময়ে পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু, সমস্ত জগতের ব্যাপার হইতে বিশ্রাম লাভ করিয়া, আত্ম-মায়া-স্বরূপা যোগনিদ্রাকে আশ্রয় করিয়া আপনার চিন্তাতেই আপনি নিমগ্ন থাকিবেন॥৬॥ হে মৈত্রেয়! এই নৈমিত্তিক প্রলয়েব অবস্থা আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, যে সময়ে ভগবান জলমধ্যে শয়ন করিয়া থাকেন॥ ৭॥ অখিল বিশ্বের আত্মা সেই মহাবিষ্ণু যখন জাগরিত হন, তখন পুনরায় জগতের সৃষ্টি আরম্ভ হয় এবং যখন সেই মহাপুরুষ যোগ-শয্যায় শায়িত হন, তখন এই সমস্ত সৃষ্টির উপসংহার হইয়া থাকে। ৮॥ চারিযুগ-সহস্রপরিমিত কালে ব্রহ্মার যেমত একদিন কথিত হইয়াছে, সমস্ত জগৎ জলদ্বারা প্লাবিত হইলে সেই পরিমিত কালে তাঁহার এক রাত্রি হয়॥ ৯॥ তার পর রাত্রিশেষে ব্রহ্মা জাগরিত হইয়া পুনরায় সৃষ্টি আরম্ভ করেন॥ ১০॥ এই ভাবে নৈমিত্তিক প্রলয় ও তাহার পর পুনঃ সৃষ্টি হইয়া থাকে। এক্ষণে প্রাকৃ-তিক প্রলয়ের বিষয় শ্রবণ করুন॥ ১১॥

হে মুনে! পূর্ব্বোক্তরূপ অনাবৃষ্টি ও অনলের সম্পর্কে পাতাল প্রভৃতি সমস্ত লোককে নিঃস্নেহ করিয়া মহত্তত্ত্বাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত বিকারসমূহকে ধ্বংস করিবার নিমিত্ত ভগবানের ইচ্ছায় প্রলয়কাল সমুপস্থিত হইলে॥ ১৩॥ প্রথমতঃ জলসমূহ পৃথিবীর গন্ধস্বরূপ গুণকে গ্রাস করিয়া থাকে, যখন পৃথিবী হইতে সমস্ত গন্ধ জলদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া যায়, তখন পৃথিবী বিলয় প্রাপ্ত

হয়॥ ১৪॥ গন্ধ তন্মাত্র বিনষ্ট হইলে পরে পৃথিবী জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়, রস হইতে জল উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং জলকে রসাত্মক জানিবেন॥ ১৫॥ সেই সময়ে জলসমূহ প্রবৃদ্ধ হইয়া, অত্যন্ত বেগে মহাশব্দ করিতে করিতে সমস্ত ভুবনকে প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হয়॥ ১৬॥ তৎপরে জলের গুণ যে রস, অগ্নি তাহাকে শোষণ করিতে আরম্ভ করে, কালক্রমে অগ্নিকর্তৃক শোষিত হইয়া রস তন্মাত্র-বিনষ্ট হইলে, জলসমূহ বিলয় প্রাপ্ত হয়॥ ১৭॥ এবং সেই রসহীন জলসমূহ তেজের মধ্যে প্রবেশ করে এবং সেই তেজ ক্রমশঃ অতিশয় প্রবলরূপ ধারণ করিয়া সমস্ত ভুবনে ব্যাপ্ত হয়॥ ১৮॥ সেই অগ্নি সমস্ত ভুবনের সারভাগ শোষণ করতঃ নিরন্তর তাপ প্রদান করে॥ ১৯॥ উর্দ্ধাধঃ সমস্ত প্রদেশই যখন অগ্নিরদ্বারা দগ্ধ হইয়া যায়, তখন বায়ু সমস্ত তেজের আধার প্রভাকরকে গ্রাস করিয়া থাকে॥ ২০॥ তেজ সমূহ বিনষ্ট হইলে সমস্ত ভুবনই বায়ুময় হইয়া উঠে।২১। এবং তেজ সকল হৃতরূপ হইয়া প্রশান্ত হয়, তখন কেবল প্রবল বায়ুই চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হয় এবং সেই তেজসমূহ বায়ু মধ্যে প্রবেশ করিলে সমস্ত ভুবনই অন্ধকারময় হইয়া যায়॥২২॥ তৎপরে সেই প্রচণ্ড-বায়ু আপনার উৎপত্তি বীজ আকাশকে অবলম্বন করিয়া দশদিকে প্রবাহিত হইয়া বেড়ায়॥২৩॥ ক্রমে বায়ুর গুণ যে স্পর্শ, আকাশ তাহাকে গ্রাস করে এবং বায়ু শান্ত হইয়া যায় এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এবং মূর্ত্তিহীন আকাশের দ্বারাই এই সমস্ত লোক পরিপূর্ণ থাকে॥ ॥২৪॥২৫॥ তখন একমাত্র শব্দই সমস্ত আকাশমণ্ডলকে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করে॥২৬॥ তখন অহঙ্কারতত্ত্ব আকাশের গুণ শব্দ এবং ভৌতিক ইন্দ্রিয় সমূহকে গ্রাস করে॥২৭॥ ক্রমে অহঙ্কারতত্ত্ব ও বুদ্ধি-স্বরূপ মহত্তত্ত্বে বিলয় প্রাপ্ত হইবে॥২৮॥ এবং কালে বুদ্ধিতত্ত্বও স্বীয় কারণ প্রভৃতিতে বিলীন হইয়া যাইবে॥২৯॥ এইরূপে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ আপন আপন প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যাইবে, হে মহামতি মৈত্রেয়! সমস্ত পদার্থকে আবৃত করিয়া এই যে ভূমণ্ডল প্রকাশ পাইতেছে, ইহা জল মধ্যে বিলীন হইয়া যাইবে॥৩০॥ সপ্তদ্বীপ সমুদ্রান্ত গিরি ও কাননের দ্বারা বিশোভিত এই সপ্তলোক যে জলের দ্বারা প্লাবিত হইবে, সে জলও অগ্নি কর্তৃক বিশোষিত হইয়া যাইবে॥৩১॥ এবং সেই

সর্ব্বহর অগ্নিও বায়ুতে এবং বায়ু আকাশে বিলীন হইয়া যাইবে এবং আকাশকেও অহঙ্কার তত্ব এবং তাহাকেও বুদ্ধি গ্রাস করিয়া ফেলিবে ॥৩২॥ হে দ্বিজ! স্বয়ং প্রকৃতি দেবী এই সমুদয়ের সহিত বুদ্ধিতত্ত্বকেও গ্রাস করিবেন ॥৩৩॥ হে মহামুনে! সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণে সাম্য রূপ এবং সমস্ত জগতের যিনি কারণ, তাঁহারই নাম প্রকৃতি, তিনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয় স্বরূপিণী ॥৩৪। ব্যক্ত-স্বরূপা প্রকৃতি সেই অব্যক্তে লয় প্রাপ্ত হয়, হে মৈত্রেয়! এতদ্ব্যতিরিক্ত যে নিত্য শুদ্ধ স্বরূপ সর্ব্বব্যাপী একজন পুরুষ সর্ব্বভূতের অধিষ্ঠাতারূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, তিনি পরমাত্মারই অংশ ॥৩৫॥ যাঁহাতে নাম এবং জাত্যাদির কল্পনা নাই এবং যিনি কেবল জ্ঞান স্বরূপে অবস্থান করিতেছেন ॥৩৬॥ তিনিই পরমব্রহ্ম পরমাত্মা এবং সকলের অধীশ্বর, তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইয়া যোগিগণ আর সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হন না ॥৩৭॥ হে মৈত্রেয়! ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী যে প্রকৃতি এবং পরমাত্মার অংশ স্বরূপ যে পুরুষের বিষয় আপনাকে বলিয়াছি, তাঁহারা উভয়েই এই পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্ত হন ॥৩৮॥ সমস্তের আধার সেই পরমাত্মাই বেদ ও বেদান্তাদিশাস্ত্রে বিষ্ণু বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন ॥৩৯। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ দ্বিবিধ কর্ম্ম বেদে উক্ত হইয়াছে, সমস্ত পুরুষই এই দ্বিবিধ কর্ম্ম দ্বারা সেই পরমাত্মার পূজা করিয়া থাকেন ॥৪০॥ ঋক্, যজুঃ ও সাম বেদোক্ত সমস্ত প্রবৃত্তিরূপ কর্ম্মদ্বারা পুরুষ-শ্রেষ্ঠ সেই যজ্ঞ-পুরুষই পূজিত হইয়া থাকেন ॥৪১। জ্ঞানিগণ জ্ঞান যোগের দ্বারা সেই জ্ঞান মূর্ত্তিরই উপাসনা করিয়া থাকেন এবং যোগিগণ নিবৃত্তি-মার্গেরদ্বারা মুক্তি-ফলপ্রদ সেই বিষ্ণুরই আরাধনা করিয়া থাকেন ॥৪২॥ হ্রস্ব, দীর্ঘ এবং প্লুত রূপ স্বরভেদে যাহা উচ্চারিত হয় এবং যাহা বাক্যের অবিষয়, সে সমস্ত সেই পরম পুরুষের স্বরূপ ॥৪৩॥ সেই অব্যয় মহাপুরুষই ব্যক্ত এবং তিনিই অব্যক্ত এবং সেই বিশ্বাত্মা পরমেশ হরিই বিশ্বরূপে বিরাজ করিয়া থাকেন ॥৪৪॥ ব্যক্তাব্যক্ত-স্বরূপিণী প্রকৃতি এবং পুরুষ, অব্যাহত স্বরূপ ও সর্ব্বব্যাপী সেই পরমাত্মাতেই লয় প্রাপ্ত হয় ॥৪৫। হে মৈত্রেয়! দ্বিপরার্দ্ধ-পরিমিত যে কাল আমি আপনার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছি,তাহা সেই মহাবিষ্ণুর একদিনেই পর্য্যবসিত হয় ॥৪৬॥ সমস্ত জগৎ প্রকৃতিতে ও প্রকৃতি এবং পুরুষ সেই পরমাত্মাতে লীন হইলে, সেই দ্বিপরার্দ্ধ-পরিমিত কালে

তাঁহার একরাত্রি হয় ॥৪৭॥ হে দ্বিজ! যদ্যপি সেই নিত্য পরমাত্মার দিন বা রাত্রি কিছুই নাই; তথাপি সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার শ্রেষ্ঠতা দেখাইবার জন্য এই পরিমাণে তাঁহার দিবা ও রাত্রি কল্পিত হইয়া থাকে ॥৪৮॥ হে মৈত্রেয়! এই প্রাকৃত প্রলয়ের অবস্থা আপনার নিকট কথিত হইল, অতঃপর আত্যন্তিক প্রলয়ের অবস্থা শ্রবণ করুন ॥৪৯॥

ষষ্ঠ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

পঞ্চম অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়! পণ্ডিতব্যক্তি আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়কে জানিয়া, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের দ্বারা আত্যন্তিক লয়কে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১ ॥ আধ্যাত্মিক তাপ, শরীর এবং মানস-ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে শারীর দুঃখ বহুবিধ, তাহা শ্রবণ করুন ॥ ২ ॥ শিরো-রোগ, পীনস, জ্বর, শূল, ভগন্দর, গুল্ম, অর্শ, শ্বাস, শোথ ও ছর্দ্দি প্রভৃতি অনেক প্রকার ॥ ৩ ॥ এবং অক্ষিরোগ, অতীসার, কুষ্ঠ ও জলোদর প্রভৃতি ভেদে শারীর দুঃখ বহুবিধ; এক্ষণে মানস-তাপের বিষয় শ্রবণ করুন ॥ ৪ ॥ কাম, ক্রোধ, ভয়, দ্বেষ, লোভ, মোহ, বিষাদ, শোক, অসূয়া, অবমান, ঈর্ষা ও মাৎসর্য্যাদি হইতে উৎপন্ন ॥ ৫ ॥ মানস-দুঃখও অনেক প্রকার হইয়া থাকে, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ইত্যাদি বহুবিধ দুঃখসমূহকে আধ্যাত্মিক তাপ বলা যায় ॥ ৬ ॥ মৃগ, পক্ষী, মনুষ্য, পিশাচ, উরগ, রাক্ষস এবং সরীসৃপাদি ভূতগণ হইতে মনুষ্যগণের যে দুঃখ উৎপাদিত হইয়া থাকে, তাহার নাম আধিভৌতিক ॥ ৭ ॥ শীত, উষ্ণ, বায়ু, বর্ষা ও বিদ্যুৎ প্রভৃতির দ্বারা যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তাহার নাম আধিদৈবিক ॥ ৮ ॥ হে মুনিসত্তম! এই সমস্ত ব্যতীত, গর্ভবাস, জন্ম, জরা, অজ্ঞান, মৃত্যু এবং নরকাদিতেও সহস্র প্রকার দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥ বহুতর মলের দ্বারা আবৃত গর্ভ মধ্যে সুকুমার-শরীর জন্তুগণ উল্বের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া ভগ্ন পৃষ্ঠ গ্রীবাস্থি অবস্থায় থাকিয়া, অত্যন্ত তাপপ্রদ, অতিশয় অম্ল, কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও

লবণ প্রভৃতি মাতার ভোজনের দ্বারা অতি কষ্টে বর্দ্ধিত হইয়া, হস্তপদাদি সঞ্চালনে অক্ষম ভাবে মল মূত্রের মধ্যে শয়ন করিয়া শ্বাসহীন অথচ সচেতন ভাবে পূর্ব্ব জন্ম সমূহকে স্মরণ করিতে করিতে নিজকর্ম্ম দোষে অতি ক্লেশেই কাল যাপন করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥ তৎপরে জন্মগ্রহণ করিবার সময়, মল মূত্র ও শুক্রশোণিতের দ্বারা পরিলিপ্ত দেহ হইয়া, প্রাজাপত্য বায়ুর দ্বারা অতিশয় পীড়া প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং সেই সময় অতিশয় প্রবল সূতি নামে বায়ু তাহার মুখ অধোদিকে করিয়া দেয়, তৎপরে অতিশয় ক্লেশে জীব মাতার জঠর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥ হে মুনি-সত্তম! জীব জন্ম গ্রহণ করিয়া মূর্চ্ছিত হয়, পরে বাহ্য বায়ুর দ্বারা ক্রমশঃ তাহার চেতন হয় এবং পূর্ব্ব সংস্কারসমূহকে বিস্মৃত হইয়া যায় ॥ ১৬ ॥ তখন সেই জীব কণ্টকের দ্বারা ব্যথিত-গাত্র অথবা বিদারণ-যন্ত্রের দ্বারা বিদারিত একটী কৃমির ন্যায় ভূমিতে পড়িয়া থাকে ॥ ১৭ ॥ তখন তাহার নিজের দেহ চুলকাইতে বা এদিক্ ওদিক্ ফিরিতে শক্তি থাকে না এবং দুগ্ধপান প্রভৃতি তাহার যাহা কিছু আহার, সে সময়ে সমস্তই পরের অধীন থাকে ॥ ১৮ ॥ সেই জীব অশুচি অবস্থায় ভূমিতে সুপ্ত থাকে, কীট ও মশকাদির দ্বারা দংশিত হইলেও তাহার তাহাদিগকে নিবারণ করিবার সামর্থ্য থাকে না ॥ ১৯ ॥ এইরূপ জন্মে ও বাল্যকালে জীব আধিভৌতিকাদি নানাপ্রকার দুঃখ পাইয়া থাকে ॥ ২০ ॥ অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের দ্বারা সমাচ্ছন্ন বিমূঢ় অন্তঃকরণ নর আমি কোথা হইতে আসিয়াছি, আমি কে, কোথায়ই বা গমন করিব এবং আমার স্বরূপই বা কি, এ সমস্তের কিছুই জানিতে পারে না ॥ ২১ ॥ কোন্ বন্ধনে আমি সংসার কারাগারে আবদ্ধ রহিয়াছি, ইহার কোন কারণ আছে, অথবা অকারণেই এই দুঃখ রাশি ভোগ করিতেছি, আমার কি কর্ত্তব্য, কি বা অকর্ত্তব্য, কি বা আমার বাচ্য, আর কিই বা অবাচ্য ॥ ২২ ॥ কি কর্ম্ম, কিই বা অধর্ম্ম, কি ভাবেই বা কোন পন্থা অবলম্বন করিব এবং কোন্ কার্য্যে দোষ বা কোন্ কার্য্যে গুণ ॥ ২৩ ॥ এবম্বিধ বহুবিধ ভাবনায় কেবল শিশ্নোদরপরায়ণ সুতরাং; পশুর সমান মূঢ় ব্যক্তিগণ অজ্ঞানজনিত নানাবিধ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

হে দ্বিজ! অজ্ঞান তমোগুণের স্বভাব এবং প্রবৃত্তিসমূহই কার্য্যের আর-

স্তক, সুতরাং অজ্ঞানিব্যক্তিদিগের ক্রমশঃ কর্ম্মলোপ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে॥ ২৫॥ কর্ম্মলোপ, নিবন্ধন নরকপ্রাপ্তি হয়, ইহাই মহর্ষিগণ কহিয়াছেন, কাজেই অজ্ঞান ব্যক্তিরা ইহকাল এবং পরকালে কেবল দুঃখই ভোগ করিয়া থাকে। ২৬। ক্রমে জীব জরাকর্ত্তৃক জর্জরিত হইলে তাহার অবয়ব সকল শিথিল, দন্ত সকল বিগলিত, মাংস-সমূহ লোল এবং স্নায়ু ও শিরার দ্বারা আবৃত হয়॥ ২৭। এবং চক্ষুর তারা কোটর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া যায়, নাসিকা-বিবর হইতে লোমসমূহ বাহিরে আসিয়া পড়ে এবং দেহ সর্ব্বদা কাঁপিতে থাকে॥ ২৮॥ দেহের যাবতীয় অস্থি প্রায় প্রকাশ পায় এবং দেহ ক্রমশঃ কুব্জ হইয়া আসে, সেই সময় জঠরের অগ্নি প্রায় নির্ব্বাণ হইয়া যায়; সুতরাং আহার কমিয়া আসে এবং শরীরের চেষ্টাসকলও ক্রমশঃ কমিয়া যায়। ২৯। তখন অক্ষপ্রায় সেই জীব অতি কষ্টে ভ্রমণ, উত্থান, শয়ন এবং উপবেশন করিতে সমর্থ হয় না। ও তাহার মুখ হইতে অনবরত লালা নিঃসৃত হয়॥ ৩০। এবং ইন্দ্রিয়গণ আর তাহার আয়ত্ত না থাকায়, সে সময়ে সে সর্ব্বপ্রকারেই মৃত্যুতে উন্মুখ হয় এবং তৎক্ষণে অনুভূত পদার্থও আর স্মরণ করিতে পারে না॥ ৩১। একটীমাত্র কথা কহিয়াই অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে এবং শ্বাস ও কাশের জ্বালায় নিদ্রাসুখ হইতে একপ্রকার বঞ্চিত হয়॥ ৩২॥ অন্য কেহ ধরিলে তবে উঠিতে বা বসিতে পারে এবং ভৃত্য, পুত্র, স্ত্রী প্রভৃতি সকলেরই অবমানের পাত্র হয়। ৩৩॥ তখন সে সমস্ত শৌচ-ক্রিয়া-রহিত হইয়া কেবল বিহারে ও আহারে সস্পৃহ হইয়া পরিজনগণেরও হাস্যের আস্পদ হয় এবং সমস্ত স্বজনকেই ক্লেশ প্রদান করে॥ ৩৪॥ যৌবন আচরিত বিষয়সকল জন্মান্তর-বিচেষ্টিতের ন্যায় স্মরণ করিয়া নিতান্ত দুঃখে দীর্ঘনিঃশ্বাস সকল পরিত্যাগ করে॥৩৫॥ বৃদ্ধাবস্থায় এই সমস্ত দুঃখ ভোগ করিয়া মৃত্যুকালে যে সকল ক্লেশ পায়, তাহাও শ্রবণ কর॥ ৩৬। গ্রীবা, হাঁটু ও হস্ত ভাঙ্গিয়া যায়, শরীর অত্যন্ত কাঁপিতে থাকে, বারম্বার মূর্চ্ছিত হয় এবং ক্ষণে ক্ষণে অল্প অল্প জ্ঞানের সঞ্চার থাকে।৩৭॥ সেই সময় আমার এই ঐশ্বর্য্য, ধান্য, পুত্র, ভার্য্যা, ভৃত্য, গৃহ প্রভৃতি আমার অভাবে কি প্রকারে থাকিবে, এই প্রকার মমতায় আকুল হইয়া। ৩৮॥ কঠোর করাত সদৃশ মর্ম্ম-

ভেদী মহারোগরূপ যমের নিদারুণ শরসমূহের দ্বারা দেহের অস্থি-বন্ধন সকল বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে॥ ৩৯॥ এবং নয়নদ্বয় ঘুরিতে থাকে, তালু, কণ্ঠ, ওষ্ঠ শুষ্ক হইয়া যায়। তখন জীব যাতনায় কেবল বারম্বার হাত পা ছুঁড়িতে থাকে॥ ৪০॥ ক্রমে দোষসমূহের দ্বারা নিরুদ্ধ-কণ্ঠ হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসের দ্বারা নিতান্ত পীড়িত হইয়া পড়ে এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণার যাতনায় নিতান্ত ক্লেশ পাইতে থাকে॥ ৪১॥ তার পর যমকিঙ্করগণের প্রবল পীড়নে সে ক্লেশ হইতে অতিকষ্টে নিস্তার পাইয়া নরকভোগের নিমিত্ত যাতনা-দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ৪২॥ মরণকালে প্রণিগণের এই সমস্ত এবং অন্যান্য অনেক প্রকার দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে, মৃত্যুর পরে তাহারা নরকে যে সমস্ত দুঃখ প্রাপ্ত হয় তাহা শ্রবণ কর॥ ৪৩॥

প্রথমতঃ যমকিঙ্করেরা পাশ-দ্বারা বন্ধন করিয়া দণ্ডের দ্বারা তাড়ন করে, তৎপরে যমের দর্শন হয় এবং নানাবিধ ভয়ঙ্কর মার্গসকল অবলোকন করিতে হয়॥৪৪॥ হে দ্বিজ! তপ্ত-বালুকা, অগ্নি, যন্ত্র ও শস্ত্রাদিদ্বারা অতিশয় ভীষণ নরকমধ্যে যে সমস্ত দুঃসহ যাতনা ভোগ করিতে হয়, তাহা শ্রবণ কর॥৪৫॥ করাতের দ্বারা বিদারিত, উষামধ্যে খনিত, কুঠারের দ্বারা কর্ত্তিত, ভূগর্ভে নিখনিত, শূলের উপর আরোপিত, ব্যাঘ্রের মুখমধ্যে প্রবিষ্ট, গৃধ্রসমূহ কর্ত্তৃক ভক্ষিত, হস্তিগণ কর্ত্তৃক পদতলে নিপাড়িত, তপ্ত তৈল মধ্যে নিক্ষিপ্ত, ক্ষার ও কর্দ্দমের দ্বারা ক্লিষ্ট, উচ্চ হইতে নীচে পতিত এবং ক্ষেপযন্ত্রদ্বারা দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া, নারকিগণ নরকে যে সমস্ত যাতনা প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহা গণনা করিতে পারা যায় না॥ ৪৬।৪৭।৪৮।৪৯॥ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কেবল নরকেই যে দুঃখ আছে, তাহা নহে, স্বর্গবাসিগণও পতনভয়ে সুখে কাল যাপন করিতে পারেন না॥৫০॥ তৎপরে পুনরায় জীব গর্ভমধ্যে প্রবেশ করিয়া জন্মগ্রহণ করে এবং পুনরায় সেইভাবে মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হইয়া থাকে॥ ৫১॥ কেহবা জন্মগ্রহণ করিয়াই, কেহ বা বাল্যকালে, কেহ বা যৌবনে, কেহ বা প্রৌঢ় বয়সে এবং কেহ বা বৃদ্ধ হইয়া নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। এবং যেমত কার্পাস তুলাসমূহের দ্বারা কার্পাস বীজ ব্যাপ্ত থাকে, তদ্রূপ জীব যাবজ্জীবনই নানাবিধ দুঃখের দ্বারা ব্যাপ্ত থাকে॥৫৩॥ অর্থের নাশ, অর্জ্জন ও পালনে এবং ইষ্টের বিপত্তিতেও মনুষ্যগণের নানা

প্রকার দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ৫৪॥ হে মৈত্রেয়! যে সকল পদার্থ মনুষ্যের প্রীতিকর বোধ হয়, তৎসমস্তই পরিণামে দুঃখের কারণ হইয়া উঠে॥ ৫৬॥ স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য, গৃহ, ক্ষেত্র এবং ধনাদি দ্বারা মনুষ্যের যত পরিমাণে ক্লেশ উৎপন্ন হয়, তদপেক্ষা সুখের ভাগ অতি অল্পই হইয়া থাকে॥ ৫৬॥ এই সমস্ত সংসার দুঃখরূপ সূর্য্যতাপে তাপিত চিত্ত মানবগণের মুক্তির পদচ্ছায়া ব্যতীত আর কুত্রাপি সুখ হয় না॥ ৫৭॥ গর্ভ, জন্ম জরা প্রভৃতি স্থানে সমুৎপন্ন এই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক ভগবৎ প্রাপ্তিই পরম ঔষধ বলিয়া পণ্ডিতগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন॥ ৫৮। ৫৯॥ অতএব পণ্ডিত ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা ভগবৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত যত্ন করিবেন, হে মহামুনে! কর্ম্ম এবং জ্ঞান উভয়ই সেই ভগবৎপ্রাপ্তির হেতু॥ ৬০॥ জ্ঞান দুই প্রকার, এক আগম ও দ্বিতীয় বিবেক হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, শব্দ ব্রহ্ম আগমের দ্বারা এবং বিবেকের দ্বারা পরম ব্রহ্মকে জানা যায়॥ ৬১॥ প্রদীপ যেমন অন্ধকারকে নষ্ট করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ আগমের দ্বারা শব্দময় ব্রহ্মকে জানিলে অজ্ঞান কতক পরিমাণে ধ্বংস হয়, কিন্তু বিবেকের দ্বারা পরম ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে সমস্ত অজ্ঞান মিটিয়া যায়; যেমন সূর্য্য প্রকাশিত হইলে সমস্ত অন্ধকার ধ্বংস হইয়া থাকে॥ ৬২॥ এতৎসম্বন্ধে মনু ও বেদের তাৎপর্য্য স্মরণ করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহাও তোমাকে কহিতেছি, শ্রবণ কর॥ ৬৩॥ ব্রহ্ম দুইপ্রকার জানিবে, প্রথম শব্দময় ও দ্বিতীয় পরম, প্রথম শব্দ ব্রহ্মকে জানিলে, তবে পরম ব্রহ্মকে জানিতে পারে॥৬৪॥ বিদ্যাও দুই প্রকার কর্ম্ম ও জ্ঞানরূপ, ইহাই আথর্ব্বণী-শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, পরাবিদ্যা দ্বারা অক্ষর ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইয়া থাকে ও ঋগ্বেদাদিময়ী বিদ্যাই পরা॥ ৬৫॥ অব্যক্ত, অজর, অচিন্ত্য, নিত্য, অব্যয়, অনির্দ্দেশ্য, অপরূপ, হস্ত পদাদিবিবর্জ্জিত, বিভু, সর্ব্বগত, ভূতসমূহের উৎপত্তি-বীজ অথচ অকারণ, ব্যাপ্য ও ব্যাপক প্রভৃতি সর্ব্বরূপেই মুনিগণ যাঁহাকে জ্ঞান চক্ষুর দ্বারা দর্শন করিয়া থাকেন, তিনিই পরম ব্রহ্ম, মোক্ষাভিলাষি-ব্যক্তিগণ তাঁহাকেই ধ্যান করিয়া থাকেন, তিনিই বেদেতে অতি সূক্ষ্ম ও বিষ্ণুর পরম পদ বলিয়া কথিত হইয়াছেন॥ ৬৬॥ ৬৭॥ ৬৮॥ পরমাত্মার সেই মূর্ত্তিই ভগবৎ শব্দের বাচ্য এবং ভগবৎ শব্দই সেই আদি ও অক্ষর পরমাত্মার বাচক॥৬৯॥ এইরূপ যথার্থ স্বরূপে

সমধিগততত্ত্ব মুনিগণের যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই পরম এবং তাহা বেদময় ॥৭০॥ হে দ্বিজ! সেই পরমব্রহ্ম শব্দের অগোচর হইলে, তাঁহার পূজার জন্য তাঁহাকে ভগবৎ শব্দ দ্বারা কীর্ত্তন করা যায় ॥৭১॥ হে মৈত্রেয়! বিশুদ্ধ এবং সর্ব্ব কারণের কারণ, মহাবিভূতিশালী সেই পরমব্রহ্মেতেই ভগবৎ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে ॥৭২॥ ভগবৎ শব্দের ভকারের দুইটী অর্থ, প্রথম তিনিই সকলের ভরণ কর্ত্তা ও সমস্তের আধার এবং গকারের অর্থ গময়িতা (অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্ম ও জ্ঞানের ফলের প্রাপক) ও স্রষ্টা এই দুই প্রকার ॥৭৩॥ সমগ্র ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, যশঃ, শ্রী এবং জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয়টীর নাম ভগ ॥৭৪॥ এবং অখিলের আত্মভূত সেই পরমাত্মায় ভূতগণ অবস্থান করিতেছে, বকারের দ্বারা এই অর্থই লাভ হইয়া থাকে ॥৭৫॥ হে সাধুশ্রেষ্ঠ! এবংবিধ অর্থসম্পন্ন ভগবৎ এই মহান্ শব্দ পরম ব্রহ্মস্বরূপ সেই বাসুদেব ব্যতিরিক্ত অন্য কুত্রাপিও প্রযুক্ত হয় না ॥৭৬॥ সেই পরমব্রহ্মই এই ভগবৎ শব্দ সার্থকতা লাভ করিয়া থাকে, অন্যত্র ইহা প্রযুক্ত হইলে নিরর্থক হয় ॥৭৮॥ ভূত সমূহের উৎপত্তি, প্রলয়, অগতি, গতি এবং বিদ্যা ও অবিদ্যাকে তিনি জানেন এই জন্য তাঁহাকে ভগবান্ বলা যায় ॥৭৮॥ জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও তেজঃ প্রভৃতি সদ্‌গুণসমূহই ভগবৎ শব্দের বাচ্য ॥ ৭৯ ॥ সমস্ত ভূতগণ সেই পরমাত্মাতে বাস করিতেছে এবং সকলের আত্মস্বরূপ সেই বাসুদেব সমস্ত ভূতেই বাস করিতেছেন ॥৮০। পুরাকালে কেশিধ্বজ, খাণ্ডিক্য-জনক কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাকে বাসুদেব নামের যথার্থ অর্থ এইরূপ কহিয়াছিলেন, যে হেতুক সমস্ত ভূতগণ তাঁহাতে বাস করিতেছে এবং তিনি সমস্ত ভূতেই, জগতের ধাতা ও বিধাতারূপে অবস্থান করিতেছেন, সেই নিমিত্তই সেই প্রভুর নাম বাসুদেব। ৮১॥ ॥ ৮২ ॥ হে মুনে! সেই পরমাত্মা, স্বয়ং সমস্ত আবরণ হইতে মুক্ত থাকিয়া অখিলের আত্মারূপে সর্ব্বভূতের প্রকৃতি বিকার, গুণ ও দোষসমূহ এবং ত্রিভুবনে যাহা কিছু আছে, তাহা সমস্তই ব্যাপিয়া রহিয়াছেন ॥ ৮৩। সমস্ত কল্যাণ গুণের স্বরূপ সেই পরমাত্মা স্বীয় শক্তির কণামাত্রের দ্বারা ভূতবর্গকে আবৃত করিয়া, আপন ইচ্ছায় বহুবিধ শরীর পরিগ্রহ করতঃ জগতের অশেষরূপে কল্যাণ সাধন করিতেছেন ॥ ৮৪ ॥ যিনি তেজ, বল, ঐশ্বর্য্য এবং মহাবোধশালী এবং স্বীয়বীর্য্য ও শক্তি প্রভৃতির

একমাত্র আধার ও পরাৎপর এবং যে পরমেশ্বরে ক্লেশ প্রভৃতি নাই, তিনি ঈশ্বর এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপ, তিনিই ব্যক্ত স্বরূপ এবং তিনিই অব্যক্তরূপ, তিনিই সকলের প্রভু ও সর্ব্বত্রগামী, তিনিই সর্ব্ববেত্তা ও সমস্তের শক্তি-স্বরূপ এবং তাঁহারই নাম পরমেশ্বর॥ ৮৫॥ ॥ ৮৬॥ যাহার দ্বারা, নির্দ্দোষ, বিশুদ্ধ, নির্ম্মল ও একরূপ সেই পরমেশ্বরকে দেখিতে বা জানিতে পারা যায় তাহারই নাম জ্ঞান এবং তাহাই পরাবিদ্যা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এবং ইহার বিপরীত যে তাহার নাম অজ্ঞান ও তাহাকেই অপরা বিদ্যা বলা যায়॥ ৮৭॥

পঞ্চম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—স্বাধ্যায় ও সংযমের দ্বারা সেই পুরুষোত্তমকে দেখিতে পাওয়া যায়, এই উভয়েই ব্রহ্ম-প্রাপ্তির কারণ বলিয়া ইহারাও ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ১। স্বাধ্যায় হইতে যোগকে অবলম্বন করিবে ও যোগ হইতে স্বাধ্যায়কে অবলম্বন করিবে, স্বাধ্যায় ও যোগরূপ সম্পত্তির দ্বারা পরমাত্মা প্রকাশিত হইয়া থাকেন॥ ২। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য স্বাধ্যায় ও যোগ উভয়ই চক্ষুঃ স্বরূপ, এই চর্ম্ম চক্ষুর দ্বারা তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। ৩।

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে ভগবন্! যোগকে জানিতে পারিলে আমি পরমেশ্বরকে দেখিতে পাইব; সেই যোগ কি, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করিতেছি; আপনি বলুন॥ ৪॥

পরাশর কহিলেন,—পূর্ব্বে কেশিধ্বজ, মহাত্মা খাণ্ডিক্য জনককে যোগের বিষয় যেরূপ কহিয়াছিলেন, তাহা আমি তোমাকে বলিতেছি। ৫।

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে ব্রাহ্মন্! খাণ্ডিক্যক এবং কেশিধ্বজই বা কে ছিলেন এবং কি প্রকারেই বা উভয়ের যোগসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করুন। ৬।

পরাশর কহিলেন,—পূর্ব্বকালে ধর্ম্মধ্বজ নামে একজন নৃপতি ছিলেন, তাঁহার পুত্র মিতধ্বজ, ও কৃতধ্বজ, কৃতধ্বজ। অতিশয় জ্ঞাননিষ্ঠ ছিলেন॥ ৭॥ হে দ্বিজ! কৃতধ্বজের পুত্র কেশিধ্বজ, এবং মিতধ্বজের খাণ্ডিক্য জনক নামে পুত্র ছিলেন। ৮॥ পৃথিবীর মধ্যে খাণ্ডিক্য কর্ম্ম-মার্গে অতিশয় নিপুণ হইয়াছিলেন এবং কেশিধ্বজ অধ্যাত্ম-বিদ্যায় অতিশয় নিপুণ ছিলেন॥ ৯॥ এই উভয়েরই পরস্পরের প্রতি অতিশয় বিজিগীষা ছিল। কালে কেশিধ্বজ কর্ত্তৃক খাণ্ডিক্য রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া পুরোহিত ও মন্ত্রিগণের সহিত অল্পমাত্র পরিজন লইয়া রাজ্য হইতে দূরে দুর্গম অরণ্যে বাস করিয়াছিলেন॥ ১০॥ ১১॥ কেশিধ্বজ নৃপতি জ্ঞান-নিষ্ঠ হইয়াও অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যু হইতে নিস্তার পাইবার জন্য বহুতর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন॥ ১২॥

হে যোগিশ্রেষ্ঠ! একদা বিজনবনে এক উগ্র শার্দ্দূল যোগেমগ্ন সেই রাজার ধর্ম্মধেনুকে হত্যা করিয়াছিল॥ ১৩॥ তৎপরে রাজা ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক ধেনু হত হইয়াছে জানিতে পারিয়া, আপনারা এবিষয়ে কি প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেন, এই কথা পুরোহিতগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন॥ ১৪॥ আমরা জানি না, আপনি কশেরুকে জিজ্ঞাসা করুন, পুরোহিতগণ এই উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, কশেরুও জিজ্ঞাসিত হইয়া নৃপতিকে বলিয়াছিলেন যে, হে রাজেন্দ্র! আমি এ বিষয় জানি না, আপনি ভার্গব শুনককে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি জানিতে পারেন। তৎপরে নৃপতি শুনকের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহাতে শুনক যাহা উত্তর করিয়াছিলেন, হে মৈত্রেয়! তাহা শ্রবণ কর॥ ১৫॥ ॥১৬॥ হে রাজন্! কশেরু বা আমি অথবা অন্য কেহ সম্প্রতি পৃথিবীতে এ বিষয়ের জ্ঞাত নহে, তোমার শত্রু একমাত্র খাণ্ডিক্যই এ বিষয় বিশেষরূপে অবগত আছেন, যিনি তোমার দ্বারা পরাজিত হইয়াছেন। ১৭॥ তৎপরে কেশিধ্বজ কহিলেন—হে মুনে! আমি প্রায়শ্চিত্ত জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আমার শত্রুর নিকট গমন করিতেছি, যদি সে আমাকে হত্যা করে, তাহা হইলেও আমি যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইব॥ ১৮॥ অথবা যদি সে জিজ্ঞাসিত হইয়া আমাকে ইহার যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তের বিষয় বলে, তাহা হইলেও সম্পূর্ণরূপেই আমার যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে।১৯॥

পরাশর কহিলেন,—এই কথা বলিয়া মহামতি সেই নৃপতি কৃষ্ণাজিন ধারণপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া যেখানে খাণ্ডিক্য বাস করিতেছিলেন, সেই বনে গমন করিলেন ॥২০॥ এদিকে খাণ্ডিক্য আপনার শত্রু কেশিধ্বজকে আগমন করিতে দেখিয়া চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ করিয়া ধনুক সজ্জিত করত কহিয়াছিলেন ॥ ২১ ॥

খাণ্ডিক্য কহিলেন,—তুমি কৃষ্ণাজিন ধারণ করিয়াছ, সুতরাং তোমাকে আমি বধ করিব না, এই ভাবিয়া কৃষ্ণাজিনের কবচ ধারণ করিয়া আমাকে বধ করিতে আসিয়াছ ॥ ২২ ॥ হে মূঢ়! যে সমস্ত মৃগের প্রতি তুমি ও আমি শাণিত বাণসমূহ নিক্ষেপ করিয়াছি, তাহাদের পৃষ্ঠে কি কৃষ্ণাজিন ছিল না? ॥ ২৩ ॥ সেই আমি তোমাকে অবাধেই হত্যা করিব, তোমার জীবন থাকিতে আমার হস্ত হইতে মুক্ত হইবে না, যেহেতুক হে দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি আমার রাজ্য হরণ করিয়া পরম আততায়ী শত্রুরূপে পরিণত হইয়াছ ॥ ২৪ ॥

কেশিধ্বজ উত্তর করিলেন,—আমার কোন সংশয় আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্যই আপনার এখানে আসিয়াছি, আমি আপনাকে হত্যা করিতে আসি নাই, অতএব আপনি ক্রোধ এবং বাণ পরিত্যাগ করুন ॥ ২৫ ॥

পরাশর কহিলেন,—তারপর মহামতি সেই খাণ্ডিক্য পুরোহিত ও মন্ত্রিগণের সহিত একান্তে মন্ত্রণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ মন্ত্রিগণ তাঁহাকে কহিলেন, যখন শত্রু আপনার বশে আসিয়াছে, তখন তাহাকে বধ করাই কর্ত্তব্য, কারণ শত্রু বিনষ্ট হইলে সমস্ত পৃথিবী আপনার বশীভূত হইবে ॥ ২৭ ॥ খাণ্ডিক্য তাঁহাদিগকে কহিলেন, সত্য বটে এ হত হইলে সমস্ত পৃথিবী আমার বশীভূত হইবে ॥ ২৮ ॥ কিন্তু ইহার পরলোক জয় হইবে ও আমার সমস্ত পৃথিবীই হইবে, যদি আমি ইহাকে বধ না করি, তাহা হইলে আমারই পরলোক জয় হইবে এবং উহার বসুন্ধরা মাত্র থাকিবে। পরলোক জয় হইতে পৃথিবীর আধিপত্য আমার বিবেচনায় অধিক বোধ করি না ॥ ২৯ ॥ পরলোকে জয় অনন্তকালের নিমিত্ত এবং মহীজয় অতি অল্পদিনেরই জন্য; সুতরাং আমি ইহাকে বধ করিব না; বরং এ যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছে, তাহার যথার্থ উত্তর প্রদান করি ॥ ৩০ ॥

পরাশর কহিলেন,—তৎপরে খাণ্ডিক্য জনক সেই শত্রু কেশিধ্বজের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, আপনার যাহা জিজ্ঞাস্য আছে, সমস্ত জিজ্ঞাসা করুন, আমি তাহার উত্তর প্রদান করিতেছি। ৩১ ॥

পরাশর কহিলেন,—হে দ্বিজ! তৎপরে সেই কেশিধ্বজ নৃপতি যেরূপ ধর্ম্মধেনু বধ হইয়াছে, তাহা কহিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৩২॥ হে দ্বিজ! তৎপরে সেই খাণ্ডিক্য জনক কেশিধ্বজকে সেই গোবধের যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত কহিয়াছিলেন। ৩৩। মহাত্মা খাণ্ডিক্যের নিকট প্রায়শ্চিত্তের বিধান জানিয়া এবং তাঁহার অনুমতি লইয়া কেশিধ্বজ নৃপতি যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইয়া ক্রমশঃ সমস্ত ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন। ৩৪ ॥ কালক্রমে যজ্ঞ-সমাপ্তির পর অবভৃথ স্নানে কৃতকৃত্য হইয়া সেই নৃপতি ভাবিতে লাগিলেন ॥ ৩৫। আমি সমস্ত ঋত্বিকগণের যথাবিধি পূজা ও সদস্যগণকে যথাবিধি সম্মান করিয়াছি এবং অর্থিগণও আমার নিকট যাহার যাহা অভিরুচি তাহা পাইয়াছে। ৩৬। ইহলোকের যাহা কর্ত্তব্য, সে সমস্তই আমার নিষ্পন্ন হইয়াছে, তথাপি আমার চিত্ত অপ্রসন্ন অবস্থায় কেন রহিয়াছে? ॥ ৩৭ ॥ এইরূপ অনেক ভাবিতে ভাবিতে সেই মহীপতি স্মরণ করিলেন যে, আমি এখনও খাণ্ডিক্যকে গুরুদক্ষিণা প্রদান করি নাই। ৩৮। হে মৈত্রেয়! তৎপরে সেই নৃপতি পুনরায় রথে আরোহণ করিয়া যেখানে খাণ্ডিক্য ছিলেন, সেই দুর্গম গহনে গমন করিলেন। ৩৯ ॥ খাণ্ডিক্যও পুনরায় তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া বধ করিবার অভিলাষে সশস্ত্র হইয়া রহিলেন। তখন কেশিধ্বজ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন ॥ ৪০। হে খাণ্ডিক্য! আমি তোমার কোন অপকার করিতে এখানে আসি নাই, সুতরাং তুমি ক্রোধ করিও না, গুরুদক্ষিণা প্রদান করিবার জন্যই তোমার নিকট আসিয়াছি ॥ ৪১ ॥ তোমার উপদেশেতে আমার যজ্ঞ সম্যক্‌রূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহাতেই তোমাকে গুরুদক্ষিণা প্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেছি, যাহা ইচ্ছা চাইতে পার। ৪২ ॥

পরাশর কহিলেন,—তৎপরে খাণ্ডিক্য আপন মন্ত্রিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কেশিধ্বজ আমাকে গুরুদক্ষিণা প্রদান করিতে আসিয়াছে, ইহার নিকট কি প্রার্থনা করা যাইবে। ৪৩ ॥ মন্ত্রিগণ উত্তর করিলেন,

হে রাজন্! আপনি ইহার নিকট সমস্ত রাজ্য প্রার্থনা করুন, সৈন্যগণকে ক্লেশ স্বীকার না করাইয়া কৃতী ব্যক্তিরা রাজ্যই প্রার্থনা করিয়া থাকেন॥ ৪৪॥ তখন মহামতি খাণ্ডিক্য তাঁহাদের বাক্যে হাস্য করিয়া কহিলেন, মাদৃশ ব্যক্তিগণ কি প্রকারে স্বল্প-কাল-ভোগ্য মহীরাজ্য প্রার্থনা করিবে॥৪৫॥ আপনারা সমস্ত সাধনেই আমাকে পরামর্শ দিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু পরমার্থ কি এবং তাহা কি প্রকারে সাধিত হয়, তাহা আপনারা বিশেষ রূপে জানেন না॥ ৪৬॥

পরাশর কহিলেন,—মন্ত্রিগণকে এই কথা বলিয়া খাণ্ডিক্য কেশিধ্বজ নৃপতির নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, তুমি নিশ্চয়ই কি আমাকে গুরুদক্ষিণা প্রদান করিবে?॥ ৪৭॥

পরাশর কহিলেন,—কেশিধ্বজ উত্তর করিলেন, আমি নিশ্চয়ই দিব; তখন খাণ্ডিক্য বলিলেন,—অধ্যাত্মবিজ্ঞানরূপ-পরামার্থ বিষয়ে আপনি অতি বিচক্ষণ॥ ৪৮॥ যদি আপনি গুরুদক্ষিণা দিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন, তবে যে কর্ম্ম করিলে সমস্ত ক্লেশের শান্তি হয়, তাহা আমাকে বলুন॥ ৪৯॥

ষষ্ঠ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

সপ্তম অধ্যায়।

কেশিধ্বজ কহিলেন,— আমার নিকট আপনি কেন নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রার্থনা করিলেন না, কারণ ক্ষত্রিয় সন্তানের রাজ্যলাভ ব্যতীত আর কোন পদার্থ ত অতি প্রিয় নহে॥ ১॥

খাণ্ডিক্য কহিলেন,—হে কেশিধ্বজ! মূর্খগণ যাহার জন্য সর্ব্বদা লোলুপ, এমত বিশাল সাম্রাজ্য কেন প্রার্থনা করি নাই, তাহা শ্রবণ কর॥ ২॥ ক্ষত্রিয়-গণের প্রজাপালন ও ধর্ম্মযুদ্ধে রাজ্যের শত্রু-সমূহকে বধ করাই ধর্ম্ম॥ ৩॥ আমার রাজ্য ত তুমি অপহরণ করিয়াছ, সুতরাং তাহার অপালন জন্য দোষ, আমাতে কিছুই নাই; কিন্তু রাজ্য গ্রহণ করিয়া তাহা ন্যায়মার্গে পালন করিতে না পারিলে, পাপেরই ভাগী হইতে হইবে॥ ৪॥ রাজোচিত ছত্র চামরাদি ভোগের জন্য আমার এই দুষ্ট-রাজ্য-স্পৃহা কেবল অধর্ম্মেরই

অনুগমন করিতেছে না, ইহা অর্থ-শাস্ত্রেরও অনুসরণ করিতেছে। ৫॥ যাচ্ঞা ক্ষত্রিয়বান্ধবের ধর্ম্ম নহে, ইহাই সাধুলোকের মত; এই নিমিত্ত আমি অবিদ্যার অন্তর্গত রাজ্য প্রার্থনা করি নাই। ৬॥ অহঙ্কাররূপ মদিরাপানে উন্মত্ত এবং মমত্বাকৃষ্টচিত্ত-মূঢ়-ব্যক্তিগণই রাজ্যে লুব্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু মাদৃশ ব্যক্তি ইহা প্রার্থনা করেন না। ৭॥

পরাশর কহিলেন,—কেশিধ্বজ নৃপতি খাণ্ডিক্যের বাক্যে প্রহৃষ্ট হইয়া সাধুবাদ প্রদান করিলেন এবং সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন হে, খাণ্ডিক্য জনক! আমার বাক্য শ্রবণ করুন। ৮। আমি প্রজাপালনাদি অবিদ্যার ক্রিয়ার দ্বারা কাম ক্রোধাদি হইতে বিমুক্তি পাইবার আশায় রাজ্য-পালন ও বহুতর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি এবং ভোগের দ্বারা পুণ্যসমূহেরও ক্ষয় করিতেছি। ৯। হে কুলনন্দন! ভাগ্যক্রমে আপনার মন বিবেকসম্পন্ন হইয়াছে, আপনি অবিদ্যার স্বরূপ কিঞ্চিৎ শ্রবণ করুন॥ ১০॥ অনাত্মে আত্মবুদ্ধি এবং যাহা আপনার নহে, তাহা আপনার বলিয়া বোধ করা এই দুইটীই অবিদ্যা তরুর বীজ। ১১॥ কুমতিজীব মোহরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া, পঞ্চভূতাত্মক দেহেই আত্মবুদ্ধি করিয়া থাকে। ১২। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং পৃথিবী হইতে আত্মা যখন পৃথক্‌রূপে অবস্থান করিতেছেন, তখন কোন্ বুদ্ধিমান্ এই পঞ্চভূতাত্মকলেবরকে আত্মা বলিয়া ভাবনা করে? ॥ ১৩। এবং কোন্ প্রাজ্ঞব্যক্তি সেই শরীরের দ্বারা উপভোগ্য গৃহক্ষেত্র প্রভৃতিকে আপনার বলিয়া বিবেচনা করে? ॥ ১৪ ॥ নিজের দেহ যখন আপনার নহে, তখন তাহার দ্বারা উৎপাদিত পুত্র পৌত্রাদিতেই বা কোন্ পণ্ডিতব্যক্তি মুগ্ধ হইয়া থাকেন? ॥ ১৫। মনুষ্য, দেহের উপভোগের জন্যই সমস্ত কর্ম্ম করিয়া থাকে, সেই দেহ যখন আত্মা হইতে ভিন্ন, তখন তাহাতে জীবের আত্মবুদ্ধি কেবল সংসারে আবদ্ধ হইবার জন্য॥ ১৬। যেমন মৃত্তিকা ও জললেপন দ্বারা মৃন্ময় গৃহকে রক্ষা করিতে হয়, তদ্রূপ এই পার্থিবদেহ অন্ন ও জলের বলে রক্ষিত হইয়া থাকে॥ ১৭। যখন পঞ্চভূতাত্মক ভোগের দ্বারা পঞ্চভূতময় এই শরীরই আপ্যায়িত হইতেছে, তখন জীবের ইহাতে গর্ব্ব নিরর্থক। ১৮। জন্ম জন্ম সংসার-পদবীতে ভ্রমণ করতঃ বাসনারূপ ধূলির দ্বারা ধূসরিত হইয়া জীব কেবল মোহরূপ পরিশ্রমই প্রাপ্ত

হইতেছে। ১৯। জ্ঞানরূপ উষ্ণবারির দ্বারা যখন তাহার সেই ধুলি প্রক্ষালিত হয়, তখন সংসারপথিক-জীবের মোহ-ভ্রম নিবৃত্তি হয়। ২০। মোহ-ভ্রম অপগত হইলে জীবের অন্তঃকরণ সুস্থ হয় এবং নিরতিশয় সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ২১। জ্ঞানময় এই বিমল আত্মা সর্ব্বদাই মুক্তরূপে অবস্থান করিতেছেন, দুঃখ অজ্ঞান প্রভৃতি মলসমূহ প্রকৃতির ধর্ম্ম, কিন্তু আত্মার নহে। ২২। হে মুনে! যেমন স্থালীস্থিত জলের অগ্নির সহিত সম্বন্ধ না থাকিলেও, স্থালীসম্পর্ক নিবন্ধন উষ্ণতা প্রভৃতি গুণ উৎপন্ন হইয়া থাকে; ॥ ২৩ ॥ তদ্রূপ প্রকৃতির সংসর্গেই সেই অব্যয় আত্মা অভিমানাদির দ্বারা দূষিত হইয়া প্রাকৃতিক ধর্ম্মসমূহকে ভোগ করিয়া থাকেন। ২৪। হে প্রভো! অবিদ্যার বীজ এই আপনার নিকট কীর্ত্তিত হইল, এই ক্লেশসমূহকে ক্ষয় করিতে যোগ্য ব্যতিরিক্ত আর অন্য কোন উপায় নাই। ২৫।

খাণ্ডিক্য কহিলেন,—হে যোগবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ! মহাভাগ কেশিধ্বজ, আপনি সেই যোগের স্বরূপ আমাকে বলুন, এই বিস্তৃত নিমিবংশে আপনিই বিশেষরূপে যোগশাস্ত্রের অর্থ জানিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

কেশিধ্বজ কহিলেন,—যে যোগ অবলম্বন করিয়া মুনিজন ব্রহ্মলয় প্রাপ্ত হইয়া, সংসারে আর পুনরাবৃত্ত হন না, হে খাণ্ডিক্য! আমি সেই যোগের স্বরূপ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ২৭। মনই মনুষ্যগণের বন্ধ ও মুক্তির কারণ, মন যখন বিষয়ে আসক্ত হয়, তখন বন্ধের এবং যখন বিষয় পরিত্যাগ করে, তখন মুক্তির কারণ হইয়া থাকে। ২৮ ॥ জ্ঞানী মুনিজন বিষয় হইতে মনকে সমাহৃত করিয়া মুক্তির জন্য ব্রহ্মস্বরূপ পরমেশ্বরের চিন্তা করিবেন ॥২৯ হে মুনে! যেমত চুম্বক প্রস্তরেরদ্বারা লৌহ আকৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ ব্রহ্ম এই ভাবে চিন্তিত হইলে স্বভাবতই যোগাকে আত্মভাবে আকৃষ্ট করি থাকেন ॥ ৩০। মনের এই প্রকার গতি আপনারই যত্নসাপেক্ষ, ব্রহ্মে সেই মনোগতির সংযোগের নামই যোগ॥ ৩১। যাহার যোগ এতাদৃ ধর্ম্মের দ্বারা আক্রান্ত, সেই ব্যক্তিকেই যোগী ও মুমুক্ষু বলা যায়। ৩২ প্রথমতঃ যোগী যখন যোগযুক্ত হয়, তখন তাহাকে যুঞ্জমান বলা গিয়া থাকে ক্রমশঃ সমাধি সম্পন্ন হইলে তাহার ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ৩৩। পূর্ব্বো যুঞ্জমান যোগীর মন যদি বিঘ্ন দোষে দূষিত না হয়, তাহা হইলে অভ্যা

বলে জন্মান্তরে তাহার মুক্তি হইয়া থাকে। ৩৪। কিন্তু সমাধিসম্পন্ন যোগী সেই জন্মেই মুক্তি পাইয়া থাকেন, যে হেতুক যোগাগ্নির দ্বারা তাঁহার সমস্ত অদৃষ্ট অচিরেই দগ্ধ হইয়া যায়॥ ৩৫। যোগী স্বীয় মনকে তত্ত্বজ্ঞানের উপযোগী করিবার জন্য নিষ্কাম হইয়া ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ও অপরিগ্রহ প্রভৃতি নিয়ম অবলম্বন করিবেন। ৩৬। এবং সংযতচিত্ত হইয়া স্বাধ্যায়, শৌচ, সন্তোষ এবং তপস্যা করিবেন ও মনকে সতত পরব্রহ্ম-চিন্তায় নিযুক্ত রাখিবেন। ৩৭॥ পাঁচ প্রকার সংযমের সহিত এই পাঁচ প্রকার নিয়ম কথিত হইল, সকাম হইয়া ইহাদের সেবা করিলে বিশেষ ফল লাভ হয় এবং নিষ্কাম ভাবে সেবা করিলে ইহারা মুক্তি প্রদান করিয়া থাকে॥ ৩৮। ভদ্রাসনাদীর কোন একটী আসন অবলম্বনপূর্ব্বক গুণবান্ যতি ব্যক্তি, যম ও নিয়মসম্পন্ন হইয়া সংযতচিত্তে, যোগ অভ্যাস করিবেন। ৩৯॥ যাহা অভ্যাস-বলে প্রাণনামক বায়ুকে বশীভূত করে, তাহার নাম প্রাণায়াম, এবং তাহা সবীজ ও নির্বীজ ভেদে দুইপ্রকার জানিবে॥ ৪॥ যখন প্রাণ ও অপান বায়ু সন্নিধানের দ্বারা পরস্পরকে অভিভব করে, তখন উভয়ের সংযমহেতুক কুম্ভক নামে তৃতীয় প্রাণায়াম হইয়া থাকে॥ ৪১॥ হে দ্বিজোত্তম! যোগী যখন প্রথম প্রাণায়াম অভ্যাস করে, তখন ভগবানের স্থূলরূপ তাহার চিত্তের আলম্বন হয়॥ ৪২॥ ক্রমশঃ যোগী প্রত্যাহারপরায়ণ হইয়া শব্দাদি বিষয় নিবহে অনুরক্ত ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহপূর্ব্বক চিত্তের অনুচারী করিবেন॥ ৪৩॥ তাহাতে অতি চঞ্চল-স্বভাব ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হইয়া থাকে, তাহারা অবশ থাকিলে যোগী যোগসাধনে সমর্থ হন না। ৪৪॥ প্রাণায়ামের দ্বারা বায়ুকে ও প্রত্যাহারের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া শুভ-অবলম্বনে চিত্তকে সুস্থির করিবে॥ ৪৫॥

খাণ্ডিক্য কহিলেন,—হে মহাভাগ! যাহাকে অবলম্বন করিয়া চিত্তদোষসমূহকে নষ্ট করে, চিত্তের সেই শুভ-আশ্রয় কি তাহা আমাকে বলুন॥ ৪৬॥

কেশিধ্বজ কহিলেন,—হে রাজন্! ব্রহ্মই চিত্তের সেই শুভ-আশ্রয় এবং তাহা স্বভাবতঃ দুইপ্রকার মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত, যাহাকে পর ও অপর বলা যায়॥৪৭॥ হে রাজন্! এই জগতে তিনপ্রকার ভাবনা হইয়া থাকে, তাহা শ্রবণ করুন,— এক ব্রহ্ম প্রথম ভাবনা, দ্বিতীয় কর্ম্মভাবনা, এবং তৃতীয়-ব্রহ্মকর্ম্ম উভয় ভাবনা

৪৮॥ ৪৯॥ হে ব্রহ্মন্! সনন্দন প্রভৃতি ঋষিগণ ব্রহ্মভাবনাযুক্ত থাকেন এবং দেবতা হইতে স্থাবর ও চর সমস্তই কর্ম্মভাবনা করিয়া থাকে॥ ৫০॥ হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতিতে কর্ম্ম ও ব্রহ্ম উভয় বিধই ভাবনা আছে, যাহার যেমন বোধ ও অধিকার, তাহার সেইরূপই ভাবনা হইয়া থাকে॥৫১॥ হে রাজন্! ভেদজ্ঞানের হেতু কর্ম্মসমূহ যখন অক্ষীণ অবস্থায় থাকে, তখনই জীবগণের বিশ্ব ও পরমাত্মায় ভেদ জ্ঞান হইয়া থাকে॥ ৫২॥ যে জ্ঞানে সমস্ত ভেদ বিলয় প্রাপ্ত হয় এবং যাহা সত্তা মাত্র ও বাক্যের অগোচর এবং যাহাকে কেবল আত্মাই জানিতে পারে, সেই জ্ঞানের নামই ব্রহ্মজ্ঞান॥ ৫৩॥ রূপহীন বিষ্ণুর, সেই নিত্য ও পরমরূপ এবং তাহা সমস্ত বিশ্বরূপ হইতে বিভিন্নরূপ॥ ৫৪॥ প্রথমতঃ যোগী ব্যক্তি সেই পরমরূপ চিন্তা করিতে সমর্থ হন না বলিয়াই পরমাত্মার বিশ্বগোচর স্থূল রূপই চিন্তা করিবেন॥ ৫৫॥

হে রাজন্,—হিরণ্য গর্ভ, ইন্দ্র, প্রজাপতি, বায়ু, বসু, রুদ্র, ভাস্কর, নক্ষত্র, গ্রহ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ এবং দৈত্য প্রভৃতি সমস্ত দেবযোনি ও মনুষ্য, পশু, শৈল, সমুদ্র; নদী ও বৃক্ষ প্রভৃতি অশেষ ভূতনিবহ ও তাহাদের কারণসমূহ এবং প্রধান আদি বিশেষ পর্য্যন্ত একপাদ, দ্বিপাদ, বহুপাদ অথবা অপাদ চেতন অথবা অচেতন স্বরূপ এই সমস্তই ভাবনা ত্রিতয়াত্মক পরমাত্মার মূর্ত্তরূপ॥ ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯॥ এই চরাচর সমস্ত বিশ্বই পরব্রহ্ম স্বরূপ বিষ্ণুর শক্তিসমন্বিত॥৬০॥ শক্তি তিন প্রকার, পরা বিষ্ণুশক্তি, অপরা ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি এবং তদন্যকর্ম্ম নামে অবিদ্যা শক্তি, যাহার দ্বারা আবৃত হইয়া সর্ব্বব্যাপী ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি ও সংসারের তাপসমূহকে ভোগ করিয়া থাকে॥ ৬২॥ হে রাজন্! সেই অবিদ্যা শক্তির দ্বারা তিরোহিত বলিয়াই ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি সমস্ত ভূতেই তারতম্য ভাবে লক্ষিত হইয়া থাকে॥ ৬৩॥ প্রাণহীন পদার্থসমূহে অত্যন্ত অল্প পরিমাণে, স্থাবর পদার্থে তাহা হইতে কিছু অধিক পরিমাণে, ততোধিক সরীসৃপে, ততোধিক পক্ষিকুলে, পক্ষি হইতে অধিক মৃগসমূহে, মৃগ হইতে অধিক পশুকুলে, পশুগণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে মনুষ্যে, মনুষ্য অপেক্ষা অধিক পরিমাণে নাগ গন্ধর্ব্ব, যক্ষ প্রভৃতি দেবতাসমূহে, দেবগণ হইতে অধিক পরিমাণে ইন্দ্রে, ইন্দ্র হইতে অধিক পরিমাণে প্রজাপতিতে, এবং প্রজাপতি হইতেও অধিক

পরিমাণে হিরণ্যগর্ভে, সেই ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে। হে রাজন্! এই সমস্তই সেই অশেষরূপ ভগবানের রূপ, যেহেতুক এ সমস্তেই আকাশের ন্যায় তাঁহার শক্তি দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে। হে মহামতে! অতঃপর সেই বিষ্ণুর যেরূপ যোগিগণ ধ্যান করিয়া থাকেন, সেই দ্বিতীয়রূপের বিষয় শ্রবণ করুন॥ ৬৪—৬৮॥ বুধগণ ব্রহ্মের সেই রূপকে সৎ ও অমূর্ত্ত বলিয়া থাকেন, যেরূপে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত শক্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে॥ ৬৯॥ এইরূপই বিশ্বরূপের স্বরূপ; এতদ্ ব্যতিরিক্ত, আরও অনেকরূপ আছে, হে জনেশ্বর! দেবতা, তির্য্যক্ ও মনুষ্যাদির চেষ্টাবিশিষ্ট, যে সমস্ত রূপ ভগবান্ জগতের উপকারের জন্য আপন ইচ্ছায় পরিগ্রহ করিয়া থাকেন, এই সমস্তরূপে তাঁহার যে অব্যাহত চেষ্টা, তাহা কর্ম্মাধীন নহে॥৭০॥ ॥৭১॥ হে রাজন্! যোগযুক্ত ব্যক্তি চিত্তের বিশুদ্ধির জন্য সমস্ত পাপবিনাশন-বিশ্বরূপের সেইরূপ চিন্তা করিবেন॥ ৭২॥ যেমন বায়ু-সম্বর্দ্ধিত ঊর্দ্ধশিখ অগ্নি শুষ্ক তৃণকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ চিত্তস্থিত ভগবান্ বিষ্ণু যোগিগণের পাপরাশি ভস্ম করিয়া থাকেন॥ ৭৩॥ অতএব সমস্ত শক্তির আধার সেই পরমেশ্বরে চিত্ত সংস্থান করিবেন, তাহারই নাম বিশুদ্ধ ধারণা॥ ৭৪॥

হে রাজন্! সর্ব্বব্যাপী আত্মারও আশ্রয়, ভাবনাত্রয়ের অতীত, সেই পরমাত্মাই যোগিগণের মুক্তির জন্য চিত্তের শুভ অবলম্বন॥ ৭৫॥ হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! অন্যান্য যে সকল কর্ম্ম যোনি দেবতাগণ চিত্তের আশ্রয় হন, তাঁহারা সকলেই অবিশুদ্ধ॥ ৭৬॥ ভগবানের এই মূর্ত্তরূপ চিত্তকে অন্যান্য বিষয় হইতে নিস্পৃহ করিয়া থাকে, চিত্ত যেহেতুক সেইরূপে ধারিত হয়, এই জন্যই ইহার নাম ধারণা॥ ৭৭॥ হে নরাধিপ! সেই অনাধার বিষ্ণুতে চিত্ত ধারণ করিতে পারে না, সুতরাং তাঁহার যে মূর্ত্তরূপ চিন্তা করা উচিত, তাহা শ্রবণ করুন॥ ৭৮॥ সুন্দর ও প্রসন্নবদন, পদ্মপত্র সদৃশ নয়ন, শোভন কপোলদেশ, ললাট সুবিশাল ও উজ্জ্বল, সমকর্ণের অন্তভাগ পর্য্যন্ত বিন্যস্ত সুন্দর কর্ণ-ভূষণ, সুন্দর গ্রীবা, সুবিস্তীর্ণ ও শ্রীবৎস-চিহ্নাঙ্কিত বক্ষঃস্থল, ত্রিবলীর ভঙ্গীদ্বারা নতনাভি উদরের দ্বারা বিশোভিত আজানুলম্বিত অষ্টভুজ অথবা চতুর্ভুজ, সমভাবে অবস্থিত উরু ও জঙ্ঘা, সুস্থির পদ ও করকমল, নির্ম্মল পীত-বসনধারী, সুন্দর কিরীট ও কটকাদি অলঙ্কারে বিভূষিত, শাঙ্গ,

শঙ্খ, গদা, খড়্গ, চক্র, অক্ষ এবং বলয়যুক্ত ভগবানের পবিত্র বিষ্ণুমূর্ত্তিকে যোগী মনঃসংযমপূর্ব্বক তদগত-চিত্ত হইয়া যে পর্য্যন্ত দৃঢ় ধারণা না হয়, তাবৎ চিন্তা করিবেন॥ ৭৯—৮৪॥ কোন স্থানে গমন বা অবস্থান বা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কোন কর্ম্ম করিবার সময়েও যখন যোগীর চিত্ত হইতে সেই রূপ অবগত না হইবে, তখন ধারণা সিদ্ধ হইয়াছে জানিবেন॥ ৮৫॥ তার পরে জ্ঞানি ব্যক্তি, শঙ্খ, গদা, চক্র, ও শার্ঙ্গাদিবিরহিত, অক্ষসূত্রবিশিষ্ট ভগবানের প্রশান্তমূর্ত্তি ধ্যান করিবে॥ ৮৬॥ সেই মূর্ত্তিতেও ধারণা স্থির হইলে কিরীট কেয়ূর প্রভৃতি ভূষণরহিত ভগবানের মূর্ত্তি ধ্যান করিবে॥ ৮৭॥ তৎপরে সেই ভগবন্মূর্ত্তির এক একটী অবয়ব চিন্তা করিবে, তাহাতে ধারণা পরিপক্ক হইলে যোগী অবয়বিতে প্রণিধানপর হইবেন॥ ৮৮॥ বিষয়ান্তরে স্পৃহাশূন্য এবং পরমাত্মার রূপ মাত্রাবভাসিনী অবিচ্ছিন্ন জ্ঞানধারার নাম ধ্যান, হে রাজন্! এই ধ্যান যম প্রভৃতি ছয় প্রকার অঙ্গের দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে॥ ৮৯॥ ধ্যেয় পদার্থের সমস্ত কাল্পনিক অংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক মনের দ্বারা স্বরূপমাত্রের যে জ্ঞান, তাহার নাম সমাধি এবং এই সমাধি ধ্যানের দ্বারা নিষ্পাদ্য॥ ৯০॥ হে রাজন্! সমাধির উত্তরকালে ভগবৎস্বরূপ সাক্ষাৎকাররূপ এক মাত্র বিজ্ঞান পরব্রহ্মরূপ প্রাপ্যবিষয়ের প্রাপক এবং পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ ভাবনাবিহীন আত্মাই প্রাপনীয়॥ ৯১॥ মুক্তির প্রতি জীব কারণ এবং জ্ঞান কারণ এই উভয়ের দ্বারাই মুক্তিরূপ কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, মুক্ত হইলে সেই জীব কৃতকৃত্য হয় এবং সংসারের যাতায়াত হইতে নিবৃত্তি পায়॥ ৯২॥ সেই পরমাত্মার ভাবনায় নিমগ্ন জীব পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হয়, তাঁহার অজ্ঞান-নিবন্ধনই ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে॥ ৯৩॥ সমস্ত পদার্থের ভেদ জনক জ্ঞান আত্যন্তিক বিনাশ প্রাপ্ত হইলে, বস্তুতঃ অসৎ আত্মা ও ব্রহ্মের যে ভেদ, তাঁহা আর কে ভাবিয়া থাকে? ॥ ৯৪॥ হে খাণ্ডিক্য! এই আপনাকে সংক্ষেপ ও বিস্তাররূপে মহাযোগ বলিলাম, আপনার আর কি করিব বলুন॥ ৯৫॥

খাণ্ডিক্য কহিলেন,—যখন মহাযোগ আমার নিকট প্রকাশ করিলেন, তখন আপনি আমার সকলই করিয়াছেন, যেহেতুক আপনার উপদেশে

আমার চিত্তের সমস্ত মল বিনষ্ট হইয়াছে। ৯৬। "আমার" বলিয়া আমি যাহা বলিতেছি, তাহা সমস্তই মিথ্যা, তাহার সন্দেহ নাই; হে নরেন্দ্র! অজ্ঞানী ব্যক্তিরা একথা বলিতেও পারে না। ৯৭। "আমি" "আমার" এ সমস্তই অবিদ্যা, অথচ ইহার দ্বারা ব্যবহার হইয়া থাকে, পরমার্থ আলাপের বিষয় নহে, কারণ তাহা বাক্যের অগোচর। ৯৮। হে কেশিধ্বজ! আপনি যখন আমাকে মুক্তিপ্রদ যোগ বলিলেন, তখন ইহাতে আমার সমস্ত উপকার করিলেন, এক্ষণে আপনার কল্যাণের নিমিত্ত আপনি গমন করুন। ৯৯॥

পরাশর কহিলেন,—হে ব্রাহ্মন্! তারপর কেশিধ্বজ নৃপতি খাণ্ডিক্য কর্ত্তৃক যথাযোগ্য পূজার দ্বারা পূজিত হইয়া আপনার পুরে আগমন করিয়াছিলেন। ১০০॥ খাণ্ডিক্যও আপন পুত্রকে রাজা করিয়া, ভগবানে চিত্ত নিবেশপূর্ব্বক যোগসিদ্ধির নিমিত্ত গহনবনে গমন করিয়াছিলেন।১০১॥ পরে খাণ্ডিক্যরাজা যমাদি সাধনদ্বারা পরমেশ্বরচিন্তায় রত থাকিয়া নির্ম্মল ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১০২॥ কেশিধ্বজ নৃপতিও মুক্তিরজন্য আপন অদৃষ্টক্ষয়ে উন্মুখ হইয়া বহুতর বিষয় ভোগ ও নিষ্কামভাবে কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ১০৩॥ এবং অভিলষিত ভোগ সমূহের দ্বারা ক্ষীণপাপ, সুতরাং নির্ম্মলচিত্ত হইয়া আত্যন্তিক তাপক্ষয়ফলাসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥ ১০৪॥

সপ্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

অষ্টম অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—তৃতীয় প্রলয়ের বিষয় এই সম্যক্‌রূপে কথিত হইল, ইহারই নাম বিমুক্তি, ইহাতেই জীবগণ শাশ্বত ব্রহ্মস্বরূপে আত্যন্তিকরূপে লয় প্রাপ্ত হয়। ১। তোমাকে আমি সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ মন্বন্তর ও বংশানু-চরিত প্রভৃতির বিষয় বলিলাম। ২॥ এই বিষ্ণুপুরাণ সমস্ত পাপ বিনাশ করে এবং সকল শাস্ত্র হইতে ইহা বিশিষ্ট ও মোক্ষের সাধক॥ ৩। তোমাকে শ্রবণে উৎসুক দেখিয়া যথাবৎ বর্ণন করিলাম, আর কি বলিতে হইবে, জিজ্ঞাসা কর বলিতেছি। ৪।

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে ভগবন্! যাহা আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, সে সমস্তই আপনি বলিলেন। আমি ইহা ভক্তির সহিতই শ্রবণ করিয়াছি, আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নাই। ৫। আমার সমস্ত সন্দেহ মিটিয়াছে। হে মুনে! আপনার প্রসাদে আমার মন নির্ম্মল হইয়াছে ও আমি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় জানিতে পারিতেছি॥ ৬॥ হে গুরো! চারিপ্রকার রাশি ও ত্রিবিধ শক্তি আমি জানিয়াছি; তিনপ্রকার ভাবভাবনাও সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়াছি। ৭॥ হে দ্বিজ! আপনার কৃপায় জানিয়াছি যে, এই সমস্ত জগৎ বিষ্ণু হইতে ভিন্ন নয় অতএব আমার আর জানিবার বিষয় কিছু নাই॥ ৮॥ হে মহামুনে! আপনার কৃপায় আমি কৃতার্থ হইয়াছি, আমার সন্দেহ সকল অপগত হইয়াছে, বর্ণ-ধর্ম্ম প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্ম আছে, সে সমস্তও বিদিত হইয়াছি॥ ৯॥ প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত ভেদে সমস্ত কর্ম্মই আমি জানিয়াছি, হে বিপ্রপ্রবর! আপনি প্রসন্ন থাকুন, আমার আর কোন জিজ্ঞাস্য নাই॥ ১০॥ হে গুরো! এই সমস্ত পুরাণ-কথনে আমার দ্বারা আপনি যে ক্লেশ পাইলেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা ক্ষমা করুন; সাধুলোকের পুত্র ও শিষ্যে কিছু বিশেষ নাই॥ ১১॥

পরাশর কহিলেন,—এই যে তোমাকে বেদার্থসম্মত পুরাণ বলিলাম, ইহা শ্রবণ করিলে সমস্ত দোষ-জন্য পাপরাশি প্রশান্ত হয়। ১২॥ ইহাতে আমি তোমাকে সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিতের বিষয় বিস্তার রূপে বলিয়াছি। ১৩॥ ইহাতে দেব, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, যক্ষ, বিদ্যাধর, সিদ্ধ, অপ্সরাগণ ও ভাবিতাত্মা তপস্যানিরত মুনিগণ কীর্ত্তিত হইয়াছেন এবং পুরুষগণের চারিবর্ণের আচার-ব্যবহার, বিশুদ্ধ-চরিত্র মনুষ্যগণ, পৃথিবীর পুণ্য প্রদেশ, পবিত্র নদী, সমুদ্র, পুণ্য-জনক পর্ব্বতসমূহ, জ্ঞানিগণের চরিত, বর্ণধর্ম্ম ও বেদ-ধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, যে সমস্ত শ্রবণ করিলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়॥ ১৪—১৭॥ জগতের সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের হেতু, অব্যয়, সর্ব্বভূতময় ও সকলের আত্মস্বরূপ ভগবান্ হরির বিষয় কথিত হইয়াছে। ১৮। মনুষ্য যদৃচ্ছাক্রমে যাঁহার নাম কীর্ত্তন করিলে সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্তি লাভ করে। ১৯॥ হে মৈত্রেয়! অগ্নি যেমন ধাতুসমূহের মল বিনাশ করে, তদ্রূপ যাঁহার নাম কীর্ত্তিত হইয়া পাপ-

সমূহকে নিঃশেষরূপে বিনষ্ট করিয়া থাকে, একবার মাত্র যাঁহার নাম স্মরণ করিলে মানবগণের অতি উগ্রনরক-যন্ত্রণা-প্রদ কলিকৃত পাপ তৎক্ষণাৎ বিলয় প্রাপ্ত হয়, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! হিরণ্যগর্ভ, দেবরাজ ইন্দ্র, রুদ্র, আদিত্য, অশ্বী, বায়ু, কিন্নর, বসু, সাধ্য, বৈশ্বদেব প্রভৃতি দেবতা, যক্ষ, রক্ষ, সিদ্ধ, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, দানব, অপ্সরা, তারা, নক্ষত্র, গ্রহ, সপ্তর্ষি, ধিষ্ট্যা, ধিষ্ট্যাধিপতি, ব্রাহ্মণাদি মনুষ্য, পশু, মৃগ, সরীসৃপ, বিহঙ্গ, প্রেত প্রভৃতি বৃক্ষ, বন,পর্ব্বত, সাগর, সরিৎ, পাতাল, পৃথিবী প্রভৃতি এবং শব্দাদি বিষয় সমূহের সহিত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড, মেরুতুল্য যে ভগবানের রেণু সদৃশ এবং যাঁহার স্বরূপে প্রকাশ পাইতেছে, সর্ব্ব, সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বস্বরূপ অথচ রূপ-বর্জ্জিত ও পাপ-প্রণাশন সেই ভগবান্ বিষ্ণু ইহাতে কীর্ত্তিত হইয়াছেন॥ ১৯—২৭॥ হে মুনিশ্রেষ্ঠ! অশ্বমেধ যজ্ঞান্তে অবভৃথ স্নান করিলে যে ফল লাভ হয়, এই পুরাণ সমস্ত শ্রবণ করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়॥ ২৮॥ প্রয়াগ, পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র ও অর্ব্বুদে উপবাস করিলে যে ফল লাভ হয়, এই পুরাণ শ্রবণ করিলে মনুষ্য সেই ফল পাইয়া থাকে॥ ২৯॥ সম্যক্-প্রকারে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিলে এক বৎসরে যে ফল লাভ হয়, একবার মাত্র ইহা শ্রবণ করিলে সেই ফল পাওয়া যায়॥ ৩০॥ মানব নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে স্নান এবং মথুরায় শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া যে উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হয়, হে বিপ্রর্ষে। ভগবানে মন অর্পণ করতঃ যে ব্যক্তি ভক্তির সহিত এই পুরাণ কীর্ত্তন করে, সেও সেই পরমা গতি প্রাপ্ত হয়॥ ৩১। ৩২॥ হে মুনিসত্তম! জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া মথুরায় যমুনাসলিলে স্নান করতঃ মানব, সমাহিত হইয়া সম্যক্ প্রকারে বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিলে, অবিকল অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ॥ ৩৩। ৩৪॥ অন্যান্য উন্নতিশীল পুরুষগণের সম্পদ্ অবলোকন করিয়া পিতৃগণ স্বীয় বংশধরগণকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়া থাকেন যে, আমাদের কুলে কি এমন কোন ব্যক্তি উৎপন্ন হইবে, যে মথুরা ক্ষেত্রে জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে উপবাসপূর্ব্বক যমুনা সলিলে স্নান করতঃ ভগবান্ বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে; যাহাতে আমরাও এই প্রকার সম্পদ্ ও সংসার হইতে নিস্তার পাইব॥ ৩৫—৩৭॥ জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্ল-

দ্বাদশীতে ভাগ্যবানের বংশধরগণই বিষ্ণুর পূজা করিয়া যমুনায় পিণ্ড প্রদান করিয়া থাকে॥ ৩৮॥ সেইদিনে মথুরায় সমাহিত হইয়া বিষ্ণুর অর্চ্চনা-পূর্ব্বক যমুনা সলিলে স্নান করিয়া পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করতঃ পিতৃগণকে উদ্ধার করিয়া মনুষ্য যে ফল লাভ করে, এই পুরাণের একটীমাত্র অধ্যায় ভক্তির সহিত শ্রবণ করিলে তাদৃশ ফল লাভ হয়। ৩৯॥ ৪০॥ এই পুরাণ সংসার-ভীত ব্যক্তিগণের পরিত্রাণের অতি উৎকৃষ্ট উপায় এবং ইহা মনুষ্যগণের দুঃস্বপ্ন বিনাশ ও সমস্ত দোষের শান্তি করিয়া থাকে॥ ৪১॥ পুরাকালে ব্রহ্মা ঋভুকে এই আর্ষ পুরাণ বলিয়াছিলেন। ঋভু, প্রিয়ব্রতকে ও প্রিয়ব্রত, ভাগুরীকে ও ভাগুরি, স্তবমিত্রকে এবং স্তবমিত্র, দধীচিকে বলিয়াছিলেন, দধীচি সারস্বতকে, স্বারস্বত ভৃগুকে, ভৃগু পুরুকুৎসকে, পুরুকুৎস নর্ম্মদাকে, নর্ম্মদা ধৃতরাষ্ট্র নাগ ও পুরণকে, তাঁহাবা দুইজনে নাগরাজ বাসুকিকে, বাসুকি বৎসকে, বৎস অশ্বতরকে, অশ্বতর কম্বলকে ও কম্বল এলাপত্রকে বলিয়াছিলেন। তৎপরে বেদশিরাঃ মুনি পাতালে আগমন করিয়া এই পুরাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তিনি প্রমতিকে, প্রমতি বুদ্ধিমান্ জাতুকর্ণকে, জাতুকর্ণ অন্যান্য পুণ্যশীল মহাত্মাগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন, বশিষ্ঠের বরদানে আমারও ইহা স্মৃতি পথারূঢ় হইয়াছে। হে মৈত্রেয়! আমিও তোমাকে ইহা যথাবৎ বলিলাম, তুমিও কলির শেষে শমীককে এই পুরাণ বলিবে॥৪২—৪৯॥ হে দ্বিজ! যে ব্যক্তি কলিকল্মষ-নাশন ও পরমগুহ্য এই পুরাণ শ্রবণ করে, সে সমস্ত দোষ হইতে বিমুক্ত হয়॥ ৫০॥ যে ব্যক্তি প্রত্যহ এই পুরাণ শ্রবণ করিবে—পিতৃপক্ষ, মনুষ্য ও সমস্ত দেবগণের স্তব করিলে যে ফল হয়, সে তাহা প্রাপ্ত হইবে॥ ৫১॥ কপিলা গোদান-জনিত পুণ্য অত্যন্ত দুর্লভ, কিন্তু যে ব্যক্তি এই পুরাণের দশ অধ্যায় শ্রবণ করিবে, সে নিঃসন্দেহ সেই ফল প্রাপ্ত হইবে॥ ৫২॥ সমস্ত জগতের আধার, আত্মার আশ্রয়, সর্ব্বময়, জ্ঞান ও জ্ঞেয় স্বরূপ, আদি ও অন্ত রহিত, অমরগণের হিতকর বিষ্ণুকে মনে চিন্তা করতঃ যে পুরুষ এই পুরাণ সম্পূর্ণ শ্রবণ করিবে, সে অবিকল অশ্বমেধযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই॥৫৩॥ যে পুরাণে আদি মধ্য ও চরাচর-গুরু ভগবান্, অন্তে ব্রহ্মজ্ঞানময় অচ্যুত এবং অখিল জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা,

পরমসিদ্ধি-স্বরূপ সেই হরি কীর্ত্তিত হইয়াছেন, মনুষ্য, ভক্তির সহিত পরম-পবিত্র সেই পুরাণ শ্রবণ, পাঠ বা ধারণ করিলে যে ফল প্রাপ্ত হয়, সমস্ত ভুবনে কিছুতেই সে ফল নাই॥ ৫৪॥ যাঁহাতে মতি স্থির রাখিতে পারিলে নরকে যাইতে হয় না ও যাঁহার চিন্তায় স্বর্গপ্রাপ্তি ও বিঘ্নতুল্য বোধ হয়, যাঁহাতে আত্ম ও মন সমর্পণ করিলে ব্রহ্ম-লোকও তুচ্ছ বোধ হয় এবং যিনি নির্ম্মলচিত্ত-পুরুষগণের চিত্তে অধিষ্ঠিত হইয়া মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন, সেই ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিলে পাপরাশি বিলয় প্রাপ্ত হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি?॥ ৫৫॥ যজ্ঞবিৎ কর্ম্মিগণ নিরন্তর যজ্ঞের দ্বারা যাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন, জ্ঞানিগণ পরাপর ব্রহ্মরূপে যাঁহার ধ্যান করিয়া থাকেন, যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে জীবের জন্ম, মৃত্যু, বৃদ্ধি, হ্রাস প্রভৃতি কিছুই থাকে না এবং যিনি সদসৎস্বরূপ নহেন, অর্থাৎ পিতৃপুত্রাদিরূপ কার্য্যকারণভাবে মায়াবন্ধনে বদ্ধ নহেন; সেই বিষ্ণুর নাম ব্যতিরেকে মানবগণ আর কি শ্রবণ করিবে?॥ ৫৬॥ যে অনাদিনিধন ভগবান্ পিতৃরূপে কব্য এবং দেবরূপে বিধিপূর্ব্বক হব্য গ্রহণ করিতেছেন এবং মানিগণের মান যে ব্রহ্ম-স্বরূপ সর্ব্বশক্তিনিলয়ের পরিচ্ছেদ করিতে সমর্থ হয় না, সেই ভগবান্ হরি শ্রোত্র-পথ গত হইয়া সমস্ত পাপ ধ্বংস করিয়া থাকেন॥৫৭॥ যাঁহার উৎপত্তি, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ নাই, ব্রহ্ম-স্বরূপ ও সকলের আদি পুরুষ সেই পরমেশকে আমি প্রণাম করি॥ ৫৮॥ যিনি এক হইয়াও স্বীয়গুণ পরিণামে বহুতর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নানারূপ এবং শুদ্ধ হইয়াও অশুদ্ধের ন্যায়, সমস্ত ভূতগণের বিভূতি-কর্ত্তা জ্ঞানময় সেই অব্যয় পুরুষকে আমি প্রণাম করি॥ ৫৯॥ অপুনরাবৃত্তির জন্য আমি জ্ঞান, প্রবৃত্তি ও নিয়মরূপ ত্রিগুণাত্মক, ভোগপ্রদান-পটু, অব্যাকৃত, ভবসৃষ্টির কারণ ও অজর সেই পরমাত্মার স্বরূপের নিরন্তর বন্দনা করি॥ ৬০॥ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী স্বরূপে শব্দাদি বিষয় সমূহের উপস্থিতি পূর্ব্বক সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জীবের উপকারক ব্যক্ত-স্বরূপ এবং সূক্ষ্ম ও বিষম স্বরূপ সেই পরমাত্মাকে আমি সর্ব্বদা প্রণাম করি॥ ৬১॥ যে নিত্য সনাতনের এবংবিধ প্রকৃতি-পরাক্রমময় নানাবিধ রূপ, সেই ভগবান্ হরি, জীবগণের জন্ম ও জরাদি রহিত সিদ্ধি প্রদান করুন॥ ৬২॥

অষ্টম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ষষ্ঠ অংশ সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণ সম্পূর্ণ।